কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৯ বঙ্গাব্দে সমারব্ধ।

নবপর্য্যায়, অষ্টম খণ্ড

১৩২৪

৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, মিত্র প্রেসে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

কায়স্থ পত্রিকা।

ষোড়শ বর্ষের সূচী-পত্র।

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অর্থের সদ্ব্যবহার	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৫৬
২।	অশৌচে কল্পসূত্র	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	১৩
৩।	আগমনী	শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি	৩৬
৪।	আহ্বান (পদ্য)	শ্রীননীবালা ঘোষ	১৭
৫।	আহ্বান (পদ্য)	শ্রীযোগজীবন বসু	৩৫
৬।	ইণ্ডোএরিয়ানে কায়স্থ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	৬৩,১৮
৭।	উপনয়ণের উপযোগিতা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৫
৮।	কর্ম্মী সারদাচরণ (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৩৫
৯।	কায়স্থজাতির অভিজনন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৬৭
১০।	কায়স্থের কন্যাদায়	শ্রীমুরারিমোহন বসু	২১
১১।	কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন	শ্রীতারকনাথ দেব	২৬
১২।	কায়স্থের জাতি মীমাংসা	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	১৯
১৩।	কায়স্থ-বিদ্বেষ	শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	২১
১৪।	কায়স্থ-বিবাহ-পদ্ধতি	শ্রীতারকনাথদেব	১১০,১৬৮,২২০,৪৫
১৫।	কার্য্য-বিবরণী		
১৬।	কালিদাস ও ভবভূতি	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ	৪৫৯,৬১
১৭।	গীতার মূলমন্ত্র	শ্রীমধুসূদন সরকার	৪৪
১৮।	গুণাকর সারদাচরণ (পদ্য)	শ্রীগোপলচন্দ্র কবিকুসুম	৩১৫
১৯।	গোবিন্দলাল (পদ্য)	শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু	৪৬
২০।	গৌড়কাহিনী (১৮)	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্-	১৯,৯৫,১৬১,২১৭, ২৬৪,৪০১,৪২৬,৫১০,৭১৮
২১।	ঘুম কি ভাঙ্গিবে না	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বি-এ	৫১৯
২২।	চন্দ্রমাধব শোক-সভা		৭১০
২৩।	জাতিভেদ প্রথা	শ্রীকালীকৃষ্ণদেব মজুমদার	৬১
২৪।	জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ়	অভিসন্ধি (৪) শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি	
২৫।	জাহ্নবী (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু	
২৬।	জীবন-সন্ধ্যা (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	
২৭।	ঠাকুর আতার গুরুভক্তি	শ্রীহালিরাম ঠাকুর	

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা।
২৮।	তত্ত্ব সমাস	শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্-এ	৮০
২৯।	তোমরা ও আমরা	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বি-এ	৫৭৪
৩০।	তোমারি তরে (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	১৬৬
৩১।	দয়াল (পদ্য)	শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার	২৭৮
৩২।	দেশ-মাতৃকা (পদ্য)	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ	১৭৪
৩৩।	দোষ কাহার	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বি-এ	২১১
৩৪।	ধর্ম্ম-তত্ত্ব (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৮২,৫৭৮
৩৫।	নারীরুচি ও সৌন্দর্য্য	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	২৮০
৩৬।	নিরুপবীত কায়স্থ	শ্রীমধুসূদন সরকার	১৯৫,৫০৫
৩৭।	ন্যায়-প্রকাশ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	২০২
৩৮।	পণ-নিবারণে মিথিলেশ (পদ্য)	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	২৮৪
৩৯।	প্রচার-পথে	শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	৪৭০,৫২০
৪০।	প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু	২৩৫
৪১।	বক্তৃতায় অতিচার	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৪২
৪২।	বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতিতত্ত্ব	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৫৪৫,৬৫৫
৪৩।	বঙ্গ-সমাজেকায়স্থ	শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র	১০১
৪৪।	বঙ্গে-ব্রাহ্মণ	শ্রীবিনোদ বিহারী রায়	৬,৩৮৮,৬২৯,৬৮৯
৪৫।	বরপণের প্রতিকার	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বি-এ	৩৮৪
৪৬।	বর্ষ আহ্বাহন (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	১
৪৭।	বর্ষা-রাণী (পদ্য)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৫
৪৮।	বাঙ্গালীর মুখে সমর কথা	শ্রীরমণীরঞ্জন গুহরায়	২৫৭
৪৯।	বাণী-আরাধনা (পদ্য)	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ	৬৬৫
৫০।	বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৮৬,১৯১
৫১।	বিশ্বমাতার হসিতানন (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৭১
৫২।	বিশ্বরূপ দর্শন (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	১৬৬
৫৩।	ব্যাধির বিধান	শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস বি-এল্	৪৩৬
৫৪।	ব্রহ্মচর্য্য	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৩২৭
৫৫।	মতের অস্থিরতা	শ্রীগরচন্দ্র ঘোষ	২৬১

BRITTLE PAGES

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
৫৬।	মহাপথে গমন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৪০
৫৭।	মহাপ্রয়াণ	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৩০
৫৮।	মহাপ্রস্থান (পদ্য)	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৩
৫৯।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু	১০
৬০।	যমুনাতীরে (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	২৭
৬১।	শারদীয়প্রভাত (পদ্য)	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ	৪১
৬২।	শাসননীতির আভাস	শ্রীভারতরাজ প্রতিনিধি	৪৮
৬৩।	শিকড়ার চন্দ্রবংশ	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়	৫১
৬৪।	শিক্ষায় অভিভাবক	শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন	২৪
৬৫।	শূদ্রাপবাদ মোচন	শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র	৫৫
৬৬।	শোক (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	৩৪
৬৭।	শোকোচ্ছ্বাস (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী	৩৩
৬৮।	শোক-গাথা (পদ্য)	শ্রী প্রভাসচন্দ্র বসু	৩২
৬৯।	শ্যামা ও শ্যাম (পদ্য)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৪৪
৭০।	শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী	২২
৭১।	শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	১৩
৭২।	সমরোন্মুখ কায়স্থ (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৪৪
৭৩।	সমাজ-চিন্তা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	
৭৪।	সমাজের দুরবস্থা	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার	২৭
৭৫।	সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১২
৭৬।	সমালোচনা	৪৮,১১৭,১৭৫,২৩৬,৩৫৭,৪৭৯,৫৩৩,৭১	
৭৭।	সমালোচনার শাস্ত্রি-সন্দর্ভ	শ্রীবামাচরণ উপাধ্যায়	১৪
৭৮।	সান্ত্বনা (পদ্য)	শ্রীহেমেন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৪৪
৭৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৯,১১৮,১৭৬,২৩৭,২৮৮,৩৬০,৪১৫,৪৮০,৫৩৪,৭১	
৮০।	সারদাচরণ-স্মৃতি সম্মেলন		৫৯
৮১।	সারদা-পূজা	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৩৪
৮২।	সারদামঙ্গল (পদ্য)	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩২
৮৩।	সারদা-শোক-প্রসূনাঞ্জলি (সংস্কৃত)	আর্য্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ	৩৩
৮৪।	সুপ্রজন বিজ্ঞান	শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি-এ	৩০,১৫৫
৮৫।	স্বর্গ-প্রয়াণ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৪
৮৬।	স্বর্গতঃ সারদাচরণ মিত্র (সংস্কৃত)	শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ	৩৫
৮৭।	স্বর্গীয় সারদাচরণ (পদ্য)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২
৮৮।	স্বাস্থ্যরক্ষা	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ এম্-এস্-সি	২৩১,৩৫
৮৯।	স্মৃতির সম্মান (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৩৪
৯০।	ক্ষত্রিয়বাণী	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	

শ্রীশ্রীসোপালশন্দী। কেশরগঞ্জ। ১৯শে [illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

বর্ষ আবাহন।

এস হে নবীন বর্ষ! আশা সুখ লয়ে,
রয়েছি তোমার পানে চাহিয়া বিস্ময়ে!
কোন্ অচিন্তিত রাজ্য হ'তে আগমন
করিতেছ;—লয়ে সঙ্গে অমূল্য রতন
ভারে ভারে! সুখ দুখ, হরষ, বিষাদ,
প্রেম প্রীতি প্রফুল্লতা আনন্দ, আহ্লাদ
লয়ে এস, বিশ্বের এ বিরাটসভায়
স্বাগত হে নব বর্ষ সম্বোধি' তোমায়!
ডুবাও বিস্মৃতি-নীরে শোক—অনুতাপ,
নির্ব্বাণ করহ দুখ বেদনা বিলাপ।
বিতর' অজস্র স্নিগ্ধ করুণা কল্যাণ,—
দিকে দিকে নব নব তব জয় গান
করহ প্রচার। আজি তব আশীর্ব্বাদে
আর্দ্র হয়ে প্রেম রসে, বিপুল আহ্লাদে
হৃদয় করুক্ নৃত্য,—রোমাঞ্চ শরীর
অনন্ত আনন্দ শান্তি প্রশান্ত গম্ভীর
বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত মঙ্গল আলোকে
ধন্য হই স্থির তরে, নির্ম্মল পুলকে!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
৫৬।	মহাপথে গমন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৪০
৫৭।	মহাপ্রয়াণ	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৩০
৫৮।	মহাপ্রস্থান (পদ্য)	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৩
৫৯।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু	১০
৬০।	যমুনাতীরে (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	২৭
৬১।	শারদীয়প্রভাত (পদ্য)	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ	৪১
৬২।	শাসননীতির আভাস	শ্রীভারতরাজ প্রতিনিধি	৪৮
৬৩।	শিকড়ার চন্দ্রবংশ	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়	৫১
৬৪।	শিক্ষায় অভিভাবক	শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন	২৪
৬৫।	শূদ্রাপবাদ মোচন	শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র	৫৫
৬৬।	শোক (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	৩৪
৬৭।	শোকোচ্ছ্বাস (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী	৩৩
৬৮।	শোক-গাথা (পদ্য)	শ্রী প্রভাসচন্দ্র বসু	৩২
৬৯।	শ্যামা ও শ্যাম (পদ্য)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৪৪
৭০।	শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী	২২
৭১।	শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	১৩
৭২।	সমরোন্মুখ কায়স্থ (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৪৪
৭৩।	সমাজ-চিন্তা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	
৭৪।	সমাজের দুরবস্থা	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার	২৭
৭৫।	সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১২
৭৬।	সমালোচনা	৪৮,১১৭,১৭৫,২৩৬,৩৫৭,৪৭৯,৫৩৩,৭১	
৭৭।	সমালোচনার শাস্ত্রি-সন্দর্ভ	শ্রীবামাচরণ উপাধ্যায়	১৪
৭৮।	সান্ত্বনা (পদ্য)	শ্রীহেমেন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৪৪
৭৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৯,১১৮,১৭৬,২৩৭,২৮৮,৩৬০,৪১৫,৪৮০,৫৩৪,৭১	
৮০।	সারদাচরণ-স্মৃতি সম্মেলন		৫৯
৮১।	সারদা-পূজা	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৩৪
৮২।	সারদামঙ্গল (পদ্য)	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩২
৮৩।	সারদা-শোক-প্রসূনাঞ্জলি (সংস্কৃত)	আর্য্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ	৩৩
৮৪।	সুপ্রজন বিজ্ঞান	শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি-এ	৩০,১৫৫
৮৫।	স্বর্গ-প্রয়াণ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৪
৮৬।	স্বর্গতঃ সারদাচরণ মিত্র (সংস্কৃত)	শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ	৩৩
৮৭।	স্বর্গীয় সারদাচরণ (পদ্য)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২
৮৮।	স্বাস্থ্যরক্ষা	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ এম্-এস্-সি	২৩১,৩৫
৮৯।	স্মৃতির সম্মান (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৩২
৯০।	ক্ষত্রিয়বাণী	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	১

শ্রীশ্রীঃ গোপালনন্দী। কোন্নগর। ১৭ই বৈশাখ ১৩২৪

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

বর্ষ আবাহন।

এস হে নবীন বর্ষ! আশা সুখ লয়ে,
রয়েছি তোমার পানে চাহিয়া বিস্ময়ে!
কোন্ অচিন্তিত রাজ্য হ'তে আগমন
করিতেছ;—লয়ে সঙ্গে অমূল্য রতন
ভারে ভারে! সুখ দুখ, হরষ, বিষাদ,
প্রেম প্রীতি প্রফুল্লতা আনন্দ, আহ্লাদ
লয়ে এস, বিশ্বের এ বিরাটসভায়
স্বাগত হে নব বর্ষ সম্বোধি' তোমায়!
ডুবাও বিস্মৃতি-নীরে শোক—অনুতাপ,
নির্ব্বাণ করহ দুখ বেদনা বিলাপ।
বিতর' অজস্র স্নিগ্ধ করুণা কল্যাণ,—
দিকে দিকে নব নব তব জয় গান
করহ প্রচার। আজি তব আশীর্ব্বাদে
আর্দ্র হয়ে প্রেম রসে, বিপুল আহ্লাদে
হৃদয় করুক্ নৃত্য,—রোমাঞ্চ শরীর
অনন্ত আনন্দ শান্তি প্রশান্ত গম্ভীর
বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত মঙ্গল আলোকে
ধন্য হই চির তরে, নির্ম্মল পুলকে!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

সমাজ চিন্তা।

দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। নব পুরাতনের পরিত্যক্ত আসনে স্থান লাভ করিল। গত বর্ষের অন্তর্ধানের সঙ্গে স আমাদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত জীবনের একটী বর্ষও চিরদিনের জন্য তিরোহি হইল। আর তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আশা না থাকিলেও বি বর্ষের আলোচনায় আমাদের অধিকার আছে—লাভ আছে। বিগত বর্ষের কর্ম তালিকা আমাদের নয়ন সমক্ষে রাখিয়া যদি হিসাব নিকাশ করিয়া দেখি, ত বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্ম প্রণালী সুব্যবস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রত্যেক ব্যবসা নূতন বৎসরে গত বৎসরের আয় ব্যয় খতিয়ান করিয়া লাভ লোকসান স্থির করে হাল সনে বিগত বর্ষের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন হি করে, নূতন পদ্ধতি প্রণয়ন ক নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। গত বর্ষের ত্রুটি বিচ্যুতি যতদূর সম্ভব পরিহ করিতে প্রয়াস পায়, ফলে সুফল লাভ করে। বর্ষান্তে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে আমরা যে উপকৃত হইতে পারি, তাহাতে কে সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যক্তিগত জীবনের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তির পক্ষে অত্য কর্ত্তব্য ও হিতপ্রদ হইলেও তাহা জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। জাতীয় জীবনে উৎকর্ষাপকর্ষ আলোচনায় জাতীয় মহদুপকারের সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তি স্বার্থপ ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য স্বার্থমাখা ও সঙ্কীর্ণ। যখন ব্যক্তি নিজের ব্যক্তি জাতির অঙ্গে মিশাইয়া দিয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়, তখন নিঃস্বার্থপরতার সূচ হয়, তখনই সঙ্কীর্ণতা বিশালত্ব লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কাহিনী উন্নতি অবনতির কথা, সাধারণের সমীপে গাহিতে যাওয়া অসমীচীন। সম সমাজের কাহিনীও আমরা বলিতে শক্তিমান নহে। আমরা আমাদের স্বসমাজে বিগত বর্ষের উৎকর্ষাপকর্ষ, সবলতা দুর্ব্বলতা, হীনতা দীনতার বিষয় কথঞ্চিৎ আলো চনা করিয়া, আমাদের স্বজাতিবৃন্দকে সমাজ-শরীরের হৃষ্টপুষ্টি বিধানের জন্য, দুষ্টক্ষ নিরাময় জন্য, কলঙ্ক কালিমা বিধৌত করিবার নিমিত্ত উৎসাহী ও উদ্যমশী করিবার উদ্দেশ্যেই লেখনী সঞ্চালন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি।

গতবর্ষে কায়স্থ জাতি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে কতদূর অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাৎ হইয়াছেন, কায়স্থগণের দেশের কাজে সমাজের কাজে জাতির মুখ কতটা প্রদী হইয়া উঠিয়াছে; জাতিগত অধিকার সাধনে কি পরিমান যত্ন প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহার ফলে কি হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তারে ও অভাবের নূতন পন্থাবিষ্ক

সমাজ কিরূপ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন, সংঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রীতি সম্প্রসারণ রণার্থ চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে কিনা প্রথমেই তদ্বিষয় প্রদর্শন করিবার আমরা য়াস করিব। যদিও বিরাট কায়স্থ-সমাজের এক্ষণে শূদ্রত্ব পঙ্কে প্রায় দশআনা ংশ নিমজ্জিত, তথাপি সত্যানুরোধে বলিতে হইবে, যে বিগত অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা সদ্য-ত বর্ষে কায়স্থ-সমাজ উপনয়ন সংস্কারে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয় ও আশার কথা নিশ্চয়ই; কায়স্থ-সমাজে জাত্যুচিত ক্রিয়াকলাপে আগ্রহও বিলক্ষণ তীয়মান হইয়াছে। ত্রয়োদশ দিবসে বহু সৎসাহসী কায়স্থ মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ নষ্পন্ন রিয়া সমগ্র কায়স্থের আদর্শ স্থল হইয়াছেন। আন্তর্গণিক বিবাহ পূর্ব্ববৎ ধীর-মন্থর তিতে চলিতেছে; তবে একটু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়াছে। একাল যাবৎ বঙ্গজ দক্ষিণ াঢ়ীয়ের আন্তর্গণিক বিবাহ চলিয়াছে; গতবর্ষে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজান্তর্গত বরের হিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কন্যার পরিণয় সংঘটিত হওয়ায় প্রীতির ভাবই উপলব্ধি হইতেছে। শণীগত নাসিকাকুঞ্চনের ভাব উত্তরোত্তর হ্রাসই দেখা যাইতেছে, ইহা শুভ ক্ষণ। প্রকৃতির নিয়মে কায়স্থ-সমাজে বালিকাবিবাহ একরূপ উঠিয়া যাইবার ত হইয়াছে, কিন্তু বালক বিবাহ পূর্ব্ববৎই সমাজের চক্ষে ধূলি দিতেছে—ষোড়শীর হিত অষ্টাদশ বর্ষীয়ের বিবাহ বিরল ঘটনা নহে। গতবর্ষে এরূপ বিবাহের সংখ্যা তান্ত অপ্রচুর হয় নাই।

বিধবা-বিবাহ, অনাচরণীয় জাতির জলচল, বিলাত ফেরতদিগকে সমাজে গ্রহণ-মস্যা, সমস্ত হিন্দু সমাজের সন্নিধানে বিচারার্থ উপস্থিত হইয়া গতবর্ষেও সমাজবক্ষ ক্ষোভিত করিয়াছে। কায়স্থ-সমাজও এ সমস্যাত্রয়ের ক্ষাণ তরঙ্গাভিঘাত হইতে ব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য-সমাজ সংস্কারসমূহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান মাজের উপযোগিতা উপলব্ধি না করিতে পারায়, কায়স্থ-সমাজ কোনরূপ সাড়া দেন াই—কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। কিন্তু শিক্ষার্থে এদেশের কোন হিতকল্পে যাহারা বলাত প্রবাসী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া দেশীয় রীতি নীতির অনুসরণে সমাজে বেশের অভিলাষী হইয়াছেন, কায়স্থ-সমাজ তাহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দান রিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের দুই এক জন অত্যুদার (?) মনীষী বিধবা বিবাহ ও নাচরণীয় জাতির জলচলের জন্য যে বিনা পয়সায় সমাজের কাছে ওকালতী রিয়াছেন, তাহাও আমরা স্বীকার করিতেছি। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিষ্যতের অপেক্ষা করিবার পরামর্শ প্রদান করি। তাহাদের হৃদয় ভাল হইতে ারে, পরন্তু সমাজ-তত্ত্ব-জ্ঞানে অনভিজ্ঞতা দর্শনে দুঃখ হয়—হাসিও পায়। সমাজের পযোগিতা না বুঝিয়া যাহারা যাহা তাহা সমাজে ছড়াইয়া দেয়, তাহারা দায়ীত্ব

জ্ঞানহীন অসামাজিক। তাঁহাদের উদারমত বিস্তার ফলে "খোলার খো
যায়, লোটের খোলাও যায়"—সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কায়স্থ জাতির এই শ্রে
বন্ধুবর্গ কিছুদিনের জন্য উদারতা বাক্স বন্ধ রাখিলে সমাজের যথেষ্ট উপকার হ
পারে।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী এম্বুলান্সকোর গঠন করিয়া বাঙ্গালী জাতির কর্ত্ত
নিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদানের সুযোগ দিয়া কায়স্থ জাতির মুখ উ
করিয়াছেন। ডাক্তার মল্লিকের "ডবল্‌কোম্পানী" বাঙ্গালীকে সামরিক জাতি
পরিণত হইবার সুবিধা করিয়া দিয়া, কায়স্থ জাতির ললাট সমুজ্জ্বল করিয়া তুলি
ছেন। ইঁহাদের অধ্যবসায় গুণে বাঙ্গালিজাতির বহু সুসন্তান আত্ম-ত্যাগের অ
পাইয়া মরজগতে অমর হইবার পথ ধরিতে পারিয়াছে। বহু কায়স্থ বীর, বী
ন্যায় রণক্ষেত্রে দেহপাত করিয়া জাতিকে পবিত্র ও গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছে
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সাম্রাজ্যের সমর-মন্ত্রণা-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হ
কায়স্থ জাতি বিলক্ষণ গরিমা বোধ করিতেছে। শিক্ষা বিস্তারে ও অর্থাগমের ন
পন্থাবিষ্কারে কায়স্থ-সমাজ বড় কিছুই করেন নাই; সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধি
লাভের জন্য কায়স্থ জাতির প্রতিনিধি সভা অনেক যত্ন লইয়াছেন এবং কতক প
মাণে কৃতকার্য্যতাও লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজে টোলবিভাগে ব্রাহ্মণ ব্যত
কোন জাতিরই প্রবেশাধিকার ছিলনা—কায়স্থ-সভা বহু কষ্টে একজন কা
বালককে টোল বিভাগে ভর্ত্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা একটা মস্ত অধি
লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রাধ্যায়ী কায়স্থ ছাত্র দুষ্প্রাপ্য।

কায়স্থ জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য গতবর্ষে অল্প বিস্তর যত্নশীলতা প্রকাশ ক
য়াছে। স্বজাতি প্রীতি প্রসারিত করিবার জন্য আন্তরিকতা দেখাইয়াছে, চেষ্টান্ব
ফল লাভও যে না করিয়াছে এমন বলিতে পারি না। তবে এ প্রীতি ও এক
উপবীতিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হইতেছে যেন, উপন
সংস্কারের মধ্যেই প্রীতি ও সংঘবদ্ধতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। মোটের উপর
বর্ষের কায়স্থ সমাজের সমালোচনা করিলে সজীবতা দর্শনে পুলকিতই হইতে হ
গতবর্ষে যে বিভীষণের সংখ্যা কায়স্থ সমাজে আত্ম প্রকাশ করে নাই, তাহা ন
আলস্য, ঔদাস্যে, অহম্মুখতায়, দৌর্ব্বল্যে যে কায়স্থ কার্য্য বিঘ্নবিহত হয় নাই এম
আমরা বলি না, 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহস দুর্জ্জয়' কতকগুলি কায়স্থ সন্তান
সমাজের অল্প বিস্তর অপচয় সংসাধিত করিয়াছে, কার্য্যকালে নিজ নিজ
খুঁজিয়া যে বংশের মুখ মসীলিপ্ত করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। কায়স্থ-সমা

সংস্কার ক্রিয়ার প্রতিকূলাচারীর সংখ্যাও একেবারে কায়স্থ জাতিতে অদৃশ্য হয় নাই। লজ্জা ও ঘৃণার কথা লিখিতে লেখনী সরমে মরিয়া যায়! কায়স্থ জাতির জনৈক সমৃদ্ধ কুলাঙ্গার অর্থ শক্তির মত্ততায় মত্ত হইয়া তাহার স্বসমাজেই কতিপয় উপনীত কায়স্থের উপবীত পরিত্যাগে বাধ্য করে। অনেক কায়স্থ সন্তান কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়াও স্বজাতীয় প্রতিপত্তিশালী সমাজ-জ্ঞানহীনগণের বাধায় সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গতবর্ষেও বহু কায়স্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াও সভার সহিত যোগদান না করিয়া উদাসীনতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিকর প্রচেষ্টা হইতেই তাহারা দূরে রহিয়াছেন। স্বার্থান্বেষী কায়স্থগণ, জাতীয় কার্য্য করিতে গিয়াও যে সঙ্কীর্ণতাবশে জাতীয় কার্য্যস্থল-বিশেষে পণ্ড করিয়াছেন, তাহাও গোপন করা চলে না। কায়স্থ-সমাজের কতিপয় স্বাভাবিক নেতা (যাঁহারা জন্ম মাত্রেই স্বজাতির নেতা হইবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছেন) দৃষ্টান্তের অপব্যবহার করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিলতা দেখাইয়া কায়স্থ-সমাজকে নিম্নের দিকে একটু টানিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও আমরা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে ভীত নহে। তাঁহারা জাতীয় আদর্শ কর্ম্মে ব্রতী হইলে গতবর্ষে জাতির অঙ্গ আরো দেদীপ্যমান হইত। আর্য্যোচিত পানে ভোজনে, আচার ব্যবহারে কায়স্থ-জাতি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শাস্ত্রানুসরণ করিয়াছেন, এমন মনে হয় না। অনেক বিষয়ে গতবর্ষেও কায়স্থগণের মধ্যে দীনতা হীনতা লক্ষিত হইলেও—বাদ বিসম্বাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে গতবর্ষের জাতীয় কার্য্য আশা ও গৌরব জনক—সজীবতার দ্যোতক।

গতবর্ষের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া আমাদের দোষগুণ আমরা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের কার্য্য নিচয় যাহাতে নির্দ্দোষ ও স্বজাতির শুভকর হয়, তদ্রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গত বর্ষের দুর্ব্বলতা যেন আমাদিগকে পরিহার করে; সবলতা যেন বর্দ্ধিত হইয়া দুঃখ দারিদ্র্য দুর্নীতির হস্ত হইতে কায়স্থ জাতিকে রক্ষা করে। বক্তিত্বের অহঙ্কার যেন জাতির বিরাট বেপুর অভ্যন্তরস্থ হইয়া জাতির গরিমা বর্দ্ধিত করে। আচার ব্যবহারে, আহারে-বিহারে যেন কায়স্থের সদাচার বঙ্গবাসীর আদর্শ হয়। কায়স্থ জাতির একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তিও যেন বিস্মৃত না হন, তাঁহারা—'ক্ষত্রিয়'। দেশরক্ষা ও রাজার সাহায্য জন্য কায়স্থ সন্তান দলে দলে সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকটনের যেন অবকাশ পায়। গৌর্য্যে বীর্য্যে শিক্ষায় সভ্যতায় জগতের

সম্মুখে যেন বর্ত্তমান বর্ষে বরণীয় হইতে পারে। বিদ্বেষীর বিদ্বেষ শক্তিহীন হইবে কায়স্থের নেতৃত্বে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ আবার নবোদিত চন্দ্রমার মত সমস্ত জগৎ স্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ করিবে। বর্ত্তমান বর্ষে যুবক কায়স্থবৃন্দের নিকট সৎসাহস ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্য, যে দেশের জন্য—রাজার জন্য ত্যাগ স্বীকার তাহাই চাহি, বৃদ্ধ প্রৌঢ়ের সমীপে ক্ষত্রিয়োচিত রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া যুবক ও বালকবৃন্দে কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি। ধনীকে অর্থ প্রদা করিতে অর্থের সদ্ব্যবহারে জাতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে আহ্বান করি। আ করি, বর্ত্তমান বর্ষে কেহই নয়ন মুদিয়া বিলাসের মদিয়ায় মত্ত হইয়া জাতীয় উত্থানে সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষ যেমন সমস্ত ভারতবাসী মনুষ্যত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসর, কায়স্থ জাতির পক্ষেও তেমনই অগ্নি পরীক্ষা প্রকৃত সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব জগন্ সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মণের কীটদষ্ট পুথির মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব বাছিয়া বাহি করিতে হইবে না। কায়স্থ জাতি বীরের জাতি, জাতীয় পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। সে জয়যুক্ত হইবে নববর্ষে এ আমাদের নব আ ভগবান ব্যর্থ হইতে যেন না দেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

প্রাচীনকালের রাঢ়, পুণ্ড্র, গঙ্গাহৃদয় (গ্যাঙ্গেরিডয়) অর্থাৎ উপবঙ্গ বা বাগ প্রদেশ, সমতট প্রভৃতি লইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশ গঠিত হইয়াছে। প্রধানতঃ স শতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই পঞ্চ শ্রে ব্রাহ্মণ এক্ষণে বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুণ্ড্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রা লিখিত আছে—"সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন মধুচ্ছ বড়, পঞ্চাশজন ছোট। যাহারা বড়, তাহারা (বিশ্বামিত্রের) আদেশ সত্ত্বে বলিয়া মানিল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোদের প্রজা (পুত্রা

অন্ধ্যজাতিভাক্ হউক। তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র শবর, পুলিন্দ, মুতিব এই অতিশয় অন্ত্য (নীচ) জন হইল।"

বিশ্বামিত্র ঋষি যে দেশে বাস করিতেন, সে দেশে ইহারা নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইলেও পুণ্ড্রদেশে ইহাঁরা ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য ছিলেন। পুণ্ড্রদেশ এক্ষণে বরেন্দ্র নামে বিখ্যাত। এই বরেন্দ্রদেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহারা এই বিশ্বামিত্র বংশোদ্ভব। তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকৌশিক, রজতকৌশিক, কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক এই পঞ্চ গোত্রোদ্ভব ব্রাহ্মণ দেখা যায়। কৌশিক গোত্রই বিশ্বামিত্রের বংশ। বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকা মতে ইহাঁরা, "বেদবাণী ও ব্রহ্মার মুখোদ্ভব অগ্নির বিষয় অবগত ছিলেন না।" এইজন্যই ইহাঁরা বিশ্বামিত্র ঋষির বংশজাত হইলেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নীচ জাতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহারা এক্ষণে বারেন্দ্র সপ্তশতী শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

রাঢ়দেশেও এইরূপ এক শ্রেণীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাঁহারা গৌতম, পরাশর, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য ও বশিষ্ঠ গোত্রোদ্ভব।

কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, "এই সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতে অপারক হওয়ায় রাজা আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চযাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশোদ্ভব।"

কুল-পঞ্জিকার এই কথাই একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ নিঃসন্দেহে মানিয়া আসিতেছিলেন, হটাৎ নব্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রবল জনশ্রুতিমূলক বিশ্বাসের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানের ভাণ্ডার স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থনিচয়ে লিখিত আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এ যাবত কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ আদিশূরের সময়ের কোন গ্রন্থই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুল-পঞ্জিকার আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ মূলক না হইলেও জনশ্রুতিমূলক; এবং জনশ্রুতির ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতি মাত্রেই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের

নিকট আদরণীয়, এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণে
অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য; এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ
প্রমাণের অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।

এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতি
হাসিকতা কতদূর। - রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রু
নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে—

"আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্॥" (কুলরমা)

এখানে পাওয়া গেল,—আদিশূর ছিলেন (আসীৎ)। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ প্রণেত
ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী গ্রন্থে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের উল্লে
নাই। ধ্রুবানন্দ "নত্বা তাং কুলদেবতাং" ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া আর
করিয়াছেন—

"আয়িতো বহুরূপাখ্যঃ শিরোগোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশোমকরন্দশ্চ জাহ্নবাখ্যঃ সমা ইমে॥"

মহেশের "নির্দ্দোষ কুল-পঞ্জিকায়"—

"ক্ষিতিশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥"

এই পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূরের নাম নাই।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরে
এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

"জাতো বল্লালসেনো গুণি-গণিতস্তস্যদৌহিত্রবংশে।"

আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন (পঞ্চব্রাহ্মণে
পরিচয়) এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ
তদন্তে কিছু কালান্তর দহিত্র কুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন (বল্লালসেন কর্ত্তৃ
কুলমর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগ) ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রা
সকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করি
কহিলেন সুনহে বল্লালসেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চ গোত্রে প
ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড় মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা জবনাক্রান্ত দে
বাস করি আমাদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমাদিগের দেশ প
করি। *

* আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা।

"আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা
প্রবল, কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস সঙ্কলন নহে, বংশাবলী রক্ষা, বংশাবলী
অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই
জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।" "গৌড়ব্রাহ্মণ"কার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন † – শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ
হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপ গোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্রে
৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক
বিরল। বাৎস্য গোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমান কালকে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ-
গণের কাল হইতে গড় পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি
পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে)
বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদ বাণাঙ্ক
শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" (৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ
আগমন করিয়াছিলেন) এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের
রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়
আগমন কালের সহিত ঠিক ঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয়
লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে
রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোনই গোল থাকে না।

"ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশ বৃত্তান্তের সহিত আদিশূর
প্রভৃতি ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণগোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্ব
পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রামবাসী এবং তাঁহার জননী বন্দ্যঘটী বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং
ভবদেব যে রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না।
প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃৎ বাচস্পতি যে ইদানীন্তন কালের ঘটকগণের
অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথা
অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গকে ধরিয়া, সাত
পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের
শেষ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম
ভবদেব যে গৌড়-নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ
সেই মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ-
গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন

† ১০৯ পৃষ্ঠা, টীকা।

স্মরণাতীতকাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রীয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রই আদিশূর আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয় সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্ত্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র।"*

"আদিশূর নামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন ঘটিয়াছিল, এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়।" *

"অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতেই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। পরস্পরের বিরোধী উক্তি সমূহের উপরে নির্ভর করিয়া আদিশূরের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব এবং সেইজন্যই গ্রন্থ মধ্যে আদিশূরের নাম ও বিবরণ নিবিষ্ট হইল না। কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না।"†

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্র গ্রন্থগুলি ত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ যে খানি স্বীয় মতের অনুকূল সেইখানি হইতে অনুকূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—কুলশাস্ত্র লিখিত প্রমাণগুলি অসত্য বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয় যে, প্রাচীন জনপ্রবাদ লইয়া কুলশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। * * * এই সকল জনপ্রবাদ ব্যতীত কুলশাস্ত্রে প্রাচীনকালে বংশ পরম্পরা ও বিবাহ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কুলশাস্ত্র সমূহে রাশি রাশি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকে তৎ-সমুদয় 'প্রক্ষিপ্ত' প্রমাণ হইতেছে। এইজন্য গ্রন্থ মধ্যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত কোন বচন প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল না।" ‡

* গৌড় রাজমালা, শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত। বাঙ্গলার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

† ঐ ঐ ‡ ঐ

"খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।"

অতএব আদিশূর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে হইবে—

(১) কুলশাস্ত্র বিশ্বাস যোগ্য কিনা ?
(২) আদিশূর ছিলেন কিনা ?
(৩) কোন সময় ছিলেন ?
(৪) আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনিয়াছেন কিনা ?
(৫) আদিশূরের সহিত বল্লালসেনের সম্পর্ক কি ?

আমরা ক্রমে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায়।

ক্ষত্রিয় বাণী।

দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর অতীতের গর্ভে আত্মগোপন করিল। অতীতের পুরাতন স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নববর্ষ নব হর্ষে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিতে উদিত হইল। এই নবীন বৎসরের নবীনানন্দে উন্মত্ত হইয়া আমরাও পুরাতন স্মৃতিকে অন্তরে ধারণ করিয়া নববর্ষারম্ভে নব নব কর্ম্ম-লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছি; ইহাই কর্ম্মের আহ্বান। এ আহ্বানকে উপেক্ষা না করিয়া এ আহ্বানের সুরে অনুপ্রাণিত হইয়া নবভাবে পুরাতনকে উদ্বোধিত করিবার লালসা বক্ষে ধরিয়া আমাদিগের নব কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত করিতে হইবে। যাহা গিয়াছে, তাহা যাউক, তাহার জন্য বৃথা আক্ষেপে ফল নাই। যাহা আসিতেছে—তাহা আবার সেই গত অনুশোচনার বক্ষে বিলীন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দৃঢ় মনে এক প্রাণে কর্ম্মসাগরে ঝম্প প্রদানই মানবোচিত ধর্ম্ম। সেই মানবোচিত ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সফলতার দিকে স্থিরদৃষ্টি রক্ষা করিয়া দৃঢ় ধীর পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃতকর্ম্মের একটা ফল আছেই; তজ্জন্য আমাদিগের অধিক চিন্তার আবশ্যকতা না থাকিলেও দেখিতে হইবে যে—আমরা অনুষ্ঠিত

কার্য্যে কি প্রকারে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি ; যে পন্থায় দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব সেই পন্থাকেই সাদরে সাগ্রহে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে সফলতার জন্য শত সহস্র বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষিত, বিক্ষিপ্ত, বিধ্বস্ত করিয়া আমাদিগকে চলিতেই হইবে। সুফল লাভ সুদূর পরাহত হইলেও তাহাতে হতোদ্যম না হইয়া নবোদ্যমকে উদ্বোধিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিবার জন্যই মঙ্গলময় ভগবান পুরাতন যাহা কিছু ভাল, তাহাকেই নবীন রূপরাগে রঞ্জিত করিয়া আমাদের সম্যক্ষে উপস্থিত করেন ; আমাদের কর্ত্তব্য সেই পুরাতনকে আবার নবোদ্যমে উদ্‌যাপনের পথে অগ্রসর করা।

তাই আজ আমরা নববর্ষের নবারুণ অবলোকনে আনন্দিত, তাই প্রতি প্রভাতে সেই চিরপুরাতন তপনদেব নবারুণ রূপে দর্শন দিয়া মানবকে নবপুলকে পুলকিত করেন। তাই আমাদিগের দেশের, সমাজের, জাতির সেই চিরপুরাতন প্রথাসমূহ নবরূপে আমাদিগের নয়ন সমীপে উদিত হইয়া পুরাতন ধ্রুবসত্যকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলার চেষ্টা করে। যাঁহারা মানব পদবাচ্য তাঁহারাই তাহা অতি সহজে অনুধাবন করিয়া সেই নবীনরূপী পুরাতনের স্নিগ্ধ আশ্রয় গ্রহণ হইয়া থাকেন ; এবং ইহাই প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। যিনি ইহাতে বিলম্ব করিবেন, দ্বিধা করিবেন, ইতস্ততঃ করিবেন, বা সময়ের অপেক্ষায় বা আলস্যে কালাতিপাত করিবেন, তিনিই পশ্চাতে পরিয়া থাকিবেন। অতএব হে স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ! যে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবনের উন্মেষ সহিত রীতি নীতি পদ্ধতির পুরাতন স্মৃতি আমাদিগের কর্ত্তব্য প্রবুদ্ধ মানস পক্ষে উদিত হইয়াছে, তাহার সাধনে আর বিলম্ব করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিও না। তাহা হইলে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথরোধ করিবে—আর আমরা চিরান্ধকারময়ী অতীতের গর্ভে চিরলীন হইয়া যাইব ; জগত হইতে ক্রমশঃ আমাদের ভাস্বর গরিমাময় অতীত স্মৃতি ভবিষ্যৎ জগতে আর দৃষ্ট হইবে না। আমরা যে একটা কিরূপ জাতি ছিলাম, তাহার নিদর্শন তাহা হইলে আর বহু অনুসন্ধানেও মিলিবে না, যে শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের এই জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে—ইহার পর আর বিলম্ব করিলে তো উপায়ই ছিল না। এক্ষণেই'ত দেখিতেছি—ইহার নিরাকরণ, ইহার মীমাংসা কত গুরুতর। ইহার উদ্বোধনে এখনই কত ঝঞ্ঝা, কত দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে।

আমরা যে ক্ষত্রিয় ইহা এখনও সমাজের, দেশের প্রত্যেক মানবই স্বীকার করিতেছেন ; আমাদের শ্রেষ্ঠবর্ণ, গুরু পদবাচ্য ব্রাহ্মণগণ সানন্দে আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব

স্বীকার করিতেছেন। যাহারা হীন বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া অস্বীকারের পন্থা অনুসন্ধানপর হইতেছেন—তাহাদিগকেও পরিশেষে শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির অনুশাসনে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাই যে দেশের দশা, সে দেশে যদি এই নিত্যবাণী আরও কিছুদিন অতীত গর্ভে লুক্কায়িত থাকিত তাহা হইলে কি হইত কে জানে? আমরা ক্ষত্রিয় তাহা স্বীকার করিয়া, এবং আমাদের চিরন্তন দ্বিতীয় আসন হইতে এই ভীষণ যুগেও নিম্নাসনে স্থান না দিলেও কেহ কেহ আমাদিগকে অনুপবীতি রাখিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। ইহার বিশেষ কোনও কারণ নাই, কেবল মাত্র খেয়াল।

ভারতবর্ষে পুরাকালে আর্য্যজাতি হইতে চারিটীবর্ণ গুণ কর্ম্মানুসারেই সৃজিত হইয়াছিল ; তখন গুণ কর্ম্মের দিকে প্রত্যেক মানবের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানযুগে অর্থই মানবের চরম লক্ষ্য হইয়াছে বলিলেও তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভারত হইতে লুপ্ত হইত। তাহা হইলে এই অতি পুরাতন সনাতন বর্ণাশ্রমের হিন্দুধর্ম্ম আবহমান কাল হইতে স্থির ভাবে নানা আঘাত সহ্য করিয়া আপন অস্তিত্ব এই ভয়াবহ নাস্তিকযুগে রক্ষা পাইতে পারিত না। এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যেরাও জগতে এক সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা অবনতির এক গভীরতম প্রদেশে পতিত, যে তাহা কল্পনারও অতীত। যদি আমাদিগকে আবার জগত সমক্ষে সেই পিতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার বাসনা থাকে, যদি সেই পিতৃরক্ত এখনও আমাদিগের শিরায় বিন্দুমাত্রও প্রবাহিত থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে আর নিদ্রাতুর থাকিলে চলিবে না। অতএব ভ্রাতৃগণ! "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ" ওঠো, জাগ, আর ঘুমাইও না পুনর্ব্বার সেই চাতুর্বর্ণ্য সমাজে অশেষ গুণগরিমার আধার ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে দ্বিজজাতি তিনটী একরূপ লুপ্ত বলিতে হইবে। তবুও ব্রাহ্মণগণ উপবীত ধারণ করিয়া একটা পৃথক্ বর্ণের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন। এমন একদিন আসিয়াছিল—যখন বৌদ্ধ প্রভাবে ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও লোপ হইয়াছিল ; মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উত্থান না হইলে, আজ বঙ্গদেশে একমাত্র শূদ্রের দেশেই পরিগণিত হইত। সেই মহাত্মা যদি আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন, তবে বোধ হয় আজ বঙ্গদেশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের জন্য এত গণ্ডগোলে উপস্থিত হইত না। যাহা হউক—বঙ্গের কায়স্থগণ যে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় তাহাতে যখন আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, তখন বৃথালস্যে আর অনুপবীতী

থাকিয়া শূদ্রাচারে কালাতিপাত করা কোনও কায়স্থ সন্তানের পিতৃ মর্য্যাদা বংশমর্য্যদা ক্ষুণ্ণ করার আবশ্যক নাই।

"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে :—জন্মমাত্রেই কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সকলেই শূদ্র, সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন হইলেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়; এক্ষণে অগ্রে আমাদের দ্বিজত্ব গ্রহণ আবশ্যক, নচেৎ তো জাতিই স্থির থাকিবেন না। আমরা যদি শূদ্রাচারী থাকি তাহা হইলে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণও পতিত থাকিয়া যাইবেন; শূদ্রের সংস্পর্শে আসিলে তাঁহারাও তো দ্বিজ হইলেও স্বধর্ম্ম রক্ষার পারগ হইবেন না। অতএব আমাদের এই জাতীয় সংস্কার দ্বারাই আমাদের পরমপূজ্য ব্রাহ্মণ বর্ণকেও পাতিত্য হইতে রক্ষা করিতে পারিব। ক্রমশঃ বৈশ্যও উন্নত হইবে। তাহা হইলে একমাত্র (কায়স্থ) ক্ষত্রিয় আমরা যদি স্বধর্ম্মাশ্রয় করি, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই অন্য বর্ণকেও স্বধর্ম্মপালন তৎপর হইতে হইবে। আমাদিগের যাঁহারই দোষ হৌক আর সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্বে গৃহ ঠিক করিতে হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা বঙ্গের কায়স্থ প্রত্যেকেরই উপবীত গ্রহণ আবশ্যক। পশ্চিমদেশীয় কায়স্থগণ আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেও সংস্কার বিহীন বলিয়া আন্তরিক তাচ্ছল্য করেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ধনে সর্ব্ব প্রকারে বাঙ্গালী কায়স্থ সর্ব্বজাতির অনুকরণীয় হইলেও এক উপবীত হীন স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া আমরা জগতের ইতিহাসে পতিত বলিয়া পরিচিত।

আমরা ক্ষত্রিয়—বেদে সম্পূর্ণ অধিকার থাকিলেও এতদিন আমাদিগকে সংস্কৃত কলেজে পর্য্যন্ত অধ্যয়নের অধিকারেও বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধেও "নমঃ নমঃ" করিতে হইয়াছে। পূজাদিতে তো অধিকারই ছিল না।

এ সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এইমাত্র প্রার্থনা যে—বর্ত্তমান বর্ষকে আর যেন কোনও কায়স্থ সন্তান অনুপবীতী অবস্থায় থাকিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইতে না দেন।

প্রত্যেক কায়স্থ প্রধান স্থানে এক একটী স্থায়ী ক্ষত্রিয় সভা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেকে যত্নবান হউন।

আমি ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তি হইলেও আমার লিখিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ় অভিসন্ধি।

চতুর্থ প্রস্তাব।

শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উপাসনা প্রণালী সকলের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ মুক্তির অনুমোদিত; আর কোনটী বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। কোনটীতে সারাংশ অধিক, আবার কোনটীতে বা অসারাংশই অধিক। যাহা হউক স্থূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপান স্বরূপ। নিরাকার উপাসনাই নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ, এবং নির্ব্বাণ মুক্তিই জীবের বা জীবাত্মার চরম লক্ষ্য।

ভিন্ন ভিন্ন সাকার উপাসনা দ্বারা যথাক্রমে উন্নতি-সোপানে উত্থিত হওয়া অল্প দিনের—এক জীবনের কার্য্য নহে! এই কার্য্যটী এক জীবনে প্রারব্ধ হইয়া কখন্ পরিসমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? * বোধ হয়, এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকগণ জন্মান্তর বা পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডারউইনসাহেবও তাঁহাদের বহুকাল পরে তাঁহার (Theory of Evolution) বা অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিতে বসিয়া, হিন্দুর সেই পুরাতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন!

তবে এই অনুষ্ঠানটী যেমন বৃহত্তম, বিরাট; ইহার উপকরণ বা উপাদান নিচয়ও তাদৃশ মহত্তম। এই সুমহান্ উদ্দেশ্যের সুমহান্ সাধনা যাঁহাদিগের দ্বারা সংসাধিত হইবে তাঁহারাও মহান্। আমরা সৃষ্টির প্রধানতম বিকাশ, পার্থিব সৃষ্টির পরিণত মহার্হরত্ন, হিন্দু জাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহের প্রাণদেবতাকে ভক্তিভরে অভিবাদন করি! এই সুবিশাল মেদিনীই যেন তাঁহার প্রতিষ্ঠান ভূমি; তাহারই সাধনানুযায়ী বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র ও শান্তি-নিকেতন। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ তদীয় পুরুষ-সূক্তে এই মহোত্তম মূর্ত্তির ধ্যান ও পরিকল্পনা করিয়া, সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন :—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি॥

---

* কায়স্থকুলভূষণ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় সুবিখ্যাত "হিন্দুত্ব" গ্রন্থে 'লয়' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥"

অপিচ এই বৈদিক কল্পনা যে মানব জাতি লইয়া, তাহা পশ্চাৎ আরও সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

পণ্ডিতবর J. Muir তাঁহার সুবিখ্যাত Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India নামক গ্রন্থে শেষোক্ত পংক্তি চতুষ্টয়ের নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ;—When (the gods) divided purusha into how many parts did they cut him up ? what was his mouth ? what arms (had he), what (two objects) are said (to have been) his thighs and feet ? The Brahman was his mouth, the Rajanya was made his arms ; the being called the Baishyas, he was his thighs ; Sudra sprung from his feet."

অতএব সোপান পরম্পরাক্রমে জাতিগত বিধি অনুযায়ী, বহুতর যত্নসাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃত গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলে আত্মানন্দে পরিপ্লুত হইয়া যথার্থ বিরাম লাভ করা যায়। গীতা তাই বলিয়াছেন ;—

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামঃ পরমং মম।"

প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের সুবিস্তীর্ণ মহাসাগরে অবগাহন করিলে, অন্তরাত্মা প্রথমতঃ বিস্ময়ে অভিভূত, অনন্তর অনবদ্য আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার নিকট জগৎ সংসার তখন নগণ্য তুচ্ছ বলিয়া প্রতীতি জন্মে ;—তাহার সহিত কিছুরই তুলনা নাই ;—সে পরম-প্রেম !—

"সা কস্মৈ পরমাপ্রমরূপা।"

(শাণ্ডিল্য-সূত্র)

এইক্ষণ, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত, জাতি বা প্রকৃতভেদে উপাসনা-প্রণালীর কৌশল চতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ করিয়া, আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যথা :—

(ক) যাবৎ মনুষ্যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অনুভব হইতে পারে না। অথচ পরমপিতা জগদীশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী। চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থে তদীয় বিদ্যমানতা রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন ;—

"ব্যাক্তাব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্য তে বিভূতিষু।" (কুমারসম্ভব)

সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূলধী ব্যক্তিরা যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ সংস্থাপন করে ; আর 'তিনি (ঈশ্বর) বস্তুতঃ মনুষ্যবৎ সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন' এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অভ্যাস করে, তবে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ নির্ম্মল ও নিশ্চল হইবে এবং প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতি মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি॥"

(গীতোপনিষদ্)

পুরাণাদি শাস্ত্রের পৌত্তলিক আর বিনাঘটিত যাবতীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতে সমুদ্ভূত।

(খ) ক্রমশঃ যখন এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা থাকিলেও কোন জড়মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরাংশ, বাস্তবিক সুখ দুঃখ অনুভব করেন না ; মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই ; তখন তাঁহাকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। কিন্তু সম্মুখস্থ কোন মূর্ত্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি প্রকাশের চিহ্ন, এমন আর কিছুই নহে। এই মুক্তি অবলম্বন করিয়া 'চিত্র' বা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে সচেতনত্ব আরোপ পূর্ব্বক ঈশ্বর-পূজারূপ দ্বিতীয় কৌশল সৃষ্ট হইয়াছে। পুত্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনাদি ঘটিত তাবৎ ব্যবস্থা এই কৌশল সম্ভূত।

(গ) অনন্তর যখন সাধনাদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব বোধ দৃঢ়তর হইয়া আসে, তখন প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত যে কোন বাহ্যবস্তুতে ভগবদারাধনার সফলতা অনুভব করা যায়। তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি জলপাত্রে পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে, এবং তুলসী বৃক্ষাদি ও ঘটাদি পূজায় এই বাহ্য-পূজারূপ তৃতীয় কৌশল সমুদ্ভূত হইয়াছে।

(খ) অতঃপর আশানুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানাদির উন্নতি ও অনুশীলন দ্বারা যখন এমত অনুভূতি জন্মে যে জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ, তখন আপন দেহ মধ্যেই ভূতভাবন ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তদবস্থায়ই হিন্দুর পক্ষে মানস পূজার ব্যবস্থা, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এজন্য প্রাত্যহিক স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি মানস পূজারূপ চতুর্থ কৌশল নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিরাট হিন্দু জাতির জীবন ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা কিরূপ নিগূঢ়ভাবে ও নিশ্চিতরূপে জাতিভেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি সুলভ পাশ্চাত্য শিক্ষা-মোহে অন্ধ হইয়া আজ আমরা তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থগ্রহে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি! দূরদর্শিতার অভাবে হিন্দুর এই মহামহিম জাতীয় দুর্গ ভগ্ন করিতে অনেকে লগুড় হস্তে আস্ফালন প্রকাশেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না! হায় কি দুর্দ্দৈব! কি শোচনীয় অধঃপতন! কোথায় সেই সুব্যবস্থের চতুরাশ্রম! কোথায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনে সুকঠোর ঐকান্তিকতা? যে জাতির লোক-সাহিত্যেও—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

(রঘুবংশম্)

ইত্যাদি মহানুভবগণের পুণ্যচরিত চিত্রিত রহিয়াছে! আজ তাহারাই কি না, একে অপরকে চাপিয়া রাখিবার অস্বাভাবিক চেষ্টায় জাতীয় শক্তির ঘৃণিত অপ-ব্যবহারে উদ্যত! আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে! দুর্ভাগ্যতা প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া পাতিত্যের অন্ধ গহ্বরে আর কত কাল কালযাপন করিবে?—

অই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব গগনে;
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তি মগনে;
তন্দ্রালস নয়নে, এখনো রবে কি শয়নে?
জাগাও বিশ্বপুলক পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা,
(তব) চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা!

আর অধিক কি বলিব? রত্নাকর মহাসাগরের সমস্ত তলপ্রদেশ অন্বেষণপূর্ব্বক অথবা অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়কে বিচূর্ণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রত্নরাজি আহরণ করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার; জ্ঞাননেত্রেরও অলক্ষীভূত আদিমকাল হইতে যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবহমান রহিয়াছে; কোটী কোটী প্রতিভাবান মনস্বী মনীষা যাহার

নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে, মাদৃশ ক্ষুদ্রধী অর্ব্বাচীনের দ্বারা সেই জগন্মান্য হিন্দু ধর্ম্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার প্রত্যাশা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র! তবে হিন্দুসন্তান-গণের সমীপে করযোড়ে প্রার্থনা এই যে, এই ক্ষুদ্র ও সামান্য প্রবন্ধ পাঠে যদি এক ব্যক্তিরও শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদে প্রবৃত্তি ও সাধনা জাগ্রত হয়। তাহা হইলেই কৃতার্থ বোধ করিব।

আসুন হিন্দু সন্তানগণ! পরম পবিত্র হিন্দুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা যে অনন্য সুলভ শ্লাঘনীয় গরিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছি; যাহার যথাবৎ অনুশীলনের ফলে আমাদের যুগসঞ্চিত পাতকরাশির সহিত জাতীয় কলঙ্ক-কালিমা তিরোহিত হইয়া যাইবে, আমরা স্ব স্ব জাতিগত অধিকারের পুণ্য প্রতিষ্ঠান ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যর্ষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভূমানন্দ লাভের উপযুক্ত হইব; ঘৃণিত শূদ্রাচারের নিম্নতম স্তরে অধঃপতিত না রহিয়া, দ্বিজত্বের শ্লাঘনীয় সোপানে পুনঃ স্থাপিত হইয়া সেই বিধি নির্দ্দিষ্ট পথে পরমপিতা পরমেশ্বরের পদ-প্রান্তে উপনীত হইতে পারিব; এই শুভ মুহূর্ত্তে সেই মহিমময়ের মহিমা গাথা গান করিয়া ধন্য হই:—

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈনমঃ॥"

শ্রীগোপালচন্দ্র বর্ম্মা বাচস্পতি।

গৌড় কাহিনী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রজনী। চতুর্দ্দিক শান্ত গম্ভীর নীরব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যেন বিশ্ব তমঃ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। শৃগালেরা নিশার দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করিয়া থামিয়া গিয়াছে। রাজবর্ত্মে পান্থ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। পণ্যহট্টে

বিথীকা সমূহ রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। গৃহাঙ্গণে মানব-কণ্ঠ আর শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু তখনও শালদহ গ্রামে গৌড়বঙ্গের নৌবলাধ্যক্ষ মহানাবিক দিব্যের ভবনের এক নিভৃত কক্ষে তিনব্যক্তি সুখাসনে উপবেশন করিয়া গুপ্ত মন্ত্রণায় নিমগ্ন, স্বয়ং মহানাবিক দিব্যক মন্ত্রণানিরত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে একজন। দ্বিতীয় তাঁহার ভ্রাতা বীরবর রুদ্রক ও তৃতীয় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভীম-সুহৃদ্ হরিপাল।

কক্ষমধ্যে এক প্রান্তে একটি রজতময় দীপাধারে ঘৃতের প্রদীপ মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণ প্রদীপালোকে কেহ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাইত মন্ত্রণাকারীগণের কাহারই মুখে সুপ্রসন্নতা ছিল না—সকলের বদনমণ্ডলেই নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও বিষাদের চিহ্ন দীপ্যমান হইতেছিল। এইবার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত যে, সেই বিষাদ-ক্লিষ্টতার মধ্য দিয়াও এক অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ও অবিচলিত সঙ্কল্পের ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিবার পর দিব্যক সর্ব্ব প্রথম ধীরে ধীরে বলিলেন—

"বহুচিন্তা করিয়া দেখিলাম, বর্ত্তমান সমস্যায় যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, যুদ্ধ নিতান্তই অপরিহার্য্য।"

রুদ্র। কিন্তু গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বল আমাদের কোথায়?

দিব্য। স্বীকার করি আমাদের বল অতি সামান্য—কিন্তু উপায় কি?

রুদ্র। গৌড়েশ্বরকে একবার অনুনয় বিনয় করিয়া দেখিলে হইত না?

দিব্য। কে গৌড়েশ্বর? গৌড়েশ্বর কি আর গৌড়েশ্বর আছেন? যে আছে, সে তো পাল-রাজ-বংশের কলঙ্ক, সে তো নামে গৌড়েশ্বর ব্যবহারে প্রেত—সেতো অত্যাচারী দানব -পরস্বাপহারী দস্যু-হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য উশৃঙ্খল অন্যায়-কারী নর-পিশাচ! প্রেত-দানব-দস্যু পিশাচকে অনুনয় বিনয় করিয়া কি হইবে?

রুদ্র। তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

দিব্য। ক্ষতি কি? আমি দেখিতেছি ক্ষতি যথেষ্ট। দুশ্চরিত্রেরাই কাপুরুষ। কাপুরুষেরাই অত্যাচার প্রিয়। অনুনয় বিনয়ে কাপুরুষ কখনও বাধ্য হয় না। শক্তি প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অত্যাচারী কাপুরুষকে কখনও নিরস্ত করা যায় না। আমার এ উক্তি মিথ্যা হইলে বুঝিতে হইবে, আমি মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণে বৃথাই কৃষ্ণকেশ শুক্ল করিয়াছি। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিতে

পারি, তাহাতে, আমার মতে আমাদিগকে শক্তি প্রদর্শন দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাই আমার মূল মন্ত্র।

রুদ্র। যুদ্ধে আমারও আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের বলাবলের বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা কি উচিত নয়?

দিব্য। হাঁ, সে বিষয়েও ভাবিয়া দেখিয়াছি, এবং বিশেষ বুঝিয়া সুঝিয়াই আজ এখানে হরিকে ডাকাইয়াছি।

রুদ্র। উত্তম। কিন্তু আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল লইয়া কিরূপভাবে কোন্ কোন্ স্থান আক্রমণ করা স্থির করিয়াছ?

দিব্য। সাম্রাজ্যের নৌসৈন্য আমার আজ্ঞাবহ। সম্প্রতি আমার অধীনে পঞ্চশত সংখ্যক রণতরী আছে। সেই বহরে রণ-নিপুন নাবিকের সংখ্যা দশ সহস্র হইবে। এতদ্ব্যতীত আমার অধীনে দুইশত পদাতিক, পঞ্চাশৎ গজ ও এক অশ্বারোহী সৈন্য আছে। মথুরাপুর দুর্গ এক্ষণে হরির হস্তে। তথায় সহস্র পদাতিক পঞ্চবিংশ গজ ও পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থান করে। তন্মধ্যে অশ্বারোহী ও গজ-সৈন্য মথুরাপুর দুর্গের রক্ষার্থ রাখিয়া, কেবলমাত্র পদাতিক সৈন্য সহ হরি আমাদিগের সাহায্য করিতে পারে।

রুদ্র। কিন্তু গৌড়পতির অগণিত সৈন্যমণ্ডলীর সহিত তুলনায় ইহারা মুষ্টিমেয় মাত্র।

দিব্য। যতদূর সন্ধান লইয়াছি তাহাতে রাজধানী মহীপুরে সম্রাটের এক্ষণে পঞ্চ সহস্রের অতিরিক্ত সৈন্য নাই। মহাস্থান দুর্গের সৈন্য-সংখ্যাও চারি সহস্রের অধিক নহে। সম্রাটের অবশিষ্ট সৈন্যগণ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে নানা দুর্গে ও সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। সাম্রাজ্যের মহাবলাধ্যক্ষ শুভপাল এক্ষণে সম্রাটের আদেশে সীমান্ত পর্য্যবেক্ষণে গমন করিয়াছেন। আমরা যদি এই অবসরে সাহস সহকারে আমাদের নৌ-সৈন্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ও তাহার সহিত আমাদের অন্যান্য সৈন্যদল সমবেত করিয়া, একদল করতোয়া বাহিয়া মহাস্থান দুর্গ ও অপর দল তুলসীগঙ্গা বহিয়া রাজধানী মহীপুর নিশাযোগে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা বরেন্দ্রীর এই দুইটী মুখ্য দুর্গ অধিকার করা একেবারে অসম্ভব হইবে না। তারপর রাজধানী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমাদিগের হস্তগত হইবে। সম্রাট ধৃত হইলে সহজে কেহ আমাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। প্রজাগণ সম্রাটের

অত্যাচার নিপীড়িত। রাজপুরুষগণ রক্ষক হইয়া ভক্ষক। যে প্রজাশক্তির উপর পাল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রজাশক্তি আর রাজানুরক্ত নহে। আমরা প্রথম উদ্যমে সফলতা লাভ করিতে পারিলে স্বয়ং ভীম কারামুক্ত হইবে। বরেন্দ্রীর প্রজাপুঞ্জ ভীমের যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে ভীমের কারামুক্তিতে তাহারা রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্টই হইবে, এবং সম্ভবতঃ তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে সম্রাট-পক্ষ অবলম্বন করিবে না; বরং অনেকে প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহায়তা করিবে। সুতরাং আমার মতে অত্যাচারীকে অনুনয় বিনয় না করিয়া অসিহস্তে সবলে আমাদের নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়াই উচিত। যদি জয়লাভ হয়, বরেন্দ্রী মণ্ডলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইব। পরাজয় হইলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব—অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। অতএব বীরোচিত কার্য্য করাই আমার অভিপ্রায়।

রুদ্র। উত্তম। তবে তাহাই হউক।

দিব্য। এ সম্বন্ধে হরির অভিপ্রায় কি?

সোমেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর হইতে হরি মথুরাপুর দুর্গের নায়ক পদ লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং সুহৃদ ভীমের সহায়তায় তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা ভীমের কারাবরোধের সংবাদে হরি একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্য রাজা মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাবে তাঁহার মনে পুনরায় মথুরাপুরের সামন্তপদ লাভের বাসনা জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যুদ্ধে মহীপালদেবের ধ্বংস ও ভীমের উদ্ধার সাধিত হইলে মথুরাপুরের সামন্তপদ লাভ তাঁহার পক্ষে অনায়াসলব্ধ হইবে—কারণ তখন ভীমই বরেন্দ্রে একমাত্র সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন। তাঁহার মনে মাধবীকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও একবার বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় যে জ্বলিয়া উঠিল না এ কথাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তিনি হয়ত মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি ভীম বরেন্দ্রের আধিপত্য লাভ করিয়া তাঁহার সহায় হন, তবে মথুরাপুরের সামন্তপদ তিনি সহজেই লাভ করিবেন, এবং মাধবী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে লাভ করা হরির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। হয়ত তিনি তৎকালে তাঁহার কল্পনানেত্রের সম্মুখে মাধবীর সমুজ্জ্বল গৌরকান্তি—নিতম্ব বিলম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম—ইন্দীবর তুল্য আকর্ণ বিস্তৃত আয়ত নেত্রযুগল—সেই ঈষদ্দীর্ঘবপুর মনোহর ভঙ্গী—সেই ঈষৎ বঙ্কিম শ্বেতবর্ণ গ্রীবাস্থল একে একে সমুপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাই তিনি যুদ্ধে অমত প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। প্রকাশ্যে বলিলেন—"ভীম আমার পরম সুহৃদ। তাহার উদ্ধারের

নিমিত্ত আমি সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে আপনার মতই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। আমার মতে যুদ্ধ করাই সঙ্গত।

দিব্য। যদি যুদ্ধই করিতে হয়, তবে কালবিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

হরি। আমার মতও তাহাই। অবিলম্বে কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত।

দিব্য। তোমার অধীনস্থ মথুরাপুরের সৈন্যগণ কতক্ষণে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে সক্ষম?

হরি। তাহাদিগকে সজ্জিত করিতে তিন প্রহর কাল মাত্র সময়ের আবশ্যক। আমার অধীনস্থ সৈন্যদলসহ আমি আগামী কল্য রাত্রিতেই আপনার সৈন্যদলের সহিত এখানে মিলিত হইব।

দিব্য। আমি স্বয়ং দ্বিশত রণতরী ও আমার অধীনস্থ গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ লইয়া মহীপুর রাজধানী অধিকার করিয়া ভীমকে কারামুক্ত করিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছি। অবশিষ্ট তিনশত রণতরীও তোমার অধীনস্থ সেনাদল লইয়া তুমি ও রুদ্রক যদি একই সময়ে মহাস্থান দুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হও, তবেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

হরি। আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হইবে। আমি তিনশত রণতরী ও আমার অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া আগামী কল্য রজনীযোগে মহাস্থানদুর্গ আক্রমণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

রুদ্র। আমিও তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

অতঃপর দিব্যক, রুদ্রক ও হরির মধ্যে আরও কিয়ৎকাল গুপ্ত পরামর্শ চলিল। যামিনীর তৃতীয়-প্রহর-জ্ঞাপক ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে বাজিয়া উঠিল। তোরণে প্রহরীগণ কেহ কেহ তন্দ্রাঘোরে ঝিমাইতেছিল—কেহ কেহবা নিঃশব্দে নিরুদ্বেগে অসিস্কন্ধে পাইচারী করিতেছিল। সুশীতল নৈশবায়ু নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছিল। বিস্তৃত সরোবর বক্ষে সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত কোকনদের ন্যায় অনন্ত প্রসারী সুনীল গগনবক্ষে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ তারকামালা শোভা পাইতেছিল। হরি, দিব্যক ও রুদ্রকের নিকট বিদায় লইয়া তোরণের বাহিরে আসিলেন। তোরণের বাহিরে অশ্ব সুসজ্জিত ছিল। তিনি দুইজন অশ্বারোহী রক্ষী সঙ্গে লইয়া সেই নিশীথ কালে—সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, অশ্বারোহণে রাজপথে উপনীত হইলেন, এবং তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া মথুরাপুরাভিমুখে দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী মুক্ত—মুক্ত বন্দী।

অমাবস্যার রাত্রি—ঘোর অন্ধকারময়ী, নক্ষত্রোজ্জ্বল নভোমণ্ডল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও তাহার বায়ুকোণে ক্ষুদ্র একখানি মেঘ বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড একটু একটু বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর আরও অর্দ্ধ-প্রহর দেখিতে দেখিতে নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। সেই ক্ষুদ্র অভ্রমণ্ডল ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ধীরে ধীরে গগনপটে অনেক স্থান দখল করিয়া বসিল। জগৎ সুপ্ত, চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ। রাত্রিচর পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র মহীপুর প্রাসাদের অনতিদূরে তুলসীগঙ্গা বক্ষে রাজপুর রক্ষী কয়েকখানি নৌকা জলপথে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল; সেই গভীর অন্ধকারে ঐ প্রহরী নৌকাগুলিতে এক একটি আলো খদ্যোতালোকের ন্যায় মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে নদীবক্ষে অস্পষ্ট শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ প্রহরী নৌকাগুলির মধ্য হইতে একখানি সেই আকস্মিক শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। নৌকাখানি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল শব্দ ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। নাবিকগণ আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর স্পষ্ট শুনিতে পাইল—ছিপ! ছিপ! ছিপ! নদীবক্ষে বহুসংখ্যক ক্ষেপণীর দ্রুত উত্থান পতনের শব্দ! ক্ষেপণীসমূহ উঠিতেছে—পড়িতেছে—জলে শব্দ করিতেছে—জলকল্লোলের সহিত ক্ষেপণী সঞ্চালন শব্দ মিশ্রিত হইয়া নাবিকগণের সেই সুপরিচিত অদ্ভুত শব্দ উৎপাদন করিতেছে? শব্দ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে লাগিল। প্রহরী নৌকাখানির নায়ক এতক্ষণ নৌকার অভ্যন্তরভাগে বসিয়াছিলেন, অদূরের সেই বহু ক্ষেপনী শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য নৌকাখানিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তখন নৌকা সবেগে ছুটিয়া একশত—দুইশত—ক্রমে, চারিশত হস্ত অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময় আকাশ ও ধরণী আলোকিত করিয়া বিদ্যুদ্দাম বিকশিত হইল। আর সেই স্পষ্ট বিদ্যুতালোকে প্রহরী নৌকার প্রধান নাবিক ও সাধারণ নাবিকগণ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাহাদের প্রায় শত হস্ত দূরে সম্মুখভাগে বহুসংখ্যক নৌকা যোদ্ধৃবৃন্দ লইয়া দ্রুত তাহাদিগের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। তখন বেগতিক দেখিয়া সেই প্রধান নাবিক উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল "কাহার নৌকা?" অমনি একটী

সুতীক্ষ্ণ তীর ছুটিয়া আসিয়া প্রধান নাবিকের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া সে প্রশ্নের উত্তর দান করিল—তীর বক্ষঃ ভেদ করিয়া তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ আর্ত্তনাদ সহকারে প্রধান নাবিকের প্রাণশূন্য দেহ নৌকাবক্ষে নিপতিত হইল। এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে অন্যান্য নাবিকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ফিরিবে কি অগ্রসর হইবে পুনরায় ঠিক করিতে না করিতেই সম্মুখভাগস্থ কতকগুলি বিপক্ষীয় নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রহরী নৌকাখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং কয়েকজন শত্রু সেই নৌকার উপর লম্ফ প্রদানে শাণিত খড়্গাঘাতে নাবিকগণের মস্তক দেহচ্যুত করত নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল; নিমেষ মধ্যে নৌকাখানিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। অতঃপর সেই আক্রমণকারী নৌবহর দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া অবিলম্বে অবশিষ্ট প্রহরীনৌকা সমূহের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন মুহূর্ত্তকাল উভয় পক্ষ মধ্যে একটা দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সে সংঘর্ষের ফলে প্রহরী নৌকাগুলি দেখিতে দেখিতে একে একে জল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল। নাবিকগণ কেহ আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নদীগর্ভে নিপতিত হইল—আবার কেহ বা নিহত হইয়া তুলসীগঙ্গার পবিত্র সলিলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।

সেই আক্রমণকারী নৌবহর তথায় অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে মহীপুর রাজপুরীর দক্ষিণদিকে যেখানে প্রাসাদের পরিখা নদীতে মিশিয়াছে, তথায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরিখার উভয় পার্শ্বে তীর লগ্ন হইল। তৎপর সেই দলদ্বয় বিভক্ত নৌবহর হইতে সশস্ত্র সৈনিকগণ বহির্গত হইয়া একদল দিব্যকের নেতৃত্বে দক্ষিণদিকে কারাগারাভিমুখে প্রধাবিত হইল। অপর দল অপর একজন নায়কের অধীনে উত্তরমুখী হইয়া প্রাসাদাভিমুখে গমন করিল। তখন ঘনকৃষ্ণ মেঘদল আকাশ বক্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিশাল জগতের সমস্ত শব্দ থামিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রহরীগণ বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে—ঝিমাইতে ঝিমাইতে কত কি সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে। দিব্যকের দল অন্ধকারের আবরণে লুকাইয়া লুকাইয়া অল্পক্ষণ মধ্যে কারাপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন একজন তন্দ্রাভিভূত প্রহরী বহুসংখ্যক লোকের অস্পষ্ট পদধ্বনিতে একটু সজাগ হইয়া যেমন চীৎকার করিতে যাইবে অমনি একটি তীর আসিয়া তাহার ললাট বিদ্ধ করিল। প্রহরী অমনি উচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া পতিত হইল। সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণে অপর প্রহরীগণ জাগ্রত হইয়া উঠিল—কিন্তু সহসা সম্মুখে কালান্তক যম সদৃশ বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী পুরুষকে সমবেত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। সেই সুযোগে

দিব্যক কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দোলায়মান চিত্ত প্রহরীদলকে ভীষণ আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। মূহূর্ত্ত মধ্যে উভয় দলে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল কিন্তু, তাহা ক্ষণমাত্র। অতর্কিত আক্রমণে প্রহরীগণ সহজেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং কতক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল—অবশিষ্ট বিনাযুদ্ধে কারাদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে পলায়ন করিল।

দিব্যক যখন দেখিলেন প্রহরীগণ পলায়ন করিয়াছে,তখন কারাদ্বার উন্মোচনের জন্য সৈনিকগণকে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ কতিপয় দৃঢ়হস্তধৃত কতিপয় গুরুভার কুঠার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং মূহূর্ত্ত মধ্যে কারাদ্বারের সুদৃঢ় দারুময় কপাটের উপর ভীষণ বেগে আপতিত হইল। কারাকপাট সে ভীষণ বেগে আলোড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল। অমনি সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে দিব্যক কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শতসৈনিক উদ্যত কৃপাণকরে ত্বরিত গতিতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

কারাগারের এক নিভৃতকক্ষে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সমস্ত দিনের উত্তেজনা ও অশান্তির পর সেই কক্ষের এক প্রান্তে সেই স্তিমিত দীপালোকে ভীম তন্দ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, যেন সমস্ত পৃথিবী প্রলয় পয়োধিজলে ডুবিয়া গিয়াছে। চারিদিকে জলরাশি যেন অনন্ত—অসীম—অপার। গৃহলোকালয়—মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সমস্তই যেন সেই একার্ণবীভূত সলিলে তাড়িত হইয়া চারিদিকে আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিতেছে। জলরাশি যেন ভীম প্রভঞ্জন বিতাড়িত হইয়া ভীষণ আবর্ত্তে উঠিতেছে— পড়িতেছে— চলিতেছে— ছুটিতেছে। আর সেই ভীষণ আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া ভীম যেন নিরুপায় হইয়া ডুবিয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল—সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল —এইবার ভীম সত্য সত্যই ডুবিবেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা আকস্মিক শব্দে ভীমের তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল। আতঙ্কে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন স্বয়ং পিতৃব্য দিব্যক তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছেন। এও কি সম্ভব! মূহূর্ত্তের জন্য ভীম নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! কিন্তু দিব্যক যখন সত্য সত্যই তাঁহাকে স্নেহ সম্ভাষণ করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রান্তি বিদূরিত হইল। তারপর যখন পিতৃব্যের নিকট কারাগার ও রাজপুরী আক্রমণের বিশেষ বিবরণ অবগত হইলেন, তখন সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া ভীম যেন নব জীবন লাভ করিলেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া

লম্ফ দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন – যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ সহসা মুক্তি লাভ করিল। অতঃপর পিতৃব্যকে বলিলেন—"তাত! আর এখানে আমাদের বসিয়া থাকিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নহে। এখনও রাজ-শিবিরে পঞ্চ সহস্র রক্ষীসৈন্য নিদ্রা যাইতেছে। সংবাদ শীঘ্রই তাহাদের নিকট পৌঁছিবে। তাহারা জাগ্রত ও সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে আমাদের পক্ষে রণজয় সহজ সাধ্য হইবে না। এখনই আমাদের অতর্কিতভাবে রাজ-শিবির আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।"

দিব্যক। আমার সহিত সামান্য সংখ্যক মাত্র সৈন্য আছে। অবশিষ্ট সৈন্য রাজপুরী অবরোধের জন্য গিয়াছে। আমাদের অশ্বারোহী ও গজ-সৈন্য স্থলপথে আসিতেছে। আমি তাহাদের আগমণের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

ভীম। কিন্তু শিবিরের রাজসৈন্যগণ এখন নিদ্রামগ্ন। অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার ইহাই সুযোগ। বিলম্বে এ সুযোগ নষ্ট হইতে পারে।

দিব্যক। তবে এখনই এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই শিবির আক্রমণ করা যাউক।

ভীম। আমার উপর শিবির আক্রমণের ভার দিয়া আপনি আমাদের গজ ও অশ্বারোহী সৈন্যদিগের সন্ধানে গমন করুন।

দিব্যক। আচ্ছা, তাহাই হউক।

এই বলিয়া দিব্যক ভীমকে সঙ্গে লইয়া কারাগৃহের বাহিরে আসিলেন। তারপর দিব্যক কয়েকজন মাত্র শস্ত্রধারী সৈনিককে সঙ্গে লইয়া যে পক্ষে তাঁহার গজ ও অশ্বারোহী সৈন্যদল আসিতেছিল সেই পথাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবং ভীম দ্রুতগতি যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া রাজশিবিরাভিমুখে নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ দ্রুত গমনের পর যখন ভীম সদলবলে শিবিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন শিবিরের সৈন্যদল পূর্ব্বেই জাগ্রত হইয়া কতকগুলি আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে এবং একদল সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের গতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। ভীম বুঝিতে পারিলেন শিবিরস্থ রাজসৈন্যদল যে কেবল জাগিয়াছে তাহা নহে, রাজপুরী আক্রান্ত হওয়ার সংবাদও তাহারা পাইয়াছে। ভীম দেখিলেন ভীষণ যুদ্ধ ব্যতীত রাজসৈন্যদলকে পরাজিত করা আর সম্ভবপর হইবে না। তখন তিনি দ্বিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সৈন্যদলকে দৃঢ়স্বরে শিবির আক্রমণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যদিও

রাজসৈন্যগণ নিশাযোগে এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তথাপি তাহারা সহজে রণে ভঙ্গ দিল না, কিম্বা বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিল না। কিয়ৎকাল তুমুল যুদ্ধ চলিল। খড়্গে খড়্গে, বর্শায় বর্শায়, তীরে তীরে ভীষণ সংঘর্ষ সমুত্থিত হইল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়—যোদ্ধার নিনাদে আহতের আর্ত্তনাদে—মুমূর্ষুর কাতরোক্তিতে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে ধ্বনি সেই গভীর অন্ধকারে নৈশবায়ুমণ্ডলে বাহিত হইয়া দূর দূরান্তরে নীত হইতে লাগিল। সে শব্দে পাখীগণ কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল—গৃহস্থগণ মহাপ্রলয় মনে করিয়া সুখনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীতিবিহ্বলচিত্তে শয্যায় উঠিয়া বসিল—মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎকাল উভয়পক্ষে সমভাবে যুদ্ধ চলিল—কে জয়ী হইবে, কে পরাজিত হইবে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এমন সময় রাজ-সৈন্যদল মধ্যে দীর্ঘকায় যোদ্ধা খড়্গ ঊর্দ্ধে উত্থত করিয়া চীৎকার করিয়া পশ্চাৎ হইতে লম্ফ দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন "যোদ্ধাগণ কি দেখিতেছ! রাজপুরী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে—শীঘ্র এখানকার যুদ্ধ শেষ করিয়া পুরী রক্ষার্থ অগ্রসর হও!" সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখিল রক্তাক্ত কলেবরে স্বয়ং সেনাপতি বিশ্বপাল। তখন দেখিতে দেখিতে সেনাপতির আদেশে পর্ব্বত-তটিনী-বেগে শিবিরস্থ বহুসংখ্যক সৈন্য ভীম চালিত মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। ভীষণ আরাবে গগন মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। সে ভীষণান্ধকারময়ী রজনীর সেই ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনাতীত। এক দিকে রাজপুরী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে—তথায় স্বয়ং সম্রাটের জীবন বিপদাপন্ন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবিরস্থ সৈন্যদল ভীমবেগে ভীম-চালিত স্বল্প সংখ্যক সৈন্যগণকে বারম্বার আক্রমণ করিতেছে; অপর দিকে ভীমের স্বহস্ত গঠিত ও স্বচালিত সৈন্যদল ভীমের নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া অকুতোভয়ে জীবন তুচ্ছ করিয়া অদ্ভুত কৌশলের ও বীরত্বের সহিত সে আক্রমণ বারম্বার অটল-পর্ব্বত-প্রাচীরের ন্যায় প্রতিহত করিতেছে! তথাপি রাজসৈন্যদলের সহিত তুলনায় ভীমের সৈন্যগণ মুষ্টিমেয় মাত্র। অসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা ক্রমশই হীন বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভীম তাহা বুঝিতে পারিলেন—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন—ভাবিলেন আর কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিলে তাঁহার উপায়ান্তর নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভীম এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় অদূরে বহুসংখ্যক অশ্বের পদ-শব্দ ও হস্তীর বৃংহণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ভীমের মনে তখন কিঞ্চিৎ আশার

সঞ্চার হইল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে প্রয়াস পাইলেন। শুনিলেন বহু কণ্ঠে চীৎকার হইতেছে "জয়! মহারাজ দিব্যকের জয়!!" এবার ভীম নিশ্চিন্ত হইলেন। বুঝিলেন, আর ভয় নাই; তাঁহার পিতৃব্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তাঁহাদের অশ্ব ও গজ সৈন্যগণ সেই দিকে আগমন করিতেছে। তখন ভীম সহর্ষে স্বীয় সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! আর চিন্তা নাই—আমাদের অশ্ব ও গজ-সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ঐ শুন, তাহাদের হর্ষধ্বনি শুনা যাইতেছে! তোমরা বহুযুদ্ধে যোদ্ধার নাম রাখিয়াছে! এক্ষণে আর একবার সেই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিলেই আমাদের জয় নিশ্চয়!" এই বলিয়া রক্তাপ্লুত খড়্গ সুদীর্ঘ-হস্তে অদ্ভুত কৌশল সহকারে কখন সম্মুখে, কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন পশ্চাতে বিদ্যুৎ গতিতে সঞ্চালন করিতে করিতে বিপক্ষ সৈন্য-শ্রেণী ভেদ করিয়া ভীম লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইল। ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রমে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র কৈবর্ত্ত-বাহিনী ভীমকে বেষ্টন করিয়া বেগে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময়ে অপর দিক হইতে দিব্যক-চালিত অশ্ব ও গজ সৈন্যদল বিপক্ষ দলের উপর ভীষণবেগে আপতিত হইল একে বিপক্ষগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহাতে আবার সেই ঘোর নৈশ অন্ধকারে সহসা দুইদিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কৈবর্ত্ত সৈন্যগণের দৃঢ় হস্ত চালিত শাণিত খড়্গ ও বর্শার উন্মত্ত আঘাতে শত শত বিপক্ষ সৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্ট কতক প্রাণভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল, কতক বন্দী হইল।

রাজধানীর রক্ষী সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া দিব্যক ও ভীম তাড়াতাড়ি স্বীয় সৈন্যদল পুনরায় সংযত, সজ্জিত ও দলবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং দ্রুতগতি তিনদিক হইতে প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। কতকগুলি রণতরী জলপথ অবরোধ করিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গবল কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত হওয়ায় মহারাজ মহীপালদেব আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বন্দী মুক্ত হইল। মুক্ত বন্দী হইল। যুদ্ধ থামিয়া গেল।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রথম রজনীতে আকাশের বায়ুকোণে যে ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমে সমগ্র গগন ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘোর অন্ধকার সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে প্রবল ঝটিকা দিগন্ত কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। শীঘ্র বারিবর্ষণের সম্ভাবনা দেখিয়া, স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রহরীগণকে নিয়োজিত করিয়া

অবশিষ্ট সৈন্যগণকে নৌকা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া, মহারাজ মহীপালদেবকে সঙ্গে লইয়া, ভীম ও দিব্যক তাঁহাদের নিজ বজরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ শব্দ করিয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞান।

(৬) অর্জ্জিত গুণ রাশির বংশানুক্রম। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত ডারউইন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, স্বীয় অভ্যাস বা কর্ম্মের ফলে পিতামাতার দৈহিক কলার যে সমস্ত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহা সন্ততি দেহেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "প্রতিনিধি মূলক মতবাদ" (The Theory of Pangenesis) এই মতটী আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে যত্ন করিব।

(ক) যেন কোন এক দম্পতীর সম্মিলিত জনন-কোষ। ইহা হইতে (২) সন্ততি বংশের অস্থি, পেশী স্নায়ু ইত্যাদি দৈহিক কলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ডারউইনের মতে প্রত্যেক দৈহিক কোষ হইতে "কোষ-কণিকা" (Gemmules) নামক অতীব সূক্ষ্ম কোষ সমূহ পুরুষের শুক্রাশয় ও স্ত্রী জাতির ডিম্বাশয়ে জমিতে থাকে। ভবিষ্যতে ইহারা সংবিভক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া পুং ও স্ত্রী-জনন-কোষে পরিণত হয়। সুতরাং পিতামাতার দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা সন্তান দেহেও প্রকাশ পাইবে। ডারউইন্ তাঁহার এই মতবাদ পরীক্ষালব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ইউরোপের ব্রাউন্ সেকার্ড্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ও আমেরিকার হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যাস্ল্ গিনিপিগ্ ও ইঁদুর লইয়া কতিপয় পরীক্ষা সমাধান করেন; কিন্তু অর্জ্জিত গুণরাজির বংশানুক্রম সম্বন্ধে কোনই অনুকূল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রাণ-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে ফরাসীয় পণ্ডিত

ল্যামার্ক্ সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জিত গুণরাজির বংশানুক্রমের বিষয় উত্থাপন করেন। তিনি ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও এতদ্সম্বন্ধে সুচারু মীমাংসা করিতে সক্ষম হন নাই।

(৭) অধ্যাপক ভাইস্মানের মত। জার্ম্মাণ্ পণ্ডিত ভাইস্মান্ জীবের গুণরাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) দৈহিক গুণ (Somatic characters) ও (২) জনন কোষজ গুণ (Germinal characters) জনন কোষজ পরিবর্ত্তন-সম্ভূত চরিত্রাবলী ব্যতীত জীবের অপর সকল বিশেষত্বই দৈহিক, অর্থাৎ যে সকল কোষের সমবায়ে জীবদেহ প্রস্তুত হইয়াছে, মাত্র সেই কোষসমূহে যে বিশেষত্বের উৎপত্তি তাহা দৈহিক গুণ নামে পরিচিত। ইহা জীবের সোপার্জ্জিত। কোন বিশেষত্ব অস্থি, পেশী ও স্নায়ু ইত্যাদি দৈহিক গুণান্তর্গত এরূপ নহে। ভ্রূণপুষ্টি কালে অথবা সন্তানের অঙ্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—যথা স্ত্রী লোকের প্রথম ঋতুদর্শন কালে স্বরের গভীরত্ব, শিশুদিগের "দুধে দাঁতের" স্থানে স্থায়ী দন্তোদ্গম, ইত্যাদি—তাহা বাহ্যতঃ দৈহিক পরাপর্ত্তন হইলেও ইহাদের উৎপত্তি জনন-কোষে; এবং জনন কোষীয় বিশেষত্ব প্রভাবেই ইহাদের বিশেষত্ব নিয়মিত হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চরিত্রাবলীকে অর্জ্জিত গুণরাজির অন্তর্গত করা যাইতে পারে না।

ভাইস্মানের সংজ্ঞানুসারে অঙ্গচ্ছেদ বা তদ্রূপ অপর কোন অঙ্গ বিকৃতি, দেহের উপর পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফল, অঙ্গনিচয়ের ব্যবহার বা অব্যবহার জাত ফলাফল, এবং জীবাণু, ব্যকৃটেরিয়া ইত্যাদি নানাবিধ জীবাণুর আক্রমণ ও শারীর-বিধানের লঙ্ঘন বা অপব্যবহার বশতঃ উৎপন্ন পীড়া, এই সকল অর্জ্জিত গুণের শ্রেণীভুক্ত।

দুই কারণে জনন-কোষের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে,—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শেষোক্ত কারণ সমূহের মধ্যে ভাইস্মানের "সংমিশ্রণ" (Amphimixis) অর্থাৎ যৌন সম্মিলন সর্ব্বপ্রধান। সমগুণ সম্পন্ন বা সমজাতীয় স্ত্রী পুরুষের জনন-কোষের সম্মিলন অথবা বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী পুরুষের যৌন-সম্মিলন বা সঙ্করতা সাধনের ফলে সন্ততিবংশে নূতনতর চরিত্রের সমাবেশ হয়, কিন্তু এমন কতকগুলি জন্তু আছে, যাহাদের ডিম্ব-কোষ পুং-জনন-কোষের সহিত মিলিত না হইয়াই সন্তানে পরিণত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জন্তুদিগের পরাবর্ত্তনশীলতা (variability) যৌন সম্মিলন সম্ভূত জন্তুদিগের অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং যৌন সম্মিলনই পরাবর্ত্তনের একমাত্র কারণ হইতে পারে না।

পরাবর্ত্তনের কারণ বাহ্য অথবা আভ্যন্তরিক যাহাই হউক না কেন, জনন-

কোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে পরাবর্ত্তন বা পিতামাতার বিশেষত্বের বংশানুক্রমিকতার কোনই সম্ভাবনা নাই। আভ্যন্তরিক প্রভাব সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না, বাহ্য প্রভাব সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে (১) হয় ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে জনন কোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার গুণরাশির পরিবর্ত্তন সংসাধিত কিম্বা নূতন চরিত্র সমাবেশ করিয়া থাকে। (২) অথবা প্রথমতঃ দৈহিককোষ সমূহ পারিপার্শ্বিক প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়; অতঃপর এই দৈহিক পরাবর্ত্তনের পরিণাম জননকোষে সংক্রামিত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে—অর্জ্জিত গুণরাজির বংশানুক্রম-সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা দৈহিককোষ ও জননকোষ এমন কি কৌশলে সংবদ্ধ যদ্বারা দৈহিককোষজ পরাবর্ত্তন জননকোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(৮) দৈহিককোষ ও জননকোষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল জন্তুর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ অভিব্যক্ত অর্থাৎ যাহারা যৌনসম্মিলন দ্বারা উৎপন্ন তাহাদের কোষ সমষ্টি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দৈহিককোষ ও জননকোষ। সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষের দেহ বলিলে যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহাই দৈহিক কোষের সমবায়। ইহাদের বিনাশেই ব্যক্তির বিনাশ ঘটিয়া থাকে। এবং যাহা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে বিস্তৃত; যাহা স্বীয় সংবিভাগ ও পরিবর্ত্তন দ্বারা নূতন ব্যক্তি (সন্ততি) সৃষ্টি করিয়া জীব জগতের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহার নাম জনন কোষ।

জননকোষের মধ্যে নূতন জননকোষ ও দৈহিককোষ উৎপাদনের শক্তি নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু দৈহিক কোষের প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি আদৌ নাই; তবে, ইহারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অস্থি, পেশী ইত্যাদি কলায় পরিণত হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে জনন-কোষের যে ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভ্রূণ বিকাশ কালে পরিপুষ্ট হইয়া পরিণত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষের যথাক্রমে ডিম্ব ও শুক্রকোষে পরিণত হয়। এই পরিণতির পর নূতন ভাবে আর জননকোষ প্রস্তুত হয় না। এই ব্যাপারটীকে যে ভাইস্‌মান্ "জনন-কোষের অক্ষুণ্ণ ধারা" (Continutly of Germ-plasm) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা বস্তুতই সার্থক।

মহাত্মা ভাইস্‌মানের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমতঃ পিতামাতাকে সন্তানের সৃষ্টিকর্ত্তা বা উৎপাদক না বলিয়া সন্তানোৎপাদক জননকোষের trustee অর্থাৎ সংরক্ষক বলাই ন্যায়সঙ্গত।

দ্বিতীয় কথা এই—সন্তানের জননকোষের অর্দ্ধেকাংশ ও মতীর জননকোষের মধ্যে একই ধারা প্রবাহিত; এবং সন্তানের জননকোষের অপরার্দ্ধ ও পিতার জনন-কোষেরও উৎপত্তি স্থান তদ্রূপ এক। সুতরাং সন্তানের সহিত পিতার ও মাতার সম্বন্ধ বস্তুতঃ ভ্রাতা-ভগিনীর অনুরূপ।

তারপর ভ্রূণ-বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষ মিলিত হইয়া একটী কোষে পরিণত হয়। উক্ত সম্মিলিত কোষ পরে বহু কোষে বিভক্ত হয়। এই কোষ-গুচ্ছের বহিরাংশ দেখিতে একটী আতাফলের মত। এই অবস্থাতে ইহার কেন্দ্রস্থলে একটী নালী উৎপন্ন হয়, এবং কোষ গুচ্ছটি অধিক-তর সংবিভক্ত হইতে থাকে। সংবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নালিটীও সুস্পষ্ট হয়। তখন ইহার চতুষ্পার্শস্থ কোষসমূহ দুইটী পর্দ্দায় পরিণত হয়। পরে উভয় পর্দ্দার মধ্যে অপর একটী পর্দ্দা গঠিত হয়। এই বহির্ত্বক্, অন্ত্যত্বক্ ও মধ্যত্বক্ হইতে বিভিন্ন দৈহিক কলা গঠিত হয় এবং ভ্রূণ স্বীয় জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়।

দৈহিককলা সংগঠন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র গুচ্ছ হইতে কতিপয় সংখ্যক কোষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; ভবিষ্যতে উহারা জননকোষে পরিণত হয়। ভ্রূণোদ্বর্ত্তন সময়ে এই দুই জাতীয় কোষের মধ্যে এমন কোন সংযোগ অথবা অপর কোনও সমীচীন কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং ভাইস্‌মান্ অর্জ্জিত গুণের বংশানুক্রমের বিপক্ষে নিম্নলিখিত হেতু নির্দ্দেশ করেন।

(১) অর্জ্জিত গুণের বংশানুক্রম সম্বন্ধে কোন বাস্তব প্রমাণ নাই। এই পরীক্ষাসমূহ উক্ত মতাবলম্বীগণের বরং প্রতিকূল মতেরই পোষক।

(২) দৈহিককোষ ও জননকোষের মধ্যে এমন কোন সংযোগ নাই যদ্দ্বারা দৈহিক পরাবর্ত্তনের ফল জননকোষে পর্য্যবসিত হইতে পারে।

(৩) "জননকোষের অক্ষুণ্ণ ধারা" (Continuity of germ-plasm)—এই ব্যাপার হইতেই বংশানুক্রমের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে; কাজেই অর্জ্জিত গুণের বংশানুক্রম নামক কোন অবাস্তব ঘটনার কল্পনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

(৯) অর্জ্জিত গুণের উদাহরণ ও তাহাদের বংশানুক্রমের অবাস্তবতা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্জ্জিত গুণ বংশগত হইয়া থাকে এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মতবাদের সাহায্যে অতি সহজেই বহুবিধ প্রাণ বৈজ্ঞানিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে; সুতরাং তাৎকালিক বিজ্ঞান

সমাজেও ইহা নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন বিষয় আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়ানুমোদিত বোধ হইলেই তাহা সত্য স্বরূপ হইতে পারে না। ভাইস্‌মান্ এ বিষয়ের সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে লোকের হৃদয় কেবলমাত্র ভ্রান্ত বিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন।

যাঁহারা অর্জ্জিত গুণের বংশানুবর্ত্তিতাই বিশ্বাসবান তাঁহারা স্বীয় মতের প্রামাণিকতার জন্য নিম্ন লিখিত ঘটনা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন,—

(ক) অঙ্গবিকৃতি।

(খ) পারিপার্শ্বিক প্রভাব।

(গ) অঙ্গ-বিশেষর ব্যবহার অব্যবহারের ফলাফল।

(ঘ) নানাবিধ পীড়া।

(ক) অঙ্গ বিকৃতি।

কৃত্রিম অঙ্গ বিকৃতি যদি সন্তানে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে সৈনিকদিগের বংশাবলী যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ না করিয়াই বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িত।

কলিকাতার প্রায় সকলেই বোধ হয় চৈনিক স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন, চৈন আদর্শে স্ত্রী জাতির পায়ের ক্ষুদ্রতা অঙ্গ সৌষ্ঠবের পরিচায়ক। তজ্জন্য তাহারা সুদৃঢ় কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিনামা ব্যবহার করিয়া এক প্রকার চলচ্ছক্তি হীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ বিকৃত পাদা স্ত্রীর সন্তানগণ স্বাভাবিক পদ বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মুসলমান জাতির "মুসলমানী" বা "খতনার" ফলও তদনুরূপ। এই প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে জু-জাতির মধ্যেও প্রচলিত। বংশানুক্রমে ইহার কোন ফলাফল আছে কি?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির কুঞ্চিতাবস্থা বিনামা ব্যবহারের বংশগত ফল। কিন্তু মিশরের পীরামিডে রক্ষিত যে সকল "মামী" আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও কনিষ্ঠাঙ্গুলির কুঞ্চিতাকৃতি লক্ষিত হয়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ বিনামার ব্যবহার প্রচলিত ছিল? আদৌ বিনামার অস্তিত্ব ছিল কি?

গৃহ-পালিত ছেদিতকর্ণ কুকুরের সন্তান বিকৃত কর্ণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। আরও নানাজাতীয় গৃহ-পালিত পশু হইতে এরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ফ্রাইবুর্গের জুলোজিশে "ইন্‌ষ্টিটুট্" নামক সংগ্রহালয়ে ১৫৯২ টী ইন্দুর রক্ষিত আছে। ইহারা একই বংশোদ্ভূত ২২ পুরুষের ফল। ভাইস্‌মান্ প্রত্যেক পুরুষেই

এই সকল ইন্দুরের পিতামাতার লাঙ্গুলচ্ছেদ করিয়া দিতেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ২২ পুরুষে ১৫৯২টী ইন্দুরের কোনটিতেই তো বিন্দুমাত্র বিকৃতি লক্ষিত হয় না?

(খ) পারিপার্শ্বিক প্রভাব।

নিম্ন বা সমতল প্রদেশ জাত কোন উদ্ভিদকে যদি পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মান যায়, তাহা হইলে এই উদ্ভিদের বংশাবলী কালক্রমে পার্ব্বত্য উদ্ভিদের গুণ সমূহ প্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় ইহারা নিম্নভূমিতে আনীত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় গঠনযুক্ত হইয়া উঠে। ইউরোপের শ্বেতাঙ্গগণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া কিঞ্চিৎ মলিনতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহা আস্থায়ী। বর্ত্তমান হিন্দু আর্য্যদিগের ত্বকের কৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে একটি মতবাদ আছে যে, গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ তাহাদের শ্বেতত্বক্ কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় এই মতবাদের মূলে অতি সামান্য সত্যই নিহিত রহিয়াছে। আমাদের কৃষ্ণত্ব প্রাপ্তি পারিপার্শ্বিক প্রভাব সম্ভূত নহে, ইহার মূল জননকোষে। হিন্দুদম্পতী আমেরিকা বা ইউরোপে বহুকাল ধরিয়া বাস করিলেও তাহাদের বংশধরগণ শ্বেত চর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে না। তবে শৈত্য প্রভাবে বর্ণের কৃষ্ণভাব কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

সাম্‌নার নামক জনৈক পরীক্ষক কতিপয় সংখ্যক ইন্দুরকে শীতাতপশিক্ত ২৬ ডিগ্রী উত্তাপে পালন করিয়া দেখিতে পান উহাদের লাঙ্গুলের দীর্ঘত্ব সাধারণ ইন্দুরের অপেক্ষা অনেক বেশী; এবং শরীরের লোম অতিশয় ক্ষুদ্র। এই সকল ইন্দুরের সন্তান সাধারণ অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া সাধারণ ইন্দুরের মতই হইয়াছিল।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে acclamatization নামক একটী বিষয় আছে। ইহাতে উক্ত ইন্দুর সম্বন্ধীয় ঘটনার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। এই সকল পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পারিপার্শ্বিক প্রভাবজাত গুণ সমূহ বংশগত হইতে পারে না। তুল্য পারিপার্শ্বিকের অভাবে পূর্ব্বগুণ প্রকাশ পাইতে পারে না

(গ) অঙ্গবিশেষের ব্যবহার বা অব্যবহারে ফলাফল।

বীণা, সেতার ইত্যাদি তার যন্ত্র বাদকের যে আঙ্গুলিস্ফীতি (কড়া পড়া) জন্মে, তাহা কদাপিও বংশগত হয় না। গায়কগণের ফুস্‌ফুসের গঠনগত বিকৃতি, ভার বাহকগণের বক্রমেরুদণ্ড, কর্ম্মকারদিগের পেশীর দৃঢ়তা, পাদুকা ব্যবহার জাত অঙ্গুলিস্ফীতি, পাঠাধিক্য বশতঃ দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, এবং শিল্পীগণের হস্তকৌশল কি সহজাত হয়?

(ঘ) নানাবিধ পীড়া।

এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া মনুষ্যদেহে বসতি বিস্তার করিলে টিউবারকুলোসিস্

নামক পীড়া জন্মে। এই পীড়া বংশগত হইতে পারে, ইহাই যাহাদের মত তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে পীড়িত পিতামাতার দেহজাত ব্যাকৃটিরিয়ার বংশাবলী সম্মিলিত কোষে (যাহা সন্তানে পরিণত হয়) বিস্তৃত হয়। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যে যে কারণে পিতামাতার দেহ-কোষ-ব্যাকৃটিরিয়া প্রভৃতি রোগ-বীজের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অপারগ, কেবল তাহাই অর্থাৎ এই শক্তিহীনতা—সন্তানে পর্য্যবসিত হইতে পারে। নানাবিধ পীড়া ও মদ্যপ্রিয়তা ইত্যাদি দুশ্চরিত্রতা সম্পূর্ণরূপেই সঙ্গদোষে উৎপন্ন হয়। এই সকল কুসঙ্গ অথবা সৎশিক্ষার অভাব অতি শৈশবকাল হইতেই আমাদের উপর অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। সুতরাং এই সকল পীড়া ও চরিত্রহীনতাকে আমরা বংশগত বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রবর্ম্মা বি-এ।

গীতার মূলমন্ত্র।

সহস্র সহস্র কায়স্থ গীতা পাঠ করিতেছেন। কেহ কেহ ইহার বাঙ্গালা বা ইংরেজি কিংবা উভয় ভাষায় প্রশংসার্হ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কয়জনে গীতার মূলমন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা স্বীয় জীবন পরিচালনে কার্য্যে পরিণত করিতে সোৎসুক হইয়াছেন?

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

ইহাই গীতার মূলমন্ত্র। কায়স্থের ক্ষাত্রজীবনে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত দেখিয়া একজন কায়স্থ অপর একজন কায়স্থকে তাহার ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইহাই গীতার সার শিক্ষা।

যাঁহারা কায়স্থকে মুহুরীর বংশ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন কিংবা যাঁহারা কায়স্থকে চন্দ্রসেন রাজার মহিষীর গর্ভস্থ ভ্রূণ হইতে (পরশুরামের তথাকথিত নিঃক্ষত্রিয় করার পর) উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন, (১) আমরা তাঁহাদের সঙ্গে

(১) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা প্রভৃতি।

একমত নহি। বর্ণ-ভেদ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে পুরুষসূক্তে যে বিরাট পুরুষ এবং তাহা হইতে পরে যে ব্রহ্মকায়ের কল্পনা দৃষ্ট হয়, কায়স্থ সেই ব্রহ্ম-কায়স্থিত জনসঙ্ঘ, ইহা অনাদি অনন্ত, ইহা কখন ধ্বংস হয় নাই ও হইতে পারে না।

"যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ তাবৎ কায়স্থকুলে বয়ম্।"

আমরা ঠিক্ এই অর্থেই কায়স্থ শব্দ বুঝিয়া থাকি। এজন্য আমরা কৃষ্ণার্জ্জুনকে কায়স্থই মনে করি।

যেরূপ কায়স্থ কুৎস ও সুদাস, যেরূপ কায়স্থ ত্রসদস্যু, যেরূপ কায়স্থ বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ও যেরূপ কায়স্থ বশিষ্ঠ, (১) সেইরূপ কায়স্থ কৃষ্ণার্জ্জুন। যেরূপ কায়স্থ ক্রুগার, বোথা ও ডিওয়েট; যেরূপ কায়স্থ লর্ড রবর্টস্ ও কিচেনার; যেরূপ কায়স্থ নেপোলিয়ন ও জোফ্রে; যেরূপ কায়স্থ কুরুপাটকীন্ ও রাঙ্কী; যেরূপ কায়স্থ হিণ্ডেনবার্গ ও মেকেন্‌সেন সেইরূপ কায়স্থ কৃষ্ণার্জ্জুন। তাঁহারা পানাহার বর্জ্জিত ও আদান প্রদান রহিত জাতিভেদের পূর্ব্ববর্ত্তী জনসাধারণ হইতে উদ্ভূত এবং দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার্থ ক্ষাত্রধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহারা তদানীন্তন জাতি সাধারণের বিরাট দেহ বা ব্রহ্মকায়ের উজ্জ্বলতম অংশ। 'ব্রহ্ম'শব্দের দুটি অর্থ, একটি স্তব অপরটি বৃহৎ, পুরুষসূক্তে হুত বিরাট পুরুষের দেহ হইতে পরবর্ত্তীকালে যে ব্রহ্ম-কায়ের কল্পনা নানাবিধ পুরাণে নানা ছন্দে বন্দে দৃষ্ট হয়, তাহা তৎতৎস্থানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দেহ নয়, তাহা জাতি সাধারণের বৃহৎ দেহ মাত্র, ইহার ইংরেজি শব্দ Nation সুতরাং ব্রহ্ম-কায় সমুৎপন্ন কায়স্থ represents the nation.

গীতায় কৃষ্ণার্জ্জুন কথা প্রসঙ্গে এই nation বা জাতির হৃদয় দৌর্ব্বল্যের কথা ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু মহামনাকৃষ্ণের বাক্যে অর্জ্জুন সেই দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এতদপেক্ষা উজ্জ্বলতর ঘটনা আর নাই। ইহা কায়স্থের অক্ষয় কীর্ত্তি।

ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে আবার সেইরূপ হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে গিয়া যে সকল ব্যক্তি করাচিতে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছে, সেই সকল কায়স্থেরা শুনিতে পাই উৎকৃষ্ট সৈনিক হইবে বলিয়া কর্ণেল মোকলার সাহেব আশা করিতেছেন। জাতি-গতভাবে দেখিতে গেলেও চারি শ্রেণীর কায়স্থ হইতে যে সংখ্যা তথায় যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে তাহাদের অনুপাত অর্থাৎ

(১) বৈদিক ঋষিরা কেহই জাতীয় দেহ হইতে স্খলিত হইয়াছিলেন না। সুতরাং কেহই কায়স্থ আখ্যার বহির্ভূত হইতে পারেন না। তন্মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, ইহার প্রমাণ বেদমন্ত্রে রহিয়াছে।

এক শতের মধ্যে ৬৬ জন। সুতরাং যে অর্থেই কায়স্থ শব্দ যিনি যাহা বুঝুন, কায়স্থ ধর্ম্ম বা ক্ষত্রধর্ম্ম বিকাশের যে এক্ষণ একটি সময়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গীতার মূল মন্ত্র কার্য্যে পরিণত করার আর এমন সময় হইবে কিনা সন্দেহ।

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এক্ষণে বাঙ্গালী জাতি (nation বা কায়স্থ) সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে আহূত হইয়াছে। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এই কার্য্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, আমরা বঙ্গে একলক্ষ সৈন্য গঠনার্থ ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের যুবক চাই। ইহাদের দ্বারা একটি বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট পূর্ণ হইবে। ইহাতে বঙ্গে প্রকৃষ্টরূপ কায়স্থ বা ক্ষাত্রধর্ম্মের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইবে। আমাদের এতদপেক্ষা আর সৌভাগ্যের কিছু অধিকতর কারণ হইতে পারে না।

কায়স্থ-সভা স্থাপনের সূত্রপাত হইতেই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় করার কথা, ক্ষত্র জীবনের পুনরুদ্ভব অসম্ভব ; এই দুষ্টাভিসন্ধিমূলক পৌরাণিক গল্প সম্পূর্ণ অলীক। আমরা সম্প্রতি কোন এক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, লেখক আমাদের সেই মত সমর্থন করিতেছেন অর্থাৎ কায়স্থের ক্ষত্রধর্ম্মের লুপ্তাবস্থার কথাই রটনা করিতেছেন। কিন্তু যেরূপ উদ্দীপনাসূচক বাক্যে প্রবন্ধটির উপসংহার হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। এজন্য লেখককে আমরা দোষ দিতেছি না ; কায়স্থধর্ম্ম বা ক্ষাত্রধর্ম্ম পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে, কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃপক্ষের সেরূপ অভিপ্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে শূদ্রত্বের দিকে টানিয়া রাখিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সকলে মুখ ফুটিয়া সব কথা বলিতে পারিতেছেন না। লাহোর ভারত জোড়া কায়স্থের সভাপতি যেমন ক্ষত্রধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ ইচ্ছা করেন, বঙ্গের কায়স্থ-সভা তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। কায়স্থের উদ্দাম ক্ষত্রধর্ম্ম বিকাশের সময়, কায়স্থের ধর্ম্ম কর্ম্মে পূর্ণ ও অবাধ স্বাধীন্য আনয়নের সময় এইরূপ বীতসাহস ও নিরুদ্যমের কথা গীতাবাদীদের পক্ষে বড়ই নিন্দার কথা। ইহাতে প্রকাশ করে তাঁহারা গীতার মূলমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই ; গীতাপাঠ তাঁহাদের পক্ষে নভেল পাঠ মাত্র।

কে না জানে ক্ষত্রজীবন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং 'ক্ষত্রাৎ পরতরং নহি ?' এই যে জগদ্ব্যাপী ক্ষত্রলীলা চলিতেছে, ইহা দেখিয়াও কি ক্ষত্র বা কায়স্থ-জীবন কি ? তাহা অনুভব করা যায় না ? German militarism যাঁহারা এই দুই বৎসরের অধিক কাল দেখিয়া আসিতেছেন, যাহারা ইংরেজ, রুষ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির

সৈন্য সংগ্রহের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা কি ভারতাক্রমণকারী প্রাচীন হিন্দু-জাতির Militarism (ক্ষত্রিয়ত্ব) বা সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ প্রণালী অনুভব করিতে পারেন না ? তবে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দ্বাদশ দিনে অশৌচ পালনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে কেন ? কিংবা যজ্ঞসূত্র স্ত্রী-বালক-বলেই তাঁহার শেষ হয় কেন ? নিশ্চয়ই তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের ধারণা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ শূদ্র জনোচিত।

ক্ষাত্রধর্ম্ম বিকাশের এই সুবর্ণ সুযোগের সময় কায়স্থ-শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার সীমা বুঝিয়া কায়স্থজাতিকে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে বলি, গীতার মূলমন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিতে বলি।

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

'ক্ষত্র' শব্দের অর্থ বল, যেখানে বলাভাব বা দৌর্ব্বল্য সেখানেই শূদ্রত্ব।

শ্রীমধুসূদন বর্ম্মসরকার।

গোবিন্দলাল।*

১

কর্ত্তব্য সাধিয়া তুমি কোথা গেলে হে গোবিন্দ !
মহাপুরী বিষাদিত, সবে আজি নিরানন্দ—
হাহাকার হৃদি মাঝে ঝড় বহে হা হুতাশে,
পুত্রহারা পত্নী তব শোকের সাগরে ভাসে।

২

আত্মহারা অভাগিনী ছিল তব মুখ চাহি
ফেলিয়া চলিলে তাঁরে তাঁ'র যে গো কেহ নাহি,
দুখিনী সে পুত্রবধূ রহিবে সে কোন্ প্রাণে
বুকে জ্বলে যে অনল পুড়িবে সে তারি সনে।

*বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণে।

৩

দেখেছি তোমার সেই নধর নিটোল তনু
শশী-ধৌত গৌর কান্তি মনোলোভা ভুরু ধনু,
মধুময় অন্তরের দেখিয়াছি স্নেহ-লীলা
প্রশান্ত সাগরে যেন চূর্ণ মুক্তা উর্ম্মি মালা।

৪

সোদরপ্রতিম সম ভালবাসা দিয়াছিলে
মরমে রেখেছি ঢেকে স্থাপিয়া হৃদয় মূলে,
প্রীতি-পূর্ণ সে মূরতি ধীরনম্র অচঞ্চল
বুক ভরা বিশ্ব-প্রেম জীবে দয়া অবিরল।

৫

দেখেছি তোমার সেই বিপন্নে শরণ দান
মমতার খনি তুমি ছিলে দয়া মূর্ত্তিমান,
অন্তর পাতালে তাঁর ভক্তি ধারা ভোগবতী
রহিত সে নিরবধি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী।

৬

দেখেছি তোমার সেই গভীর জ্ঞানের রাশি
ভাষা বিশেষণ নহে সত্য ধর্ম্ম পদ্মাকাশি,
জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত হৃদয়-সঙ্গম স্থলে,
কন্টক নগরী যেন অজয়-জাহ্নবী কূলে।

৭

বিবেক-চৈতন্য যেন অবগাহি কুতূহলে
অবিদ্যা আঁধার কেশ মুণ্ডিত ভারতী মূলে,
জ্ঞানের গরিমা কভু দেখিনি তাহার মাঝে,
কমলা অচলা ছিল দেখিনি ধনীর সাজে।

৮

স্থাপিলে যে বাণী গৃহ "সাবিত্রী" পবিত্র নামে
বঙ্গভাষা আলোচনা নিত্য হ'ত সেই ধামে,
বাণীর সেবক ছিলে নীরব সাধকরূপে
স্ত্রীপুত্রে লইয়া তুমি থাকিতে বাণীর জপে।

৯

বঙ্গভাষা অনুরাগী সাহিত্যিক-প্রিয়সখা
সর্ব্বশ্রেণী লেখকেরে তুষিতে পাইলে দেখা,
কতমতে উৎসাহিতে—দিতে কত পুরস্কার
আর কি আসিবে ফিরে দিতে তাহা পুনর্ব্বার ?

১০

কায়স্থ-সভার মাঝে ছিলে তুমি কর্ণধার
সুশৃঙ্খলে সাধিলে গো সম্পাদক-গুরুভার,
সদালাপে তৃপ্ত হ'ত স্বজাতি আসিলে ঘরে,
আচরিতে সর্ব্বজনে অকপটে মহাদরে।

১১

দুলিত বক্ষের পরে শুভ্র উপবীত মালা
ভূধরের অঙ্গে যেন নিঝরিণী স্রোত ঢালা,
সদাচার সুসম্পন্ন দেবে দ্বিজে ছিল ভক্তি,
হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণে নিয়োজিতে কত শক্তি।

১২

বক্তৃতাবাগীশ তুমি ছিলে না'ক কোন দিন
দেশ-হিতৈষণা নদী অন্তরেতে ছিল লীন,
স্বদেশী দ্রব্যেতে তব অফুরন্ত অনুরাগ,
'রাজরাজেশ্বর গৃহ' রেখে গেলে মহাভাগ!

১৩

শঙ্করের আবিষ্কার আয়ুর্ব্বেদ মহারত্ন
তাহারে স্থাপিলে তুমি করিয়া কতই যত্ন,
বিশুদ্ধ ভেষজ কত আহরিয়া অন্বেষিয়া,
নিরাময় করিলে গো কতই পীড়িত কায়া।

১৪

রূপে গুণে সমন্বিত ধ্রুব পুত্র, ধ্রুবতারা
অজানা জগৎ মাঝে কোথায় হইল হারা!
হারাইয়া একমাত্র সোণার আত্মজ ধনে
বুকের পাঁজর গেল ধসিয়া তাহারি সনে।

১৫

অশরীরী আত্মা তার আসিত তোমার পাশে
বলিত সে হারানিধি ভাসে কত মহাকাশে
জীবনের পরপারে কত কি যে আছে গাঁথা,
পিতা পুত্রে কতদিন হইত সে কথা।

১৬

যদিও তাহার সেই গৌরকান্তি প্রীতিমুখ
না হেরিতে না চুম্বিতে তবুও হইত সুখ,
শোকে শান্তি পাবে বলে ব্যথিত পীড়িত হিয়া
পিতা মাতা উভয়েরে রাখিত সে ডুবাইয়া।

১৭

গোলোক বিহারী হরি ডাকিল বাঁশীর স্বরে,
গোবিন্দের আত্মা বধু জুটিল তাঁহারি তরে,
রাবণের চিতা সম দহিত যাঁহার হিয়া,
লভিল সে চিরশান্তি তাঁহার শ্রীপদে গিয়া।

১৮

গোলকে গোলকনাথ গোবিন্দে লইল কোলে,
মিলাইল ধ্রুব সনে ভিজাল নয়ন জলে,
যার তরে কেঁদে কেঁদে পাঁজর ফাটিয়া যেত,
আজি তারে বুকে লয়ে শূন্য প্রাণ পুলকিত।

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসুবর্ম্মা।

বক্তৃতায় অতিচার।

বিগত দোল-পূর্ণিমার সময় রাজসাহী-বোয়ালিয়ার ধর্ম্মসভার একপঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া, ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশ দিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর

তর্কচূড়ামণি, ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ, বরদাচরণ শাস্ত্রী, নরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, অভয়াকান্ত-স্মৃতি কাব্যতীর্থ, রমণীকান্ত বিদ্যারত্ন, বামনদাস বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, অভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, শ্রীমন্ত কাব্যতীর্থ, নিশিকান্ত তর্কতীর্থ, সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন, মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি ২১জন পণ্ডিত এবং নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার অধিবেশনের কার্য্য তিন দিন চলিয়াছিল এবং তিন দিনই পণ্ডিতদিগের বক্তৃতা, কথকতা, কীর্ত্তন হইয়াছিল। পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য সভা-কর্ত্তৃক, প্রত্যহ দুইটির হিসাবে তিন দিনের ছয়টি প্রশ্ন নির্দ্ধারিত ছিল। প্রত্যেকের নিকট যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ প্রশ্ন ছয়টি ও কয়েকটি নিয়ম মুদ্রিত ছিল। নিয়মাবলীর মধ্যে বক্তৃতাকালীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের গ্লানিজনক কোন কথা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বক্তা পাঁচকড়ি বাবু দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় এরূপ অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈদ্য, নবশায়ক প্রভৃতি কেহই তাঁহার নিকট বাদ যায় নাই—সকলকেই তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল। কায়স্থ সম্প্রদায়ের নিন্দা উপলক্ষে তিনি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"রঘুনন্দন কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিয়াছেন।" বক্তৃতা ব্যপদেশে বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যে মুখুজ্যে, ঘোষ, বোস, মিত্তির কাহাকেও বাদ দেন নাই। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় নাকি এক সময় কি এক অকার্য্য না কুকার্য্য করিয়া, পাছে পাঁচকড়ি বাবুর কাগজে তাঁহার নামটি ছাপা হয় এই ভয়ে তিনি নাকি তাঁহাকে ১০৲ টাকা ঘুষ দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ইহাও শুনাইয়াছেন যে, এখন লোকের জুতাগত-প্রাণ হইয়াছে, কারণ জুতাচুরি যাইবার ভয়ে কলিকাতার বাবুরা জুতার উপর বসিয়া ছত্রিশ জাতিতে মিলিয়া পংক্তি ভোজন করেন। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় 'মেটাভোজ', 'সিংহভোজ' উপলক্ষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি লইয়া এক সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। একজন দে সিবিলিয়ানের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে 'দাস' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বর্ম্মা' শব্দ ব্যবহারজনিত বাক্ বিতণ্ডা লইয়াও বক্তৃতা করিয়া কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। ইত্যাদি। ফলে কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন বিষয়ক উত্তরও নহে; উহা ধর্ম্মবিষয়ের ধার দিয়াও যায় নাই। না যুক্তিসঙ্গত, না প্রমাণসম্মত হইয়াছিল। কোন শাস্ত্র গ্রন্থের ছায়া স্পর্শ করিয়াও তাঁহার বক্তৃতা উদ্গীরিত হয় নাই। যাক্ সে কথা তিনি যে রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া অকারণে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ধর্ম্মসভার নিষেধ সত্ত্বেও

কায়স্থকে সৎ-শূদ্র বলিয়া কায়স্থ-বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই আমাদের বক্তব্য, পাঠকগণের নিকট সংক্ষিপ্ত ভাবে নিবেদন করিব।

রঘুনন্দন কায়স্থকে সৎ-শূদ্র বলিয়াছেন বটে, কিন্তু 'সৎ-শূদ্র' শব্দ রঘুনন্দন ব্যতীত কোন শাস্ত্র গ্রন্থ বলেন নাই। রঘুনন্দন ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই—ব্রাহ্মণ শূদ্র আছে, ইহাই বলিয়াছেন—

"যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণ শূদ্র এবচ।"

তাঁহার মতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য কলিতে শূদ্রসম আচার হইয়াছে। আমরা শাস্ত্র প্রমাণে দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় শূদ্রসম আচার হইলেও, অনুপনীত ও অনধীতবেদ ব্রাহ্মণ সন্তানের ন্যায় হইবে, তদপেক্ষা হীন হইবে না এবং জাতিশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে। অনধীতবেদ ব্রাহ্মণও যে শূদ্র তুল্য তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্রকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাদদ্বেদে ন জায়তে।

১৭২।২ মনু।

সেই জন্যই রঘুনন্দন কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিয়াছেন। 'সৎ-শূদ্র' অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকেও বুঝায়; গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ পরিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব সুযোধন।
সচ্ছুদ্রস্তু ভবেন্নিত্যং গৌতম সর্ব্বসম্মতম্॥

যে দোষে বা যে পাপে রঘুনন্দন কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিয়াছেন, সেই দোষ বা সেই পাপ কি রঘুনন্দনের সময় ব্রাহ্মণগণের ছিল না? বক্তৃবর অনুগ্রহ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব। আর এক কথা, রঘুনন্দন যেমন কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিয়াছেন, তেমনই রাজভৃত্য বা রাজসেবক ব্রাহ্মণকেও অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যথা—

অব্রাহ্মণস্তু ষট্‌প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা।
আদ্যো রাজভৃত্যস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয় বিক্রয়ী॥"

এখন তিনি বলুন যদি রঘুনন্দনী মতে আস্থা-স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে 'ব্রাহ্মণ শূদ্র এবচ' এই বচন বলে অব্রাহ্মণকে শূদ্র বলা সঙ্গত কিনা? কারণ যখন দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি ভিন্ন অন্য জাতি নাই, তখন অব্রাহ্মণ শব্দে শূদ্র ভিন্ন আর কিছু বুঝাইতে পারে না। যদি অন্যরূপ বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে, তবে পাঁচকড়ি বাবুর তথা কথিত কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' আখ্যাদান করা সার্থক

হইবে না; তাহা হইলে 'সৎ-শূদ্র' শব্দেরও নিশ্চয়ই অন্য অর্থ আছে। অব্রাহ্মণ বলিলে যেমন জাতি শূদ্র বুঝাইতে পারে না, তেমনই সৎ-শূদ্র' বলিলে নিশ্চয়ই জাতি শূদ্র বুঝাইতে পারে না।

রঘুনন্দন কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্রে'র শ্রাদ্ধাদি বা অশৌচাদি কোন বিধানই করেন নাই। কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, এবং শূদ্রও না হইয়া 'সৎ-শূদ্র' হয়, তবে 'সৎ-শূদ্রে'র শ্রাদ্ধাদির বিধান এবং অশৌচ পালনের ব্যবস্থাই বা কোন্ স্মৃতিতে পাইব? কোন স্মৃতিই কিন্তু "সৎ-শূদ্রের" জন্য কোন বিধান দেন নাই। তবে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র বলিয়া যদি কোন জাতি বাঙ্গালা মুল্লুকে থাকে তাহা হইলে তাহাদের ১৫ দিন অশৌচ বিধি পাওয়া যাইতে পারে। (১৪০।৫ মনু। এই বঙ্গদেশের হতভাগ্য কায়স্থগণ যদি 'সৎ-শূদ্রই' হয়, তবে, তাহারা ব্রাহ্মণের মত কুলীন হইল কেমন করিয়া? শূদ্রেরও কি আচার, বিনয়, জপ, তপ প্রভৃতিতে অধিকার আছে? থাকিলে কোন্ শাস্ত্রে আছে, বলিয়া দিলে সন্তুষ্ট হইব।

ঋষিগণের মতে নাপিত, দাস, গোপ ইহারাই 'সচ্ছূদ্র' এবং ইহাদের পাচিত অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য। কিন্তু সংগ্রাহক রঘুনন্দন ব্যতীত যখন কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রই কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলে না—যখন দেখিতেছি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের পাচক 'সৎ-শূদ্র'গণের নামের মধ্যে কায়স্থের নামোল্লেখ নাই, তখন কায়স্থ 'সৎ-শূদ্র' হইতেই পারে না। সম্ভবতঃ রঘুনন্দন তাৎকালিক বঙ্গীয় কায়স্থগণকে উপবীতহীন দেখিয়াই 'সৎ-শূদ্র' বলিয়া গিয়াছেন।

কায়স্থের অসচ্ছূদ্রত্বের আর একটী প্রমাণ এই যে,—শূলপাণি ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে বলিয়াছেন, "একত্র সমবেত জাতির অন্যত্র সত্ত্বা হয় না এবং ক্ষত্রিয় যতই আচার ভ্রষ্ট হউক, তাহাতে শূদ্র জাতিত্ব আসিতে পারে না। ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাক্রান্ত না হইলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব বিলুপ্ত হয় না; সে প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধ হইতে পারে।" সুতরাং কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিতে যাওয়া বাতুলতার পরিচায়ক।

আজ আমরা অতি সংক্ষেপে বক্তৃতাটী আলোচনা করত উক্ত বক্তা মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কায়স্থকে 'সৎ-শূদ্র' বলিয়া প্রমাণ করেন, "সৎ-শূদ্র" কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য রচনা ধারণ করেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

জীবন-সন্ধ্যা।

অবসান হয়ে এল বেলা ;
কল্পনার নিষ্ফল প্রয়াস !
বৃথা এই জীবনের খেলা
নিবে যায় অনন্ত পিয়াস।

চিরসুপ্তি কখন নীরবে
আসি দেহে বুলাইবে হাত।
এ নিষ্প্রভ নয়ন-পল্লবে
হবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত !

অকস্মাৎ কি জানি কখন্
ক্লান্তকায় পথিকের প্রায়,
চক্ষুমুদে করিব শয়ন
জীবনের সৈকত-সীমায়।

মহাকাল স্রোতের মাঝারে
দেহখানি ধীরে যাবে মিশি—
স্নিগ্ধ সান্ধ্য ছায়া—পরপারে
লভিব গো বিশ্রামের নিশি !

উপেক্ষিয়া শোক দুঃখ আশা
জগতের যত ভালবাসা—
জীবনের যবনিকা ফেলে
লুকাইব কোন্ সন্ধ্যাকালে !

নিরখিয়া ম্লান শয্যাপরে
মোর এই সুপ্ত দেহটিরে—
ব্যথা পেয়ে কোমল অন্তরে
যদি কেহ ভাসে অশ্রু-নীরে !—

চিরপ্রিয় অভাগার তরে
মুছে ফেলে নয়ন-অসার
যদি সে গো দিতে ইচ্ছা করে
মমতার শেষ উপহার—

তবে মুখে বলে হরি হরি,
শরতের শুভ্র ফুল আনি
দেয় যেন কুসুমিত করি
কুসুমের শেষ শয্যাখানি !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

জাহ্নবী।

কাহার উদ্দেশ্যে ছুটিছ জাহ্নবী,
হৃদয়ে লিখিয়া কাহার ছবি ?
আকুল উচ্ছ্বাসে ছুটিছ গাহিয়া,
বিরহ বেদনা সঙ্গীতে তুলিয়া,
অবিরাম গতি ছুটিয়া ছুটিয়া—
ক্লান্তি নাই তবু যেতেছ বহিয়া।
হাসিছ কেনলো বিরহ বিধুরা ?
বিরহেতে হাসি ! কিবা এর ধারা ?
পেয়েছ কি সেই হৃদয়ের ধন,
যার তরে তব এত আকিঞ্চন—
এত ছুটে আসা এত ভালবাসা
সহি এ যাতনা বহিয়া আশা ?
যাঁর প্রেমে মগ্ন বিশ্ব চরাচর,
যাঁর তেজে দীপ্ত দেব দিবাকর,
যাঁর ধ্যান যোগী করেন সতত,
ব্রহ্মরূপ সেই অনাদি অনন্ত—
পেয়েছ কি সেই প্রেমের নিধিরে
শুধু-চিরবাঞ্ছিত জগত ঈশ্বরে ?

শ্রীমতী অমিয়বালা বসু।

সমালোচনা।

অশ্রুকণা। ৺ধরেন্দ্রবালা সিংহ প্রণীত। ৮২নং ল্যান্স্ ডাউন্ রোড্, ভবানীপুর, 'রায়পুর হাউস্' হইতে শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬পেজী ৮ ফর্ম্মা, এন্টিক কাগজে, উৎকৃষ্ট ছাপা। মূল্য সিল্ক্ কাপড়ে বাঁধাই ১্ টাকা।

অশ্রুকণা একখানি কবিতা পুস্তক। ছয়চল্লিশটী কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখিকা পতিহারা হইয়া শোকাহত হৃদয়ে এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলি আমরা আদ্যন্ত পড়িয়া বুঝিলাম, লেখিকার হৃদয়ের অন্তস্থলের শোকের প্রস্রবণ হইতে তপ্ত অশ্রু কণা নিচয় নিসৃত হইয়া কবিতাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এরূপ সরল ভাষায় সরলচ্ছন্দে প্রাণের করুণ ক্রন্দন বহুদিন শুনি নাই। রচয়িত্রীর লেখনী ধন্য হইয়াছে। এমন একটী কবিতা অধ্যয়ন করি নাই, যাহা সামান্যরূপ বিরক্তি সৃষ্টি করিতে পারে। অনাবিল জাহ্নবী-বারির ন্যায় বিধবার অশ্রুকণা অতি পবিত্র ও অনাবিল। কায়স্থজাতির সৌভাগ্য, তাঁহারা এইরূপ একটী সুলেখিকা পাইয়াছিলেন। ক্ষোভের বিষয় তিনি একমাত্র কবিতা পুস্তক লিখিয়াই অমর ধামে বাণীর প্রিয় সেবক সেবিকাগণের সহিত তুল্যাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জানি না তাহাতে তাঁহার করুণ মর্ম্মবেদনা অন্তর্হিত হইয়াছে কিনা? অধ্যয়নপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তির এই কবিতা পুস্তকখানি একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বুলি-পত্রিকা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল্ সম্পাদিত। ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা. মূল্য ১্ টাকা। কার্য্যালয় ৮৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাম্বুলি-পত্রিকা, তাম্বুলি-সমাজের মুখপত্র। তৃতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। লক্ষ্মণ চরিত, বহু বিবাহ ও প্রাণায়াম এই তিনটী প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য।

বৈষ্ণব-সমাজ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-সমাজ কার্য্যালয় পোঃ এলাটী, হুগলী হইতে প্রকাশিত. প্রতি ছয় খণ্ডের মূল্য ।৶০ আনা। ৩য় ভাগ, ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

'বৈষ্ণব-সমাজ' সমাজ ও ধর্ম্মোন্নতিমূলক ধারাবাহিক পুস্তক। এই দুই খণ্ডে দাস ও উপবীত, সমাজের উন্নতির উপায়, শ্রীবৈষ্ণব ব্রত-তত্ত্ব, শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ও উপায় কি প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব প্রবন্ধটী গবেষণা, চিন্তাশীলতা যুক্তি নিপুণতার পরিচায়ক হইয়াছে।

DOUBLE COLOUR

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাধিবেশন ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চাদশ বার্ষিক অধিবেশনের জন্য বিগত শারদীয়া পূজার সময় হইতেই মালদহ, ফরিদপুর ও খুলনায় কথা হইতেছিল। খুলনার কায়স্থ নেতৃগণ তথায় এক কায়স্থ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মনঃসংযোগ করায় আর এদিকে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হন নাই। ফরিদপুরের বিভিন্ন পল্লীর উৎসাহী ঋদ্ধিমান কায়স্থ মহাত্মাগণের উৎসাহ ও আগ্রহ যথেষ্ট থাকিলেও উক্ত সহরের নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্যে ফরিদপুরের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। মালদহের কায়স্থগণের নেতা পল্লীগ্রামের উৎসাহ আগ্রহ পাইয়াও তাঁহার একার প্রতি সমস্ত ভার পড়ার আশঙ্কায় অগ্রসর হন না। মেদিনীপুরবাসিগণ সভার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল থাকায় তথায় ঘটিয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানে সভা করার অভিপ্রায়ে মতিহারী হইতে ঋষিকল্পবপু শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্ম মহোদয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন, তদনুসারে শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে তথায় প্রেরণ করা হয়। তিনি বর্দ্ধমানে গিয়া নিরাশ অন্তঃকরণে দাঁইহাটে ফিরিয়া যান। বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসন্ন বাবু এ সংবাদ পাইয়া স্বয়ংই বর্দ্ধমানে গিয়া উপস্থিত হন,' এবং তথাকার নেতৃবর্গকে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন করার জন্য অনুরোধ করেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনাপূর্ণ তাঁহার এই অনুরোধ,তথাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু, এম্-এ, বি-এলের মন আকর্ষণ করে। তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে অবিলম্বে উক্ত শরৎ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। উপেন্দ্রবাবু আর কালবিলম্ব না করিয়াই একা এক রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের বাসায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রত্যেক কায়স্থনেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অনেকটা আশা লইয়া কলিকাতায় ফিরেন। উক্ত রায় বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহাকে বলিয়া দেন,সপ্তাহ মধ্যেই পত্র লিখিয়া জানাইবেন,--কোন তারিখে মহাধিবেশন করিলে তাঁহাদের আয়োজনের সুবিধা হইবে। কিন্তু সপ্তাহ গেল, দশ দিন গেল—পোনরদিন গেল কোন সংবাদ আসিল না। আমরা বর্দ্ধমানে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া উত্তর পাইলাম না—অতঃপর ভুবনেশ্বর হইতে স্বয়ং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় নলিনাক্ষ বাবুকে পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর পাওয়া গেল না। তখন অন্যতম সম্পাদক শরৎবাবু নিজেই বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। নলিনাক্ষবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন যে রায়বাহাদুরের অসুস্থতা,

সমালোচনা।

অশ্রুকণা। ৺ধরেন্দ্রবালা সিংহ প্রণীত। ৮২নং ল্যান্স্ ডাউন্ রোড্, ভবানীপুর, 'রায়পুর হাউস্' হইতে শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬পেজী ৮ ফর্ম্মা, এন্টিক কাগজে, উৎকৃষ্ট ছাপা। মূল্য সিল্ক্ কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

অশ্রুকণা একখানি কবিতা পুস্তক। ছয়চল্লিশটী কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখিকা পতিহারা হইয়া শোকাহত হৃদয়ে এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলি আমরা আদ্যন্ত পড়িয়া বুঝিলাম, লেখিকার হৃদয়ের অন্তস্থলের শোকের প্রস্রবণ হইতে তপ্ত অশ্রুকণা নিচয় নিসৃত হইয়া কবিতাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এরূপ সরল ভাষায় সরলছন্দে প্রাণের করুণ ক্রন্দন বহুদিন শুনি নাই। রচয়িত্রীর লেখনী ধন্য হইয়াছে। এমন একটী কবিতা অধ্যয়ন করি নাই, যাহা সামান্যরূপ বিরক্তি সৃষ্টি করিতে পারে। অনাবিল জাহ্নবী-বারির ন্যায় বিধবার অশ্রুকণা অতি পবিত্র ও অনাবিল। কায়স্থজাতির সৌভাগ্য, তাঁহারা এইরূপ একটী সুলেখিকা পাইয়াছিলেন। ক্ষোভের বিষয় তিনি একমাত্র কবিতা পুস্তক লিখিয়াই অমর ধামে বাণীর প্রিয় সেবক সেবিকাগণের সহিত তুল্যাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জানি না তাহাতে তাঁহার করুণ মর্ম্মবেদনা অন্তর্হিত হইয়াছে কিনা? অধ্যয়নপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তির এই কবিতা পুস্তকখানি একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বুলি-পত্রিকা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল্ সম্পাদিত। ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা, মূল্য ১৲ টাকা। কার্য্যালয় ৮৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাম্বুলি-পত্রিকা, তাম্বুলি-সমাজের মুখপত্র। তৃতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। লক্ষ্মণ চরিত, বহু বিবাহ ও প্রাণায়াম এই তিনটী প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য।

বৈষ্ণব-সমাজ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-সমাজ কার্য্যালয় পোঃ এলাটী, হুগলী হইতে প্রকাশিত। প্রতি ছয় খণ্ডের মূল্য ।৷৶০ আনা। ৩য় ভাগ, ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

'বৈষ্ণব-সমাজ' সমাজ ও ধর্ম্মোন্নতিমূলক ধারাবাহিক পুস্তক। এই দুই খণ্ডে দাস ও উপবীত, সমাজের উন্নতির উপায়, শ্রীবৈষ্ণব ব্রত-তত্ত্ব, শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ও উপায় কি প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব প্রবন্ধটী গবেষণা, চিন্তাশীলতা যুক্তি নিপুণতার পরিচায়ক হইয়াছে।

DOUBLE COLOUR

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাধিবেশন ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চাদশ বার্ষিক অধিবেশনের জন্য বিগত শারদীয়া পূজার সময় হইতেই মালদহ, ফরিদপুর ও খুলনায় কথা হইতেছিল। খুলনার কায়স্থ নেতৃগণ তথায় এক কায়স্থ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মনঃসংযোগ করায় আর এদিকে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হন নাই। ফরিদপুরের বিভিন্ন পল্লীর উৎসাহী ঋদ্ধিমান কায়স্থ মহাত্মাগণের উৎসাহ ও আগ্রহ যথেষ্ট থাকিলেও উক্ত সহরের নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্যে ফরিদপুরের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। মালদহের কায়স্থগণের নেতা পল্লীগ্রামের উৎসাহ আগ্রহ পাইয়াও তাঁহার একার প্রতি সমস্ত ভার পড়ার আশঙ্কায় অগ্রসর হন না। মেদিনীপুরবাসিগণ সভার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল থাকায় তথায় ঘটিয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানে সভা করার অভিপ্রায়ে মতিহারী হইতে ঋষিকল্পবপু শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্ম মহোদয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন, তদনুসারে শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে তথায় প্রেরণ করা হয়। তিনি বর্দ্ধমানে গিয়া নিরাশ অন্তঃকরণে দাঁইহাটে ফিরিয়া যান। বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসন্ন বাবু এ সংবাদ পাইয়া স্বয়ংই বর্দ্ধমানে গিয়া উপস্থিত হন,' এবং তথাকার নেতৃবর্গকে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন করার জন্য অনুরোধ করেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনাপূর্ণ তাঁহার এই অনুরোধ,তথাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু, এম্-এ, বি-এলের মন আকর্ষণ করে। তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে অবিলম্বে উক্ত শরৎ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। উপেন্দ্রবাবু আর কালবিলম্ব না করিয়াই একা এক রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের বাসায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রত্যেক কায়স্থনেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অনেকটা আশা লইয়া কলিকাতায় ফিরেন। উক্ত রায় বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহাকে বলিয়া দেন,সপ্তাহ মধ্যেই পত্র লিখিয়া জানাইবেন,--কোন তারিখে মহাধিবেশন করিলে তাঁহাদের আয়োজনের সুবিধা হইবে। কিন্তু সপ্তাহ গেল, দশ দিন গেল—পোনরদিন গেল কোন সংবাদ আসিল না। আমরা বর্দ্ধমানে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া উত্তর পাইলাম না—অতঃপর ভুবনেশ্বর হইতে স্বয়ং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় নলিনাক্ষ বাবুকে পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর পাওয়া গেল না। তখন অন্যতম সম্পাদক শরৎবাবু নিজেই বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। নলিনাক্ষবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন যে রায়বাহাদুরের অসুস্থতা,

তাঁহার পুত্র শরৎবাবুর অনিবার্য্য কারণে বর্দ্ধমানে অনুপস্থিতি এবং বর্দ্ধমানের কতিপয় গণ্যমান্য কায়স্থের ঔদাসিন্যের জন্য রায়বাহাদুরের আগ্রহ থাকিলেও কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। তজ্জন্য তিনি কোন সংবাদও দিতে পারেন নাই। এবার তিনি এ্যহ মধ্যে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া জানাইবেন বলিয়া পুনরায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে আহ্বান করিলেন। সম্পাদক শরৎ বাবু যে দিন কলিকাতায় পৌঁছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় সেই দিনই বর্দ্ধমানে গেলেন। তিনি একেবারে বর্দ্ধমানের উকীল লাইব্রেরীতে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন করা না করার সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছিল। তখন অনেকেই উঠিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা সভায় ছিলেন, তাহাদের নিকট জানিতে পারিলেন এখানে সভা হইবে না। পূর্ব্ববারে গিয়া যাঁহাদের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, এবার দেখিলেন, তাঁহারাও অনেকে বিগতস্পৃহ হইয়া আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্র বাবু ও কানাই বাবুকে রায়বাহাদুর ডাকাইলেন, কিন্তু তাঁহারা আর আসিলেন না। সুতরাং বর্দ্ধমানে সভা করার সঙ্কল্প এই স্থলে বিলুপ্ত হইল। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেই, গত ১৮ চৈত্র মাসিক অধিবেশনে স্থির হয়—কলিকাতায়ই সভা করিতে হইবে। তখন গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধের মাত্র সপ্তাহ বিলম্ব আছে, এই অল্প সময়ে সভার আয়োজন করিয়া উঠা কঠিন; অতএব চৈত্র সংক্রান্তি ও ১লা বৈশাখ সভার দিন স্থির হইল।

যখন সভার স্থানের কথা উঠে তখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্ম মহাশয় বলেন, "ইউনিভারসিটি-ইনিষ্টিটিউট্‌"হলে প্রতি তিন ঘণ্টায় ২০৲ টাকা ভাড়া, তথায় নিচে উপরে প্রায় বারশত লোকের বসিবার স্থান আছে। আলো ও পাখারও সুবন্দোবস্ত আছে। এতএব তথায়ই চেষ্টা করা হউক।" অতঃপর সম্পাদক মহাশয় উক্ত ইনিষ্টিটিউটের সম্পাদককে পত্র লিখিলেন "আগামী ১৩ই এপ্রিল ৪টা হইতে ৮টা এবং ১৪ই এপ্রিল ১টা হইতে ৪টা দুই দিনে এই সাত ঘণ্টাকাল আমরা সভা করার জন্য ইনিষ্টিউট্‌ হল পাইতে পারি কিনা, এবং তাহার ভাড়া কত হইবে দয়া করিয়া জানাইবেন।" উত্তরে ইনিষ্টিটিউটের অবৈতনিক সম্পাদক (কায়স্থ-সভারও সভ্য বটে) ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু দেওয়ান বাহাদুর জানাইলেন "হাঁ কায়স্থ-সভার জন্য উক্ত গৃহ দুইদিন ৭ ঘণ্টার কাল ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, প্রথম দিন ৭০৲, দ্বিতীয় দিন ৫৫৲ এই ১২৫৲ টাকা ভাড়া অগ্রিম জমা দিতে হইবে।" পত্র পড়িয়া ত চক্ষু স্থির! সময়ের অল্পতার জন্য সংবাদ-পত্রে এবং নিমন্ত্রণ পত্রে সভার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ফেলা হইয়াছিল, অতএব এখন উপায় কি? স্থির হইল

ইনষ্টিটিউটের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে অনুরোধ করা হউক, তখন শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় স্যার আশুতোষের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেওয়ান বাহাদুরকে দেখা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। দুঃখের বিষয় দুই দিনের মধ্যে তিনি দেখা করিলেন না। তখন শাস্ত্রী মহাশয় স্যার আশুতোষের মৌখিক আদেশের কথা দেওয়ান বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেল। কিন্তু ডাক্তার বাহাদুর তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বড়ই বিপদ, কি করা যায়, পুনরায় সশাস্ত্রি নিবারণ বাবু দেওয়ান বাহাদুরের দরজায় উপস্থিত হইলেন, ফলতঃ তাহাতেও তিনি নিশ্চল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির সঙ্কল্পেই রহিলেন। কি করা যায়, অগত্যা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু এবং নিবারণ বাবু আবার স্যার আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতিমধ্যে দেওয়ান বাহাদুর স্যার আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বিনোদ বাবু ও নিবারণবাবু উপস্থিত হওয়ায় তিনি একটা মাঝামাঝি রকমে ভাড়ার আদেশ করেন। কায়স্থ জাতির এতই দুর্ভাগ্য, স্যার আশুতোষ ব্রাহ্মণ হইয়া যে ব্যবস্থা করিলেন, দেওয়ান বাহাদুর কায়স্থ-সভার সভ্য হইয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, তিনি দুইদিনে সাত ঘণ্টায় অগ্রিম ১২৫৲ টাকা ভাড়া লইয়া, তবে ইনিষ্টিটিউট্‌ হল্‌ সভার জন্য ছাড়িয়া দেন।

সভার নিমিত্ত কলিকাতা, হাবড়া ও ভবানীপুর কালীঘাটের নানাস্থানে প্লাকার্ড মারা হয়। কিন্তু একস্থানে কোন কায়স্থ দোকানদারের দেওয়ালে বহু প্লাকার্ড দেখিয়া তথায় কায়স্থ সভার প্লাকার্ড মারা মাত্র উক্ত দোকানদার তাহা উঠাইয়া ছিড়িয়া ফেলেন। সভার আবাহন গীতির গানার্থ একে একে দুইজন কায়স্থ সঙ্গীতজ্ঞকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাঁহারা উপেক্ষা করেন। অতঃপর ৫৲ টাকা দিয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বারা আবাহনের গান গাওয়ান হয়।

এই প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথাকালে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত সভাধিবেশন হইয়া গেল। সভার দিন অসময়ে করায়ও বাঁকীপুর, মতিহারী, শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, যশোহর, নদিয়া, বগুড়া, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হাওড়া হইতে অনেক গণ্যমান্য প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে এই মহাধিবেশনের যিনি পুরোহিত অর্থাৎ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় দিনাজপুরের সেই মহারাজা বাহাদুর অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যিনি সভার কর্ণাধার—কায়স্থজাতির কল্যাণ যাঁহার নিয়ত কামনা সেই মহামনা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়

ারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দূরস্থানে থাকায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত ন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পাইকপাড়ার ুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা, কুমার শরদিন্দু-ারায়ণ রায়বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, নড়ালের রায় কিরণচন্দ্রদত্ত বাহাদুর, াগবাজারের রায় বিনোদবিহারী বসু, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, মন্মথমোহন বসু র্ম্মা, হরিপদ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, গড়কাশীমপুরের ঁমিদার রায় অবনীপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্যমান্য কায়স্থ এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি, পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি প্রায় পঁচিশজন অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ সভালঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভার আলোচ্য বিষয় মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আলোচিত প্রস্তাব সমূহ আলোচিত হয়। অতিরিক্ত পক্ষে ভারত-রক্ষি-সৈন্য কায়স্থ-সমাজ হইতে গ্রহণ, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় বংশচরিত পাঠের ব্যবস্থা, দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে মৌলিকে মৌলিকে অবাধ আদান প্রদান এবং সম্রাটের জয় কামনায় নগর সংকীর্ত্তন করার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিবাদক প্রস্তাব গৃহীত হইলে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে অনুপবীতীদিগকে বিনা ব্যয়ে উপনয়ন গ্রহণার্থ সাদর আহ্বান করেন এবং সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার নানাস্থানে উপনয়ন গ্রহণেচ্ছুর সন্ধানে বাহির হন, প্রায় পঁচিশজনের যোগাড় করেন, দুঃখের বিষয় পরদিন একজনও উপনয়ন গ্রহণ করিতে আইসেন না।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে মৌলিকে মৌলিকে অবাধ আদান প্রদান কেন নাই, তৎসম্বন্ধে একটী সমীচীন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠিপতিগণ সকলেই মৌলিক, তাঁহারা কুলীন ব্যতীত মৌলিকের সহিত আদান প্রদান রহিত করায় উহা সাধারণ মৌলিকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সংস্কারকগণ কখনও মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান করা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের প্রস্তাবে উক্ত ধন-ভাণ্ডারের টাকা কি ভাবে ব্যবহার করিলে, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া, কায়স্থ-সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, তজ্জন্য রায় পূর্ণেন্দু-

নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে লইয়া এক স্বতন্ত্র সমিতির গঠন করিয়াছেন। এদিনেও চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে, উপনয়ন ভাণ্ডারে ও প্রচারার্থ কিছু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষার প্রস্তাবে রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় কায়স্থগণের সংস্কৃত শিক্ষার ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া দুঃখ করেন। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারের প্রস্তাবে প্রচারক নিয়োগ এবং তন্নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। অনেকেই এই ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

সন ১৩২৪ সনের কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রস্তাবে পূর্ব্ব বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নেতা রায়বর রায়বাহাদুর শ্রীনাথ বর্ম্মরায় সভাপতি। সহঃ সভাপতিদের মধ্যে বঙ্গজের পক্ষে রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণরাঢ়ীর পক্ষে গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, উত্তররাঢ়ীর পক্ষে পাইকপাড়ার কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহবাহাদুর এবং বারেন্দ্র পক্ষে তাড়াশের কুমার রাধিকাভূষণ রায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ধন রক্ষক—টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা ও রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এবং সম্পাদকদিগের মধ্যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্; এবার বঙ্গজ সভাপতি এই জন্য সহযোগী সম্পাদকও বঙ্গজের প্রাপ্য, তজ্জন্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বি-এ,(ব্যারিষ্টার) এবং অন্যতম সহযোগী সম্পাদক "লক্ষ্মীনিবাসের" বদান্যবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এবার আমরা যে প্রকার উদ্যমশীল, স্বজাতির নিত্যশুভানুধ্যায়ী, অক্লিষ্টকর্ম্মা সভাপতি পাইয়াছি, আমাদের সম্পাদকত্রয়ও ধনে, মানে, বিদ্যায়, কর্ম্ম-নৈপুণ্যে, শ্রমশীলতায়, উৎসাহে তদ্রূপ; তাঁহাদের সমবেত শক্তিতে, বিশেষতঃ সম্পাদক কিরণবাবুর মধুর ব্যবহারে সভার উদ্দেশ্য সংসাধন করা যে সহজ হইবে আমরা এরূপ আশা করিতেছি; ভগবান ইহাদিগের উদ্দেশ্য সফল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এবারকার এই মহাধিবেশনের প্রধান উৎযোগী, শ্রমবিমুখ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহোদয়। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমেই কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয় সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একবার কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের নিকট, আবার সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর নিকট ছুটাছুটী করিয়াছিলেন। দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ বর্ম্ম রায় বাহাদুর, কে-সি-আই-ই

ধনে, মানে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে অগ্রগণ্য, তাঁহার এবম্ প্রকার ঐকান্তিক যত্নেও যদি আমরা সিদ্ধকাম না হইতে পারি, তবে তাহা কায়স্থ-সমাজের দুর্ভাগ্য বটে। তাঁহার দেবোপম ব্যবহারে এবং নিবারণ বাবুর যত্ন ও চেষ্টায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব ভাষায় তাহা খুঁজিয়া পাই না। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

কয়েকটী সুসংবাদ :—

বিগত ১২ই চৈত্র রামমোহন লাইব্রেরী-গৃহে পৃথ্বিরাজ মহাকাব্য-প্রণেতা সুকবি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, 'কবিভূষণ' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, অধ্যাপক মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে প্রশস্তি-পত্র পাঠ করেন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর সভাপতিরূপে, তাহা কবিকে প্রদান করেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। কবির এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত।

কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য লোকপ্রসিদ্ধ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র রামবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্ম মহাশয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর হইয়াছেন। এই সোসাইটীর মেম্বর হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। ধনী বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিক্রি পাইলেই তিনি এই সমিতির সভ্যপদ পান না। যাঁহার মৌলিক গবেষণা আছে একমাত্র তিনিই এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। শ্রদ্ধেয় ললিতা-প্রসাদ বাবু তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়া উক্ত রাজকীয় সভার সভ্য হইতে পারিয়াছেন; তাহার এই গৌরব প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দের সহিত তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বঙ্গদেশের সংবাদ পত্রের ইংরেজ সম্পাদিত পত্রের দুইজন, বাঙ্গালী সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের একজন এবং খাঁটি বাঙ্গালা কাগজের একজন, মোট চারিজন প্রতি-নিধিকে বাগদাদে পাঠাইবার জন্য সরকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। গত ১৮ই মার্চ্চ ইংলিশম্যানের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্যাণ্ডব্রুক্, এসোসিয়েটেড্ প্রেসের শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বী ও বসুমতী'র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ বোম্বাইএর পথে বাগ্‌দাদে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবু যোগ্যব্যক্তি। সরকার বাঙ্গালা কাগজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করায়, আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

কায়স্থ বালকগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি কল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা, কায়স্থ বালিকা ও মহিলাগণের মধ্যে হিন্দু-আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা, নিঃসহায় ও দরিদ্র

কায়স্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা, দুঃস্থ ও নিঃসহায় কায়স্থ পরিবারকে আবশ্যক মত সাহায্য করা, ক্ষত্রিয়জাতির স্বভাবগত বৈশিষ্ঠ রক্ষার্থ প্রাচীন কীর্ত্তি ও ইতিহাসাদির আলোচনার উপযোগী গ্রন্থাবলী সম্বলিত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং ঐ সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একটী ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করা খুলনা-কায়স্থ-সম্মিলনী স্থির করত ভারতীয় কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে রেজেষ্ট্রী পূর্ব্বক ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া খুলনা সহরে "দি খুলনা কায়স্থ-ব্যাঙ্ক-লিমিটেড্" নামক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়াছেন।

অধিকাংশ কায়স্থ সন্তান যাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত প্রতি অংশের মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র ধার্য্য হইয়াছে। মূলধন সুদে ও অন্যান্য উপায়ে খাটাইয়া খরচ ও রিজার্ভ ফণ্ড বাদে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ এবং অনধিক অর্দ্ধাংশ উক্ত ব্যাঙ্কের প্রস্‌পেক্‌টাস্ ও মেমোর‍্যাণ্ডাম্ অব এসোসিয়েসনে বর্ণিত কায়স্থজাতির উন্নতির কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্টাংশ হইতে অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে। কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের লোক এই ব্যাঙ্কের অংশীদার বা সভ্য হইবার অধিকারী নহেন।

আশাকরি স্বজাতি প্রিয় কায়স্থগণ খুলনা-কায়স্থ-সম্মিলনীর এই মহৎ সঙ্কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া কায়স্থজাতির ধন-বলবৃদ্ধি করিবেন। এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্যোগী কায়স্থ-সম্মেলনীর সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ খুলনার প্রসিদ্ধ কায়স্থউকীল, মোক্তার, ডাক্তার, জমিদার ও ধনীগণ।

মৃত্যু কথা :—

ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনীর মান্দারীপুরের অধিবেশনে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একত্র জাতির মৃত্যু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "প্রকৃতি ভঙ্গের পরিণাম জাতির মৃত্যু। ব্রাহ্মণজাতির মৃত্যুর সঙ্গেই অপর সমস্ত বর্ণ বিলুপ্ত হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ যে মহান্ স্বার্থত্যাগ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বহু শূদ্র সে ত্যাগ—সে মহাসুভবতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং অনেকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যগ্র, ক্ষত্র প্রকৃতি ও বৈশ্য প্রকৃতির সঙ্কোচ ও বিপ্লব বহুপূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে।"

তর্করত্ন মহাশয় নৈয়ায়িকের ভাষায় কথাটা বেশ সাজাইয়া সতর্কতার সহিত বলিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ জাতির মৃত্যুতে অন্য বর্ণের মৃত্যু কেন, সরল কথায় তাহা বলেন নাই। সর্পজাতির মৃত্যু হইলে সিংহ শার্দ্দুল-দেহের বিনাশ কেন হইবে?

জাতি ও বর্ণ কি এক? শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট না থাকিলে উহাদের মূল প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য কেন রহিয়াছে? শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখায় প্রথম দশতিকের চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ে "তপসস্তনুরসি প্রজাপতের্বর্ণঃ" মন্ত্র দৃষ্ট হয়; উহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"বর্ণ্যতে ইতি বর্ণ দেহঃ" অতএব বুঝাইতেছে—রংও অক্ষর ভিন্ন বর্ণের অর্থ দেহ। তান্ত্রধিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা ঋষিগণের মতেও জাতি ও বর্ণ স্বতন্ত্র এবং সানুরূপ বর্ণের জনক ও জন্য, সুতরাং বর্ণ স্বয়ংই জাতি গঠন করিয়া লইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণ জাতির মৃত্যুতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের মৃত্যু হইতে পারে না। আরও এক কথা—ঐ যে "সমস্ত বর্ণ বিলুপ্ত হইবে" বলিয়াছেন, তবে কি তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের বিদ্যমানতাও স্বীকার করেন? না তাহাতেও কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। এবং ঐ যে বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ যে মহান্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" ঐ প্রতিষ্ঠিত কথাটা অতীতকালের নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়া ঐ দুই বর্ণের অভাবের ইঙ্গিতার্থ ব্রাহ্মণের পরেই একেবারে শূদ্রের কথা বলিতেছেন। পুনরায় ঐ যে বলিলেন—"শূদ্রেরা 'সে ত্যাগ' 'সে মহানুভবতা' বিসর্জ্জন দিয়ে বসিয়াছেন।" তাঁহার এই ইঙ্গিতের শূদ্র কাহারা, কথাটা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। বঙ্গের শূদ্রীভূত ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে কি নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে তাহাদের ত্যাগের ও মহানুভবতার অভাবের জন্য খেদ করিলেন। উহারই'ত সাবিত্রী ত্যাগ করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং তাহাদের ত্যাগের অভাব হইয়াছে। মহানুভবতা ব্রাহ্মণের কথা বিনাবিচারে পালন করা, এখন তাহা বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা, ইহাই কি মহানুভবতার অভাব? আর ঐ যে "সমস্ত বর্ণ" শব্দটি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন তিন বর্ণের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াছেন, তবে কি তিনি ঐ শূদ্রদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন? বিষয়টী সরলভাষায় প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইবে।

কায়স্থজাতি ও পুলিশ বিধান :—

যুক্তপ্রদেশের রাজকীয় সভার অধিবেশনে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মান্যবর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মহাশয় পুলিশ বিধানের তৃতীয় খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, বাণিয়া এবং কায়স্থদিগকে কর্ম্ম দেওয়া রহিত হইল কেন জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর্‌জেনারল্ মান্যবর শ্রীযুক্ত মারিচ মহোদয় স্থিরীকৃত বিধান বলবত্ত রাখিবার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ কায়স্থজাতির অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়াছিল। এজন্য ২১শে মার্চ্চের আওয়াজা-ই-খাল্‌ক্ বলিতেছেন—"কায়স্থজাতির লেখাপড়ার কার্য্য নিজস্ব, যদি সেই জাতিকে ঐ ক্ষমতা দেখাইয়া পুলিশের কর্ম্মে গ্রহণ করা না হয়, তবে অপর যে সকল জাতি স্ববৃত্তি পরিহার করিয়া, কায়স্থের লেখাপড়া শিখিয়া উচ্চরাজকর্ম্মচারী হইতেছে, সেই সকল জাতির লেখাপড়া বন্ধ করিয়া, তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া দেওয়া হউক।" লেখাপড়ার বিস্তার সর্ব্বজাতির মধ্যে যথেষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, আমরা তাহাই ইচ্ছা করি, কিন্তু যে স্থলে জাতি বিশেষের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, সেস্থলে আমরা আওয়াজা-ই-খাল্‌কের সহিত এক মত।

যুক্তিহীন রীতি :—

জলপাইগুড়ির উকিল শ্রীযুত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল দৈনিক বাঙ্গালীতে 'অনুকরণ ও অনুসরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন কান্যকুব্জে বাস করিতেন, তখন এবং বাঙ্গালাদেশে অধিবিষ্ট হওয়ার পরেও শতাধিক বৎসর পর পর্য্যন্ত তাঁহারা মালকাছা আঁটিয়া ধুতি পরিতেন; অর্থাৎ কাছা ও কোঁচা ঘুরাইয়া পাছের দিকে গুঁজিয়া দিতেন। আধুনিক ধুতি পরিবার রীতি অপেক্ষা তাহাই ভাল ছিল। কেননা তাহাতে বস্ত্র অপেক্ষাকৃত সংবৃত থাকায় তাহাদিগকে বীর-পুরুষের ন্যায় দেখাইত। এখন যেরূপ ঢিলা কাপড় পরা হয়, তাহাতে পুরুষের জাঙ্গিয়া এবং স্ত্রীলোকের কাঁচুলী পরা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাহা হউক প্রাচীনেরা যেরূপ আঁটিয়া ধুতি পরিতেন, তাহাতে কাছা না খুলিয়া প্রস্রাব করা যায় না, এই-জন্য তাঁহারা মূত্র ত্যাগ কালে কাছা খুলিতেন। তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই। এখন আমরা যে প্রস্রাব করিতে কাছা খুলি, তাহা কেবল যুক্তিহীন অনুসরণ মাত্র।"

"কাণে পৈতা দিতেও কোন বিধান নাই। শাস্ত্রীয় উপদেশ এই মাত্র আছে যে, 'শৌচ কর্ম্মণি পবিত্রাং সম্বারৎ' অর্থাৎ কোন প্রকার শৌচকর্ম্ম করা কালে পবিত্রী সম্বরণ করিবে, যেন কোন অপবিত্র বস্ত্র কিম্বা অপবিত্র জলের ছিটা পৈতাতে স্পর্শ না হয়। এজন্য প্রাচীনেরা খালি গায় থাকা কালীন কোনরূপ শৌচকর্ম্ম করিতে পৈতা কাণে দিতেন অথবা মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। এখন যে সকল লোকে পিরাণ চাপকাণাদির ভিতর হইতে পৈতা বাহির করিয়া কাণে দিয়া শৌচকার্য্য করে, তাহা অনভিজ্ঞ অনুসারী মাত্র। কেননা কাণে পৈতা দেওয়া অপেক্ষা কাপড়ে আচ্ছাদিত থাকিলেই পৈতা সমধিক সম্বৃত থাকে।"

প্রাপ্তি স্বীকার।

উপনয়ন ভাণ্ডার। সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বর্ণানু-মোদিত উপনয়ন গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে যশোহর শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুত

তারকনাথ দেববর্ম্মা উপনয়নকামী অসমর্থ মাণবকের বেদানুমোদিত সাবিত্রী সংস্কারের সাহায্য নিমিত্ত সভাস্থলেই এককালে ১০৲ দশটাকা দান করিয়াছেন। আমরা ধন্যবাদের সহিত তাঁহার ঐ দান গ্রহণ করিতেছি।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার ইত্যাদি। সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মতিহারীর শ্রীযুত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা ২৲, শ্রীহট্টের শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দেব ২৲, লক্ষ্মীনিবাসের শ্রীযুত হরিপদ দত্ত ১০৲, ফরিদপুর স্বরূপাবাদের শ্রীযুত হেরম্বচন্দ্র ঘোষ ।০, নদিয়া সাজাতপুরের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা ১৲, ঢাকাবাহেরকের শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ।০, মুর্শিদাবাদ সাগরদিঘির শ্রীযুত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা ১৲, মুর্শিদাবাদ চাণকের শ্রীযুত জগদানন্দ দত্তবর্ম্মা ১৲, দিনাজপুরের শ্রীযুত কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা ২৲, বরিশাল গলিয়ার শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাসবর্ম্মা ১৲, ১৬নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটের শ্রীযুত কেদারনাথ দেববর্ম্মা ২৲, শ্রীযুত তেজচন্দ্র বসু ১৲, বঙ্গবাসী কলেজের শ্রীযুত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রবর্ম্মা ২৲, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কতিপয় কায়স্থ দুই এক আনা করিয়া ২৲, এই ২৭৷৷০ এবং গতবর্ষ যশোহরের অধিবেশনে খুলনা-শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দরিদ্র কায়স্থের সাহায্যার্থ বার্ষিক যে ১৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন খুলনার উকিল শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দত্ত চৌধুরী এই সভারম্ভের সময় সেই ১৫৲ টাকা প্রদান করেন। এবং সভার যে কোন কার্য্যের ব্যয়ের নিমিত্ত গোপীকৃষ্ণ পালের গলির শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা ১০৲ ও বর্দ্ধমান-কুঠীবাটীর শ্রীযুত রামনারায়ণ দত্ত ৫৲ টাকা প্রেরণ করেন, এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষও পরে ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়াছেন। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে টাকা প্রদানার্থ কতিপয় মহাত্মা প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিডন ষ্ট্রীটের শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দত্ত স্বীয় প্রতিশ্রুতির ৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অন্যদিকে বর্দ্ধমান কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১৲টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়াছেন। আমরা দাতৃবর্গের স্বজাতির উন্নতি কামনায় এই দানশীলতায় আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচার-ভাণ্ডার। গত বার্ষিক অধিবেশনে সভার উদ্দেশ্য প্রচারার্থ একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ভাণ্ডারেও সভাস্থলে, ঘোষের লেন নিবাসী শ্রীযুত প্রমথনাথ মিত্র বর্ম্মা ১৲, শ্রীহট্টের শ্রীযুত রজনীমোহন বর্ম্মা আয়ান ১৲ দিয়াছেন। দাতৃগণ আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যাঁহারা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

উপনয়ন :—

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার সমিতির বিশেষ যত্নে কাচিয়াল গ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন বসুমজুমদার মহাশয়ের

ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ৫৮ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যত্ব পরিহার করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কাচিয়ালের কেন্দ্র সংস্থাপনে ও সুসম্পন্ন করণার্থ গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসুমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষদস্তিদার, ইন্দুভূষণ বসু, আদিত্যপ্রসাদ রায়, মতিলাল গুহ ও ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও সবরেজিষ্ট্রার, অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা, উক্ত সমিতির প্রচারক শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়গণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকৃত আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা কায়স্থ-সমাজের ধন্যবাদ ভাজন। কাচিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল মহাশয় ব্রাহ্মণ হইয়াও কায়স্থোপনয়নে যেরূপ অকপট আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই কেন্দ্রে উক্ত ঘোষাল মহাশয় শ্রীযুত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আচার্য্যের পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঈশ্বরদী নিবাসী শ্রীযুত যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মজুমদার ঢাকা-সাওরাইল নিবাসী শ্রীযুত তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধার হোতা প্রভৃতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। কাচিয়ালের উপনয়ন সংস্কারের ফলে ফরিদপুর জেলার উপনয়ন বিস্তারের পথ অনেক সুগম হইল সন্দেহ নাই। উপবীতীগণের নাম যথা—

কাচিয়াল সাকিনের—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসুমজুমদার, রামকৃষ্ণ বসু, জলধর বসু, ইন্দুভূষণ বসু, নীরদরঞ্জন বসু, চন্দ্রনাথ মিত্র, আদিত্যপ্রসাদ রায়, কেদারনাথ বসু, জগবন্ধু বসু, উপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ গুহ, রমেশচন্দ্র গুহ, যতীশচন্দ্র গুহ, যজ্ঞেশ্বর কর, অক্ষয়কুমার কর, মনোরঞ্জন সিংহ, সোমেশ্বর হোড়, যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

ঈশ্বরদী সাকিনের—শ্রীযুত দুর্গাচরণ বসু, বঙ্গচন্দ্র বসু, দক্ষিণাকুমার বসু, অশ্বিনীকুমার বসু, ভুবনমোহন বসু, যাদবচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু, মণীন্দ্রলাল বসু, সুরেশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বসু, শশধর বসু, ভীমচাঁদ বসু, মতিলাল বসু, তারাশঙ্কর ঘোষ, মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ, রমণীমোহন গুহ, প্রতাপচন্দ্র দেব, লালবিহারী দেব, কুঞ্জবিহারী দেব, মণীন্দ্রমোহন দাস, অক্ষয়কুমার দাস, অশ্বিনীকুমার দাস, ললিতকুমার দাস, হরেন্দ্রকুমার নন্দী, গিরিশচন্দ্র অধিকারী, বিনোদবিহারী অধিকারী যোগেশচন্দ্র পাল, বিনোদবিহারী পাল।

গত ২৮শে ফাল্গুন ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রযত্নে ভাঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মার "শান্তিকুটীর" নামক ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ৯২ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান ব্রাত্যপ্রায়-

শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখ প্রদীপ্ত করিয়াছেন। উপবীতী-গণের মধ্যে জমিদার, তালুকদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি বহু শক্তিমান ব্যক্তি আছেন। এই কেন্দ্রের জন্য অনেকে শ্রম স্বীকার করিয়া থাকিলেও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বর্ম্মা উকিল শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও প্রচারক শ্রীযুত মাখন-লাল ধরবর্ম্মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ঐকান্তিকতা ভিন্ন কেন্দ্রের কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। কলিকাতার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, ব্রাহ্মণদির শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন মজুমদার আচার্য্যের পদে ও শ্রীযুত কলিদাস চট্টো-পাধ্যায়, শ্রীযুত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মজুমদার যথাক্রমে তন্ত্রধার, হোতা উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু পদে বৃত হইয়াছিলেন। উপনয়ন স্থলে ভাঙ্গার প্রথম ও দ্বিতীয় মুনসেফ, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, কাচিয়ালের জমিদার বংশীয় শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন বসুমজুমদার, আলগীর শ্রীযুত বিধুভূষণ মজুমদার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত স্বজাতি এবং কায়স্থ-হিতৈষী কতিপয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। নিলখী ও মাণিকদহের অগ্রদানীগণ উপনয়ন ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়ন যতই ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, সামাজিক কঠোরতা ততই শিথিলভাব ধারণ করিতেছে। ভগবান উদ্যোক্তাগণের মঙ্গল করুন। উপবীতীগণের নাম যথা—

বানরীপাড়ার—শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহঠাকুরতা, ধীরেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, শ্রীশ-চন্দ্র গুহঠাকুরতা। গাভার—জানকীনাথ ঘোষ দস্তিদার। উলপুরের—মন্মথনাথ বসু রায়চৌধুরী, প্রমোদরঞ্জন বসু রায়চৌধুরী। আলগীর—ফণীভূষণ মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজীবলোচন দত্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ, জীবেন্দ্রকুমার বসু, শরচ্চন্দ্র বসু, মন্মথনাথ গুহ, হীরালাল গুহ। আবতলাবাদের—রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী। দত্তপাড়ার—ভুবনমোহন বসু, প্রিয়নাথ মহলানবীশ। দোলকুণ্ডীর—অশ্বিনীকুমার ঘোষ। ভাষড়ার—মতিলাল দত্ত, ভবানীশঙ্কর দত্ত। তুজারপুরের—সুরেশচন্দ্র সেহানবীশ, পূর্ণচন্দ্র মিত্র। ঘারুয়ার—তারকচন্দ্র মিত্র, প্রিয়নাথ রাহুত। ভাঙ্গার—ডাক্তার সূর্য্যকুমার বসু, সরোজকুমার বসু। জাহানদীর—দেবকুমার ঘোষ, কালী-প্রসন্ন গুহ, মতিলাল দাস, হীরালাল দাস। মাণিকদহের—অশ্বিনীকুমার গুহ, অমূল্যকুমার গুহ। শৈলডুবীর—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নগেন্দ্রকুমার বসু। শ্যামপুরের—হরেন্দ্রচন্দ্র রায়, হরিপ্রসন্ন দেব। চাররশীর—উমেশবিহারী গুহ, যাদবচন্দ্র গুহ। ঢেউখালীর—লালবিহারী নাগ। কাইচালের—রাসবিহারী বসু। কাদিরদীর—অতুলচন্দ্র মিত্র। লক্ষ্মণদিয়ার—রাসলাল ঘোষ। চাংচার—শ্রীপতিভূষণ নন্দী। মোচনার—মতিলাল কর। দিগনগরের—অক্ষয়কুমার ঘোষ, নিখিলচন্দ্র বসু। বগাইলের—হেমন্তকুমার দাস, জগদ্বন্ধু অধিকারী, মতিলাল সোম, সুরেন্দ্রমোহন সোম, অশ্বিনীকুমার শিকদার, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনোমোহন ভৌমিক। খালিয়ার—কুঞ্জ-বিহারী মজুমদার, অম্বিকাচরণ দত্ত। ডাঙ্গাপাড়ের—মোহিনীমোহন চৌধুরী, কিশোরী

মোহন চৌধুরী, বাণীকান্ত পত্রনবীশ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, শশিনীকুমার সিংহ, যাগেন্দ্র-মোহন ঘোষ, মহেন্দ্রমোহন ঘোষ, উমাচরণ মিত্র যোগে চন্দ্র দেব। সদরদীর—বনমালী নাগ, অক্ষয়কুমার নাগ, রাজকুমার নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, প্যারমোহন নাগ, ইন্দুভূষণ নাগ, সতীশচন্দ্র নাগ, অমূল্যরতন নাগ, রেবতীমোহন নাগ, রণজিত-কুমার নাগ, যতীন্দ্রমোহন নাগ, ফণীগোপাল নাগ, ননীগোপাল নাগ, নবীনগোপাল নাগ, রমণীমোহন নাগ, মণীন্দ্রমোহন নাগ, সুরেশচন্দ্র নাগ, মতিলাল গুহ, তারা-প্রসাদ গুহ, কালীপ্রসন্ন গুহ, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, হরিপদ পাল, হরষিত নন্দী, সতীশচন্দ্র দাস, ললিতমোহন দাস। লস্করদিয়ার সর্ব্বদমন গুহ। মণিরকান্দীর—অক্ষয়কুমার দাস। ইলুহারের—কামিনীকুমার সরকার।

গত ২৮শে ফাল্গুন, ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার সমিতির উদ্যোগে কায়স্থ-হিতৈষী ভূতপূর্ব্ব উকিল ৺দীননাথ দাস বর্ম্মার ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ২৩জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে আচার্য্যের কার্য্য গুণপালদী নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও দত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ও কাচিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল তন্ত্রধারাদির পদে ব্রতী ছিলেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য মহাশয় কায়স্থের উপনয়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন কিনা অন্তর্য্যামী জানেন; শুনিতে পাই ৺দীননাথ দাসবর্ম্মার শ্রাদ্ধে স্বজাতিবর্গের কুমন্ত্রণায় যোগদান করেন নাই। এখন ঘটে সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন জন্য স্বহস্তে যজমানদিগকে উপবীতী করিয়া ভুল সংশোধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রশংসারই কথা। এই উপনয়ন নিষ্পন্ন জন্য ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাসবর্ম্মা ৺দীনবাবুর পুত্রগণ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষবর্ম্মা ও প্রচারক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

চণ্ডীদাসদী গ্রামের—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস, মহেন্দ্রনাথ দাস, ত্রৈলোক্যনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ দাস, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বিহারীলাল দাস, কামিনীকুমার ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ দিগেন্দ্রনাথ, ঘোষ, রমণীমোহন ঘোষ, বনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শশিভূষণ কর, গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস, অন্নদাচরণ বিশ্বাস, রাসবিহারী দাস।

মাঝারদিয়া সাকিনের—শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বসু, বাণীকণ্ঠ বসু, রাজেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু। কাচিয়াল সাকিনের—শ্রীযুত ললিতমোহন বসু। রাঘদী সাকিনের—শ্রীযুত শশীভূষণ মিত্র।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রচেষ্টায় তুজারপুর গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ২৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীযুত শশধর বিদ্যারত্ন ঘারুয়া নিবাসী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মজুমদার আচার্য্য ও ব্রহ্মার ছিলেন। ভাঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার অক্ষয়বাবু, উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেহানবীশ ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল

র্ম্মা এতদর্থে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহারা কায়স্থজাতির কৃতী সন্তান, বান ইঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। উপবীতিগণের নাম—

১। তুজারপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র, রাজরাজ মিত্র, উপেন্দ্র- মিত্র, অক্ষয়কুমার মিত্র, সুকুমার মিত্র, উপেন্দ্রচন্দ্র সেহানবীশ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র হানবীশ, করুণাকান্ত নাগ, রমণীকান্ত নাগ, বনবিহারী বিশ্বাস, ফুল্লকুমার ঘোষ, মূল্যরতন ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, অনিলকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ শ্বাস, নলিনীকান্ত গুহ, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বনমালী বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিরুপমচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ সরকার।

গত ৫ই চৈত্র, ১৩২৩। ফরিদপুর প্রচার সমিতির উদ্যোগে আলগী গ্রামে ানীয় ডাক্তার চাঁদসী নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার মহাশয়ের বাসা ড়ীতে একটী কেন্দ্র হইয় জিতেন্দ্র বাবু স্বয়ং এবং আলগী নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ- ন্দ্র বসু মহাশয় যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত উমাচরণ ঘোষাল হাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বঙ্গজ।

শ্রাদ্ধ :—

২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৩। কানপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষবর্ম্মার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। চারুবাবু কানপুরের স্বজাতি হিতৈষী ছুয়াত্তরতম বৎসর বয়সের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মার মধ্যম পুত্র, তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। পক্ষাঘাত শায়িনী ৬৭ বৎসর বয়স্কা জননী জীবন্মৃত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়া- ছেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা গত পাঁচ বৎসর মধ্যে একে একে তিনটী পুত্ররত্ন হারাইলেন! আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব! ভগবান তাঁহাদের শান্তি বিধান করুন।

গত ৭ই চৈত্র, ১৩২৩। কটকের 'উৎকল-দীপিকা'র সম্পাদক রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায়বর্ম্মার আদ্যকৃত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। গৌরীবাবু ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পঞ্চাশ বৎসর কাল 'উৎকল-দীপিকা'র সম্পাদকতা করিয়া জনসাধারণ ও সরকারের প্রীতি আকর্ষণ করত সরকার হইতে গতবর্ষে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে কটক নিবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন প্রচারিত করেন। এবং উপনয়ন গ্রহণের পর ৮০ আশি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কটক-টাউন হল কায়স্থ বোর্ডিং ও ডিস্পেন্সারি বিল্ডিং প্রভৃতি করিয়া দিয়া উড়িষ্যার কায়স্থ সমাজের অধ্যক্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে কায়স্থ সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

গত ৯ই চৈত্র, ১৩২৩। বর্দ্ধমান রায়না নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বর্ম্মা তদীয় মাতার স্বর্গারোহণে ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। রায়নার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পৌরোহিত্যাদি করিয়াছেন।

২৯শে চৈত্র, ১৩২৩। ঢাকা-বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মার পত্নী বিয়োগে তদাদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

নবমাধিবেশন।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সভাপতির আসনে)।
(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(ব) „ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম ভাবসাগর।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ বর্ম্ম গুহরায়।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা।
(ব) „ মনোরঞ্জন ঘোষবর্ম্ম চৌধুরী (সহঃ সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা)।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

অদ্যকার সভায় পাবনা-বনয়ারী নগরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা এবং যশোহর-রামনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালহরি বর্ম্মঘোষচৌধুরী মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্যকারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিলেন, সভারম্ভে তাহা পঠিত হয়। বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কিম্বা সহঃসভাপতিদের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং মাঘ মাসের সংক্ষিপ্ত** হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার পুরাতন হিতৈষী সভ্য কটকের রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায়বর্ম্মা এবং বহুবাজারের ললিত-মোহন চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ সভায় প্রকাশ করিলে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করেন; স্থির হইল যে রায় বাহাদুরের ভ্রাতা কটকের উকিল শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায়বর্ম্মা এবং চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অসিতমোহন চন্দ্রকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহাশয়দ্বয় সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(ক) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ, সাং আটপাশা, পোঃ ঢাকী, জেলা ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মশাস্ত্রী।

(খ) শ্রীযুক্ত রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা, উকিল, সাং কুষ্ঠিয়া, নদীয়া জেলা।

প্রস্তাবক—কুষ্ঠিয়া শাখা কায়স্থ-সভা।

কায়স্থ-নির্ব্বাচন-সমিতির অন্যতম বারেন্দ্র সদস্য স্বর্গীয় হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের স্থলে রামগোপাল বাবুকে সদস্য করা হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনে স্থান নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, পুনরায় বর্দ্ধমানে রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরকে শ্রীযুত সারদাবাবু দ্বারা টেলিগ্রাম করিয়া জানা হউক তাঁহারা যে এ বৎসর বর্দ্ধমানে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন করার জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন, তাহার কি হইল? যদি টেলিগ্রামের উত্তর আশাপ্রদ না হয়, তবে কলিকাতায়ই চেষ্টা করা হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। আগামী বর্ষে প্রচারক রাখা সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, গত মাসের অধিবেশনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আগামী বর্ষে প্রচারক রাখিলে, সভা প্রচারকের বেতন মধ্যে কত টাকা সাহায্য করিতে পারিবেন?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া কঠিন। বার্ষিক অধিবেশনের পর যখন বাকী চাঁদার জন্য ভিঃপিঃ প্রেরিত হইবে, তখন কত ভিঃপিঃ ফেরৎ হয় এবং বার্ষিক অধিবেশনেই বা কত নূতন সভ্য হয়, তাহা বুঝিয়া সাহায্যের বিষয় বৈশাখের মাসিক অধিবেশনে বলিতে পারি। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "প্রচারক যখন রাখিতেই হইবে, তখন কায়স্থ-পত্রিকার দুই ফর্ম্মা কমাইয়া দিয়া ঐ টাকা প্রচারকের বেতন মধ্যে দেওয়া হউক।" কিন্তু ইহা কেহ সমর্থন করিলেন না। অতঃপর বৈশাখের সভায়ই মাসিক সাহায্য দেওয়ার কথা হইবে স্থির হইল। এই সময় গত মাসের নির্দ্ধারণ ক্রমে প্রচারক মহাশয়ের গত ৪ মাসের ৬০৲ টাকা সাহায্যার্থ সদস্যগণ কয়টী টাকা দিলেন এবং কেহ কেহ স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সভাপতি
১৯।১২।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

ইণ্ডো এরিয়ানে কায়স্থ।

প্রসিদ্ধ নৃ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের "The Indo-Aryan Races" নামক ভারতীয় নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ সম্প্রতি বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিজ্ঞানসম্মত নৃ-তত্ত্বের দিক দিয়া যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে উক্ত আলোচনার সারমর্ম্ম পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

রমাপ্রসাদ বাবু বলেন, যে ঋগ্বেদোক্ত আর্য্যগণ আপনাদিগকে এক বীজ পুরুষ হইতে উৎপন্ন বা এক বংশোদ্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, অর্থাৎ 'আর্য্য' শব্দটি তাঁহারা বংশ বা 'রেস্' (race) অর্থে ব্যবহার করিতেন না। ঋগ্বেদে দুই শ্রেণীর লোক 'আর্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এক শ্রেণী—অথর্ব্বা, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম, কশ্যপ, অগস্ত, কণ্ব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির বংশধরগণ; আর একশ্রেণী— যদু, তুর্বস, অনু, পুরু, দ্রুহ্য, ক্রিবি, রুশম, চেদি, ভরত-ত্রিৎসু, সৃঞ্জয় প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধা বা যজমানগণ। এই সকল আর্য্যগণ আপনাদিগকে একই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যদিও ঋষিরা অনেক স্থলে বৈবস্বত মনুকে 'পিতা মনু' বা 'আমাদের পিতা' অর্থাৎ মানব জাতির বীজ-পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের মধ্যে

অধিকাংশকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেববংশাবতংশ বলা হইয়াছে। একস্থলে (ঋগ্বে ৩।২।১৫) আঙ্গিরসগণকে 'বিদস্পুত্র' ও অন্যস্থলে (ঋগ্বেদ ১০।৬২।৫) 'অগ্নি সন্তান' এইরূপ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৬।৩৩।১১—১৩) মিত্র ও বরুণ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৫।১১।১১) বরুণকে অথর্ব্বা ঋষির জন্মদাতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভৃগুকে 'বারুণি' বা বরুণের পুত্র বলা হইয়াছে। 'বৃহদ্দেবতায়' (৬।৯৭-১০১) বর্ণিত আখ্যান হইতে জানা যায় যে প্রজাপতি অত্রিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় অগ্নি হইতে ভৃগু ও অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কণ্ব ও বিশ্বামিত্র এই দুই জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি সম্বন্ধে এরূপ কোন আখ্যান প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে, দুইজনই ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৭) বিশ্বামিত্র 'রাজপুত্র' ও 'ভরত-ঋষভ' অর্থাৎ ভরতবংশীয় (ক্ষত্রিয়) গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৯।১০) "অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়নাদ্বিজাঃ" অর্থাৎ পুরুর বংশে অজমীঢ় ও অজমীঢ় হইতে কণ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদোক্ত যদু, অনু, পুরু প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধৃগণ পরবর্ত্তী কালে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পুরাণে ইঁহারাই বৈবস্বত মনুর বংশধর বলিয়া বর্ণিত।

বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে যে শুধু বংশগত ভেদই ছিল তাহা নহে, বর্ণগত ভেদও বর্ত্তমান ছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৭।১০।১) বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ 'শ্বিতং চ' বা শ্বেতাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'ও আছে—"গৌরঃ শুচ্যাচারঃ পিঙ্গলঃ কপিলকেশঃ ইত্যেতানপ্যভ্যন্তরান্ ব্রাহ্মণ্যে গুণান্ কুর্ব্বন্তি" (পাণিনি ২।২।৬ ; ৫।১।১১৫)। ফলতঃ ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ ও কপিলকেশ অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গগণের ন্যায় কটাচুল বিশিষ্ট ইত্যাদি। ঋগ্বেদের আর একটি সূক্তে (১০।৩১।১১) কণ্ব 'শ্যাব' অর্থাৎ শ্যামবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয় যে, এখনকার ন্যায় বৈদিক আর্য্য-সমাজেও একদল লোক শ্বেতাঙ্গ ও আর একদল লোক শ্যামাঙ্গ ছিল।

বৈদিক আর্য্য-সমাজে একদল শ্যামাঙ্গলোক যে ছিল, তাহার আর এক প্রমাণ—শ্যামাঙ্গ অধিষ্ঠিত পশ্চিম এসিয়া হইতে কতক ঔপনিবেশিক পঞ্চনদ প্রদেশে আগমন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে যাদবগণ ও তুর্ব্বসগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (৬।২০।২) "প্রযৎ সমুদ্র মতিশূর পর্ষি পারয়া তুর্ব্বসং যদুং স্বস্তি।" অর্থাৎ হে শূর (ইন্দ্র)! যখন তুমি (সমুদ্র) পার হইয়াছিলে, তখন তুর্ব্বস ও যদুকে সমুদ্র

পার করিয়া আনিয়াছিলে।" আর একটি সূক্তে আছে (৬।৪৫।১)—"য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বসং যদুং ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা' অর্থাৎ যে ইন্দ্র দূর হইতে সুনীতি বলে তুর্ব্বস ও যদুকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের যুবক বন্ধু।"

এই সমুদ্র অবশ্যই আরব্যোপসাগর বা পারস্যোপসাগর এবং এই দূরতর দেশ পশ্চিম এসিয়ার কোনও প্রাচীন সভ্য জনপদ।

এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যায়, যাঁহারা "আর্য্য" নামের আবিষ্কারক, সেই ঋগ্বেদোক্ত আর্য্যগণ আপনাদিগকে এক বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ আকারভেদ বিদ্যমান ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে এক বংশোদ্ভব বলা যায় না। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণ হয়ত কোনও শীতপ্রধান দেশ হইতে ও শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। অবশ্যই একথা বলা যাইতে পারে, এই দুই আকারের আর্য্যের একদল হয়তঃ আদৌ আর্য্য নামে পরিচিত ছিল; এবং পরে অপর দল আর্য্যের ভাষা, আচার ও নাম গ্রহণ করিয়া আর্য্য-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। আরও বলা যাইতে পারে যে শ্বেতাঙ্গ ও কপিলকেশ বংশগুলিই আদৌ আর্য্য ছিলেন এবং পরে শ্যামাঙ্গ আগন্তুকগণকে আর্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ঋগ্বেদের সময় হইতে 'আর্য্য' আর বংশের (race) নাম ছিল না। এক ভাষাভাষী একাচারী জনসঙ্ঘের নামে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সেই হিসাবেই কুমারিল ভট্ট ও মেধাতিথি প্রভৃতি মনীষিগণ 'আর্য্য' নাম আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যিনি 'আর্য্য' নামটি পণ্ডিত সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ম্যাক্সমুলারও ভাষার হিসাবে আর্য্যভাষাভাষী মাত্রকেই 'আর্য্য' নামে অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন।

"I have declared again and again that if I say Aryans, I mean neither blood nor bones, nor hair, nor skull; I mean simply those who speak on Aryan langague" (Max Mullar's 'Biography of words and the Home of the Aryan' published in 1888 A. D.)

অতঃপর রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, যদু ও তুর্ব্বস প্রভৃতি শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণ সম্ভবতঃ সিরিয়া ও মেসাপটেমিয়ার উত্তরাংশ হইতে বাবিলনের মধ্য দিয়া পারস্য উপসাগর ও আরবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সৌরাষ্ট্র ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে মথুরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব

ষাড়শ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার উত্তরভাগে আর্য্য ভাষাভাষী জনসমূহের বহু উপনিবেশ ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে মিটানীর রাজার সম্পাদিত একখানি সন্ধিপত্রে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে তিনি তাঁহার উপাস্যদেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের নাম করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল উপবেশীয়গণ যে কেবল আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীও ছিলেন। অতএব এই সমস্ত উপনিবেশস্থ আর্য্য-ভাষাভাষী ও আর্য্যধর্ম্ম ইন্দ্রোপাসক কতকগুলি লোক সমুদ্রপথে সৌরাষ্ট্রের উপকূলে উপনিবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রমাপ্রসাদ বাবু আরও বলেন যে, এই সমস্ত আর্য্য উপনিবেশীগণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে 'নিষাদ' নামক আর্য্য জাতি বাস করিত। মধ্যভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী ভিল, গোন্দ, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, জুয়াং, খন্দ প্রভৃতি জাতি এবং দক্ষিণাপথের দ্রবিড় ভাষাভাষী পণিয়ান, কাদির, কুরুম্বা, সোলাগা, মলবেদর, ইরুলা, কণিকর প্রভৃতি জাতি, এবং সিংহলের বেদ্দাগণ ও মলয় উপদ্বীপের সকাই ও সেমাঙ্গ প্রভৃতি জাতি বৈদিক ও পৌরাণিক নিষাদাকৃতি। সুতরাং "কাককৃষ্ণোঽতি হ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ হ্রস্বপানিম্ননাসাগ্র" ঐ সকল ভারতীয় অধিবাসীগণ প্রাচীন অনার্য্যজাতির বংশধর।

অতএব রমাপ্রসাদ বাবুর মতে উত্তরদিকস্থ কোন শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত শ্বেতকায় ও পিঙ্গলকেশ আর্য্যগণ; উত্তর পশ্চিম এশিয়া হইতে বাবিলনের মধ্য দিয়া সমাগত আর্য্যভাষাভাষী ও আর্য্যধর্ম্মী শ্যামাঙ্গ জনসমূহ আদিম কৃষ্ণকায় নিষাদ জাতি সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র (১) ও নিষাদ নামক বৈদিক "চাতুর্ব্বর্ণ্য" ও "পঞ্চজন" সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশ্চিমে বাহিক অর্থাৎ পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থানে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক আর্য্যগণ বাস করিতেন। ইহার বাহিরে যাঁহারা বাস করিতেন। তাঁহারা আর্য্যভাষাভাষী হইলেও বৈদিক আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে সুনজরে দেখিতেন না। বৌধায়ন বলেন (১।৩২-৩৩)* যে 'আবর্ত্ত, অঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, উপবৃত, সিন্ধু ও সৌবীরগণ সঙ্কর জাতি। এবং কারঙ্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেশে গমন করিলে তাহাকে পুনষ্টোম করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।"

* শূদ্র বলিলেই অনার্য্য বুঝাইবে না। "আর্য্য" অর্থ 'প্রভু' ও 'শূদ্র' 'দাস'। এই দাস সম্প্রদায়ের মধ্যে পরাজিত আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েই ছিল।

দেবল বলেন "সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, সীমান্তদেশসমূহ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও অন্ধ্রদেশে গমন করিলে, তাহাকে পুনসংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে" (বিজ্ঞানেশ্বর ধৃত দেবল)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক আর্য্যগণ বাহ্যদেশবাসীগণকে বিভিন্ন বংশোৎপন্ন বলিয়া মনে করিতেন, এবং শাস্ত্রে আরও দেখা যায় যে এই বাহ্যদেশবাসীগণ ব্রাত্য অর্থাৎ অবৈদিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন

রমাপ্রসাদ বাবু দেখাইয়াছেন যে মধ্যদেশের আর্য্যগণ হইতে বাহ্যপ্রদেশের আর্য্যগণ যে কেবল সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধেই বিভিন্ন তাহা নহে, উভয়ের ভাষার মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই প্রদেশবাসী আর্য্যগণের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধ্য দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের ও মৈথিল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দীর্ঘ করোটির সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যকরোটি শতকরা ২৫ জন এবং প্রশস্ত করোটি (round Leads) শতকরা মাত্র ১·৫ জন পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট সকলেই দীর্ঘকরোটি বিশিষ্ট। অপর পক্ষে বাহ্য প্রদেশসমূহে মধ্য ও প্রশস্তকরোটির আধিক্য ও দীর্ঘকরোটির অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়—মোটামুটি শতকরা ৫০ জন প্রশস্ত করোটি। কেবল বিহার প্রদেশে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক দীর্ঘকরোটি বিশিষ্ট লোক দেখা যায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, বিহারে অধিক পরিমাণ দীর্ঘকরোটি মধ্যদেশস্থ আর্য্যগণ উপনিবেশী হইয়াছিলেন।

বাহ্যপ্রদেশের আর্য্যভাষাভাষী জনসমূহের চওড়ামাথা হইবার কারণ সম্বন্ধে রিজলী সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, গুজরাটী ও মারাঠীগণ খুব চৌড়ামাথা শক আক্রমণকারী এবং লম্বামাথা দ্রাবিড়গণের মিশ্রণজাত, এবং উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণ খুব চৌড়ামাথা মোঙ্গল এবং লম্বামাথা দ্রাবিড়ের মিশ্রণ জাত। রমা প্রসাদ বাবু রিজলীর ঐরূপ সিদ্ধান্তের অসারতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে শক আক্রমণের যুগে শক, কুষাণ, ও হূণ এই তিন জাতীয় আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। শকেরা মহারাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অন্ধ্র-বংশীয় রাজগণ তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হইয়াছিল। কুষাণ ও হূণগণ কখনও যে মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং মারাঠাগণের মধ্যে যে অধিকাংশ ভাগ শকজাতীয় তাহা কষ্টকল্পনামাত্র। তার-পর কাশ্মীর, পঞ্জাব ও মথুরায় যে পরিমাণ শক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, গুজরাতে তারচেয়ে অধিক শক ও গুর্জ্জর প্রবেশ করিয়াছিল এরূপ অনুমানের

ব কারণ নাই। সুতরাং শক, কুষাণ ও হূণ আসিয়া মিলিত হওয়া স্বত্বেও
ীর, পঞ্জাব এবং মথুরার অধিবাসীগণ যেমন দীর্ঘকরোটি ছিলেন, তেমনি
করোটি রহিয়া গেলেন, অথচ তাহারাই গুজরাটীগণকে প্রশস্তকরোটি করিয়া
য়াছে, এরূপ অনুমান যুক্তি বিরুদ্ধ। বাঙ্গালীর মঙ্গল সংশ্রব সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ
বলেন যে প্রশস্তকরোটি মঙ্গোলিয়দিগের বিশেষ লক্ষণ নহে, অথবা মঙ্গোলীয়-
গর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মঙ্গোলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ, নাসিকার মূল অতি
। গণ্ডস্থলের অস্থির উচ্চতা, শ্মশ্রুর অভাব বা অল্পতা এবং বঙ্কিমছাঁদের
ত্ব। বাঙ্গালী এবং উড়িয়াগণের মধ্যে এই সকল লক্ষণ মোটেই দৃষ্ট হয় না।
রাং বাঙ্গালী ও উড়িয়া সম্বন্ধে রিজলীর মত অগ্রাহ্য।

এইরূপে রিজলীর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া রমাপ্রসাদবাবু বলেন যে,উত্তর পশ্চিম
ন্তের আর্য্যভাষাভাষী পাঠানাদি জাতিনিচয় ও গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া ও
ঙ্গালীগণের মধ্যে যে প্রশস্তকরোটীর আধিক্য দেখা যায়, তাহা একই মূল
ইতে উৎপন্ন। সুপ্রসিদ্ধ সার ওরেলষ্টন্ ও, টি এ জয়েসের T. A. Joyace
নুসন্ধান ও গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে মধ্যএশিয়ার তক্লমাকান
Takla-makan) মরুভূমির চারিদিকে চিরকাল আর্য্য-ইরাণী ভাষাভাষী,
মাঙ্গল সম্পর্ক-বর্জ্জিত একটি প্রশস্তকরোটি বিশাল জনসঙ্ঘের অস্তিত্ব আছে।
ীমান্তের হিন্দু আফগানগণ আদৌ ইহাদের জাতীয় ছিল, পরে দীর্ঘকরোটি
জনগণের সহিত মিশিয়া মধ্যকরোটি হইয়া গিয়াছে। গুজরাটি, মারাঠি, উড়িয়া
ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে চৌড়ামাথার আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহাও তক্লমাকান এবং
পামীর অঞ্চলবাসী পূর্ব্বোক্ত আর্য্যভাষাভাষী প্রশস্তকরোটি জাতির প্লাবনের ফল।
ভাষায় মারাঠী, উড়িয়া, বিহারী ও বাঙ্গালী পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। ধর্ম্ম-
সূত্রকার বৌধায়নের মতে ইহারা সকলেই "সংকীর্ণ যোনি" এবং মধ্যদেশবাসীর
বর্জ্জনীয়। মধ্য এসিয়ার উক্ত চওড়ামাথা আর্য্যেরা ভাষায় ইরাণী ; কিন্তু বাঙ্গালীর
ভাষার সহিত ইরাণী অপেক্ষা সংস্কৃতের সম্বন্ধ অধিক। তথাপি বাঙ্গালীর ইরাণী
গন্ধ একেবারে দৃষ্ট হয় নাই। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গবাসী অনেক সময় 'স' কে 'হ'
উচ্চারণ করে।

এইরূপে রমাপ্রসাদ বাবুর মতে বৈদিকযুগের দীর্ঘকরোটি আর্য্যগণ পঞ্জাব
ও হিন্দুস্থানের কতকাংশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর তক্লমাকান ও পামীর
অঞ্চল হইতে আর্য্যভাষাভাষী প্রশস্তকরোটি আর এক দল আগন্তুক আফগানী-
স্থান ও হিন্দুকুশ প্রদেশ অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ আরম্ভ করে, এবং

ক্রমে গান্ধার, আনর্ত্ত, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, মগধ ও অঙ্গ অধিকার করে। পরে ইহাদের সংখ্যা বেশী হইলে, ইহারা দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রমাপ্রসাদ বাবু বাঙ্গালী সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলেন যে সাঁওতাল ও ওরাওঁগণের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিগণ খুব সম্ভব বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী ছিল। তাহাদের সহিত প্রশস্তকরোটি বা মধ্যকরোটি আর্য্যভাষাভাষী আগন্তুক-গণের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কোঁচের মধ্যে মোঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাদের আচার ব্যবহার খাঁটি বাঙ্গালী আচার ব্যবহার হইতে স্বতন্ত্র। কোঁচ ও রাজবংশী ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সমস্ত বাঙ্গালীকে একই আকৃতিক জাতির সামিল মনে করা যাইতে পারে। কনৌজ হইতে পাঁচজন কেন, হয়তঃ পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়া বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা দ্বারা বাঙ্গালী জাতির মৌলিক বিশেষত্ব যে চওড়ামাথা তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।

রমাপ্রসাদ বাবু বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে যদিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় নিজদিগকে বিশ্বামিত্র; জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিবংশোদ্ভব আর্য্য বলিয়া এবং অন্যান্য জাতিকে শূদ্র ও অন্ত্যজ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তথাপি আকৃতি হিসাবে তাঁহারা এই প্রদেশের অব্রাহ্মণ জাতিসমূহ হইতে বিভিন্ন নহেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত হেমাদ্রি আবির্ভূত হন, তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধকল্প নামক গ্রন্থে সৌরপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাংশ্চ সৌরাষ্ট্রান্ গুর্জ্জরাংস্তথা।
আভীরান্ কৌঙ্কনাংশ্চৈব দ্রাবিড়ান্ দক্ষিণপথান্॥
আবন্ত্যান্ মাগধাংশ্চৈব ব্রাহ্মণাংস্তু বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, আভীর, কোঙ্কন, দ্রাবিড়, দক্ষিণাপথ, অবন্তী ও মাগধ ব্রাহ্মণগণকে পরিবর্জ্জন করিবে।

সম্ভবতঃ সৌরপুরাণকারও মধ্যপ্রদেশ এবং বাহ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণকে এক মূলোৎপন্ন বলিয়া মনে করিতেন না। রমাপ্রসাদ বাবুর মতে মধ্যপ্রদেশের আর্য্য-গণের ন্যায় বাহ্যপ্রদেশের আর্য্যগণ আদৌ বৈদিক মতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহারা ব্রাত্য অথবা অবৈদিক ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের আর্য্যগণের ন্যায় বাহ্যপ্রদেশের আর্য্যগণের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ ও জাতিভেদ ছিল না। মধ্যপ্রদেশের বৈদিক

প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক পরবর্ত্তী পৌরহিত্য ব্যবসাবলম্বনের ব্রাহ্মণ ও অবশিষ্ট শূদ্র নামে কালে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারা ই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতেন।

াঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকা সমূহের মতে ঐ সকল র ব্রাহ্মণগণ মধ্যদেশ [কান্যকুব্জ] হইতে সমাগত শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ্য ও সাবর্ণ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়াগমন দ্ধ কুলপঞ্জিকাসমূহ বলেন যে ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পুরুষ পূর্ব্বে আদিশূর নামক াতির আহ্বানে তাঁহারা ঐ নৃপতির যজ্ঞ সম্পাদনার্থ গৌড়ে আগমন করেন। ্মলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে একাদশ খৃষ্টাব্দে (১০২০-১০২৪ খৃঃ) ণরাঢ়ে রণশূর নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ঐ সকল সময়ে মধ্যদেশ তে যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করিয়া বাস করিতেন, াবলিপি হইতে তাহার আংশিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ লিপিতে বর্ণ গোত্রীয় রামদেব শর্ম্মাকে মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। াট বিজয়সেনের রাজত্বের ৩৩শ বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি অপ্রকাশিত তাম্র- াসনে লিখিত আছে যে যুবরাজ বল্লালসেনের মাতা বিলাশদেবী শূরবংশীয় হিতা ছিলেন। সুতরাঃ আদিশূর নামক একজন রাজা থাকা অসম্ভব নহে বং তাঁহার সভায় পঞ্চগোত্রীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ আগমন করাও সম্ভব। কন্তু সকল রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ আদিশূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, খৃষ্টীয় দশম, একাদশ, াদশ এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীর বংশাবলীতেও আদিশূর কিম্বা তদানীত পঞ্চ- গোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নারায়ণপালদেবের সময়ে স্থাপিত ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড় স্তম্ভে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় একঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত বংশের আদি পুরুষকে ভৃগু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বগুড়া জেলার শিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত একাদশ খৃষ্টাব্দ লিখিত একখানি শিলালিপিতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় একঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বংশাবলী উৎকীর্ণ আছে। তাহাতেও উক্ত বংশের আদিপুরুষকে পশুপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে স্থাপিত শিলালিপিতে সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভবদেবের কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে উক্ত বংশের আদিপুরুষ ভবদেব (প্রথম) বলিয়া উল্লিখিত আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ

শতাব্দীতে (১৪৯৩ খৃঃ) লিখিত হরিচরিত কাব্যে করঞ্জ গ্রামীণ কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ তাঁহার আদিপুরুষের নাম সুবর্ণরেখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সুবর্ণরেখকে রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে পঞ্চগোত্রীয় সকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকা বর্ণিত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর হইলে পূর্ব্বোক্ত কুলপ্রশস্তিসমূহে নিশ্চয়ই ঐ সকল কুলের আদিপুরুষের নামের স্থলে কুলপঞ্জিকা বর্ণিত শ্রীহরি ভট্টনারায়ণাদি নামের উল্লেখ দৃষ্ট হইত।

সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের (৪৩২ খৃঃ) একখানি তাম্রশাসনে, বুদ্ধগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পাঁচখানি তাম্রশাসনে এবং ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার-দেবের তাম্রশাসনগুলি পাঠে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও গৌড় বঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। সুতরাং আদিশূর নামক কোন নৃপতি কখনও পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিলেও এদেশে যে আদৌ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না তাহা প্রকৃত নহে। পরন্তু আধুনিক কুলপঞ্জিকাসমূহ যে গৌড় বঙ্গের শতকরা ৮০ জনের উপর ব্রাহ্মণগণকে আদিশূরানীত পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন, তাহাত সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য।

ঐ সকল কুলপঞ্জিকার উক্তি আরও এক কারণে অবিশ্বাসযোগ্য। ঐ সকল কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত উপাধিধারী পঞ্চ কায়স্থ মহারাজ আদিশূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকা সমূহ এই পঞ্চকায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কুলপঞ্জিকানুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক্ষণে তথাকথিত আদিশূরানীত পঞ্চ মূল পুরুষ হইতে ৩০ হইতে ৩৫ পুরুষ চলিতেছে। অথচ তাঁহাদেরই সহাগত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তগণের এক্ষণে ২২ হইতে ২৫ পুরুষ চলিতেছে। ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। একই সময়ে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ পর্য্যায়ের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। অতএব পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কায়স্থের আগমন সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকার কথাগুলি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। উক্ত পঞ্চ কায়স্থ যদি কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াও থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের অন্ততঃ দশ পুরুষ পরে আসিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। আর একটি কথা এই যে, যদি ঘোষ, বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ কান্যকুব্জ হইতে আসিতেন, তাহা হইলে কান্যকুব্জে অধুনা ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থ অন্ততঃ সামান্য পরিমাণেও পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমগ্র মধ্যদেশে ঐরূপ উপাধিধারী কায়স্থ অথবা অন্য কোন জাতি পরিদৃষ্ট

র না। অপর পক্ষে ঘোষ ও মিত্র উপাধিধারী ব্যক্তি যে বহু প্রাচীন কালে দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ফরিদপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহে দত্ত, চন্দ্র, ব, মিত্র, সেন, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত ও নাগ উপাধিধারী কায়স্থের উল্লেখ আছে। সকল উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ অন্যান্য বাহ্য প্রদেশ সমূহে প্রাপ্ত তাম্র-াসনেও পাওয়া গিয়াছে। ত্রিকলিঙ্গের সোমবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় একাদশ তাব্দীতে ওড্র ও কোশলে (দক্ষিণ) রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের তাম্রশাসন মূহে ঘোষ, দত্ত ও নাগ উপাধিধারী ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে। রাজা মহাভব-গুপ্তের রাজত্বের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বৎসরের শাসনসমূহের লেখক বল্লভঘোষের পুত্র কায়স্থ "কোইঘোষ" এবং তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থ মল্লাধর দত্তের পুত্র; উক্ত রাজার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে উৎকীর্ণ অপর একখানি তাম্রশাসনে, তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক রাণক ধারদত্তের পুত্র মল্লদত্ত। পরবর্ত্তী রাজা মহাশিবগুপ্তের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে মহাক্ষপটলিক শ্রীউদ্ধব নাগ তাঁহার পিতা আল্লব নাগ ও মহাসান্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্রীচারুদত্তের উল্লেখ আছে। উক্ত রাজার রাজত্বের অষ্টাবিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ অপর একখানি তাম্রশাসনে সান্ধি-বিগ্রহিক সিংহদত্ত ও কায়স্থ সূর্য্যসেনের উল্লেখ আছে। রাজা দ্বিতীয় মহাভবগুপ্তের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে, কায়স্থ মঙ্গলদত্তের উল্লেখ আছে। উক্ত তাম্রশাসন সমূহের পাঠোদ্ধার কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঐসকল রাজকর্ম্মচারীগণকে বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল উপাধি গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। মিঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন "Mr. Vallabhji Hari Dutt Acharya of Rajkot has kindly supplied me with a verse which sets forth what are called the 'Sarmans' i. e. name-endings of the various *gotras* of the Nagar Brahmins. It has been found by him in three Mss. of the work Pravaradhyaya connected with the Nagars. One of the Mss is dated Samvat 1788 Vaisakha Suda 8 Bhrgn, and all distinctly and unmistakably state that the gotras, Pravaras &c, there in specified are those which were in Existence before Samvat 1283. This verse, which is of great importance, runs as follows :—

"Datta-guptan nanda-ghoshan sarma-dasan ca varma ca.
Naga-datta-strata-bhutan mitra-deban Chavastatha."

"Here is a list of thirteen 'Sarmans' which were in use amongst the Nagar Brahmins nearly 700 years ago. Even now they are affixed to their names, when they perform the religious ceremonies,

* * * *

No use than ten of these thirteen 'Sarmans' are found as family names among Kayasthas in Bengal, corresponding to Datta, Gupta, Nandi, Ghosh, Sarma, Das, Barma, Bhut, Mitra and Dev * * * The conclusion is, therefore, irresistible that at least ten of these 'Sarmans' represent the names of families or tribes that were incorporated into the Nagar Brahman caste. This seems to point to a racial identity between the Kayasthas of Bengal and the Nagar Brahmins of Gujrat." (Indian Antiquary, XI 1911 pp, 32-33),

অর্থাৎ নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১২৮৩ সংবতের পূর্ব্ব হইতে দত্ত, গুপ্ত, নন্দ, ঘোষ, শর্ম্ম, দাস, বর্ম্ম, নাগ, দত্ত, ত্রাতা, ভূত, মিত্র ও দেব উপাধি প্রচলিত ছিল। প্রবরাধ্যায় নামক একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থে একটী শ্লোকে ঐ উপাধিগুলি দৃষ্ট হয়। এবং অদ্যাপি গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কার্য্যের সময় নামের শেষে ঐ উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী কায়স্থগণের মধ্যে উহাদের অন্ততঃ দশটি উপাধি প্রচলিত থাকায় অনুমান হয় যে, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালার কায়স্থগণ একই মূল হইতে উৎপন্ন।"

বাঙ্গালী কায়স্থগণের মধ্যে ঐ সকল পদবী ব্যতীত আরও অনেকগুলি 'পদ্ধতি' পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলিত পদবীগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অঙ্কুর, অর্ণব, আইচ্, আশ, আঢ্য, আদিত্য, ইন্দ্র, উপমান, ওম্, কীর্ত্তি, কুণ্ড, ক্ষাম, ক্ষেম, ক্ষুর, ক্ষোম, খিল, গণ্ড, গুঁই, গুণ, গুহ, গুপ্ত, গৌড়, ঘোষ, চন্দ্র, চণ্ড, জাম, ঢোল, তেজ, তোষ, দত্ত, দানা, দাস, দাহা, দেব, দূত, ধরণী, ধর, ধনু, নন্দন, নন্দী, নাগ, নাদ, নাথ, পাল, পালিত, পিল, পুঁই, প্রেত, বন্ধু, বর্দ্ধন, বল, বর্ম্মা, বাণ, বিন্দ, বিদ, বীজ, বঙ্গ, বসু, বন্দী, বিষ্ণু, বইস্, ব্রহ্ম, ভঞ্জ, ভদ্র, ভঁই, ভূতি, মনু, মাহুত, মিত্র, যশ, রক্ষিত, রাজা, রাণা, রাজপুত, রাহা, রাহুত, রুদ্র, লোধ, শক্তি, শনি, সার, শর্ম্মা, শাঁই, শানা, শীল, শুঁই, শুর, শ্যাম, সিংহ, সেন, সোম, হনু, হাতি, হেম, হেশ, হুই, হোড়, হোম।

বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির ঐ উপাধি সমূহের মধ্যে বৈদ্যজাতিতে নিম্নলিখিত ত্রয়ো-

শটি উপাধি দৃষ্ট হয়, যথা -- সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম, নন্দী
ন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত।

কতকগুলি কায়স্থ পদ্ধতি বারুজিবী, তাম্বুলী, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতি
ধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। মনে হয় বিভিন্ন জাতীয় এক উপাধিধারী বংশসমূহ একই
মূল হইতে উৎপন্ন। যে সকল আলপাইন সম্প্রদায় (Alpiene tribes) (১)
অর্থাৎ তক্রমাকান প্রদেশবাসী আর্য্য ভাষাভাষী প্রশস্ত করোটি যোদ্‌দল (tribe)
গুজরাট হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সমগ্র বাহু প্রদেশে উপনিবেশ
সংস্থাপন করিয়াছেন ; ঐ সকল কায়স্থ পদ্ধতি ঐ সকল আলপাইন tribe বা দলের
কতকাংশের নাম বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির পদ্ধতিতে ঐ সকল নাম
বর্ত্তমান থাকায় বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে মধ্য প্রদেশের কায়স্থজাতের ন্যায় কর্ম্ম মূলক
(fanctional caste) না বলিয়া, মহারাষ্ট্র জাতির ন্যায় একটা মহাজাতির মৌলিক
অংশ (a caste of the national type) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই
এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতির মধ্যেই তক্রমাকান প্রদেশাগত উপনিবেশী আর্য্যজাতি
প্রধান চিহ্নগুলি অদ্যাদি বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনুমান হয়।

কায়স্থগণের সামাজিক মর্য্যাদা লইয়া আজকাল আন্দোলন চলিতেছে। পণ্ডিত
লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতি একদল লোক জাতিমালাধৃত অগ্নিপুরাণের বচন উল্লেখ
একটি সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে,বঙ্গীয় কায়স্থজাতি শূদ্র বর্ণান্তর্গত
উক্ত বচনটির মর্ম্মার্থ এই যে, ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। শূদ্রের পুত্র
হীম, তৎপুত্র প্রদীপ, প্রদীপের কায়স্থ ; কায়স্থের তিন পুত্র—চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও
বিচিত্র। চিত্রসেন হইতে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয় ও অনুর্ব্ব
জন্মগ্রহণ করে। করণ হইতে নাগ, নাথ, দাস ও মৃত্যুঞ্জয় দেব, সেন, পালিত
সিংহ ও আরো অনেকের উৎপত্তি হইয়াছে।

অন্য দল বলেন, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। এবং প্রমাণ স্বরূপ গরু
পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণের শ্লোক প্রদর্শন করেন। ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে
কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত ও চন্দ্রসেন নামক ক্ষত্রিয় দ্বয়ের বংশধর। তাঁহারা মাণ্ডব্য ও
দালভ্য নামক ঋষিদ্বয় কর্ত্তৃক 'কায়স্থ' আখ্যায় অখ্যাত হইয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি
আধুনিক বলিবার উপায় নাই। কারণ ঐ সকল শ্লোক কমলাকর কৃত 'শূদ্র-ধর্ম্ম-তত্ত্ব

(১) ইউরোপের শ্রাভ ও কেলটিক্ জাতি প্রশস্ত করোটি আর্য্যজাতির অন্তর্গত এবং
ইহাঁরা Homs Alphines বা Alpine tribe বলিয়া পরিচিত। জর্ম্মন বা টিউটনগণ দীর্ঘ
করোটি বিশিষ্ট।

বা শূদ্র কমলাকর নামক স্মৃতি নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উভয় দলের আখ্যায়িকা হইতে কায়স্থজাতির মূল-তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড ও বৃহৎধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বঙ্গীয় জাতি সমূহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কায়স্থ জাতিকে "করণ" জাতি বলিয়া উল্লেখ করা যইয়াছে এবং ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতির মধ্যে করণকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডে (১৩শ অধ্যায়) লিখিত আছে যে, বেণ রাজা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির লোপ সাধন করিলেন এবং সঙ্কর জাতি সৃষ্টি করাইলেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সঙ্করজাতিসমূহের যে ক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বিংশ উত্তম সঙ্কর—করণ (কায়স্থ), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), গন্ধবণিক, কাংস্য-বণিক, শঙ্খকার, উগ্র, রাজপুত্র, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, দাস (চাষীকৈবর্ত্ত), মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারুজীবী, সূত, মালাকর, তাম্বুলী, তৌলিক (তিলি)।

২। দ্বাদশ মধ্যম সঙ্কর—তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর, তৈল-কার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবক, শেখর, জালিক।

৩। অন্ত্যজ—মলগ্রাহী, কুরব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্ম্মকার, ঘট্টজীবী দোলাবাহী, মল্ল।

এতদ্ব্যতীত উক্ত পুরাণকার শাকদ্বীপী বা দেবল ব্রাহ্মণ এবং গণক ও বাদক নামক মিশ্রজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বেণ রাজার শরীর হইতে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, পুক্কস, খস, যবন, সূক্ষ্ম, কাম্বোজ, শবর ও খর নামক জাতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণকার বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত শূদ্র জাতিসমূহের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আহ্বান করিলে, সর্ব্বাগ্রে করণ বলিলেন "হে বিপ্রগণ আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, আপনারাই আমাদের বৃত্তি নির্দ্দেশ করুন।"

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—

"অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তো বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তাবান্॥
রাজকার্য্যং করোত্বেষ নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্বপি॥

এষ এব হি সচ্ছূদ্রো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্ত্বন্তু দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণন্ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত বৎসু বিপ্রেষু করণোনাম সঙ্করঃ।
প্রণনামহি বিপ্রাণাং চরণাৎ ভক্তি সন্নতঃ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তমূচুর্বৈ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে।
রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ ॥"

অর্থাৎ এই করণ সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত হউকন। এই করণ বিনয়াচার সম্পন্ন। এই যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ইনি নীতিজ্ঞ (well versed polity) ও রাজকার্য্য করেন। ইনি ব্রাহ্মণে ও দেবতায় ভক্তিমান। ইনি ডয়ই সৎশূদ্র। ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবারাধণায় তৎপর, মাৎসর্য্যহীনতা, ও লত্ব এই সকল সৎশূদ্রের লক্ষণ।

ব্যাস বলিলেন—"এই বলিয়া করণ নামক সঙ্কর জাতি বিপ্রগণকে প্রণাম লে, ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, হে বৎস! রাজকার্য্যেকুশল (skilful in ministrative work) ও লিপিকর্ম্মবিশারদ হও।"

বঙ্গদেশে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উপপুরাণ বলিয়া পরিগণিত। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত তি সমূহের উৎপত্তি মূলক গল্প ঐতিহাসিকের নিকট মূল্যবান্ নহে। সম্ভবতঃ লমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়বঙ্গের সামাজিক অবস্থা দৃষ্টে র্দ্ধম্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত গল্প রচিত হইয়াছে। ঐ গল্পে করণ বা কায়স্থ জাতির তিগত কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐতিহাসিক কায়স্থের তকটা সাদৃশ্য আছে। কায়স্থ জাতির যে সামান্য প্রকৃত ইতিহাস জানা য়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে গৌড়বঙ্গের কায়স্থগণ কেবল মাত্র লিপিকার লেন না; পরন্তু তাঁহারা রাজকার্য্য নিপুণ ও বিদ্বান্ ছিলেন, এবং বিদ্বৎ সমাজের ষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক যুগে কায়স্থগণই গৌড়বঙ্গের সনকর্ত্তা ছিলেন, এবং দেশ রক্ষার্থ ইঁহারাই অস্ত্রধারণ করিতেন। বারেন্দ্র ও ররাঢ়ীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি নিজদিগকে 'করণ' বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া কেন। দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণও তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রচারিত ইবার পূর্ব্বে 'করণ' বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীধর তাঁহার 'ন্যায় কন্দলী' রচনা করেন। ইহা

প্রশস্তপাদের "পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ" নামক বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের টীকা। শ্রীধর দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ নামক গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্বরচিত পূর্ব্বোক্ত টীকার শেষে লিখিয়াছেন। "ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিত। শ্রীপাণ্ডুদাস যাচিত ভট্ট শ্রীশ্রীধরেণেয়ং"১ অর্থাৎ ৯১৩ শকাব্দে পাণ্ডুদাসের অনুরোধে ভট্ট শ্রীধর কর্ত্তৃক 'ন্যায়কন্দলী' বিরচিত হইল। ঐ গ্রন্থের ২৬৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিত আছে, "গুণ-রত্নাভরণঃ কায়স্থকুল-তিলকঃ পাণ্ডুদাস ইত্যাদিষু" অর্থাৎ "গুণরূপ রত্নদ্বারা ভূষিত কায়স্থ-কুলতিলক পাণ্ডুদাস।" পাণ্ডুদাস স্বয়ং উক্ত দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইলে তিনি কখনই উক্ত দুরূহ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে ভট্ট শ্রীধরকে অনুরোধ করিতেন না। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দশম খৃষ্টাব্দে গৌড়বঙ্গের কায়স্থগণ ধন ও শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নত ছিলেন।

কায়স্থ কুল-তিলক পাণ্ডুদাসের এক শতাব্দী পরে প্রসিদ্ধ 'রামচরিতম্' নামক দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা কায়স্থ সন্ধ্যাকরনন্দী আবির্ভূত হন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী রাজা রামপাল দেবের পুত্র রাজা মদনপাল দেবের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকরনন্দী স্বীয় কাব্যে নিজকে "করণ্যা-নামগ্রণী" অর্থাৎ কায়স্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিজকে বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

পাঠান বিজয়ের পর গৌড়বঙ্গ "দ্বাদশ ভৌমিকের" শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে সকল হিন্দু-ভৌমিক গৌড়বঙ্গে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের বিষয় আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণে অবগত আছি, তাঁহারা সকলেই কায়স্থ ছিলেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কায়স্থ দনুজমর্দ্দনদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল মুদ্রা ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭ খৃঃ) গাণ্ডুনগর ও চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ভুলুয়ারাজ্য প্রায় ঐ সময়েই বিশ্বম্ভর রায় নামক শূরবংশীয় কায়স্থ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌমিক ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মুরাদ খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। বিক্রমপুরের দেব বংশীয় বঙ্গজ-কায়স্থ জাতীয় ভৌমিক কেদার রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। যশোরের প্রতাপাদিত্য রায় গুহবংশীয় বঙ্গজকায়স্থ ও একজন শ্রেষ্ঠ ভৌমিক ছিলেন। তিনিও মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

(১) The Vizianagram Sanskrit series, No. 6, p. 331.

ণার ভৌমিক মুকুন্দ রায় দেবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।* তিনিও মুরাদ খাঁর
হিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হন। রাজা মুকুন্দ রায়ের পুত্র
ক্রজিৎরায়ের সহিত বাঙ্গালার সুবেদারগণের অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতে
কে। শেষে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত
য়া ঢাকা নগরীতে হত হন (প্রায় ১৬৩৬খৃঃ)* উত্তররাঢ়ীর কায়স্থ ভৌমিক (১)
তারাম রায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং যুদ্ধের পর
১২ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। এইরূপে সুবে বাঙ্গালার কায়স্থ ভৌমিকগণ মোগল
দশাহগণের বিরুদ্ধে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা রাজপুতগণের যুদ্ধাপেক্ষা
কান অংশে হীন বলা যায় না। কেবল মাত্র ভাটের অভাবে এই সকল
ায়স্থ বীরগণের কীর্ত্তিগাথা যথাযথরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারে নাই। এই
মস্ত কায়স্থ ভৌমিকগণ যদি বংশানুক্রমে স্বাধীন রাজত্বের ভাবে অনুপ্রাণীত না
াকিতেন, তাহা হইলে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটগণের বিরুদ্ধে কখনই ঐ
প্রকার অসম প্রতিদ্বন্দীতা করিতে সাহসী হইতেন না। কেবল ভৌমিক বলিয়া
হে, ঐ সময়ের সাধারণ জমিদারগণও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে
াবুলফজল তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী' শেষ করেন। তিনি আইন-ই-
াকবরীতে লিখিয়াছেন, "The zemindars are mostly Kayasths"
and they furnish 23,330 cavalry, 801,158 infantry, 170
Elephants, 4260 cannon and 4400 boats" অর্থাৎ সুবে বাঙ্গালার
জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ। তাঁহারা বাদশাহকে ২৩, ৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১,১৫৮
পদাতিক, ১৭০ হস্তী, ৪২৬০ কামান ও ৪৪০০ নৌকা যোগাইয়া থাকেন।
মোগলরাজত্ব ভারতে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়বঙ্গে কায়স্থের
আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। মোগল সুবেদারগণ সংগ্রাম-প্রিয় কায়স্থ ভৌমিক-
গণের স্থলে শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ জমিদার নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে
গৌড়বঙ্গের শাসকজাতি কেবল মাত্র লেখকরূপে পরিণত হইল।

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে মস্তকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপ করিয়া যে
ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মাপফল নিম্নে উদ্ধৃত

* সম্প্রতি আমরা ইটনার রায় বংশের যে বংশাবলী পাইয়াছি, তাহাতে রাজা মুকুন্দরায় রাহ-
বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। এবং শত্রুজিৎ রায়ের কোন উল্লেখ নাই। শিবরাম রায়কেই মুকুন্দ-
রাম রায়ের পুত্র বলা হইয়াছে। কাঃ পঃ সঃ।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1878, Part I,

করা গেল। ১৯০১ সালের Census Report এর Ethnographical Appendices শীর্ষক তালিকার অনুপূরক (supplement) স্বরূপ উক্ত মাপফল গ্রহণ করা হইয়াছে।

	রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ		বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ		কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ	
	জন	শতকরা	জন	শতকরা	জন	শতকরা
৭০এর নিম্নে মস্তকের অনুপাত	...	...	...	...	৩	৫
৭০—৭২·৪	১	২·৯	৩	৪	১৬	২৫
৭২·৫—৭৪·৯	৬	১৭·২	৯	১২	২১	৩৩
৭৫—৭৭·৯	১০	২৮·৬	২০	২৬	১৪	২৩
৭৮—৭৯·৯	৫	১৪·৩	১৬	২১	৫	৮
৮০—উর্দ্ধ	১৩	৩৭	২৮	৩৭	৪	৬

মস্তকের পরিমাণের শতকরা গড়

জাতির ও দলের নাম	জন্মস্থান	৭০·৯ নিম্নে	৭০-৭২·৫	৭২·৫-৭৫	৭৫-৭৭·৫	৭৭·৫-৮০	৮০ হইতে উর্দ্ধে
২৯ সাঁওতাল	সাঁওতালপরগণা	২০·৭	১৭·২	১০·৩	৪৪·৮	০	৭
৩১ ব্রাহ্মণ	বঙ্গদেশ	০	৬·৫	১৩	১৯·৫	১৬	৪৫·৫
৫০ পাশ্চত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ	„	২	০	৪	২২	২৬	৪৬
৫০ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ	„	০	১০	১৮	৪০	১৬	১৪
৩০ কায়স্থ	„	০	৬·৬	২০	১৭	২০	৩৬·৬
২৫ তিলি	„	০	৪	৪	৮	৪০	২৪
১৪ বৈদ্য	„	০	০	৩৫·৭	২১·৮	১৪·৩	২৮·৬
১৬ চাষী কৈবর্ত্ত	„	০	১৮·৭	১২·৬	৪৪	৬	১৮·৭
২৫ ভূঁইহার ব্রাহ্মণ (বাভন)	বিহার	৪	১৬	২৮	৩২	৮	১২
৫০ মৈথিল ব্রাহ্মণ	„	১৮	২৬	২৬	১৪	১২	৪
৪৪ রাজপুত	„	৬·৮	২৫	২২·৭	২০·৪	১১·৩	১৩·৬
২৫ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ	„	৪	৩২	২৮	২০	০	১৬

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

তত্ত্ব-সমাস।

ভারতের দার্শনিকমত সমূহের মধ্যে, বোধহয়, সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা
ীন। এবং সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ তত্ত্ব-সমাসই
পেক্ষা বর্ষীয়ান্ গ্রন্থ। অতএব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা কথঞ্চিৎ চিত্তা-
ক হইতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থ কিনা,
া বলা সুকঠিন, কেননা এই গ্রন্থখানি অতি সংক্ষিপ্ত, ইহাতে পঞ্চাশ বা
ীর অধিক পদ নাই, এজন্য ইহাতে গ্রন্থকার বা তৎকালাদির কোনই বিবরণ
ওয়া যায় না।

সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক পরমর্ষি কপিল পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র আদিবিদ্বান্
য়া কথিত হন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে সাংখ্য-দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা
চীন। মহাভারত প্রভৃতিতেও সাংখ্যদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।
দ্ধধর্ম্ম প্রভৃতিও সাংখ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল হইতেও বুঝা
যে সাংখ্যদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রায় অন্য সকল দর্শনই সাংখ্যদর্শনের
কট বহু পরিমাণে ঋণী।

তত্ত্ব-সমাসের কয়েকখানি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাওয়া যায়, যথা—(১) সর্ব্বোপ-
ারিণী (২) সাংখ্য-সূত্র বিবরণ (৩) সাংখ্যক্রমদীপিকা বা সাংখ্যালঙ্কার
৪) তত্ত্ব যাথার্থ্যদীপন প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ভাবাবিশ্বনাথ দীক্ষিতের পুত্র
এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর শিষ্য ভাবাগণেশ কর্ত্তৃক বিরচিত। অন্য গ্রন্থগুলির কর্ত্তৃক
বিবরণ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত ধিমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত বিরচিত
সাংখ্য-তত্ত্ববিবেচন নামে আর একখানি টীকাও দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্ব-
সমাসের উক্ত টীকাগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার একখানি ভাষ্যের
উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পঞ্চশিখাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। ভাবাগণেশ
লিখিয়াছেন :—

সমাসসূত্রমালম্ব্য ব্যাখ্যাং পঞ্চশিখস্য চ।
ভাবাগণেশঃ কুরুতে তত্ত্বযাথার্থ্যদীপনম্॥

বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসাভাষ্যে এই পঞ্চশিখের ভাষ্য হইতে কিয়দংশ
উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আদ্যস্য মোক্ষো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগসঙ্ক্ষয়াৎ।
কৃচ্ছ্রক্ষয়াৎ তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্॥

এই অংশ "ত্রিবিধো মোক্ষ" এই সূত্রের ব্যাখ্যা। পঞ্চশিখাচার্য্যের নাম মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় তত্ত্ব-সমাসসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ভগবান্ কপিলমুনি কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অনন্তর তত্ত্ব-সমাসের সূত্রগুলি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। অথাতস্তত্ত্বে সমাসঃ (এখন অতএব তত্ত্বসকল সংক্ষেপে কথিত হইতেছে)
২। কথয়ামি, অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ (বলিতেছি, আটটী প্রকৃতি)
৩। ষোড়শকস্তু বিকারঃ (বিকার ষোড়শবিধ)।
৪। পুরুষঃ (পুরুষ)।
৫। ত্রৈগুণ্যম্ (তিন গুণ)।
৬। সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ (আবির্ভাব ও তিরোভাব)।
৭। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্ (আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক, প্রাণিকৃত ও দৈবকৃত-ত্রিবিধ দুঃখ)।
৮। পঞ্চাভিবৃদ্ধয়ঃ (অভিবৃদ্ধি পাঁচ প্রকার)।
৯। পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ (কর্ম্মযোনি পাঁচ প্রকার)।
১০। পঞ্চ বায়বঃ (পঞ্চ বায়ু)।
১১। পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ (কর্ম্মস্বরূপ পাঁচ প্রকার)।
১২। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা (অবিদ্যা পঞ্চপর্ব)।
১৩। অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ (অশক্তি আটাইশ প্রকার)।
১৪। নবধা তুষ্টিঃ (তুষ্টি নয় প্রকার)।
১৫। অষ্টধা সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি আট প্রকার)।
১৬। দশ মূলিকার্থাঃ (মৌলিক অর্থ দশ প্রকার)।
১৭। অনুগ্রহঃ সর্গঃ (চেতনানুগ্রহই সৃষ্টি)।
১৮। চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ (ভৌতিক সৃষ্টি চৌদ্দ প্রকার)।
১৯। ত্রিবিধো বন্ধঃ (বন্ধ ত্রিবিধ)।
২০। ত্রিবিধো মোক্ষঃ (মোক্ষ ত্রিবিধ)।
২১। ত্রিবিধং প্রমাণম্ (প্রমাণ ত্রিবিধ)।
২২। এতদ্ যাথাতথ্যম্ এতৎ সম্যগ্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ, ন পুনস্ত্রিবিধেন দুঃখেন অনুভূয়ত ইতি॥ (ইহাই যথার্থ তথ্য, ইহা সম্যক্ জানিলে কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয়। পুনরায় ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা পীড়িত হইতে হয় না।

কোন কোন গ্রন্থে এই কয়টী সূত্রকে দ্বাত্রিংশদ্ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থই তত্ত্ব-সমাস। ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন, কেননা, ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অনুবাদের দ্বারা ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ক্রমশঃ এই গ্রন্থের টীকা ারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্-এ।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(১৩২৩ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের ২য় সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ভগবান গীতার প্রারম্ভ ভাগে (২য় অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে) "সমত্বং যোগউচ্যতে" এবং ঐ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে "যোগঃ কর্ম্ম-কৌশলম্" যোগের এই দুইটি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। প্রথমটিকে যোগ এবং দ্বিতীয়টিকে গৌণভাবে যোগ বা যোগাঙ্গ বলা যাইতে পারে। লিপ্তাবস্থায় সম্পূর্ণ সাম্যবস্থায় চিত্তের স্থিতিই প্রকৃত যোগ এবং ইহার নামই মত্ব।" যে কৌশলে কর্ম্ম করিলে চিত্ত সেই সাম্যাবস্থায় উপনীত হইতে রে তাহাকেও গৌণভাবে যোগ বা যোগাঙ্গ বলা যাইতে পারে। যোগদর্শনে াগসাধনের উপায়গুলিকেও এই অর্থেই যোগ বলা হইয়াছে। গুণত্রয়ের পূর্ণ ম্যাবস্থায় স্থায়ীরূপ পূর্ণভাবে চাঞ্চল্যরহিত ও পূর্ণকাম সুতরাং পূর্ণভাবে নিবৃত্তি াভ করিয়া ভূমানন্দময় বিভুজ্ঞানে চিত্তের স্থিতি হয়। দেহাত্মাবুদ্ধি বিবর্জ্জিত র্ণকাম বিভুজ্ঞানানন্দাবস্থা প্রাপ্তিই জীবচৈতন্যের মুক্তি। যত দিন স্থায়ীরূপে চিত্ত সেই বিরতি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন জীবচিত্তে প্রকৃতির খেলা চলিতে থাকে। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কার বশতঃ যে জীবচিত্তে যে গুণের প্রাবল্য থাকে, তদনুযায়ী ঐ জীবের প্রবৃত্তি ও বৃত্তির প্রবণতা হয়; উহাই তাহার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক কারণ ও আকর্ষণ এবং বৈষম্যময় গুণত্রয়ের মধ্যে ঐ প্রবল গুণটিই জীবের স্বভাবের নিয়ামক হয়। তাই, প্রবৃত্তিপথের পথিক জীবমাত্রই কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ তামসিক প্রকৃতির লোক। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ যাহারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব, তাহারাও যদি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে কালে তাঁহাদেরও স্বাভাবিক রাজস

বা তামসভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। তাঁহারাও দৈব সম্পদ লাভ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইবেন। প্রকাশধর্ম্মশীল সত্ত্বগুণ অচিরেই তাঁহাদিগকেও তত্ত্ববস্তু দেখাইয়া দিবে। তখন তাঁহারা নিবৃত্তিপথের পথিক হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন।

ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ের এই দৈবী সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এখন এই সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহাত্মা অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥"

১শ্লোকঃ ১৭ শঃ অঃ গীতা।

অর্থ যাহারা শাস্ত্রবিধি অবলম্বন না করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়া (শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করার [illegible] শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন করিয়া সাধনা করা [illegible] শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করিয়া) কেবল শ্রদ্ধার সহিত (এই সাত্ত্বিকী [illegible] আকর্ষণে) অর্চ্চনাদি করেন, হে কৃষ্ণ। সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক এই তিনটি ভাবের কোন্ ভাবে তাঁহাদের স্থিতি হয় অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিক ভাবে স্থিতি লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির উপযোগী হন কি শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করায় রাজসিক বা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হন?

মহাত্মা অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় এই যে—যখন শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী বৃত্তি, তখন সেই [illegible] করিলে জীবসকল কি সেই বিভুজ্ঞানানন্দকে লাভ করার উপযোগী হইবেন না? কেবল শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করেন বলিয়াই কি তাহাদিগকে রাজসিক বা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে?

ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন :—

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা [illegible]।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

গীতা, ২ শ্লোক ১৭শ, অঃ

অর্থ :—দেহীদিগের স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা [illegible] সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী। তাহা শ্রবণ কর।

ভগবানের এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে তুমি যে শ্রদ্ধার কথা বলিতেছ, শ্রদ্ধাও সকল দেহীর এক ভাবের নহে। শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী বৃত্তি হইলেও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ যে ব্যক্তির সত্ত্বগুণ অন্য দুইটি গুণকে সম্পূর্ণরূপে ও ভাবে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণই তাঁহরে চিত্তনিষ্ঠ স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়াছে, ল সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধাই সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা এবং যে ব্যক্তির চিত্তে সত্ত্বগুণে প্রাবল্য নাই, রজ বা তমোগুণের প্রাচুর্য্য আছে, তাহার শ্রদ্ধাকে রাজসী তামসী বলে এবং ঐরূপ শ্রদ্ধাই উহাদের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা। যাহার যেরূপ াভাবিকী শ্রদ্ধা তদনুযায়ী ঐ সকল পুরুষের প্রকৃতি হইয়া থাকে এবং ঐ শ্রদ্ধা- ত্তর প্রবাহ ও তদনুযায়ী হইয়া সুতরাং শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া এই স্বাভাবিকী ত্তর প্রবল অনুসরণ করিয়া সাধনা করিলে অধিকাংশ স্থলেই জীবকে বিপথগামী তে হয়।

এই ভগবদুক্তি দ্বারা এই বুঝিতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে যাঁহার সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ছে, তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করিলেও তাঁহার ভগবৎ প্রাপ্তির কিছু অন্তরায় না; কিন্তু অন্যান্য স্থলে তাহা নিশ্চয়ই হয়। শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া বিবেক- ান লাভে সাধনা করিলে কোন স্থলেই সে বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

প্রত্যেক জীবই নিজের শ্রদ্ধার অনুরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট এবং সে তদনুযায়ী যে ফল ভ করিয়া থাকে, ভগবান নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহা বলিতেছেন :—

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

গীতা, ১৭শ অঃ ৩ শ্লোঃ

অর্থঃ—সকল ব্যক্তিরই পূর্ব্বসংস্কার-জনিত অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হয়, এই পুরুষ বা জীব ঐ পূর্ব্বসংস্কার জনিত শ্রদ্ধার অনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট (অনুরাগ- যুক্ত) হন। অথবা এই শ্লোকের অর্থ সঙ্গতভাবে এরূপও হইতে পারে যে— সকলেরই শ্রদ্ধা তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব্বসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ, এই শ্রদ্ধাযুক্ত জীব যেরূপ শ্রদ্ধা বা অনুরাগবিশিষ্ট তাহার অন্তঃকরণে সেই পরমপুরুষও তদ্রূপ অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণে সেই পরম পুরুষ ও সেইরূপ ভাবেই উদিত হন।

অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক কিন্তু সূক্ষ্ম ও প্রকাশধর্ম্মশীল বলিয়া সাধারণতঃ স্বচ্ছ গুণবিশিষ্ট। তাহা হইলেও কোন কোন অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণ, কোন কোন অন্তঃকরণে তমোগুণ অপর দুইটি গুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে

সুতরাং উক্ত সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, তাই, যাহার অন্তঃকরণ যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সেই ভাবের বিষয়ই তাহার অন্তঃকরণ গ্রহণ করিতে পারে।

শাস্ত্রবিধি নিরপেক্ষভাবে কেবল স্বাভাবিকী শ্রদ্ধার প্রেরণায় চালিত হইলে, এই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবিধা শ্রদ্ধার মধ্যে প্রত্যেকটির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকগুণের কার্য্যকারী শক্তির ন্যূনাধিক্য বশতঃ ঐ প্রবৃত্তির কার্য্য ও তাহার ফলও যে ত্রিবিধ ভাবেরও বৈচিত্রময় হইবে এবং যে ব্যক্তি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত তাহার মনোভাব রুচি, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলও যে ঐ স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুসারেই হইবে তাহাই ভগবান এই সপ্তদশ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই ১৭শ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী ৪।৫।৬ শ্লোকে, প্রকৃতিভেদে মনের গতির বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যে প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির যে গুণবিশিষ্ট উপাস্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং যে ভাবে ঐ সকল ব্যক্তি অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা ভগবান বলিয়াছেন। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান দেবগণের এবং রজোগুণান্বিত ব্যক্তি যক্ষরক্ষাদির ও তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভূতপ্রেতের উপাসক হয়। রাজস ও তামস ব্যক্তিগণ দম্ভ, অহঙ্কার, অভিলাষ ও আসক্তিযুক্ত হইয়া অশাস্ত্রীয়ভাবে তাহার হৃদয়স্থিত ভগবানকে ক্লিষ্ট করিয়া আগ্রহ সহকারে প্রাণিদিগের ভয়াবহ তপস্যা করিয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ প্রকারের ব্যক্তির আহার শরীর বাঙ্ময় ও মানস তপস্যা ও দান ও তাহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিও যে তিন প্রকারের এবং তদনুযায়ী এই ত্রিবিধ প্রকারের লোক অন্তঃকরণের গুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ত্রিবিধভাবে বিবিধভাবের ফল লাভ করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে ভগবান তাহা বর্ণনা করিয়া মোক্ষলাভের উপযোগী ব্যক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠক এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি নিজে পাঠ করিলেই এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক লিখা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমেহচন্দ্র ঘোষ বি-এল্।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঃ দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি সৎ সাহসী সে প্রায়ই মিথ্যা কথা
লিতেও সে অনভ্যস্থ। তাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি,—

দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥

ক্তি করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মিথা বলিয়া
বে না। কারণ, যে শূদ্রকে দর্শন, স্পর্শন ও যাহার সহিত পথ চলা
অরোপিত দত্তজ, মিথ্যা উক্তি ও ঔদ্ধতা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণ
হইয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিতেন বা তাহাকে দূর করিয়া
ক? বিপ্রগণ ক্রুদ্ধও হন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই; করিলে
বিষ্ট হইয়া লোক সমাজে প্রচারিত হইত। সুতরাং ইহাতেও
, হয় ঐ উক্তি কোন কায়স্থ বিদ্বেষীর কল্পিত, নাহয় দত্তজ শূদ্র
দত্তজ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে যে "তীর্থ পর্য্যটন করি"
মরা তাহাতেও বিষম অন্তরায় দেখিতে পাইতেছি। অত্রি

জপস্তপস্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥

১৩৫ শ্লোক।

ত্তজ মহাশয় শূদ্র নহেন। শূদ্র হইলে কখনই তীর্থ পর্য্যটনের কথা
ন না; বলিলেও ব্রাহ্মণেরা তাহার প্রতিবাদ করিতেন। আর
লই বা ব্রাহ্মণেরা তীর্থ দর্শনে যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইবে
দত্তজের ঐ উক্তির প্রতিবাদ হয় নাই, তখন সকলেই স্বীকার
ত্তজ ব্রাহ্মণগণের তীর্থ যাত্রার একজন সঙ্গী ছিলেন। সুতরাং দত্তজ
পারেন না। সম্বন্ধ নির্ণয়কার কায়স্থ বিদ্বেষের অতিশয্য বশতঃ আর
ম পতিত হইয়াছিলেন এবং ঐ ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে অসত্য কথা
অধিকতর উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। তিনি রাজা আদিশূরকে
দার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথা
অদ্ভুত মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। অথবা
সৎসাহিত্যের অভ্যন্তর হইতে এই অনৃত উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন

তাহাও প্রকাশ করেন নাই। শিক্ষিত মাত্রেই এমন কি অজাতশ্মশ্রু
জানে যে, আদিশূরের প্রায় ৪০০ বৎসর পরের মহারাজ বল্লাল সেন ক
মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালকে
বৃদ্ধ গ্রন্থকার তাহা অনবগত ছিলেন। এতবড় একটা গুরুতর বিষ
বসিয়া যে তিনি আদৌ ইতিহাস আলোচনা করেন নাই, বস্তুতই নিরতি
বিষয়। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও আবারও বলিতেছি আদিশূরের
দত্তজ মহাশয়কে বিনয়হীন দেখিয়া যে, "নিষ্কুল" শব্দের সমাবেশ ক
ইহা নিতান্তই ভিত্তিহীন ও কায়স্থ বিদ্বেষের পরিচায়ক; এবং ঐ অ
বিষয় উদ্ধৃত করিয়া লেখক অতি অন্যায় কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন।

দত্তজ রাজসভায় নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া কুলীন হইতে
আর ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজ প্রভু কর্ত্তৃক ভৃত্য আখ্যা প্রাপ্ত হই
করেন নাই দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সুশীল বলিয়া কৌলীন্য প্রদান করা
বলেন,—'সুশীলতাই কৌলীন্যের নিদানভূত'। আরও বলেন:—

রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইল নিষ্কুল॥

রাজা ঘোষ বস্বাদিকে নবগুণ সম্পন্ন দেখিয়া কুলীন ও দত্তকে ন
তম গুণ বিনয়ের অভাব বশতঃ নিষ্কুল করিয়াছিলেন; ইহাতে আমরা
ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজ আচার ও বিনয়াদি সম্পন্ন বলিয়া কুলীন
সুতরাং উঁহারা শূদ্র নহেন। কারণ শূদ্রের কোন সংস্কার নাই,
বিদ্যা, তপঃ আদি কিছুই নাই। ঘোষাদির যখন ঐগুলি আছে এব
দিগকে নবগুণে গুণী দেখিয়া কুলীন করিয়াছিলেন, তখন লেখক
তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন, তাহা ত বুঝিলাম না। "দত্তজ নিজ
দেন এবং ভৃত্য ভাব অস্বীকার করায় অভদ্রতা প্রকাশ করার নি
কর্ত্তৃক হীন সম্মান হয়েন, লেখক ইহাও বলিয়াছেন। দত্তজ
যে নিজে কেন দিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রমাণ ন
কালকার দিনে কিছুই বিশ্বাস করিতে অনেকে স্বীকার করেন না।
যে সেইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণের অ
নাই। ভাট তিনজনের পরিচয় দিলেন, আর দুই জনের পরিচয় দি
না, ইহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আমরা প
আবার বলিতেছি, ভাট কায়স্থ বিদ্বেষ বশেই হউক অথবা ব্রাহ্মণ প্র

হউক ঘোষজাদির বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে ভৃত্য বলিয়াছিলেন, তেজস্বী দত্তজ স্বচ্ছাচার সম্পন্ন ভাটের অসঙ্গত উক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের পরিচয় ই দিয়াছিলেন ; ইহা ভিন্ন অন্য কিছু হইতেই পারে না। কারিকায় ভাটের যে উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা কারিকা লেখক ব্রাহ্মণের উক্তি মাত্র। কারিকা ক রাজসভায় বসিয়া নিজ কর্ণে ভাটের ঐ সকল উক্তি শ্রবণ করেন নাই— কায়স্থ বিদ্বেষ বশেই ঐরূপ উক্তি লেখনী মুখে ফুটাইয়াছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কার দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের কতকগুলি পদবীর উল্লেখ য়াছেন। ঐ সকল পদবীর মধ্যে আমরা শর্ম্ম ও বর্ম্ম পদবীর উল্লেখ দেখিতে । 'বর্ম্ম'পদবী যে ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত ছেন। যাঁহারা কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণকে নানাস্তে 'বর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার করিতে ধিয়া আতঙ্কে অস্থির হন, সম্বন্ধ-নির্ণয়ে কায়স্থের 'বর্ম্ম' উপাধি প্রকাশিত করিয়া াদের অনেকটা উপকার করিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কিছু আশ্বস্ত াছি। শর্ম্মা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে আর রালোচনা করিলাম না। 'শর্ম্ম' পদবী দেখিয়া যদি নন্দসুন্দর শর্ম্মাকে লেখক ণত বলিতে পারেন (তিনি "শর্ম্মাকে" সরমা দাসী বলিয়াছেন) তবে দক্ষিণ-ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের তাঁহাদিগকে কথিত শর্ম্মা উপাধি দেখিয়া ঐ ঐ শ্রেণীর য়স্থগণকে ব্রাহ্মণ বলা তাঁহার একান্তই অন্যায় ছিল।

মূল পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, "কায়স্থদিগের উৎপত্তি স্থলে য়েকটী বংশের আদি পুরুষের নাম দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে নাগ, নাথ, স করণের সন্তান ; দেব, সেন, পালিত ও সিংহ মৃত্যুঞ্জয়ের তনুজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত।" অন্যেরা বলে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে দি প্রদীপের পুত্র "কায়ত" হইতেই কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হয়, তবে ব্রহ্মপাদ-দ্ভূত শূদ্রমণির পুত্র "হাল" হইতে হাল নামক জাতি, তৎপুত্র "প্রদান" নামক ক্তি হইতে প্রদানজাতি দেখিতে পাওয়ার কারণ কি? কেহ কি বলিতে ারেন। সম্বন্ধনির্ণয়কার মূল পুস্তকের ১২৪পৃষ্ঠায় যে বংশলতিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় ব্রহ্ম-পাদপদ্ম হইতে [illegible] ও প্রদানের য়স্থনামক পুত্র জন্মিয়াছিল। শূদ্রমণি যদি শূদ্র হইল, তবে তদ্বংশীয়গণ কলেই শূদ্র হইবেন ; কিন্তু ১২৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, "শূদ্রমণির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুল লেখা পড়ার চর্চ্চা, অর্থাৎ 'কায়স্থ জাতিরা' লাপকার্য্যের অধিকার পাইলেন। আবার ১৩৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "শূদ্রমণির

পৌত্র প্রদীপ হইতে শূদ্রবংশের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়।" কায়স্থের পিতা প্রদীপ হইতে যদি শূদ্রবংশ অর্থাৎ শূদ্রজাতি হইয়া থাকে, তবে এই মত অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক জাতি হয়।

"কায়স্থাদিগের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত" ইহা সম্বন্ধনির্ণয়ের মতানুসারে ন্যায়সঙ্গত নহে। বংশাবলীর হিসাব ধরিয়া বলিতে গেলে শূদ্রমণিকে বা ব্রহ্মাকে আদিপুরুষ বলিতে হয়।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ১৭০ পৃষ্ঠায় আছে—"কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্রযাজন, শূদ্র শিষ্য ও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্টবংশ সম্ভূত হইলেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তির নিকট বিশেষ মর্য্যাদা-সম্পন্ন নহেন।" কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক বলিয়াই যে কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিগণ শূদ্র হইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণাভাব। কায়স্থযাজী পুরোহিত ব্রাহ্মণেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন ; আজ কাল যাঁহারা 'অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী' বলিয়া বড়াই করেন, তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে ভোজন করিয়া থাকেন, কায়স্থের গুরু পুরোহিতের বাড়ীতে সকল ব্রাহ্মণই অম্লান বদনে আহার ও তাঁহাদের পুত্র কন্যার সহিত নিজেদের পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন সুতরাং কায়স্থযাজী পুরোহিতগণ কোনরূপেই হীন নহেন। বরং যে সকল ব্রাহ্মণ ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, কবিরাজী করিতেছেন ও বেতন গ্রহণ করত চাকরী করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। লেখক যে 'অশূদ্র প্রতিগ্রাহী' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কায়স্থগণকে শূদ্র বলিলে উহার স্বার্থকতা থাকে না। যাঁহারা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই কান্য কুব্জ হইতে রাজা আদিশূরের বাড়ীতে আগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বংশধর। ঐ ব্রাহ্মণ পঞ্চক যে আদিশূরের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছেন, দান লইয়াছেন, দক্ষিণা লইয়াছেন, ভোজন করিয়াছেন, তাহা প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে। রাজা আদিশূর ও বল্লালসেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা আমরা যথা স্থানে দেখাইব।

তৎপর ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "ব্যাস সংহিতার বচনে শূদ্র জাতির মধ্যে নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধভাষ্ট, নামুনে দাস (কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র) গোপালকগণের অন্ন (অর্থাৎ আজ্যপক্কাদি) দূষিত হয় না।"

লেখক মহাশয় তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখ্যায় যে সত্যগোপন ও অসত্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। ছিঃ এমনই করিয়াই

ফলাইতে হয়! এমন অসদুপায়ে কি লোকচক্ষে ধুলি দিবার চেষ্টা
! এমন হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি সাধারণকে প্রতারিত
। করা কর্ত্তব্য!

বিদ্যানিধি মহাশয়ের জাল ব্যাস-সংহিতার বচনের ব্যাখ্যায় দেখিতেছি--
মিত্র, অর্দ্ধভাগী, লাঙ্গুলে দাস (কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র) গোপালক
খাওয়া যায়! বিদ্যানিধি মহাশয় 'দাস' অর্থে 'কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র'
ইলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার 'সঙ্কল্প সংহিতা'
হ করিয়া থাকিবেন। ধন্য পাণ্ডিত্য! আমরা অনেকগুলি অভিধান সন্ধান
'দাস' অর্থে 'কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র' দেখিলাম না। পরাশর সংহিতায়
ত বচনটী লিখিত আছে :—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়োভোজ্যোবিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥
বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যোবিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥

২০।২১।২২।২৩ শ্লোক। ১১ অঃ।

াৎ দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে ব্যক্তি আত্ম সমর্পণ
ছ, শূদ্রের মধ্যে এই কয় জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্র কন্যা হইতে
ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দাস বলা যায়
সংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। শূদ্র কন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে যে
গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে
াজন করিতে পারেন। বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং
কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর্দ্ধিক (অর্দ্ধসীরী) বলিয়া জানিবে।
নিশ্চয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন।

আর্দ্ধিকঃকুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

২৫৩।৪ মনু।

অর্দ্ধসীরী আর্দ্ধিকঃ কুটুম্বী, ভূমিকর্ষক ইতি য উচ্যতে। গোপ
সম্বন্ধিশব্দৌ যে যস্য গাঃ পালয়তি স তস্য ভোজ্যান্নঃ। যশ্চাত্মানং নি
অহং তচ্ছরণঃ ত্বয়ি বিশ্রব্ধো বৎস্যামীত্যেবং য আত্মানমর্পয়তি সোঽপি ভে
(মেধাতিথি)।

আর্দ্ধিক ইতি। আর্দ্ধিকঃ কর্ষকঃ। সম্বন্ধি শব্দাৎ যে যস্য কৃষিং ক
ভোজ্যান্নঃ। এবং স্বকুলস্য মিত্রং যে যস্য গোপালো যো যস্য দাসো
নাপিতঃ কর্ম্ম করোতি যো যস্মিন্নাত্মানং নিবেদয়েত্তি দুর্গতিরহং ত্বতীয়সে
তৎসমীপে বসামীতি শূদ্রস্তস্য ভোজ্যান্নঃ। (কুল্লূকঃ)

অর্থাৎ যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের
যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে, ও যে যাহার ক্ষৌর ক
শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়; এবং যে যাহার নিকট আত্মস
নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

ইহাতে পাঠক মহোদয়গণ কি অনুমান করেন, জানিনা। বিদ্যানি
কিন্তু 'দাস' অর্থে 'লাঙ্গুলে দাস' ও 'কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র' বলিয়া
শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন। দাস শব্দের অর্থ কোন অভিধানেই লা
বা কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র লিখিত হয় নাই। আমাদের ধারণা ই
কায়স্থ বিদ্বেষমূলক কষ্টকল্পনা মাত্র। লেখক এইরূপ বিকৃত অর্থ করি
পণ্ডিতোচিত বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন কিনা পাঠকগণ তাহার বিচার
এইরূপ বিদ্বেষমূলক জাতি নির্ণায়ক পুস্তকের উপর আস্থা স্থাপন করা যা
কিনা তাহাও সুধীগণের বিবেচ্য। আমরা দেখিতে পাইতেছি প্রক্ষিপ্ত
ব্যাসসংহিতা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, নাপিতাদি শূদ্রের 'অন্ন' ব্রাহ্মণে
কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় ইহাতে লজ্জিত হইয়া অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণে
কথাটা লজ্জাজনক মনে করিয়া 'অন্ন' শব্দের বিকৃত অর্থ করিয়া বলিয়া
তিনি কয়েকখানি আধুনিক, অপ্রামাণিক, কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত এব
শ্লোক সমন্বিত পুস্তকের উল্লেখে বলিতেছেন—"কায়স্থগণের বিশেষ বি
জানিতে ইচ্ছা করিলে "আচার নির্ণয় তন্ত্র, শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, রাজাবলী ও কা
প্রভৃতি পুস্তক দেখা আবশ্যক।" প্রিয় পাঠক! পুস্তক কয়খানি হা
কিনা এবং কায়স্থ বিদ্বেষপ্রসূত কিনা, তাহার বিচার করিবেন। তিনি
ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। করিলে সম্ভবতঃ তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির ব্যা
যাহা হউক লেখকের সে সাহসের অভাব হইলেও আমরা আজ বিনীতভা

নুরোধ করিতেছি, আপনারা বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহৎপরাশর, শুক্রনীতি
হিতা, মনুসংহিতা, বৈজয়ন্তী ধৃত ব্যাস-বচন, মহাভারত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি
ঠ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন বিদ্যানিধি মহাশয়ের কায়স্থকে
লিবার ইচ্ছা সফলিত হইয়াছে কিনা! ফলতঃ প্রামাণিক কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই
ক শূদ্র বলেন নাই।

ৎপর বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন :—"এই শ্লোক দ্বারা (নাপিতান্বয়-
) প্রমাণ হয় যে, ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য কায়স্থ ব্যতীত অন্যের হইবার বিশেষ
র ছিল না। কারণ শূদ্রদত্ত কাঁচা বস্তু পক্কান্নরূপে, পক্ক বস্তু উচ্ছিষ্ট বলিয়া
ণিত হয়।" ইহাও বার্দ্ধক্য নিপীড়িত বিদ্যানিধি মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কের
চিন্তাপ্রসূত বিষময় ফল। লেখক বলিয়াছেন "কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতির
র ভৃত্য হইবার অধিকার ছিল না।" ইহা যে তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে
করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রমাণ না পাইলে
মুখের কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। নাপিত, গোপ, দাস প্রভৃতির ভাত
ার কথা প্রকাশ হইলে পাছে, সাধারণের নিকট হেয় হইতে হয়, সেই
বুঝি প্রকৃত কথা গোপন করত সম্বন্ধনির্ণয়কার ব্রাহ্মণের প্রতিপালক কায়স্থকে
পরিণত করিয়া পাচক খাড়া করিয়া, কায়স্থ-পাচিত আজ্যপক্ক আহার্য্যের
প্রকাশ করিয়াছেন। 'পক্কবস্তু যে উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়' বলিয়াছেন
কোন্ শাস্ত্র সম্মত তাহা'ত বুঝিলাম না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার শব্দ জ্ঞানও
যথেষ্ট দেখিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যিনি সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া
ানিধি হইয়াছেন, তিনি উচ্ছিষ্ট শব্দের জ্ঞানগোচরে অর্থ বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।
হার্য্য অশন না করা পর্য্যন্ত 'উচ্ছিষ্ট' হয় না। উচ্ছিষ্ট শব্দের অর্থ অভিধানে
খিতে গাই—ভুক্তাবশিষ্ট, এঁটো। মেধাতিথি বলেন—"পাত্রস্থমন্নমাস্যস্পর্শ-
ত মুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।" অর্থাৎ পাত্রের অন্ন মুখে দিলেই উচ্ছিষ্ট হয়, নচেৎ নহে।
হার্য্য হবিষ্যান্নই হউক আর গোধূমচূর্ণ চক্রাকারে ঘৃত ভাজিতই হউক, ব্রাহ্মণেরই
উক আর নাপিত, গোপ, দাস, অর্দ্ধসীরিরই হউক যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা মুখে না
ঠিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হইবে না। সুতরাং সম্বন্ধনির্ণয়কারের "শূদ্রদত্ত
চা বস্তু পক্কান্নরূপে, পক্ক বস্তু উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়" এ কথার কোন
ল্য দাই। লেখকের মনে করা উচিত ছিল, উচ্ছিষ্ট বলিতে ভুক্তাবশেষ এটোকেই
ঝায়। যতক্ষণ আহার্য্য মুখে না দেওয়া যায় ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট হয় না। মনু
লেন :—

অভোজ্যান্নন্তু ভুক্ত্বান্ন' স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ॥

১৫৩।১১ মনু।

"* * * দ্বিজাতিস্ত্রীনামুচ্ছিষ্টং শূদ্রোচ্ছিষ্টং বা ভুক্ত্বা এতদেব কুর্য্যাৎ। তথা ক্রব্যাদশূকরোষ্ট্রাণামিত্যাদিনা যদ্বিশেষ আয়শ্চিত্তং তন্নিষিদ্ধমাংসং ভুক্ত্বা ইদমেব কুর্য্যাৎ। (কুল্লূকের টীকা)

অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে, অভোজ্যান্ন ভোজনে এবং অভক্ষ্যমাংস ভক্ষণে দ্বিজগণ সপ্ত দিবারাত্র যবের ঘাউ পান করিবে।

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পক্কান্নং বিদ্বান্ শ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদমৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥

(২২৩।৪ মনু)

অবিশেষেণ শূদ্রান্নং প্রতিষিদ্ধং তস্যেদানীং বিশিষ্টবিষয়তোচ্যতে। অশ্রাদ্ধিনং শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞ শূন্যস্য শূদ্রস্য শাস্ত্রবিদ্দ্বিজঃ পক্কান্নং ন ভুঞ্জীত। কিন্ত্বন্নান্তরভাবে সতি এক রাত্র নির্ব্বাহোচিতমামমেবান্নমস্মাদ্গৃহ্ণীয়াং নতু পক্কান্নম্।

অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞ হীন শূদ্রেরও পক্কান্ন খাইবেন। কিন্তু অন্য অন্নের অভাবে একরাত্রি নির্ব্বাহোচিত আমান্ন (অপক্ক অন্ন) শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিৎ ব্রজেৎ।

৫৬।২ মনু।

অজ্ঞানাদ্বস্তুভুঞ্জীত শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রোপবিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি॥

আপস্তম্ব।

সম্বন্ধনির্ণয়কারের দেখা উচিত ছিল যে, মনুর ২৫৩।৪ শ্লোকের 'অন্ন' শব্দ, ২২২।৪ শ্লোকের 'পক্কান্ন' শব্দ এবং ১৫৩।১১ শ্লোকের 'উচ্ছিষ্ট' শব্দ দ্বারা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে—অন্ন অর্থে পক্কান্ন বা পক্কান্ন অর্থে অন্ন বুঝাইতেছে না। আর শূদ্রের পক্কান্ন শ্রাদ্ধকারী [illegible] দ্বিজ খাইতে নিষেধ, কিন্তু মূর্খ অশ্রাদ্ধীয় দ্বিজের খাইতে দোষ নাই।

আপস্তম্বের উল্লিখিত শ্লোকের উচ্ছিষ্ট শব্দের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিদ্যানিধি মহাশয় উহার অর্থ অবগত হইতে পারিতেন। এবং দেখিতে পাইতেন

ৎ কাঁচা বস্তু পক্কান্ন নহে কিম্বা পক্কান্নও উচ্ছিষ্ট নহে। শূদ্রের
ন্ত করিতে হইবে কিন্তু পাকযজ্ঞসম্পন্ন শূদ্রের পক্কান্ন শাস্ত্রবিদ্
রন। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন যে, নাপিতাদির অন্ন
প হয় না। চাউল রন্ধন করিলেই অন্ন হয় সুতরাং পক্কান্ন
কচুরী হইবে, ভাত হইবে না তাহা সম্বন্ধনির্ণয়কার কোথায়
ল্লেখ করিলে সাধারণের বোধগম্য হইত।
ীত অন্যের হইবার বিশেষ অধিকার ছিল না। কারণ শূদ্রের
রূপে, পক্ক বস্তু উচ্ছিষ্টরূপে পরিগণিত হয়।" সম্বন্ধনির্ণয়কারের
ছি, তিনি কায়স্থকে এখানে শূদ্র বলেন নাই। কারণ স্বীকার
কাঁচা পাকা অন্ন আহার করা যায় না, কিন্তু কায়স্থের অন্ন
লেখক শূদ্রের কাঁচা পাকা অন্ন খাওয়া নিষেধ করিয়াছেন,
তীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত পক্ক রসগোল্লাদি অশন করিয়া উদর
শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন বলিতেন কি না, প্রকাশ করা তাঁহার
ক জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন, "ভৃত্য কায়স্থ ব্যতীত অন্যের
ার ছিল না।" কিন্তু তিনি এই উক্তিতে যে শাস্ত্রানভিজ্ঞতার
াহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র কিন্তু ভৃত্যত্বের হস্ত হইতে কাহাকেও
কারণ আমরা দেখিতে পাই :—

ত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
যোক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু ॥
ত্য পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
মিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্ যদা কথিতানিচ ॥
া চতুর্ভিঃ কণকং পরীক্ষতে তুলাঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
থা চতুর্ভি ভৃতকং পরীক্ষতেশ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥

ণে আমরা দেখিতে পাই, আজ কাল বঙ্গদেশে ভৃত্য দ্বারা পূর্ণ।
ন ভৃত্যত্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, তাহা'ত বুঝিতে
াধ্যক্ষ ও গুরু পুরোহিতেরও ভৃত্যত্ব হইতে খারিজ হইবার উপায়
মহাশয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে
র জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণ
কেও ভৃত্য না বলিয়া কেবল কায়স্থ পাঁচজনকে ভৃত্যবলিয়া লেখক
স্থ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কায়স্থগণ স্বখে সুভৃত্যত্ব

স্বীকার করেন নাই,—সভার ভাটই মুখের কথায় ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে
কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণে দেখা যাইতেছে পুরোহিতেরাও ভৃত্য। সুতরাং ইহা নিঃসং
বলা যাইতে পারে যে সভাসমাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক যদি ভৃত্য না হয়েন, তাহা হ
তাঁহাদের সহযাত্রী কায়স্থগণও ভৃত্য নহেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবস

গৌড়-কাহিনী।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাস্থান গড়ের যুদ্ধ।

যে সময় মহারাজ মহীপালদেব ভীম ও দিব্যকের হস্তে বন্দী হইয়া প্রাসাদ
বজরায় নীত হইয়াছিলেন, সেই সময় মহাস্থান গড়ের প্রায় এক ক্রোশ উত্ত
স্থানে নাগর, গঙ্গা ও করতোয়া সম্মিলিত হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে,
একখানি ক্ষুদ্র বজরা নৈশ অন্ধকারের আবরণে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের তল
তীরলগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিল। বজরার অভ্যন্তরে তিনজনমাত্র আ
তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত নিদ্রাগত হন নাই। বজরার মধ্যে তাঁহারা নীরবে ব
ছিলেন, যেন গভীর চিন্তায় সকলেই মগ্ন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত
গিয়াছে। তৃতীয় প্রহরও অতীত প্রায়। জগৎ সুপ্ত—চতুর্দ্দিক নীরব।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা অদূরে গঙ্গানদী মধ্যে বহু সংখ্যক
পতন-শব্দ বজরার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন বজরার আরোহীগণ সে
চিত্তে যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া ব্যাপার কি
বার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান
হইল না। কারণ অত্যল্প কাল মধ্যেই দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক তরণী
সেই সঙ্গম স্থানে আসিয়া মিলিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ
গিয়াছিল। নাবিকগণ বৃষ্টি-সিক্ত ও দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিয়ৎকাল বিশ্রামের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ
লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রগামী পথপ্রদর্শক নৌকার অভ্যন্তর হইতে এক ব্যক্তি

লিয়া উঠিল "নাবিকগণ! রাত্রি আর অধিক নাই। প্রভাতের এক প্রহরমাত্র
এই সময়ের মধ্যেই আমাদিগকে মহাস্থান দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে।
ন দুর্গের প্রহরী ও সৈনিকগণ জাগরিত হইবে। তখন আমাদের উদ্দেশ্য
হইবে না। তোমরা পরিশ্রান্ত হইয়াছ সত্য, কিন্তু আর অল্পপথ মাত্র অবশিষ্ট
তোমরা দ্রুতবেগে নৌকা চালনা কর। আর এক দণ্ড মধ্যে আমরা
গ দুর্গ আক্রমণ করিব। উষার রক্তিমরাগ পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বেই
গকে দুর্গে প্রবেশ করিতে হইবে।"

মাদের পূর্ব্ব কথিত বজরার একজন আরোহী বক্তার স্বর শুনিয়া কিছু
ান্বিত হইল; কারণ স্বর তাহার সুপরিচিত। তখন সেই আরোহী চুপি-
াহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলেন "দেখিতেছি, হরিপাল স্বয়ং নৌবহর লইয়া মহাস্থান
াক্রমণের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে,—বোধ হয় ভীমের কারাবোরোধের প্রতিশোধ
চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে গোপনে মিশিয়া মহাস্থান দুর্গে পৌঁছালে বোধ হয়
গোলযোগে সহজেই অন্ধকোট হইতে কুমার রামপালকে উদ্ধার করা যাইতে
।" বজরার অপর আরোহীদ্বয় বক্তার সহিত একমত হইলেন, এবং অবিলম্বে
মিলিয়া নিঃশব্দে বজরা খুলিয়া অগণিত নৌকাসমূহ মধ্যে অন্যের অলক্ষিতে
য়া গেলেন।

পাঠক, বজরার আরোহীগণের মধ্যে যিনি বক্তা, তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত
রেশ্বর, এবং অপর আরোহীদ্বয়—কুমার শিবরাজ ও কুমার সুবর্ণদেব। তাঁহারা
লোকনাথের ভগ্ন মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কুমার শূরপালদেব ও কাহ্নুর
ক অঙ্গরাজ্যাভিমুখে বিদায় করিয়া দিয়া কুমার রামপালদেবের উদ্ধারাশায়
য় মহাস্থান গড়ের দিকে আসিতেছিলেন। কিয়দ্দূর আসিবার পর তাঁহারা
ীগঙ্গার একটী বন্দরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় নৌকা ক্রয়-বিক্রয়
তছে। তাঁহারা সেই বন্দর হইতে একখানি ক্ষুদ্র বজরা ক্রয় করিয়া তাহাতে
জনে আরোহণপূর্ব্বক নদীপথে অতি সংগোপনে মহাস্থানাভিমুখে আসিতে-
লন। দিবসে কোন জঙ্গলের পার্শ্বে লুক্কাইত থাকিয়া রাত্রিযোগে নৌকা
াইয়া আসিতেছিলেন। এই প্রকারে কয়েকদিন পর অদ্য রজনীতে হরিপাল-
লিত নৌবাহিনীর আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গঙ্গা করতোয়া-নাগর-সঙ্গমে আগমন
রিলেন। এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইল। তখন তাঁহারা তাঁহাদের
রাখানি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে তীরলগ্ন করিলেন। ক্রমে বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত
য়া গেল।

অতঃপর তাঁহারা কি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় দৈবক্রমে হরিপালের নৌবাহিনী তথায় সহসা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা দ্বিধা না করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, সেই নৌবাহিনীর সহিত সুকৌশলে মিলিত হইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও একদণ্ড কাটিয়া গেল। সেই বজরা সনাথ নৌবাহিনী নক্ষত্র বেগে ছুটিতে ছুটিতে মহাস্থানগড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপর হরিপাল কতকগুলি নাবিককে জলপথ অবরোধের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সমগ্রবল সঙ্গে লইয়া, সেই ঘোরান্ধকারময় নিশিথে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দুর্গ প্রাচীরের উত্তরপূর্ব্ব তোরণ পথের সন্নিকটে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই তোরণ পথের নাম 'সাগরদ্বার'। সাগর দ্বারের একপার্শ্বে কালীদহ সাগর, অপর পার্শ্বে সুদূর-চক্রবালচুম্বী শ্রোতস্বিনী করতোয়া দুর্গপ্রাচীরকে দুইদিক সলিল পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সলিলদ্বয় মধ্যে তোরণপথ একটী যোজক সদৃশ এবং সেই যোজকের একপ্রান্তে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় দুর্গ প্রাচীরের সমুচ্চ কোণ সমুত্থিত হইয়াছে। সেই কোণের উপরিভাগে শান্ত্রীগণ অবস্থান করিয়া শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। দুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগ স্বভাবতই জঙ্গলময়। তাহাতে আরোহণ করা একান্তই কষ্ট-সাধ্য। হরিপাল সেই কঠোর দুর্গমস্থানে তোরণের অনতিদূরে, অতি সাবধানে ও সুকৌশলে একে একে পঞ্চবিংশতিজন সৈন্য অবরোহণ করাইলেন। তখন দুর্গ-তোরণের প্রহরীরা নিদ্রায় অচেতন। ঊর্দ্ধে শান্ত্রীগণ সুখশয্যায় শায়িত। আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে। একটু একটু বৃষ্টি তখনও পতিত হইতেছিল। অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। অদূরে উচ্চশীর্ষ গোবিন্দ-মন্দিরকে সেই ঘনীভূত অন্ধকারে সমাধি-বিভোর ধ্যানমগ্ন যোগীপুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সমগ্র মহাস্থান গড় সুপ্তিমগ্ন—সমগ্র জগৎ শব্দহীন। সুচতুর হরিপাল সুযোগ নষ্ট করিলেন না। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে অনুচ্চস্বরে তাঁহার পশ্চাদনুসরণের আদেশ দিয়া সেই পঞ্চবিংশতি জন সৈন্যসহ কোথায়ও বসিয়া, কোথায়ও বা দাঁড়াইয়া, কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ধারণ করিয়া, কখনও হস্তপদ সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে দুর্গ প্রাচীরের গাত্র অবলম্বনে তোরণপথের দিকে প্রসারিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তোরণপথে প্রহরীগণের সন্নিকটে উপনীত হইলেন। প্রহরীগণ তখনও নিদ্রিত। হরিপালের ইঙ্গিতে তাঁহার অনুচরগণ সেই নিদ্রিত প্রহরীগণকে অতর্কিতভাবে বন্দী করিয়া ফেলিল। তারপর, তথায় পাঁচজন উন্মুক্ত কৃপাণধারী সৈনিককে বন্দীভূত প্রহরী

র পাহারায় নিযুক্ত রাখিয়া এবং বন্দীগণের মধ্যে কেহ কোন প্রকার শব্দ করিলে
ণাৎ তাহার শিরচ্ছেদের আদেশ দিয়া, তাঁহারা নিমিষ মধ্যে তোরণ সমীপে
স্থিত হইলেন। প্রহরীরা প্রাণভয়ে কোন প্রকার শব্দ করিতে সাহসী হইল না।
তোরণদ্বার দুর্গের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। হরিপাল তোরণদ্বার ভাঙ্গিবার
না করিয়া সঙ্গী সৈন্যগণসহ তোরণ পার্শ্ব দিয়া দুর্গপ্রাচীরে আরোহন করিতে
গলেন। এবং অবিলম্বে দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ
লেন। তখনও চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা
র্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন কোথায়ও কেহ জাগিয়া নাই এবং
হাদের গতিবিধি তখনও কেহ লক্ষ্য করিতেছে না। তাঁহারা ধীরে ধীরে তোরণ
রর নিকটবর্ত্তী হইয়া তোরণের কপাট হইতে সুদৃঢ় অর্গল সবলে অপসারিত
রিলেন এবং দৃঢ়হস্তে সেই প্রকাণ্ড দ্বার ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। প্রবল
কর্ষণে তোরণ কপাট সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল।

তোরণ উদ্ঘাটনের শব্দে ঊর্দ্ধে শান্ত্রীদল জাগরিত হইয়া উঠিল এবং সহসা সেই
ব্দর কারণ নির্ণয় করিতে না পাইয়া একজন তোরণপথের দিকে প্রধাবিত
ইল। কিন্তু তাহাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না—অর্দ্ধপথেই বিপক্ষ
ক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া "শত্রু! শত্রু!" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূমিতে
তিত হইল। তখন অবশিষ্ট শান্ত্রীগণ উচ্চনাদে বিপদের সঙ্কেত সূচক শঙ্খধ্বনি
রিয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই ভীষণ ধ্বনি দুর্গের দূরতম প্রদেশ
র্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। হরিপাল দেখিলেন, আর ভীষণ যুদ্ধ ব্যতীত দুর্গ অধিকার
রিবার অন্য উপায় নাই। তখন তিনি উচ্চশঙ্খধ্বনি করিয়া নৌকামধ্যস্থ
সন্যদলকে উদ্ঘাটিত তোরণপথে দুর্গপ্রবেশের সঙ্কেত করিলেন। এবং তাঁহার
ঙ্গী সেই বিংশতিজন সাহাসী সৈনিককে লইয়া উদ্যতবর্শাহস্তে দুর্গকোণস্থ শান্ত্রী-
ণের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। শান্ত্রীগণও ত্বরিতগতিতে মশাল জ্বালিয়া অস্ত্র-
ারণ পূর্ব্বক আত্ম রক্ষার উদ্যোগ করিল। হরিপাল সঙ্গীগণ সহ শীঘ্রই শান্ত্রী
লের সম্মুখীন হইলেন। শান্ত্রীগণ সংখ্যায় অত্যল্প ছিল। দেখিতে দেখিতে
তাহারা সকলেই একে একে বিপক্ষের খড়্গাঘাতে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিল।
ইতিমধ্যে হরিপালের অবশিষ্ট সৈন্যদল লম্ফ দিয়া নৌকাসমূহ হইতে তোরণের
সম্মুখভাগে অবতরণ করিতে লাগিল, এবং পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় উন্মুক্ত তোরণ
পথে দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। অপর দিকে শান্ত্রীগণের শঙ্খধ্বনিতে জাগ্রত
হইয়া দুর্গের অপর কোণত্রয়ের শান্ত্রীগণও ঘন ঘন বিপদ্ সূচক শঙ্খধ্বনি করিতে

লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গাভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রা জাগিয়া উঠিল। শত শত মশাল ও আলোক মালা প্রজ্বলিত হইল। সেই আলোক মালার সাহায্যে দুর্গ মধ্যস্থ সৈনিকবৃন্দ তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিল, এবং যে তোরণের দিকে সর্ব্ব প্রথম বিপদ্‌বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

হরিলাল যখন দেখিলেন যে আর সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তখন বৃথা সময় নষ্ট করা সমীচীন বোধ করিলেন না। সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া আবেগ-ময়ী ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"বন্ধুগণ, আর যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পশ্চাৎপদ হইলেও নিস্তার নাই। সম্মুখে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মৃত্যু। পশ্চাৎপদ হইলে কেবল নিজেরই মৃত্যু। তোমরা বীরপুরুষ। বহুযুদ্ধে তোমরা অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজেদের বীর নাম সার্থক করিয়াছে। এক্ষণে পুনরায় তোমাদের সেই স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদর্শনের সময় আসিয়াছে। অতএব, বন্ধুগণ, শত্রুরা সমবেত হইতে না হইতেই, এস, সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলি।" এই বলিয়া দীর্ঘ খড়্গ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বিকট চীৎকারে দিগন্ত কম্পিত করিয়া বীরবর হরি অকুতোভয়ে সবেগে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে ও সাহস পূর্ণ কার্য্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার সৈনিকগণ উচ্চ নিনাদে জল স্থল নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে বিপরীত মুখগামী প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় উভয় সৈন্যদল পরস্পরের উপর আপতিত হইল। তখন যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। কাহারও স্কন্ধদেশ খড়্গা-ঘাতে দেহ হইতে খণ্ডিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতেছে। কাহারও বক্ষঃস্থল ভীষণ বর্শাঘাতে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে এবং সে গভীর আর্ত্তনাদ সহকারে প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে। কাহারও এক হস্ত ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তখনও সে অন্য হস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছে। রুধির স্রোতে মেদিনী ভাসিয়া যাইতেছে। মৃত, মুমূর্ষু ও আহতের দেহ মিলিয়া স্তূপাকার হইয়া যাইতেছে। আর সেই স্তূপাকার দেহগুলিকে নির্ম্মমভাবে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া সেই যুদ্ধমান ব্যক্তিগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু এরূপ ভীষণ যুদ্ধ অধিকক্ষণ চলিল না। ভীমের কার্য্যবারোধের পর দুর্গ নায়ক শূন্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ কোন প্রকার আক্রমণের জন্য সৈনিক কি সেনানী-গণ কেহই প্রস্তুত ছিল না। সহসা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা

কটা স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধের প
তাহারা দেখিতে পাইল যে তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যশ্রেণী
গত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং ভীষণ বেগে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইতেছে,
, এই আকস্মিক যুদ্ধের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অনেকেই পৃষ্ঠ ভ
আরম্ভ করিল। সেই সময় হরির সৈন্যগণ আর একবার ভীষণ বেগে
মণ করিল এবং সেই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গরক্ষী
দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্গের পশ্চিম দিকস্থ তাম্রদ্বার ও সিংহদ্বারের দিকে
গত হটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল যে জয় লাভের আশা
পরাহত, তাহারা দ্বার দ্বয় উন্মুক্ত করত নিজ নিজ প্রাণ লইয়া দুর্গের
রে পলায়ন করিল। আক্রমণকারী সৈন্যদলের কেহ কেহ দুর্গের বাহির
ন্ত সেই পলায়মান সৈনিকগণের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক উন্মুক্ত কৃপাণ ও উদ্যত
ঘাতে অনেক দুর্গরক্ষী সৈন্যকে নিপাতিত করিল। অবশিষ্ট দুর্গরক্ষী সৈন্যদল
হইল।

হরি যখন দেখিলেন যে দুর্গ আয়ত্ত হইয়াছে, তখন তিনি—স্বীয় সৈন্যদলকে
হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত করিয়া দুর্গ প্রাচীরে, তোরণে ও কারাগারে প্রহরী
ন করিলেন এবং দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত গৃহাদি অধিকার করিয়া সৈন্যগণ ও
চারীগণের প্রতি আবশ্যকীয় আদেশ দিয়া বিশ্রামার্থ স্বীয় বজরায় প্রস্থান
লেন।

তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণের লোহিত রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্ধকাররাশি
ন্তের বুক হইতে প্রায় সরিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গিয়াছে।
কাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বকীয় গাঢ়-নীলিম-করতোয়া-বক্ষে প্রতিফলিত
রিতেছে। প্রভাতবায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া দ্বারে দ্বারে আরাম বিতরণ
রিয়া ফিরিতেছে। নিশিথের সেই ভীষণ রণনাদ ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা যেন কোন্
ক্ত মন্ত্রবলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে আবার গভীর নিস্তব্ধতা
রিয়া আসিয়াছে। যেন বিগত রজনীর সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধ ব্যাপার একটা
রুণ দুঃস্বপ্নের রহস্য বিজড়িত ব্যঙ্গ মাত্র।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল্।

বঙ্গসমাজে কায়স্থ।

কায়স্থ জাতি চিরকালই একটী শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছে। যে জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরকালই প্রখ্যাত, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠবর্ণ-সম্ভূত তাহা নিঃসন্দেহ, তবে ইহারা স্ববর্ণোচিত উপনয়নচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া আজ বর্ণভ্রান্ত। জটাজুট সমন্বিত গৈরিক-বসন-পরিহিত রুদ্রাক্ষ মালাধারী কোন ব্যক্তিকে যেমন সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হয়; ডোর-কোপীন্ পরিহিত তুলসী মালাধারী কোন ব্যক্তিকে যেমন বৈরাগী বলিয়া ধারণা করা যায়, তদ্রূপ উপবীতধারী কোন ব্যক্তিকে আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের যে কোন একটী বলিয়া লোকে ধারণা করে, অন্যথায় ঐ ব্যক্তি শূদ্র ব্যতীত আর কিছুই অনুমিত হয় না। ক্ষত্রিয়গণের আচার ব্যবহার, শাস্ত্রের রহস্য এবং জাতীয় রীতি নীতি প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিলেই বর্ণহারা কায়স্থগণের প্রকৃত বর্ণ নির্দ্ধারিত হইবে। সমস্ত গোল-যোগ মিটিয়া যাইবে।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যায় ব্রাহ্মণগণেরও উপনয়নসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল; যদি ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় ব্রাহ্মণগণ উহা পুনঃপ্রাপ্ত না হইতেন, তবে আজ উহাঁদেরও যে কায়স্থগণের ন্যায় এক পথের পথিক হইতে হইত সে বিষয়ে সংশয় নাই। কায়স্থ জাতির পরিচয় এপর্য্যন্ত কেহ জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। ব্রাহ্মণের পরেই তাহাদের স্থান সর্ব্ব সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, অথবা ব্রাহ্মণ কায়স্থ, যেন কায়স্থ ব্রাহ্মণে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। এই দুই জাতি আচারে ব্যবহারে তুল্য বলিয়াই মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতেই ইহাদের মধ্য আচার বিনয়াদি নবগুণ বিশিষ্ট কৌলীন্য হইয়াছিল এবং কৌলীন্য বিষয়ে একই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। এক সময়ে কায়স্থেরাও যেমন ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা কারক ছিল, তেমনি ব্রাহ্মণগণও কায়স্থগণের বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। এই জাতির মধ্যে ভারতের কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, কিছুদিন উপবীত হীনতা প্রযুক্ত শূদ্রত্বে অবনমিত হইলেও ইহারা অন্যান্য সকল জাতির উচ্চে ব্রাহ্মণের সমধর্ম্মা জাতি বলিয়াই খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কায়স্থ জাতি প্রকৃত পক্ষে কোন্ বর্ণ, এ প্রবন্ধে তাহার কোন প্রমাণ আবশ্যক করিতেছে না, কারণ এপর্য্যন্ত অনেক অনেক বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি নানাবিধ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণ করিয়াছেন, তবে দুই চারিটী সাধারণ প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের বর্ণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্যের অবতারণা করিব।

ক্ষণ দেখা যাউক, যদি ক্ষত্রিয় জাতির স্থান ব্রাহ্মণের কেবল নিম্নেই
ত হয়, তবে একমাত্র কায়স্থ ব্যতীত অন্য সকল জাতিই সেস্থান অধিকার
অযোগ্য, শুক্রনীতির বচনে ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ের স্থানেই কায়স্থের
য়াছে।

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্য কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

াৎ গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, শুল্কগ্রহণকারী বৈশ্য ও প্রতিহারীর
শূদ্র নিযুক্ত হইবে। এই শ্লোক হইতে কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়, এবং ইহারা
ী তাহাই বিশদরূপে প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষতঃ শূদ্র যে কায়স্থ ছাড়া
তি, এই শ্লোকে তাহা দৃঢ়রূপে সমর্থন করিতেছে। তাহা না হইলে কায়স্থ
ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের পূর্ব্বে কখনই লিখিত হইত না। নবদ্বীপাধি-
জা কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়ের স্থানে বরণ করিয়া
।

অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
বকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি সুধীঃ॥

তএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় তৎপক্ষে কোন আপত্তি
র নাই। কতিপয় শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের নিদান
্যা বিহীন হইয়া স্বকীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য, কায়স্থদিগকে ধোকা দিয়া
ব্যস্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। তাঁহারা বাঙ্গলার কায়স্থগণকে
ত বিহীন দেখিয়া বলিতেছেন—"তোমরা শূদ্র, বাঙ্গালা দেশে একমাত্র ব্রাহ্মণ
তদ্ব্যতীত সকলেই শূদ্র। তোমাদের বেদ বেদান্ত প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের জিনিসে
অধিকার নাই। আমরা যাহা বলিব, তাহাই শুনিবে, আমাদের সেবা
তোমাদের একমাত্র ধর্ম্ম" ইত্যাদি। শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন ধর্ম্মভীরু আত্মবিস্মৃত
জাতিও ব্রাহ্মণগণের ভিত্তি-হীন বাক্‌প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের চিরদিনের
র্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে। হায় কায়স্থজাতি! একমাত্র উপবীতহীনতা
তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিয়াও এ হেন আত্মবিস্মৃত! প্রতিকূলবাদিগণ
ণ কায়স্থগণকে পুনরুপবীত গ্রহণ করিতে দেখিয়া একেবারে হিংসাদগ্ধ হইয়া
গণের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিতেছে না; উপবীত কায়স্থ-
সহিত তাঁহারা যে কোন রকমের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে,

ফলতঃ শ্রেষ্ঠ কায়স্থজাতিকে আজ অন্যে শূদ্রই বলুক, অথবা যে কোন বিশেষণেই বিশেষিত করুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ নাই। স্বর্ণকে লৌহ বলিলেও তাহার উজ্জ্বলতা কখনই বিনষ্ট হয় না, মণিকে কাচ বলিলে মণির গৌরব কখনই জহুরীর নিকট হীন হয় না। কায়স্থজাতিকে যতই কেন নীচ বিশেষণে বিশেষিত করুক, তাহারা উচ্চ বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া উচ্চ জাতীয় স্বভাব-সুলভ প্রত্যেক বিষয়ে উচ্চত্বেরই পরিচয় দিবে; এ পর্য্যন্ত দিয়া আসিতেছে। মূর্খ এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণই কায়স্থগণকে উচ্চগুণ বিশিষ্ট দেখিয়া একেবারে হিংসানলে জর্জ্জরিত, তাই তাহারা কায়স্থের হীনত্ব রটাইতে ত্রুটী করিতেছে না। কোনও বিদ্বান নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তি কখনও কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহসী হন না। সমস্ত ব্রাহ্মণগণই যে আমাদের এই কার্য্যে খড়্গহস্ত, ইহা আমরা কখনই বলিতে পারি না। আজ বিদ্বান্ নিরপেক্ষ শূদ্রের যাজনে ঘৃণাবোধকারী ব্রাহ্মণগণ আমাদের এই লুপ্ত কার্য্যের সহযোগী না হইলে, আমরা কখনই একার্য্যে কৃতকার্য্য হইতাম না। তাঁহাদের চরণে আমাদের কোটী কোটী প্রণাম। বিদ্বেষী কূপ-মণ্ডুক কতককে আমরা বলিতেছি, তোমরা যদি কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহাদের অধিকারগুলি অনুধাবন করিতে না পার, তবে একবার বিস্ফারিত নেত্রে ভারতের চারিদিক তাকাইয়া দেখ, দেখিবে, সর্ব্বত্রই কায়স্থের জ্বলন্ত চিত্র সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। দেখ বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণ সকলেই যজ্ঞোপ-বীতধারী; বাঙ্গালার কায়স্থগণের জাতিগত ব্যবসা, আচার, ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেই সমস্ত সংশয় ঘুচিয়া যাইবে। যেমন "কানু ছাড়া গীত নাই, নিধু ছাড়া টপ্পা নাই।" সেইরূপ কায়স্থ ছাড়া কোন কার্য্যই নাই, এই জন্যই কায়স্থকে সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ বলা হইয়াছে।

ঐ দেখ—বিচারবিভাগে রমেশ, দ্বারকানাথ, চন্দ্রমাধব, সারদাচরণাদি। বিজ্ঞানে—জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি। সাহিত্যে—মধুসূদন, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার, কালী-প্রসন্ন, যোগীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। নাট্যে—গিরিশচন্দ্র, অমৃত, অতুল, অমরেন্দ্র প্রভৃতি। রাজনৈতিক—রমেশ দত্ত, লালমোহন, আনন্দমোহন প্রভৃতি। সৈনিক বিভাগে টোডরমল্ল, মোহনলাল, সুরেশাদি। গণিতে—প্রসন্নকুমার, এস্ সি বসু, কে পি বসু, কেদারনাথ বসু, শুভঙ্কর প্রভৃতি। ব্যবহার জীবগণের মধ্যে—স্যার রাসবিহারী সত্যেন্দ্র, বিনোদ, তারক পালিত, মনোমোহন প্রভৃতি। বীরত্বে মুকুন্দরাম রায়, কেদার রায়, লক্ষ্মণ, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি, যাঁহারা প্রবল মুসলমান শাসন গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াও জাতীয় স্বভাব সুলভ ক্ষত্রোচিত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদের গৌরবময় পুণ্যকাহিনী চিন্তা করিয়া দেখ!

। ক্ষেত্রে—স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য নর-
্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল। যিনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিমলজ্যোতি
করিয়া আমেরিকার কতশত খ্রীষ্ট নর-নারীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া
। বৈষ্ণব জগতে রামানন্দ, নরোত্তম, রঘুনাথ, বাসুদেব, গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর
যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎজ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া কতশত প্রধান পণ্ডিত
ণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ
ত মহাত্মার নাম প্রকাশ করিব, বিস্তৃতি আশঙ্কায় এ বিষয়ে বিরত রহিলাম।
াতিকে সর্ব্বগুণ বিভূষিত দেখিয়া কে না ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অম্লান-বদনে
করিবে? ইহারা শুধু মুখের কথায় শ্রেষ্ঠ হইতেছে না, ইহারা কার্য্যেই
দেখাইতেছে। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর প্রামাণ্য বেদ, পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত
সুবিখ্যাত গ্রন্থ আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ই ইহাদের শ্রেষ্ঠ
প্রমাণ করিতেছে। তবুও যাহারা কায়স্থ জাতিকে বর্ণ-জ্ঞান-বিহীন হীনা-
লিতে বাসনা করেন, তাহাদিগকে নিতান্ত কৃপাপাত্র ব্যতীত আর কি
াইতে পারে? শ্রেষ্ঠগুণই চিরকাল শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। জাতি
ই হউক, কিম্বা সমাজ বিশেষই হউক অথবা ব্যক্তি বিশেষই হউক,
ণ দ্বারাই তাঁহারা চিরকাল শ্রেষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। যদিও ইংরাজ
মণ্টের আমলে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর মুচি মেথর পর্য্যন্ত অনেকেই
, এম্-এ পাশ করিতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যার পরিচয় কায়স্থ জাতির
কোন্ জাতি দিতে সক্ষম হইতেছে? এমন কি বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও
ন কোন বিষয়ে ইহাদের সমকক্ষ আছে কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণ! তুমি ত
জান, একবার শাস্ত্রের পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখ, শূদ্র এবং কায়স্থে পার্থক্য
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যে কোন প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ কর না, সর্ব্বত্রই
য়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। তবুও তোমরা কায়স্থকে শূদ্র
্যস্ত করিতে যাইয়া কেন অবিবেচনার পরিচয় দিতেছে? তোমাদের মর্য্যাদা-
রী কায়স্থগণের শূদ্রত্বের সহিত তোমাদেরও পতন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কি
ামরা জ্ঞান-চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছ না?

ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য; কায়স্থের উন্নতির সহিত যে
হ্মণের উন্নতি এবং কায়স্থের অবনতির সহিত যে ব্রাহ্মণেরও অবনতি, কায়স্থ
হ্মণ এই দুইটী কথা পরস্পর যুগ্মভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, এই দুইটী
াতিই পরস্পর পরস্পরের যে কোন কার্য্যের সহকারী। এ কথা

অনেকেই বুঝেন না। এহেন কায়স্থের গৌরব নষ্ট করিয়া তুমি গৌরবান্বিত থাকিবে? তাহা কখনও মনে স্থান দিও না। কায়স্থগণ চিরকাল তোমাদের প্রতিপালক। তাঁহাদিগের উত্তম কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে বলিয়া তোমাদের অযথা অত্যাচার নিরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। কায়স্থগণের সহিত এরূপ আচরণে ভবিষ্যৎ তোমারাই হতমান হইবে। কায়স্থ যে গুণে তোমাদিগকে উচ্চাসনে বসাইয়া তোমাদের দাসানুদাস হইয়া সম্মান করিয়া আসিতেছিল, এখন তোমারা সে গুণগত ব্রাহ্মণ নও, তোমরা এখন জাতিগত ব্রাহ্মণ। গুণগত ব্রাহ্মণগণই কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণের নিকট সমাদৃত। জাতিগত ব্রাহ্মণ নয়। জজের ছেলে মূর্খ হইলেও যে সে জজের কার্য্য করিবে এবং জজের ন্যায় সম্মান পাইবে তাহা নয়।

প্রাচীন কালে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণাখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, কালক্রমে তাঁহাদেরই বংশধরগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করায় উহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। যদি কায়স্থগণ একমাত্র উপবীত বিহীন হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে শূদ্রত্বে খারিজ করিতে হয়, তবে তোমরাই, বা ব্রাহ্মণোচিত গুণবিহীন হইয়া কি বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে খারিজ না হইবে? একমাত্র সূত্রই যদি ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তবে কি বলিয়া সূত্রধারী অন্যান্য জাতিও ব্রাহ্মণ বলিতে খ্যাত না হইবে? মুটে-মুজুর হইয়াছ, পাচক সাজিয়াছ, জুতার দোকান করিয়াছ, মুচি, মাঝি, বেশ্যা প্রভৃতির কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতেছ, তবুও তুমি ব্রাহ্মণ, তবে অব্রাহ্মণ কে? এখন কায়স্থগণ, উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করে তাহাদের বাটীতে আসিতে ভয় পাইতেছ! কিন্তু যখন স্কট্‌টম্‌সনের সোডা ওয়াটারে রসনার পরিতৃপ্তি সাধন কর, তখন কিছুমাত্র ভয় হয় না! তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া এখন শুধু ইহাই মনে হয়, একমাত্র অর্থ পাইলেই তোমরা যে কোন মনুষ্যের অকরণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার। কায়স্থগণ কোন অশাস্ত্রীয় এবং তাহাদের অকরণীয় এমন কোন কার্য্য করিতেছে না, যাহার জন্য আজ তোমাদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিতে হইবে। পবিত্র কায়স্থ জাতি তাহাদের জাতীয় প্রলুপ্ত সংস্কার উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে অশৌচ পালন করত শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, এই বেলা তোমরা অযথা অভিমান ছাড়িয়া দেও। যদি ব্রাহ্মণ সাজিতে ইচ্ছা কর, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিকে পুনরায় চিনিতে চেষ্টা কর। নিজেরাও উপযুক্ত হও, শৌচাচারী হও, তপ জপ পরায়ণ হও, বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, বেদাধ্যায়ী]

সমাজ তোমার পায়ে পড়িবে, নতুবা কিছুতেই সম্মান পাইবে না।
আর কেঁদে সোহাগ কখন হয় না।
স কালবশে আমরা শূদ্রাচারী থাকিয়া তোমাদিগের বাক্ প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ
মাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তোমরাও যেমন 'মতে গুরু'
মরাও তেমনি 'চোতে শিষ্য' ছিলাম। এইক্ষণ আমরাও আমাদের ভ্রম
করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছি; তোমরাও ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত
হইবার চেষ্টা কর, ভূদেব! তুমি সর্ব্ব বিষয়েই কায়স্থগণকে অধীন রাখিতে
তাহারা বিবাহাদিতে দাসদাসী পড়িবে না, তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া
বলি কায়স্থগণ কি তোমাদিগকে কোন সময়ে দাসখত দিয়াছিল?
যে গুণে ইহারা তোমাদের নিকট আপনা হইতে বাঁধা পড়িয়া ছিল, সে
ক্ষণ তিরোহিত হইয়াছে, তবে আর অনর্থক এদুরাশা কেন?
ারা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা অবশ্যই স্বকীয় উন্নতির একমাত্র হেতুভূত
াতির ন্যায্যকার্য্যে বাধা না দিয়া বরং পোষকতাই করিয়া থাকেন। কায়স্থ-
াহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আসিতেছে, এবং করিবে। আজকাল
অজ্ঞ এবং পবিত্র ধর্ম্মে আস্থাশূন্য কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের উপযুক্ততার দিকে
লক্ষ্য না করিয়া ভট্টাচার্য্যের পত্র আড়ালের ন্যায় যাহার তাহার দ্বারা পূজা
া থাকেন। আরাধ্য দেবতাগণ যেন তাহাদের নিকট ক্রীড়নক পুত্তলিকা
হইয়াছে। দেব দেবীগণের পবিত্র ভাবে পূজার প্রতি আদৌ আমাদের
াই। শুধু শূদ্রাচারের সহিতই যে আমাদের এইরূপ দেবভক্তি এবং গুণধর
হিত জুটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়। তাই বলিতেছি, হে উপনীত ক্ষত্রিয়াচারী
গণ! তোমরা ক্ষত্রিয় বর্ণ হইয়া কাল প্রভাবে শূদ্রাচারী হইয়াছিলে, এইক্ষণ
য় ভ্রম সংশোধন করিয়াছ ও করিতেছ। তোমাদের মধ্যে আশা আকাঙ্খা দেখা
ছে, অতএব এইক্ষণ নিজে উপযুক্ত পুরোহিত গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্র-
পূজাদি সম্পাদন করত দেব দেবীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হও। নতুবা শূদ্রযাজী
চারী পুরোহিতগণের দ্বারা কার্য্য করিলে উপবীত গ্রহণ সত্ত্বেও তোমাদের শূদ্রত্ব
বে না।
যত দিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত পুরোহিত গঠিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অপবিত্র
াচারী উপনয়ন-বিদ্বেষী পুরোহিতগণের দ্বারা উপবীত কায়স্থের পূজা অবশ্য
রিত্যজ্য। কায়স্থের উপবীত গ্রহণ ইহা শুধু ছেলে খেলা নয়। এই ক্ষত্রিয়
তির হস্তে সমাজের উন্নতি এবং অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

জাতির শূদ্রাচার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ব্রাহ্মণ শূন্য হইয়াছে, আবার তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইয়া হিন্দুত্বের নির্ম্মল-বারি-সহস্র ধারায় বর্ষিত হইবে। আবার দেশে দেবগণের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইবে। আবার তোমরা দেব-দেবীগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিবে। যেমন কায়স্থ রাজা বল্লালসেন আচার বিনয়াদি নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে কৌলীন্যালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শমদমাদি গুণ বিশিষ্ট আর্য্যগণকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এহেন ব্রাহ্মণই দেবার্চ্চনাদি করিয়া সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতেন। এহেন ব্রাহ্মণগণের গ্রাসাচ্ছনাদির ভার কায়স্থ মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত। প্রাচীন সময়েও এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ হইতেন।

পূর্ব্বকালে যখন একই বর্ণ চারি ভাগে বিভক্ত হইল, তখন আজকালকার কুলীন সম্প্রদায়ের ন্যায় কালক্রমে উক্ত বর্ণভেদ গুণ গত না থাকিয়া কেবল জাতি গত হইয়া পড়িল। এবং সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত মনুষ্যগণের ব্রাহ্মণ নামের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন নাম হইল। আর্য্য জাতির তিন বর্ণের মধ্য হইতে যিনি পূর্ণজ্ঞানী হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাকেই ঋষি বলা হইত। এহেন ঋষিরাই তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যে বর্ণ হইতে যিনি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই বর্ণের ঋষি নামে অভিহিত হইতেন। যেমন প্রবাহণ, জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাই তাঁহারা রাজর্ষি প্রবাহণ, রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত। এইরূপ ব্রাহ্মণ জাতির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত করা হইত। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋষিরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ইহা হইতে পাঠক, লক্ষ্য করুন, ব্রাহ্মণ আর্য্য জাতির যে কোন বর্ণ হইতেই হইতেন এবং ইহারাই সমাজে সংপূজিত হইতেন।

ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে ঐহিকের সুখ সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষত্রিয় রাজার প্রতিপাল্য এবং রক্ষিত হইয়া নিঃস্বার্থ পরায়ণ অবস্থায় সমাজের হিত চিন্তায় আত্ম-শক্তি নিয়োগ করিতেন। কোন সময়ে ত্যাগ স্বীকারে ব্রাহ্মণেরাই জগতে জলন্ত নিদর্শন ছিলেন। তাই সমাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ ঐহিকের শ্রেষ্ঠত্ব তুচ্ছ করিয়া তাঁহাদের চরণ প্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া ত্যাগীর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতেন। এখনও দেখিতে পাই এই বর্ণ-বিভাগের স্থলেও কোন নিম্ন বর্ণের লোকও ত্যাগ স্বীকার করিলে উচ্চ সমাজের কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির কত শত মহাত্মা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে ত্যাগ স্বীকার বিহীন বিষম স্বার্থ

ক্তকে কি বলিয়া সেই জগত পূজ্য ব্রাহ্মণ বলিব? ব্রাহ্মণেরাও বেদপাঠ
ায়স্থেরাও এইক্ষণ বেদপাঠ করেন না। ব্রাহ্মণেরাও চাকরি করেন,
চাকরি করেন। ব্রাহ্মণেরাও মৎস্য মাংসাদি তামসিক আহারে কলুষিত।
তাহাই। ব্রাহ্মণেরাও হ্যাট্, কোট্, জুতা, মোজা ব্যবহার করেন।
তাহা করেন। বরং কায়স্থেরা নিজের বৃত্তি ঠিক রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ
পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থের বৃত্তি যুগপৎ লাভ ও গৌরবজনক বোধে
করিয়াছেন। শুধু বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ব্রাহ্মণ
প অপবিত্রতা, ব্যভিচার, নীচ সংমিশ্রনাদি প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে
ণত্ববিহীন ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে?

গণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের
ছু যজ্ঞোপবীতের বিশেষ কোন মর্য্যাদা রহিল না এবং কোন প্রকারে
এই যজ্ঞোপবীত হইতে বিরত রাখিতে পারিলে বঙ্গের আচার ভ্রষ্ট বৈশ্যগণও
জ্ঞোপবীত গ্রহণে সাহসী হইবে না। এই জন্যই কায়স্থের যজ্ঞোপবীত
তক ব্রাহ্মণের এতটা আক্রোশ। একমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে ব্রাহ্মণগণ
তে কায়স্থেতর সকল জাতির উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব করিয়া আসিতে-
যাহার বলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ-বৈশ্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া পা
করিয়া রাখিয়াছিলেন আজ সেই যজ্ঞোপবীত অন্যের স্কন্ধে চলিল।
ই যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণ তাহাদের প্রকৃত বর্ণ, ধর্ম্ম,
বৃত্তি, মর্য্যাদা, অধিকার সমস্তই চিনিয়া লইতেছে। যাহাদিগকে এতদিন
মাড়াইলেও অনায়াসে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছিল। একমাত্র
বীত বলে আজ তাহাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইতে চলিল। ইহা কি সামান্য
র বিষয়। যে কুটনীতি বলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ
ও তাহাদিগকে পুনরায় শূদ্র বলিয়া পদতলে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল,
সেই কুটনীতি ব্যর্থ হইতে চলিল। যে কুটনীতি বলে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের
বিধানার্থ তাঁহাদের স্বজাতীয় বন্ধু বান্ধবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য
ছিল, আজ সেই কুটনীতি ব্যর্থ হইতে যাইতেছে, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের
।

এইক্ষণ আমি স্বজাতিবৃন্দকে সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, একমাত্র যে যজ্ঞো-
ত বিহীনতা হেতু আমরা ক্ষত্রিয় হইয়াও কিনা জঘন্য শূদ্রত্বে অভিহিত হইয়াছি;
, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সত্বর যজ্ঞোপবীতে সুশোভিত হইয়া কায়স্থ জাতি

শূদ্রত্বাপবাদ পরিহার করি, ভ্রাতৃগণ, দেখিতে পাইতেছ না চারিদিকে কত শত বিরোধীদলের সৃষ্টি হইয়া কায়স্থ সমাজকে ক্ষত বিক্ষত করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের কি আর চৈতন্য হইবে না? সিংহ কি কখন শৃগালের মুখব্যাদন সহ্য করিতে পারে। শরীরের কোন একটী স্থান ক্ষত থাকিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গেই তাহার যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তদ্রূপ সমাজ শরীরের কোন একটী উচ্চ স্থান ক্ষত অর্থাৎ শূদ্রাচারী থাকিলে সকলকেই তাহার বিষময় যন্ত্রণা সমভাবে সহ্য করিতে হইবে। অতএব কায়স্থ সমাজের ধনী, নির্ধনী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া পবিত্র কায়স্থ জাতির কলঙ্ক দূরীভূত করিতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। জাতীয় মর্য্যাদা বিহীন মানবের সংসারে বাস করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। জগতে একতা বিহীন জাতিই সকলের নিকট পদদলিত হয়। আমাদের নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতির সকলেই সশস্ত্র দণ্ডায়মান। এই স্থলে কি এইক্ষণ কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে হইবে? প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয়-শৌর্য্য বীর্য্যের কথা কি শূদ্রত্বের সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ভুলিয়া গেলেম? ভ্রাতৃগণ, ভাবিয়া দেখ 'বঙ্গ-সমাজে কায়স্থ' কোথায় উপস্থিত হইয়াছে। এস আমরা সমবেতভাবে আমাদের সমাজের স্বস্থানে উপবেশন করি।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

জনমিয়া শুভক্ষণে কপোতাক্ষ তীরে
বহা'লে সাহিত্যোদ্যানে যে স্নিগ্ধ মারুত
সম্ভোগিবে বঙ্গবাসী সে মলয়ানিলে
স্মরিয়া বদন তব চন্দ্রমা লাঞ্ছিত।
ধন্য ওহে কবিবর! লেখনী তোমার
বর্ষিয়াছ যাহা হতে অমৃতের ধারা
অবগাহি সে প্রবাহে বঙ্গনারীনর
অনিশ থাকিবে মগ্ন হ'য়ে আত্মহারা।

মন্দার-সুরভি-স্নিগ্ধ মলয়-অনিল
বহিছে কখন তব কাব্যোদ্যান মাঝে
কভুবা কোকিলা সহ সুস্বর কোকিল
কূজিছে কূজনে মৃদু চূতাশোক মাঝে।
কপোতাক্ষ! বহ তুমি মৃদু কলকলে
গাহিয়া মধুর কীর্ত্তি তরঙ্গ হিল্লোলে।

শ্রীঅমিয়বালা বসু।

কায়স্থ বিবাহ-পদ্ধতি।

...াহাদি বৈদিক সংস্কারের পূর্ব্বে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। উহা বিবাহ দিবসের ...ই করণীয়। যেহেতু বিবাহ, চূড়া প্রভৃতি আভ্যুদয়িক কর্ম্মে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ...ষ্ট সম্পাদন পূর্ব্বক স্বকীয় অভ্যুদয় কামনা করিতে হয়। সূর্য্য যেমন দিবসের ...গেই অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন, কৃতিও সেইরূপ পূর্ব্বাহ্নে পিতৃশ্রাদ্ধ দ্বারা স্বীয় ... কামনা করিবেন। ইহাই শাস্ত্রবিধি।

...দি বিশেষ কারণ বশতঃ বিবাহ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন না হয়, তবে ...বেলা বাদ দিয়া যে কোন সময়েও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়।

...ায়াহ্নের শেষ তিন মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধ করিবে না, কারণ তখন রাক্ষসীবেলা ঐ সময় ...র্ম্ম গর্হিত।

...ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনাদিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিলে প্রকৃত ...ারম্ভ হইলে যদি অশৌচপাত হয়, তাহা হইলে ঐ অশৌচ জন্য ঐ সকল কার্য্যের ...বন্ধক হইবে না, কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে অশৌচ পতিত হইলে কার্য্য বন্ধ ...।

...পুত্র কন্যার বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে পিতা বা খুল্লতাত তাঁহার পিতা, পিতামহ, ...পতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিণ্ডদান করিবেন। মাতা যদি ...াদান করেন, তবে তাহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না। গ্রহণ, সংক্রান্তি, বিবাহ ...ব্রত এই সকল কার্য্যে রাত্রে বৃদ্ধি ও দান করা যায়।

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, বা তাঁহার অনুমতিক্রমে ভ্রাতাদিও দান করিতে পারেন, পিতার অভাবে পিতামহ তদভাবে কন্যার ভ্রাতা, তদভাবে মাতুল, তদভাবে কন্যার মাতা, এবং তাঁহার অভাব হইলে সকুল্য বা স্বজাতীয় কেহ দান করিবেন।

সন্ধ্যোপাসনায়, হোম কার্য্যে, দেবর্চ্চনায় এবং বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে, "করু-ক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিতে নাই।

বিবাহ দিবসে কর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধানানন্তর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া যথাকালে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

নান্দীমুখ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নামান্তর মাত্র। ঐ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিবস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সংযম থাকা কর্ত্তব্য। যদি হবিষ্যান্ন সংযম ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ দিনে দুইবার স্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করত পবিত্র হইয়া খোলা কুশাদি, ধৌত তণ্ডুল ও অখণ্ড উপকরণাদি সংগ্রহ করিবে। কলার খোলার ডোঙ্গা পাঁচ গণ্ডা, ব্রাহ্মণের আসন ছয়খানা, থালি বার-খানা, পুষ্পপাত্র একখানা, কুশের ব্রাহ্মণ নয়টী, পবিত্র আটটী, ত্রিপত্র (মোটক নাই) পাঁচ গণ্ডা, হস্তকুশ চারটী, আস্তর (সমূল কুশার) সংগ্রহ করিবে। পরে কার্য্য-ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে গণেশের একটী, ষোড়শমাতৃকার ষোলটী, পিত্রাদির ছয়টী ও বাস্তুপুরুষাদির চারিটি, এই সাতাইশটি ভোজ্য, কলারপাতায় সাজাইয়া প্রত্যেক ভোজ্যে বাতাসা, রম্ভা, পান ও সুপারি দিবে।

পরে হস্তে কুশাদি লইয়া, "ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" শ্লোকপাঠ করত গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

কৃতি দ্বিহস্তে কুশাসনে উপবেশন করিয়া কুশ হস্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ এই মন্ত্র পড়িয়া তিন গণ্ডূষ জল গ্রহণান্তর আচমন করিবে। তিনবার করিয়া আচমন করিবে, "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিবাহে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ও নিজে হস্তস্থিত আতব চাউল পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনবার পাঠ করিবে ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যহং।

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিবাহে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্ম্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইহা তিনবার পাট করিয়া পূর্ব্ববৎ আতব চাউল বিকীর্ণ করত ব্রাহ্মণসহ তিনবার পাঠ করিবে। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিবাহে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণি "ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু"

তিনবার পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণসহ হস্তস্থিত চাউল বিকীর্ণ করিতে করিতে
"ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতা', ওঁ ঋদ্ধ্যতাং"। পরে যজুর্ব্বেদোক্ত স্বস্তি-

রিবে।
নাস্বাগণপতিং হবামহে। ওঁ প্রিয়াণাস্ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। ওঁ
নিধিপতিং হবামহে। বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ
াঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ
স্তি।
স্তবাচন পাঠ করিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ শ্লোক করিব—
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্মং
শাসন মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।
ওঁ তৎসৎ, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥
রে উত্তর মুখ হইয়া আতব চাউল গ্রহণপূর্ব্বক "কর্ত্তব্যেষু এষ কর্ম্মসু ওঁ
ভবন্তো ব্রুবন্তু—ইত্যাদি মন্ত্রে তিল, তুলসী ত্রিপত্র, গন্ধপুষ্প ও হরীতকী
তাম্রপাত্র লইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে।
ষ্ণুরোমদ্যামুকেমাসি অমুক রাশিস্থেভাস্করে অমুকেপক্ষে—অমুকতিথৌ, অমুক
অমুক দেববর্ম্মা অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেববর্ম্মণো বিবাহ কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং
পগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা বসোধারা সম্পাদনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক
হং করিষ্যে।
নশ্চ তিল ও তুলসী লইয়া অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুক
র্ম্মণো বিবাহ কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকং শুভ গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মাহং
ষ্য।
তদপরে ষোড়শোপচারে ষষ্ঠীদেবীর ও মার্কণ্ডেয়দেবের অর্চ্চনা করিবে। তৈল,
ল্ল, গুবাক, এবং লাড়ু (আনন্দলাড়ু) থাকিলে তাহাও ষষ্ঠীকে দিতে হয়।
"ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈনমঃ", মন্ত্রে পূজা করিবে ওঁ হ্রীঁ অনন্ত্যাভ্যাং নমঃ। ক্রম
ন্যাস, ও অঙ্গন্যাস করিয়া ষষ্ঠীর ধ্যান করিবে।
ষষ্ঠীরধ্যান—ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্॥
পট্টবস্ত্রপরিধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অষ্টার্চ্চিত সুতাং ষষ্ঠী মম্বুজস্থাং বিচিন্তিয়েৎ॥

প্রণাম—ওঁ জয় জয় জগন্মাতঃ জগদানন্দ কারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥
তৎপর মার্কণ্ডেয় পূজা—
"ওঁ নমো মার্কণ্ডেয়ায়" মন্ত্রে পূজা করিবে।
ধ্যান—ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
মার্কণ্ডেয়ং নরোভক্ত্যাং পূজয়েৎ প্রযতস্তথা॥
প্রার্থনা—চিরজীবি যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে
রূপবান, বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়াযুক্তশ্চ সর্ব্বদা
প্রণাম—মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থ সিদ্ধার্থ মস্মাকং বরদোভব॥

তদপরে অধিবাসীকে অর্থাৎ যাহার বিবাহ হইবে তাহাকে বামে চিত্রিত পিড়ির উপর উপবেশন করাইয়া, চন্দন লইয়া, গায়ত্রী পাঠ করিয়া "অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু" বলিয়া ঐ চন্দন নারায়ণে ভূমিতে ও বালকের কপালে স্পর্শ করাইয়া বরণ পাত্রে রাখিবে।

সকল দ্রব্যেই গায়ত্রী পড়িয়া "অনয়া, মহ্যা অস্য শুভাধিবাননমস্তু" পুনশ্চ অনেন গন্ধেন এবং অনয়া বিলিয়া ইত্যাদি প্রত্যেক দ্রব্য এইরূপে দিয়া বরণপাত্রে রাখিবে।

বরণপাত্রের দ্রব্য যথা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা) গন্ধঃশিলা (নুড়ি) ধান্য, দূর্ব্বা পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক পিটুলী নির্ম্মিত) সিন্দুর, শঙ্খ, রোচনা (গোরোচনা) অভাবে হরিদ্রা কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) দর্পণ, অলক্ত (আলতা) হরিদ্রা, গোমূত্র, লৌহ, চামর, দীপ খড়্গ, শ্রী (আগ) ইত্যাদি আক প্রভৃতি মাঙ্গল্য পদার্থ দ্বারা "অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেণ অস্য শুভাধিবাস নমস্তু" এইরূপে অধিবাস করাইয়া, পরে সর্ব্বদ্রব্য সহিত বরণপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ উদ্যন লোকান্ন রোচয় ইমান্ লোকান্নরোচয়, প্রজাভূতমরোচয়, বিশ্বভূতমরোচর। অনেন প্রশস্ত পাত্রেণ, অস্য শুভাধিবাসনমস্তু।"

এই মন্ত্রে নারায়ণ স্পর্শাদি তিনবার করাইবে। পরে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে, স্ত্রীদিগের বাম হস্তে লাল বা হলদে ৩।৫।৭ সুতা ৩।৫।৭ গাছ দূর্ব্বার সহিত বান্ধিয়া দিবে। তৎপরে শালগ্রাম আধারে গণেশ পূজা করিবে। এষঃ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ। এষঃ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। ইদং স ঘৃত সোপকরণ-মান্নভোজ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ।

ষোড়শমাতৃকা পূজা করিবে। ষোড়শ মাতৃকা—১। গৌরী, ২। পদ্মা,
। মেধা, ৫। সাবিত্রী, ৬। বিজয়া, ৭। জয়া, ৮। দেবসেনা, ৯। স্বধা,
১১। শান্তি, ১২। পুষ্টিঃ, ১৩। ধৃতিঃ, ১৪। তুষ্টি, ১৫। আত্মদেবতা,
দেবতা।

পূজার ন্যায় ঐ মন্ত্রে ঐরূপ ভাবে ষোড়শমাতৃকার পূজা করিতে হইবে—

ন্ধ ওঁ সৌর্য্যে মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ।
ন্ধ ওঁ শচীয়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ মেধায়ৈ মাত্রে নমঃ।
ন্ধ ওঁ সাবিত্রীয়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ বিজয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ।
ন্ধ ওঁ জয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ দেবসেনায়ৈ মাত্রে নমঃ।
গন্ধ ওঁ স্বধায়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ স্বাহায়ৈ মাত্রে নমঃ।
গন্ধ ওঁ শান্তিয়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ পুষ্টিয়ৈ মাত্রে নমঃ।
গন্ধ ওঁ ধৃতিয়ৈ মাত্রে নমঃ।	এষঃ গন্ধ ওঁ তুষ্টিয়ৈ মাত্রে নমঃ।

গন্ধ ওঁ (আত্মদেবতায়ৈ)মাত্রে নমঃ। এষঃ গন্ধ ওঁ (কুলদেবতায়ৈ)মাত্রে নমঃ।
প ভাবে গণেশ পূজার ন্যায় ষোড়শমাতৃকার পূজা করিতে হইবে। এবং
র পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হইবে।

পরে বসুধারা—পূর্ব্ব বা উত্তরদিকের দেয়ালে, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখী, কর্ত্তার
র্য্যন্ত উচ্চে পাঁচ বা সাতটা, সিন্দূরের ও তন্নিম্নে চন্দনের চিহ্ন দিয়া কুশি
ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেককে পরবর্ত্তি মন্ত্রে নিম্নভূমি সংলগ্ন করিয়া পাঁচ বা
ধারা দিতে হইবে।

—"ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা
মসি॥"

ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ" আবাহণ করিয়া "ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ"
ধাশক্তি পূজা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ
জ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্থ মহামতে। ক্ষুৎপিপাসানুদে দান্তে চেদিরাজ নমোঽস্তুতে"
র কৃতাঞ্জলি হইয়া আয়ুষ্য সূক্ত জপ করিবে।

ওঁ আয়ুর্ব্বিশ্বায়ুর্বিশ্বং বিশ্বমায়ুরসিমহি। প্রজাস্ত্বষ্ট রাধিনিধেহ্যস্মশতং জীবে
শতং জীবেম শরদো জরন্তে।"

"ওঁ আয়ুষে মেপবস্ব বর্চ্চসে মে পবস্ব বিদুঃ পৃথিব্যা দিবে জনিত্র্যাঃ শৃণ্বন্ত
ধঃ ক্ষয়ন্তী সোমেহোদ্গায় মমায়ুষে, মম ব্রহ্মবর্চ্চসে যজমানস্যর্দ্ধী বিবায়ে
মুক দেববর্ম্মণো "অভ্যুদায়ক শ্রার্দ্ধ" কর্ম্মণো রাজ্যায়"।*

* লেখক যজুর্ব্বেদীয় ব্যাপারে, সামবেদীয় বিধান ও মন্ত্র কেন প্রয়োগ করিলেন। কাঃ পঃ।

পরে শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদি পার্ব্বণের ন্যায় সজ্জিত করিবে। কেবল অগ্নিকোণ নিকটে পিতৃপক্ষ, এবং নৈঋতকোণ সমীপে মাতামহ পক্ষ হইবে। ইহাতে তিন পক্ষেই দুইজন করিয়া ব্রাহ্মণের আসন দুইখানি করিয়া ছয়খানি এবং আসনের উপরিভাগে তিনপক্ষের তিনটী তালপূর্ণপাত্র ও তাহার উপরিস্থ স্থানে উপকরণপাত্র রাখিয়া দৈবপক্ষ নিকটে ও পূর্ব্বদিকে আপনার নিকট দুইটী জলপাত্র রাখিবে।

ইহাতে দৈব পক্ষের কার্য্য উত্তরমুখ এবং পিতৃপক্ষের কর্ম্ম সকল পূর্ব্বমুখ হইয়া করিতে হইবে। উৎসর্গে ত্রিপত্রযুক্ত দ্রব্য অধমুখ বাম হস্তদ্বারা ধরিবে। এবং "স্বধা"স্থলে "নমঃ" কিন্তু মন্ত্রস্থ "স্বধা" স্থানে পুষ্টির প্রয়োগ হইবে, এবং পিতৃ শব্দের ঠিক পূর্ব্বে "নান্দীমুখ" শব্দ প্রয়োগ হইবে।

পরে ভোজ্যোৎসর্গ—

ছয়টী ভোজ্য ধরিয়া "অদ্যামুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য—শ্রীঅমুক দেববর্ম্মণঃ শুভ-বিবাহাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতর অমুক দেববর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবাসরে (এইরূপ ষটপুরুষের নাম করিয়া) অক্ষয় স্বর্গকাম ইদং সঘৃত সোপকরণ মামান্ন ভোজ্য মর্চ্চিতম্ শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" এইরূপ বাক্য বলিয়া হস্তস্থিত কুশদ্বারা ত্রিপত্রের দ্বারা ভোজ্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

মাতামহ পক্ষ, ও মাতৃপক্ষের ভোজ্য ঐরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। মাতৃপক্ষের ভোজ্য এইরূপ উৎসর্গ করিতে হইবে। যথা—অদ্যামুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রায়া মাতুরমুকী দেব্যাঃ অমুক গোত্রায়াঃ পিতামহ্যা অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রয়াঃ প্রপিতামহ্যা অমুক দেব্যাঃ অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃত সোপকরণ মামন্ন ভোজ্যমর্চ্চিতম্, শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি॥ মন্ত্রে ভোজ্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

তৎপর ভোজ্যদানের দক্ষিণান্ত করিবে—

দক্ষিণ হস্ত কোশা স্থাপনপূর্ব্বক, বামহস্ত দক্ষিণ বাহু মূলে স্থাপন করিয়া অদ্যামুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা অমুক গোত্রস্য পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্যামুক দেববর্ম্মণঃ (ইত্যাদি) স্বর্গ কামনয়া কৃতৈতৎ ভোজ্যদানকর্ম্মণিঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতকাং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি," এই বলিয়া দক্ষিণার দেয় দ্রব্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

বাস্তুপুরুষ, এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ও গঙ্গাকে পূজা করত ভূস্বামীকে
া ব্রাহ্মণদিগকে স্নান করাইয়া ও পূজা করিয়া ছয় আসনে সংস্থাপন

হস্তে ফুল লইয়া—

গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ।' এতদ্গন্ধপুষ্পে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুবে নমঃ। এতে
গঙ্গায়ৈ দেবিভ্যো নমঃ, এতদ্গন্ধপুষ্পে ভূস্বাম্যায়ৈ নমঃ, জলের ছিটা দিবে।
া—দৈব ব্রাহ্মণে জল প্রদান করিয়া উত্তর মুখ হইয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎ
মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য,
ববর্ম্মণঃ শুভবিবাহ কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতরমুক
অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য, পিতামহস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ (দুই পক্ষের
ষর নাম করিবে) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বহু সত্যয়োরির্বশ্বেষাং
আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণযোরহং করিষ্যে।"

(ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচনং)।

তৃপক্ষে দক্ষিণাবর্ত্তে আসিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া জল গণ্ডুষ ব্রাহ্মণকে দিয়া—
ম্ তৎসদদ্যামুকেমাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ
গোত্রস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ শুভ বিবাহ কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দী-
পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেব
অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ
ব্রাহ্মণযোরহং করিষ্যে।

ওঁ করুষ্ব প্রতি বচনং

পরে গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ। নম
স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবাস্থতি" এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে, এবং গঙ্গামৃত্তিকাযুক্ত
শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ছিটাইয়া দিবে। "ওঁ যজ্ঞে যজ্ঞেষাস যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্ব" এই ম
করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ পাত্রে রক্ষার্থে জল রাখিবে।

আসন দান। দৈব ব্রাহ্মণে জল প্রদান করিয়া উহার দক্ষিণদিকে আসনা
ী ত্রিপট রাখিয়া "ওঁ বসুমতো রিদেবা একাদশ দৈবানং নমঃ" এই ম
সর্গ করিবে।

শ্রীতারকনাথ দেবশর্ম্মা

সমালোচনা।

বেদান্ত-প্রস্থান। (প্রথম সংস্করণ) শঙ্করসংহ অর্থাৎ মধুসূদন সরস্বতী কৃত অদ্বৈতসিদ্ধি, অপ্পয়দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্তলেশ, শ্রীহর্ষ কৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য এবং চিৎসুখাচার্য্য কৃত প্রত্যক্-তত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখী নামক গ্রন্থ চতুষ্টয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দাবড়ী) কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রতি দুই মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে ডিমাই ৮পেজী ১৭ ফর্ম্মা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে কদাচিৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিচার নিপুণ তার্কিক পণ্ডিতগণ অতি আদরের সহিত এই সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিচাররসমধুরতা আস্বাদন করা সংস্কৃত ভাষায়—বিশেষতঃ তর্কশাস্ত্রে অনধিকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিতগণই ইহার রস আস্বাদনে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু উক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বয়ের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে আজ বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থে লব্ধপ্রসর হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালী কিরূপ? কিরূপ ভাবে বাদ নির্ণয় পূর্ব্বক স্বপক্ষ স্থাপন করা যায়? বাক্‌ছল, সামান্য ছল, উপচার ছল কি? প্রতিপত্তি কাহাকে বলে? ইত্যাদি বহু বিষয়, যাহা এতদিন বঙ্গভাষাভিজ্ঞজনগণের অজ্ঞাতে দুরূহ সংস্কৃত ভাষার তর্কশৈলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে অবস্থিত ছিল, তাহা আজ মুন্সি পণ্ডিত-খানীর ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশকেও উজ্জীবিত করিতে অবতরণ করিয়াছে।

বিচার-প্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এতদিন বুঝিতে পারিলেন, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অতীতস্মৃতি মৃতপ্রায় প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। বঙ্গভাষার অক্ষয় ভাণ্ডার দিন দিনে দার্শনিক গ্রন্থে পূর্ণ হইতে চলিল। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর আনন্দের ও গৌরবের বিষয় কি আছে?

যাহারা বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন, যাহারা তর্কভূষণ মহাশয় কৃত শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ পাঠে বেদান্ত শাস্ত্র প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহারা সকলেই এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন, ইহাতে তাহাদের জ্ঞান নির্ম্মল, সন্দেহ সংশয় রহিত, এবং ধীশক্তি পরিমার্জ্জিত হইবে।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে যাহারা যথার্থ ব্রহ্মলিপ্সু তাহাদের পক্ষে এই সকল গ্রন্থের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য মাত্র তবে যাহারা বাক্‌মাত্র পর্য্যবসিত জ্ঞানের প্রয়াসী এবং প্রতিপক্ষ বিজয়ের জন্য লালায়িত, তাঁহারা এগ্রন্থ পাঠে বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

শেষ কথা—বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ; ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরণীয় হওয়া উচিত, প্রত্যেকেরই সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় খণ্ড হইতে উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

র সম্পাদন ভার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এম্-সি-ই এবং ব্যক্তিপক্ষে
াচার্য্য শঙ্কর"ও"রামানুজ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়
আছে, এবং লোট'স্ পুস্তকালয়ের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দত্ত প্রকাশ
রাজ্ঞ কায়স্থের সম্মিলনে: এইভাবে বেদান্ত প্রচারে মনে হইতেছে; আমরা
অরুণ-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের দিন ফিরিয়া আসিতেছে। এই মিলিত কার্য্যের প্রভা
লাভ করুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত রক্ষণে কায়স্থ :—

শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষাকরার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট
মদ্র, মধ্যদেশ ও পঞ্চনদের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত অধিবাসীদিগকে লইয়া
ন্যদল গঠন করিতেছেন। এই কার্য্যের সহায়তা "কল্পে বঙ্গের" অভিজাতবর্গ
বে উদ্যোগ করিতেছেন। গত ২৯শে বৈশাখের বাঙ্গালী প্রকাশ করিতে-
ত্রিপুরা জেলার করাইতলির সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র
পয় তাঁহার জমিদারীতে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার
ায় মধ্যে যে কেহ বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া যতদিন পল্টনে কার্য্য
তত দন পর্য্যন্ত তাহাকে খাজনা দিতে হইবে না। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার
প্রজা প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার নাবালক উত্তরাধিকারীদিগকে
এবং উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত খাজনা দিতে হইবে না। অধিকন্তু
জমিদার বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার যুদ্ধযাত্রী প্রজাগণের সংসারের
অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিও রাখিবেন।"

শের পিণ্ডজলের আশ্রয় শ্রীমান্ বাসুদেব ঘোষবর্ম্মা কিশোর বয়সের হইলেও
ত ক্ষাত্রতেজ বিদ্যমান। তাই বাসুদেব পিতার অজ্ঞাতসারেই রাজাহ্বানে
র জন্য সৈনিক দলে নাম লিখাইয়া কথাটা শেষে পিতার গোচর করিল। পিতা
গশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা পুত্রমুখে এবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন—
বৎস! দেশের ও রাজার সম্মানের জন্য সংগ্রামে যাও, স্বীয় ক্ষাত্র-গরিমায়
তির মসিলিপ্ত সমাজদেহ পবিত্র কর।"

বঙ্গজননীর আহ্বানে চতুর্দ্দিক হইতে কায়স্থ যুবকগণ সৈনিকবিভাগে নাম
াইতেছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গত একমাসের মধ্যে

ন্ধ প্রবেশ তারতরক্ষি সৈন্যদলে কায়স্থ সৈনিক শতকরা ত্রিশ জনের উপর
াড়াইয়াছে। অন্যদিকে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর হইতে যাহারা ইতিপূর্ব্বেই
যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর
মল্লিক 'ব্রিগ্রেডিয়ারের' পদে উন্নীত হইয়াছেন। বাঙ্গালী সৈনিকগণের এই
প্রথম গৌরবই আমরা তাঁহাদের জয়শ্রী কামনা করি। 'নায়ক' গত ২২শে
বৈশাখ তারিখে শ্লেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—উপবীত কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা
কয়জন সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন?" কায়স্থ কিন্তু ক্ষত্রিয়, উপবীতই হউন আর
অনুপবীতই থাকুন, সে তেজ যাবে কোথায়? অবশ্য উপবীত গ্রহণে নূতন
তেজ হয়। বঙ্গদেশে শতকরা ৪৮ জন মাত্র হিন্দু। সৈন্যদলে কায়স্থ শতকরা
ত্রিশ জনের উপর। এখন 'নায়ক' হিসাব করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

গত বার্ষিক অধিবেশনে, জেলা নদিয়ার বাগদা সাকিনের শ্রীযুক্ত গোপীরমণ
রাহা প্রচারার্থ ১৲ এবং গত ৩০শে বৈশাখ ভবানীপুর কাঁশারীপাড়া নিবাসী
শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুবর্ম্মা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ১৲ টাকা প্রদান করেন। আমরা
ভাতৃদ্বয়ের বদান্যতায় আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

যশোহর মাধবপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম (সিংহ) জনৈক ব্রাহ্মণ
মহিলার প্রদত্ত নবগুণ নির্ম্মিত একটী পৈতা উপহার প্রদান করিয়াছেন, ধন্যবাদের
সহিত উহা গ্রহণ করিতেছি। পৈতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আরও কিছু
লম্বা হইলে যজুর্ব্বেদীয় ত্রিদণ্ডী হইবে, নতুবা ৮ দণ্ডী হয়।

সভা-সমিতি :—

১১ই বৈশাখ, ১৩২৪। বিক্রমপুর মূলচর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার
মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ-সভার এক অধিবেশনে বহু কায়স্থ অতি সত্বর উপবীত
গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হাসাইল নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত
ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয় একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতায় অতি অল্প সময়ে সকলকে
উপবীত ধারণে উত্তেজিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৫ বৈশাখ, ১৩২৪। মাণিকতলা খালধারে কায়স্থ-সভার একটী অধি-
বেশন হয়। সভার স্থানীয় গণ্যমান্য প্রায় দুইশতাধিক ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাচারী
কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রি মহাশয় সন্ধ্যা ৬
ঘটীকা হইতে রাত্রি ৯॥০ ঘটীকা পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান

বস্থার আলোচনা করিয়া সকলকেই উত্তেজিত করেন। সভার
পর কায়স্থের সন্দেহ পূর্ণ প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া সকলকেই কায়স্থের
র্শন উপনয়ণ গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে তৎপর দিবস
স্থ উপনয়ণ গ্রহণ করেন। তৎবিবরণ উপনয়ন স্থলে লিখিত হইল।

বৈশাখ, ১৩২৪। ৩১।১নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ হাটখোলার প্রসিদ্ধ
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়ের "কেদার আশ্রমে" একটী সান্ধ্যভোজের
হইয়াছিল। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই স্বজাতি
ন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কায়স্থের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা ও
কায়স্থ সভার প্রচারিত মন্তব্যগুলি বিশদ ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।
বিরুদ্ধ তর্ক করিলেও অবশেষে সকলেই কায়স্থের দিজত্ব এবং কায়স্থ
ত সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, স্বীকার করেন, কায়স্থ সভার প্রত্যেক
উৎসব আনন্দে এই ভাবে জাতীয় ভাব জাগরণে সচেষ্ট হন, ইহাই
কামনা।

শ বৈশাখ, ১৩২৪। প্রাতে ৭টার সময় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র
য় ভবনে সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থতত্ত্ব
নার একটি অধিবেশন করেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত
র মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র প্রমুখ স্বর্গীয়
স্বনামধন্য ও কৃতবিদ্য পুত্রগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয়
জন ব্রাহ্মণ কায়স্থও ছিলেন। ঐ বাটির প্রায় সকলেই এই সভায় থাকিয়া
ক্ত তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত এই আলোচনা
অধিবেশন হয়। রাণিগঞ্জের জনৈক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ প্রথমে কায়স্থের
নের অনধিকার সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করিলে প্রচারক মহাশয় তাঁহার ভ্রম
া দেন। শেষে তিনি বলেন "আমি যদি ব্রাহ্মণ সন্তান না হইয়া কায়স্থ
হইতাম, তাহা হইলে অদ্যই এস্থলে পৈতা লইতাম।" শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র
মহাশয় অবশেষে সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিবার
জ্ঞাপন করেন। আমরা আশা করি সত্বরই বঙ্গের এই বিখ্যাত বংশে যজ্ঞসূত্র
র্ত্তিত হইবে।

উপনয়ন :—

৫ই চৈত্র, ১৩২৩। ফরিদপুরের কায়স্থ-প্রচার-সমিতির চেষ্টায় ঐ জেলাস্থ
ক্ষণদী গ্রামে, উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ভবনে, একটী

উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত বঙ্গজকায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে খাটরা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সিদ্ধান্ত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ও ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহোদয়ত্রয় যথাক্রমে ব্রহ্মধার, হোতা, উদ্গার কার্য্য করিয়াছেন। উপবীতীগণের নাম—ব্রাহ্মণদি সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, মোহিনীমোহন ঘোষ, কেশবচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রসিকলাল ঘোষ, নলিনীমোহন ঘোষ, দীননাথ মিত্র, রাজেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, কুলচন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র বসু, অমৃতলাল ঘোষ, মহেন্দ্রলাল মজুমদার, রসিকলাল মজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার; খাটরা সাকিনের—শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ মিত্র, কৈলাসচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র সেন, চণ্ডীচরণ দত্ত; ঘারুয়া—প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, চোমরদী—অমূল্যচরণ ঘোষ, সারুকদীয়া—অমূল্যচরণ সরকার, ভবদীয়া—ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, (জয়পুরমাণিকগঞ্জ, ঢাকা—মনোরঞ্জন বসু।

১৫ই চৈত্র ১৩২৩। ফরিদপুরের কায়স্থ-প্রচার-সমিতির যত্নে কাচিয়াল গ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত বঙ্গজকায়স্থত্রয় উপবীতী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত রামকানাই ভট্টাচার্য্য, যাদবচন্দ্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্য্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কাচিয়ালের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার উপনয়ন স্থলে উপস্থিত থাকিয়া উপবীতীগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতি প্রিয়তা দেখাইয়াছেন।

উপবীতগণের নাম—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসুমজুমদার, রাজকিশোর রায়, সাং কাচিয়াল; ষষ্ঠিচরণ দাস, সাং ঈশ্বরদী।

৩১শে চৈত্র, ১৩২৩। ফরিদপুরের কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির প্রযত্নে কাচিয়াল গ্রামে ৺কালীবাড়ীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১৭জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যত্ব পরিহর করত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল মহাশয় আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। উপবীতীগণের নাম। কাচিয়াল সাকিনের—শ্রীযুক্ত কালীচরণ গুহ, নিবারণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুহ, শরচ্চন্দ্র গুহ, মতিলাল বসু, নলিনীরঞ্জন বসু, আশুতোষ বসু, অনুকূলচন্দ্র বসু,

হোড়, প্রতাপচন্দ্র কর, যতীন্দ্রনাথ কর, সূর্য্যকুমার বিশ্বাস, প্যারীমোহন
জেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, দুর্গাচরণ বিশ্বাস, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র দে।

বৈশাখ, ১৩২৪। ফরিদপুরের কায়স্থ-প্রচার-সমিতির উদ্যোগে
ন্দী গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু রায় মহাশয়ের ভবনে একটি উপনয়ন
য়া নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরী
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের ও কাচিয়ালের শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল
চত্রধারক পদে ব্রতী ছিলেন। ঈশ্বরদির—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু রায়,
চন্দ্র বসু রায়, মণীন্দ্রচন্দ্র বসু রায়, যোগেশচন্দ্র বসু রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু
জেন্দ্রচন্দ্র বসু রায়, অনুকূলচন্দ্র বসু রায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার বসু,
থ বসু, অন্নদাচরণ বসু, যতীন্দ্রমোহন পাল। শেখেরকান্দীর—শ্রীযুক্ত
সরকার, নরেন্দ্রভূষণ সরকার, সতীশচন্দ্র ভৌমিক, জ্যোতিষচন্দ্র ভৌমিক,
দাস, যোগেশচন্দ্র দাস, অনাথচন্দ্র দাস, নিবারণচন্দ্র সরকার। দত্তপাড়ার—
ারায়ণ ঘোষ। লস্করদীয়ার—অক্ষয়কুমার মিত্র।

ই বৈশাখ, ১৩২৪। কলিকাতা, কেন্যাল ওয়েষ্ট্ রোডের কেন্দ্র।
বারাসিয়া—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রাহা।
ৎপুরের—তারকনাথ ঘোষ। সালিখা নিবাসী—রমেন্দ্রনাথ রাহা, মহেন্দ্রনাথ
নরেন্দ্রনাথ রাহা। মথুরপুরের—কালীপদ বসু। সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

৮শে বৈশাখ, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে পারজোয়ারশাক্ত
ী মিত্রনিয়োগী পরিবারের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য কতিপয় কায়স্থ
(মোট ২৯ জন বঙ্গজ) যথা শাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ
াছেন। বলিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুত শ্রীনাথ মিত্রনিয়োগী মহাশয়ের
-গেণ্ডারিয়াস্থিত বাটীতে উপনয়নের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মিত্র
ারের পুরোহিত রোয়াইল নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য আচার্য্য,
ালিপারের শ্রীযুত গঙ্গামোহন বিদ্যারত্ন-কৃতিচঞ্চু আচার্য্য ও তন্ত্রধার, এবং
কুজনিবাসী শ্রীযুত ছত্রধারী পাঁড়ে তার্কিকসিংহ মহাশয় বেদ পাঠকের কার্য্য
য়াছেন। উপনয়ন ক্ষেত্রে ঢাকা সহরের বহু সম্ভ্রান্ত কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ
স্থিত ছিলেন। আশাকরা যায় শাক্তার মিত্র মহাশয়দের উপবীত গ্রহণের
ন অতি সত্বরই সমগ্র পারজোয়ারের কায়স্থ সন্তানগণ উপনীত হইবেন।
নীতিগণের নাম—শ্রীযুত হরকুমার মিত্র নিয়োগী, শ্রীনাথ, কৃষ্ণনাথ, কালীনাথ
বিন্দচন্দ্র, গুরুনাথ, প্রিয়নাথ, ভূপেন্দ্রমোহন, বিভূতিনাথ, ক্ষিতিপতি, সতীশচন্দ্র,

সতীন্দ্রনাথ, ভূপতিনাথ, ফণিভূষণ, নগেন্দ্রমোহন, সুবোধচন্দ্র, বিমলানন্দ, সুবোধচন্দ্র, (২) প্রবোধচন্দ্র, সুপতিনাথ, সচ্চিদানন্দ, ধীরেন্দ্রমোহন, জগদানন্দ, সুধীরচন্দ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র, প্রমথচন্দ্র, চারুচন্দ্র মিত্রনিয়োগী, জিতেন্দ্রমোহন গুহরায় সাং বজ্র-যোগিনী) এবং প্রফুল্লকুমার পাল (সাং বোয়ালি)।

বিনাপণে বিবাহ :—

"সমাজের বরপণের বিষম কড়াকড়ি হইলেও বর কন্যা দেখা শুনার পূর্ব্বেই লম্বা চওড়া ফর্দ্দ হাজির করিবার বিচিত্র আদবকায়দা অবাধে চলিতে থাকিলেও, "বিনা দাবী দাওয়াতে" বিবাহের কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। নিন্দুকে যাই বলে বলুক। আমরা জানি, অনেক স্থলেই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়। বড় লোকের সহিত বড় লোকের কুটুম্বিতা। না চাহিলেও হাজার হাজার টাকার যৌতুক প্রাপ্তি! এমন স্থলে দাবীদাওয়া কেবল মুখ নষ্ট করা মাত্র। যেখানে বিশেষ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানে "মেয়ে পছন্দ হয় না।" এই দিব্য অছিলা! যেখানে বিলক্ষণ পাওনা গণ্ডার সম্ভাবনা সেখানে কুরূপা সুরূপা হয়। সেখানে আর উচ্চবাচ্চ নাই। এ চাল মন্দ নয়। "গঙ্গার জল গঙ্গায় রইলো, অথচ পিতৃপুরুষ উদ্ধার হলো!" (বিজ্ঞাপন)।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ :—

২৯শে বৈশাখ, ১৩২৪। দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম ঘোষরায় মহাশয়ের খুড়তুত ভগ্নী শ্রীমতী সন্তোষকুমারী দেবীর সহিত কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা চৌধুরীর জ্যৈষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। দাবী দাওয়া হয় নাই। আমরা এইরূপ জানিতে পারিয়াছি।

(নিম্নলিখিত বিবাহে দাবীদাওয়া হইয়াছিল শুনা যায়) :—

২২শে বৈশাখ, ১৩২৪। রায়েরকাঠী নিবাসী রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুরের পুত্রের সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

২২শে বৈশাখ, ১৩২৪। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহে।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। কলিকাতা শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষের চতুর্থ পুত্রের সহিত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার।

শ্রাদ্ধ :—

থ, ১৩২৪। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাইতি নিবাসী শ্রীযুক্ত
ায় বর্ম্মা মহাশয় তদীয় পিতৃদেবের স্বর্গারোহণে ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে
াৎসর্গ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণ-
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ কাব্যতীর্থ, রায়না হাই-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত
গোস্বামী বিদ্যারত্ন, রায়না-কায়স্থ-সভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ
ং মাকড়কোলা, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র ন্যায়রত্ন (সাং ছোট বেনান), শ্রীযুক্ত
তিরত্ন (সাং দশঘরা), শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ (সাং কামারহাটি),
মোত্তম বিদ্যালঙ্কার (সাং কামারহাটি), শ্রীযুক্ত বলরাম ন্যায়রত্ন (সাং
), শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ স্মৃতিরত্ন (সাং বেড়ঘোষ), শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ
সাং বেঙ্গা), শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (সাং শাঁকনাড়া), পুরোহিত—সাং
যুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ সভাস্থ হইয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন
ভোজনাদি দ্বারা নগেন্দ্র বাবুকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

বৈশাখ, ১৩২৪। নদীয়া জেলা অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী
শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বর্ম্ম বসু মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে তদীয় পুত্রগণ
হ আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

ল বৈশাখ, ১৩২৪। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ
মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাঁকীপুর হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ
মহাশয়ের পত্নী-বিয়োগে তদীয় পুত্রগণ স্বীয় জননীর আদ্যকৃত এয়োদশাহে
করিয়াছেন। এই ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধে সারদাবাবুর গুরুপুত্রদ্বয়, কুল-
ত এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ
, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র
ণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ২৫জন অধ্যাপক শ্রাদ্ধমণ্ডপে উপস্থিত
বিদায় গ্রহণ করেন। এবং জ্ঞাতি কুটুম্বগণও উপস্থিত হইয়া আহারাদি
তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

দশমাধিবেশন।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯শে চৈত্র, ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সভাপতির আসনে।
(দ) " বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(ব) " শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(উ) " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " কিরণচন্দ্র দত্ত।
(দ) " গোপালচন্দ্র দে।
(দ) " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) " মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(উ) মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা } সম্পাদক।
(উ) " যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা }
(দ) " তারকচন্দ্রদেব বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।

সভারম্ভে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে, উভয়েই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিগত ১৭ই চৈত্র সভার বর্ত্তমান সনের হিসাব নিকাশ শেষ করা হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়-গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম্-এ, অধ্যাপক, মুয়র সেণ্ট্রাল্ কলেজ, এলাহাবাদ।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
(উ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ৯৮নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে।
(দ) স্যার কৈলাশচন্দ্র বসু কে-টি, রায়বাহাদুর, সাং ১নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মিত্র, সাং নর্থ সার্কুলারবোড, কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার, সাং মানিকতলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(দ) মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ বসু, সাং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, সাং রাধানাথ মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সরকার, সাং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (উপরি লিখিত ৭ জনের)
র মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সাং পাইকপাড়া, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বহ্মা বাহাদুর।

য় প্রস্তাব। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার ভূতপূর্ব্ব
াবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মার মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহার পুণ্যময়
তীত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। এবং কায়স্থ-
দনাজ্ঞাপক পত্র সংবাদ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত
লেখা স্থির হইল।

ীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও দিন
। উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুযায়ী স্থির হইল যে আগামী
ত্র ও ১লা বৈশাখ কলিকাতায়ই বার্ষিক অধিবেশন হইবে। প্রথম দিন
হইতে রাত্রি ৮টা এবং দ্বিতীয় দিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সময়
এবং ঐ অধিবেশনের কার্য্য ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট্ হলে যাহাতে
তে পারে তাহার চেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রতি
তক্রমে ভার অর্পিত হইল।

তুর্থ প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবলী নির্দ্ধারণ।
বর্ষের কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব এবং মহাধিবেশনে আলোচ্য
লী নির্দ্ধারিত হইল। মহাসভার কার্য্য-বিবরণীর পুস্তকে তাহা বিস্তারিত
কাশ করা হইবে।
তঃপর আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী মনোনয়ন করিতে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর
ইল যে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়
করিয়া যেরূপ স্থির করিবেন, তাহাই এই সমিতির সাব্যস্ত বলিয়া গৃহীত
। কিন্তু সভাপতি সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভা প্রস্তাবিত দুই জনের মধ্যে
ক মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাকেই সভাপতি করিয়া অপর মহাত্মাকে বঙ্গের
ভাপতি করা হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। সর্ব্বত্র অবৈতনিক ঘটক নিয়োগ ও বিনামূল্যে
পাবলিক লাইব্রেরীর পত্রিকা দেওয়া। এ বিষয়ে রংপুর শাখাসভার লিখিত ২৩শে
র পত্র পঠিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যে আলোচ্য পত্রের বিষয়
মী বর্ষের প্রথমাধিবেশনে বিবেচনা করা হইবে।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।
সভাপতি।

৩০।১।২৪

কায়স্থ-পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

প্রাচীন যুগের আর্য্য-জাতীয়-জীবন যাঁহারা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যখন আর্য্য-গৌরব সিন্ধুতীর হইতে গঙ্গা-যমুনার তট পর্য্যন্ত ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত—যখন আর্য্য মনীষিগণ বাহুবলে দিন দিন ভারতের আদিম অধিবাসিবৃন্দকে দূর হইতে দূরে অপসারিত করিয়া, ক্রমশঃ স্বাধিকার বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণ বিভাগ ছিল না। পুরুষসূক্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঋঙ্‌মন্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ নাই। 'ব্রাহ্মণ' এবং 'ক্ষত্রিয়' শব্দ কতিপয় স্থলে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে জাতিবাচক অর্থে নহে। তখন আর্য্যগণ কেবল 'আর্য্য' অভিধাই ধারণ করিতেন, এবং এ দেশের আদিম জনগণকে 'দস্যু' বা 'দাস' আখ্যা দিতেন। পরন্তু আর্য্যগণ ধর্ম্মে, কর্ম্মে এবং ব্যবহারে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়-স্বভাব এবং ক্ষত্রিয়াচারীই ছিলেন। তাঁহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক দাসগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন, বাহুবলে ভূমির পর ভূমি অধিকার করিতেন, অস্ত্রবলে আপনাদের ধন, জন ও পশু সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, অস্ত্রবলেই দাসগণের করতলগত, অপহৃত পশ্বাদির উদ্ধার সাধন করিতেন, এবং আপনাদিগের অধ্যুষিত জনপদ সকলে শাসন ও পালন কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেন। এ সকলই ক্ষত্রিয় কার্য্য। আবার তাঁহারা স্বহস্তে স্ব স্ব যজ্ঞকার্য্যও সমাপন করিতেন। এ কার্য্যও ক্ষত্রিয়ের

অতএব আদিম আর্য্য-সমাজ—নামতঃ না হইলেও—কার্য্যতঃ
-সমাজ ভিন্ন অন্য কিছু ছিলেন না।
এই ক্ষত্রিয়সমাজ বুঝিলেন যে, সামাজিক শ্রমবিভাগের (division
অভাবে কার্য্যে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে। যজ্ঞাদি কার্য্যে
াযোগ অর্পণ করিতে গেলে, যুদ্ধব্যাপারে ঘোর অসুবিধা ঘটে—
হইয়া উঠে। আবার যুদ্ধবিগ্রহে সকলেই ব্যাপৃত রহিলে, যথাকালে
ন হইয়া উঠে না। তখন তাঁহারা সেই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত
মধ্যে এক প্রকার শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল যজ্ঞাদি কার্য্য
ক শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহাঁরা যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল
অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, সোমাভিষব, ত্রিসবন প্রভৃতি যজ্ঞীয় ব্যাপার
পৃত রহিলেন। অপর শ্রেণী পশুপালন ও কৃষিকার্য্যেই বিশেষভাবে
লন। অবশিষ্ট যাঁহারা থাকিলেন, তাঁহারা অন্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া
ণের দমনে এবং আর্য্যাধিকার স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন।
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'ক্ষত্রিয়' শব্দে বলবান বুঝাইত; তদ্রূপ 'ব্রাহ্মণ'-
তিপাঠক-অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,
তরাং ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন; এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি-
প্ত রহিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কালপ্রভাবে
ণ ও ক্ষত্রিয়গণের স্ব স্ব বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিল,—স্বাভাবিক নিয়মে
হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে। তখন
ণ ও ক্ষত্রিয়গণ এক এক স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পরিণত হইলেন। এই প্রকারে
ী ও পশু পালকরূপে বৈশ্য বর্ণেরও উদ্ভব হইল। এবং বিজিত ও বশতাপন্ন
শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইল। পুরুষ-
র্ণিত যুগ আসিল।
ইরূপে যাঁহারা ক্ষত্রিয়মণ্ডলরূপ মহাবৃক্ষের মূলকাণ্ড হইতে, নবপল্লববৎ, প্রথম
মণ্ডলীরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন, তাঁহারা যে সমাজমধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং
শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহারা
এবং জ্ঞানে প্রবীন ছিলেন বলিয়াই অন্য সকলের সম্মান্য ও নমস্য হইয়া
ন। আর তাই তাঁহাদিগের বংশধরগণও অন্য সকলের বংশধরগণের নিকট
নভাজন ও নমস্য ছিলেন। এবং সেই কারণেই আজি পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে
ণজাতি অন্য জাতি সকলের নমস্য।

যাহা হৌক ক্ষত্রিয়-সমাজ-রূপ মূলদেহ হইতে কিরূপে ব্রাহ্মণ-সমাজের অভি-
ব্যক্তি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে; কিন্তু এই উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী
সীমারেখা আজিকার দিনে যেমন অভেদ্য, পূর্ব্বে তেমন ছিল না। কত ক্ষত্রিয়
সে সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এমত
ঘটনা পৌরাণিক যুগে কখন বা পুরাণের অতিরঞ্জিত ভাষায় নানারূপে পল্লবিত
হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কখন বা সরল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে
যে কতিপয় নাম পাওয়া যায়, তাহাও বড় কম নহে।

এইরূপে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়জাতিরূপ মূল দেহ হইতেই ব্রাহ্মণগণের প্রথম
বিকাশ হইয়াছিল, এবং সেই মূলদেহ হইতে পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের পুষ্টিসাধন
হইয়াছে। সমাজের যখন জীবনীশক্তি থাকে, তখন এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে।
আজ হিন্দুসমাজ সেই জীবনীশক্তি হারাইয়াছে; তাই আজ আর ব্রাহ্মণের নবোদ্ভব
হইতেছে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও ধ্বংসের পথে ধাবমান, ইহা সকলেই
দেখিতেছেন। কেবল এক জীবনীশক্তির অভাবে সমাজের এই দুর্দ্দিন উপস্থিত।

সেই জীবনীশক্তি কি? এ কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর—সমাজের আর্য্যভাব। আজি
হিন্দুসমাজে কোথায় সে আর্য্যভাব? কোথায় সে হৃদয়ের তেজ, মনের দৃঢ়তা,
বুদ্ধির স্বাধীনতা, প্রাণের সরলতা—যাহার বলে আর্য্য মহাপুরুষগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
হইয়াছিলেন?—যাহার বলে তাঁহারা জ্ঞানের মহাম্বুধি মন্থনপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বরূপ
অমৃতের উদ্ধার করিয়াছিলেন? সেই আর্য্যভাব সেই জাতীয় জীবনীশক্তি আজ
আর্য্য-সন্তানের হৃদয়ে প্রসুপ্ত বলিয়াই আমরা আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পাইতেছি না,
জ্ঞানগুরু রাজর্ষি পাইতেছি না, এবং কর্ম্মকাণ্ডে পারদর্শী ব্রাহ্মণ পাইতেছি না।
আর কি সে সুপ্ত মহাশক্তি জাগিবে না? আবার কি আর্য্য-সন্তানের হৃদয়ে ভস্মাচ্ছন্ন
আর্য্যভাব প্রদীপ্ত হইতে পারে না? ইহা সম্ভব কি না, দেখিবার জন্য প্রত্যেক
স্বদেশ মাতৃক ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সত্যই যদি দেশমাতৃকার সেবা করিতে চাহ, তবে আবার হিন্দু-সমাজকে
প্রাচীন আর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে হইবে। ইহা অলীক স্বপ্নমাত্র মনে
করিয়া ভ্রমে পড়িও না। যাঁহারা লোকনেতা বলিয়া খ্যাত, এমন জন কতক ব্যক্তি
যদি বিষয়ের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, দৃঢ় মনে কার্য্যে অগ্রসর হয়, তবেই ইহা স্বপ্নের
সীমা অতিক্রম করিয়া বাস্তবের রাজ্যে আসিয়া পহুঁছিবে। চাই শুধু একটী
জিনিস—প্রকৃত গন্তব্য পথের সন্ধান। আগে সেই পথ চিনিয়া বাহির করিতে
হইবে।

তদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, আর্য্য ক্ষাত্র-সমাজ হইতে
াজের সৃষ্টি ও পুষ্টি সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয়-সমাজ
ত্তিভূমি। অতএব ক্ষত্রিয়-সমাজের উন্নতিতে সমগ্র জাতির উন্নতি,
-সমাজের সমগ্র অবনতিতে জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এ দেশে
র অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির অবনতি ঘটিয়াছে।
কখন ক্ষত্রিয়-জাতির অভ্যুদয় সম্ভবে, তবে আবার ব্রাহ্মণাদি জাতি
তিলাভ করিবে, নচেৎ নহে।

ন্তই আমরা বহুবার বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, সর্ব্বাগ্রে
-ক্ষত্রিয়-সমাজের উন্নতিবিধান। সে উন্নতি আর কেহ করিয়া দিবে না।
স্বাবলম্বন-শক্তির প্রভাবে সেই অভ্যুদয় লাভ করিতে হইবে। নিজে
াণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আপনি আপনার মধ্যে প্রাচীন আর্য্যভাবে
করিতে হইবে। বাহিরের কোন শক্তির দ্বারা সে কার্য্য সম্ভবে না।
পনার অন্তর্নিহিত ক্ষাত্র-শক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে।

হুজাতি যদি আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া চিনিয়া থাকে, তবে কায়স্থের এই
া ভাবিবার দিন আসিয়াছে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে,
আর্য্যযুগের ক্ষাত্র-সভ্যতা কিরূপ ছিল। এবং সেই ক্ষাত্র-সভ্যতাকে আদর্শ
মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যে দিন কায়স্থ এই
ঙ্কল্প লইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইবে, সেইদিন তাহার জাতীয় জীবনে
ণ আবার আর্য্য-গৌরবের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

মরা এমন কথা বলি না যে, আবার ক্ষত্রিয়-সমাজ হইতে নূতন এক ব্রাহ্মণ-
য়র অভিব্যক্তি হইতে পারে। তবে এই কায়স্থ-সমাজকে আবার যে প্রাচীন
ভ্যতার আদর্শে, বর্ত্তমান দেশ-কালের উপযোগী এক নবভাবে গঠিয়া তুলিতে
য়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং সেই কার্য্যের জন্য প্রচেষ্টাই প্রকৃত
হিতৈষণা ও পরোপচিকীর্ষার প্রধান অঙ্গ।

ই বলিতেছি, আবার অতীত যুগকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এখন
ণের মধ্যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই, কেবল কর্ম্ম-বিভাগ হইতেছে, আমরা সেই
র কথা বলিতেছি। অবশ্য কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমরা
ভেদ উঠাইয়া দিয়া অন্যজাতির সহিত কায়স্থের সংমিশ্রণপ্রয়াসী। আমরা
রূপ বিধানের ঘোর বিরোধী। তবে আমরা কায়স্থগণের মধ্যে বিভি
ভাগের পক্ষপাতী নহি। তাই বলি, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বঙ্গজের ভেদ পরিত্যাগ

করিয়া, এমন কি, বিহারী-বাঙালী প্রভৃতির পার্থক্যও পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; এবং কোন এক বিশেষ স্বাস্থ্যকর আদর্শের অনুসরণ দ্বারা সমাজের নবজীবন-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

একমাত্র আর্য্যযুগের ক্ষাত্র-সভ্যতাই সেই বাঞ্ছিত আদর্শ। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় যেমন অস্ত্রপাণি যোদ্ধা হইয়া শত্রু দমন করিতেছেন, তেমনি আবার দর্ভপাণি যজমান হইয়া যজ্ঞকার্য্যও সম্পন্ন করিতেছেন। সুধু তাহাই নহে। অনেকে আবার হোতা, উদ্গাতা, পোতা, নেষ্টা —প্রভৃতিরূপে অন্যের যজ্ঞকার্য্যে বৃত হইতেছেন। এমন কি, ঋগ্বেদ পাঠে এরূপও অবগত হওয়া যায় যে, যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মাদিতে অপটু এবং মন্ত্রাদি প্রয়োগে অনভিজ্ঞ হইতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-কল্প উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত রহিতে পারিতেন না, বৈশ্য-শূদ্র-কল্প নিম্নতর শ্রেণী সকলের অন্তর্নিবিষ্ট হইতেন; যথা,—

"এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।" *

এইরূপ সামাজিক জীবন বর্ত্তমান কায়স্থ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত আদর্শ। এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সমাজের কালোপযোগী সংস্কার সাধন করিতে হইবে। সে কার্য্যে কিরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ ঘটিতে পারে, চিন্তাশীল সুধীগণ তাহা নির্দ্ধারিত করুন। আমাদের মনে হয়, সামাজিক জীবনে যতই ক্ষাত্রভাবের উন্মেষ হইতে থাকিবে, ততই এই কার্য্য সুসাধ্য হইয়া আসিবে। অতএব এ কার্য্যের প্রথম সোপান—ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন। সর্ব্বতোভাবে ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করিতে হইবে। সুধু উপবীত গ্রহণ করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল, যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা মহাভ্রান্ত—তাঁহারা ঘোর নির্জীবতার জড়তায় সমাচ্ছন্ন। বৈদিককর্ম্ম সম্পাদনে ও মন্ত্রোচ্চারণে ক্ষত্রিয়ের অধিকার ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যাঁহারা সেই অধিকার ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা সুধু উপবীত গ্রহণ দ্বারা উন্নতির পথে বড় বেশী অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া মনে করিবেন না।

ঋত্বিক্-পদে কায়স্থ-হিতৈষী ব্রাহ্মণের বরণ নিন্দনীয় নহে, বরং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানে কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে কায়স্থ পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিতেছে, সেখানে শূদ্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত। এমন ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন না হইয়া উপবীতী কায়স্থের

* রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ, ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৯

র্চ্চনাদি কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। অশক্ত হইলে বরং অন্য সোপবী
াষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে দূর হইতে আ

।

কটা কথা। অনেক ব্যাপারে একাধিকব্যক্তি ঋত্বিক্-পদে বৃত হয়
এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কতিপয় পদে সোপবীত কায়স্থে
বাঞ্ছনীয়। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন উপনীত কায়স্থের মনে একা
বোধ জাগিবে, অন্যদিকে তেমনি কায়স্থোপনয়ন-ব্যাপারের একটা গু
হইবে। এবং লোকেও বুঝিবে যে, কায়স্থের অধিকার কত উচ্চ। এ
সকল ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হইবে, সেইদিন সত্য সত্যই সমাজের প্রা
ইবে।

ন্তু আর একটা কথা উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে
র্য্য না হয় স্বহস্তে বা অন্য উপবীতি কায়স্থের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইল, কি
র জন্য ব্রাহ্মণ পাইব কোথায়? ইহাঁদের মনের ভাবটা এই যে, ফলাহা
লভ্য হইলে বুঝি বা ক্রিয়াই পণ্ড হইয়া যায়! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে
র্ম্ম ঠিক এ সকল লোকের মতের বিরোধী। শাস্ত্রে বরং "প্রংক্তি-দূষণ"
কে ভোজন করাইতে নিষেধাজ্ঞাই দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে
আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখন আর বেশী কিছু বলিলাম না। এখা
বেদপারগম্ শ্রুতিশীলাদিসম্পন্নম্" ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধিই যথা
ষ্ট বিধি। আবার ব্রাহ্মণের অপ্রাপ্তি ঘটিলে অনুকল্পেয় বিধানও শাস্ত্রে
থা,—

"দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে চ ব্রাহ্মণো নৈব লভ্যতে।
সঙ্কল্পয়িত্বা অন্নন্তু গোভ্যো দেয়ং যথাবিধি।
গবামভাবে নদ্যাং বা ক্ষিপেদন্নং প্রযত্নতঃ॥"

—ইতি বরাহপুরাণে।

অর্থাৎ—দৈব বা পিত্র্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণ অলভ্য হইলে, যথাবিধি সঙ্কল্প করি
ককে অন্ন প্রদান করিবে। গোরুরও যদি অভাব হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক
তে নিক্ষেপ করিবে।

তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ফলাহারী ব্রাহ্মণের দল ধর্ম্মঘট করিয়া কায়স্থ
হ আগমন ত্যাগ করিলে, কায়স্থের ক্রিয়াকর্ম্ম জলে পড়িবার কোনই আশ

* "কায়স্থের অধিকার" শীর্ষক প্রস্তাব—কায়স্থ পত্রিকা, কার্ত্তিক, ১৩১৮।

নাই। তবে যাঁহারা একান্তই অন্যকে ভোজন করাইতে অভিলাষী, তাঁহারা কায়স্থসাধারণকে, অশক্ত পক্ষে উপবীতি কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনায়াসেই ভোজন করাইতে পারেন। তদ্ব্যতীত কাঙাল-দুঃখীর মুখে অন্নদানের মত পুণ্যকর্ম্ম আর নাই। কাঙালী-ভোজন করাইবার পথে ত কোন অন্তরায় দেখা যায় না।

তাই বলিতেছি, এখন সকল দিক চিন্তা করিয়া, সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কায়স্থগণের পদভরে দাঁড়াইয়া উঠাই প্রয়োজনীয়। বহুদিন দাঁড়াইবার কোন চেষ্টা নাই; তাই পায়ের বলও বুঝি কমিয়া গিয়াছে। এখন সেজন্য দাঁড়াইবার নিমিত্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্যই চেষ্টা করিলে, আপনি পায়ে বল আসিবে। কায়স্থ সন্তান যদি এই নূতন বল অর্জ্জনে উদ্যোগী হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে, নবজীবন লাভ করিয়া কায়স্থ-সমাজ অভিনব ক্ষাত্রতেজে আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার।

অশৌচে কল্পসূত্র।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে, কেহ কেহ ত্রিশ দিনের স্থলে দ্বাদশ দিনে ক্ষৌরকর্ম্মান্তে স্নান করিয়া মৃতাশৌচ সঙ্কোচ করিয়া লইতেছেন। এজন্য আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব—প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রে তদনুকূলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। অতএব অশৌচ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহাই আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে প্রথমেই শাব্দ প্রমাণে পাওয়া যায়—"অশৌচং (ক্লী) শুচিত্বাভাবঃ।" স্মার্ত্তমতে—"বৈদিককর্ম্মানর্হত্বপ্রয়োজকসংস্কারবিশেষরূপমশৌচং।" অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মের অযোগ্যত্যা প্রযোজক সংস্কার বিশেষকে অশৌচ বলে। এই সংস্কার অর্থে মার্জ্জনা নহে, এক প্রকার ব্রত গ্রহণ বা নিয়মের আনুগত্য স্বীকার। কি কি নিয়মের বদ্ধ হইতে হয়, ধর্মসূত্রকার তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। "অশৌচে হোমদানপ্রতিগ্রহস্বাধ্যায়া নিবর্ত্তন্তে।" (বিষ্ণুসূত্র ২২।৫) অর্থাৎ অশৌচকালে হোম, দান, প্রতিগ্রহ, বেদ পাঠে অধিকার থাকে না।

এইত গেল বিষ্ণুসূত্রের কথা। পারস্কার বলিয়াছেন—

বমাশৌচম্ ॥ ২৯
্যকে ॥ ৩০
ীয়ীরন্ ॥ ৩১
বর্ত্তেরন্‌বৈতানবর্জম্ ॥ ৩২
কে ॥" ৩৩

(৩ কাণ্ড, ১০ম কণ্ডিকা)

মরণাশৌচ এক* তিন বা দশরাত্র হয়। এই সময়ে বেদ পাঠ করিবে না,
ন্ন নিত্য কার্য্য করিবে না। গৃহরক্ষিত অগ্নিতেও হোম করিবে না, ইহা
বলেন।
অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায় পাঠ করা যে নিত্য অবশ্য করণীয়, তৎ সম্বন্ধে শ্রুতি
আছে—"অহরহঃ স্বাহাকুর্য্যাদা কাষ্ঠাত্তথৈতং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি।
১।৩।৮।২) অর্থাৎ প্রতিদিনই স্বাহা বাক্য উচ্চারণ করিয়া আকাষ্ঠা পর্য্যা
করিবে। পরন্তু অপৌরষেয় বেদেও দেখিতে পাই—

"সায়ং সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম ॥"

(অথর্ব্ববেদ ১৯।৭।১।৩)

মাদিগের গৃহপতি অগ্নি প্রতি সায়ং এবং প্রাতঃকালে (হুত হইয়া) মনো
তা প্রদান করিয়া থাকেন। হে প্রচুর ধনদানকারী অগ্নি, আমাদিগে
াকর, আমরা ইন্ধন দ্বারা তোমাকে পোষণ করিব।
ই হইল অগ্নিহোত্রের কথা ; স্বাধ্যায় সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন।—
স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞস্তস্য বা এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগের জুহূর্মন উপভৃচ্চক্ষুর্ধ্রু
ধ্রুবঃ সত্যমবভৃথ স্বর্গো লোক উদয়নং যাবন্তং হ বা ইমাং পৃথিবীং বিত্তে
ইদংল্লোকং জয়তিত্রিস্তাবন্তং জয়তি ভূয়াংসং চাক্ষয্যং য এবং বিদ্বানহর
য়মধীতে তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ ॥" (শতপথ ব্রাঃ ১১।৩।৮।৩)
অর্থাৎ স্বাধ্যায়ই ব্রহ্মযজ্ঞ, সেই ব্রহ্মযজ্ঞ এই ভাবে বেদ অধ্যয়ন করিলে সত্যে
করা হয়, বিত্তপূর্ণ পৃথিবী জয় হয়, এইজন্য বিদ্বান্‌গণ ইহা অহরহ অধ্যয়
ন, সেইজন্য ইহা প্রতিদিন অধীতব্য।
উদ্ধৃত প্রমাণে দেখা যাইতেছে, বেদ, বিষ্ণু ও পারস্করের মতে অগ্নিহোত্র ও বে
পরিত্যাগ করিলে, স্বার্থ-হানি হয়। সে স্বার্থ ইহকাল পরকালের। সম্ভবতঃ এ

* ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এইরূপ একরাত্র অশৌচ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (লেখক)

অন্য সূত্রকারগণ শাবাশৌচের তারতম্য করিয়া দিয়াছেন। বিষ্ণু বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণয়োর্দশাহমাশৌচং ॥১
দ্বাদশাহং রাজন্যস্য ॥২
পঞ্চদশাহং বৈশ্যস্য ॥৩
মাসং শূদ্রস্য ॥৪
সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ॥"৫ (বিষ্ণুসূত্র, ২২ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সপিণ্ডদিগের জনন মরণে দশদিন অশৌচ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রের এক মাস। এই সপিণ্ডতা সপ্তম পুরুষে নিবৃত্ত হয়। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে ঋষি শাবাশৌচ শুধু জাতির জন্য না লিখিয়া তন্মধ্যে একটু বিশেষত্ব রাখিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন—"শাবমাশৌচং দশরাত্রমৃত্বিগ্দীক্ষিতব্রহ্মচারিণাং সপিণ্ডানামেকাদশরাত্রং, ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশরাত্রং, বৈশ্যস্যার্দ্ধমাস মেকংমাসং শূদ্রস্য ॥" অর্থাৎ মৃতাশৌচে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ঋত্বিক্, উপনীত ও ব্রহ্মচারীর দশরাত্র, ব্রাহ্মণ সাপিণ্ডের একাদশ রাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হইবে। (ঋত্বিকানাং দীক্ষিতানাং ব্রহ্মচারিনাং আমি এইরূপ ব্যাসবাক্য করিয়া অর্থ করিলাম ; কেননা-) আরও প্রাচীনতম সূত্রকার মহর্ষি পারস্কর বলেন—

"ত্রিরাত্রং শাবমাশৌচম্ ॥ ২৯
দশরাত্রমিত্যেকে ॥৩০
ন স্বাধ্যায়মধীয়ীরন্ ॥৩১
নিত্যানি নিবর্ত্ততেরন্ বৈতানবর্জম্ ॥ ৩২
শালাগ্নৌ চৈকে ॥৩৩
অন্ত এতানি কুর্য্যুঃ ॥৩৪
প্রেতস্পর্শিনো গ্রামন্ন প্রবিশেয়ুরানক্ষত্রদর্শনাৎ ॥৩৫
রাত্রৌ চেদাদিত্যস্য ॥৩৬
প্রবেশনাদি সমানমিতরৈঃ ॥৩৭
পক্ষং দ্বৌ বাঽশৌচম্ ॥৩৮
আচার্য্যে চৈবম্ ॥"৩৯

অর্থাৎ মরণাশৌচ ত্রিরাত্র। কোন কোন ঋষির দশাহও মত, তৎকালে স্বাধ্যায় পাঠ করিবে না ; বৈতান ভিন্ন অগ্নিহোত্রের নিবৃত্তি করিবে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত জন্মকালিন অগ্নির নিবৃত্তি করিতেও কাহারও কাহারও মত। অপরেও এই নিয়ম পালন করিবে। প্রেতস্পর্শী যদি দিনে দাহ করিতে গমন করে, তবে যে পর্য্যন্ত

বে তৎকাল পর্য্যন্ত এবং রাত্রে দাহ করিয়া সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত
করিবেনা। গৃহে প্রবেশকালে অগ্রে ছোট, তৎপর বড় এক সঙ্গে
। অশৌচ দ্বিপক্ষ হয়। আচর্য্যের মরণে ঐরূপ করিবে।
বিবেচ্য এই মহর্ষি প্রথম একবার অশৌচের ব্যবস্থা পূর্ব্বক অন্য
ন ও উপসংহার করিয়া আবার অশৌচের কথা বলিলেন কেন।
বলিয়াছেন—"সূত্রের উদ্দেশ্য উপপত্তি হয় না। তবে মনে হয়—
চ নহে বর্ণাশৌচ ;—'পক্ষে' বৈশ্যের পোনর, 'দ্বৌ' অর্থে দ্বিপক্ষ অর্থাৎ
াস এবং 'বা' অর্থে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন ধরিয়া লইলে মন্দ হয় না।
র্ত্তী স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের দশ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্রের
শৌচ হওয়ার কথা আছে।" ফলতঃ আমাদের কিন্তু এ অনুমান সমীচীন
।
র ব্যাখ্যা আমরা এইরূপ করিতেছি—"পক্ষদ্বয়ও অশৌচ হয়। ইহা
রণেই।" বিবৃত—যিনি গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করেন, তিনি আচার্য্য।
যদি নিবৃত্তপিণ্ডক সগোত্রজ হন, তবে তাঁহার মরণে সাপিণ্ডোচিত
ভিন্ন গোত্রজ আচার্য্যের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে। ঐ
অশৌচকেই ঋষি "পক্ষং দ্বৌ বাঽশৌচম্" সূত্রদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
র্দ্দেশের কারণ—পূর্ব্বে যে ত্রিরাত্র এবং অন্য ঋষি-সম্মত দশরাত্র বিধির
াছে, ঐ দুইটি মত বা বিধিকেই পক্ষদ্বয় নামে অভিহিত করা গিয়াছে।
অর্থ না করিয়া ভাষ্যকার টীকাকারগণের নির্দ্দিষ্ট শূদ্রের একমাস অশৌচ
ণ করা যায়, তাহাতে প্রথম দোষ এই হয় যে শূদ্রের বেদ পাঠ, অগ্নিহোত্র
যে তাহার অশৌচ হইলে উহার নিবৃত্তি হইবে। দ্বিতীয় দোষ—"অন্য
র্য্যুঃ" এই সূত্রটী লইয়া ; কেননা ঐ সূত্রে ঋষি ইঙ্গিত করিতেছেন—যাহারা
হোত্রী তাহারা যেমন অশৌচে ঐ সকল নিবৃত্তি করিবে ; অন্য অর্থাৎ
ঐ সকল নাই, তাহারাও তেমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ
পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছি—

রাত্রং ব্রহ্মচারিণোঽধঃশায়িনো ন কিঞ্চন কর্ম্ম কুর্য্যুর্ন প্রকুর্বীরন্ ॥ ২৫
ত্বা লব্ধা বা দিবৈবান্নমশ্নীয়ুরমাংসম্ ॥" ২৬

(পা, ৩ কাণ্ড, ১০ কণ্ডিকা)

র্থ—'ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় অধশায়ী থাকিবে, কোন কার্য্য করিবেনা,
ক দিয়া করাইবেও না, অযাচিত এবং মাংসবর্জ্জিত অন্নভোজন করিবে।' এই

নিয়মাধীন থাকিতে হইবে। মহামতি বিজ্ঞানেশ্বরও এই প্রকার অর্থ করিয়া সর্ব্ববর্ণের দশাহ অশৌচ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সর্বেষামেববর্ণানাং সুতকে মৃতকে তথা। দশাহাচ্ছুদ্ধি রেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥" অর্থাৎ সকলবর্ণেরই জননমরণে দশাহেই শুদ্ধি, এই কথা মহাতপা শাতাতপ বলেন।'

ফলতঃ যদি এই প্রকার অর্থ করিয়া সর্ব্ববর্ণের দশাহ অশৌচ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে অপরার্কধৃত প্রচেতার বচনের বিরোধ হয়—"রাজন্যবৈশ্যয়োর্যাদাশৌচং তাবৎ প্রেতস্তোদকং পিণ্ডং চ দদ্যুঃ।" এই বচনে ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অশৌচ তারতম্যের ইঙ্গিত আছে ; এবং বিষ্ণুও বলিতেছেন—"যাবদশৌচং তাবৎ প্রেতস্তোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুঃ।" (১৯।১৩) এ সূত্রদ্বারাও অশৌচকালের অসমতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণস্য দশপিণ্ডাঃ ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশৈবেতি। এবমাশৌচদিবস সংখ্যয়া পিণ্ডং দদ্যুঃ।" বিষ্ণু প্রচেতা প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের যেমন একদিকে অশৌচের অসমান দশোর্দ্ধকাল নির্দ্দেশ করিতেছেন, তেমন উভয় ঋষিবাক্যেই পিণ্ডোদকদানে 'যাবৎ তাবৎ' এই আপেক্ষিত শব্দ প্রয়োগে অশৌচ হ্রাসে পিণ্ড সঙ্কোচও উপলক্ষিত হইতেছে। এবং ইহাই যেন সমীচীন মনে হয়, নতুবা বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যার সহিত পারস্করের টীকাকার অগ্নিহোত্রী হরিহরের ব্যাখ্যার বিরোধ হইতেছে।

অগ্নিহোত্রী অশৌচ হ্রাসে পিণ্ডোদকদান সম্বন্ধে বলিতেছেন "সদ্যঃ শৌচ পক্ষে ত্বেকস্মিন্দিন এব ক্রমেণ দশাবয়বপূরকান্ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। ত্র্যহাশৌচ পক্ষেতু প্রথম দিনে ত্রীন্ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। দ্বিতীয় দিনে চতুরঃ পিণ্ডান্, তৃতীয় দিনে পুনস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ দদ্যাদিতি।" অর্থাৎ সদ্য অশৌচে সেই দিনেই দশটি পূরক পিণ্ডদিবে। ত্রিরাত্র অশৌচে প্রথম দিনে তিন, দ্বিতীয় দিনে চারি, এবং তৃতীয় দিনে পুনরায় তিনটি পিণ্ড প্রেতের উদ্দেশ্যে দান করিবে। আরও কথা—অশৌচের প্রবর্ত্তক গৃহ্যসূত্রকারগণ। তাহাতে স্বয়ং পারস্করই ২৭ সূত্রে বলিয়াছেন—"প্রেতায় পিণ্ডদত্বাঽবজেন প্রত্যবনেজনযু নামগ্রাহম্ ॥" অর্থাৎ ঐ তিন দিন পরে প্রেতের নাম করিয়া মাংসবর্জ্জিত পিণ্ড দান করিবে। ইহাতে কি বলিতে হইবে, পারস্কর মাত্র ত্রিরাত্র অশে[illegible]ধি করিয়াছেন ? তাহা নহে, দেখিতে হইবে পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য কি।

পিণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, মৈথিল পদ্ধতিকার হরিহর ব্যাখ্যাবসরে বলিতেছেন—"পূরকপিণ্ডঃ" পিণ্ডৈরবয়বপূরণম্। যথা শিরঃ প্রথমেন। * * শরীরপূর্ণত্বন্দশমেনেতি ॥" এবং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বলেন—প্রেতের নিমিত্ত তিনটী ক্রিয়া

ম দশদিন আতিবাহিক দেহের পূরণার্থ পিণ্ডোদক ান। তদন্তর
প্রত পিণ্ডদ্বারা ভোগদেহ গঠন; তদূর্দ্ধ সম্বৎসরে উত্তর ক্রিয়ায়
প্রতত্ব পরিহরণ। এই সকল ব্যাখ্যাও দশদিন অশৌচের অনুকূল।
ধ্যায়, দান, প্রতিগ্রহ রহিতকারী শাবাশৌচ পর্য্যালোচনা করিয়া
পারিলাম—পারস্কর প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ গুণগত অশৌচের
অপ্রাচীন ঋষিগণ বর্ণগত অশৌচের পক্ষপাতী। গুণগত অশৌচ
ৌচের হ্রাস বৃদ্ধি যত হউক না কেন অশৌচের স্থূলপরিমাণ দশদিন
মাত্র দশটী পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপরপক্ষ বর্ণগত অশৌচ
রকপিণ্ডের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছেন। গুণগত অশৌচবাদিগণের
গ্রহণীয় মনে হয়। যেহেতু নব্যস্মার্ত্ত ও ঋষি বিষ্ণু এবং পারস্কর
ক্যে সকলেই বলিয়াছেন—অশৌচ বৈদিক কর্ম্মেরই বিঘাতক, সুতরাং
র্গী তাহারাই অশৌচে নিস্কৃয়; যাহারা গৃহ্যসূত্র বহির্ভূত ত্রিশদিনের
দিনে অশৌচান্ত করিয়া যজ্ঞাদির অধিকার গ্রহণ করে, তাহা ক্ষত্রিয়
কার্য্যই করিয়া থাকে। এই গুণগত ও বর্ণগত—বিরোধের মীমাংসায়
না হইয়া, আমাদের প্রতিজ্ঞাত অশৌচ সাপেক্ষ বিষয়ের আলোচনা
নিয়মে সংবদ্ধ হইয়া অমেধ্য হইতে হইয়াছিল অর্থাৎ শাবাশৌচ উপস্থিত
হাম, দান, প্রতিগ্রহ ও বেদপাঠের অধিকার প্রতিহত হইয়াছিল, কি
লে তাহাতে পুনরধিকার পাওয়া যায়—মেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞাধিকার, স্বাধ্যায়
া লাভ করা যায়? এ সম্বন্ধে আমরা বৈদিক সাহিত্যে দীক্ষাপ্রকরণে
দেখিতে পাই—

স্তমুপনিদধতি তন্নাপিত উপাতিষ্ঠতে তৎকেশ শ্মশ্রু চ বপতে নখানি চ
স্তি বৈ পুরুষস্যামেধ্যং যত্রাস্যাপোনোপতিষ্ঠন্তে কেশশ্মশ্রৌ চ বা অস্য
। নোপতিষ্ঠন্তে তস্যৎ কেশশ্মশ্রু চ বপতে নখানি চ নিকৃন্ততে মেধ্যো-
ইতি।"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।২।২)

তথায় নাপিত উপস্থিত হইয়া (স্বাধ্যায়-হোম রহিত ব্যক্তির) তাহার
, নখ ছেদন করিয়া দিবে। সে ব্যক্তি অমেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যে
কে, যতক্ষণ কেশ, শ্মশ্রু নখে অপূতাবস্থায় জল অবস্থান করে। তৎ-
র্থ কেশ, দাড়ি, নখ নাপিত দ্বারা ছেদন করাইয়া শুদ্ধ অর্থাৎ মেধ্য হইয়া
ণ করিবে।

এই শ্রুতিতে অপূত ব্যক্তির নাপিত দ্বারা কেশাদির সংস্কার করিয়া স্নান অন্তে যজ্ঞাদির অধিকার পাওয়ার কথা আছে; ধর্ম্মসূত্রে আমরা দেখিতে পাই "গ্রামান্নিষ্ক্রম্যাশৌচান্তে কৃতশ্মশ্রু কর্ম্মাণস্তিলকল্কৈঃ সর্ষপকল্কৈর্বা স্নাতাঃ পরিবর্ত্তিত বাসসো গৃহং প্রবেশেয়ুঃ।" (বিষ্ণুসূত্র ১৯।১৮) অর্থাৎ অশুচি ব্যক্তি গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি শেষ করিয়া, তিল অথবা সরিষার খোল দ্বারা গাত্র মার্জ্জনাপূর্ব্বক স্নান করিয়া, পূর্ব্ববসন ত্যাগ এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে।

এখন দেখা যাইতেছে, শ্রুতি ও ধর্ম্মসূত্র উভয়ই অপবিত্রতা নষ্ট করিতে নাপিত কর্ম্মের অন্তে স্নানদ্বারা পবিত্র অর্থাৎ মেধ্য হইতে উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে পূর্ব্বে যাহাদের কথা বলা গিয়াছে, ত্রিশদিন স্থলে অশৌচে দ্বাদশ দিনে ক্ষৌরাদি করিয়া শুদ্ধ হইতেছে, তাহারা গুণগত অশৌচের পক্ষপাতী। হোম, স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্যক্তি একরাত্র, তদিতর ত্রিরাত্র, নির্ণ্ডণী দশরাত্র অন্তে এবং যাহারা জন্মগত অশৌচবাদী তাহারা বিষ্ণু-গৌতম নির্দ্দিষ্ট বর্ণানুমোদিত অশৌচের অন্তদিনে ক্ষৌর স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া মেধ্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্র বেদ পাঠাদি করিতে পারেন, ইহাই কল্পসূত্রের অভিপ্রায়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

কায়স্থের জাতি মীমাংসা।

(বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের উক্তি)।

দুইটি কায়স্থ-বালকের সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি উপলক্ষে উক্ত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের ২০শে মার্চ্চ) কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে রিপোর্ট করেন, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত "বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত" হইতে নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্রজাতি।* আর যখন শোভাবাজারের রাজা ৺ রাধাকান্ত দেবের জামাতা হিন্দু-

* আমাদের বিশ্বাস বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি অমরকোষ, মনুসংহিতা, বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বা মহাভারতোক্ত বৈদ্য বা শূদ্র নহেন, তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চতর জাতি। (লেখক)

মৃতলাল মিত্র, সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন
পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজ-
র তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা
স্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।"
ত্রিয়বর্ণ, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা ছিল; তাঁহার মত
হাপণ্ডিত মহাপুরুষ কাহারও স্বার্থের বা অর্থের অনুরোধে স্বীয় জ্ঞান-
দ্ধে কোনও কথা বলিতে পারেন, তাঁহার অতি বড় শত্রুও বোধ হয়,
লিতে পারিবে না।

ূলতিলক মহাত্মা বিবেকানন্দস্বামীর অসীম জ্ঞান ও অতুল প্রতিভায়
শ্ববাসী যখন তাঁহার যশোলাভ গায়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন এ
পয় সংবাদ পত্র—"বিবেকানন্দ শূদ্র, সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার নাই"
চার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন :—

সমাজ সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে,—তাঁহারা বলিতেছেন,
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার
ইহাতে আমার উত্তর এই, যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর,তবে
ামি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্ম-
ত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর
শধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার
ান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের
াসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের
সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালা দেশই আমার
তে তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক,
প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার
ইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে।
পাদকের আমাদের ইতিহাস কয়টা জানা উচিত ছিল,—তাঁহার জানা
ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার,
ই বেদে সমান অধিকার।" (ভারতে বিবেকানন্দ)

৯৩ খৃঃ অব্দের ২৪শে মে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জনৈক কায়স্থ শিষ্যকে
লেখেন স্বামী সত্যকাম প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী" হইতে
নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি দাসী কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। আপন আপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষ ভাগে বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা অমুক মিত্র ইত্যাদি!"

নিখিল শাস্ত্র জ্ঞান-সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মা বিবেকানন্দ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার, দাস, দাসী উপনাম ব্যবহার তাঁহাদের অকর্ত্তব্য, কায়স্থের দেব ও কায়স্থ মহিলাগণের দেবী শব্দ ব্যবহার কর্ত্তব্য!

যে সকল পল্লবগ্রাহী সবজান্তা মহাত্মা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এখনও অলীক সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, কিছুতেই কি তাঁহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না? উঠ জাগ সুপ্তসিংহ ঘুমিও না আর, অই দেখ কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে তোমার।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব।

আমরা সম্প্রতি উক্ত নামাঙ্কিত আর একটী রজত মুদ্রা দেখিয়াছি। তাড়াশের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি ৺বনমালী রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় আমাদিগকে ঐ মুদ্রাটী দেখাইয়াছেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে উহা দান করিবারও সংকল্প করিয়াছেন। ঐ নামের খুলনা জেলায় প্রাপ্ত মুদ্রা উক্ত পরিষদে রক্ষিত আছে। এ মুদ্রাটী তথায় রক্ষিত হইলে সকলের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের ও প্রকৃত তত্ত্ব উন্মেষণের সহায় হইবে।

আমাদের এই মুদ্রা তাড়াশের জমিদারী নিমগাছী নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তির নিকট বহুপূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। মালদহের রাধেশবাবুর আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা প্রাপ্তির অনেক পূর্ব্বেই এই মুদ্রাটী সংগৃহীত হইয়াছিল। গত কার্ত্তিক মাসে ইহা আমি উক্ত রায়বাহাদুরের বাটীতে দেখিয়াছিলাম। এইরূপ অচ্ছন্নভাবে নানা স্থানের জমিদার ও অন্যান্য লোকের নিকট যে সকল প্রাচীন মুদ্রা আছে, তাহা প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

ার প্রাপ্তিস্থান জেলা পাবনার থানা রায়গঞ্জের অধীন নিমগাছী।
মুদ্রাকে নিমগাছী অথবা পাবনার মুদ্রা নামে অভিহিত ক

কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের গৃহেস্থিত দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কি
াংশ ময়লায় আবৃত ছিল। ইহা গোলাকার পরিধি প্রায় ৩½ ইঞ্চি।
৮ গ্রেণ। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে গোলাকার বৃত্ত। ঐ বৃত্তের বাহি
লতার অস্পষ্ট চিহ্ন ও বৃত্তমধ্যে বাঙ্গলা অক্ষরে তিন পংক্তিতে এইর

শ্রীশ্রীদ
নুজমর্দ্দ
নদেব

আছে। উক্ত বৃত্তটী বামদিকে কিনারা সমান হওয়ায় দক্ষিণ দি
ন আছে ও তাহার একস্থানে 'প' অক্ষরের উর্দ্ধাংশের অনুরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হ
মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে দুইটী করিয়া সমচতুষ্ক রেখার মধ্যে তিন পংক্তিতে,—

শ্রীচণ্ডী
চরণপ
রায়ণ

আছে এবং চতুষ্কের সকল অক্ষরের বামদিকে অস্পষ্ট অঙ্ক ও উ
ী" প্রভৃতির উর্দ্ধে "শকাব্দা" পাঠ করা যায়। অস্পষ্ট সনাঙ্কের সহস্রসংখ্য
অস্পষ্টতাহেতু উহা ভালরূপ উপলব্ধি হয় না; শতাঙ্কের '৩'ও অস্পষ্ট;
বুঝা যায়। একাঙ্কের স্থান মুছিয়া গিয়াছে। উক্ত চতুষ্কের দক্ষিণে
নাই; উহা ক্ষয় প্রাপ্ত স্থান।

আমাদের মুদ্রার টাকশাল বা রাজধানীর নাম মুছিয়া গিয়াছে, মুদ্রার ১ম
অক্ষরের উপরের কতকাংশের যে চিহ্ন উল্লেখ করা হইয়াছে ও যে স্থানে
টী আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে ১ম পৃষ্ঠেই পাণ্ডুনগর অঙ্কিত ছিল এ
মান হয়। অবস্থান দৃষ্টে তাহাকে চন্দ্রদ্বীপের "প" অক্ষরের শেষাংশ
না। পুরাবিদ্‌গণের জন্য, উক্ত মুদ্রার আলোকচিত্র এই স্থলে দেওয়া
হারা ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ সংগৃহীত এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র সংগৃ
দ্রা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনার সুবিধা হইবে।



মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের নামাঙ্কিত রাধেশবাবুর সংগৃহীত মালদহ মুদ্রা ও দনুজমর্দ্দনের নামাঙ্কিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের খুলনার মুদ্রা সম্বন্ধে মুদ্রা-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে (২) যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা"—

আকার প্রায় গোল, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩৪ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে বঙ্গাক্ষরে—

শ্রীশ্রীদ
নুজমর্দ্দ
নদেব

বৃত্তের বহির্ভাগে যে স্থান আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখায় পরিপূর্ণ। * * * দ্বিতীয় পৃষ্ঠে চতুষ্ক মধ্যে।—

শ্রীচণ্ডী
চরণপ
রায়ণ

চতুষ্কের উর্দ্ধে 'পাণ্ড' চতুষ্কের বামে 'নগর' নিম্নে 'শকাব্দা' ও দক্ষিণে '৩৩৯' আছে। এই গুলি বৃত্তের বহির্ভাগস্থিত অংশে লিখিত আছে।"

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—"গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি ৩॥ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠে সমভুজ সমান্তরাল ষট্‌কোণ মধ্যে;—

শ্রীশ্রীদ
নুজমর্দ্দ
নদেব

(২) প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯, ১২শ ভাগ, ৩৮০পৃষ্ঠা।

তমধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্তখণ্ড সকল যোজিত করিয়া বৃত্ত। তন্মধ্যে—

শ্রীচণ্ডী

চরণপ

রায়ণ

ৃত্তের মধ্যে "শকাব্দা ১৩৩৯ চন্দ্রদ্বীপ।"

র্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদিগের আবিষ্কৃত মুদ্রার টাকশাল বা রাজধানীর

গিয়াছে। ৺রাধেশবাবুর আবিষ্কৃত মুদ্রার চতুষ্কের ঊর্দ্ধে "পাণ্ডু" ও

'নগর' ও নিম্নে 'শকাব্দা' ও দক্ষিণে '৩৩৯' থাকার কথা বর্ণিত

আমাদিগের আবিষ্কৃত মুদ্রার সহিত ইহার অবস্থানের অনৈক্য হইতেছে।

ধেশবাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার বর্ণনা প্রবাসীর উক্ত প্রব

ত হইল—

দেবের মুদ্রা—ওজন ১৭০ গ্রেণ, পরিধি ৩॥ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষু

, তন্মধ্যে—

শ্রীশ্রীম

ন্মহেন্দ্র

দেবস্য

য় পৃষ্ঠে, চতুষ্ক মধ্যে—

শ্রীচণ্ডী

চরণপ

রায়ণ

ামে 'পাণ্ডু' চতুষ্কের দক্ষিণে 'নগর' ঊর্দ্ধে 'শকাব্দা' ও বামে '৩৩৬' আছে।

মাদিগের আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার শকাব্দা ও অঙ্কের অবস্থানের সহি

দবের মুদ্রার ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে। নিমগাছীর মুদ্রায় 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দ

কারবৃত্ত মধ্যে, খুলনা বা সতীশবাবুর মুদ্রায় 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন' সমভূজ সমান্তরা

াণদ্বয় মধ্যে। আমাদের মুদ্রায় 'শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ' সমান্তরাল চতুষ্ক রে

ও খুলনার মুদ্রায় ক্ষুদ্র বৃত্তখণ্ড যোজিত করিয়া অর্থাৎ গোলাকৃত লতা মা

হত।

ালদহের মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে "পাণ্ডুনগর" স্পষ্ট থাকাতে, তাহা পাঠ করিয়া

লাকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল, উক্ত মুদ্রাদ্বয়ের এইক্ষণ সন্ধান না পাওয়ায় তা

। যোগ্য। একই সময়ের নির্ম্মিত মুদ্রায় রাজধানীর নাম ও শকাব্দা প্রদ

বিভিন্ন স্থানে লিখিত ও বৃত্ত বা চতুষ্কের অবয়বের বিভিন্নতা সম্পাদন করার অন্য তাৎপর্য্য ছিল। বিভিন্ন শিল্পী কর্ত্তৃক মু ার বিভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়াই ইহার অন্যতম কারণ মনে হয়। মালদহে প্রাপ্ত দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার '৩৩৯' এবং খুলনার মুদ্রার অঙ্ক যাহা '১৩৩৯' বলিয়াই নিঃশংসয়িতরূপে স্থিরিকৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের মুদ্রার সময় '১৩৩৯' অনুমিত হইতে পারে। যেহেতু আমাদের মুদ্রায়ও একক স্থলে '৯' পাঠ করা যায়।

খুলনার মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে সহস্রাঙ্কের '১' লইয়া আমাদিগকেও বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইত। প্রবাসীপত্রেও রাধেশবাবুর মুদ্রার সময় সম্বন্ধে রাখালবাবু যে মত করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বাঙ্গলার ইতিহাস (৩) গ্রন্থে তিনি ঐ মত প্রত্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন "৺রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া মনে হয়, উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের ইনেস্‌পেকটার শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব খুলনার মুদ্রা দর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্রদেবের অনেকগুলি রজত মুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০—১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮—১৪২৭ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারণ এই সকল মুদ্রার সহস্রাঙ্কের স্থানে ১, শতাঙ্কের স্থানে ৩, দশাঙ্কের স্থানে ৪ অঙ্কিত আছে। প্রায় সমস্ত মুদ্রাতেই একাঙ্কের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার শকাব্দা ১৩৩৬ পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পাণ্ডুয়ার মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশ বাবু যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে, বলিতে পারা যায় না। মূলমুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। * * * এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী—পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত দনুজমর্দ্দনদেবের যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনের পিতা হইতে পারেন না। বটুভট্টের দেববংশে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনদেবের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন সুতরাং বটুভট্টের দেববংশের ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস গৃহীত হইতে পারে না।"

(৩) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ভাগ, ১৩২পৃষ্ঠা।

কন, বেদপুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত দোষে দুষ্ট বলিয়া কথিত হয়।
সন বা শিলালিপি ও মুদ্রাদিই বিজ্ঞান-সম্মত প্রধান উপায় হইতেছে।
প্রণালীতে ধারাবাহিকরূপে দেশের ইতিহাস সংগ্রহ হওয়ার উদ্যম
য়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল প্রাচীন বিবরণ যুক্ত হস্তলিখিত
হইয়াছে বা অতঃপর হইবে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। মহামহোপাধ্যায়
ী মহাশয়ের ও অন্যান্যের সংগৃহীত অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও সাধারণে
নাই। নেপাল হইতে বহুগ্রন্থ লণ্ডনে নীত হইয়াছে। ফরাশি ও
হুগ্রন্থ গিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের দ্বারা ভবিষ্যতে কি প্রকাশ হইবে
শিলা ও তাম্রলিপির সংস্কৃত বর্ণনাদির অত্যুক্তি অংশ কোনটী তাহা
কঠিন। এজন্য জনপ্রবাদ ও কুলশাস্ত্র গুলির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ
র্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। গৃহস্থকে সোণারূপা তামা কাসা ও নানাপ্রকারের
ত হইবে। সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী ধরিয়া অন্য বিষয় আমরা
উপেক্ষা করিতে পারিব না।

াসী রাজা কানিশ বা গণেশ ব্যতীত অন্য কোন স্বাধীন জমিদারের
ন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ পাঠান রাজত্ব
ভূমিতে বহু প্রবল জমিদার ছিলেন। কতক জমিদার সেনাপতিগণের
কর সংগ্রহ করিতেন। সুতরাং সুচতুর সাহসী জমিদারগণের প্রাধান্য
সহজ ছিল। গণেশ ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। এই ভাতুরিয়া
দিনাজপুর ও রাজসাহীর মধ্যেও আছে। কোন্ জেলার ভাতুরিয়া
করা যায় না। রাজা কানিশের পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।
ই কারণেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন

দেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের নাম মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। স্বাধীন
ব্যতীত কেহই নামের পূর্ব্বে "শ্রী শ্রী" প্রয়োগ করিতে পারেন না। মুদ্রার
হাদিগের স্বাধীনতা প্রমাণিত হইতেছে। ইহাঁরা কেহ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন
তেই এবং হয়তঃ পাণ্ডুয়ার রাজত্ব দীর্ঘ দিন না হওয়ায় ঐতিহাসিকগণের
বিষয়ীভূত হয় নাই।

াজপুর, রাজসাহী ও মালদহ জেলার মধ্যে 'দেব' উপাধিধারী কায়স্থগণ
াচান জমিদারের বংশ আছে। তারাগুনিয়ার 'চৌধুরী' উপাধিধারী দেব ও
রের (বর্দ্ধমকুটীর) দেববংশ বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজভুক্ত কর্ণসেনী বা কান-

সোনার দেব। (৪) কর্ণসেনীর দেবগণ বরেন্দ্রে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্দ্ধনকুটীর আর্য্যাবরদেবের 'মণ্ডল' উপাধি ছিল। 'মণ্ডল' শব্দ "দ্বাদশ রাজক" জ্ঞাপকশব্দ ও মাণ্ডলিক শব্দের অপভ্রংশ। পাঠকগণ বরেন্দ্রবাসী দেববংশীয় বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের বিষয় অবগত আছেন। সুতরাং বরেন্দ্রভূমিতে দেববংশীয় কায়স্থগণের আধিপত্য হিন্দুরাজত্ব সময়েই সূচিত হইয়াছিল।

বটুভট্টের রচিত দেববংশ বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের অস্তিত্ব লোপ হইবে না। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার সময় দ্বারা ইনি যে দনুজমাধব হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি এই দুইজনকে একই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব ভ্রান্তমত অবশ্যই পরিহার করিবেন। এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দমিশ্র, ও মহেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে দনুজ-মাধবের স্থলে দনুজমর্দ্দনের নাম ব্যবহৃত হওয়ায় অবশ্যই লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তজ্জন্যই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থকে "সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস যোগ্য নহে" লিখিয়াছেন।

বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষস্থানীয়। দনুজমর্দ্দনদেব কর্ত্তৃক বঙ্গজ-সমাজে অনেক কুল-নিয়ম সংস্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বিজ বাচস্পতির কুলজিসার-সংগ্রহ গ্রন্থের নিম্নোক্ত বচন (রাজন্যকাণ্ড ৩৭০ পৃষ্ঠ) উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
দেব পদ্ধতিতে হোম মহিমা অপর।
সমাজ করিতে রাজা হইল চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনিলয় কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥"

এই বচনের শেষোক্ত দুই পয়ারে গৌড় হইতে কুলপতি ও কুলাচার্য্য আনাইবার প্রসঙ্গ আছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তিনি বরেন্দ্রবাসী দেব এবং গৌড়ের নিকট তাঁহার বসত থাকায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সমাজ স্থান হইতে কুলপতি ও কুলজ্ঞ আনাইয়াছিলেন। গৌড়ে মুসলমান প্রভাব হওয়ার পর

(৪) মৎপ্রকাশিত ঢাকুর, শকাব্দা ১৮১৩। দেববংশের বিবরণ।

ায়স্থগণ গৌড়রাজ দরবারে কার্য্য করিতেন। এ কারণ কুলপতি ও
লোভে কতক তথায় বাস করিতেন। দনুজমর্দ্দন তাঁহার পূর্ব্ব সমাজে
ই চন্দ্রদ্বীপে লইয়াছিলেন। সকল সমাজেই কুলপতি মৌলিক কায়স্থগণ
কায়স্থ' নামে পরিচিত হইতেন। বহুকাল গৌড়ে রাজ সিংহাসন থাকায়
চালক কায়স্থগণ স্বস্ব পূর্ব্ব গৌরব গৌড়ের রাজপদ ও প্রতিপত্তি
ণ করিতেন।
বের মুদ্রার পর দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা হইয়াছে। আবার দনুজমর্দ্দনের
মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার প্রকাশ হইয়াছে। এ কারণ উভয়ের মধ্যে পিতা
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। মহেন্দ্র ও দনুজমর্দ্দনদেব উভয়েই ক্ষমতা-
ছিলেন। গৌড়ের শাসনকর্ত্তাগণের নিকট তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি ছিল।
লা দেশের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। মুসলমান শাসন কর্ত্তা
হারা ভালরূপই জানিতেন। দেশ বিজয় ও শাসন ব্যপদেশে তাঁহারা
ত চন্দ্রদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুয়ার রাজা হইবার
দনুজমর্দ্দনকে চন্দ্রদ্বীপ জয়ের জন্য পাঠাইতে পারেন। রাজা গণেশের
র্শনে পাণ্ডুয়ায় দীর্ঘদিন রাজত্ব করা অসম্ভব ছিল। দনুজমর্দ্দনদেব পিতার
ইতে সৈন্যাদি লইয়া হয়ত মুসলমাননীতি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয়নামে পাণ্ডুয়া
পে মুদ্রাঙ্কিত করেন। মুসলমানগণের নিকট হীনবল হইয়া মহেন্দ্রদেব
দ্বীপে যাইয়া বাস করেন। এরূপ ঘটনাতেও পিতা পুত্রের বয়সের সামঞ্জস্য
হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

সমালোচনায় শাস্ত্রি-সন্দর্ভ।

গত মাঘের সাহিত্য-পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ব্যাপি
কর অনুবাদ গ্রন্থে অযথা কতিপয় দোষারোপ করিয়া কোন এক শাস্ত্রী এক সন্দ
য়া স্বকীয় বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কোথাকার শাস্ত্রী, তাহা ভগবান
ন। আমরা তৎকৃত অযথা নিন্দাবাদের কোনও উত্তরই দিতাম না, যদি তি
ানভিজ্ঞ সাধারণকে রাজেন্দ্রবাবুর এই গ্রন্থে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিতে

শাস্ত্রীজী মূল অনুবাদে দুইটী দোষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম দোষ—"অনুবাদক, অভাবের অভাব যে অতিরিক্ত তাহা নব্যমত এবং অভাবের অভাব যে প্রতিযোগিস্বরূপ তাহা প্রাচীন মত" এরূপ লিখিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠকগণ, নির্ণয় সাগরে মুদ্রিত "তর্ক-সংগ্রহ" পুস্তকের ১৭৭।১৭৮ পৃষ্ঠে "অভাবাভাবোভাব এব * * * ইতি প্রাচীনাঃ," "অভাবাভাবোঽতিরিক্ত এব...ইতি নবীনাঃ" এইরূপ স্পষ্ট কথা রহিয়াছে দেখিবেন। এই গ্রন্থখানি নব্য ন্যায়ের আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। এই পুস্তকখানাও যাঁহার জানা নাই, তিনি কি সাহসে এই ব্যাপ্তিপঞ্চকে দোষ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? অহোরে গরীয়ান্ কালঃ সমায়াতঃ!

২। রাজেন্দ্রবাবু, অপর একস্থলে, অনুমিতি হেতুপদের অর্থ—"অনুমান যে প্রমাণ সেই অনুমিতি" এইরূপ লিখিয়াছেন। শাস্ত্রীজী এখানে কোন দোষ নাপাইয়া কেবল উপদেশ দিয়াছেন যে, "অনুমানে বর্ত্তমান যে প্রামাণ্য তাহার অনুমিতি, এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।" পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যেমন কাকের অর্থ বায়স, বৃক্ষের অর্থ মহীরুহ, এইরূপ অনুবাদ না হইলে শাস্ত্রীর মতে ভাল হয় না।

৩। রাজেন্দ্রবাবুর একস্থলে ব্যাপ্তি-জ্ঞান লিখিতে 'জ্ঞান' পদটী পতিত হওয়ায় শাস্ত্রীজীর দোষাচ্ছিদ্রানুসন্ধানে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ঐ পাতায়ই একাধিকবার "অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান" এইরূপ থাকায় ঐ ভ্রম স্বতই বালকেরও নিবৃত্ত হইতে পারে। ঐ পতিত অক্ষর দুইটী যে শাস্ত্রীজীর পক্ষেই মারাত্মক ভ্রম বলিয়া পরিগণিত, অপরের পক্ষে নহে, তাহা জানা উচিত ছিল।

৪। রাজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে অপর একস্থলে 'ঘটত্বংনাস্তি' স্থলে 'ঘটোনাস্তি' এইরূপ আছে। এইস্থলে শাস্ত্রীজীর মনে করা উচিত ছিল যে রাজেন্দ্রবাবু একটা নূতন পথের প্রদর্শক হইয়াছেন, এবং এই গ্রন্থও প্রকাণ্ডকলেবর ধারণ করিয়াছে, সুতরাং এইরূপ গ্রন্থে ওরূপ ২।১টী মুদ্রাকরপ্রমাদ থাকা কিছুতেই দূষণীয় নহে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রীজী যে সাহিত্য-পত্রিকায় সমালোচনা লিখিতে যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহাতে কত মুদ্রাকরপ্রমাদ আছে, তাহা কি তিনি দেখিয়াছেন? ঐ সন্দর্ভ যে একজন সুলেখক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বারা সংশোধিত এবং একজন বিচক্ষণ সাহিত্যসেবী দ্বারা সম্পাদিত তাহা স্বীকার্য্য; বিশেষতঃ লেখক স্বয়ংইবা কোন্ না ২।১বার দেখিয়াছেন। এইরূপ স্থলেও ঐ প্রবন্ধে সাহিত্যের ৬৭৬ পৃষ্ঠে, ৩২ পঙ্‌ক্তিতে "অসমবায়িকারণং" স্থলে "সমবায়িকারণং" থাকায় কিরূপ সর্ব্বনাশকর ভ্রম রহিয়াছে! ৬৭৯ পৃষ্ঠে "জন্যমূর্ত্ত" স্থলে "অন্যমূর্ত্ত" হওয়ায় কিরূপ অর্থ হয়? এইরূপ ভ্রম যে কত

রহিয়াছে, তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই দেড় পাতা প্রবন্ধে এতগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিলে রাজেন্দ্রবাবুর এই বৃহৎ পুস্তকে যে দু'চারিটী ওরূপ ভ্রম থাকিবে না এই আশা করাই অজ্ঞের কার্য্য।

৫। 'ঘটধ্বংস ও স্বরূপ সম্বন্ধে কপালে থাকে' এইরূপ রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন। এটী নাকি তাঁহার মহা অপরাধ হইয়াছে, অর্থাৎ শাস্ত্রীজী সিদ্ধান্ত লক্ষণের একস্থলে দেখিয়াছেন, যে ঘটধ্বংস অন্যত্রও থাকে, আমরা এই কথার উত্তর করিতেছি যে, রাজেন্দ্রবাবু শীঘ্রই সিদ্ধান্ত-লক্ষণের জগদীশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে শাস্ত্রীজীর সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইবে। তবে যদি এই আশঙ্কার উদয় হয় যে, ঘটধ্বংস কিরূপ ভাবে চিরজীবী হয়? কি আহার করিয়া জীবনধারণ করে? তাহা হইলে আমরা নাচার। অশ্রাব্যমপি শ্রাবয়সি!

৬। রাজেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বরূপ আরও একটি দোষ হইয়াছে যে, সংসর্গাভাবের সংসর্গারোপ জন্য প্রতীতি বিষয় অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা পড়িয়া আমার একটি প্রবাদ মনে হইল যে, কোন এক কুক্কুটপাদমিশ্রগুণ্ডা এক সময়ে কোন এক কাশীবাসী ন্যায়রত্ন বা তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব' নামক ন্যায় গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ 'ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব' স্বীকার করিয়া বহুতর বিচার শিক্ষা করিল, তাহাতে তাহার প্রায় ৬।৭ মাস কাল লাগিল, পরে দেখিল যে ঐ অভাব আদৌ স্বীকার্য্য নহে, তখন সে গুরুদেবের প্রতি ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে, প্রথমেই কেন এই শেষ কথা বলা হয় নাই? রাজেন্দ্রবাবু প্রধানতঃ ব্যাপ্তিপঞ্চকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, অপরাপর সম্বন্ধে আনুসঙ্গিক যা কথাও বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক কথার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে মহাভারত অপেক্ষাও বড় গ্রন্থ হইয়া পরে, তাহা শাস্ত্রীজীর বুদ্ধিতে বেড় পায় নাই।

৭। তৎপরে রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে 'কার্য্যতা ও কারণতা কার্য্য বা কারণ স্বরূপ হয়, সুতরাং পরমাণু পরিমাণ ভিন্ন সপ্তপদার্থই হয়।' শাস্ত্রী মহাশয় এইস্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনি রাজেন্দ্রবাবুর কথা বুঝিতে পারেন নাই। ন্যায় শাস্ত্রের কথা যে সে লোকের বোধগম্য হয় না, ইহা ঠিক কথা। শাস্ত্রীজীর এই পর্য্যন্তও বুদ্ধি নাই যে, সকল কথা নিখুঁত ভাবে একস্থলে বলা অসম্ভব। রাজেন্দ্রবাবু 'কার্য্যতা বা কারণতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসেন নাই, মোটামুটী সাধারণ ভাবে জ্ঞানলাভ হইতে পারে এইরূপই লিখিয়াছেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি বিশ্বনাথের পারিমাণ্ডিল্য শব্দটী উপলক্ষণ হইতে পারিলে রাজেন্দ্রবাবুর পারিমাণ্ডিল্য পদটীই বা উপলক্ষণ হইতে পারিবে না কেন?

৮। রাজেন্দ্রবাবু একস্থলে জ্ঞানাদির 'অসমবায়িকারণ' এইরূপ লিখিয়াছেন; ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয় অশুদ্ধ কথা লিখা হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। এই আস্ফালনের মূল্য কত? তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। নিজের বিদ্যায় না কুলাইলেই যে অশুদ্ধ হইল ইহা বলা অতীব দুঃসাহস বা নির্লজ্জতার কার্য্য। তিনি, শঙ্করমিশ্র ও শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়া আপনার অগাধ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকাগারে গিয়া কতগুলি বাক্য সংগ্রহ করিলেই হয় না, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বোঝা চাই। প্রাচীনগণ আত্ম-মনঃসংযোগকেও জ্ঞানাদির ন্যায় নিমিত্তকারণই বলিয়া থাকেন, অসমবায়িকারণের নাশে কার্য্যনাশ হয় বলিয়া অসমবায়িকারণ বলেন না। যদি ঐ সংযোগটী অসমবায়িকারণ হয়, তাহা হইলে ঐ সংযোগনাশক্ষণোৎপন্নজ্ঞানের "একক্ষণস্থায়িত্বাপত্তি" হয়। তাহা কখনও কেহ স্বীকার করে না। তবে যে নব্যমতে আত্মমনঃসংযোগকে অসমবায়িকারণ বলে, তাহার কারণ নব্যেরা ভাবমাত্রেরই অসমবায়িকারণ আছে বলিয়া একটী নিয়ম স্বীকার করেন, প্রাচীনগণ এই নিয়ম মানেন না। কিন্তু অসমবায়িকারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়, এই নিয়ম ফলতঃ নব্যমতে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের একক্ষণমাত্রস্থায়িত্বাপত্তি বারণার্থ অসমবায়িকারণের কার্য্যকালসত্তা স্বীকার করেন। প্রাচীনগণ তাহা স্বীকার করেন না। এই মতদ্বয় চিরপ্রসিদ্ধ। রাজেন্দ্রবাবু প্রাচীন মতানুসারে লিখিয়াছেন। সমালোচক ইহা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি? ন্যায়-শাস্ত্রেরপ্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ একটা না একটা মত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিতে হয়, ইহা সকল নৈয়ায়িকই জানেন। শাস্ত্রীজীর প্রদর্শিত শঙ্করমিশ্রাদির বাক্যগুলি যে নব্যমতসিদ্ধ তাহা কে না জানে?

৯। তাহার পর শাস্ত্রীজী বলিতেছেন—"রাজেন্দ্রবাবু দিক্কৃত বিশেষণতাকে দৈশিক সম্বন্ধ বলিয়া এবং ব্যাপ্তিপঞ্চকের লক্ষণ পাঁচটীতে কেবলান্বয়িস্থলে অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করিয়া মহান্ অপরাধ করিয়াছেন" উদ্দেশ্য—এই দুই বিষয়ে কেন আরও বিশেষ করিয়া লেখেন নাই। সমালোচকের এই এক অদ্ভুত আব্দার, বেশী লেখা নালেখা লেখকের ইচ্ছা, তাঁহার উপদেশ সাপেক্ষ নহে। আর ব্যাপ্তি-পঞ্চকের পঞ্চম লক্ষণের বঙ্গানুবাদ দেখিলেই অন্য কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ লক্ষণের দোষ আছে, তাহা তাঁহার মত লোকের বোধগম্য হইবে।

১০। ইহার পর রাজেন্দ্রবাবু ব্যধিকরণের লক্ষণ কয়টীকে শিরোমণিকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়া এক দোষ করিয়াছেন, বিশেষ পদার্থ পরিচয়ে 'অন্ত্য'শব্দের অর্থ না করায় অন্য একটি অপরাধও করিয়াছেন এবং প্রশস্তপাদের ভাষ্যে ও ন্যায়-

কন্দলীতে ব্যাপ্তি লক্ষণ নাই বলিয়া অপর দোষ করিয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে কোনই দোষ দেখিতেছিনা; ব্যধিকরণের চৌদ্দটি লক্ষণই শিরোমণি রচিত, তবে তন্মধ্যে কোনটি চক্রবর্ত্তীর মত অবলম্বনে, কোনটি বা প্রগল্‌ভ মত গ্রহণে, কোন্‌টি বা সার্ব্বভৌমের মতানুসারে লিখিত। উক্ত লক্ষণগুলি কখনও তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত নহে। দ্বিতীয় কথা 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ যে সমালোচকের জানা নাই,তাহা রাজেন্দ্রবাবুর বুদ্ধিতে আসে নাই। এত বড় কঠিন কথাটীর অর্থ না লিখায় মহান্ অন্যায়ই হইয়াছে! বোধ হয় রাজেন্দ্রবাবু 'অন্ত্য'শব্দের অর্থ জানা ছিল না। তৃতীয় কথা এই যে প্রশস্তপাদের ভাষ্যাদিতে যে ব্যাপ্তির লক্ষণ আছে, তাহা ব্যাপ্তি নিরূপণ প্রসঙ্গে নহে। ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির লক্ষণ করা হয় নাই বলিয়াই রাজেন্দ্রবাবু ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই বলিয়াছেন। যাহার বাক্যে দোষ দেখাইতে হয়, অগ্রে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টাকরা উচিত।

১১। সমালোচকের গৃহেও বোধ হয় তর্কামৃত গ্রন্থ নাই, তাহার পর তাঁহার যে পড়া শুনা যতদূর, তাহা অভাব বিচারে নব্য প্রাচীন মত বলায় জানা গিয়াছে; ইহাতে তিনি কিরূপে বলিতে সাহস করিলেন যে "রাজেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ তর্কামৃতের অনুবাদ ভূমিকায় দেন নাই" আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ তর্কামৃতের অনুবাদই দেখিতেছি।

তর্কামৃত গ্রন্থে সমবায়কেও অবৃত্তি বলিয়াই স্পষ্টতঃ কথিত আছে, তাহা বলায় রাজেন্দ্রবাবুর কি দোষ হইয়াছে? ইহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন ফলতঃ অবৃত্তি আর বৃত্তিমৎ ইহা যে সম্বন্ধ বিশেষে হয় শাস্ত্রীজীর তাহারও জ্ঞান নাই। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

১২। রাজেন্দ্রবাবু একস্থলে 'গড়িতত্ব' না লিখিয়া 'গঠিতত্ব' লিখিয়াছেন। গড়িতত্বের অপভ্রংশ গঠিতত্ব শব্দটি দেশ বিশেষে প্রচলিত আছে, অতএব উহাতে কোন দোষ নাই। তাহাতে আবার সমালোচক একটু উপদেশ দিয়া স্ববিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন—যে ঘটিত শব্দের অপভ্রংশ গঠিত, আহা কি অনুভব!! দীর্ঘজীবীভব।

১৩। রাজেন্দ্রবাবু "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এই বৈশেষিক সূত্র অবলম্বনে বলিয়াছেন 'বেদ ধর্ম্মপ্রতিপাদক, এই কারণেই তাহার প্রামাণ্য' ইহাতে সমালোচক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, অনেক বকিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ক্ষুব্ধতার কারণ কি? রাজেন্দ্রবাবু যেরূপ অর্থ লিখিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করমিশ্র "যদ্বা-কল্পে" বলেন নাই? কোন একটা মত অবলম্বনে লিখিলে যে ভুল হয়, ইহা জগতে কেবল শাস্ত্রী মহাশয়েরই নূতন মত। পূর্ব্বকল্প অপেক্ষায় প্রায় সর্ব্বত্রই যদ্বা-কল্পের উৎকর্ষ আছে; এই স্থলে তাহা না হওয়ার কারণ নাই। তাহার পর এই যদ্বা-কল্পে অনাস্থার যে

যুক্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিনা। যেহেতু এখানে অন্যোন্যাশ্রয় হয় না। ধর্ম্মপ্রতিপাদন করায় বেদের প্রামাণ্য কেন তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই; ইহার অর্থ যদি এরূপ বলা যায় যে, বেদ যেহেতু অজ্ঞাত এবং অবাধিত ধর্ম্মের প্রতিপাদক, সেই হেতুই বেদ প্রমাণ, তাহা হইলে কি দোষ হয়? ধর্ম্মের প্রামাণিকত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য এবং বেদের প্রামাণ্য প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রামাণ্য, ইহা অভিপ্রেত হইলে অন্যোন্যাশ্রয় হইত। বরং শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদিষ্ট 'ঈশ্বরোচ্চরিতত্ব প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য' বলিলেই অন্যোন্যাশ্রয় হয়। কারণ ইহাতে বেদবোধিত বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি হয় এবং সেই ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বেদেরই প্রামাণ্য স্থির হয়। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধ করিয়া এদোষ নিবারণ করিতে যাইলে ব্যভিচার হয়। কারণ ঈশ্বরাবতার বুদ্ধবাক্যও তাহা হইলে প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলে জৈন বৌদ্ধপণ্ডিতগণ অনাস্তিক পদ বাচ্য হইতেন না। সম্প্রদায় বিরুদ্ধ বলিয়া গলাবাজী করা বৃথা। কারণ সাম্প্রদায়িকতার মূলে প্রায়ই একটু না একটু গলদ থাকে। সাধনাবস্থায় সাম্প্রদায়িকতায় লাভ আছে বটে, কিন্তু ঋষিদের সাম্প্রদায়িকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঋষিবাক্যের ব্যাখ্যা লইয়াই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

পরমাত্মার জ্ঞানলাভে মোক্ষ হয়, একথা বলায় রাজেন্দ্রবাবুর অপরাধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শাস্ত্রী মহাশয় কি ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন? নৈয়ায়িক চূড়ামণি উদয়ন কি বলিতেছেন না—

"স্বর্গাপবর্গয়োর্মার্গমামনন্তিমনীষিণঃ।
যদুপাস্তিমসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে॥"

এই শ্লোকটায় কি বলে না যে পরমাত্মার জ্ঞানও মোক্ষার্থ প্রয়োজন? "আত্মা-বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" শ্রুতিতে আত্মা যে জীবাত্মা তাহা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত, যাঁহারা উত্তর মীমাংসার মত মানেন, তাঁহারা দেখিবেন উপক্রমোপসংহারাদি উপায়ে আত্মা এখানে পরমাত্মা বলিয়াই উত্তর মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেদার্থ নির্ণয়ে তর্কের শরণাপন্ন হওয়া প্রশংসনীয় মার্গ নহে। মীমাংসাদর্শনই বেদার্থ মীমাংসায় প্রধান আসন লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের জ্ঞান। শিরোমণি ও গদাধরের বাক্য সাম্প্রদায়িক, এজন্য রাজেন্দ্রবাবুকে আমরা দোষ দিতে পারি না। তিনি যদি নানা দর্শনের মতবাদ তুলনা করিতে বসিয়া এরূপ কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দোষের হইত।

১৪। কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যিনি নাম করিয়া সংখ্যাপূর্ব্বক ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করেন, তাঁহার যদি সাতটি পদার্থ অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ করিতে কখনই কষ্ট বোধ হইত না। নাম করিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে, ন্যূনাধিক সংখ্যা নিবারণই তখন অভিপ্রেত হয়। তর্কসংগ্রহদীপিকাতেও এই মার্গই প্রদর্শিত হইয়াছে। কণাদের বহু সূত্রের মধ্যে কোথায় 'অভাব' পদটীর প্রয়োগ দেখাইয়া তাঁহাকে অভাবের স্বতন্ত্র পদার্থত্ববাদী বলা অদ্ভুত বুদ্ধি! অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা ও অভাব শব্দের ব্যবহার করা কি এক কথা? যাঁহারা অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলেন না তাঁহারা কি "ঘট হইবে" "ঘটধ্বস্ত" "ঘটনাই" এরূপ কথা মুখেও আনিতে পারেন না? এরূপ বিদ্যা প্রকাশ করা কেন? "ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতুকামস্তবট্‌পদার্থোপবর্ণনং। সাগরং গন্তুকামস্যহিমবদ্দর্শনং মনোগমং।" এই শ্লোকটী সমালোচক জানেন কি? কণাদ কেন অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহার কারণ অনুমান করিতে গিয়া রাজেন্দ্রবাবু কল্পনা করিয়াছেন—'সম্ভবতঃ কণাদ অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন।' আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ইহাতে দোষ কি হইল? শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বৈশেষিকাদিমতে যুক্তিকে যেজন্য প্রমাণ বলা হয়, তাহা যথার্থ ঋষিপ্রবরের উদ্দেশ্য ছিল কিনা, সে বিষয়ে সংশয় করিবার যথেষ্ট অবসর আছে। দুঃখ নিবৃত্তিকে যে মোক্ষ বলা হয়, তাহা অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান দুঃখ ক্ষণকাল পরেই স্বতঃ নষ্ট হইতে বাধ্য। তাহার জন্য আবার প্রযত্ন কেন? এই জন্যই পতঞ্জলি বলিয়াছেন "হেয়ং দুঃখমনাগতম্"। ন্যায় সূত্রের "উত্তরোত্তরাপায়াৎ তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ।" এই কথার মধ্যে 'অপায়' ও 'অপবর্গ' ভিন্ন বস্তু। অপবর্গে যদি দুঃখ ধ্বংস হয়, তাহা হইলে অপায়াৎ অপবর্গ বলিবার আবশ্যকতা থাকে না। যদি বলা হয়—দুঃখের প্রাগ্‌ভাব পালনই মুক্তি, তাহা হইলে এই প্রাগ্‌ভাব কি নৈয়ায়িকের স্বীকার্য্য? এজন্য সকলেরই প্রকৃত অভিপ্রায় মুক্তি নিত্য। যদি বলা হয়—তত্ত্বজ্ঞান হইতে তবে কি জন্মিবে? মুক্তি নিত্য হইলে তাহার উৎপত্তি নাই। তাহার উত্তর নূতন কিছুই হয় না এইরূপ বলিতে হইবে। যদি বলা হয়—দুঃখ তবে কোথায় গেল? তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহাই জ্ঞানের মাহাত্ম্য। নচেৎ দুঃখধ্বংসকে মুক্তি বলিলে সে স্থলেও দুঃখ কোথায় যায় এই আপত্তি থাকিয়া যাইবে। এজন্য বলিতে হইবে, দুঃখধ্বংসক্ষণের এইরূপ স্বভাব যে তৎকাল

পর তাহার প্রতিযোগী থাকিবে না। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব এই যে তাহার পরক্ষণে দুঃখাদি কিছুই থাকিবে না। আর যদি আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে এই তত্ত্বজ্ঞানটি সেই আত্যন্তিকত্বরূপ বিশেষণাংশের প্রযোজক হইবে। সেই বিশেষণাংশে জন্য কোনও পদার্থ নাই। কারণ স্বসমানাধিকরণ দুঃখ প্রাগভাবাসমানকালিনত্বই এই আত্যন্তিকত্বের লক্ষণ। সুতরাং দুঃখধ্বংসরূপ অভাবই মুক্তি বলা যায় না। অতএব সকল স্থলে সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা না করায় অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

তাহার পর নৈয়ায়িকের মধ্যেও যে সম্প্রদায়ভেদে অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলা হয় না, তাহা সমালোচক জানেন নাকি? তাঁহার অধীত সিদ্ধান্ত লক্ষণে অভাবাধিকরণক বা অভাব প্রতিযোগিক অভাবকে কি অধিকরণ স্বরূপ বলা হয় নাই? যিনি কথায় কথায় সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছিলেন, তাঁহার ধারণাবতী-ধী কোথায় গেল? কন্দলীবাক্য, শঙ্করমিশ্রের বাক্য ও অমরকোষের টীকায় কণাদকে সপ্তপদার্থী বলা হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় কি বেশী বেশী পাণ্ডিত্য দেখাইলেন? কণাদকে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে সপ্তপদার্থী বলেন, তাহা কি রাজেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিয়াছেন? অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলে তাঁহাকে সপ্তপদার্থবাদী বলায় তিনিও প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের অবলম্বনীয় যুক্তিকেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত পরের দোহাই দেওয়া হয় নাই, এইটীই কি রাজেন্দ্রবাবুর দোষ? আমরা ইহাতে রাজেন্দ্রবাবুর সূক্ষ্মদর্শিতারই পরিচয় পাইলাম। তাহার পর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—শঙ্করাচার্য্য ও কপিল প্রভৃতি কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়াছেন, ইহা কি রাজেন্দ্রবাবু দেখান নাই? তথাপি যদি শাস্ত্রী মহাশয় ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এ কথার উল্লেখ করিতেও কি তাঁহার ইচ্ছা হইল না? পরনিন্দা কি এতই মিষ্ট লাগিল? বলি শঙ্করাচার্য্য ও কপিলের কথা কি ন্যায়কন্দলীকারের কথা অপেক্ষা অল্প প্রমাণিক? শঙ্করাচার্য্য ও কপিল প্রাচীন না শ্রীধরও শঙ্কর মিশ্র প্রাচীন? প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের কথা মানিব না অর্ব্বাচীনের কথা মানিব? আচ্ছা কণাদ যে সপ্তপদার্থবাদী তাহা প্রশস্তপাদে নাই কেন? শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান দেখিতেছি পণ্ডিতসমাজে বুঝি আর সংকুলান হয় না।

১৫। চাণক্য ও বাৎস্যায়ণকে এক ব্যক্তি বলিতে রাজেন্দ্রবাবুর সাহসে কুলায় নাই, কারণ এই বিষয়টী লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আজও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু "প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্" শ্লোকের শেষ চরণটি অর্থ

শাস্ত্রে "শশ্বদাম্বিক্ষিকীমতা" এইরূপ থাকায় এবং বাৎস্যায়ণভাষ্যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এরূপ থাকায় স্থির করিলেন, যে এক ব্যক্তি না হইলে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। আমরা এ যুক্তির মূল্য বুঝিতে পারিলাম না।

১৬। কৌটালীপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ ভট্টাচার্য্যকে সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন না বলিয়া সিদ্ধান্তরত্ন বলায় রাজেন্দ্রবাবু প্রাচীনতত্ত্বানুসন্ধানসামর্থ্যের মাত্রার অনুমান আমরা করিতে পারিলাম না।

"পদপঙ্কজযুগং" পাঠ যে কোনও পুথিতে নাই, তাহা কি শাস্ত্রী মহাশয় খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলেন নাকি? বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে বাক্য অবলম্বন না করিয়া কি তাহা করা যায়? গদাধর, শিরোমণির টীকা করিয়াছেন, এটি রাজেন্দ্রবাবুর না জানিবার কারণ এই যে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এসব বিষয় অনুসন্ধান করেন নাই।

১৭। একটা শ্লোকের দুইজন রচনা কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলে তাহা যে একজনেরই রচনা বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্থির করা যায়, তাহা এস্থলে রাজেন্দ্রবাবুর বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই, এবং বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে কাহারও এরূপ কার্য্য করা উচিত কিনা ভাবিবার বিষয়। জিজ্ঞাসা করি রাজেন্দ্রবাবু এরূপ রচনাকর্ত্তা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন অথবা প্রবাদ মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন?

১৮। রাজেন্দ্রবাবু রঘুনাথ শিরোমণিকে অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলিয়াছেন। শাস্ত্রী ইহাতে দেখিলেন—রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকায় শিরোমণিকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া অনেক স্বকপোল-কল্পিত কথা লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার যুক্তিও অদ্ভুত। আমরা দেখিতেছি এস্থলে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অপূর্ব্বধারণাবতী ধীদেবীকে রাজেন্দ্র-বিদ্বেষ বহ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, রাজেন্দ্রবাবু কি রঘুনাথকে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন? না অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলিয়াছেন? অদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদানুরাগী কি এক কথা? শাস্ত্রী মহাশয়ের এখনও ভালরূপ প্রৌঢ় চিহ্ন পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু এখনই বুদ্ধিভ্রংশ হইল কেন? তারপর রাজেন্দ্র-বাবু যেহেতু প্রদর্শন করিয়া রঘুনাথকে অদ্বৈত-বাদানুরাগী বলিয়াছেন, তাহা রঘুনাথের দীধিতির মঙ্গলাচরণ ও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য টীকা প্রভৃতি।" শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইলেন খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের টীকা শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, অতএব রঘুনাথ অদ্বৈতবাদী হইলেন না। তৎপরে দেখাইলেন গদাধরের ব্যাখ্যায় রঘুনাথের মঙ্গলাচরণ দ্বৈতবাদানুকূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং রঘুনাথ দ্বৈতবাদী

হইলেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, রাজেন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত "প্রভৃতি" শব্দটীর প্রতি কি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না? আমরা বলি, রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে রঘুনাথকে অদ্বৈত-বাদানুরাগী না বলিয়া অদ্বৈতবাদী বলাই উচিত ছিল। আমরা তাঁহার ব্যবহৃত "প্রভৃতি" শব্দের অর্থ এরূপ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় কি করিবেন। আমরা দেখিতেছি বেদান্তী অনুমানের ত্রৈবিধ্যস্বীকার করেন না, কিন্তু কেবল মাত্র অন্বয়ীরূপতাই স্বীকার করেন। রঘুনাথও সেইদিকে পক্ষপাত করিয়াছেন। কারণ, তিনি কেবলান্বয়ীগ্রন্থে অত বিস্তৃত মূলের ব্যাখ্যা বিশেষ কিছুই না করিয়া অনুমানের খণ্ডনপূর্ব্বক বেদান্তসম্মত অনুমানের অন্বয়রূপতা "অত্র বেদন্তি" এই গ্রন্থসাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থকার এ স্থলে ব্যতিরেক অনুমান সিদ্ধ করিয়া অর্থাপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, রঘুনাথ কিন্তু ব্যতিরেকী অনুমান খণ্ডন করিয়া অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার পর, বেদান্তী, সামান্যলক্ষণা ও জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার করেন না, নৈয়ায়িক তাহা স্বীকার করেন। রঘুনাথ এই প্রসঙ্গে বেদান্তীর ন্যায় উহাদিগকে খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ বহু ইঙ্গিত রঘুনাথের দীধিতি হইতে পাওয়া যায়। অতএব রঘুনাথকে অদ্বৈতবাদী বলাই সঙ্গত। গদাধরের "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের ব্যাখ্যা যে কষ্টকল্পনা, তাহা সাম্প্রদায়িকতামোহমুগ্ধ ভিন্ন সকলেই বলিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। জিজ্ঞাসা করি, শঙ্করমিশ্র দ্বৈতবাদী, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র অদ্বৈতবাদী—এসব কথা কি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন? না গলাবাজী মাত্র সার?

(১৯) প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রবাবুর পরতন্ত্রতা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে বড়ই উৎফুল্ল। আমরা মনে করি রাজেন্দ্রবাবু তবু "নোটিসেস্" গ্রন্থগুলি দেখিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় তাহাও দেখেন নাই। আর আমাদের মতে প্রত্নতত্ত্বে এক প্রকার পরতন্ত্রতাই প্রশংসার্হ; কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক যাহা দেখিবেন, তাহাই তাঁহার বলা ভাল, নিজে রচনা করিয়া বা শোধন করিয়া বলা ভাল নহে। বাসুদেব একজন মৈথিলি ছিলেন, বাঙ্গালি বাসুদেব সার্ব্বভৌম ৩।৪ জন ছিলেন, ইহা রাজেন্দ্রবাবু জানেন, এজন্য তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন; ভূমিকাটী বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বুঝিবারও সামর্থ্য হয় নাই? এসব বিষয়ে কথা বলিতে গেলে প্রমাণ দিয়া কথা বলিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আমরা বেদবাক্য বলিয়া মাণিতে পারিলাম না।

(২০) বলি "বিদ্যালয়গৃহকোণ" শব্দ দেখিয়া অত আস্ফালন প্রকাশ করা কেন? একপর্য্যায় শব্দের মধ্যে যে কোনও ভেদ নাই ইহা শাস্ত্রী মহাশয়কে কে শিখাইল? "কৃষ্ণে নীল সিত শ্যাম কাল শ্যামলমেচকাঃ" এসব কি একেবারে অভিন্ন

পদার্থ? ৩১।৩।১৭ তারিখের দৈনিক বসুমতী দেখুন "বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে" দেখিবেন। আলয় বলিতে সমগ্র বাড়ীই বুঝায়, গৃহ বলিতে তাহার অংশ প্রকোষ্ঠকে বুঝায়, অর্তএব বিদ্যালয়ের গৃহ কি পুনরুক্তি হইল? আবার পক্ষান্তরে এরূপও বলা যায়, বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের লয় অর্থাৎ শেষ হয় যেখানে। স্কুল কলেজেই বিদ্যাশিক্ষার শেষ হয়, অতএব বুঝা গেল বিদ্যালয় শব্দটী গৃহের বিশেষণ হইলে তাহাকে ভুল বলা যাইতেই পারে না। অসমর্থ হইয়া পরের কথায় নাচিয়ে কি যশ উপার্জ্জন হয়? রাজেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পরম পূজনীয় তর্কতীর্থ মহাশয়কে পর্য্যন্ত জড়াইয়াছেন, এটা কি ভদ্রতা! ইহা কি শিষ্টাচার! আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, প্রবন্ধশেষে রাজেন্দ্রবাবুর ব্যাপ্তিপঞ্চকের অনুবাদে পণ্ডিত ও মূর্খ কাহারও কোনও উপকার হইবে না—এই কথা লিখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহা কি তিনি একবার ভাবিবার অবকাশ পাইবেন? এরূপ উপদেশ দিবার অধিকার যে নিজে নিজে "শাস্ত্রী" উপাধি গ্রহণ করিলে হয় না, তাহা কি তিনি কখনও ভাবিয়াছেন? আমরা ভাবি—তিনি এখন রাজেন্দ্রবাবুর অনুসরণ করিয়া যদি এরূপ কোনও পুস্তকরত্নের প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের গুরুর গুরু স্থানীয় সার্ব্বভৌম মহাশয়, তর্কবাগীশ মহাশয়, তর্কভূষণ মহাশয়, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে পুস্তক দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন সেই, পুস্তকের কোন ক্ষতি এই প্রবন্ধলেখক শাস্ত্রীর কথায় হইবে না—ইহা তাহার জানা উচিত।

শ্রীবামাচরণ উপাধ্যায়

সুপ্রজনন-বিজ্ঞান।

(১০) নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন।

প্রত্যেক সভ্য সমাজেই বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অতি নিকট আত্মীয় ও আত্মীয়াগণের মধ্যে বিবাহ বহুল গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ জ্ঞাতি কন্যার পাণিগ্রহণ কত অকর্ত্তব্য তাহা সংস্কার বিশেষে পরিণত হইয়াছে। এখন দেখা যা'ক এই প্রথা বিভিন্ন সমাজে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে ভ্রাতা ভগিনী এবং পিতাপুত্রীর বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিলনের ওয়েডা জাতির মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ হইয়া থাকে। খুব সম্ভব লোক সংখ্যার অল্পতাই এরূপ বিবাহের কারণ। প্রাচীনকালে পারশ্য-দেশে পিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিত। আধুনিক সকল সভ্য-সমাজেই ইহা অবৈধ বিবাহ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিরূপ স্থলে বিবাহ হওয়া উচিত এবং কিরূপ স্থলেই বা অনুচিত, অবশ্য, তৎসম্বন্ধে সকল দেশের আদর্শ সর্ব্বৈব তুল্যরূপ নহে। বেরিংপ্রণালীর তীরস্থ এস্‌কিমোগণ ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পিতৃব্য-কন্যার পাণি-গ্রহণ করে। তাহাদের বিশ্বাস যে বিপদকালে দম্পতি আপনাদিগের রক্তের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে অধিকতর কর্ত্তব্য পরায়ণ হয়। মুসলমানগণ "চাচার বেটী"কে বিবাহ করে। উত্তর য়্যামেরিকার অনেক আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে পিতৃব্যের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু মাতুলের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ নিষিদ্ধ। য়্যামেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্‌গণ আত্মীয়তাস্থলে বিবাহ করে না। নিগ্রোদের মধ্যেও ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। মালয় সমাজে অতি দূর আত্মীয়তাস্থলেও বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দু-সমাজ জ্ঞাতি কন্যার পাণিগ্রহণ কল্পনাও করিতে পারে না; এমন কি দূরসম্পর্কিত আত্মীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখে। আত্মীয় দুইশ্রেণীর—রক্তের সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয় ও রক্তের সম্বন্ধবিহীন আত্মীয়। আত্মীয়-বিবাহের বাস্তব ফলাফল একমাত্র জ্ঞাতি বা পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ও তৎকন্যা ইত্যাদি রক্তের সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়ার পাণিগ্রহণেই প্রকাশিত হয়; অপরবিধ আত্মীয় ও আত্মীয়ার মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধবিহীন ব্যক্তির সহিত বিবাহের অনুরূপ।

জ্ঞাতিজ দম্পতিজাত সন্তানে পিতা মাতার জননকোষ নিহিত দোষাবলী অতি সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মাতুল, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ইত্যাদি রক্ত সম্বন্ধ যুক্ত স্থানে বিবাহেরও ঐরূপ ফল। কারণ পিতৃব্যের সহিত যে সম্বন্ধ পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, ও মাতুলের সহিতও বৈজ্ঞানিক হিসাবে ঠিক সেই সম্বন্ধ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সহোদর ও সহোদরা হইয়াও যদি তাহাদের জননকোষে কোন বিশেষ দোষের কারণ নিহিত না থাকে, তাহা হইলে এরূপ বিবাহে কোন কুফলের সম্ভাবনা নাই। নির্দ্দোষ জননকোষযুক্ত বংশের সন্তানগণ বংশানুক্রমে ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ বংশবিশুদ্ধি অতি কাল্পনিক। মিশরের টলেমি বংশীয় রাজপরিবারে ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে পাণিগ্রহণ প্রথা

প্রচলিত ছিল। এখন সেই টলেমিবংশ কোথায়? ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রকারে যৌনসম্মিলন কুফলপ্রদ না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই ইহার ফল অতি বিষময়।

(১১) উক্তরূপ বিবাহের বাস্তব ফল।

ডাঃ বেমিস্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে American Medical Association নামক সভায় ৮৩৩টি স্ববংশে বিবাহের কথা উপস্থাপিত করেন। এই সকল দম্পতির ৩৯৪২টী সন্তান জন্মে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৮·৭ জন নানাবিধ দোষযুক্ত; শতকরা ৩·৬ মূকবধির; শতকরা ২·১ অন্ধ; শতকরা ৭ নির্ব্বুদ্ধি; শতকরা ১ বাতুল; শতকরা ১·৫ মৃগীরোগাক্রান্ত; শতকরা ২·৪ বিকলাঙ্গ; শতকরা ৭·৬ "টিউবারকুলোসিস্" রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। এবং শতকরা ২২ জন শৈশবকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাঃ হাড্ড ১৭টী স্ববংশে বিবাহের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের ফল শতকরা ৫০ জন বিকৃত মস্তিষ্ক সন্তান।

ডারউইন্ "মর্ণিংগ্লোরি" নামক উদ্ভিদ লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করেন। তিনি একই উদ্ভিদ প্রসূত কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করিয়া পরস্পর সংলগ্ন দুইখণ্ড ভূমিতে তাহা রোপন করেন। উভয় স্থলেই মৃত্তিকার গুণ ও আবহাওয়ার অবস্থা তুল্যরূপ। চারাগাছ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই দুইখণ্ড ভূমির একটিকে তিনি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলেন; যাহাতে প্রজাপতি, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগ সেচন করিতে না পারে। অপর ভূখণ্ড অনাবৃত অবস্থায় থাকায় তথায় মক্ষিকাদি স্বেচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া অবাধে পুষ্পে পুষ্পে পরাগ সেচন করিতে থাকে। এই দুই ভূমিজাত বীজ পৃথক করিয়া রাখা হয়; এবং তাহা হইতে বংশানুক্রমে দশ বৎসর ধরিয়া স্বমিথুনীকৃত (Self-fertilized) ও পরমিথুনীকৃত (Cross-fertilized) উদ্ভিদ উৎপাদন করা হইয়াছিল। স্বজাতীয় এই দুই প্রকার উদ্ভিদকে তুলনা করিতে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া ডারউইন্ দেখিতে পাইলেন যে, পরমিথুনীকৃত উদ্ভিদসমূহ স্বমিথুনীকৃত উদ্ভিদ অপেক্ষা ৫৩ গুণ অধিক পরিপুষ্ট ও তেজঃসম্পন্ন।

(১২) সবংশে বিবাহ ও মেণ্ডেল্ সূত্র।

মেণ্ডেল্ সূত্র কি তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সবংশে বিবাহ করিলে যে ফল কু হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। এরূপ বিবাহের ফলাফলের গুণ জননকোষের সম্ভাব্য শক্তির (Potentiality) উপর নির্ভর করে। ইহা মেণ্ডেল্ সূত্র সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননকোষজ চরিত্র

উদ্বোধক সমূহ (Determiner) পৃথক্‌ভূত হইলে গৌণ চরিত্র সমূহ সন্তানবংশে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্বন্ধ বিহীন স্থানে যৌনসম্মিলন হইলে মেণ্ডেল্-আবিষ্কৃত "বিপরিমাণ" বা "সরল" (Simplex or Heterozygons) চরিত্রসমূহ উৎপন্ন হয়। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে পরস্পর রক্তের সম্বন্ধযুক্ত দম্পতিজাত সন্তানে নূতন ও নির্দ্দোষ "মুখ্য" (Dominant) চরিত্রাবলী সমবেত হইয়া অনিপ্সিত চরিত্রের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। সুতরাং বংশ মধ্যে দোষযুক্ত সন্তানের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। কিন্তু কোন অনিপ্সিত চরিত্রযুক্ত ভ্রাতাভগিনীর মিলনোৎপন্ন সন্তানে ঐ দোষ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। এবং ইহা অতি সুস্পষ্ট-ভাবেই হয়; যেহেতু বংশমধ্যে নূতন চরিত্র সমাবেশের আদৌ সম্ভাবনা থাকে না।

(১৩) সভ্যতা ও বংশ সংরক্ষণ।

পণ্ডিতগণ সমাজ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন—সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের সহিত সন্তানজননের পরিমাণ কমিয়া যায়। অর্থাৎ যে সমাজে সভ্যতার পরিমাণ যত কম, বংশবৃদ্ধি বিষয়ে তাহা তত অধিক ক্রিয়াশীল। সুসভ্যসমাজ যে আপাতদৃষ্টিতে এতৎসম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদাসী, তাহার কারণ বহুবিধ। তাহা স্থূলতঃ এই,—

(১) আর্থিক বা বৈষয়িক (Economic)। (২) সৌন্দর্য্যবোধ (?) (Æsthetics)। (৩) সামাজিক। (৪) প্রাণবৈজ্ঞানিক (Biological)।

(ক) নিম্নশ্রেণীর জন্তু মধ্যে আত্মরক্ষার উপায়াভাব; সুতরাং বংশরক্ষার নিমিত্ত অধিক সংখ্যক সন্তানের প্রয়োজন।

(খ) পক্ষান্তরে, মনুষ্যজাতি "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের" শ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং জাতিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সংখ্যাধিক্য নিষ্প্রয়োজন, প্রমাণ, সুদীর্ঘ ভ্রূণোদ্বর্ত্তন (Ontogeny) বা শৈশবকাল।

বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইলেও আর্থিক বা বৈষয়িক অভাবের তাড়নায় সে আকাঙ্ক্ষা সহজেই সংযত হইয়া পড়ে। একটী নিরক্ষর কুলিদম্পতি মাসে দশ টাকা খরচ করিয়া সচ্ছন্দে ও শান্তিতে দিনাতিপাত করে; কিন্তু একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্র নিজের জন্যই মাসে ত্রিশ টাকা খরচ করিয়াও সকল অভাব দূর করিতে পারেন না। মানসিক উৎকর্ষের সহিত বৈষয়িক আদর্শও বাড়িয়া উঠে।

বিবাহের মূলে যৌন-সম্মিলনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বর্ত্তমান, সৌন্দর্য্যবোধও তদ্রূপ বিবাহিত জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ। একজন নিঃসম্বল সুশিক্ষিত

ভদ্রযুবক অর্থহীন শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবনে যে শান্তিলাভ করিবে, অর্থশালী, অথচ নিরক্ষর ও হীন আদর্শের পরিবারে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া সে কিছুতেই সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

ঐতিহাসিক বংশগৌরব অনেক সময় বিবাহমিলনে বাধা উপস্থিত করে। আমাদের কৌলীন্য-প্রথা আজকাল এক অর্থশূন্য সংস্কারে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু সামাজিক অনর্থ-সংঘটনে ইহা ব্রহ্মাস্ত্রবৎ। বর্ত্তমান্ কৌলীন্য-প্রথার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। অকুলীন অপেক্ষা তথা কথিত "কুলীন" যে বস্তুতই নানা বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা কিঞ্চিমাত্রও বিচিত্র নয়। সমাজে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা Eugenics বা সুপ্রজনন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়া হীনতর পাত্রপাত্রীর মিলনে বাধা প্রদানপূর্ব্বক বংশানুক্রমের উন্নতিবিধান কর্ত্তব্য।

নিম্নস্তরের জন্তুগণ বিচার বুদ্ধিহীনজীব। একমাত্র দৈহিক বল, এবং গঠনগত ও বর্ণবৈচিত্রগত কতকগুলি প্রাকৃতি অঙ্গকৌশল দ্বারা অন্ধভাবে তাহারা শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। বিচার বুদ্ধিদ্বারা ইহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না বলিয়া ইহাদের ধ্বংসের পরিমাণও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং আয়ুর তুল্যরূপ রাখিয়া জাতিরধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের বংশবৃদ্ধির হারও অত্যন্ত অধিক। ব্যাকৃটিরিয়া ইত্যাদির ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে হারে বংশবৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মানুষ আত্মসংরক্ষণে ও আত্ম প্রতিষ্ঠায় জীবজগতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। জাতীয় প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহাদের ভুরি ভুরি সন্তানের প্রয়োজন হয় না। ফলে মানবের প্রজনন শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এদিকে মানব শিশুর অসহায় শৈশবকাল সুদীর্ঘ। ইহাই সন্তানের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি বিধানের উপযুক্ত সময়। এই অমূল্য শৈশবকালকে তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া সুশিক্ষা দ্বারা সন্তানগণকে মনুষ্যত্বের সোপানে উন্নীত করিতে হইবে। আমাদিগকে অনবরতই মনে রাখিতে হইবে "Beyond thyself shalt thou create" বহুসংখ্যক অমানুষ বংশধর অপেক্ষা মাত্র একটি সুশিক্ষিত ক্রিয়াবান্ সন্তান প্রকৃত গৌরবের সামগ্রী। যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রেমময় দম্পতি, স্নেহময় পিতামাতা ও স্বদেশ বৎসল প্রজা হইতে পারে, ইহাই সকলের একান্ত লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি-এ

গৌড়-কাহিনী।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

খলস্বভাব ব্যক্তিগণ রাজা মহীপাল দেবকে বুঝাইয়াছিল যে, কুমার রামপাল সর্ব্বসম্মত ও ক্ষমতাশালী, সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যগ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। রাজা মহীপালদেব তৎকালে ঐরূপ অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া কুমার রামপালদেব ও তাঁহার ভ্রাতা শূরপালদেবকে প্রথমতঃ শাঠ্যপ্রয়োগে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মহাস্থান দুর্গাভ্যন্তরে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর, পাছে কুমার শূরপালদেব ও রামপালদেব একই কারাগারে একত্র অবরুদ্ধ থাকিলে, পরস্পর পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইয়া পলায়নের উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হয়, এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা মহীপালদেব কুমার রামপালদেবকে ঐ কারাগার হইতে অপসৃত করিয়া, মহাস্থান দুর্গের কালীদহ সাগর নামক পরিখা মধ্যস্থ 'অন্ধকোট' কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর, কুমার রামপাল-দেবের অপর কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি। অতএব, পাঠক, চলুন, একবার সেই অন্ধকোট কারাগারে গমন করি।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে অন্ধকোটের নামে আবালবৃদ্ধ-বণিতার মনে একটা বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইত। জনরব—এই কারাগার সম্বন্ধে এরূপ নানাবিধ বিভীষিকাময়ী কাহিনী প্রচার করিত, যাহা শ্রবণে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত—মনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িত। এই 'অন্ধকোট' একটী ক্ষুদ্র কারাগৃহ। তাহার চারিভিতে অতলস্পর্শ কালীদহসাগরের কৃষ্ণ সলিলরাশি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। গৃহটী সংকীর্ণ; একতল বিশিষ্ট ও বাতায়ণ শূন্য, তাহাতে একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার। দ্বারে গুরুভার লৌহ কপাট। গৃহতল হইতে প্রায় নয় হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত চারিটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ, তৎ সাহায্যে কেবলমাত্র মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সূর্য্যালোক কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহমধ্যে প্রবেশলাভে সমর্থ হয়। কারাক-পাট সদাসর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকে—কেবলমাত্র দুবেলা দুইবার, একবার দিবসের প্রথম প্রহরের অন্তে, দ্বিতীয়বার দিবসের অবসানকালে, কিঞ্চিৎ অন্নপানীয় স্থাপনের নিমিত্ত, নিমিষের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। গৃহ মধ্যে মধ্যাহ্নকালেও ঈষৎ অন্ধকার বিরাজিত। বাহিরে উন্মুক্ত কৃপাণকরে ছয়জন প্রহরী পর্য্যায়ক্রমে নিঃশব্দে প্রহরীর

কার্য্যে দিবানিশি নিয়োজিত ; যেন যমদূত নরক-দ্বারের পাহারা দিতেছে। কি ভীষণ নির্জ্জনতা ! কি কঠোর নির্ম্মমতা ! কি নিদারুণ প্রতিহিংসামূলক শাস্তির ব্যবস্থা !

কুমার রামপালদেব আজ কতিপয় মাস যাবৎ এই বিজন তমসাচ্ছন্ন অপ্রশস্ত কারাকক্ষে অতি কষ্টে কালকর্ত্তন করিতেছেন। অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণস্থানে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া তাঁহার মাংসলদেহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় নধরকান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে—মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ও মনের দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় নাই। প্রহরীগণের নিকট, কি কোন পরিদর্শকের নিকট, কিম্বা দুর্গাধিপের নিকট কেহ কখনও তাঁহাকে দৈন্য প্রকাশ করিতে দেখে নাই। আজন্ম স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্যের ও কর্ত্তৃত্বের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইলেও, কাহারও নিকট কখন এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কেবল সময়ে সময়ে ক্ষণমাত্র তাঁহাকে অতি গভীর-চিন্তামগ্ন ও বিষাদিত দেখা যাইত। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে বিষাদের স্রোত অন্তর্হিত হইত। উন্মুক্ত অসীম গগন পথে অসংখ্য পাখিগণ যখন অসংযত কলনাদে দিগ্‌বধূগণকে চঞ্চল করিয়া কারাপার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইত, তখন তাঁহার বিগত জীবনের স্বাধীনতার চিত্র ধীরে ধীরে তাঁহার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইয়া মূহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে ম্রিয়মান করিয়া তুলিত ; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দৃঢ় মানসিক শক্তি তাঁহার মনোমধ্যে এক ভাবী স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। যখন প্রভাত-সূর্য্যালোকের ক্ষীণরশ্মিরেখা কারাগারের ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে স্রোতাকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তখন তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয় প্রকৃতি বাহিরের সেই আলোক স্রোতে মিশিবার একটা দুরাকাঙ্খা তাঁহাকে মূহূর্ত্তের জন্য উন্মনা করিয়া তুলিত, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইত যেন ভগবান অনিত্য সেই আলোকমালা রূপে তাঁহার অশেষ কল্যাণকর করুণাময় হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া, তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে ছুটিয়াছেন। যখন বাহিরে মেঘমালা হইতে সলিলরাশি ক্ষরিত হইয়া তাঁহার উষ্ণ কারাগৃহ সুশীতল করিত, তখন সেই মেঘ-মণ্ডিত উদার আকাশ দর্শন করিবার অভিলাষ তাঁহার মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে ক্ষণেকের নিমিত্ত আকুল করিয়া তুলিত, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইত যেন বিধাতার সহস্র করুণাকণা বিগলিত হইয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতেছে। ভগবানে দৃঢ়নিষ্ঠা থাকায় কারাবদ্ধ অবস্থাতেও এইরূপে তাঁহার চিত্তরাজ্য নিরবচ্ছিন্ন দৈন্য-ক্লিষ্ট হইতে পারে নাই।

আজ সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার মানসিক প্রফুল্লতা সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মনে মনে কে যেন বলিতে লাগিল যে তাঁহার মুক্তি সন্নিকট। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে যতই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার যেন ক্রমশঃ ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। গভীর ভক্তির সহিত ভগবানকে ডাকিলেন—মনের বোঝা যেন অনেকটা পাতলা হইয়া গেল। সহসা চিত্তে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কারণ অবশ্য তিনি বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, কিন্তু মনের প্রফুল্লতা গোপন রহিল না। কত যে ভাবনা—কত যে চিন্তা তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। মনের আকস্মিক্ পরিবর্ত্তনে স্বয়ং আরামদায়িনী ক্লেশ-সন্তাপ-হারিণী নিদ্রাদেবী পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। জড় জগতের বক্ষ হইতে শব্দের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সহসা একটা বিকট কোলাহলের ধ্বনিতে জল-স্থল-আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। সে কোলাহলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অন্ধকোটের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকায় কুমার রামপালদেবের পক্ষে বহির্জগতের অতিক্ষীণ শব্দও শ্রুতিগোচর করিবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। কোলাহলধ্বনি শ্রবণমাত্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি গবাক্ষ পথের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর, অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, যেন সেই আকস্মিক্ ধ্বনি দুর্গাভ্যন্তর হইতে আসিতেছে—যেন একদল লোক আক্রমণ করিয়াছে, অপর দল আক্রান্ত হইয়া বাধা দিতেছে। সহসা কুমারের মনে হইল, বুঝি তাঁহার পরম সুহৃদ মাতুল মহনদেব চতুরঙ্গ বল লইয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ মহাস্থান গড় আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহাই বা কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে ? একা মহনদেব কিরূপে গৌড়াধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে পারেন ? অপরিমিত গৌড়ীয় সৈন্যের সম্মুখে মুষ্টিমেয় অঙ্গীয় সেনা কিরূপে যুদ্ধে সমর্থ হইতে পারে ? মহাস্থান দুর্গের অধিনায়ক ভীম অত্যন্ত সুকৌশলী ও বীর, জলপথে তাঁহার পিতৃব্য দিব্যের প্রভাব অপ্রতিহত এবং তাঁহাদের নৌবাহিনীর প্রতাপে সমগ্র প্রাচ্যভারত সদা সন্ত্রস্ত ! সুতরাং যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই অঙ্গাধিপতি কর্ত্তৃক মহাস্থান দুর্গাক্রমণের সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

সহসা তাঁহার চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া কালীদহবক্ষ হইতে ক্ষেপণী সঞ্চালন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—সঙ্গে সঙ্গেই কারাগৃহের বহির্ভাগে শন্ শন্ শব্দে

সবল হস্ত প্রেরিত তীর সবেগে চলিয়া আসিল এবং একজন কারাপ্রহরী চীৎকার করিয়া সশব্দে ভূপতিত হইল। আবার একটি তীর-সঞ্চরণ-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, অমনি আর একজন প্রহরী আহত হইয়া উচ্চ আর্ত্তনাদ সহকারে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে এইরূপে নিমেষ মধ্যে সকল প্রহরী অদৃশ্য শত্রুর অব্যর্থ তীর চালনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষেপনীর শব্দ থামিয়া গেল। কুমার রামপাল অনুভবে বুঝিলেন, একটি তরণী অন্ধকোটের পার্শ্বে তীর লগ্ন হইল এবং কতিপয় ব্যক্তি লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিল। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কুমারের মনোমধ্যে পরস্পর বিরোধী চিন্তাসমূহ উদিত হইয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল—আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন—হর্ষবিষাদের যুগপৎ আক্রমণে তাঁহার চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। কুমারের মন যখন এইরূপ নানাপ্রকার ভাব-বিক্ষুব্ধ, ঠিক সেই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে কাহার বজ্রমুষ্টি বিতাড়িত হইয়া সে কারাদ্বার ভীষণ শব্দে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল—সহসা দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া মেঘাচ্ছাদিত গগন প্রান্তে সৌদামিনীর ভাস্বর বিভা বিকসিত হইয়া উঠিল—আর সেই অমিত প্রভাবর্ষী বিদ্যুতালোকে তিনটি মানব মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কুমার আত্ম সম্বরণ করিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া কারাতলে নিপতিত হইলেন। সে ব্যক্তি ত্রয়ের মধ্যে একজন তাঁহার মাতুলের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাতনামা কুমার শিবরাজ দ্বিতীয় তাঁহার মাতুলপুত্র মহাবীর কাহ্নুরদেব, তৃতীয় বীরবর কেদারেশ্বর। পাঠক অবগত আছেন যে কুমার শিবরাজ, কাহ্নুরদেব ও কেদারেশ্বর করতোয়া-নাগর-সঙ্গমে হরিপালের নৌবাহিনীর সহিত কৌশলে সম্মিলিত হইয়া মহাস্থান দুর্গ পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন সাগর-দ্বয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া হরিপাল সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং তুমুল যুদ্ধকোলাহলে দুর্গাভ্যন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে, সেই অবসরে কেদারেশ্বর, শিবরাজ ও কাহ্নুরদেব নৌকা হইতে গোপনে মন্দিরের পাদদেশে অবতরণ করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, কালীদহের বক্ষে সাগরদ্বারের সমীপবর্ত্তী তীরভূমিতে সংলগ্ন হইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী ভাসিতেছে। তাঁহারা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া অবিলম্বে সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতবেগে নৌকাখানি চালাইয়া অন্ধকোটাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গ মধ্যস্থ ভীষণ রণকোলাহলে অন্ধকোটের প্রহরীগণ হতবুদ্ধি হইয়া কোলাহলের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল; একটি প্রদীপ কারা বক্ষে মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। কেদারেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই দীপালোকে স্থা

স্থানে তীর নিক্ষেপ করত কারাপ্রহরীগণকে একে একে নিপাতিত করিলেন। তারপর কারামূলে নৌকা লাগাইয়া কারাগৃহের সম্মুখভাগে অবতরণ করিলেন এবং কারাদ্বার সবলে উদ্ঘাটন করিয়া কুমার রামপালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

সহসা তাঁহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভে কুমার রামপালদেব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় কেদারেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গীগণ কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া কুমারকে ধরাধরি করত নৌকাবক্ষে উঠাইলেন। নৌকা অবিলম্বে কুমারসহ তাঁহাদিগকে লইয়া কালীদহের কৃষ্ণসলিলরাশি ভেদ করিয়া সাগরদ্বারের নিকটবর্ত্তী যে স্থান হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল। তারপর তাঁহারা কুমারকে তাঁহাদের করতোয়া বক্ষস্থ বজরায় উঠাইয়া নৈশ অন্ধকারে সরিত্তরঙ্গ ভেদ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। তখন দুর্গমধ্যে যুদ্ধ থামিয়া যায় নাই—রণকোলাহল তখনও গগনমেদিনী বিদীর্ণ করিয়া দিগন্তপানে ছুটাছুটি করিতেছিল।

ক্রমে যুদ্ধ কোলাহল থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে প্রভাত-প্রকৃতি তাহার অনন্ত অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার লইয়া দেখা দিল। বাহ্যজগৎ অল্পে অল্পে সজাগ হইয়া উঠিল। উদ্দাম আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ একটা আকুল কলরবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া পেচককুল ভূতল হইতে নীলগগনপথে সবেগে উত্থিত হইল। বায়সকুল প্রভাত-বায়ু-তাড়িত বৃক্ষপত্রাভ্যন্তর হইতে চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কণ্ঠে কোলাহল করিয়া উঠিল ও মধ্যে মধ্যে পক্ষস্পন্দন করিতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষে বৃক্ষে—কুঞ্জে কুঞ্জে—কাননে কাননে—অটবীতে অটবীতে—গৃহে গৃহে—চত্বরে চত্বরে সর্ব্বত্র উষার স্বর্ণালোক তরঙ্গে তরঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বপ্লাবিত করিতে লাগিল। আর সেই সকলের মধ্য হইতে একটা সমবেত স্বরলহরী সমুত্থিত হইয়া চারিদিকে একটা মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করিল—যাহা কোলাহলের মধ্যেও সুমধুর—বিচিত্রতার মধ্যেও মহাশক্তিমান—বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্যতান বদ্ধ।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

বিশ্বরূপ দর্শন।

আমি বাসন্তীসুষমা মাঝে দেখি দেব! তব রূপরাশি,
মলয় পরশে ফুলের হাসিতে তোমারি প্রেমেতে ভাসি।

আমি নিদাঘ দু'পুরে ভীষণ মরুতে হেরি তব রূপ,
"ওয়েসিস্" কিবা মরীচিকা মাঝে দেখি তোমার স্বরূপ।

সিক্ত করি ধরা হরি! বর্ষা যবে ঢালে তব প্রেম-ধারা,
প্রেমে গলি কাদম্বিনী তব লাগি কাঁদি কাঁদি হয় সারা!

শীতের নিশীথে কম্পিত দেহেতে বুঝি সে তোমারি প্রভা,
হেমন্ত প্রভাতে কুসুম-কলিকা তোমারি রূপেরি আভা।

শরৎ শিশিরে বসুধার অঙ্গে দেখি তব প্রেম-বিন্দু,
আমি ভাবি হই আত্মহারা বিশ্বময় তুমি দয়া-সিন্ধু!

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

তোমারি তরে।

(১)

আমি তোমারি তরে জীবন ভ'রে
নয়নলোর রাখিব;
যবে পাইব দেখা, তখন সখা
চরণে তাহা ঢালিব!
যদি সন্ধ্যাবেলা করগো হেলা
কথাটি নাহি কহিব;—
শুধু আনত মুখে সজল চোখে
দাঁড়ায়ে দ্বারে রহিব।

(২)

আমি তোমারি তরে যতন ক'রে
মরম কথা জমা'য়ে;
যবে জীবনাকাশে নীরব শ্বাসে
আসিবে মেঘ ঘনায়ে!—
গিয়া তোমার ঘরে, বিরাম তরে
সকল দুখ' ভুলিয়া
মোর হৃদয়খানি ধন্য মানি
দেখাব তোমা' খুলিয়া।

(৩)

আমি তোমারি তরে আপন পরে
প্রেমের সুতে বাঁধিয়া,
ধীরে মধুর ভাষে তোমার পাশে
লইয়া যাব টানিয়া!
যদি স্নেহের ভরে বারেক তরে
আশীষ কর হাসিয়া,
তবে বিষাদ ক্ষত বেদনা যত
যাইবে দূরে ভাসিয়া!

(৪)

আমি তোমারি তরে তোমারি ঘরে
তোমার দেওয়া রতনে,
লয়ে তোমার সুখ তোমার দুখ
গাঁথিব মালা যতনে!
শেষে তোমার পায় সঁপিব তা'য়
মরমে হেন কামনা!—
তাই নীরবে বসি' দিবস-নিশি
সাধিতেছি এ সাধনা!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

কায়স্থ বিবাহ-পদ্ধতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণকে জলপ্রদানান্তে বামদিকে একটী ত্রিপত্র রাখিয়া, "ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক দেব বর্ম্মণঃ, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেব বর্ম্মরেতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বা মনুষাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ" এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

মাতামহ পক্ষেও এইরূপে গোত্র-সম্বন্ধ-নামোচ্চারণ করিয়া উৎসর্গ করিবে। তৎপরে দৈবে, ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে ? জিজ্ঞাসা করিয়া ওঁ আবাহয়, (প্রতিবাক্য) ওঁ বিশ্বদেবাস আগত" ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র পড়িবে ও যব ছড়াইয়া দিবে। এবং কৃতঞ্জলি হইয়া, "ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

তৎপর যব লইয়া জলস্পর্শকরত, পিতৃপক্ষে ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া, "ওঁ আবাহয়" (অনুজ্ঞা লাভ করিয়া) "ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গোম্ভিরেভিঃ" ইত্যাদি "আবাহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষেঽত্তবে ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পড়িয়া, আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আয়ান্তুনোনান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যামদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে বস্বস্মান্। ওঁ অপহৃতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে যব ছড়াইবে।

অর্ঘ্য—দৈবাদিক্রমে, দৈব ব্রাহ্মণ নিকটে পশ্চিমাগ্র কুশার উপর দুইটী, এবং আপনার নিকটে পূর্ব্বাগ্র কুশার উপর, পিতৃপক্ষে তিন, এবং তাহার দক্ষিণে মাতামহ পক্ষে তিনটী, সর্ব্বসমেত ছয়টী অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া, "ওঁ পবিত্রেস্থৌ বৈষ্ণব্যৌ, ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতেস্থ" মন্ত্রে একটু জলের ছিটা দিবে। এই ক্রমে পবিত্র স্থাপন করিবে। পরে "ওঁশন্নোদেবীরভীষ্টয়ে"—এই মন্ত্র উচ্চারণে প্রত্যেক পবিত্রের উপরভাগে জল প্রদান করিবে। দৈবে—ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদেষো যবয়া- মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবে। পুনর্ব্বার যব গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ যবোঽসি সোমদৈবতো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃপৃক্তঃ, পুষ্ট্যানান্দীমুখান্ পিতৄন লোকান্ প্রীণাতি নঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় প্রত্যেক পাত্রে যব প্রদান করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প ও দুর্ব্বাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া,—দৈবে "ওঁ অচ্ছিদ্রেঽর্ঘ্যপাত্রেস্তাম্ পিতৃপক্ষে—"ওঁ অচ্ছিদ্রান্যর্ঘ্য পাত্রাণি সন্তু, মাতামহ পক্ষে এই প্রকার বলিয়া অর্ঘ্য পাত্রের উপরিভাগে তিনদিকে তিনটী কুশা আচ্ছাদনপূর্ব্বক উঠাইয়া বামভাগে প্রক্ষেপ করিবে, 'ব্রাহ্মণহস্তেপবিত্রং' বলিয়া দেবব্রাহ্মণ করে

পূর্ব্বাগ্র দুইটী পবিত্র দিয়া জলান্তর দিবে, এবং এতেগন্ধপুষ্পে "ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যোনমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে।

অতঃপর বামহস্তে দৈব অর্ঘ্যপাত্র দুইটী উপরি উপরি করত উঠাইয়া লইয়া—"ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মাটীতে ধরিয়া,—ওঁ বসু-সত্যৌ বিশ্বদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত অর্ঘ্য দৈব পক্ষীয় ব্রাহ্মণকেই প্রদান করিবে।

তৎপর পিতৃ ব্রাহ্মণের করে উত্তরাগ্র তিনটী পবিত্র ও জলান্তর এবং পুষ্পান্তর প্রদান পূর্ব্বক, "যাদিব্যা"মন্ত্র পাঠ করত ত্রিপত্রযুক্ত অর্ঘ্য ধারণ করিয়া—"অমুক গোত্রনান্দীমুখ পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ-তে নমঃ" এই মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণকে একটী অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পিতামহ ও প্রপিতামহকেও "যা বিদ্যা" মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করত পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিবে। মাতামহ পক্ষেও পবিত্র দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া—"যা বিদ্যা"—মন্ত্র পাঠ করত অর্ঘ্য পৃথক্ পৃথক্ উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর স্বীয় বামদিকে একটী কুশ রাখিয়া পিতামহাদির পঞ্চপাত্রের অর্ঘ্যাবশিষ্টজল পিতৃপাত্রে একত্রে রাখিয়া, প্রপিতামহপাত্রদ্বারা উহা আবরণ করিবে এবং উল্‌টাইয়া বামভাগস্থ কুশার উপর রাখিবে। মন্ত্র "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যস্থান মসি"।

গন্ধাদিদান—দৈবে দুইযোড়া বস্ত্রের উপরিভাগে চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া,ধূপ, দীপ জ্বালিয়া বস্ত্র ধরিয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানিনমঃ" এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ওঁ এষ বো গন্ধঃ, ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পং, ওঁ এষ বো ধূপঃ, ওঁ এষ বো দীপঃ, ওঁ এতদ্বঃ আচ্ছাদনং, এইরূপে ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে।

পিতৃপক্ষে ঐ প্রকারে তিনজোড়া বস্ত্রাদি ধারণ করত ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক দেববর্ম্মণমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক দেববর্ম্মণেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদ্বীপাচ্ছাদানি, "ওঁ যে চাত্র ত্বা মনুষাংশ্চ ত্ব মনুতস্মৈ তে নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। "ওঁ এষ তে গন্ধঃ" এই নিয়মে দিবে। মাতামহ পক্ষেও এই প্রকারে তিনজোড়া বস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক গোত্র সম্বন্ধ নামোল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিবে।

অন্নদান—দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ সন্নিহিত পরিষ্কৃত স্থলে (তিন পক্ষেই) ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে জলদ্বারা মণ্ডল রচনা করত ভোজনপাত্র তিনটী ক্রমান্বয়ে স্থাপন করিবে। ঘৃত সমন্বিত অন্ন লইয়া, দৈব ও পৈত্র্যব্রাহ্মণের মধ্যস্থিত জলে

পরবর্ত্তী খণ্ডে হোম করিবে। "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি" (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবাক্য) "ওঁ স্বাহা" আহুতি দিয়া—ওঁ সোমায় পিতৃমতে" বলিবে। "ওঁ স্বাহা" আবার আহুতি দিয়া ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় বলিবে। আরো দুইবার অমন্ত্রক হোম করিয়া দৈব পাত্রে দুইবার পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় পাত্রে তিনবার করিয়া অমন্ত্রক অন্ন দিয়া পিণ্ডার্থহুত শেষ রাখিবে।

দৈবাদিক্রমে অন্নপাত্র তিনটীর প্রত্যেকের উপর হস্তদ্বয় ঢাকিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে সোপকরণ অন্নাদি দৈবাদিপাত্রত্রয় পরিবেশন করিয়া জলের ছিটা দিয়া প্রক্ষালন করত "ওঁ বিষ্ণোহব্যমিদং রক্ষস্বদীয়ম্" বলিবে। পিতৃপক্ষে—ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষম্" অথবা তিন পক্ষেই ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধানিদধে পদং সমূঢ়মস্যপাংশুলে, ইদং হবিঃ" বলিয়া অন্নে অধোমুখ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যদেশ রাখিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ।

অতঃপর দৈবে অমন্ত্রক এবং পিতৃপক্ষে "ওঁ অপহতা সুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে অন্নের উপর যব ছড়াইবে, দৈব অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু, এইমাত্র বলিয়া অন্নের উপর ত্রিপত্র যব ও তুলসী দিয়া, উত্তরমুখ হইয়া এবং অন্নারম্ভ বামহস্ত দ্বারা অন্নপাত্র ধরিবে। "ওঁ বসু-সত্যো বিশ্বদেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং স যবোদকং নমঃ" মন্ত্রে অন্ন উৎসর্গপূর্ব্বক "ইদমন্ন ইমা আপঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ মধু" তিনবার বলিয়া যব ত্রিপত্র তুলসীযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া, ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং স যবোদকং "ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চত্বমনুতস্মৈ তে নমঃ" ইদমন্ন ইত্যাদি পড়িবে। মাতামহ পক্ষেও ঐরূপ।

পরে দৈবাদিক্রমে প্রত্যেককে জল দিয়া 'গায়ত্রী' ও 'মধুবাতা' মন্ত্র পড়িয়া "অন্ন হীনং, ক্রিয়ানীনং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পুনরায় গায়ত্রী ও মধুবাতা এবং "যজ্ঞেশ্বরো হব্য" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্যঞ্জন, ঘৃত, দধি, বরদযুক্ত পিণ্ড মাখিবে।

পরে পিতৃব্রাহ্মণের ডানদিকে কতিপয় পূর্ব্বাগ্র কুশ রাখিয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ জীবা যেঽপ্য দগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু যান্তু পরাং গতিম্" এই মন্ত্র করিয়া যব তুলসী, ত্রিপত্র ও জলের সহিত একটী পিণ্ড দান করিবে। "ওঁ সম্পন্ন এইটি জিজ্ঞাসা করিবে। (ওঁ সুসম্পন্নম্—প্রতিবাক্য)

পরে হস্তধৌত, আচমন এবং দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়ং (জিজ্ঞাসা করিবে)। (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্" প্রতিবাক্য) ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে জিজ্ঞাসা করিবে ওঁ করুষ্ব প্রতিবাক্য। তৎপরে পূর্ব্বমুখ কর্ত্তার সমীপে "নিহন্মি সর্ব্বং" মন্ত্রে ঈশান কোণের নিকটে কোন স্থানে দক্ষিণার্দ্ধে ঐশানিক্রমে পূর্ব্বাগ্র মণ্ডল তিনটী এবং তদ্দক্ষিণে অগ্নিকোণ নিকটস্থানে ঐরূপ অপর তিনটী মণ্ডল করিয়া "ওঁ অপহতা সুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ মণ্ডল মধ্যে পবিত্র দ্বারা পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া উত্তরদিকে ফেলিবে। পরে ঐ ছয়মণ্ডলের উপর পূর্ব্বাগ্র কতকগুলি কুশ ছড়াইয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যঃ" মন্ত্র তিনবার পড়িবে।

ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া আস্তৃত কুশার উপর যব ছড়াইবে। আস্তৃত কুশার মূলদেশ দৈবরীতিক্রমে ধরিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে জল দিবে। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক দেববর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ। এইরূপে পিতামহাদি পঞ্চকের প্রত্যেকের গোত্র সম্বন্ধ ও নামোচ্চারণপূর্ব্বক প্রস্তুত কুশার মূল, মধ্য ও অগ্র দেশ ধারণ করিয়া ঐ ঐ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন যব জল দিবে।

পরে ত্রিপত্র তুলসী এবং ঘৃত যবযুক্ত হুত শেষ মিশ্রিত পিণ্ড লইয়া কেবল মধুবাতা এবং অক্ষন্নমীমদন্ত ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া দৈবতীর্থদ্বারা অর্থাৎ তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেষ তে সযবোদকং পিণ্ডং ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চত্বমনুতস্মৈ তে নমঃ এইক্রমে মধুবাতা এবং অক্ষন্নমী মন্ত্র পড়িয়া আস্তৃত কুশার মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে এক এক করিয়া উভয়পক্ষে পরস্পর ঈষৎ সংলগ্ন করিয়া ছয়টী পিণ্ড দান করিবে। পিতৃপক্ষীয় আস্তৃত কুশার মূলে ওঁ লেপ ভুজো নান্দীমুখ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ এই মন্ত্রে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

তৎপরে আচমনপূর্ব্বক পিণ্ড-পাত্র-ধৌত জল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেববর্ম্মন্ন-বনেনিক্ষ্ব। ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ" এই মন্ত্রে পিণ্ডের উপর পর পর জল দিবে। পিতামহাদি পঞ্চকেও ঐ ক্রমে গোত্র সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করত ভিন্ন ভিন্ন জল দিবে।

ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মাবৃষায়ধ্বং। ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মাবৃষায়িষত॥ এই মন্ত্রে বামাবর্ত্তে মস্তকের উপর

যুক্তহস্ত ঘুরাইবে। তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রণাম করিবে। নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ। ওঁ গৃহান্নো নান্দী পিতরো দত্ত। ওঁ সন্তে বো নান্দী মুখাং পিতরো দেশ্ম।

পরে ওঁ এতদ্বো নান্দী মুখাঃ পিতরো বাসঃ এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডের উ সূত্র দিয়া ধরিয়া ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেববর্ম্মন্নেতত্তে বাস। যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকেও ভিন্ন বস্ত্র দিবে।

অনন্তর পিণ্ডের উপর গন্ধ পুষ্প ও তাম্বুলাদি দিয়া তেজময় পিতৃমূর্ত্তি পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ওঁ বসন্তায়নমস্তভ্যং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপরে ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু (সর্ব্বত্র ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) এই মন্ত্রে মা জল দিয়া ওঁ শিবা আপঃ সন্তু (মন্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে জল দিবে অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য , মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দূর্ব্বাসহ যব দিবে।

নিকটস্থ পাত্র হইতে ঘৃত মধু ও যব যুক্ত জল লইয়া ওঁ অমুক গোত্রস্য না মুখস্য পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ কৃতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধেদত্তমিদমন্নপানাদিক মক্ষয্য মস্তু ব ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতা মহাদি পঞ্চকেরও গোত্র সম্বন্ধ ও বলিয়া ঐ পাত্র হইতে পৃথক পৃথক জল দিবে।

ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) ওঁ গোত্রং বর্দ্ধতাং (ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবাক্য) পরে পিত্রাদি ক্রমে পবিত্র কুশা প্রতি পি উপর দিয়া দৈবে—ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক বলিয়া ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহে প্রীয়ন্তাং বলিবে। মাতামহ পক্ষেও এইরূপ বলিবে সর্ব্বত্র ওঁ প্রীয়ন্তাম্ প্রতিবা বলিবে পরে সেই উভয় পক্ষীয় সপবিত্র কুশাবৃত পিণ্ডের উপর ওঁ উর্জ্জং বহ এই মন্ত্রে অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া তর্পণ করিবে। এবং বামপার্শ্বস্থ ন্যুব্জ খুলিবে।

দক্ষিণহস্ত পিতৃ পক্ষে ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতরমুক অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দী প্রপিতামহস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা দ্রাক্ষামলকযবমুলকমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদা মাতামহ পক্ষেও এইরূপ হইবে।

দৈবে—অদ্যেত্যাদি (ষট্ পুরুষের নাম করিয়া) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে তৈতৎ বসু-সত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানামাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা- র্থিনং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি॥ দৈব ব্রাহ্মণে একটু জল দান করিয়া বলিবে ওঁ বিশ্বদেবাঃ প্রীয়ন্তাং ওঁ (প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য)।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বমুখ হইয়া 'ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধতাম্' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আঘ্রাত পুষ্প মস্তকে রাখিবে এবং 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে। "বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো" এই মন্ত্রে অগ্রে পিতৃ পক্ষের, পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে ত্রিপত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

"ওঁ আ মা বাজস্য"—ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, জলধারা দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাবর্ত্তে বেষ্টন করিবে।

পরে, "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ"—মন্ত্রে প্রণাম করিয়া—"যেষাং শ্রাদ্ধংকৃতং- তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়ান্নং জলে সমর্পয়ামি। পিণ্ডানপি সমর্পয়ামি।"

পরে, "মহাবামদেব্যঋষি"—মন্ত্রে শান্তি দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্য শেষ করিবে।

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্তে সন্ধ্যা এবং দানাদি অষ্টকার্য্যকরণে নিষেধ নাই।

পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক।

অশক্ততা নিবন্ধন যদি কেহ সম্পূর্ণ আভ্যুদয়িক না করিতে পারে, তবে শ্রাদ্ধ- কথিত পিণ্ড রহিত শ্রাদ্ধও করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত অধিবাসাদির পরে বাস্তুপুরুষাদির পূজা হইতে আসনদানান্ত কার্য্য করিয়া গন্ধাদি দান করিয়া অন্নপরিবেশন হইতে 'অন্নহীনং ক্রিয়া হীনং"—এই মন্ত্রান্তপর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। পরে পিতৃপক্ষীয় দক্ষিণান্ত হইতে অবশিষ্ট কার্য্যগুলি করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যোৎসর্গ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক করিতেও সক্ষম না হইলে, অভাবতঃ পিত্রাদির উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়াও ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

প্রকরণ যথা—অর্চ্চনাদি করিয়া, "অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেববর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেববর্ম্মণঃ (ষট্ পুরুষের নাম করিয়া) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যোৎসর্গবাসরে (পুনশ্চ

পূর্ব্ববৎ ষট্ পুরুষের নাম করিয়া) অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং আভ্যুদায়িকশ্রা
সঘৃতসোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণা
দদানি।"

স্ত্রীদিগের মুখ্য-নান্দীমুখশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, সুতরাং অনুকরণ
কিন্তু তাঁহারা তীর্থাদি প্রত্যাগত হইয়া পিতৃ উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গাদি
থাকেন, উহাও সাধারণ ভোজ্যোৎসর্গের ন্যায়,—"অদ্যেত্যাদি অমুক
অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেববর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামা ইদং সোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিত
ইত্যাদি।"

শ্রীতারকনাথ দেব

দেশমাতৃকা।

তোমারি ধেয়ানে মগন মন
তোমারি তরে মা আকুল প্রাণ,
তুমি লও যদি দিব মা তোমায়
আমার জীবন তোমারি দান।
আর কোন সাধ নাহি মোর চিতে,
কামনা শুধু মা ও পদ পূজিতে
জাগ মা আমার ভুবন-মোহিনী—
করে বরাভয় খর কৃপাণ।
আমার আঁধার হৃদয় ভেদিতে,
জাগ যদি তুমি পুণ্য জ্যোতিতে,
নিমিষের তরে সকল ভুলিব—
ভুলে যাব মোর দুখেরি গান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কা

আবাহন।

নিদ্রিত ক্ষত্রিয় জাতি হওরে জাগ্রত।
বিসর্জ্জি শূদ্রত্ব সবে পর' উপবীত॥
কায়স্থ ক্ষত্রিয় সত্য জানিহ অন্তরে।
পাতিত্য হইতে মুক্ত কর ব্রাহ্মণেরে॥
সমাজরক্ষণ তব নিত্যপূত কাজ।
হইবেধরমইথে তাহে কেন লাজ॥
জাতীয় জীবন লভ' ইতিহাস স্মরি।
সমাজক্ষতের ত্রাণ কর্ত্তব্য তোমারি॥

শ্রীননীবালা ঘোষ।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চরিত—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।
কার শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ অবলম্বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।
বানের আদ্যলীলা হইতে প্রভাসে ধ্বংসময় তনুত্যাগ এবং সমুদ্র কর্ত্তৃক দ্বারকাপুরীর গ্রাস
নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের নিকট "আত্মজ্ঞান সিদ্ধি বিষয়ক
ম' অধ্যায়টি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থ সমাদৃত
বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। চৈতন্য-চরিতামৃত নামক বৈষ্ণব মহা
গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। আলোচ্য গ্রন্থে মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সুন্দররূপ বর্ণিত
হইয়াছে। সাধারণের পাঠোপযোগী এমন সরল ও সুখপাঠ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ অল্পই বাহির
হইয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব মাত্রেরই এই গ্রন্থখানি সাদরে ও ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রচার :—

বিগত ১৬ই হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ পাঁচথুপীর মধ্যমতরফের স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বর্ম্ম মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়া উদীয়মান ক্ষাত্র কায়স্থ জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সভারোহণ দিবসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিতপ্রবর শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, গোনি বেদাধ্যায়ী প্রমুখ শতাধিক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এবং আনুমানিক ২।৩ শত স্বজাতি কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় এই দ্বিজোচি সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন এবং বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি উপনয়ন গ্রহণার্হ তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায় মহাশয় এক ঘণ্টাকাল কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গে তিনি মহাভারতের অজগর-যুধিষ্ঠির পর্ব্বাধ্যায় হইতে শ্লোকাদির উল্লে করিয়া বলেন "ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না. ইহাই আমাদের সনাতন শাস্ত্রের উপদেশ, বিশেষতঃ যখন ঐ সময়েও মহারাজ যুধিষ্ঠির 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নির্ণয় কঠিন, কারণ সঙ্কর দোষ প্রাপ্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণই এখনকার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তখন বিখ্যাত চিত্রগুপ্ত বং কায়স্থগণের ক্ষাত্রোচিত বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে অধিকার কেন না থাকিবে উপনয়ন গ্রহণ না করিলে বেদের বর্ণমালায় অধিকার হয় না ইত্যাদি অতি সারগ বক্তৃতা করেন। অতঃপর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। সভায় সমাগত ব্রাহ্মণ উপনীত ক্ষাত্র কায়স্থগণকে যথারীতি এক এক সরা এক একটি পান, সুপারি যজ্ঞোপবীত প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রচারক মহাশয় পাঁচথুপী হইতে কাঁদী ও তথা হইতে জেমুয়া গমন করেন এ তথায় রায় ৺হরিমোহন সিংহ বর্ম্ম বাহাদুরের ভবনে "বর্ণাশ্রমধর্ম্মে কায়স্থ" সম্ব সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুইশতাধিক শিক্ষিত সুসম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গী মহাত্মার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মার ঐকান্তিক যত্নে এই স সুসম্পন্ন হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমানের মঙ্গল প্রার্থ করি।

প্রচারক মহাশয় ২৪শে পাঁচথুপীর বড়তরফে "সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও কায়স্থ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নিরুপবীতের নিগ্রহ :—

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে কায়স্থ-সভার প্রচারক সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ভাগিনেয় হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকুমার দত্ত মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে বোম্বাই গিয়াছিলেন। তথায় রাত্রে-বিশুদ্ধ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া এক হিন্দু-হোটেলে অবস্থান করেন। রাত্রি-কালে জামাগায়ে থাকায় কোন গতিকে খাইতে ও থাকিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু পর দিবস প্রাতে যখন স্নান করিতে গমন করেন, তখন হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাবুর গায়ে পৈতা দেখিতে না পাইয়া,তাঁহাকে অনার্য্য শূদ্র বিবেচনায় করজোড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই হোটেল পরিত্যাগ করিতে বলেন। কালীকুমারবাবু অনেক বুঝাইলেন যে তিনি অহিন্দুও নহেন এবং অনার্য্য শূদ্রও নহেন। ফলতঃ তাহারা কেহই সে কথা বিশ্বাস করিল না বরং বলিল—আপনি যদি আর্য্যহিন্দু হইতেন, তাহা হইলে আর্য্যের নিদর্শন যজ্ঞসূত্র অবশ্যই আপনার গলদেশে লম্বিত থাকিত, যখন তাহা নাই, তখন কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে আপনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। কালীকুমার বাবুর তখন আহারের সময় হইয়াছে, এজন্য বলিলেন—আমি সত্বর আহার করিয়া এস্থান ত্যাগ করিতেছি। তাঁহারা বলিল—যদি কেহ দেখিতে পায় যে উপবীত বিহীন কোন কেহ এই হোটেলে আহার করিয়াছে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশীয় কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সে হোটেলে আর পদার্পণ করিবেন না। অগত্যা কালীকুমার বাবুকে সে হোটেল ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কিন্তু যে কোন হিন্দু হোটেলে তিনি গমন করিয়াছিলেন, সকলেই ঐ এক বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে, কেহই তাঁহাকে টাকা লইয়াও আহার ও বাসস্থান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। শেষে কালীকুমারবাবু অনন্যোপায় হইয়া ইক্‌মিক্‌কুকার সাহায্যে সে দিনের আহার শেষ করেন। প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে অনেক বার উক্ত কালীকুমার বাবুকে উপবীতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কোন ফলোদয় হয় নাই, এই বার বোধ হয় তাঁহার চৈতন্য হইবে। আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আর্য্যের চিহ্ন শিখা-সূত্র চাই ; পৈতা ব্যতীত আর্য্য হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে এই প্রকার লাঞ্ছনাই হইয়া থাকে। বৈদিক ধর্ম্মবর্জ্জিত বাঙ্গলাদেশে যা কর তাই শোভা পায়। বাঙ্গলার বাহিরে যাইলেই বিপদ। আমরা আশাকরি কালীকুমারবাবু সত্বর দ্বিজোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়া জাতীয় কলঙ্ক মোচন ও আত্ম সম্মান রক্ষা করিবেন।

প্রেরিত পত্র ঃ—

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার সুবিখ্যাত কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বুড়া বয়সে ভীমরতি হয়, 'নায়কে'র সম্পাদকেরও যে ভীমরতি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তাই মাঝে মাঝে তাহার নমুনা বাহির হইয়া 'নায়কে'র নায়কত্ব নষ্ট করে, স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। উদোরপিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া, স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে এই নায়কের নায়ক বেশ মজবুদ। সম্পাদক মহাশয়! গত ৫ই জ্যৈষ্ঠের 'নায়ক'খানা পড়িয়া দেখিবেন, এই বর্ণচোরা কাগজ কেমন উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে মোড়ল হওয়ার বাসনাও ঐ লেখাতে বেশ পরিস্ফুট আছে। এই সংবাদ-পত্রখানি মাছি জাতীয় ধরিয়া লইলে বোধ হয় ঠিক হয়। মাছিগুলো যেমন লোকের পচা পুঁজপড়া ক্ষতে ভন্ ভন্ করিয়া জ্বালাতন করে, এও সেই প্রকার উপবীতী কায়স্থের যত দোষ বাহির করিয়া বাহবা লইতে চায়। উপবীতী কায়স্থরা যা কিছু করে এই কাগজের মতে তাহা বাঁদরামী। কি ধৃষ্টতা! ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যা'দের মধ্যে এখন কালীঘাটে গিয়াও পৈতা লয়, একদিনেই আদ্দিগঙ্গায় দণ্ডী ভাসাইয়া সমাবর্ত্তন শেষ করে, তারাও আবার কায়স্থের পৈতার খুঁৎ ধরে! যাহাদের নিজেদের দণ্ডীঘরে রাখবার মুরদ হয় না, ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া ব্যভিচার করে, তাহারা আবার কায়স্থের পৈতা গ্রহণের পদ্ধতি, পুরোহিতের টাকার লোভে চাতুরীর কথা উল্লেখ করে! বলি, পুরোহিতরা তো তোমাদেরই ভাই, কিছু ভাগ দেয়নি বলে কি এত রাগ?

আবার বলছেন "এখন কিন্তু চাবুক না চালাইলে চলিবে না।" বাপুহে ওচাবুক চালানো তোমাদের কর্ম্ম নয়; উহা আমাদের জাতীয় কর্ম্ম। মনে নাই "তোত্রবেত্রৈ-কপাণয়ে" ওচাবুক যুগযুগান্তরে আমরাই চালাইয়া আসিয়াছি, কুরুক্ষেত্রের অর্জ্জুনের রথ হাঁকাইয়া যে চাবুক চালাইয়া আসিয়াছি, তাহার চিহ্ন এখন পর্য্যন্তও ভারতের পৃষ্ঠ হইতে মিলায় নাই; ত্রেতায় চাবুকের প্রহারে ব্রাহ্মণবংশাবতংশ দশাননের বংশের পরিণাম মনে রাখিও—আর চাবুকের জন্য হাত বাড়াইও না—"যার কর্ম্ম তারে সাজে।"

ও! বাঙ্গালী পল্টনের দোহাই দিয়া দড়িওয়ালা কায়স্থ সন্তানকে হাঁক দিতে লজ্জা হয় না! তোমরা যে সমাজের ধর্ম্মের শিরোমণি, তোমার ছেলেটীকে দিতে পারো

না? বামনাই দেখাইয়া ধ্বজা উড়াইতে চাও "দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা হইতে পারো না? সে মুরোদ নাই? একবার চক্ষুচেয়ে দৃষ্টি করো দেখবে যে বাঙ্গলায় শতকরা ৪৮ জন হিন্দু, সেই দেশ থেকে শতকরা ৩০ জনের উপর কায়েতের ছেলে লড়াইয়ে যাইতেছে। মসীজীবীর নিন্দা করো, শুন নাই কি, গণেশ, কন্দর্প, মুকুন্দরাম, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদাররায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, সীতারাম, সুরেশ বিশ্বাস এই মসী-জীর বংশে জন্মগ্রহণ করে অসির কি সদ্ব্যবহার করেছিল? বর্ত্তমান মহারণে Bengal Ambulance cores Bengalee Regiment এই মসীজীবির মস্তক থেকেই বেরিয়েছে। War Confronce এতেও সেই মসীজীবীর বিকাশ। পৈতাধারী ও অপৈতক কায়স্থ মধ্যে যতই মনোমালিন্য ঘটায়ইতে চেষ্টাকরো না কেন, সবফ্ঁাক হয়ে যাবে। দেখচো না তোমাদের বামুণ সভা বেলাত ফের্তাকে একঘরে ক'রতে চায়,আর আমাদের কায়েৎ সভা বেলাৎ ফেরতাকে চালাইয়া লয়। এখন বুঝো "যার কর্ম্ম তারে সাজে।" যারা চাবুক চালাতে জানে, যুগে যুগে চালিয়ে এসেছে, তারাই চালায়। "কুঁজোর চিৎ হয়ে শুইবার ইচ্ছা হলেই কি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়? আবার সুরেশ ভায়াকে পরশুরাম হইবার জন্য ডাক হইয়াছে। বেশ! কিন্তু সুরেশ ভায়া অত সাহস করিবেন কি? সে যাই হোক চাবুক চালানো তোমাদের কাজ নয়, ধর্ম্ম সংস্থাপন তোমাদের শোভা পায় না। শোভা পায়-পরশুরাম হওয়াটা। এতদিন আমরা সেই অমর পরশুরামকে খুজিয়া পাই নাই, আজ দেখিতেছি পরশুরাম হাজির হই-বেন। পরশুরামের কার্য্য ভ্রূণহত্যা, নরহত্যা—সেতো তোমাদের অঙ্গের ভূষণ,—এখন মাতৃহত্যাটা সমাধান করিয়া স্বকার্য্যে অগ্রসর হও। দেশমাতৃকা ও বেদমাতাকে তো বহুদিন নাশ করিয়াছ। তোমরা যে পরশুরাম তাহাতে আর সন্দেহ আছে? তবে কলমের খোচায় ও দোয়াতের কালীতে এ মসীজীবী ক্ষত্রিয় নাশ হইবার নহে, কারণ লেখনীর জন্মদাতা, লিখন প্রণালীর জন্মদাতা এই মসীজীবী। কিন্তু ইহা মনে রাখিও ক্ষত্রিয়ের প্রভাবে এ পরশুরামেরও স্বর্গের দ্বার বন্ধ না হয়। ইতি—

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। কলিকাতা।

ক্ষত্রিয় অগ্রসর হউন ঃ—

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ১০ই জ্যৈষ্ঠের জ্যোতি-কাগজে ঢাকা-প্রকাশের একটু মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে লিখা আছে—"আজকাল এদেশে কায়স্থ ও শূদ্র ঠিক করা একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ঘোস বোস হইতে আরম্ভ করিয়া দে দাস পর্য্যন্ত সকলেই উপবীতধারী ক্ষত্রিয় সাজিয়াছেন।

এসকল নবীন ক্ষত্রিয়ের দল সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব দেখাইতে অগ্রসর হন না কেন? গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলি গ্রহণের অধিকার দান করিয়াছেন; এদিকে বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের জন্য রিক্রুট সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যে দেশে এতগুলি ক্ষত্রিয়ের বাস, সে দেশে আজ পল্টনের জন্য মাত্র দুই সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে! বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় সমাজ একার্য্যে অগ্রসর হউন, আর রিক্রুট সংগ্রহকারী সরকারী কর্ম্মচারী মহোদয়ও এই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন। ক্ষত্রিয়ের বর্ত্তমানে অ-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে যোগদান করা ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষে গ্লানিজনক নহে কি?"

বাঙ্গালি সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে আজকাল উপবীতধারী কায়স্থগণকে লইয়া এরূপ আরও দুই একখানি সংবাদপত্র বেশ একটু বিদ্রূপ করিতেছেন। "ক্ষত্রিয়ের বর্ত্তমানে অ-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে যোগদান করা ক্ষত্রিয়-সমাজের পক্ষে যে গ্লানিজনক" তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমরা দেখিয়া শিখিয়াছি। যখন কায়স্থ ভিন্ন, অপর সাধারণ তাহাদের বর্ণানুমোদিত কার্য্য অবলম্বন না করিয়া কায়স্থের কলমে হাত বাড়াইতেছেন, তখন আমাদের প্রতি এত দোষারোপ কেন? ত্যক্তসূত্র পুনর্গ্রহণে যদি নবীন ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে পেশাদার ব্রাহ্মণকে নবীন কায়স্থ বলিতে বাধাকি। একথাও লোকে বলিতে পারে কে কায়স্থ কে ব্রাহ্মণ সকলেই মসিজীবী হওয়ায় তাহা আর বুঝিবার উপায় নাই, দেশে এতটা বৃত্তি সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে,সে দেশের কেহ এরূপ নির্ল্লজ্জভাবে বিদ্রূপ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলে তাহা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। কলিকাতা, ১নং যজ্ঞেশ্বর বসুর গলি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র বর্ম্মা, উক্ত ভাণ্ডারে ১৲ টাকা প্রদান করায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচার ভাণ্ডার। গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রচারার্থ যাঁহারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতার ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ ১৲, ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা এম্-আর-এস্ ১০৲, দিনাজপুর, ক্ষেত্রীপাড়া নিবাসী কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা এম্-এ, প্রাক্ত ৩০৲টাকা প্রদান করিয়াছেন। **ভ্রাতৃবর্গের স্বজাতি হিতৈষণায় আমরা তাঁহাদের** সমীপে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

করিতেছি, এবং যাঁহারা প্রচারের প্রতিশ্রুত টাকা অদ্যাবধি প্রদান করেন নাই তাঁহাদিগের নিকটেও প্রচারের প্রতিশ্রুত টাকা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

উপনয়ন-ভাণ্ডার। কায়স্থ-সভার যশোহরের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নিবাণরচন্দ্র দত্ত মহাশয় অসমর্থ দরিদ্র কায়স্থের উপনয়নের সাহায্যার্থ যে ১০০৲ শত দান করিতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২৫৲ পঁচিশ টাকা (যশোহরে উপনীত ১২৫ জনের মধ্যে যাহারা নিজ ব্যয়ে উপনয়ন গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের জন্য) কায়স্থ-সভায় প্রদান করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য নিবারণবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন ঃ—

২৪ বৈশাখ, ১৩২৪। জেলা যশোহর পলসবাড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। সৌদপুর নিবাসী শ্রীযুত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। উপবীতীগণের নাম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বসু, অন্নদাচরণ বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু, মণীন্দ্রনাথ বসু, বিমলচন্দ্র বসু, এল্-এম্-এস্, পূর্ণচন্দ্র বসু।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রযত্নে ভাষড়াগ্রামে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশ জন বঙ্গজ কায়স্থ উপবীতী হইয়াছেন। উপবীতীগণের নাম—

ভাষড়ার শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দত্ত, শ্রীনাথ দত্ত, অতুলচন্দ্র দত্ত, প্রবলকুমার দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র দত্ত, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দেব, স্বর্ণকুমার দেব। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দেব, সাং এওজ। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস, সাং ঈশ্বরদী।

এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে আচার্য্য ও তন্ত্রধারের পদে ব্রতী ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্তবর্ম্মা, প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা,সদরদী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাগবর্ম্মা উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করণার্থ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার চেষ্টায় বিক্রমপুর হাসারা নিবাসী শ্রীযুত রতীশচন্দ্র পাল রায় চৌধুরী মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত ছত্রধারী পাঁড়ে তার্কিকসিংহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

সংবাদাতা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে উক্ত রতীশচন্দ্র পাল রায় চৌধুরী মহাশয় ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবারের বাঙ্গালী লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী রেজিমেণ্টে যে হিন্দু রংরূট যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর কায়স্থ।" গৌরবের কথা বটে, এতদিনে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত সংস্কারের সার্থকতা সিদ্ধ হইল। আমরা ভরসা করি পূর্ণবাঙ্গালী রংরূটই একমাত্র কায়স্থ দ্বারা গঠিত হইবে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। জেলা যশোহর, মাধবপুর, কায়স্থ-সম্মিলনীর কেন্দ্র। মাধবপুর সাকিনের দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীদুর্গাচরণ মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ দে, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, তেঁতুলবাড়িয়া সাকিনের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডোঙ্গাঘাটা সাকিনের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু, বরিশাল নুরুল্লাপুর নিবাসী, বঙ্গজ শ্রীহেমন্তকুমার বসু, ইঁহারা যথা-শাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। কায়স্থ সভার সভ্য, যশোহর গুয়াতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় এবং চৌগাছীর ডাক্তার কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে ঐ সমিতি গৃহেই কেন্দ্র হইয়াছিল। গুয়াতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। চৌগাছার জমিদার, বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রবাবুর সহিত একটু উদ্যোগী হইলে ঐ অঞ্চলে সহজেই উপনয়ন কার্য্য বিস্তার লাভ করিতে পারে। আমরা আশা করি সভ্রাতা দেবেনবাবু অচিরেই এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার বিশেষ উদ্যোগে ঢাকা, পারজোয়ার ব্রাহ্মণকিত্তা গ্রামে শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া, উক্ত তারিখে বিভিন্ন গ্রামের নিম্নলিখিত ৩৭জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকিত্তা নিবাসী—বসুবংশীয় শ্রীযুত মোহিনীমোহন (ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার) কালাচাঁদ, প্রভাতচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র ; গুহবংশীয় শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার, হরেন্দ্রকুমার, রসিকচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, বীরেন্দ্রকুমার, মহেন্দ্রলাল, যতীন্দ্রকুমার, হীরেন্দ্রকুমার, প্রিয়বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ ; মিত্রবংশীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র, বরুণচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র ; দত্তরায়বংশীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচরণ, বিভূতিভূষণ, মিহিরকুমার, বিনয়ভূষণ, ভূপতিভূষণ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসন্ন কর, অঘোরনাথ কর, শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন

চন্দ্র ; রায়বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র (উকিল), অনিলচন্দ্র, বরিসুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত দীননাথ, কালীনাথ, চন্দ্রকুমার, রমণীকুমার, রামনাথ, সূর্য্যকুমার রায় এবং পূর্ব্বদী নিবাসী—শ্রীযুক্ত সুবোধানন্দ বসু।

এই কেন্দ্রে বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সদস্যের, পারজোয়ার রোয়াইল নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের, এবং কোটালিপাড়ার শ্রীযুত গঙ্গামোহন কৃতিচঞ্চু মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন। ঢাকা হইতে উকিল শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মা গুহঠাকুরতা, উকিল জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, উকিল মহেন্দ্রকুমার ঘোষবর্ম্মা, উকিল মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা, মোক্তার পার্ব্বতীচরণ বসু, উকিল মনোরঞ্জন বর্ম্মা ঘোষচৌধুরী, বলিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীনাথ মিত্রবর্ম্মা, শুভাঢ্যার সুবিখ্যাত মল্লবীর পরেশনাথ ঘোষ, কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বহু কায়স্থ সন্তান উপনয়ন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

উদ্যোগীগণ ভদ্র মহোদয়দিগকে সুগন্ধী মাল্যচন্দন দানে আপ্যায়িত করিলে মহিলাকুলের উলুধ্বনীর সঙ্গে কার্য্য আরম্ভ হয়। কর্ম্মারম্ভে পারজোয়ার আটী নিবাসী সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর বর্ম্মারক্ষিতরায় মহাশয় পরলোকগত রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, মহোদয়ের রচিত সময়োপ-যোগী একটি গান করিয়া উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে তৃপ্ত ও উপবীত গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উপনয়নান্তে শ্রীযুত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়া এবং গায়ত্রীর অতি উদার ব্যাখ্যা করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে উপস্থিত কায়স্থ সন্তানগণ ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রসাদীকৃত বিবিধ প্রকারের চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার-সমিতির চেষ্টায় শিরুয়াইল গ্রামে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিতান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শিরুয়াইল নিবাসী—শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস, বিমলাচরণ বিশ্বাস, রাসমোহন বিশ্বাস, যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, মদনমোহন গুহ, সারদাপ্রসাদ দাস, গোবিন্দচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার দত্ত, কানাইলাল দত্ত, অনন্তকুমার দেব, চন্দ্রকান্ত দাস, চিন্তাহরণ দাস, কালীমোহন দাস, নিখলী নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায়, শরচ্চন্দ্র দাস, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, ইন্দুভূষণ দাস, মাখনলাল দাস, উষাকান্ত মিত্র, অনন্ত-

মোহন দেব, অশ্বিনীকুমার সেন, হোসেনপুরের শ্রীযুক্ত মতিলাল গুহ, পাথরাইলের প্রতাপচন্দ্র দাস, ভুবনমোহন বসু, ইশিবপুরের শ্রীযুক্ত মোহন্তকুমার চন্দ, সরদার-মামুদেরচরের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস, শৈলডুবির শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র, এওজের শ্রীযুক্ত হরিমোহন দেব, নির্ম্মলচন্দ্র দেব। এই ৩০ জন।

এই কেন্দ্রে সরদারমামুদচরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তন্ত্রধার, সদস্য, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। কেন্দ্রের সমুদায় ব্যয় ভার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয় বহন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপনে ও নির্বিঘ্নে কার্য্য সম্পাদনে যাঁহারা উৎসাহ প্রদান ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিলখী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাস বর্ম্মা, চৌদ্দরশীর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দত্ত বর্ম্মা, দোলকুণ্ডীর শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বর্ম্মা, শিরুয়াইলের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দাস বর্ম্মা ও খাটপাড়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; ইহাঁরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বিবাহ :—

(নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই)

২২শে বৈশাখ, ১৩২৪। দিনাজপুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের কন্যার সহিত গয়ার উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বি-এল্ মহোদয়ের ভ্রাতার যথাবিহিত ক্ষত্রিয়াচারে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। কলিকাতা মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যার।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

প্রথমাধিবেশন।

৩০শে বৈশাখ, ১৩২৪, অপরাহ্ণ ৫॥টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, সভাপতির আসনে।
(দ) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(দ) „ তারকনাথ দেব বর্ম্মা।
(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(ব) „ মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ (সহঃ সম্পাদক)।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম রায়।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম শাস্ত্রী।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।
(ব) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মভাবসাগর।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ)।
(দ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু (প্রতিনিধি দ্বারা)।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত
(ব) „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
} সম্পাদকগণ।
(দ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (প্রচারক)।

সভাপতি মাননীয় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সাং মৈমনসিংহ), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা (সাং পানিশেহোলা, হুগলী জেলা), সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার মিত্রবর্ম্মা (সাং যশড়া, নদীয়া জেলা), রায় বিশ্বম্ভর রায়বাহাদুর (সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা), শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা (সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সাং ইশিবপুর, ফরিদপুর জেলা), অসুস্থতা নিবন্ধন ও অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত চৈত্র মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভাপতি কিম্বা সহঃ সভাপতিগণ কেহ উপস্থিত না থাকায় অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। [illegible] গোবিন্দচন্দ্র ঘোষরায় মহাশয়ের (মেক্‌লিগঞ্জ, কোচবিহার) মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবর্গ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সভার সমবেদনা জানান হউক এবং তাঁহার [illegible] পুত্রকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য মনোনীত হইলেন।

(দ) শ্রীযুক্ত অনিলকুমার পাল, সাং ১নং যজ্ঞেশ্বর বসু লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।
(দ) „ চন্দ্রকান্ত বসু, সাং ১৯।৩ কেন্যাল্‌ওয়েষ্ট রোড্, কলিকাতা।
(দ) „ নলিনচন্দ্র সরকার, সাং ১২৪।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
উপরিলিখিত নামের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক, কলিকাতা)।
(বা) „ নলিনমোহন রায় চৌধুরী, সাং রংপুর জেলা।
(দ) „ প্যারীলাল মিত্র, সাং রূপদিয়া, ফরিদপুর।
উপরিলিখিত নামের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা (কার্য্যাধ্যক্ষ)।
(দ) „ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম্-এ,বি-এল্, দীনধাম, মদন মিত্র লেন,কলিকাতা।
(দ) „ বঙ্কিমচন্দ্র সরকার, ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
(দ) „ ভূপেন্দ্রনাথ রাহা, সাং ১৯।৩ কেন্যালওয়েষ্ট্ রোড্, কলিকাতা।
(দ) „ হৃদয়নাথ রাহা, সাং ঐ।
উপরিলিখিত নামের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (প্রচারক)।
(দ) „ হেমন্তকুমার দত্ত, সাং ২নং যজ্ঞেশ্বর বসুর লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শরৎকুমার মিত্র (সম্পাদক)।
(ব) „ সুরেন্দ্রমোহন বসু, সবডিভিসনাল অফিসার, রাণাঘাট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সম্পাদক)।

তৃতীয় প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রচার-বাবলীর কর্ত্তব্য-অবধারণ। সমস্ত প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত ২২।১।২৪ তারিখের প্রচার সম্বন্ধে পত্র পঠিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল :—

(ক) ভাল করিয়া নিয়মিতরূপ সভার উদ্দেশ্যাদি প্রচার করা কর্ত্তব্য; দ্বারাই সফলতা লাভের সম্ভাবনা।

(খ) প্রচার-সমিতির একটী অধিবেশনের শীঘ্র ব্যবস্থা করা হউক, এবং প্রচার-সমিতিকে এই বিষয় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করা হউক।

(গ) কলিকাতায় বিশেষ করিয়া প্রচার করা হউক, এবং এই প্রচার বড়লোকের বাটীতে বাটীতে গিয়া কথাচ্ছলে করাই যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) কলিকাতার যে সকল বড়লোক সভার সভ্য আছেন, কিন্তু সভার প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং যাঁহারা সভার সভ্য নাই, তাঁহাদেরও সভার উদ্দেশ্যাদির সহিত সহানুভূতি আকর্ষণের বিশেষ চেষ্টা করা হউক এবং এই বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সকলকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক।

(ঙ) গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত প্রচারক মহাশয়ের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল—তিনি সম্পাদকগণের নির্দ্দেশানুযায়ী এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। তিনি তাঁহার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিদিন লিখিয়া রাখিবেন এবং প্রতি মাসে দুইবার বা অন্ততঃ একবার করিয়া উহা সভাকে পাঠাইবেন। যে সময় তাঁহার প্রচার কার্য্য না থাকিবে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে তিনি সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া সভার অন্যান্য কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

(চ) কায়স্থ-সভার মুখপত্র হিসাবে কোন বাঙ্গলা বিশিষ্ট সংবাদপত্র না থাকায় কলিকাতার কায়স্থ সাধারণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য সভা হইতে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক পত্রের প্রচলন করার চেষ্টা আবশ্যক।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ: (ক) সাহায্য বৃদ্ধির প্রার্থনা। শ্রীযুক্তা দেবীবালা দত্ত এবং দীন তারিণী গুহের পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই সেই প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল।

(খ) শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমোহিনী দাসী। সম্পাদক শরৎবাবু জানাইলেন যে গত ৭ই আশ্বিন উক্ত কৃষ্ণমোহিনী দাসীকে ৫৲ টাকা মনি অর্ডার করিয়া পাঠান হয়। এবং যথারীতি তাহার রসিদ ও প্রাপ্ত স্বীকার পত্র পাওয়া যায়। পরে ২রা নভেম্বরের পত্রে তিনি লেখেন যে তিনি উক্ত পাঁচ টাকা পান নাই। তদুত্তরে তাঁহাকে লিখা হয় যে ভবিষ্যতে তিনি লোক পাঠাইয়া যেন সাহায্যের টাকা গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি আবার লিখেন—তিনি যাহার বাটীতে থাকেন, তিনি বাটীতে না থাকায় পূর্ব্বোক্ত টাকার প্রাপ্তির বিষয় তিনি লিখিতে ভুল করিয়াছিলেন এবং সেই ৫৲ টাকা পাইয়াছেন। বাকী সাহায্যের টাকা তাঁহার নামে অবিলম্বে পাঠাইতে অনুরোধ করেন। অতএব সভার নিকট জিজ্ঞাস্য এরূপ সংশয় স্থলে সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কিনা? সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা

হউক, তাঁহার নামে টাকা পাঠান হইবে, অথবা অন্য কোন নামে তাঁহার সা
পাঠাইলে ভাল হয়, তাহা তিনি খোলসা লিখার পর ভবিষ্যতে টাকা পাঠান হ

(গ) শ্রীযুক্ত স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। স্ফটিকবাবুর বাটীতে চোর কর্ত্তৃক ১০
হাজার টাকা অপহৃত এবং গৃহাদি অগ্নিদাহ হওয়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন,
তিনি কায়স্থ-সভার ১৩২৩ সনের বাকী চাঁদা মাপ চাহিয়া সভার নিকট প্রা
জানাইয়াছেন। সভায় তাঁহার প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁ
প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

(ঘ) পাঠার্থীর সাহায্য প্রার্থনা। নিম্নলিখিত ছাত্রগণের সাহায্য-প্রার্থনা প
পঠিত হইল :—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ, আই-ই পাঠী, সাং কলিকাতা।
" ফণীন্দ্রভূষণ বসু, ঐ সাং বহরমপুর।
" লালমোহন সরকার, নিম্নপ্রাথমিক ছাত্র, সাং ইলুহার, বরিশাল জেলা।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষের পুত্র ঐ সাং কল্যাণপুর, বর্দ্ধমান জেলা।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে প্রমথনাথ ঘোষকে মাসিক ২৲ দুই টাকা ও গ
মোহন সরকারকে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে একবৎসর সাহায্য করা হউ
ফণীভূষণ ও শরচ্চন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রকৃতপক্ষে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত কিনা তা
অনুসন্ধান লইয়া আগামী মাসের সভায় তৎফলাফল উপস্থিত করা হউক।

(ঙ) বিনামূল্যে পত্রিকা বিতরণ জেলা যশোহরের অন্তর্গত 'মাধবপুর-পাব্‌লি
লাইব্রেরী', 'রংপুর-পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী,' জেলা হুগলীর অ র্গত বড়গাছিয়ার 'জে
ফ্যামিলী লাইব্রেরী'তে বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদান করা হউ
এই সকল সাধারণ পুস্তকাগারে কায়স্থ-পত্রিকা একবৎসর বিনা মূল্যে দিয়া
সভার উদ্দেশ্য বিস্তার হয়, সভার সভ্য কি গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে আগ
সনে পুনরায় বিবেচনা করা হইবে। নতুবা বিনামূল্যে পত্রিকা দিয়া
প্রয়োজন নাই।

(চ) ঘটক বিভাগ। রংপুর কায়স্থ-সভার কার্য্যধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ
বর্ম্মা মহাশয়ের অবৈতনিক ঘটক নিয়োগ বিষয়ে গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখের
পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, এ বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগ
অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদকগণ।

স্বাক্ষর
শ্রীনিবারণচন্দ্র
সভাপতি
৩০।১।২

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

বর্ষা-রাণী।

কখন তুমি, 'বর্ষা-রাণী,' সুহাস-শ্রাবণ আড়ালে
কাজল মেঘের আঁচল টানি কখন চরণ বাড়ালে?
চম্‌কে উঠে, চমক-হাসি,
উথ্‌লে উঠে, রূপের রাশি,
মত্ত করি, তপ্ত-রবি, উদয়-গিরি, ছাড়া'লে,
শঙ্কা করা, ডঙ্কারবে, কখন এসে দাঁড়া'লে?

সিক্ত তোমার নয়ন-পাতা, পড়ছে বারি উছলে,
ঝর্ঝর্ ঝর্ কি সে প্রপাত, আস্‌ছে নেমে উজলে,
ছড়া'য়ে কেশ, জলদ-জালে
তাণ্ডবেরি, রুদ্র-তালে,
গলিয়ে দিয়ে বক্ষজোড়া, ধরায় কঠিন উপলে,
ধুইয়ে দিয়ে, ময়লা শত, সাজিয়ে দে'ছ, সুফলে!

মুছিয়ে দিয়ে ধূলো, বালি, ঝড়ের তুলি বুলিয়ে,
নিদাঘ-ক্ষতে স্নেহের প্রলেপ দিয়েছ বুক ফুলিয়ে,

ছড়িয়ে দে'ছ, ফুলের রাশি,
ধানের ক্ষেতে বাজাও বাঁশী,—
আনমনে দিবা-নিশি, উজরে-চিকুর দুলিয়ে,
লঘুমেঘের বাঁধন দেওয়া, হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

আধেক রাতে, মর্ম্ম-ছেঁড়া শিউলি যখন শিহরে,
নীপের পুলক উঠে জেগে, নীরব নীথর বিরহে,
তখন তুমি, ঝিল্লী-তানে,
যাওলো ভেসে প্রেমের বানে,
চম্‌কে উঠে চাতক-পাখী, ভেকের ভেরি কুহরে,
বর্ষা, তোমার, স্পর্শ পুলক, বেণুর শাখে, বিচরে ॥

তালীবনের শ্যামল-ছত্র, তোমার মাথায় প্রসারি,
ঢুলায় তোমায়, হরিৎ-চামর, নারিকেলো দুধারি।
ঝুলিয়ে পুচ্ছ ঝাউয়ের শাখে,
শুক, শারিকা কিরণ মাখে ;
দিগঙ্গণা কলসী কাঁখে, পূরব দুয়ার বিদারি,
ঢালছে নিচোল সোণার বরণ, মন্দাকিনীর হিম্-বারি।

অপরূপের রূপ নিয়েছ, বর্ষা তুমি, আ'মরি !
আজকে আমি,সকল ছেড়ে, বন্দী হলাম তোমারি,
মহীয়সী মূর্ত্তি তব,
কি এক বেশ, অভিনব,
হাত বাড়া'য়ে, যাত্রা-শেষে, ধর'বো গলা তোমারি,
ইন্দ্র-ধনুর নৌকা চ'ড়ে উজান যা'ব জোয়ারি ॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ইণ্ডোএরিয়ানে কায়স্থ।

(আমাদের মন্তব্য)

আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে পাঠক দেখিয়াছেন যে "ইণ্ডো-এরিয়ান" গ্রন্থের রচয়িতার মতে, প্রথমতঃ এ দেশে "নিষাদ" নামক অনার্য্য জাতি বাস করিত। তৎপর কোন শীতপ্রধান দেশ হইতে শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ একদল আর্য্যজাতি এদেশে আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হন এবং তাঁহাদের মধ্যেই বেদ-মন্ত্রগুলির রচনা আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেববংশোদ্ভব ঋষি, এবং আর একদল বিশ্ অর্থাৎ সাধারণ লোক। অতঃপর শ্যামবর্ণ একদল আর্য্যজাতি পারস্যোপসাগর ও ভারতমহাসাগর দিয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহারা যোদ্ধৃজাতি ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে প্রথমোক্ত আর্য্যদলের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উভয় দল আর্য্যই দীর্ঘকরোটি বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ বৈদিকাচারী। তৃতীয়তঃ অপর একটী নানাদলে বিভক্ত আর্য্য ভাষাভাষী জাতি তরুমাকান ও পামীর অঞ্চল হইতে এদেশে প্রবেশ করেন। ইঁহারা সকলেই চৌড়ামাথা বিশিষ্ট এবং স্বভাবতঃ বৈদিকাচার বিরোধী অর্থাৎ ব্রাত্য ছিলেন।

রমাপ্রসাদবাবুর মতে শেষোক্ত চৌড়ামাথা আর্য্য-ভাষাভাষী জাতির যে সকল দল ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাদেরই একদল কালক্রমে গুজরাট হইতে গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে চৌড়ামাথা আর্য্য-ভাষাভাষী আর্য্যজাতির যে দল গৌড়বঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাদের গোত্র নামের অধিকাংশ গৌড়বঙ্গের কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকায়—কায়স্থজাতিই পূর্ব্বাপর এ দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাওয়ায়—গৌড়বঙ্গের কায়স্থজাতি পূর্ব্বে "করণ" সংজ্ঞায় পরিচিত থাকায়-রমাপ্রসাদবাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যে চৌড়ামাথা আর্য্য-ভাষাভাষী আর্য্যদল গৌড়বঙ্গে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ "করণ" বা কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল ; পরে তাহাদের কতকাংশ পুরোহিত, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি জাতির ব্যবসা অবলম্বনে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া কালক্রমে মূল 'করণ' জাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর, তিনি 'করণ' জাতি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ সমস্ত পুরাণে করণ জাতিকে "রাজ-কার্য্য কুশল" ও "লিপিকর্ম্ম বিশারদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণেতর

সর্ব্বজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। রমাপ্রসাদবাবু বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত পুরাণ দ্বয়ের রচনাকালে করণ বা কায়স্থ জাতির যে জাতিগত ব্যবসা ছিল, উক্ত পুরাণ-রচয়িতাগণ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সুদূর অতীতকালেও গৌড়বঙ্গীয় কায়স্থ বা করণ জাতি যে রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ী ছিল, তাহা উক্ত 'রাজকার্য্য-কুশল' ও "লিপিকর্ম্ম-বিশারদ" এই বিশেষণ দ্বয় হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

কায়স্থ বা করণ জাতির ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার যে মতবাদের (theory) অবতারণা করিয়াছেন, উক্ত মতবাদকে রমাপ্রসাদবাবু সমীচীন ও প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, যেরূপ পরবর্ত্তীকালে স্মার্ত্তরঘুনন্দন গৌড়বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহকে "ব্রাত্য" ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত শূন্য দেখিয়া, তাহাদের উৎপত্তির প্রকৃত তথ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাদিগের সকলকেই "শূদ্র" বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পুরাণ ও উপপুরাণ প্রণেতাগণ, এমন কি অনেক স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতাগণ "করণ" প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী জাতি সমূহের মূল নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া কতকগুলি কাল্পনিক মতবাদের (theory) অবতারণা করিয়া, তদ্বারা ঐ সকল জাতির উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রকারগণ মধ্য দেশের ন্যায় বাহুপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ না দেখিয়া, বাহুপ্রদেশের পুরোহিতগণকে হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করত অন্যান্য জাতিকে বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র বলিয়া এক কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিকভাবে জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন তাঁহারাই শাস্ত্রকারগণের এই প্রকার মতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রমাপ্রসাদবাবুও বলিয়াছেন যে, জাতি সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে সকল গল্প, ব্যাখ্যা ও মতবাদের প্রচার করিয়াছেন, ঐতিহাসিকের নিকট তাহা মূল্যবান নহে। রমাপ্রসাদবাবু বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল প্রশস্ত-করোটি আর্য্যজাতি বাহুপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা বৈদিকাচারের বিরোধী ছিল, এজন্য তাহারা "ব্রাত্য" বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সকল ব্রাত্যভাবাপন্ন প্রশস্ত-করোটি আর্য্য জাতির বহুদল গুজরাট প্রভৃতি বাহুপ্রদেশ সমূহে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে "করণ" নামক একদল গৌড়বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক তথায় স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করিয়াছিল।

মনুসংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পরিদৃষ্ট হয় :—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত ব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ ॥২০

ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥২১
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥২২
বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥"২৩

(মনু ১০ম অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা সবর্ণা-গর্ভসম্ভূত তনয়েরা উপনয়ন সংস্কৃত না হইলে তাহাদিগকে 'ব্রাত্য' বলে। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা-গর্ভজ তনয়ের নাম "ভূর্জ্জকণ্টক"। দেশ বিশেষে ইহাদিগকে 'আবন্ত্য', 'বাটধান', 'পুষ্পধ' এবং 'শৈখ' বলে। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সবর্ণা-গর্ভজ তনয়েরা দেশ বিশেষে "ঝল্ল", "মল্ল", "নিচ্ছিবি", "নট", "করণ", "খস", এবং "দ্রবিড় নামে পরিচিত। ব্রাত্যবৈশ্যের সবর্ণা-গর্ভ সম্ভূত তনয় 'সুধন্বা', 'আচার্য্য', 'কারুষ', 'বিজন্মা', 'মৈত্র', এবং "সাত্বত" বলিয়া অভিহিত।

মনুসংহিতায় ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে একটা বিশেষ রহস্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার বুঝা যায়, সুদূর প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট দল ছিল। তন্মধ্যে একদল উপনয়নসূত্রধারী ও অপর দল ব্রাত্য অর্থাৎ অনুপনীত। মনে হয় রমাপ্রসাদবাবু যাহাদিগকে বাহুদেশোপনিবিষ্ট প্রশস্তকরোটি আর্য্যজাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মনুসংহিতা পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছেন। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে উহাদের মধ্যে বৈদিকাচার প্রচলিত ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজন্য সম্প্রদায় তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের যাহারা পৌরোহিত্য করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বৈশ্যের কার্য্য করিত তাহাদেরও বিভিন্ন নাম বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ পরবর্ত্তীকালে ব্রাত্যত্ব পরিহার করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাত্যরাজন্যগণের মধ্যে কোন কোন দল ব্রাত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক বিশিষ্ট নাম পরিত্যাগ করিয়া অধুনা কেবল 'ক্ষত্রিয়' নামেই পরিচিত হইতেছেন; কাহারও কাহারও বিশিষ্ট নাম অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং অদ্যাপি ব্রাত্যত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের মতে পূর্ব্বোক্ত 'করণ' নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় শেষোক্ত দলের অর্থাৎ যে সকল ব্রাত্যরাজন্যগণ ব্রাত্যত্ব পরিহার করেন নাই তাহাদের অন্যতম।

মনুসংহিতা-বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন দলভুক্ত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণ যে একদা ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল, এমন কি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। বরং ইহাদের মধ্যে কোন কোন দল প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতেন, তাহারও প্রকৃষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

টড্‌সাহেব কৃত 'রাজস্থানে' মিবারের সামন্তবর্গের মধ্যে "ঝল্লপতি" মান্নার উল্লেখ আছে। হল্‌দিঘাটের ভীষণ যুদ্ধে যখন মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে, তৎকালে বীরবর মান্না আত্মোৎসর্গ দ্বারা মহারাণার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। রাজপুতনায় ঝল্লগণ বিশেষ সম্মানিত ক্ষত্রিয়।

বুদ্ধদেবের জীবিতকালে "মল্ল"গণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। কুশীনগর ইহাদের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি নেপালের মল্লগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধযুগে বিদেহের লিচ্ছিবীগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। বৈশালী (আধুনিক পাটনার নিকটবর্ত্তী বেশাড়) নগরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী ইঁহাদের মধ্যে প্রচলন ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্তবংশীয় প্রথম রাজা 'চন্দ্রগুপ্ত' আপনাকে লিচ্ছিবী-রাজ-দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। গুজরাটের 'নট বা লাট'গণ এককালে ভারত-প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নেপালের 'খস'গণ এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণও ভারতেতিহাসে সুপরিচিত।

আমাদের মনে হয় মনূক্ত ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবী, 'নট' বা 'লাট', খস ও দ্রবিড়গণের ন্যায় 'করণ'গণও গৌড়বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় এককালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মনুর মতে ইঁহারা সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং একই জাতির বিভিন্ন শাখা। সম্ভবতঃ ইণ্ডোএরিয়ান্ বর্ণিত প্রশস্তকরোটি আর্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন দলভুক্ত অবস্থায় ভারতবর্ষের বাহ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন দল বিভিন্ন প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া থাকিবেন। মনূক্ত 'করণ'ই বর্ত্তমানকালে প্রধানতঃ 'কায় স্থ' নামে গৌড়বঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারাই গৌড়বঙ্গের রাজন্যজাতি এবং বহুকাল পূর্ব্বে এদেশে উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। করণ বা গৌড়বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও পরবর্ত্তী স্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থে মনুর মতের অন্যরূপ যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা অশ্রদ্ধেয়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল্।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যাস ও যম-সংহিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের ব্যাস-সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকে 'কায়স্থ' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই :—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকরকুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণম্।"

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, 'কায়স্থ,' মালাকর, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোল এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়। উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করা উচিত।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, যে ব্যাস নাপিত, গোপ প্রভৃতি জাতির অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়াছেন, যে ব্যাস নাপিত গোপাদির হাতের ভাত ব্রাহ্মণে খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই ব্যাস যে আবার নাপিত গোপাদিকে অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাহা হইলে তাঁহার উক্তির সারবত্তা থাকে না। সুতরাং মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতার উল্লিখিত বচন যে, কোন হীন প্রকৃতির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

তৎপর সম্বন্ধ-নির্ণয়কার লিখিয়াছেন "কায়স্থাসচ্ছূদ্রারজকশ্চর্ম্মকারশ্চেত্যাদি যম সংহিতা ৫৪ শ্লোক দেখ।" এবং "এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণং।"

আমরা বঙ্গবাসীর প্রকাশিত যম সংহিতার ৫৪ শ্লোকে দেখিতেছি :—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই বচন আছে। সুতরাং সম্বন্ধ-নির্ণয়কার কোন্ যম-সংহিতা হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ-বিদ্বেষ জাহির করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমাদের উদ্ধৃত যম-সংহিতার উল্লিখিত শ্লোকে "কায়স্থ" এবং "সম্ভাষণাদি করিলে স্নান করিতে হয়" এমন কথা নাই। বোধ হয়, তিনি কোন আধুনিক জাল যম-সংহিতা হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, না হয় কায়স্থজাতিকে সাধারণের

নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদ্বেষবশে উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার ব্যাস-সংহিতার দোহাই দিয়া 'কায়স্থ' জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়। উহাদিগকে দেখিলেই সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। কথাটা কিরূপ হাস্যকর পাঠ একবার তাহাই দেখুন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ যে ব্রাহ্মণ পাঁচজন কায়স্থকে সঙ্গে লইয়া কনোজ হইতে আদিশূর যজ্ঞে আসিয়াছিলন, তাঁহা যে রাস্তায় কায়স্থগণের সহিত কথা কহেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং তাঁহারা যে কায়স্থগণের মুখ দর্শন করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে। আমরা আজ দৃঢ়ভাবে বলিব সকলেই স্বীকার করিবেন যে ব্রাহ্মণেরা পথে কায়স্থগণের সহিত কথাও কহিয়াছিলেন ও মুখও দেখিয়াছিলেন। কারণ একত্র পথ চলিতে হইলে কথা কহা ও মুখদেখাদেখি স্বাভাবিক; তবে দূরত্বের পরিমাণ কম হইলে না হয় বলা চলিত যে, কায়স্থগণের মুখ দেখা ও তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা ঘোম্‌টা দিয়া মুখ ঢাকিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দূরত্বের পরিমাণ যখন অনেক দেখিতেছি এবং সকলে—দশজনে একত্রে আসিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল, তখন পরস্পর বাক্যালাপ ও মুখদেখাদেখি হয় নাই, ইহা উন্মাদ ভিন্ন কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল ব্রাহ্মণ দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা কতবার স্নান ও সূর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন? আবার দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে সঙ্গে লইয়া মহাপণ্ডিত সমলঙ্কৃত আদিশূর রাজার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্ত্যজ কায়স্থগণের মুখ দর্শন ও তাহাদের সহিত বাক্যালাপ হস্ত হইতে, তথা শাস্ত্র বাক্য রক্ষা ও স্বকীয় পাপের মাত্রা বর্দ্ধিত না করিয়া উপায় না করিয়া, রাজা অভ্যাগত কায়স্থগণকে সভাপণ্ডিতগণের সম্মুখে আপ্যায়ন ও সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের সমাদর করিলেন কেমন করিয়া জানি বুঝিলাম না। রাজা, সভাপণ্ডিত ও ভাট মহাশয়েরা সকলেই কায়স্থগণের সহিত কথা কহিয়াছেন, মুখ দেখিয়াছেন এবং আপনাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। কায়স্থের মুখ দেখিলে যদি পাপ স্পর্শই করে, তবে এই পাপ ক্ষালনের জন্য আমরা পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও স্নান করিবার কি সূর্য্য দর্শন করিবার সংবাদ "সম্বন্ধ-নির্ণয়" প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হই নাই কেন? অত্রি ও অন্যান্য অন্ত্যজ নির্দ্দেশক নিম্নলিখিত শ্লোকের মধ্যে যখন কায়স্থের নাম দেখিতে পাই তখন কায়স্থকে অন্ত্যজ বলাও বাতুলতার পরিচায়ক।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এবচ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতেচান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ॥"

১৯৫ অত্রি, ৩।১ অঙ্গিরা, ৫৪।১ যম।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্টের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় "কায়স্থদিগের শূদ্রত্বাশূদ্রত্ব বিনির্ণয়ঃ" উপলক্ষে বিদ্যানিধি মহাশয় স্কন্দপুরাণীয় রেণুকা-মাহাত্ম্যের "রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ" বচন উদ্ধৃত করত কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহিষ্কৃত, তাহা প্রমাণীকৃত হইল। অপিচ—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ স্যুঃ ক্ষাত্রজাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গত লোকে ব্রহ্মণাদর্শনেন বৈ॥"

এই মনু বচনের কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

"এক্ষণে দেখ, করণ কায়স্থজাতির মূল ক্ষত্রিয় হইলেও বহুকালাবধি উপনয়নাদি বৈদিক ক্রিয়া লোপহেতু এবং বেদচর্চ্চায় প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, উঁহারাও যে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ বচন দ্বারাই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ পাইতেছি। দাল্‌ভ্য মুনির নিকট পরশুরাম চন্দ্রসেন মহিষীকে প্রার্থনা করিলে, মুনিবর রাজ্ঞী-মহিষীকে পরশুরামের হস্তে সমর্পণ করিয়া, রাণীর গর্ভস্থ শিশুকে প্রার্থনা করেন; ইহাতে পরশুরাম বলেন:—

প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র! কায়স্থোগর্ভমুত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভা॥

অর্থাৎ হে বিপ্র! তুমি কায়স্থ উত্তম গর্ভ প্রার্থনা করিলে, অতএব শিশুর নাম কায়স্থ হইল। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক জাতি বা বর্ণ। কারণ—"কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রাায়্যাং ক্ষত্রিয়াতঃ" এই শ্লোকটীই তাহা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু পরশুরাম বালকের বিভিন্ন নাম প্রদান ব্যতীত অন্য কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। অথবা এমন কথা বলেন নাই যে, এই গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্ষত্রিয় বর্ণ না হইয়া বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণান্তর্গত হইবে। যদি কায়স্থ নাম প্রদানের জন্য বালককে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, কায়স্থের ধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইলেই ক্ষত্রিয়জাতিত্ব বিলুপ্ত হয়।

আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে আপৎকালের ধর্ম্মের মধ্যে দেখিতে পাই ক্ষত্রিয় নিজবৃত্তি

DOUBLE COLOUR

দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে অসবর্ণ বৈশ্য বা শূদ্রের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথাস্থানে দেখাইয়াছি যে, রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারী মনুর মতে ক্ষত্রিয় বর্ণীয় ব্যতীত শূদ্র বর্ণীয় হইতে পারে না। ক্ষত্রিয় জাতি হইতেই পুরুষানুক্রমে চাকরী ব্যবসায়ী রাজকর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল রাজ-কর্ম্মচারী রাজার প্রজাপালনাদি কার্য্যের সাহায্যকারী ছিলেন। বেদে মসীচালনা, ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যে মসীচালনা করিতে পারে এমন প্রমাণ কোথাও নাই। যদি গর্ভস্থ বালককে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে চ্যুত করিবার উদ্দেশ্য পরশুরামের থাকিত, তাহা হইলে উহার 'কায়স্থ' এই নূতন সংজ্ঞা না দিয়া পুরাতন বৈশ্য বা শূদ্র সংজ্ঞা দেওয়ার কোনই আপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা যখন দেন নাই, তখন সম্বন্ধ-নির্ণয়কার মনে মনে মনকলা খাইয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, গর্ভস্থ বালককে ক্ষাত্রবর্ণ-চ্যুত করিতে পরশুরামের অভিপ্রায় ছিল না, বালক যাহাতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অনর্থ না ঘটায়, তন্নিবারণই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও তাঁহার অভিধানে 'ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ' শব্দের এইরূপই অর্থ করিয়াছেন; সুতরাং সম্বন্ধ-নির্ণয়কার স্কন্দপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, মীমাংসা করিতে গিয়া তাঁহারই উক্তির অসামঞ্জস্যতা দেখাইয়াছেন, এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়-বর্ণেরই কায়স্থ সংজ্ঞা। পূর্ব্বে তিনি অগ্নিপুরাণের 'আদৌ প্রজাপতির্জ্জাতা ***' উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মার পাদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এবং কায়স্থ ঐ শূদ্রের প্রপৌত্র; কিন্তু আবার স্কন্দপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, 'কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ' সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কোন্ উক্তি গ্রহণযোগ্য কোন্‌টীই বা না মঞ্জুর করিবার উপযোগী! দেশের বিবুধমণ্ডলী বলিয়া থাকেন, অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা স্কন্দপুরাণ পুরাতন ও প্রামাণিক; অনেকে অগ্নিপুরাণকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রাহ্য বিবেচনা করেন না। তবে কায়স্থের ভাগ্যদোষে ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া কোন্ প্রমাণ গ্রহণ করিবেন, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্ম ঘোষ চৌধুরী।

নিরুপবীত কায়স্থ।

গত বৈশাখ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সে দিন তাহার শৈশবাকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই নূতন আকারের কাগজখানি অনেক প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ। কিন্তু ইহাতে সম্পাদক মহাশয়ের কয়েকটী উক্তি প্রতিবাদ-যোগ্য মনে করি। এ বৎসরের কায়স্থ সভার পঞ্চদশ বর্ষীয় অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্রে যাঁহারা সহি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা ৫২। "এই ৫২ জন কায়স্থ মধ্যে ৪৬ জন শূদ্রাচারী কায়স্থ" বলিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আর একস্থলে রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়কেও অতিশয় অবজ্ঞার বাক্যে শূদ্রাচারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "তিনি (মন্মথ) কি মনে করেন যে জঘন্য শূদ্রের ধ্বজা উড়াইয়া তিনি সমগ্র ভারতীয় প্রায় এক কোটি কায়স্থের মধ্যে একতা সংস্থাপিত করিবেন?" এতাদৃশ উক্তি গুলি কি ভাল হইয়াছে?

মন্বাদি সংহিতা গুলিতে শূদ্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কালীপ্রসন্নবাবুর হৃদয়-পট তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত, সেই চিত্র এমন জঘন্য যে তাহা বিস্তরশঃ উদ্ধৃত করিয়া পত্রিকার অঙ্গ আমার কলুষিত করিতে ইচ্ছা হয় না; অথচ একটি স্থান উদ্ধৃত না করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না;—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ তু মহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥৩২
মৃত সুতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাং ন বিজানামি কাং কাং যোনিং গমিষ্যতি ॥৩৩
গৃধ্রো দ্বাদশজন্মানি দশজন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্তজন্ম স্যাদিতেবং মনুরব্রবীৎ ॥"৩৪

পরাশর ১২।

এই যদি শূদ্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, তবে তাদৃশ জঘন্য শূদ্র শব্দ দ্বারা রাজা মন্মথ, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র প্রভৃতিকে অভিহিত করা ভাল হয় নাই। সত্য বটে ইহা ক্ষোভোক্তি, কিন্তু ক্ষোভ করিলে হইবে কি? আমরাও একদিন ক্ষোভে দুঃখে বলিয়াছিলাম।—

"যেই দেশে জন্মিলেন রাম যুধিষ্ঠির।
অতুল মহিমান্বিত ভীষ্ম সত্য বীর॥
সেই দেশে সত্য কেহ করে না পালন।
সভায় করিয়া সত্য করে পলায়ন॥"

দুঃখ করিলে হইবে কি? ইহা এ দেশের জলবায়ুর গুণ !!!

এই উপলক্ষে আমরা প্রতিভার সম্পাদককে বলিতে চাই, শূদ্রকে তিনি যেরূপ জঘন্য ও ঘৃণ্য মনে করেন বাস্তবিক শূদ্র তাহা নহে, পরন্তু কায়স্থও প্রকৃত শূদ্র নহে। পুরুষসূক্তেই প্রথম 'শূদ্র' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, সেখানে শূদ্র 'আর্য্যবর্ণ' কিন্তু 'দাসবর্ণ' ইহা কিছু লেখা নাই। তবে শূদ্রের স্থান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নীচে ইহাই বুঝায়। কর্ম্মগুণে "আর্য্যবর্ণ" ও পুরুষসূক্তের শূদ্রপদ বাচ্য, আবার "দাসবর্ণ" পুরুষসূক্তের ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য। দেখিলাম, আমার প্রিয়বন্ধু যতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় পুরুষসূক্ত-বর্ণিত যুগকে চাতুর্বর্ণ যুগ বলিয়াছেন? তাঁহাকে কে বলিল পুরুষসূক্তের চাতুর্বর্ণ্যের কথা আছে? পুরুষসূক্তে কোন বর্ণের কথা নাই। কেবল চারিটি জন বিভাগ আছে। তবে সেই চারিটি জন বিভাগ পূর্ব্বোক্ত 'আর্য্যবর্ণ' ও 'দাসবর্ণ' দুই বিভাগের মিশ্রিত ভাবে চতুর্ধা বিভক্ত অংশ মাত্র। এই শূদ্র মন্বাদি বর্ণিত জঘন্য শূদ্র নহে। সম্ভবতঃ যে সকল অবৈদিক মেশোপটেমিয়া দেশে অনেক বৎসর বিজয়ী বেশে রাজত্ব করিতেন, ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনাকালে তাহাদের যে অভিযান তরঙ্গ ভারতে আসিয়াছিল, তাঁহারাই শূদ্র নামে খ্যাত। তাহারা ঘৃণার পাত্র নহে।

উপবীত গ্রহণ করিলেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আর উপবীত ধারণ না করিলেই কায়স্থ শূদ্র ইহা বড় ভুল ধারণা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার এক্ষণও বলি কায়স্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উৎপত্তি স্থান। আমরা দেখিলাম প্রিয় যতীন্দ্রনাথও আমাদের এই মতে আসিয়াছেন। * কেবল 'কায়স্থ' শব্দটিকে তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন মাত্র।

পুরুষসূক্তে বর্ণিত কালের পূর্ব্বে ভারতে যে বিজেতৃগণ ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, তাহারাই কায়স্থ, তাহারাই বৈদিক জাতি। সুতরাং কায়স্থেরা মন্ত্রদ্রষ্টা ও বেদ ধর্ম্মের আদ্য প্রচারক। কিন্তু ইহাদের কেহই উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন না। কেন না এই সংস্কার তখন আরব্ধ হয় হয় নাই। বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা, বামদেব, গৃৎসমদ, অত্রি, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরাগণ, দেবলেরা, কবষ, তাণ্ড

* কায়স্থ পত্রিকা, নবপর্য্যায়, ৮ম খণ্ড আষাঢ়।

ষ্ঠ, বশিষ্ঠ, কণ্ব, মেধাতিথি প্রভৃতি ঋষিগণ; চিত্র, ত্রসদস্যু, তিরন্দিব, মান্ধাতা, সুদাস, পুরু প্রভৃতি বহু রাজর্ষি নিরুপবীত ছিলেন।* ইঁহারা সকলেই কায়স্থ; ইচ্ছা হয় তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে পার, কেন না তাহাদের যুদ্ধ ব্যবসায়ও ছিল। এ সময় কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় দেহ হইতে কোন স্খলন আরম্ভ হয় নাই। ইহারা নিরুপবীত বলিয়া কি ইহাদিগকে মনুক্ত জঘন্য শূদ্র বলিতে হইবে?

ঐ সকল ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষির ন্যায় কায়স্থেরও কোন দিন উপনয়ন সংস্কার ছিল না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কোন কোন অগাধ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, কায়স্থ বৌদ্ধ বিপ্লবে পড়িয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছে, তজ্জন্য ব্রাত্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরাও ত এই বিপ্লবের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপবীত থাকিল, আর কায়স্থেরা তাহা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিল? এ কি একটা বিশ্বাস যোগ্য কথা? কতকগুলি উপগ্রন্থের আশ্রয় লইয়া তাঁহারা কায়স্থকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণানুগত কায়স্থ-সভা মাথা খাটিয়া সমুদায় জাতির শিরে অকারণ একটা দোষারোপ ও প্রায়শ্চিত্তের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন।

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন কায়স্থ আন্দোলন সূচিত হয়, তখন পুরুষসূক্ত-বর্ণিত কালের পূর্ব্বে চিত্রাদি রাজর্ষি ও বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের যে নিরুপবীত অবস্থা ছিল, তাহা কাহারও চিত্তাধীন হয় নাই। যে সকল পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া কায়স্থ-কার্য্য আরম্ভ হয়, তাঁহারা সৃষ্টির আদি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতির উৎপত্তি বিশ্বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন যে সকল লোক সমাজে এক্ষণও দৃষ্ট হয় তাহারা বর্ণসঙ্কর। ইহার যে কোন কথাই সত্য নহে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় হয় নাই। এক্ষণ কিন্তু কায়স্থ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গোড়া তাঁহারাও পুরুষসূক্ত-বর্ণিত জন-বিভাগের একটা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা স্বীকার করেন; ব্রাহ্মণেরাও স্বীকার করেন আদিতে সব ব্রাহ্মণ ছিল, ক্রমে তাহারাই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছে। সুতরাং আমরা যাহাকে কায়স্থ বলিতেছি, তাহা এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। কায়স্থ হইতে কতকগুলি লোক জন্মস্বত্বের সঙ্কোচ স্বীকার করিয়া (বর্ণভেদই বল আর জাতিভেদই বল) এই

* ঐ সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি যে নিরুপবীতী ছিলেন, তাহা প্রমাণ সহযোগে লিখিলে ভাল হইত। মন্ত্রদ্রষ্টা বা বেদাধ্যায়ী বলিলেই যে সে উপবীতী তাহা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদে দৃষ্ট হয়। সুতরাং লেখক যাহাদিগকে কায়স্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা যে আদৌ উপবীতী ছিলেন, তাহাই প্রতীতি হয়। কাঃ পঃ সঃ।

অসংখ্য ক্ষুদ্র বিভাগ উপস্থিত করিয়াছে। কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বি... পূর্ণস্বত্বগুলির অঙ্কুর রহিয়াছে, কিন্তু তাহা স্ফুরিত হইতে দেওয়া হই... বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকেরা কায়স্থ ইতিহাস ভ্রান্ত ভাবে বুঝিতেছেন, ... কায়স্থের আশা উদ্দেশ্য তাহাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত রহিয়াছে। হইতে ... জাতীয় দেহ হইতে স্খলিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ... প্রভৃতি খণ্ডগুলির কতিপয় লোক কায়স্থ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছে ও ক... তাহা হইলেও মন্বাদি সংহিতায় বর্ণিত ঘৃণিত শূদ্রভাব কায়স্থে আসিয়া ... বাধিয়াছে একথা সত্যানুমোদিত নহে। একটি পৈতা গ্রহণ করিয়া প... কায়স্থাচারকে শূদ্রাচার বলিয়া নিন্দা করা প্রাজ্ঞব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় নাই।

যদিও আমরা একশত বার বলিব বেদ-দ্রষ্টা কায়স্থ জাতি উপনয়ন ... সংস্কৃত হইতেন না, তথাচ তাঁহারা যজ্ঞ-সূত্র বিরহিত ছিলেন এমন ক... যাইতে পারে না; সেই সর্ব্বপ্রাচীন সময়ের কায়স্থেরা পৈতা শূন্য হইলেও ... বিরহিত ছিলেন না। যাঁহারা মন্ত্র-দ্রষ্টা তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ কেবল যজ্ঞ; য... ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির আরাধণা পূর্ব্বক হোম করাই তাঁহাদের জীবনের একম... ছিল। তাঁহারা যজ্ঞ সময়ে গ্রীবায় কাঁচা (দড়ী) ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞে ব্রতী ... এবং যাবৎ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকিতেন তাবৎ উহা ধারণ করিতেন। যজ্ঞ... পরিত্যক্ত হইত। এই আচরণ বর্ত্তমান কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির সমাজে ... আছে। তবে কায়স্থদের গৃহে পিতৃপিণ্ড যজ্ঞ, যাহাকে শ্রাদ্ধ বলে, তদ্ভিন্ন অ... যজ্ঞ প্রচলিত নাই। কেবলমাত্র তজ্জন্য সেই যজ্ঞেই তাহারা গ্রীবায় সূত্রধা... এবং যজ্ঞান্তে পরিত্যাগ করে। ইহাই বৈদিক জাতির প্রকৃত লক্ষণ, এবং ইহা... গৃহে এইক্ষণও বর্ত্তমান আছে। নিরুপবীত কায়স্থেরা শূদ্র হইয়া যায় নাই ... গুলি জাতীয় স্বত্বই তাঁহাদের রহিয়াছে, কেবল তাহারা তাহা ব্যবহার করে ...

পৈতা লইয়া তিনি শূদ্রের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কালী... পৈতা লইয়া নিরুপবীত কায়স্থ হইতে কোন অংশে পবিত্র বা শ্রেষ্ঠ হইয়া... ধারণা তাঁহার হইয়া থাকিলে বড়ই ভুল হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ ... মধ্যে যে পৈতা গ্রহণের প্রবল স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে কায়স্থে প্রকৃত ... ব্রাহ্মণ্য উপচিত হইতেছে কিংবা পবিত্র-সূত্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার না... কমাইয়া ফেলিতেছে, ইহাই বিবেচ্য কথা। আমাদের বিশ্বাস এই শেষো... ঘটিতেছে।

বিগত কলিকাতাস্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন "কা...

...কিন্তু সে শূদ্র হইতে পারে না।" আমাদের বিশ্বাস এ মন্তব্য সমীচীন ...। কায়স্থজাতি প্রয়োজন মত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছে। কোন ...অহোরাত্রব্যাপী উপবীত ধারণ করে নাই; তজ্জন্য তাহাকে কোন পাপপঙ্কে ...হইতে হয় নাই। উপবীতাভাব যে একটা concious sin জ্ঞানকৃত পাপ ...কোন কায়স্থের কখন ঘটে নাই। তবে তাহার ব্রাত্যত্ব উপস্থিত হইল কি ...? আর ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তেরই বা ব্যবস্থা কেন?

...গ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৩ সূক্তের দেবতা অশ্ব। ঋষি উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। ...অষ্টম ঋক্‌টি এইপ্রকার; বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

তব অনু রথ চলে গো মর্ত্ত্য চলে সকলে
স্ত্রী-সৌভাগ্য তব অনু করয়ে গমন।
তবানু করি গমন সখ্য লভে ব্রাতগণ
দেবগণ তববীর্য্য করেন কীর্ত্তন।

১।১৬৩।৮

...এইখানে 'ব্রাতগণ' শব্দ আছে, তাহার মূল সংস্কৃত শব্দটী 'ব্রাতাসঃ' (ব্রাত শব্দের ...)। এই ব্রাত শব্দই ভাবার্থে ব্রাত্য হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাতাসঃ শব্দের ...অর্থ করিয়াছেন, "সঙ্ঘাত্মকাঃ অন্যে অশ্বসমূহ বস্বাদি দেবগণো বা।" অর্থাৎ ...অশ্ব দৌড়িয়া নির্দ্দিষ্ট খুটা পর্য্যন্ত পঁহুছিলে, তাহার অনুগ অশ্বগুলিকে ব্রাত ...আর অপ্রধান বহু আদি দেবতাকে ব্রাত বলিত। ইহাতেই বুঝা যায়, যাহারা ...দিষ্ট সীমায় পঁহুছিতে পারে নাই, তাহারাই ব্রাত। কায়স্থ এক্ষণে যে ভাবে ...নয়ন সূত্র গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে কি তাহার ব্রাত্যত্ব ঘুচিতেছে, না ব্রাত্যত্ব ...তেছে? যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া কোন কায়স্থ কি মানযজ্ঞে হস্তক্ষেপ করিয়া-...? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি কোথাও সাফল্যলাভ করিয়াছে? তবে তাঁহাদের ...ত্ব ঘুচিতেছে কি প্রকারে? আমি দেখিতেছি কায়স্থ পূর্ব্বে ব্রাত্য ছিল না; ...তা লইয়া উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হওয়াতে ব্রাত্য হইতেছে। ফলে পৈতাগ্রহণ ...নেতৃবৃন্দের রাখি বন্ধনের ন্যায় একটি silly ব্যাপার। আমরা পূর্ব্বে ভাবি ...কায়স্থ-সভা এই পবিত্র সূত্রের মূল্য উপচয়ের পথে কণ্ঠকারোপণ করিয়া জাতীয় ...আকাঙ্ক্ষা একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবেন।

...কি প্রকারে কায়স্থেরা যজ্ঞসূত্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন? দেখা ...ছে জনৈক কায়স্থ তাঁহার যজ্ঞসূত্র স্বার্থক করার জন্য ৺কালীদেবীর পূজা নিজেই ...ছিলেন। কালীদেবী বেদোক্ত আপ্রীদেবতার একতমা দেবী তাহা বোধ হয়,

কেহ কেহ জানিতে পারেন। তাঁহার অর্চ্চনা একটি বৈদিক যজ্ঞ মাত্র। এই ব্যক্তির এই ক্ষত্রোচিত কার্য্য কায়স্থ-পত্রিকায় উল্লিখিত হইলে কায়স্থ-জনৈক-গর্ব্বিত সভ্য আপত্তি করিলেন যে, এতাদৃশ কথা প্রকাশে ব্রাহ্মণের বিরোধ ঘটিবে। তদবধি প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থের ব্রাত্যত্ব পরিহারের কথা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। তদবধি সেই ভীম পুরুষ গদা হস্তে ক্ষত্রত্বের ব্যপদেশে কায়স্থ-সভার শূদ্রত্বের দুর্গ রক্ষা করিতেছেন।

ফল কথা কায়স্থজাতি নিরুপবীত বলিয়া তাহাকে ব্রাত্য বলা যায় না। এই মন্ত্রদুষ্ট জাতি নিজ হইতে বেদালোচনা ত্যাগ করিয়া কতকটা স্বধর্ম্ম

কলেও কায়স্থজাতি নিরুপবীত বলিয়া তাহাকে ব্রাত্য বলা যায় না। তবে এই মন্ত্রদুষ্ট জাতি আপনা হইতে বেদালোচনা ত্যাগ করিয়া কতকটা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে ইহা স্বীকার করি। কিন্তু যে অর্থে সভাপতি মহাশয় আমাদিগকে ব্রাত্য বলিতেছেন, সেই মনুক্ত কোন ব্রাত্যভাব কায়স্থ-সমাজে সংঘটিত হয় নাই। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্তেরও কোন আবশ্যকতা নাই। আর কড়ি উৎসর্গ করিলেই ব্রাত্যত্ব যায় তাহা নহে; পৈতার উদ্দেশ্য কার্য্য পরিণত করিতে পারিলেই তাহা দূর হইবার সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হয়ত কেহ ভাবিবেন, আমরা উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছি। কায়স্থ-সভা স্থাপনের পূর্ব্বেই আমরা সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সভা-স্থাপনের অত্যল্প পরেই প্রথমে আমার গৃহে উপনয়ন-সূত্র ও সাবিত্রী মন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। আমরা কখনই উপনয়ণের বিরোধী হইতে পারি না। কিন্তু কায়স্থের পৈতা রাখিবন্ধনের সূত্রের মত একটি অর্থশূন্য পোষা হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা হতাশ হইতেছি; ক্ষত্র-জীবন বঙ্গে আর বিকশিত হইবে না বর্ত্তমান সময়ের পৈতাগ্রহণ দ্বারা আমাদের দাসত্ব দ্বিগুণিত হইবে ভাবিয়া মন অবসন্ন হইতেছে। তজ্জন্য বলিয়াছিলাম;—

বলি-মেষ গলে যথা দোলে পুষ্পহার,
তব গলে দোলে তথা পবীতের হার।
বধ্যভূমে যাইতেছ মনে কি তা ভাবিতেছ,
পরিতেছ পায়ে দৃঢ় নিগড় আবার,
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয় আচার?*

*আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা ৪র্থ বর্ষ আষাঢ়

বেদদ্রষ্টা কায়স্থ, নিখিল ভারতবর্ষীয় জনসঙ্ঘে উৎপত্তিযোনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের সূতিকাগৃহ; ধর্ম্মাচরণ ও কর্ম্মাচরণে যাহা শ্রেষ্ঠস্থান সেই অনাদি অনন্ত কায়স্থের জাতীয় দেহ আজ বধ্যভূমে যাইতেছে; যজ্ঞগৃহ, দেবমন্দির বেদ-শিক্ষালয়, স্মৃতি শিক্ষালয় চিরকালের জন্য তাহার পক্ষে রুদ্ধ হইতেছে! ইহার পরেও কি আর পরিতাপ আছে?

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভারতে আর স্থাপিত হইবে না। স্বায়ত্ত-শাসন পূর্ণমাত্রায় প্রদানের জন্য ও গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও সমগ্রভারত প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রাডক সাহেব স্থানীয় গবর্ণমণ্টগুলিকে অস্পৃশ্য জাতির উন্নতি সম্বন্ধে কি করা হইয়াছে ও কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? ইহা অবশ্য দেশকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই হইতেছে। স্বায়ত্ত-শাসন সম্যক্ প্রদত্ত হইলে কালীপ্রসন্ন বাবুর হৃদয়পটে মনুক্ত যে শূদ্র-চিত্র বিম্বিত হইয়াছে সে শূদ্র তিনি পাইবেন কোথা? শূদ্র ভিন্ন চাতুর্বর্ণ্য আশ্রম স্থাপিত হয় কি প্রকারে? 'গায় মানে না আপনি মোড়ল' শূদ্রেরা শূদ্র স্বীকার করে না, আমরা ঘরে বসিয়া চাতুর্বর্ণ্য আশ্রম স্থাপিত করি। এমন স্বপ্নত আর কখনও শুনা যায় নাই। যে ক্ষত্রভাবাপন্ন বেদ-দ্রষ্টা বিজেতৃজাতি আপন দেহ হইতে ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায়গুলিকে স্খলিত করিয়া দিল, তথায় জাতীয় পূর্ণ জন্ম-সত্ত্বের সংকোচ স্বীকার করিল না; যে বেদ-দ্রষ্টা জাতি এজন্য বর্ত্তমান মহাসমরের ন্যায় কুরুক্ষেত্র মহাসমর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারা কেবলমাত্র পৈতা ধারণ করিয়া সমুদায় জাতীয় স্বত্ব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন করিতেছে! কায়স্থ-সভার কি এই পরিণাম!

একটা ক্ষুদ্র কথা উঠিয়াছে, সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগে কায়স্থছাত্র নেওয়া হয় না! নেওয়া হইবে কেন? স্মৃতি শিক্ষা করিয়া তাহারা করিবে কি? আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী স্মৃতি সম্বন্ধে বোধ হয় এমন নির্ভুল মত দিতে পারিতেন, যাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও পারে না। কিন্তু তাঁহার নিকট কি কোন কায়স্থ কখন অশৌচাদি বিষয়ে পাঁতি গ্রহণ করিয়াছিলেন? কালীপ্রসন্ন বাবু গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করিয়াছেন; ইহা কি তিনি শ্রাদ্ধ সময়ে বা দুর্গোৎসবের সময়ে কাজে লাগাইতেছেন? যে পর্য্যন্ত কায়স্থের ব্যবহারিক জীবন, তাঁহাদের আদি পুরুষগণের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয়, ধর্ম্মাচারণ কাচরণে তাঁহাদের সংকোচ সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কায়স্থের এক এক জনের গলে সাতটি করিয়া পৈতা থাকিলেও হাইকোর্ট তাঁহাদিগকে শূদ্র ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না, স্মৃতি বিভাগে তাঁহাদের স্থান হইতে পারে না, বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তাহাদের

DOUBLE COLOUR

অধিকার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা তাঁহারা পৈতার যেরূপ অপ
করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সব অধিকার পাইয়া তাঁহাদের জ্ঞানেরও সেইরূপ
ব্যবহার করিবে না তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই কায়স্থের কার্য্য-প্র
পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শ্রীমধুসূদন দেববর্ম্মসরকার।

ন্যায় প্রবেশ।

উপোদ্ঘাত।

যাহা না হইলে আমরা এক পাও চলিতে পারি না, যাহার সাহায্যে আ
আমাদের সকল প্রকার ব্যবহার সম্পাদন করি, এবং যাহা যথারীতি প্রয়োগ ক
পারিলে আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই সিদ্ধ হয়, এক
যাহা মানুষকে মানুষ করে, এবং যাহা ব্যতীত আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলি,
আমাদের স্বভাবতঃই অল্পবিস্তর বিদ্যমান, তাহা আমাদের "ন্যায়-অন্যায়বো
সেই ন্যায়-অন্যায়বোধের সংস্কার ও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য মানবজাতির
যিনি আবার সম্ভবতঃ সকলের প্রথমে শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, এবং যাহার
অদ্যাবধি বিদ্যমান সেই মহর্ষি গৌতমের শাস্ত্রের প্রতি আজকাল শিক্ষিত স
দৃষ্টি যেন একটু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল সাধারণশিক্ষিত ব্য
ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে যেন উৎসুক হইয়া
এদেশে পাশ্চাত্য-দর্শনের প্রবেশে, কিছুদিন পূর্ব্বে, শিক্ষিত জনসাধারণ আ
ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন যাইতে
যাইতে কি জানি কি কারণে সে ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এখন আ
শিক্ষিত জনসাধারণ যেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি আবার অনুরাগ প্রকাশ করিতে
পূর্ব্বে যে সমস্ত দুরূহ গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ভাষান্তরিত হয়
আজকাল কিন্তু তাহা হইতেছে, এবং লোকেরও আদরণীয় হইয়াছে। অভাব
তাহার পূরণ হয়, ভগবানের রাজ্যে ইহা একটী প্রধান নিয়ম; জানিনা সেই নিয়
বশবর্ত্তী হইয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এইরূপ প্রয়াস হইতেছে কি না। যাহা
আমরা এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য সহজ করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের বিষয়ই আলোচনা

উদ্দেশ ও বিভাগ পরিচ্ছেদ।

জীবের প্রয়োজন—নিঃশ্রেয়স।

যাহাতে দুঃখলেশ নাই—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, এবং যাহা অপেক্ষা ভাল আর কিছুই নাই তাহারা অভিন্ন বস্তু। ইহারই নাম নিঃশ্রেয়স। এই নিঃশ্রেয়স কিন্তু ন্যায় মতে দ্বিবিধ, যথা—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিতে জাগতিক অভ্যুদয় ও সুখ ইত্যাদি বুঝায় এবং অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিতে স্বর্গসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত বুঝায়। সুতরাং, নিঃশ্রেয়সলাভ যে জীবমাত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অভিলষিত বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরে এই নিঃশ্রেয়স পদার্থটীর নাম মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা কৈবল্য প্রভৃতি দেখা যায়।* যাহা হউক, মহর্ষি গৌতম এই উভয়বিধ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়—

এই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় মহর্ষি গৌতমের মতে তত্ত্বজ্ঞান। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের নিদান, সকল কষ্টের মূল কারণ। ইহা যতই নষ্ট হয় ততই আমাদের জাগতিক অভ্যুদয় লাভ হয়। আর ইহা সম্যকরূপে নষ্ট হইলে ক্রমে অপবর্গ পর্য্যন্ত লাভ হয়। কেননা ইহা নষ্ট হইলে পাপপুণ্যরূপ 'দোষ' নষ্ট হয়; কারণ, শুভ-কর্ম্মের ফল—পুণ্য এবং অশুভকর্ম্মের ফল—পাপ। "আমি দেহী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদিও মিথ্যাজ্ঞান। ইহা না থাকিলে লোকে কর্ম্মই করে না, সুতরাং পাপপুণ্যও হয় না। এই পাপপুণ্যরূপ দোষ নষ্ট হইলে রাগ ও দ্বেষরূপ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়; কারণ, পাপ ও পুণ্য হইতে রাগদ্বেষ জন্মিয়া থাকে, পাপপুণ্যই রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তির কারণ; এই রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তি নষ্ট হইলে জন্ম নষ্ট হয়; কারণ, রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তি হইতেই জীবের জন্ম হইয়া থাকে, জীব-জন্মের কারণই হয়—রাগ ও দ্বেষরূপ প্রবৃত্তি। জন্মনষ্ট হইলে দুঃখ নষ্ট হয়, যেহেতু জন্ম না হইলে দুঃখ হইতেই পারে না; দুঃখ, জাত বা দেহীর পক্ষেই সম্ভব, অজাত বা অদেহীর পক্ষে দুঃখ

---

*নিঃশ্রেয়সঞ্চয়ং প্রোক্তং বেদান্তেষু মনীষিভিঃ। সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিশ্চ পরানন্দাপ্তিরেব চ ॥ ৩০

টীঃ—নিরতিশয়ং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়ম্। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানফলম্।

মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়া জীবতোঽজীবতোঽপি চ ।৩১

টীঃ—বিদেহমুক্তেস্তু কৈবল্যং অমৃতত্বং নির্ব্বাণং পরামুক্তি ইত্যেবমাদ্যাঃ সংজ্ঞা সন্তি।—

বেদান্তসংজ্ঞাবলী।

অধিকার নিবিদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা তাঁহারা পৈতার যেরূপ অপব্য করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সব অধিকার পাইয়া তাঁহাদের জ্ঞানেরও সেইরূপ ব্যবহার করিবে না তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই কায়স্থের কার্য্য-প্র পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শ্রীমধুসূদন দেববর্ম্মসরকার

ন্যায় প্রবেশ।

উপোদ্ঘাত।

যাহা না হইলে আমরা এক পাও চলিতে পারি না, যাহার সাহায্যে আমাদের সকলপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন করি, এবং যাহা যথারীতি প্রয়োগ ক পারিলে আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই সিদ্ধ হয়, এক যাহা মানুষকে মানুষ করে, এবং যাহা ব্যতীত আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলি, আমাদের স্বভাবতঃই অল্পবিস্তর বিদ্যমান, তাহা আমাদের "ন্যায়-অন্যায়বো সেই ন্যায়-অন্যায়বোধের সংস্কার ও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য মানবজাতির যিনি আবার সম্ভবতঃ সকলের প্রথমে শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, এবং যাহার অদ্যাবধি বিদ্যমান সেই মহর্ষি গৌতমের শাস্ত্রের প্রতি আজকাল শিক্ষিত স দৃষ্টি যেন একটু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল সাধারণশিক্ষিত ব ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে যেন উৎসুক হইয়া এদেশে পাশ্চাত্য-দর্শনের প্রবেশে, কিছুদিন পূর্ব্বে, শিক্ষিত জনসাধারণ আ ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন যাইতে যাইতে কি জানি কি কারণে সে ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এখন আ শিক্ষিত জনসাধারণ যেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি আবার অনুরাগ প্রকাশ করিতে পূর্ব্বে যে সমস্ত দুরূহ গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ভাষান্তরিত হয় আজকাল কিন্তু তাহা হইতেছে, এবং লোকেরও আদরণীয় হইয়াছে। অভাব তাহার পূরণ হয়, ভগবানের রাজ্যে ইহা একটী প্রধান নিয়ম; জানিনা সেই নি বশবর্ত্তী হইয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এইরূপ প্রয়াস হইতেছে কি না। যাহা আমরা এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য সহজ করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের বিষয়ই আলোচনা ক

উদ্দেশ ও বিভাগ পরিচ্ছেদ।

জীবের প্রয়োজন—নিঃশ্রেয়স।

যাহাতে দুঃখলেশ নাই—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, যাহা অপেক্ষা ভাল আর কিছুই নাই তাহারা অভিন্ন বস্তু। ইহারই নাম নিঃশ্রেয়স। এই নিঃশ্রেয়স কিন্তু ন্যায় মতে দ্বিবিধ, যথা—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিতে জাগতিক অভ্যুদয় ও সুখ ইত্যাদি বুঝায় এবং অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিতে স্বর্গসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত বুঝায়। সুতরাং, নিঃশ্রেয়সলাভ যে জীবমাত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অভিলষিত বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরে এই নিঃশ্রেয়স পদার্থটীর নাম মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও কৈবল্য প্রভৃতি দেখা যায়।* যাহা হউক, মহর্ষি গৌতম এই উভয়বিধ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়—

এই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় মহর্ষি গৌতমের মতে তত্ত্বজ্ঞান। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান উপস্থ হইলে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের নিদান, সকল কষ্টের মূল কারণ। ইহা যতই নষ্ট হয় ততই আমাদের জাগতিক অভ্যুদয় লাভ হয়। আর ইহা সম্যকরূপে নষ্ট হইলে ক্রমে অপবর্গ পর্য্যন্ত লাভ হয়। কেননা ইহা নষ্ট হইলে পাপপুণ্যরূপ 'দোষ' নষ্ট হয়; কারণ, শুভ-কর্ম্মের ফল—পুণ্য এবং অশুভকর্ম্মের ফল—পাপ। "আমি দেহী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদিও মিথ্যাজ্ঞান। ইহা না থাকিলে লোকে কর্ম্মই করে না, সুতরাং পাপপুণ্যও হয় না। এই পাপপুণ্যরূপ দোষ নষ্ট হইলে রাগ ও দ্বেষরূপ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়; কারণ, পাপ ও পুণ্য হইতে রাগদ্বেষ জন্মিয়া থাকে, পাপপুণ্যই রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তির কারণ; রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তি নষ্ট হইলে জন্ম নষ্ট হয়; কারণ, রাগদ্বেষরূপ প্রবৃত্তি হইতেই জীবের জন্ম হইয়া থাকে, জীব-জন্মের কারণই হয়—রাগ ও দ্বেষরূপ প্রবৃত্তি। জন্মনষ্ট হইলে দুঃখ নষ্ট হয়, যেহেতু জন্ম না হইলে দুঃখ হইতেই পারে না; দুঃখ, জাত বা দেহীর পক্ষেই সম্ভব, অজাত বা অদেহীর পক্ষে দুঃখ

---

*নিঃশ্রেয়সদ্বয়ং প্রোক্তং বেদান্তেষু মনীষিভিঃ। সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিশ্চ পরানন্দাপ্তিরেব চ ॥ ৩০

টীঃ—নিরতিশয়ং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়ম্। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানফলম্।

মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়া জীবতোঽজীবতোঽপি চ ।৩১

টীঃ—বিদেহমুক্তেস্তু কৈবল্যং অমৃতত্বং নির্ব্বাণং পরামুক্তি ইত্যেবমাদ্যাঃ সংজ্ঞা সন্তি।—

বেদান্তসংজ্ঞাবলী।

সম্ভবপর নহে, আর সেই দুঃখ নষ্ট হইলেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ হয়।* সুতরাং দেখা যাইতেছে—মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের সকল কষ্টের মূল কারণ, এবং এই মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়।

এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিন্তু মহর্ষির মতে প্রমাণাদি ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তাঁহার মতে এতদতিরিক্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যকতা নাই। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বজ্ঞান কেবল মুখস্থ জ্ঞান নহে। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যথার্থ জ্ঞান। ইহা চিত্তবিশুদ্ধ ও একাগ্র হইলে জন্মিয়া থাকে, নচেৎ ইহার উদয় সম্ভবপর নহে।

পদার্থ নির্ণয়।

যাহা হউক, যে ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, মহর্ষি গৌতমের মতে সেই ষোলটী পদার্থ এই—

১ প্রমাণ	৫ দৃষ্টান্ত	৯ নির্ণয়	১৩ হেত্বাভাস
২ প্রমেয়	৬ সিদ্ধান্ত	১০ বাদ	১৪ ছল
৩ সংশয়	৭ অবয়ব	১১ জল্প	১৫ জাতি
৪ প্রয়োজন	৮ তর্ক	১২ বিতণ্ডা	১৬ নিগ্রহস্থান।

পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের উপায়।

এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করিতে হইলে যে ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা মহর্ষির মতে তিনটী, যথা —

প্রথম—উদ্দেশ, দ্বিতীয়—লক্ষণ, এবং তৃতীয়—পরীক্ষা।

অতএব এখন দেখা আবশ্যক, এই তিনটীর অর্থ কি, ইহা বলিলে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে।

উদ্দেশ কাহাকে বলে।

উদ্দেশ শব্দের অর্থ—বক্তব্যপদার্থের নামকীর্ত্তন। এই নামকীর্ত্তন যথাভিধানে বা অনিয়মিতভাবে করিলে অনেকেরই বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য বক্তব্যপদার্থের প্রয়োজনীয়তার মাত্রা এবং বিভাগপূর্ব্বক তাহা করা হইয়া থাকে।

* এজন্য গৌতম সূত্র যথা—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ। ১।২

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" ১।১।১

লক্ষণ কাহাকে বলে।

"লক্ষণ" শব্দের অর্থ—অসাধারণ ধর্ম্ম। যেমন, গোর ধর্ম্ম কপিলত্ব শৃঙ্গিত্ব প্রভৃতি না বলিয়া অথবা অপরের কোন ধর্ম্মের উল্লেখ না করিয়া গলকম্বলের উল্লেখ করিলে গোর লক্ষণ করা হয়। অন্য কথায় যে ধর্ম্মটী অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি এবং অসম্ভব এই ত্রিবিধদোষরহিত সেই ধর্ম্মই লক্ষণ।

অব্যাপ্তি কাহাকে বলে।

"অব্যাপ্তি" শব্দের অর্থ—লক্ষ্যৈকদেশাবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ লক্ষ্যের একদেশে না থাকা, যেমন, গোর লক্ষণ করিতে যাইয়া গোর ধর্ম্ম যদি কপিলত্বকে গোর লক্ষণ বলা যায় তাহা হইলে লক্ষ্য যে গোবস্তু, তাহার একদেশ যে বৃষভাদি, তাহাতে সেই কপিলত্ব থাকে না বলিয়া লক্ষ্যের একদেশে তাহার অবৃত্তিত্ব ঘটে অর্থাৎ তাহাকে বুঝায় না; অথচ তাহাকে বুঝান উচিত ছিল। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত ছিল, তাহার দ্বারা যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে না বুঝায়, তাহা হইলে তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে—বলা হয়।

অতিব্যাপ্তি কাহাকে বলে।

"অতিব্যাপ্তি" শব্দের অর্থ—অলক্ষ্যবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ যাহা লক্ষ্য নহে, তাহাতেও থাকা। যেমন, গোর লক্ষণ করিতে যাইয়া গোর ধর্ম্ম শৃঙ্গিত্বকে যদি গোর লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে অলক্ষ্য যে মহিষাদি বস্তু, তাহাতে তাহার বৃত্তিতা ঘটে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা তাহাকেও বুঝাইয়া যায়, অথচ তাহাদিগকে বুঝান অভিপ্রেত নহে। অর্থাৎ যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত ছিল, তাহার দ্বারা যদি তাহা বুঝাইয়া তদতিরিক্তকেও বুঝাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে – বলা হয়।

অসম্ভব কাহাকে বলে।

"অসম্ভব" শব্দের অর্থ—লক্ষ্যমাত্রাবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ লক্ষ্যের মধ্যে একটীতেও না থাকা। যেমন, গোর লক্ষণ করিতে যাইয়া যদি "একশফত্ব" (অর্থাৎ জোড়া খুরকে) গোর ধর্ম্ম, অর্থাৎ লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্য যে গোবস্তু, তাহাদের মধ্যে কোনটীতেই তাহা থাকেনা বলিয়া তাহা লক্ষ্যমাত্রে অবৃত্তি হয়। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত ছিল, তাহার দ্বারা তাহা যদি একেবারেই না বুঝায়, তাহা হইলে তাহাতে অসম্ভব দোষ ঘটে—বলা হয়।

পরীক্ষা কাহাকে বলে।

"পরীক্ষা" শব্দের অর্থ—উক্ত লক্ষণগুলি ঠিক হইয়াছে কি না, তাহার যথাসম্ভব নির্ণয়। অন্য কথায় পরমতখণ্ডনপূর্ব্বক স্বমতস্থাপন। লক্ষণ পরীক্ষিত হইলে

তাহাতে আর ভ্রম বা সংশয় প্রভৃতি কিছুই থাকে না, অর্থাৎ তখন যে বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ও যথার্থ জ্ঞানপদবাচ্য হয়।

বলা বাহুল্য, যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নিঃসন্দিগ্ধ ও যথার্থ জ্ঞানলাভের অতি স্বাভাবিক ও প্রকৃষ্ট উপায়ই যথাক্রমে—উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। মহর্ষি গৌতম এই ত্রিবিধ উপায়ে তাঁহার কথিত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বর্ণন করিয়াছেন, এজন্য এক্ষণে আমরাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথমে তদুক্ত পদার্থের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তানুসারে নামোল্লেখ করিব।

প্রথম—প্রমাণ বিভাগ।

এই ষোলটী পদার্থের মধ্যে প্রথম 'প্রমাণ' পদার্থটীর অর্থ—যাহার দ্বারা প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহা, ইহা চারিবিধ যথা—১। প্রত্যক্ষ, ২। অনুমান, ৩। উপমান এবং ৪। শব্দ।* তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার ষড়্‌বিধ, যথা—ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ, শ্রবণ এবং মন। অনুমানটী ত্রিবিধ, যথা—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট। অথবা কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী† উপমানটী দ্বিবিধ, যথা—সাধর্ম্মোপমিতিজনক এবং বৈধর্ম্মোপমিতিজনক। এবং শব্দটী দ্বিবিধ, ‡ যথা—দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক।

দ্বিতীয় প্রেমেয় বিভাগ।

দ্বিতীয় 'প্রমেয়' পদার্থটীর অর্থ—যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, অথবা মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য। ইহা দ্বাদশ প্রকার যথা,—

১। আত্মা	৪। অর্থ	৭। প্রবৃত্তি	১০। ফল
২। শরীর	৫। বুদ্ধি	৮। দোষ	১১। দুঃখ
৩। ইন্দ্রিয়	৬। মনঃ	৯। প্রেত্যভাব	১২। অপবর্গ।

ইহার মধ্যে আত্মা বহু, কিন্তু এক জাতীয়। শরীর দ্বিবিধ, যথা—যোনিজ এবং অযোনিজ। তন্মধ্যে যোনিজ দ্বিবিধ, যথা—জরায়ুজ ও অণ্ডজ, এবং অযোনিজ দুই প্রকার, যথা—স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ, যথা—অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়। তন্মধ্যে বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটী যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্। অন্তরিন্দ্রিয় একটী, যথা— মনঃ। অর্থ দশটি, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ,

*এজন্য গৌতম সূত্র যথা—
প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ১।৩
† অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। ১।৫
‡ সদ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ। ১।৮

ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ। বুদ্ধি দ্বিবিধ—অনুভব ও স্মৃতি। অনুভব দ্বিবিধ, যথা—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক আবার চারিপ্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, যথা—মানস, চাক্ষুষ, রাসন, ঘ্রাণজ, স্পার্শন ও শ্রাবণ। অনুমিতি তিন প্রকার, যথা—পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। উপমিতি দুই প্রকার যথা সার্ম্মোপমিতি এবং বৈধর্ম্মোপমিতি। শাব্দ দুই প্রকার, যথা—দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক। নির্ব্বিকল্পক অনুভবটী—মানস, চাক্ষুষ, রাসন, স্পার্শন, ঘ্রাণজ ও শ্রাবণভেদে ছয় প্রকার। মনঃ বহু, কিন্তু একপ্রকার। প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, যথা—পুণ্য ও পাপ। তন্মধ্যে পুণ্য ত্রিবিধ, যথা—কায়িক, বাচিক ও ও মানসিক। কায়িক আবার তিন প্রকার, যথা—পরিত্রাণ, পরিচরণ ও দান। বাচিক চতুর্ব্বিধ, যথা—সত্য, হিত, প্রিয়, ও স্বাধ্যায়। মানস তিনপ্রকার, যথা—দয়া, অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা। পাপও পুণ্যবৎ দশপ্রকার, যথা—প্রথমতঃ উহা ত্রিবিধ, যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক পাপ আবার ত্রিবিধ, যথা—নিধন, পীড়ন ও চৌর্য্য। বাচিক পাপ চতুর্ব্বিধক, যথা— মিথ্যা, অহিত, অপ্রিয়, ও অস্বাধ্যায়; মানস পাপ ত্রিবিধ, যথা—হিংসা, লোভ এবং ঘৃণা। দোষ ত্রিবিধ, যথা—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। প্রেত্যভাবের কোন বিভাগ নাই। ফল দ্বিবিধ, যথা—সুখানুভব ও দুঃখানুভব। দুঃখ দ্বিবিধ, যথা—মুখ্য ও গৌণ; এবং অপবর্গ এক-প্রকারই হইয়া থাকে।*

তৃতীয়—সংশয় বিভাগ।

তৃতীয় পদার্থ সংশয়টী পাঁচপ্রকার যথা (১) সাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্য, (২) অসাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্য, (৩) বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্যকোট্যুপস্থিতিজন্য, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য, এবং (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য। ইহার অর্থ—এক ধর্ম্মীতেবিরুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞান।

চতুর্থ—প্রয়োজন বিভাগ।

চতুর্থ পদার্থ প্রয়োজনটী চারি প্রকার। যথা—সুখপ্রাপ্তি দুঃখহানি সুখসাধন এবং দুঃখহানির সাধন। ইহার অর্থ—যাহার জন্য প্রবৃত্তি হয়।

পঞ্চম—দৃষ্টান্ত বিভাগ।

পঞ্চম পদার্থ দৃষ্টান্তটী দ্বিবিধ যথা;—
অন্বয়ী দৃষ্টান্ত এবং ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। অনুমিতিস্থলে এই দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা হয়।

*এজন্য গৌতমসূত্র যথা—
"আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গস্তু প্রমেয়ম্।" ১।৯
"গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ।" ১।১৪

ষষ্ঠ—সিদ্ধান্ত বিভাগ।

ষষ্ঠ পদার্থ সিদ্ধান্তটী চারিপ্রকার যথা—(১) সর্ব্বতন্ত্র (২) প্রতিতন্ত্র (৩) অধিকরণ এবং (৪) অভ্যুপগম। ইহার অর্থ প্রমাণিকরূপে যে বিষয়টী স্বীকার করা হয়।*

সপ্তম—অবয়ব বিভাগ।

সপ্তম পদার্থ অবয়বটী পাঁচপ্রকার, যথা—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, এবং (৫) নিগমন। তন্মধ্যে হেতুটী দুইপ্রকার যথা—(১) অন্বয়ী ও (২) ব্যতিরেকী। উদাহরণ দুইপ্রকার, যথা—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এবং উপনয় দুইপ্রকার যথা—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী, সুতরাং ইহা সর্ব্বশুদ্ধ সাতপ্রকার।†

অষ্টম—তর্ক বিভাগ।

অষ্টম পদার্থ—তর্ক (১) আত্মাশ্রয়টী (২) অন্যোন্যাশ্রয় (৩) চক্রক (৪) অনবস্থা এবং (৫) তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ ভেদে পাঁচপ্রকার। ইহারা আবার উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি দ্বারা তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার বিচার।

নবম—নির্ণয় বিভাগ।

নবম নির্ণয় পদার্থটী একপ্রকার ইহার কোন ভেদ নাই। ইহার অর্থ—নিশ্চয়।

দশম—বাদ বিভাগ।

দশম বাদ পদার্থটীও একপ্রকার ইহার কোন ভেদ নাই। ইহার অর্থ—তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কথা।

একাদশ—জল্প বিভাগ।

একাদশ পদার্থটী জল্পও একপ্রকার। ইহার অর্থ জয়েচ্ছু ব্যক্তিদ্বয়ের উক্ত সাধনবতী কথা।

দ্বাদশ—বিতণ্ডা বিভাগ।

দ্বাদশ পদার্থ বিতণ্ডাটীও একই প্রকার। ইহার অর্থ স্বপক্ষস্থাপনহীন কথা।

ত্রয়োদশ—হেত্বাভাস-বিভাগ।

ত্রয়োদশ পদার্থটী হেত্বাভাস। ইহা প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার যথা।—

প্রথম—সব্যভিচার বা অনৈকান্ত, দ্বিতীয়—বিরুদ্ধ, তৃতীয়—প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ, চতুর্থ—সাধ্যসম বা অসিদ্ধ, এবং পঞ্চম—কালাতীত বা বাধ। ইহারা

*এজন্য গৌতমসূত্র যথা—
"সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ।" ১।২৭

†"প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ।" ১।৩২

মধ্যে প্রথম যে সব্যভিচার বা অনৈকান্ত, তাহা আবার ত্রিবিধ যথা—(ক) সাধারণ, (খ) অসাধারণ এবং (গ) অনুপসংহারী। দ্বিতীয় বিরুদ্ধটী একই প্রকার। তৃতীয়, প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষটীও একই প্রকার। চতুর্থ—সাধ্যসম বা অসিদ্ধটী প্রথমতঃ তিন প্রকার, যথা—(ক) আশ্রয়াসিদ্ধি, (খ) স্বরূপাসিদ্ধি এবং (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। তন্মধ্যে ক) আশ্রয়াসিদ্ধিটী আবার দুই প্রকার যথা—১। অসৎ-পক্ষ, এবং ২। সিদ্ধসাধন। (খ) স্বরূপাসিদ্ধিটী তিনপ্রকার, যথা—১। বিশেষণাসিদ্ধি, ২। বিশেষ্যাসিদ্ধি এবং ৩। ভাগাসিদ্ধি। (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিটীও তিনপ্রকার, যথা—১। ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতু, ২। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি এবং ৩। সাধনাপ্রসিদ্ধি, পঞ্চম কালাতীত বা বাধটী একইপ্রকার, ইহার কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ এইরূপে হেত্বাভাসটী সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ প্রকার।*

চতুর্দ্দশ—ছল বিভাগ।

চতুর্দ্দশ পদার্থ ছলটী তিন প্রকার যথা,—১। বাকছল। ২। সামান্য ছল। এবং ৩। উপচার ছল। ইহার অর্থ অভিপ্রায়ান্তরে প্রযুক্ত বাক্যের অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করা।†

পঞ্চদশ—জাতি বিভাগ।

পঞ্চদশ পদার্থ জাতিটী চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, যথা,—

১। সাধর্ম্ম্যসমা।	৯। প্রাপ্তিসমা।	১৭। অর্থাপত্তিসমা।
২। বৈধর্ম্ম্যসমা।	১০। অপ্রাপ্তিসমা।	১৮। অবিশেষসমা।
৩। উৎকর্ষসমা।	১১। প্রসঙ্গসমা।	১৯। উপপত্তিসমা।
৪। অপকর্ষসমা।	১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা।	২০। উপলব্ধিসমা।
৫। বর্ণ্যসমা।	১৩। অনুৎপত্তিসমা।	২১। অনুপলব্ধিসমা।
৬। অবর্ণ্যসমা।	১৪। সংশয়সমা।	২২। নিত্যসমা।
৭। বিকল্পসমা।	১৫। প্রকরণসমা।	২৩। অনিত্যসমা।
৮। সাধ্যসমা।	১৬। অহেতুসমা।	২৪। কার্য্যসমা।

এই জাতি শব্দের অর্থ—অসদুত্তর।‡

*"সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসমসাধ্য-সমাতীতকালা হেত্বাভাসাঃ।" ১।৪৫ গৌঃ সূঃ।

†"তৎ ত্রিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যছলমুপচার ছলঞ্চ।" ২।৫২ গৌঃ সূঃ।

‡"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ্য-বিকল্প-সাধ্য-প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তি-সংশয়-প্রকরণ-হেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধি-নিত্যানিত্য-কার্য্যসমাঃ।" ৫।১ গৌঃ সূঃ।

ষোড়শ—নিগ্রহস্থান বিভাগ।

ষোড়শ পদার্থ নিগ্রহস্থানটী দ্বাবিংশতিপ্রকার যথা—

১। প্রতিজ্ঞাহানি।	৮। অবিজ্ঞাতার্থ।	১৫। অজ্ঞান।
২। প্রতিজ্ঞান্তর।	৯। অপার্থক।	১৬। অপ্রতিভা।
৩। প্রতিজ্ঞাবিরোধ।	১০। অপ্রাপ্তকাল।	১৭। বিক্ষেপ।
৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস।	১১। ন্যূন।	১৮। মতানুজ্ঞা।
৫। হেত্বন্তর।	১২। অধিক।	১৯। পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ।
৬। অর্থান্তর।	১৩। পুনরুক্ত।	২০। নিরনুযোজ্যানুযোগ।
৭। নিরর্থক।	১৪। অননুভাষণ।	২১। অপসিদ্ধান্ত।
	২২। হেত্বাভাস।*	

ইহার অর্থের বাদীর পরাজয় হেতু।

ইহাই হইল মহর্ষি গৌতমের মতে পদার্থের উদ্দেশ, অর্থাৎ নামকীর্ত্তন। পদার্থ-বিভাগ এই পদার্থবিভাগানুসারে যাবৎপদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তৎপরে তাহাদের যথাসম্ভব পরীক্ষা করিতে পারিলে যে জ্ঞান হইবে, তাহাই ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান পদবাচ্য হইবে। এই পদার্থতত্ত্বজ্ঞান যথারীতি অর্জ্জিত হইলে মানবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী হয়—আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি সুনিশ্চিত। বলাবাহুল্য ইহার ফল যে, কেবল মুক্তি, তাহা নহে। এই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞান সম্যক্ লাভ করিতে পারিলে ব্যবহার ক্ষেত্রে, নিরুপদ্রবে কাল কাটাইতে পারা যায়, শক্তি, সামর্থ্য, বল, বীর্য্য, ধন, মান, ও যশঃ সকলই তাহার করায়ত্ত হয়। যাহা হউক, এইবার আমরা একে একে ইহাদের লক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

*প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং ন্যূনমধিকং পুনরুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা বিক্ষেপো মতানুজ্ঞাপর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং নিরনুযোজ্যানুযোগোঽপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ৫।২।১। গোঃ সূঃ।

দোষ কাহার?

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্বতই প্রতিপন্ন হয় যে, যেদিন হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহ তথায় সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করিতেছেন, সেইদিন হইতেই অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজেও ব্রাহ্মণই শীর্ষস্থানে আসীন, ব্রাহ্মণই অত্যুচ্চ সম্মানে সম্মানিত। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ, হিন্দুগণ ধর্ম্মকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মের জন্যই জীবনধারণ, ইহাই প্রত্যেক হিন্দুর ধ্রুব ধারণা। হিন্দুর প্রত্যেক অভীষ্ট কার্য্যই ধর্ম্মোদ্দেশে। হিন্দুসমাজে এমন কোন কার্য্য নাই যাহার লক্ষ্যীভূত বিষয় ধর্ম্ম নয়। হিন্দুসমাজে প্রচলিত এমন কোন আখ্যায়িকা নাই যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। বেদ এই ধর্ম্মের মূল, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাখা-প্রশাখা। এই সমস্তই হিন্দু-জীবনের গতি নিয়ামক। এই সমস্তই হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত। যিনি যে পরিমাণে এই শাস্ত্রানুশীলনে রত, যাঁহার জীবনের কার্য্যাবলি যে পরিমাণে এই শাস্ত্রানুমোদিত, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন। অর্থ হিন্দুর মূল্য নিরূপণে মান নহে, ধর্ম্মই হিন্দুজীবনের মূল্য নির্দ্ধারক এবং তৎপক্ষে ত্যাগই প্রধান সহায়। যিনি ত্যাগী, পার্থিব ভোগসুখে অনাস্থা সম্পন্ন, ধর্ম্মই যাঁহার জীবনের অনন্ত লক্ষ্য, হিন্দু তাঁহাকেই বরণীয় মনে করেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণই এই ত্যাগাদি গুণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণ আশৈশব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্র চর্চ্চাতেই রত। আমরণ ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মোদ্দেশে অনুষ্ঠিত। সেই জন্যই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের এত সম্মান, সেইজন্যই ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের মস্তক বলিয়া অভিহিত।

নানারূপ বিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়াও যে হিন্দুধর্ম্ম নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে যে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া কায়স্থ সন্ন্যাসী-স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা মহাদেশের চিকাগো মহাসম্মিলনীতে একত্রীভূত জগতের শ্রেষ্ঠ বুধমণ্ডলিকে স্তম্ভিত করিয়া ভারতের জন্য অত্যুচ্চ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন; উপযুক্ত ব্যাখ্যাতার অভাবে যে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুদর্শন প্রতীচ্য খণ্ডে প্রাপ্য-সম্মানলাভে বঞ্চিত ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের মুখে যাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং অন্ততঃ আংশিক ভাবেও যাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া, জগতের বুধমণ্ডলি আজ যাহার বিশিষ্টত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেই হিন্দু-ধর্ম্ম, সেই হিন্দু দর্শন প্রধানতঃ ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণের একনিষ্ঠ সাধনার ফল। সমাজের

একটী অংশ পার্থিব ভোগ লালসা পরিহার পূর্ব্বক একমন একপ্রাণে সাধনানিরত ছিলেন বলিয়াই মাতৃভূমির জন্য এমন একটী অপার্থিব অমূল্য রত্ন অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, যাহার বিশিষ্টোজ্জ্বলতা কোন দিনই নিষ্প্রভ হইবে না। যদি ভারত-সন্তানগণ মাতৃভূমির এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হন, যদি হিন্দুজনগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব মনে করেন, যদি হিন্দুসমাজ জগতে তাঁহার এই অনন্যসুলভ বিশিষ্টতা রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অসূয়াবশতঃ যোগ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। কালবশে ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী হইলেও যে দর্শনশাস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ সমগ্র জগতে বিশিষ্ট গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহা যে এই ভোগসুখ বিরত ব্রাহ্মণেরই সাধনা-প্রসূত ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পরন্তু যাহাতে ব্রাহ্মণ স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, যাহাতে হিন্দুসমাজের গৌরব, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব, নিজ নিজ দীনতা পরিহার পূর্ব্বক দেবোপম পূর্ব্ব পুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণে যত্নবান হন, তৎপক্ষে হিন্দুসমাজের সম্মিলিত চেষ্টা নিয়োজিত করিতে হইবে। প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়জাতিরই এই ভার গ্রহণ করা স্বাভাবিক। বাঙ্গলার কায়স্থ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় সুতরাং তাঁহাদিগকেই এই সৎ সঙ্কল্পে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে হইবে। স্বয়ং আচারভ্রষ্ট থাকিয়া অন্যকে উপদেশ দিলে কোন ফলই হইবে না, পতিত কায়স্থ-জাতি স্ববর্ণোচিত আচারানুষ্ঠানাদি পুনঃ গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণসমাজেও সেই শক্তির বেগ প্রসারিত হইয়া স্বতঃ তাঁহাদের চৈতন্যোদয় করিয়া দিবে; ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়ে হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে। ব্রাহ্মণ সমাজরক্ষা পক্ষে উদাসীন, সে শক্তি নাই, সে মহত্ত্ব পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা নাই, আছে কেবল অযথা অভিমান, কায়স্থ তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি গুরু ব্রাহ্মণের প্রধান শিষ্য। উদ্ভাবনী শক্তি ব্রাহ্মণের নিজস্ব হইলেও কার্য্যকরী শক্তি তোমাতেই আবহমান ন্যস্ত। ভ্রষ্টাচার পরিহার পূর্ব্বক সেই শক্তির আবাহন এবং তাহার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা তুমি সমাজরক্ষণে অগ্রসর হইবে নাকি? কার্য্যকরী শক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি পরস্পর সাপেক্ষ, একের জাগরণে অন্যের উন্মেষ অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গলার কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ইহা শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা কায়স্থ-সভা বহুপূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে এবং এপক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও সকলেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কায়স্থের এদাবী সঙ্গত কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান আছে কয়জনের? বিশেষতঃ শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অবসর বা অধিকারই বা আছে কয়জনের? কাজেই এপক্ষে সহৃদয়

বোধ্য যুক্তির অবতারণারও আবশ্যকতা আছে। কায়স্থকে লেখকের জাতি বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই লেখকের জাতি যে মূলতঃ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য অস্ত্রবলে বহিঃশত্রু হইতে এবং উপযুক্ত দণ্ড বিধানাদি দ্বারা অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষা করা। এই সমস্ত কার্য্য সুনিয়মে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে হইলে বাহুবলই পর্য্যাপ্ত নয়, অর্থেরও একান্ত প্রয়োজন; বাহুবলে অর্থ অর্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা শান্তি সংরক্ষণ পক্ষে বিরোধী, সুতরাং দেশে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে অর্থাগম হইতে পারে এরূপ নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনীয়, ইহা হইতেই মসীবৃত্তির আবশ্যকতা আসিতেছে। সৌষ্ঠবের সহিত অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে, অর্থাগমের বিভিন্নমার্গ এবং তথাগত আয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক, তদন্যথায় সমাজে শান্তিবিরাজ করিতে পারে না। এখন এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে কে? ব্রাহ্মণের লিপিকার্য্য একমাত্র ধর্ম্মার্থেই পর্য্যবসিত। আশৈশব মৃত্যু পর্য্যন্ত যাঁহাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মার্থে, তাঁহাদের হৃদয়ে এইরূপ বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইবার স্পৃহা স্থান পাইতে পারে না, পক্ষান্তরে বৈশ্যগণ তাঁহাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হইবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্তিরূপ অধীনতা পাশে বদ্ধ হইবেন, ইহাও সম্ভবপর নহে। অশিক্ষিত শূদ্রগণের উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই উপলব্ধি হয়। এরূপ স্থলে ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা নয় যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্য সুশাসনের প্রধান সহায় এই লিপিকার্য্য স্বগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন, রাজ্য অর্জ্জন যাঁহাদের কার্য্য, অর্জ্জিত রাজ্য সংরক্ষণও তাঁহাদেরই কার্য্য। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই ক্ষত্রিয়গণকেই এই লিপিকার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল। ক্রমে পিতা হইতে পুত্র-পৌত্রাদি এই লিপি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা নিবন্ধন ক্রমে ক্ষত্রিয়সমাজে, লিপিব্যবসায়ী কায়স্থ-শাখার উৎপত্তি হইল। অস্ত্র-পরিচালনার স্থলে লেখনী পরিচালনা ক্ষত্রিয়-বাহুর অগৌরবের হইলেও রাজ্য সংরক্ষণ কল্পে ইহা ব্যতীত গত্যন্তর না থাকা নিবন্ধন, ঐ ভার ক্ষত্রিয়গণকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং এই বৃত্তি বংশানুক্রমিক হওয়ায়, অগৌরব নিবন্ধন, লেখনী পরিচালনে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণকে লইয়া ক্ষত্রিয়সমাজে একটী স্বতন্ত্র শাখা সৃষ্ট হইল, এবং উহা কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা হইয়াছে, তন্মধ্যে এই সহজ অনুমেয় যুক্তি স্থান পাইতে পারে কিনা সহৃদয় ভ্রাতৃগণ বিচার করিয়া দেখুন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থের স্থান চির নির্দ্দিষ্ট, ব্রাহ্মণ মস্তক, কায়স্থ বাহু। চিরদিনই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, সমাজ রক্ষা পক্ষে, সমাজের উন্নতি সাধন পক্ষে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু বর্ত্তমানে স্থলবিশেষে এই শুভ সম্মিলনের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহা শুভ নয়, ব্রাহ্মণ ভাবিতে পারেন কায়স্থকে বাদ দিলে তাঁহার বা হিন্দু সমাজের কি ক্ষতি? তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য হিন্দু সমাজের অন্যান্য জাতি রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি নিতান্ত ভ্রমাত্মক, আজ যদি তিনি অশেষ স্নেহের পাত্র কায়স্থকে ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাহার ফলে তাহাকে গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন রূপ অকার্য্য করিবার অবসর দেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা সন্দেহ। কুদৃষ্টান্তের প্রসার অনিবার্য্য, ফলেই সমগ্র হিন্দুসমাজে একটী মহা বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যধিক। যদি হিন্দুসমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি ব্রাহ্মণকে নিজ প্রাধান্য অটুট রাখিতে হয়, তাহা হইলে কায়স্থকে তাঁহার আপনার করিয়া লইতে হইবে। যে সমস্ত অকাট্য যুক্তিবলে কায়স্থ আজ লুপ্ত স্বাধিকার পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টায় পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, সেই সকল যুক্তির অখণ্ডনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন পূর্ব্বক এই প্রার্থিত সাহায্য তাহাকে দিতেই হইবে, তদন্যথায় নিজ অমঙ্গল—সমগ্র হিন্দুসমাজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমরা যে এই "ব্রাহ্মণগণ আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত সৎসঙ্কল্পে বাধা দিতেছেন" বলিয়া প্রচার করিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইতেছে কিনা। আমাদের হারাণ জিনিষ, যাহা আমাদের অতি নিকটে থাকা সত্বেও এতদিন উপেক্ষা করিয়াছি—নাই বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি তাহা নহে - প্রতিবাসীগণের সদ্ব্যবহারের প্রলোভনে এবং স্বাধিকারচ্যুতি নিবন্ধন অভাবের অভাবে উপেক্ষা করিয়াছি—আজ তাহার অভাব বোধ করিয়া সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি, ইচ্ছা করিলেই কুড়াইয়া লইয়া নিজ দীনতা দূর করিতে পারি, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না—সন্দেহ হইতেছে ইহা আমার কিনা। মনে মনে বুঝিতেছি ইহা আমার, আমার স্বগণ বলিতেছে ইহা তোমার, গ্রহণ কর—অন্যান্য প্রামাণ্য সকলও ইহার সমর্থন করিতেছে, ইচ্ছাও গ্রহণ করি—কিন্তু, এমনই মোহঘোরে আচ্ছন্ন যে হাত বাড়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। নিজের দোষ দেখিতে পাইতেছি না, দোষ দিতেছি ব্রাহ্মণের!

বলি, ব্রাহ্মণ কি আসিয়া বলিবেন "হে কায়স্থ তুমি ক্ষত্রিয়, মোহবলে এতদিন তাহা বিস্মৃত ছিলে, আজ শুভদিন আসিয়াছে, স্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হও, আমি ব্রাহ্মণ তোমার গুরু, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করিও না।" বলি, ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতেছেন, না, তুমি আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও তিনি আসিয়া জোর করিয়া তোমার গলায় পৈতা ঝুলাইয়া দিতেছেন না—ইহাই কি তাঁহার অপরাধ? ধন্য যুক্তি! ধন্য আত্মমর্য্যাদা! ধন্য জাতীয় সম্মান জ্ঞান! যদি কায়স্থ জাতির এইরূপ অবনতিই না ঘটিবে তাহা তাহা হইলে হিন্দুসমাজের অগ্রণী হইয়াও আজ তাহার এত লাঞ্ছনা ভোগ কেন? নবশায়ক প্রভৃতিও আজ তাহাকে নগণ্য বোধে এত অবজ্ঞা করে কেন? যাহার আত্মমর্য্যাদা বোধ নাই, সে অন্যের নিকট সম্মান পাইবে কেন? তুমি কায়স্থ, তোমার ভাই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ। তুমি ক্ষমতাশালী কায়স্থ, ভগবান তোমাকে স্বজাতির নায়কত্ব প্রদান করিতেছেন, নিজেকে স্বজাতি হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতেও তুমি ব্যগ্র, তোমাকে শূদ্র বলিলেও তুমি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবে, কিন্তু স্বজাতি কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইলে হয়ত বলিবে "দেখুন বিশেষ কারণে আমি উপস্থিত পৈতা লইতে পারিতেছি না, তবে ইহাতে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে, আপনারা এখন ঘটন পরে আমি লইব।" বলি তোমার এই 'বিশেষ কারণটী' কি বলিতে পার? সমাজ তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে, যাহারা তোমার আশ্রিত, তোমার দৃষ্টান্তই যাহারা অনুশরণ না করিয়া পারে না, তাহারা তোমার দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে এবং স্থল বিশেষে আত্মগ্লানী ও সামাজিক লাঞ্ছনাও ভোগ করিতেছে, কিন্তু তুমি নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট! বলি ইহা ব্রাহ্মণের বাধা, না তোমাদেরই কুমতলব? যদি তোমরা স্বজাতি হিতৈষী হইতে, যদি স্বজাতি হিতৈষণা বিন্দু মাত্রও তোমাদের হৃদয়ে জাগিত, তাহা হইলে কায়স্থজাতির অবস্থা আজ অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম, ব্রাহ্মণ কেন বাধা দিবেন? তবে যে বাধা দিতেছেন সে তোমাদেরই দোষে, তোমরা বড়লোক, অনেককে অনেক বিষয়ে তোমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তোমরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছ না, এরূপ স্থলে গৃহীতোপবীতগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া কি ব্রাহ্মণ তোমাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন? অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। আমার কয়েকজন বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বন্ধুর নিকট এইরূপ আভাসই পাইয়াছি। অতএব ভ্রাতৃগণ দোষ আমাদেরই ব্রাহ্মণের নয়। অযথা ব্রাহ্মণে দোষারোপ করিয়া নিজেদের দীনতা আর বৃদ্ধি করিও না।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

গৌড়-কাহিনী।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাম্রাজ্য সভা।

আজি মহাস্থান দুর্গের সম্মুখভাগে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের মহাসভা আহূত হইয়াছে। শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ সমুচ্চ প্রকাণ্ড প্রান্তর। প্রান্তরের উত্তর অংশে রজত বিমণ্ডিত সুবৃহৎ স্তম্ভ চতুষ্টয়ের উপরিভাগে প্রকাণ্ড বহুমূল্য কারুকার্য্য খচিত মনোহর চন্দ্রাতপ বিরাজিত। সেই প্রধান চন্দ্রাতপের সহিত সংলগ্নীকৃত হইয়া বহুসংখ্যক চন্দ্রাতপ বহুদূর পর্য্যন্ত সমাচ্ছাদিত করিয়া চলিয়াছে—তাহাদের ধারে খচিত ঝালর সমূহ প্রভাত সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছে। দোদুল্যমান সুরভিকুসুম মাল্যদাম হইতে সুগন্ধ আহরণ করিয়া প্রভাত গন্ধবহ চারিদিকে ছুট্ ছুট্ ছুটিতেছে!

চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত স্থানের পূর্ব্ব পশ্চিমদিকের প্রান্ত সীমায় সোপানশ্রেণীর ন্যায় সমুন্নত ও রক্তবস্ত্র সমাচ্ছাদিত কাষ্ঠাসন সমূহের সারি। তাহার সম্মুখে ভূমিতল বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচায় আস্তীর্ণ। পূর্ব্বোক্ত রজত-স্তম্ভ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভাগে রক্তবস্ত্র-সমাচ্ছাদিত সমুচ্চ সুপ্রশস্ত মঞ্চ। মঞ্চোপরি বহু সংখ্যক সুখাসন তন্মধ্যে নানা রত্ন খচিত একখানি মহার্হ সিংহাসন বিরাজিত। সভামণ্ডপের অদূরে নদীতীর দিয়া সারি সারি বিচিত্র পট্টাবাস, যুদ্ধাভিমানকারী সেনানীগণের শিবিরশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ঊষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিতে না করিতেই সভামণ্ডপে লোক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। মণ্ডপের প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগণিত জনতা মণ্ডপাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। গ্রামের মহত্তরগণ, বিষয়-পতিগণ, মণ্ডলের মণ্ডলাধিপগণ, সামন্ত চক্রের সামন্তগণ অদ্যকার মহাসভায় আহূত হইয়া যথাযোগ্য নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইতেছেন। ভোগপতি, ষষ্ঠাধিকৃত, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক, দৌঃসবিসাধনিক, দূত-প্রেষণ গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, আবিকাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি রাজপাদোপজীবিসকল জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, দাশগ্রামিক প্রভৃতি ব্যবহারী সকল—করণ, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ সমাদৃত হইয়া সভামণ্ডপে বিনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সভামণ্ডপের অভ্যন্তর

বহির্ভাগ বিচিত্র পরিচ্ছদধারী সহস্র সহস্র নাগরিকগণের সাগ্রহ সমাবেশে লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইতেছে। মণ্ডপের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া সহস্র সহস্র অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিম্নে তরঙ্গিনী বক্ষে সহস্র সহস্র নৌকারোহী নাবিকসৈন্য নগরের জলপথে স্থির ভাবে পাহারা দিতেছে। এই মহাসভার বিশেষত্ব এই যে এখানে রাজা-রাজন্যক-রাজামাত্য উপস্থিত নাই।

ক্রমে সভাস্থল আহূত ও অনাহূত ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সভাহ্বানকারী দিব্যক কিম্বা তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রক, কিবা ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম তথায় উপস্থিত হন নাই। সকলেই তাঁহাদের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীবভাবে দ্বার পথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ ঐরূপ প্রতীক্ষাপরায়ণ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল না। ঠিক নির্দ্ধারিত মুহূর্ত্তে দিব্যক, রুদ্র ও ভীম বহুমূল্য বিচিত্র রথারোহণে সভামণ্ডপের দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিল। দিব্যক স্বয়ং সিংহাসনের বামপার্শ্বে বহুমূল্য সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আকৃতি গম্ভীর, অচঞ্চল ও ব্যঞ্জক ও বিত্তাকর্ষক। রুদ্র ও ভীম তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের আকৃতিতেও দৃঢ়তা ও বীরত্ব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহারা উপবেশন করিবার পর সমাগত অভ্যাগতমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের স্তুতিবাদ করিয়া উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে সিংহাসন দিব্যকের জন্য সভামণ্ডপে সমাহৃত হইয়াছে; কিন্তু যখন দেখিলেন যে দিব্যক সিংহাসনে উপবিষ্ট না হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন সকলেই অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অতঃপর, তাঁহাদের সেই বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতেই, দিব্যক সেই মহাজনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ় অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বন্ধুগণ! অদ্য যে কারণে এই মহাসভা আহূত হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। মহীপুরের রাজপ্রাসাদ ও এই মহাস্থান দুর্গ আমরা বাহুবলে অধিকার করিয়াছি। অনীতিকারস্ত মহারাজ মহীপালদেব আমাদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। বরেন্দ্রীমণ্ডলের অপরাপর দুর্গাধ্যক্ষ সামন্তগণ আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনা হইতে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। কুমার মহীপালদেব ও শূরপালদেব কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবিত কি মৃত,

তাহা কেহই নিঃসন্দেহে অবগত নহে। এরূপ অবস্থায়, অবরুদ্ধ মহারাজার সম্বন্ধে এবং এই অরাজক দেশ শাসনের ও সংরক্ষণের নিমিত্ত কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক, এবং তজ্জন্যই আপনাদিগকে এই মহাসভায় আহ্বান করা হইয়াছে। এইদেশে এই স্থানে আর একবার এইরূপ মহাসভা আহূত হইয়াছিল। আর একবার এদেশের প্রজাসাধারণ আত্মহিতার্থ—দেশহিতার্থ—বিশ্বহিতার্থ স্বকীয় বিধিদত্ত অমোঘ ক্ষমতা নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনও এখনকার ন্যায় সমস্ত গৌড়দেশ মাৎস্যন্যায়ের পৈশাচিক প্রভাবে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল—প্রবলের পীড়নে দুর্ব্বল নিষ্পেষিত হইতেছিল। সেই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে গৌড়ীয় প্রজাশক্তি অমিততেজে দণ্ডায়মান হইয়া "সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ [illegible] বিষ্ণুর পৌত্র, বিপুল কীর্ত্তিকলাপ বিভূষিত অরাতিনিধনকারী ব্যপটের পুত্র, নরপতি কুলচূড়ামণি গোপালদেবকে" রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। আজ শত শত বৎসর পরেও সে স্মরণীয় ঘটনা গৌড়বাসীগণের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই—জনশ্রুতি পুরুষানুক্রমে তাহা আমাদিগের নিকটে অখণ্ডভাবে বহন করিয়া আনিয়াছে। বন্ধুগণ, ইদানীং পুনরায় বরেন্দ্রীতে সেইরূপ অরাজকতা আবির্ভূত হইয়াছিল। দেশ হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নবীন মহারাজ নবীন মন্ত্রীদলের প্ররোচনায় নিত্য নব নব অত্যাচারের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ধনপ্রাণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নিরাপদ ছিল না। অবিচারে [illegible] সামন্তগণ একে একে কেহ নিহত, কেহ পদচ্যুত, কেহবা কারারুদ্ধ, কেহবা বিতাড়িত হইতে ছিলেন। পুরুষের সম্মান ও নারীর ধর্ম্মরক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা সেই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের সনাতন স্বত্ব, অধিকার ও শক্তির পবিত্র ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান্ হইয়াছি এবং যিনি এই সকল অত্যাচারের মূল, তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করুন। আপনাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য হইবে।"

পুরুষসিংহ দিব্যক এই বলিয়া স্বকীয় আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাসভা ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। অতঃপর তাহার মধ্য হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"অত্যাচারীর প্রায়শ্চিত্ত বধদণ্ড, সিংহাসন আপনার প্রাপ্য।"

তাহাম সমর্থন করিয়া বরেন্দ্রীর একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সামন্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অত্যাচারী মহীপালদেবের বধদণ্ডই সমীচীন। এক্ষণে মহারাজ

দিব্যকই এই সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র। আমরা তাঁহাকে পরম ভট্টারক রাজাধিরাজের পদে বরণ করিতেছি। জয়, মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয়, বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যকের জয়!" তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুকরণে সহস্র সহস্র কণ্ঠে সমাগত সহস্র সহস্র বরেন্দ্রবাসী উচ্চৈঃস্বরে সমস্বরে ঘোষণা করিল "জয়, মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয়! জয়, বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যকের জয়!" তখন, সেই সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, "জয়! মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয়!" গগন-মেদিনী ভেদ করিয়া শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, "জয়, মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয়! জয়, বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যকের জয়!" অদূরে দিক্‌চক্রবাল-প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "জয়, মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয়! জয়, বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যকের জয়!"

অনন্তর সেই বৃদ্ধ সামন্ত দ্রুতপদ বিক্ষেপে দিব্যকের সন্নিহিত হইলেন, এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তারপর স্বীয় কোষমুক্ত সুদীর্ঘ অসি ললাট স্পর্শ করাইয়া উষ্ণীষ সহ সিংহাসনতলে রক্ষা করিয়া নবীন ভূপতিকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন সমবেত সামন্তবর্গ সম্মুখভাগে সরলরেখায় সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করিলেন, এবং তাহা ললাট স্পর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় উষ্ণীষসহ সিংহাসনের পাদমূলে স্থাপন করিলেন। তৎপর সকলে করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, দেশ অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন রাজবংশ কুলধর্ম্ম ও ন্যায়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দেশকে অত্যাচার অবিচারের লীলাস্থল করিয়া তুলিতেছিল। ধনী নির্ধন ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্ভ্রান্ত সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বাবস্থাপন্ন প্রজাবৃন্দ ও সামন্তবৃন্দ অত্যাচারের প্রভাবে ধ্বংস পথের পথিক হইতেছিল. ঠিক সেই বিষম সঙ্কটকালে আপনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে উত্থিত হইয়া কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন; প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলার্থ আপনি স্বকীয় ধনপ্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুরূহকার্য্য সংসাধন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। প্রজাশক্তি একবার স্বেচ্ছায় পাল রাজবংশের প্রথম নরপতি গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। অদ্য তাহারাই আবার আপনার সাহসিকতায় ও উদার ব্যবহারে বিমুগ্ধ লইয়া অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় আপনাকে বরেন্দ্র-সিংহাসনে স্থাপন করিতেছে। মহারাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

দিব্যক ধীরে ধীরে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ জনতাভেদ করিয়া উত্থিত হইল। তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সকলকে

সম্বোধন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "বন্ধুগণ! অদ্য সত্যসত্যই আমার সুপ্রভাত। অদ্য আপনারা আমাকে বরেন্দ্রীর সিংহাসনে একবাক্যে নির্ব্বাচিত করিয়া যেরূপ সম্মানিত করিলেন, সেরূপ সম্মান এজগতে নিতান্তই দুর্লভ। যে পিশাচপ্রায় শাসক শাণিত তরবারি প্রভাবে জনপদের পর জনপদ উষ্ণ নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়া ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তিতে দেশবাসীর হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া কেবল বাহুবল মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দেশশাসনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা বলা যায় না, -সে দস্যুরই নামান্তর মাত্র। আর প্রজাশক্তি স্বয়ং যাহাকে শাসকস্বরূপে বরণ করিয়া লয়, সেই প্রকৃত রাজা; তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ নৃপতি এ জগতে কে আছে? আজি আমার তুল্য সৌভাগ্যবান্ এজগতে কে আছে? বন্ধুগণ! ভগবান আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন, দেশময় আবার শান্তির সুরভি প্রসূন ফুটিয়া উঠুক, গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে আবার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসুক, ইহা অপেক্ষা দিব্যকের আর অন্য কামনা নাই। ভগবান আমাকে কর্ত্তব্যপালনে শক্তিদান করুন!"

দিব্যকের উচ্চকণ্ঠ নীরব হইল। আবার আকাশ পৃথিবী কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। অনুজরুদ্রক শ্বেতছত্র মহারাজাধিরাজ দিব্যকের শিরোপরি ধারণ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তৎ পুরোহিত ভৃঙ্গার হইতে গন্ধোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রাজশিরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। মণ্ডপের ভিতরে ও বাহিরে মুহুর্মুহু উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। দিব্যক সর্ব্বসম্মতিক্রমে বরেন্দ্রীর সিংহাসনে বরিত হইলেন। বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রজাশক্তির অমোঘপ্রভাব দ্বিতীয়বার স্বীকৃত হইল।

শ্রীভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

কায়স্থ বিবাহ-পদ্ধতি।

বিবাহ।

শুভ দিনে, শুভলগ্ন সময়ে সম্প্রদাতা ও জামাতা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইবে সম্প্রদাতা গণেশাদি দেবতাকে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া জামাতাকে বরণ করিবেন। যথা—সম্প্রদাতা বলিবেন,—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম।"

জামাতা বলিবেন,—ওঁ সাধ্বহমাসে।" সম্প্রদাতা বলিবেন—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।" জামাতা বলিবেন "ওঁ অর্চ্চয়।" সম্প্রদাতা জামাতার হস্তে গন্ধপুষ্প মাল্য, নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিবেন। (এই সময় জামাতা দাঁড়াইয়া নববস্ত্র ও উপবীত পরিধানপূর্ব্বক উপবেশন করিবেন।) তদনন্তর সম্প্রদাতা দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুলের দ্বারা দক্ষিণহস্তে জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন,—

অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেববর্ম্মাণং বরং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং শুভবিবাহায় দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

জামাতা বলিবেন,—"ওঁ বৃতোঽস্মি!" সম্প্রদাতা বলিবেন,—যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু। জামাতা বলিবেন,—"যথাজ্ঞানং করবাণি।"

এই সময় স্ত্রী-আচার করিতে হয়। এবং সাতবার প্রদক্ষিণ ও মাল্যবদলাদি করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া আন্যান্যাবলোকন বা বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন করাইয়া বরকন্যাকে সম্প্রদান স্থানে আনয়ন করিয়া বরের দক্ষিণে কন্যাকে উত্তর মুখ করিয়া বিচিত্র আসনে উপবেশন করাইবে।

তদনন্তর সম্প্রদাতা বিষ্টর লইয়া জামাতার দক্ষিণ হস্তে দান করিবেন,—"ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।" জামাতা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন ওঁ বিষ্টরং প্রতি গৃহ্লামি। ওঁ বর্ষেঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।"—মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্টরাসন জামাতা নিজের বাম পায়ের তলে পাতিয়া দিবে। সম্প্রদাতা অপর একটী বিষ্টর লইয়া পূর্ব্ব মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া অপর পায়ের তলে দিবে। অনন্তর সম্প্রদাতা পাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিবে—"ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।" জামাতা বলিবেন,—"ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।" জামাতা বলিবেন,—"ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।" পাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহা ভূমিতে রাখিয়া একটু জল অঞ্জলিতে গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিবে, "ওঁ বিরোজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমসীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ, বিরাজো দোহঃ।"

সম্প্রদাতা অর্ঘ্য দান করিবেন,—ওঁ অর্ঘ্যোঽর্ঘ্যোঽর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যতাম্। অর্ঘ্য প্রতিগৃহ্নামি"—জামাতা এই বলিয়া অর্ঘ্য হস্তে লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ আপস্থ যুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি।"—এই মন্ত্রে শিরোপরি দিয়া সেই অর্ঘ্যজল ত্যাগ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—"ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি যৎ পয়ঃ।"—সম্প্রদাতা আচমনীয় জল লইয়া পাঠ করিবেন,—"ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।"—"ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি"—এই বলিয়া জামাতা আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিবেন,—"ওঁ আমাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চ্চসা তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টং তনূনাম্।" অনন্তর সেই জলে আচমন করিবেন।

সম্প্রদাতা কাংস্য-পাত্রস্থিত মধুপর্ক নিম্ন বাক্যে জামাতার হস্তে প্রদান করিবেন। "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম।"—"ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি"—জামাতা এই বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন,—"ওঁ মধু মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।"—এই বলিয়া কাংস্যপাত্রস্থ মধুপর্ক নিরীক্ষণ করিয়া,—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমামদে।" মধুপর্ক বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আলোড়ন করিয়া পাঠ করিবে।—"ওঁ নমস্যাবাশ্যায়ান্যশনে যৎ ত আবিদ্ধং তস্য নিষ্কৃন্তামি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা তিনবার আলোড়িত করিয়া ভূমিতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া পরে—"ওঁ যন্মধুনো মধ্যমং পরমং রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽশানি।"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার (ভোজন ব্যবহার না থাকায়) আঘ্রাণ করিবে। জামাতা আচমন করিয়া নিম্ন মন্ত্রে প্রণাদি স্থান মন্ত্র স্পর্শ করিবে। যথা—ওঁ বাঙ্ মে অস্তোঽস্তু (মুখে)। ওঁ নাসোঃ প্রাণো মেঽস্তু (নাসিকা)। ওঁ অক্ষ্ণোশ্চক্ষুর্ম্মেঽস্তু (চক্ষুর্দ্বয়)। ওঁ কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং মেঽস্তু (কর্ণদ্বয়)। ওঁ বাহ্বোর্ব্বলং মেঽস্তু বাহুদ্বয়)। ওঁ উর্ব্বোরোজো মেঽস্তু (উরুদ্বয় ওঁ আরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনুস্তন্বা মে সহ সন্তু (শিরঃ প্রভৃতি পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে)। নাপিত তিনবার "গৌঃ গৌঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। জামাতা তাহা শ্রবণ করিয়া পাঠ করিবেন,—ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট মম চামুষ্য চ পাপা হত সমুৎসৃজতু তৃণান্নত্ত।

এই স্থলে বন্ধনী-মধ্যস্থ নিম্ন পদ্ধতি ক্রমে অগ্নিস্থাপনাদি করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বিবাহ-রাত্রে অগ্নিস্থাপনাদি করার বিধি অনেক স্থলে প্রচলিত নাই। সুতরাং যেখানে যেমন প্রচলিত আছে, সেই স্থানে সেইরূপ করিবে,—অর্থাৎ যেখানে রাত্রে অগ্নিস্থাপন করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেখানে নিম্ন পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন করিবে, আর যেখানে প্রচলিত নাই সেখানে তৎপর দিবসই করিবে।

(জামাতা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নিস্থাপন করিবে। হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া কুশ-মূলের দ্বারা পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী দ্বারা তদুৎকীর্ণ মৃত্তিকা উদ্ধৃত করত জলদ্বারা তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া আত্মদক্ষিণে অগ্নি আনিয়া ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিবে।—ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু-রিপ্রবাহ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।'—এই মন্ত্রে আত্মমুখে স্থণ্ডিলে অগ্নি স্থাপন করিবে।) ওঁ পিঙ্গলভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তর্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ এই ধ্যান পাঠ করত যোজক নামা অগ্নি সংস্থাপন ও পূজা করিবে। অনন্তর বর ও কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করাইবেন,—'ওঁ জরাংগচ্ছ পরিধৎসবাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপা ব। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রানমুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস বাসঃ॥' অনন্তর উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া কন্যা পাঠ করিবে—'ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্নভিতোঽততন্থে। তাস্ত্বা দেবীং জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস বাসঃ।'

অনন্তর সম্প্রদাতা কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। কন্যাদাতা কন্যা ও বরকে—"ওঁ সমীভবেথাম্।" এই বাক্য বলিয়া অন্যান্যের মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে, বর—"ওঁ শমাপ বিশ্বেদেবাঃ শমাপো হৃদয়ানি নৌ। শংমাতরিশ্বা শংধাতা সমুদেষ্টী দধাতু নৌ॥"

অতঃপর সম্প্রদাতা "ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে—"এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ"—বলিয়া অর্চ্চনা ও প্রোক্ষণপূর্ব্বক তিল, কুশ ও জল লইয়া সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করিবে,—"অস্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেববর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুক-

প্রবরায় অমুকদেববর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায়; অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ বরায় অর্চ্চিতায়; অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং।"

"পুনরায়, "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য "অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়" হইতে "অমুকীদেবীং" পর্য্যন্ত আর দুইবার পাঠ করিয়া—অর্থাৎ "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়" হইতে "অমুকীদেবীং" পর্য্যন্ত বাক্য মোট তিন বার পাঠ করিয়া তৎপরে—এনাং সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতাং কন্যাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদতে।"

কন্যার হস্ত সহিত পূর্ব্ব গৃহীত জল বর হস্তে প্রদান করিবে। বর—'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিবে। সম্প্রদাতা পাঠ করিবেন—"ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতি দেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

এই সময় বর কামস্তুতি পাঠ করিবেন যথা—"ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে তব কাম সতা ভুঞ্জতামহৈ।"

অনন্তর বর পাঠ করিবে—"ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।"

অতঃপর পুরোহিত লেপদ্রব্য দ্বারা বধু ও বর উভয়ের হস্তলেপ দান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত কুশদ্বারা বন্ধন করিবেন, এবং দক্ষিণাস্য করিবেন, যথা—"অদ্যামুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেববর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎকন্যাদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (অথবা তন্মূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রববরায় শ্রীঅমুকদেববর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বর "ওঁ স্বস্তি" বলিবে। পরে সম্প্রদাতা জামাতাকে যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, ঘড়া, গাড়ু, দাস, দাসী প্রভৃতি দান করিয়া দিবেন। অনন্তর গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক কন্যার উত্তরীয় বস্ত্রদশাদ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবেন, এবং পুরোহিত গায়ত্রী পড়িয়া সেই গ্রন্থি খুলিয়া দিবেন।

বিবাহ-কুশণ্ডিকা।

যদি বিবাহরাত্রে কুশণ্ডিকা করিবার প্রথা থাকে, তবে বর ও কন্যা পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নি সমীপে গমন করিবে। আর যদি তৎপর দিবস কুশণ্ডিকা করিবার প্রথা

থাকে, তবে বিবাহ-পদ্ধতি মধ্যে যেরূপ অগ্নিস্থাপনপ্রণালী ও মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ অগ্নি-স্থাপনাদি করিবে। পরে বর কন্যার হস্ত ধারণপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে গমন করিয়া পাঠ করিবে—"ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোঽনু পরমানো বা হিরণ্যবর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মনসা করোম্যসৌ॥" ('অসৌ' স্থলে বধূর নাম করিবে।)

অনন্তর কন্যার পিতা "ওঁ অন্যান্যং সমীক্ষেথাং" এই বলিয়া বর ও কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে, বর পাঠ করিবেন,—"ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোঽসি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূর্দেবকামো স্যোনা শং ভব নো দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরস্তৃতীয়োঽগ্নিস্তে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ। সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাম্। ওঁ সা নঃ পূষা শিবতমা মেরয়ৎ সা ন উরু উশতীরিহ স্যামুষবঃ প্রহরাম শোকং যস্যার্থকামা বহবো নিবিষ্ট্য॥"

বধূ বরের নিষ্ক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া অভিষেক যাবৎ চন্দনচর্চ্চিত আম্রপল্লবযুক্ত জলকুম্ভস্থাপন করিবে। তৎপরে বস্ত্রবেষ্টিত তৃণপুলক দক্ষিণপাদদ্বারা সঞ্চালিত করত হোমের জন্য উপবেশন করিবে। বধূও তথায় দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট হইবে। তৎপরে কোন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবরণ করিবে। যথা—অদ্য অমুক (বেদের নাম করত) বেদান্তর্গত অমুক শাখাধ্যায়িণং অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং মদীয়-বিবাহ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম কর্ত্তুমেভির্গন্ধাদিভির্ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।—ব্রহ্মা,—"ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। বর "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু" বলিবে। ব্রহ্মা—"যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।" বলিবেন।

অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র করিয়া কুশময় ব্রহ্মার আসন আস্তীর্ণ করিয়া,—"ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্"—বলিয়া ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। ব্রাহ্মণ অভাবে কুশময় ব্রহ্মস্থাপন করিবে।

তদনন্তর,—অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়নপূর্ব্বক একবার অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিপরিস্তরণ ও অগ্নির উত্তরে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল দক্ষিণাদি ক্রমে সংস্থাপন করিবে, যথা—পবিত্রচ্ছেদনসমূহ, দুইটী পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সম্মার্জ্জন কুশা ছয়টী, উপযমন কুশা ত্রয়োদশটী, প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ তিনটী, স্রুব, আজ্য, তণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র। তদ্ভিন্ন অভিষেকার্থ আম্রপল্লবযুক্ত জলপূর্ণ কুম্ভ, শূর্পে করিয়া শমীপত্রমিশ্রিত লাজ (খৈ), শিলা, শিলাপুত্র (নোড়া) ও লোহিতবরণ বলীবর্দ্দ চর্ম্ম রাখিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব।

বৈদিককালের পিতৃযজ্ঞ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃ-তর্পণ। যে কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বা সুখ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম পিতৃ-তর্পণ এবং যে কর্ম্মাদি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ শব্দের নিরুক্তি এই যে,—

"শ্রৎ সত্যম্ দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।"

অর্থাৎ 'শ্রৎ' শব্দে সত্যকে যা সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম পদার্থকে) বুঝায়, যদ্দ্বারা সেই সত্য বা ব্রহ্মপদার্থ লাভ করা যায়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে এবং সেই শ্রদ্ধাসহকারে কৃতকার্য্যের নামই শ্রাদ্ধ।

ঐ শ্রাদ্ধও আবার প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যথা—পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট। পিতৃসাধারণের জন্য যাহা কৃত হয়, তাহার নাম পার্ব্বণ এবং একের উদ্দেশে যাহা কৃত হয়, তাহার নাম একোদ্দিষ্ট। শাস্ত্রে এই শ্রাদ্ধ অহরহঃ অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥" মনু।

অর্থাৎ অন্নাদি দ্বারা, জল দ্বারা, অথবা দুগ্ধ বা ফলমূলাদি দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি-উদ্দেশে অহরহঃ অর্থাৎ প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে।

আবার আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ, তানেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত।"

অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণকে যে দান, তাহার নাম পিতৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞ প্রতিদিন করিবে।

এই যে শাস্ত্রে নিত্য পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে, ইহা মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে কি জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশে বিহিত, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

পিতৃযজ্ঞ, নিত্য অনুষ্ঠেয়, পঞ্চমহাযজ্ঞেরই অন্তর্ভূত। যথা—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবোবলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥" মনু।

অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি দানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃ-যজ্ঞ। অতএব ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও নরগণ, সকলেই গৃহস্থের উপর প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং স্বাধ্যায় পাঠে ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে, হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, অন্নাদি দ্বারা—তদভাবে মিষ্টবচন দ্বারাও অতিথিগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে এবং বলিদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জীবগণের যথাবিধি তৃপ্তিসাধন করিবে। এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে অপর চারিটী যজ্ঞ যখন জীবিতগণের উদ্দেশে বিহিত, তখন পিতৃযজ্ঞও যে জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশেই বিহিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। উক্ত দৈনিক কৃত্য জীবৎ পিতৃযজ্ঞই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে মৃতক শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। এখন শ্রাদ্ধ বলিলে কেবল মৃতব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ বুঝাইয়া থাকে। 'শ্রাদ্ধ' শব্দ কোন জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলে উহা লোকে উপহাস বা গালি বলিয়া গণ্য করেন। কালের প্রভাব এমনই বিচিত্র!! বহু প্রাচীনকালের কথা নহে, মহাভারতের সময়েও শ্রাদ্ধবিধি জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত। মহারাজ পৌষ্যের রাজসভায় সমাগত ঋষি উতঙ্কের শ্রাদ্ধই তাহার প্রমাণ। মহারাজ পৌষ্য, ঋষি উতঙ্ককে বলিয়াছিলেন—

"ভগবংশ্চিরেণ পাত্রমাসাদ্যতে ভবাংশ্চ গুণবানতিথি
স্তদিচ্ছেৎ শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং ক্রিয়তাং।" আদিপর্ব্ব।

হে ভগবন্! সৎপাত্র সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত, অতএব আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি॥

তদুত্তরে ঋষি উতঙ্ক বলিয়াছিলেন—

"ক্ষণক্ষণ এবাস্মি শীঘ্রমিচ্ছা যথোপপন্নমুপস্কৃতং ভবতীতি।
স তথেত্যুক্ত্বা যথোপপন্নেনান্নেনৈনং ভোজয়ামাস।"

"রাজন্! আমি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে, আপনি তাহাই লইয়া আসুন।" অনন্তর মহারাজ পৌষ্য, যথোপস্থিত অন্ন আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

বর্ত্তমানকালে এই প্রকার জীবৎ-শ্রাদ্ধ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে মৃতকশ্রাদ্ধই বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মৃতকশ্রাদ্ধকালে যে সকল ঋক্ ও পূর্ব্বেদীয় মন্ত্রসকল পঠিত হইয়া থাকে, তাহার কোথাও 'শ্রাদ্ধ' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রাদ্ধপ্রণালী যে বৈদিককালের জীবৎ-শ্রাদ্ধের অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞেরই আভাসমাত্র তাহা সহজেই অনুমেয়। একদিকে যেমন বৈদিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ-

গুলিকেও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। পরন্তু বৌদ্ধ ও মুসলমান বিপ্লবের সময়েও যে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও নীতিধর্ম্মের বহুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-সমাজে শ্রুতির পরেই স্মৃতির আদর পরিদৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতা অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা অধিক বেদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ও প্রামাণিক। কিন্তু সে প্রাচীন মনু-স্মৃতিই বা এখন কোথায়? এবং ঋষি মেধাতিথি প্রণীত তাহার ভাষ্যই বা এখন কোথায়?—তাহা বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মনু-স্মৃতি যে আকারে দেখিতে পাই, উহা সহারণ-সুত মহারাজ মদন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তাহা ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্যেই পরিব্যক্ত হইয়াছে—

"মান্যা কাপি মনুস্মৃতি স্তদুচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ
সা লুপ্তৈব বিধের্বশাৎ ক্বচিদপি প্রাপ্যং ন যৎ পুস্তকম্।
"ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহারণ-সুতো দেশান্তরাদাহৃতৈঃ
জীর্ণোদ্ধার মঠীকরৎ তত ইতস্তৎ পুস্তকৈ র্লিখিতৈঃ॥"

অন্যান্য সংহিতাগুলি ইহারই অনুসরণে পরবর্ত্তী কালে রচিত এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে কোন বিশেষ বেদশাখার সহিত সম্বন্ধও নহে। সুতরাং প্রচলিত স্মৃতিসমূহ, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া-সমাজ-শাসক সুধীব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যে ধর্ম্মাচারের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে হইলে কেবল এই সকল রূপান্তরিত গ্রন্থরাজির উপর নির্ভর করা যায় না।

অতএব যে যে স্থলে মতের বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেই সেই স্থলেই শ্রুতি বিহিত মতই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু--

'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥'

এখন দেখা যাউক, 'পিতৃ' শব্দ কাহাকে নির্দ্দেশ করে।

শ্রুতি 'পিতৃ' শব্দে কেবল জন্মদাতা পিতাকে নির্দ্দেশ না করিয়া প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পিতৃপদবাচ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ এবং পরং পারং তারয়সীতি।"

প্রশ্নোপনিষদ্।

আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে এই অবিদ্যা বা মহা সাগর হইতে পরমপারে উত্তীর্ণ করিতেছেন। সুতরাং—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" মনু।

জন্মদাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানদাতা পিতাই গরীয়ান্। কারণ, জন্মদাতা পিতা কেবল নশ্বর জড়দেহের উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানদাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিমূলক যে জ্ঞানময় দেহের উৎপাদন করেন, তাহা জড়াতীত ও শাশ্বত। অতএব পিতৃশব্দে রূঢ়ার্থে যে কেবল পিতাকেই বুঝায়, তাহা নহে। শাস্ত্রে সপ্তপিতা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সাতজনই পিতৃপদবাচ্য। তদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদে অষ্ট পিতৃগণের নাম উক্ত হইয়াছে। যথা, ১ সোমপা, ২ সোমসদ, ৩ অগ্নিষ্বাত্তা, ৪ বর্হিষদ, ৫ হবির্ভূজ, ৬ আজ্যপা ৭ সুকালিন, ৮ যমরাজ।

আবার যজুর্ব্বেদে যে বসু,—পিতা, রুদ্র—পিতামহ ও আদিত্য—প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষের নামোল্লেখ আছে, উঁহারা মৃত-পিত্রাদি নহেন। অথবা বস্বাদি নামধেয় কোন পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট জবীও নহেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠে জানা যায়, উঁহারা জীবিত বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী বিশেষ—ব্রহ্মচর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উঁহারা ঐরূপ ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুকুলে অবস্থান করিয়া যখন বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাতে সকল সদ্‌গুণ বাস করে বলিয়া 'বসু—পিতা' নামে অভিহিত। যথা—

"তদস্য বসহোন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব বসব এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি॥"

৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী যখন বেদাধ্যায়নাদি করেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া পাষণ্ডগণ ভয়ে রোরুদ্যমান হয় বলিয়া তিনি রুদ্র পিতামহ নামে আখ্যাত হন। যথা—

"প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বং রোদয়তি॥"

পরন্তু তৃতীয় ব্রহ্মচর্য্যকালে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচারী বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তিনিই আদিত্য—প্রপিতামহ নামে খ্যাত। যথা—

"প্রাণা বাব আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদতে।"

তাঁহাতে সদ্‌গুণাবলী আদিত্যের সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করে বলিয়া আদিত্য নামে অভিহিত।

অতএব বর্ত্তমান শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে যে পিতৃপক্ষে মৃত তিন পুরুষের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিদ্বান্ ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধের অনুকরণ মাত্র। এইজন্যই

শ্রাদ্ধে মৃত ৪ কি ৫ পুরুষের নামোল্লেখ বিহিত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রাদ্ধ পদ্ধতি যে বৈদিককালের জীবৎ পিতৃশ্রাদ্ধের অনুকরণে অভিনব প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ 'বেদপারগ তাঁহারাই শ্রাদ্ধার্হ' তাঁহারাই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের ভোজন করাইলেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ করা হয় এবং উহার নামই পিতৃযজ্ঞ। এইজন্যই মনু বলিয়াছেন—

"যত্নেন ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগং।"

এ বিষয়ে গৃহী-বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে আধুনিক রূপান্তরিত শ্রাদ্ধপদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রায়শঃ বৈদিক প্রথারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব স্মৃতিকর্ত্তা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী "সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা" পদ্ধতিতে শুদ্ধসত্ত্ব-বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সংক্ষেপে সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেদাচার-সম্মত। তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতি কেমন সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন।

"তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্ত্যা তৎ সেবনাদিকং বিনা তস্মিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্নে সতি তন্মৃতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু ভূরি-ভোজনমাচরণ ব্যতিরেকেন যদি মদ্ভক্তাস্তু তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রেষু বৈষ্ণবেষু চ সহজান্ন জলাদি নিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহাপ্রসাদ চরণোদকাদি নিবেদন বাক্যং বিনা চ চেন্মদ্বহির্ম্মুখভাবতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বেন রচনা সংঘাতক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎ কর্ম্মবশাৎ॥"

অনন্য-শরণ গৃহীবৈষ্ণবগণ মহাগুরু পিতামাতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবাদি করিবে। পরে মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধদিবসে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বজীবকেই যথেষ্টরূপে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রকেই বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে স্বাভাবিক অন্নজলাদি নিবেদন করিবে এবং পিতৃগণকে শ্রীমন্মহাপ্রসাদ-চরণোদকাদি নিবেন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান না করিয়া যদি বহির্ম্মুখ ভাবে তর্পণশ্রদ্ধাদি-ক্রিয়াপর কর্ম্মিদের ন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে কর্ম্মবশে পিতৃলোকে গতিলাভ হইবে। সুতরাং বৈষ্ণবের বাঞ্ছনীয় ভগবল্লোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। শ্রীভগবানের উক্তিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, যথা—

"যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাং॥"

যাঁহারা দেবপূজক তাঁহারা দেবলোকে পিতৃপূজকগণ পিতৃলোকে এবং ভূত-

পূজকগণ ভূতলোকে গমন করিয়া থাকে, কেবল আমরা পূজা অর্থাৎ মদ্ভক্তগণই মদীয় লোকে গতিলাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণক্রিয়াপর কর্ম্মিদিগের ন্যায় শ্রাদ্ধ করেন না, তাহা নহে। বৈদিক রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য শ্রাদ্ধে সর্ব্বতো-ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

জল।

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে পরিস্কৃত পানীয় জলের বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ব্বতন জগতে জল একটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু রাসায়ণিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে জলের মধ্যে হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ নামে দুইটি গ্যাস্ আছে। যদি আট ভাগ অক্সিজেন্ এবং একভাগ হাইড্রোজেন্ একটি দৃঢ় বোতলে রাখিয়া তাহাতে অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে জল প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। জলের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রবাহিত করাইলে তাহা হইতে হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ গ্যাস্ উত্থিত হইতে থাকে। সুতরাং রাসায়নিক শ্লেষণ বা বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে জলের মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্। পরিশ্রুত জলের (distilled water) মধ্যে এই দুইটি গ্যাস্ ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পানীয় জলে লবণ, লৌহ প্রভৃতি কতিপয় খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থও থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জলপানের ব্যবস্থা আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল বা উদ্ভিদ জল, শরৎকালে সর্ব্বপ্রকার জল, হেমন্তকালে দীঘি বা পুষ্করিণীর জল এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপ ও প্রস্রবণের জল পান করা বিধেয়। দূষিত জল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে, প্রচণ্ড রৌদ্র প্রতাপে রাখিলে কিংবা তাহাতে তপ্ত লৌহ, বালুকা বা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলে এবং কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কার মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লইলে জল নির্দ্দোষ হয়।

পার্শ্ববেদনা, গলবেদনা, অজীর্ণতাবশতঃ পেট ভার হইয়া থাকা, কোষ্ঠ বদ্ধতা, সর্দ্দি, কাসি এবং জ্বররোগে গরম জলপানই প্রশস্ত। উষ্ণ জল অগ্নিদীপক, মলমূত্র

নিঃসারক এবং বায়ু ও কফ নাশক। সর্দ্দি হইলে অন্য কোন ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল গরম জল ব্যবহার করিলেই শীঘ্র আরোগ্য লাভ করা যায়।*

মদ্যপান জনিতরোগে, সান্নিপাতিক রোগসমূহে (যে সব রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষই বিদ্যমান থাকে), দাহ, অতিসার, রক্ত পিত্ত (নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার কিংবা প্রস্রাবের দ্বার দিয়া রক্ত পড়া), মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, বমি ও ভ্রম রোগে শৃতশীত জল অর্থাৎ গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।†

জলসিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ থাকিতে নামাইয়া উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে জ্বরের এবং শীতল অবস্থায় পান করিলে অতিসার অর্থাৎ অনেকবার পাতলা দাস্ত হইলে) রোগের বিশেষ উপকার দর্শে। কলেরা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ইংলণ্ডের ডাক্তার রবার্টস্ সাহেব বলেন যে যখন গ্রামে কলেরার মড়ক লাগে, তখন যদি সেখানে জল অনেকক্ষণ সিদ্ধ করত সাবধানে মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া নূতন বা পরিষ্কার মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে সেইজল গ্রাম বাসীরা সকলে পান করিতে থাকে তবে গ্রামের মড়ক তখনই অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই উপায় অবলম্বন করিয়া কলেরায় যেরূপ শান্তি করা যাইবে, বড় বড় হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ঔষধাদি দ্বারা কখনই সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

শরীরে রক্তদূষিত হইলে এবং বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি রোগে ঠাণ্ডা জলই উপকারী।‡ ডাবের জল অগ্নিদীপক, বস্তি (তলপেটের যে স্থানে প্রস্রাব জমা থাকে) শোধক, বলকারী এবং পিত্ত ও পিপাসা নাশক।§ পিত্তরোগসমূহে, বিশেষতঃ পিত্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী।¶

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা এম্-এস্-সি।

*"পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মাতে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধে নবজ্বরে।
হিক্কায়াং স্নেহপীতে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কফমেদোঽনিলামঘ্নং দীপনং বস্তি শোধনম্।
শ্বাসকাসজ্বরহরং পথ্যমুষ্ণোদকং সদা॥

† মদ্যপানাৎ সমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা।
সন্নিপাত সমুত্থেচ শৃতশীতং প্রশস্যতে॥
দাহাতীসা পিত্তসৃগ্মূর্চ্ছা মদ্যবিষার্ত্তিষু।
শৃতশীতং জলং শস্তং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি ভ্রমেষু চ॥"

সুশ্রুত সংহিতা, দ্রবদ্রব্যবিধি অধ্যায়।

‡ মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
ভ্রম ক্লম পরীতেষু ডমকে বমথৌ তথা।
ঊর্দ্ধাগে রক্তপিত্তে চ শীতসহঃ প্রশস্যতে॥

§ স্নিগ্ধং স্বাদু হিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনম্।
বৃষ্যং পিত্তপিপাসাঘ্নং নারিকেলোদকং শুচি॥

¶ যে জ্বরে শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয় এবং অতিরিক্ত পিপাসা ও বমি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ পিত্তজ্বর বলা হইতে পারে।

কায়স্থ বিদ্বেষ।

বিগত ২৪শে আষাঢ় রবিবার লক্ষ্মীপাশায় একটী বিরাট কায়স্থ-সভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক স্বরূপে আমি ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীপাশার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় লক্ষ্মীপাশায় এই সভা উপলক্ষে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছি, সমগ্র কায়স্থ জাতির অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

এখানে একটী শাখা-ব্রাহ্মণ-সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। নড়াইলের উকীল, লক্ষ্মীপাশা নিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্, মহাশয় ঐ সভার স্থায়ী সম্পাদক। তাঁহার নিকট বহুপূর্ব্বে জানাইয়া, প্রস্তাবিত দিবসে লক্ষ্মীপাশা ৺কালীবাটীতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সম্মিলিত এই সভায় আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই সভা সম্পন্ন করিতে কায়স্থগণকে কত বেগ, কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা কায়স্থজাতির নিদানভূত ভগবান শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবই অবগত আছেন। লক্ষ্মীপাশার ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও শাখা-ব্রাহ্মণ-সভার নেতৃবৃন্দের অনেকে একযোগে এই শুভানুষ্ঠান পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এমন কি সভার দিন প্রাতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে ৺কালীবাড়ীতে সভা হইতে দেন নাই; অথচ ব্রাহ্মণ-সভা ঐ স্থানে প্রায়ই অধিবেশিত হইয়া কায়স্থগণের শূদ্রত্ব নির্দ্দেশ ও পৈতাধারী কায়স্থগণের নির্য্যাতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। আমরা অতিকষ্টে সেই শিরেসংক্রান্তি লইয়া ৺অভয়াচরণ সমাদ্দার মহাশয়ের একখানি দোকান ঘরে সভা করিবার জন্য চাবি চাহিয়া আনাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহাতেও রীতিমত বাধা প্রদান পূর্ব্বক সেই চাবি মালিকের দ্বারা ফিরাইয়া লয়েন। অনন্যোপায় হইয়া স্থানীয় 'বার্কমায়ার কোম্পানি'র ম্যানেজার শ্রীযুত হরিপদ ঘোষ মহাশয় নিজ লোকজনের সাহায্যে স্বীয় অফিসের সন্নিকটে সভার স্থান রচনা করিয়া কায়স্থ সমাজের মুখ রাখেন। প্রাতে বেশ বৃষ্টি হয়, তাহার উপর এই প্রকার বাধা বিঘ্ন, তদুপরি ব্রাহ্মণগণের দলে দলে (ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং পর্য্যন্ত!) স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী জয়পুর, ধোবাদ ও ঝিকিরার কায়স্থগণকে ও তাবৎ ব্রাহ্মণকে সভায় যোগদান করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। ফলে কোন ব্রাহ্মণই সভায় যোগদান করেন নাই। জয়পুরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, নোয়াগরার ২।১ জন অধ্যাপক প্রভৃতি সভায় উপস্থিত হইতে আসিয়াও হইতে পারেন নাই, এমত শুনা যায়। কিন্তু কায়স্থগণ সে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দলে দলে

আগমন এবং জাতীয় কার্য্যে যোগদান করিয়া, কায়স্থের জাতীয় গৌরব ও আত্ম সম্মান রক্ষা করিয়াছেন!

যে লক্ষ্মীপাশায় কায়স্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এই প্রকার দুর্য্যোগ সত্ত্বেও সেই স্থানে অনুমান সার্দ্ধ তিনশতাধিক কায়স্থগণের সমাগম সামান্য ব্যাপার নহে। ইহার উপর যাঁহারা সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের উপরও প্রত্যক্ষও পরোক্ষ ভাবে ছল, বল, কৌশল, লোভ, চাতুরী, অনুরোধ, অনুনয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়াছিল। সভামধ্যে একদল ব্রাহ্মণের অতর্কিতে আসিয়া কোলাহল করিয়া সভা-ভঙ্গের চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। এই প্রকার স্থানে এই প্রকার শত্রু মধ্যে সর্ব্বাপদ দূর করিয়া সভা সুগৌরবে সুসম্পন্ন হওয়া শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবেরই অপার মহিমা ভিন্ন আমরা আর, কিছু বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ 'চরগণ' আমাকে এমনও কথা বলিয়া গিয়াছিল, "মহাশয়, সাবধানে কাজ করিবেন, এই স্থানে সবই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা মনে করিলে আপনার প্রাণ লইয়া যাওয়াও বিপদজনক হইবে।" ইত্যাদি।

সভার উদ্যোগীবৃন্দকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "আপনারা কোন্ সাহসে কায়স্থের উপনয়ন বিরোধী এই ব্রাহ্মণ পরিচালিত স্থানে কায়স্থ-সভা করিতেছেন? আপনারা এই সভা বন্ধ করুন ইত্যাদি। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ!" একবার এই বিষম বিভ্রাটের বিষয় বিবেচনা করুন, ইহা কি কায়স্থের জাতীয় সম্মান পদদলিত করিবার চেষ্টা নহে? কিন্তু চিরসম্মানিত কায়স্থজাতিকে কে অপমান করিতে পারে?—আমরা ঐ স্থানে সভা করিতে না পারিলে তাহা কি সমগ্র কায়স্থ জাতির উজ্জ্বল আননে মসীলেপন করিত না! তাহা কি কায়স্থের জাতীয় সম্মান নষ্ট করিবার প্রয়াস নহে? ব্রাহ্মণ-সভা দ্বারা কায়স্থ-সভার অধিবেশন বন্ধ হইলে বিরাট বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অপমান, কায়স্থ জাতির অপমান, প্রত্যেক কায়স্থেরই অপমান। যদি সাধারণ মাতৃমন্দিরে কায়স্থদিগের স্থান না হয়, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! প্রতিজ্ঞা করো আর সেই ব্রাহ্মণের এক চেটিয়া মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবে না! প্রতিজ্ঞা করো কায়স্থের অপমানকারী দ্বিজবন্ধুগণ পরিচালিত মন্দিরে কাহারো মানসিক পূজা দিবে না! মৃত্তিকার মাতৃমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা দিও তথাপি কখনও আত্ম সম্মানে পদাঘাতকারী নিশেবিত, সঙ্কীর্ণতার আবাসস্থল, প্রবঞ্চনার লীলা-নিকেতন লক্ষ্মীপাশায় পদরেণু প্রদান করিও না। প্রতিজ্ঞা করো যতদিন না পবিত্র যজ্ঞোপবীত আন্দোলনব্রত উদ্যাপন হইবে। ততদিন আমরা লক্ষ্মীপাশার মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিব না। মহামায়া মা আমাদের ব্রাহ্মণগণকে নিমিত্ত রাখিয়া

কায়স্থগণকে এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে "তোরা যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ ক'রে ক্ষত্রিয় জননীর উপযুক্ত পুত্র হ' ক্ষত্রিয় সন্তান! জননীকে চিনিতে চেষ্টা কর। আমার এই দৈবী লীলা তোদের দীনতা—তোদের দাসত্ব, দূর করে দেবে। আমার এই নিগ্রহ, তোদের পক্ষে অনুগ্রহ"।

"বারে বারে যত ব্যথা
দিয়েছি দিতেছি তোদের
ব্যথা নয় সে কৃপা আমার
বুঝিয়া রেখো অন্তরে"

মার অনুগ্রহে সন্তানের গৌরব রক্ষা হয়েছে; উদ্বেলিত কায়স্থ হৃদয়, সোল্লাসে নেচে উঠেছে, অতি সত্বরই এতদঞ্চলের কায়স্থ ক্ষত্রিয় সন্তানগণ আগামী যে কোন শুভদিনে সবিত্রী মন্ত্রে মার আবাহন করিবেন—বলো—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি
ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে"

এতদঞ্চল ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সকলেই সোল্লাসে ঐ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

প্রার্থনা।

পশ্চিমাকাশে দিনমণি যবে কালমেঘে ডুবে যাবে,
প্রদোষ আঁধারে মিশিবে ধরণী জগত পূরবী গাবে।
আমি গো অঘোর ঘুমে অচেতন শয্যায় শুয়ে রহিব তখন
আমারে ঘিরিয়া সান্ধ্য-পবন করুণ রাগিনী গা'বে।
পশ্চিমাকাশে দিনমণি যবে কালমেঘে ডুবে যাবে!
সেইক্ষণে তুমি চুপি চুপি আসি আমার আঁধার গৃহটিতে পশি,
করুণার হেম প্রদীপ জ্বালায়ে জাগরণ গীতি গা'বে।
যেতে হবে মোর বহুদূর দেশে আঁধার ভেদিয়া ভিখারিনী বেশে,
তখন তোমার আলোটি থাকিলে হৃদয়ে সাহস পাবে।
পশ্চিমাকাশে দিনমণি যবে কালমেঘে ডুবে যাবে।

শ্রীঅমিয়বালা বসু।

সমালোচনা।

কায়স্থ-জাতির বিবরণ। শ্রীরামদাস দে হাজরা প্রণীত। বর্দ্ধমান মিটাপুকুর হইতে রচয়িতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ২ ফর্ম্মা, কাগজ ও ছাপা ভাল।

এই পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও যে ভাবে যোগ্যতার সহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচারকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এ বিরুদ্ধ মতগুলিও খণ্ডন মণ্ডনে সতর্কতা অবিলম্বিত হইয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণ। মান্দারীপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতিরূপে যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার এক অভিভাষণ পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই অভিভাষণ পাঠ করিয়া কয়েকটী অভিনব বিষয় জানিতে পারা গেল। প্রথমেই প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধে যেস্থলে সভাপতি হইলে বিনয় প্রকাশ করিতে হয়, ইনি তথায় সভাপতির ন্যায় নিজ প্রকাশ করেন নাই। মুখবন্ধ শুধু তাঁহার বিনয়াচ্ছন্ন গর্ব্বে পরিপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ-সম্মিলন আমার আরাধনার দেবতা" একথায় অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ্যদেব আরাধনার দেবতা হইতে পারেন, সম্মিলন যে তাঁহার আরাধনারদেবতা কিরূপে হইল, তাহা কিন্তু অপরের জ্ঞানের অগম্য। উদ্দেশ্যের মধ্যে লিখিয়াছেন—"কোন স্মরণাতীত কালে ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানের সূচীভেদ্য অন্ধকারাবৃত অমঙ্গলসঙ্কুল ভূমণ্ডলে যে উদ্দেশ্যে মঙ্গলমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মের জ্ঞানোজ্জ্বলজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। অজ্ঞানের সূচীভেদ্য অন্ধকার কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। ঐরূপ নূতন মত অবতারণা করিতে হইলে, লোকলোচনের অবিষয়ীভূত তাদৃশ শাস্ত্রের নাম ধাম প্রকাশ করা হয়। "তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্ পস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥" এই ঋকে তম উৎপাদক, তম অপসারক ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, কিন্তু তোমার নৈপাতনিক জাতি ব্রাহ্মণ নহেন। তিনি অনন্ত, মহান্ এবং মহীয়ান্। তদপগত ব্রাহ্মণ হয় না; ঐ শুন ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি কি বলিতেছেন—"ব্রহ্ম ইতি নিপাত অপত্যেঽজাতাবিতি।" (৬।৪।৪।১৭১) উহার টীকায় মহামতি কৈয়ট লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম ত্বপত্যে ন ভবতি ব্রাহ্মণ ইতি।" এতদ্ব্যতীত যাহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা বেদরূপ ব্রহ্মের জন্ম তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতেই বেদজ্ঞানদ্বারা নিপাতনে ব্রাহ্মণ জাতিরূপে জনসংঘের উপযোগী গৃহীত হইয়া আসিতেছেন সুতরাং বৈয়াকরণিকগণ যখন ব্রাহ্মণের নিজস্ব জাতি স্বীকার করেন তখন বলিতে হইবে, ঐরূপ সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্ব করা তর্করত্ন মহাশয়ের পক্ষেই শো পায়।

সিদ্ধির উপায়ে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ। প্রথম মুখ্য, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় গৌণ। ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ বলিয়া যদি কোন ঋষিবাক্য থাকিত, তবে সেই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা উচিত ছিল তাহা না করিয়া মহাভারতীয় অজগর-যুধিষ্ঠির সংবাদ কথিত যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তা সাধুসঙ্গত অর্থ করেন নাই, উদ্ধৃত বচনগুলি তাঁহার অনুকূল নহে।

এইরূপে অভিভাষণটি বহুতর অভিনব কথায় ও গর্ব্বে পূর্ণ। ইহাদ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে বলিতে পারি না। আরও এক কথা—সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ যে ব্রাহ্মণ-সম্মিলন নামকরণ করিয়াছেন, উহা কোন্ ব্রাহ্মণের সম্মেলন? এ ব্রাহ্মণ কোন্ ব্রাহ্মণ? ভাষ্যকার ব্রাহ্মণ অর্থে 'ব্রাহ্মীঘৃত' লিখিয়াছেন, কৈয়ট—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ব্রহ্মস্থালী বলিয়াছেন, বৃত্তিকার, লিখিয়াছেন নারদ; অতএব বুঝা যাইতেছে ঘৃত, স্থালী, মুহূর্ত্ত অথবা এক নারদের সম্মিলন নহে। উহা নৈপাতনিক ব্রাহ্মণ সম্মেলন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সুবাদার বোস ঃ—

হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদ দিতেছেন "Indian Commissioned Listএর জমাদার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু 'সুবেদার বোস' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমরা আশাকরি এই সুবাদার বোসই অবিলম্বে 'Lieutenant Bose' রূপে দেখিতে পাইব।" আমরাও 'Hindoo Patriot'এর সহিত একতানে ভারতীয় সৈনিক বিভাগে তাঁহার পদোন্নতি কামনা করি। শৈলেন্দ্রবাবু সভার আজীবন সভ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র। তিনি আবাল্যই সৈনিক জীবন ভাল বাসেন। ভগবৎ কৃপায় সম্প্রতি বৃটিশের বাঙ্গালী সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তিনিই সর্ব্বোচ্চপদে উন্নীত হইয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ সৈন্যদলে আর কোন বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য তাঁহার পদোন্নতিতে আমরা গৌরবিত।

প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ঃ—

গত ২০শে আষাঢ় অপরাহ্নে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে সভার আজীবন সভ্য পরলোকগত উকীল গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হয়। এতদুপলক্ষে মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মুখোপাধ্যায়, চিটি, টীউনন, বিচক্রফ্ট, চট্টোপাধ্যায় চৌধুরী, হুদা এবং অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী প্রবীণ উকীল শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র প্রধান বিচারপতি মহোদয়কে প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে, পরলোকগত শাস্ত্রী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার একটী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি একজন খ্যাতনামা উকীল বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠেন। হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্র-সংক্রান্ত মামলায় তাঁহাকে শুধু কলিকাতা হাইকোর্টে নহে, মান্দ্রাজ এবং নাগপুরেও নিযুক্ত হইয়া গমন করিতে হইত। তিনি আইন কলেজের হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ বহুবার প্রিভিকাউন্সিলে প্রমাণ বলিয়া মান্য করা হইয়াছে।

প্রধান বিচারপতি মহোদয় একটি অভিভাষণ করিয়া প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি লোকান্তরিত শাস্ত্রীর আইন জ্ঞান ও শাস্ত্রীর প্রতিভার বহু প্রশংসা করেন।

সভা সমিতি ঃ—

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া, ধান্যদৌল, কল্যবাস সাহেবাবাদ, টাটেরা ও ছাতিয়ানী গ্রামের কায়স্থগণ মিলিত হইয়া এক সভা করেন। সভায় মোক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রমাণ করত অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আলোচিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য 'ব্রাহ্মণপাড়া-কায়স্থ-সভা' নামে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক সভা স্থাপিত হয়। আমরা এই সভার কার্য্য ফলের প্রত্যাশায় রহিলাম।

রাজসাহী, ঘোড়ামারা হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মচৌধুরী লিখিয়াছেন—"২৭শে জ্যৈষ্ঠ, রাজসাহী-কায়স্থ-সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্থানীয় সবজজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, আলোচ্য বিষয়গুলি আলোচিত হয়। তৎপর সভার কার্য্য শেষ হইলে, সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, 'কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলেও বর্ত্তমানে যখন ব্রাহ্মণ পৈতা পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পৈতা গ্রহণ করিতে

ন, তখন আমাদের উপবীত গ্রহণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।' স্থানীয় লটী ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সিংহ মহাশয়ও তাঁহার মত নে করিয়াছিলেন, কিন্তু সভাস্থ অন্যান্য সভ্যগণ ঐ উক্তি স্বীকার না করায় ক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসাদ চন্দ, বি-এ মহাশয় বলেন উপনয়ন শব্দের অর্থ, বেদ অধ্যয়নের জন্য র নিকট লইয়া যাওয়া। সুতরাং প্রকৃত উপনয়ন এদেশ হইতে অনেক ন লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত উপনয়ন কাহারও হয় না। যাহা হয় া বৈদিকসংস্কার বলিয়া কথিত হইতে পারে না—তাহা লোকাচার মাত্র। কেহ পৈতা ফেলিয়া দিতেছেন ইহা সত্য বটে, কিন্তু সকলে যদি া ফেলিয়া দিতে পারিত, জাতি ভেদ যদি উঠিয়া যাইত তবে ভাল ত।' এই সময় রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশীকুমার বসু ী, বি-এ বলেন—'আমরা জাতিভেদই চাই, উহা উঠিয়া যাওয়া চাই না।' রায় রমাপ্রসাদ বাবু বলেন—'যদি জাতিভেদ থাকিয়াই যায়, যদি কায়স্থ র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতেই হয়, তবে সেই জাতির ভিতর যাহাতে একতা —পরস্পর সহযোগীতার ভাব যাহাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা কায়স্থের কর্ত্তব্য। পৈতা লওয়ার আন্দোলনে তাহা অনেকটা হইতেছে। ল শ্রেণীর কায়স্থ নায়কগণ যখন স্থির করিয়াছেন যে, পৈতা লওয়া হউক, তখন াদের সে আদেশ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কায়স্থ জাতির গণ্ডীর ভিতর রিয়া সমাজ-নায়কগণ যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য । এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলে কায়স্থজাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন করা ন হইবে।' তৎপর সভা ভঙ্গ হয়। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সবজজ, ক্ত বিমলাচরণ সিংহ ডেঃ মাঃ, শ্রীযুক্ত লালমোহন বসু সেটেল্‌মেণ্টের সবডেপুটী লেক্টর, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় রেভেনিউ সেটেলমেণ্ট আফিসর, শ্রীযুক্ত শশীকুমার র্ম্মা বি-এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী বর্ম্মা বি-এ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় এল, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বর্ম্মা বি-এল, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা তি ৪০ জন কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন।"

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

চার-ভাণ্ডার। বাঁকীপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ এম-এ বি-এল্ গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রচারার্থ প্রচারকের এক মাসের বেতন ত্রিশ টাকা দানের যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন ; গত ১৪ই আষাঢ় উক্ত ৩০৲

টাকা তিনি দয়া করিয়া মণি অর্ডার যোগে পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন-ভাণ্ডার। কলিকাতা, যজ্ঞেশ্বর বসু লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র বর্ম্মা উক্ত ভাণ্ডারে দয়া করিয়া গত ২৩শে আষাঢ় ১৲ টাকা প্রদান করায় আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন ঃ—

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। সদরদী। ফরিদপুর প্রচার-সমিতির সুযোগ্য স্বেচ্ছা প্রচারক, ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় নিজ ভবনে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য ছিলেন নওপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

১লা আষাঢ়, ১৩২৪। জেলা নদীয়া, যশড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বসন্তবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কালীকুমার মিত্র এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান্ অচিন্ত্যকুমার মিত্র, ভোলানাথ মিত্র, চণ্ডীচরণ মিত্রের শুভোপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী।

বসন্ত বাবুর পরিবার মধ্যে এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই উপনয়ন বিস্তার লাভ করিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান্ অতুলকুমার, জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রফুল্লকুমার প্রভৃতি আট জনের উপনয়ন হইয়াছিল। এখন কলিকাতা বাসী মিঃ জে এন্ মিত্র তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত উপনীত হইলেই ঐ অঞ্চলে আর বিশেষ অনুপনীত কায়স্থ থাকে না। আমরা আশা করি অবিলম্বেই তাঁহারা উপনীত হইবেন।

৩রা আষাঢ়, ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেব সাং কমলাপুর (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ সাং রঙ্কিনীমৌলা, (বর্দ্ধমান) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা সাং সালিখা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং জিথর (যশোহর) যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতি হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী।

১২ আষাঢ় ১৩২৪। জেলা যশোহর ধোপাদহের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, প্রমথনাথ মিত্র, ননীগোপাল মিত্র, মনোরঞ্জন মিত্র, বিহারীলাল ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যচরণ শিকদার, সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, কবিরাজ পঞ্চানন

কুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ দাস, সীতানাথ ঘটক, সারদাচরণ রুদ্র এই ১৮ জন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে টঙ্গিরপুরের শ্রীযুক্ত রামরাম শিরোমণি এবং ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উপনীত হইয়াছেন। এই কেন্দ্রের উদ্যোগি কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৪। মতিহারী। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ভ্রাতষ্পুত্র, এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে নিজালয়ে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"এতদুপলক্ষে পাঁচথুপী 'শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ও এতদ্দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করাইয়াছেন। উপনয়নান্তে মৈথিলি, কনৌজি ও সরযূপরি ব্রাহ্মণ ভোজন হয় এবং রাত্রে (উভয় রাঢ়বাসী), বেহারী ও উৎকলের কায়স্থগণের এক আন্তর্গণিক ভোজ হয়। এই ভোজ এ দেশে এই প্রথম।" অনুদিনই নানা দিক্ দেশে উপনয়ন বিস্তার হওয়ায় আমাদের আশা হইতেছে, অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গালী কায়স্থের ব্রাত্যত্ব মোচিত হইবে। এই কার্য্যের উদ্যোগী ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৪। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মাখনবাবু স্বয়ং, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস, কাশীশ্বর বসু, বিজয়কুমার বর্দ্ধন এই চারিজন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা বহুদিন হইতেই মাখনবাবুর উপনয়ন গ্রহণের প্রতিক্ষা করিতেছিলাম; বহুদিন পর এক্ষণ তিনি তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করায়, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মাখনবাবুর জন্মভূমি পাংশার সন্নিহিত লক্ষ্মণদিয়া গ্রাম এবং ঐ গ্রামে উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কায়স্থোপনয়নের আর বাধা হইবে না এবং তিনি তাঁহার সহায় হইবেন, এ আশাও করি।

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৪। ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রচার ফলে ভদ্রকান্দা গ্রামে ৺কালীবাড়ীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ত্রিশজন কায়স্থ সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতী হইয়া বংশের ও জাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন। উপবীতীগণের নাম। ভদ্রকান্দার সাকিনের—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালীনারায়ণ ঘোষ, গগনবাসী ঘোষ, প্রমথনাথ ঘোষ, রসিকলাল ঘোষ, অন্নদাচরণ বসু, মণীন্দ্রচন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র বসুরায়, শশাঙ্কলাল বসুরায়,

পূর্ণচন্দ্র বসুরায়, নিরঞ্জন সরকার, যোগেশচন্দ্র সরকার, কালাচাঁদ সরকার, অবিনাশ-চন্দ্র সরকার, চন্দ্রভূষণ সরকার, যজ্ঞেশ্বর শিকদার, হীরালাল সিংহ, তারিণীচরণ সিংহ, লালমোহন কর, মনোমোহন কর, মনোরঞ্জন কর, হরলাল কর, অনন্তকুমার রক্ষিত, মথুরানাথ দাস; আবদুলাবাদের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাস; সরিপাবাদের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নন্দী; সতরশীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, শশধর দাস, হীরালাল চন্দ্র। এই কেন্দ্রে খাটরা কুঠীবাটীর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সিদ্ধান্ত ন্যায়পঞ্চানন এবং ব্রাহ্মণদির শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শর্ম্মমজুমদার যথাক্রমে আচার্য্য ও তন্ত্রধারের কার্য্য করেন।

এই কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য স্বজাতির নিত্যহিতকারী ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা ও স্বজাতিগতপ্রাণ উৎসাহী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। খাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ও ইঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া স্বজাতি প্রীতি দেখাইয়াছেন। ভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন।

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৪। জেলা ফরিদপুর শিলাদারচরের জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের ভবনের কেন্দ্র। ফরিদপুর প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, উকীল, অনাথবন্ধু ঘোষ, অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়গণের যত্নে শিলাদারচর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ঘোষ, বরদাকান্ত চৌধুরী, মন্মথনাথ চৌধুরী, রমণীকান্ত ঘোষচৌধুরী, কেশবলাল ঘোষ, সারদাপ্রসাদ দেব, ভুবনমোহন দাস, রাধিকারঞ্জন ধর; দত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু; মালীগ্রামের শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার এই দশজন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। এজন্য আমরা উক্ত প্রচার-সমিতির শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ প্রাণ কর্ম্মী সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং তাঁহাদের উদ্যমী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা যাহাতে অচিরকাল মধ্যে দুরন্ত ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় নবোদ্যমে প্রচারে বহির্গত হইতে পারেন, ভগবৎ সমীপে যুক্তকর তৎ প্রার্থনা করিতেছি।

১৬ই আষাঢ় ১৩২৪। উক্ত সমিতির চেষ্টায় ভাঙ্গার বন্দরে শ্রীযুক্ত দেবকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাসায় এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সদরদি নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রাহার উপনীত দেন। ইঁহারাও বঙ্গজ কায়স্থ।

১৮ই আষাঢ় ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। জেলা ঢাকা সিমুলিয়া নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু বি-এ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়চিত্ত অন্তে উপনীত হন।

আষাঢ়, ১৩২৪। গোয়ালিয়র, রাজপুতনা। গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী (Under-Secretary to Finance Department) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় তদীয় ও পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার উপনীত হইয়াছেন।

২২শে আষাঢ় ১৩২৪। জেলা ফরিদপুর, লক্ষ্মণদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। লক্ষ্মণদিয়ার শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিলাল বিশ্বাস, ধুশুণ্ডু সাকিনের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শশধর দাস, শ্রীধর দাস, বিজয়নাথ দাস গোপালচন্দ্র দত্ত, শান্তিরাম কুণ্ডু যতীন্দ্রনাথ সরকার; বড়রিয়া সাকিনের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ দাস, কেদারনাথ মজুমদার, বসন্তকুমার মিত্র, [illegible] মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র; নাচনা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত, পরেশনাথ ভৌমিক, অমূল্যকুমার ভৌমিক; নিবাহ সাকিনের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সরকার, বনোয়ারীলাল সরকার, ক্ষুদিরাম সরকার, অমৃতলাল বসু; মাঝপাড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পাল; হোগলা সাকিনের শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত; [illegible]কলাদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরদভূষণ বিশ্বাস এই ২৫ জন দক্ষিণরাঢ়ী খোকসার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, দীননাথ শর্ম্ম মজুমদারের পৌরোহিত্যে শ্রীযুক্ত শশধর দাস মহাশয়ের প্রচেষ্টায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪। নদীয়া। পদুমজানি গ্রামের শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে। ধুশুণ্ডা সাকিনের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চাকী, বসন্তকুমার সরকার, যদুনাথ দাস, মন্মথনাথ বিশ্বাস, বিপিনচন্দ্র পালিত; নওপাড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত তুষ্টলাল দাস, জগবন্ধু সরকার উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দীননাথ শর্ম্ম মজুমদার এবং হোতা অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, হৃষিকেশ শর্ম্মম জুমদার প্রভৃতি।

এইবার ধুশুণ্ডুর শ্রীযুক্ত দীননাথ নন্দী কি করিতেছেন, পাঠক, একবার তাহা শুনুন- এতদিন তিনি যে ব্রাত্য দুর্গ-রক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাহা শ্রীযুক্ত শশধর দাসের উদয়ে ক্ষাত্রসংস্কাররূপ সমুদ্রের যোয়ারে কি প্লাবিত হইয়া গেল তাই তিনি সেই মহাপ্লাবনে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে প্রকার সফরীলীলা করিতেছেন, তাহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়। আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, [illegible] আষাঢ় দীন নন্দী মহাশয়, তাঁহার কয়েকজন মুসলমান, ভূঁইমালি, চাঁড়াল

প্রভৃতির গলায় সূত্র ঝুলায়ে দিয়া হাটের মধ্যে যে ঘৃণিত অভিনয় করাইয়াছেন, তাহা হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তিনি শুধু কায়স্থ-সমাজ নয়, এই শূদ্রাচারী কায়স্থপুঙ্গব মুসলমান এবং মেথর জাতীয় লোকের গলায় সূত্র ঝুলাইয়া হিন্দু-সমাজকে পদদলিত করিয়াছেন। পৈতা বা যজ্ঞসূত্র হিন্দু-সমাজে সর্ব্বত্রই সমানভাবে সম্মানিত। সুতরাং ব্যক্তিগত দোষ বা গুণের জন্য হিন্দুর, হিন্দুজাতির পরমার্থিক সম্পত্তি পদদলিত হইতে পারে ইহা মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।"

৩১শে আষাঢ় ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রামনগর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রকুমার সরকার যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

(নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই)

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। কৃষ্ণনগর। বগুড়ার ৺ব্রজগোবিন্দ মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অতুলগোবিন্দ মজুমদারের সহিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবীর।

(নিম্নলিখিত বিবাহের দেনা পাওনার কথা হয়, শুনা যায়)

২৬শে আষাঢ়, ১৩২৪। কলিকাতা। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার সেনের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

দ্বিতীয়াধিবেশন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিতঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু (সভাপতির আসনে।)
(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) „ জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।
(ব) „ মণীন্দ্রমোহন বসু (সহঃ সম্পাদক)
(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বর্ম্মাকাব্যার্ণব।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত
(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা
} সম্পাদকগণ।

পানিশেহোলার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা, কৃষ্ণনগরের রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ইঁহারা শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই জানাইয়াছেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠিত এবং **বৈশাখ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে, উভয়েই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের রাজ-সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র ছোট আদালতের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয় মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে

ভারত সরকার কর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিভূষণে ভূষিত হওয়ায় উপস্থিত সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল সভার আনন্দাভিনন্দন উক্ত রায় বাহাদুরকে জানান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র, উকিল, ১৬নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র। (সম্পাদক)

তিনি জানান—ফণীবাবু ছোট আদালতে. সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার যখন যে কাজ উপস্থিত হইয়াছে ও হইবে, তিনি তাহা বিনাফি(fee)তে করিবেন, অতএব তাঁহাকে বিনা চাঁদায় সভ্য করা হউক।

(দ) জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এস্-সি, ১৬নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)।

(দ) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সবরেজিষ্টার, ঘাটেশ্বর, (২৪ পরগণা)।

(ব) „ সুরেন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মমজুমদার, কাইচাল, ফরিদপুর।

(দ) „ উমেশচন্দ্র দে, শ্রীহট্ট।

(বা) „ কেশবচন্দ্রচাকী, সাং দেউলী, পোঃ মোকামতলী, (বগুড়া)।

(দ) „ তারকবন্ধু দাস, ষ্টেশন মাষ্টার, মেথিকান্দা, ঢাকা।

(দ) „ কুঞ্জবিহারী দেব, মুন্সেফ কোর্ট, বাগেরহাট, খুলনা।

(দ) „ সারদাকুমার দত্ত, সাং তারকাটিয়া, পোঃ কামবালী, চট্টগ্রাম।

উপরুক্ত নামসমূহের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (কার্য্যাধ্যক্ষ)।

(দ) „ রবীন্দ্রকুমার বসু, এম-এ,বি-এল্,সাং মদনমিত্রের লেন্, কলিকাতা।

(দ) „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম-এ, 'দীনধাম' কলিকাতা।

(দ) „ বিজয়কিশোর মিত্র, ১০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপরোক্ত নামসমূহের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

(দ) „ জিতেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, বি-এ,হেড্মাষ্টার, বৈদ্যপুর হাইস্কুল, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

(দ) „ কোটীশ্বর শিকদার সাং বাহিরবাগ, ফরিদপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা (প্রচারক)।

(ব) „ কালীমোহন বসু, সাং ৪৩নং নন্দরান সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

(দ) শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ সাং কুমারপাড়া, (রাজসাহী)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

তৃতীয় প্রস্তাব। সমরঋণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের পত্র। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে সভার সভাপতির নামে যে পত্র আসিয়াছে, তাহা পঠিত হইলে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—(১) সম্প্রতি চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে যে ৬০৬৷৶১১ পাই মজুত আছে ; তাহা হইতে ১০৬৷৶১১ পাই বর্ত্তমান বর্ষের খরচের জন্য রাখিয়া, বাকী ৫০০৲ টাকার, শতকরা ৫৷৹ টাকা সুদের ১৯২০ সালে যে ঋণ শোধ হইবে, তাহার warbond কেনা হউক।

(২) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যাঁহাদের দানের প্রতি শ্রুতি আছে, অথচ আদায় হয় নাই, তাঁহাদের লিখা হউক যে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ এবং সভার গৌরব রক্ষার্থ তাঁহারা শীঘ্র প্রতিশ্রুতি পালন করুন।

(৩) গভর্ণমেণ্টকে লিখা হউক যে যতদূর সম্ভব, সভা warbondএ টাকা ফেলিলেন। এতদ্ভিন্ন সভার যে সকল মান্যগণ সভ্য চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছেন, কিন্তু এখনও দেন নাই, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া পত্র লিখা হইল, এই টাকা এখন যে পরিমাণ আদায় হইবে, সমস্তই সমর ঋণের কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। অবৈতনিক ঘটক নিয়োগ সম্বন্ধে। রংপুর শাখা-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত ২৬শে মার্চ্চের গত অদ্য পুনরায় পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহার কার্য্যপ্রণালী স্থির না করিয়া ঘটক নিযুক্ত করা যাইতে পারে না। কারণ এরূপ ঘটকেরা বিশেষরূপে সভার আয়ত্বে বা শাসনাধীনে না থাকিলে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব প্রস্তাবক কেদার বাবুকে লেখা হউক যে, সভা হইতে যদি ঘটক নিয়োগ করা যায়, তবে তত্রত্য শাখা-সভা নিয়োজিত ঘটকের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে এবং কি উপায়ই বা তাহাকে সভার কর্ত্তৃতাধীনে রাখা যাইতে পারে, এই দুই বিষয়ে উক্ত সভার মন্তব্য জানিয়া এ সভা ঘটক নিয়োগ সম্বন্ধে চরম মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। পাঠার্থীর সাহায্য বিষয়ে। গত মাসে অধিবেশনে বহরমপুর কলেজের ছাত্র ফণীভূষণ বসু এবং নিম্ন প্রাথমিক পাঠী

কল্যাণপুরের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের পুত্র সাহায্য পাইবার উপযুক্ত কিনা অনুসন্ধান লওয়ার কথা হয়। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, ফণীভূষণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানিতে পারা যায় নাই। শরৎঘোষ মহাশয়ের পুত্র সম্বন্ধে রায় রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিয়াছেন, তাহাকে পড়ার সাহয্য দেওয়া যাইতে পারে। অতঃপর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল—শরৎঘোষ মহাশয়ের পুত্রকে আপাততঃ এক বৎসর মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হউক। তৎপর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে ফল বুঝিয়া পুনরায় ব্যবস্থা করা যাইবে।

(খ) আয়ুর্ব্বেদ পাঠীর আবেদন। পাবনা জেলার অন্তর্গত ভেকা-গোপালগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভৌমিকের এতদ্বিষয়ক আবেদন পত্র পঠিত হইলে, সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে স্থির হইল—সভার পরম হিতৈষী সভ্য সুপ্রসিদ্ধ নাড়ী-জ্ঞানি-কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক যে তিনি এই কায়স্থ ছাত্রকে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া একজন দরিদ্রের উপকার সাধন করুন।

(গ) প্রচার বিবরণ। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রচার বিবরণ পড়েন।

(ঘ) প্রচারকের গত বর্ষের নির্দ্ধারিত ষাট টাকা সাহায্য সম্বন্ধে। অদ্য এই প্রস্তাব উঠিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়—প্রচারক সরলবাবু গত বৎসর তাঁহার অসুস্থ-কালের মঞ্জুরী সাহায্য ৬০৲ টাকার মধ্যে ২০৲ টাকা সভার মাননীয় সদস্যগণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, আরও ৫৲ টাকা, সম্প্রতি আদায় হইয়াছে; এখন অবশিষ্ট ৩৫৲ টাকা সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা হউক এবং তাঁহাকে আপততঃ সাধারণ তহবীল হইতে বাকী ৪০৲ টাকার মধ্যে ১৫৲ টাকা প্রদান করা হউক।

স্বাক্ষর।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদকগণ।

স্বাক্ষর
শ্রীনাথ রায়।
সভাপতি
১৭।৩।২৪

শ্রীজয় গোপাল নন্দী।—
কোন্নগর।
১২—৫—'২৪।

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩২৪। | নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

শিক্ষায় অভিভাবক।

সুসন্তান লাভ করিতে হইলে পুত্রের জন্মের পূর্ব্বেই পিতাকে প্রস্তুত হইতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ হওয়ার কারণ এবং পাণ্ডুর পাণ্ডুবর্ণ হওয়ার কারণ অনেকেই অবগত আছেন। কাজেই পুনরুল্লেখ বাহুল্য বিবেচনা করি। গর্ভাধান কালে পিতা-মাতার মনের ভাব যেরূপ থাকিবে, পুত্র কন্যাও তদনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য। মনের কুভাবে কুপুত্র এবং সুভাবে সুপুত্র জন্মিয়া থাকে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "বাপকা বেটা,—সিপাহীকা ঘোড়া" এ প্রবাদ মিথ্যা নহে। আবার মাতার দোষগুণ সন্তানে বেশী বর্ত্তিয়া থাকে, সেইজন্য লোকে বলে "মাতৃদোষে রাবণ রাক্ষস।" রাবণেরও পিতা মুনি এবং মাতা রাক্ষসী ছিল। রাক্ষসীর গর্ভে জন্মিয়া রাবণ রাক্ষস হইয়াছিল, কিন্তু পিতার গুণে কঠোর তপস্যাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মার বরলাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গর্ভধারণের পর হইতে অন্ততঃ হাতে খড়ির বয়স পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত পুত্র কন্যার সংস্রব মায়ের সঙ্গেই বেশী, কাজেই পুত্র কন্যার স্বভাব মাতার স্বভাব অনুযায়ীই গঠিত হয়। পুত্র যতই বড় হয় মাতার সংস্রব হইতে ততই সে দূরে পড়ে, কিন্তু কন্যার সংস্রব মাতার সঙ্গে ক্রমশই বেশী হয়; সেইজন্য লোকে বলে "মায়ের গুণে ঝি"। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে গর্ভাবস্থায় মাতা যেরূপ আচার ব্যবহার এবং অভিলাষাদি করেন পুত্র কন্যাও সেইরূপ আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী এব

অভিলাষের বশবর্ত্তী হয়। যদি কেহ এই সব কথা অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে ইহা প্রমাণ করিতে পারি। অতএব পিতা মাতার দোষেই যে সন্তান খারাপ হইয়া থাকে তাহা সম্ভবতঃ পাঠকগণ অবিশ্বাস করিবেন না। যদি সস্ত্রীক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকিতে পারেন, সদ্‌ভাবে মন পূর্ণ রাখিতে পারেন এবং সর্ব্বদা সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে সুপুত্র এবং ইহার অন্যথায় কুপুত্র লাভ হইবে। অর্জ্জুন নিজে ধার্ম্মিক এবং সুভদ্রাও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের অভিমন্যুর মত পুত্রলাভ হইয়াছিল। গর্ভে অবস্থান কালেই অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। গর্ভাবস্থায় অর্জ্জুন সুভদ্রার নিকট চক্রব্যূহ গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং ব্যূহভেদ বর্ণনা কালে সুভদ্রা আলস্য বশতঃ ঘুমাইয়া পড়ায় ব্যূহ নিষ্ক্রমণ কথা আর শুনিতে পান নাই, সুতরাং অভিমন্যুরও নিগম শিক্ষা হয় নাই, তাহারই ফলে অভিমন্যু নিহত হন। অতএব গর্ভাবস্থায় মাতা যে যে বিষয়ের আলোচনা করেন, পুত্রেরও তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, এ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের বহুল কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। সুপুত্র লাভের জন্য পিতা পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ হইয়া থাকার বিধি আছে। মাতাও রজঃস্বলা অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা হইয়া থাকিবেন এবং ঋতু স্নানান্তে স্বামীকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিবেন। তারপর স্বামীর নিকট পুত্র কামনা করিয়া উপস্থিত হইবে, শুভদিনে শুভক্ষণে ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া স্বামী গর্ভাধান করিবেন; এইরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সব বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল না।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি অভিভাবকেরা সুপুত্র লাভের জন্য সেই সব প্রাচীন বিধি-নিষেধ পালন করেন কি? যদি না করেন তাহা হইলে কুপুত্র ভিন্ন সুপুত্র ত' কখনই হইবে না। সুতরাং পুত্রের দোষ কি? তাহাকে লবণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে চান কেন? যেরূপ বীজ বপন করিবেন তদনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে ইহা স্থিরনিশ্চয়। এক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণ স্বীকার করিবেন যে, অভিভাবকের অমনোযোগিতায় পুত্র খারাপ হয়। কারণ অভিভাবক সুপুত্র লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না। পশু বুদ্ধিতে পুত্রোৎপাদন করিলে সে পুত্রও যে পশুবুদ্ধিবিশিষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফল দেখিয়া যেমন বৃক্ষ নিরূপণ করা যায় তেমনি পুত্রকে দেখিয়া পিতৃ নিরূপণও হয় অর্থাৎ পুত্র যদি ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও বিদ্বান্ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতাকে না দেখিলেও লোকে বলিবে যে "ভাল লোকের ছেলে"—অবশ্য কোন কোন স্থলে যে তাহার ব্যতিক্রমও না হয় তাহা নহে, কিন্তু সে খুব কম এবং তাহার

কারণও আছে। উর্ব্বরা ভূমিতেও কণ্টক বৃক্ষ জন্মে। জন্মসংস্কার লইয়াই কথা। পিতার স্বভাব যদি খারাপও হয় তবু তাহার সুপুত্র লাভ হইতে পারে, কারণ, (গর্ভাধান কালে পিতামাতার মনের ভাব যেরূপ থাকে পুত্রও তদনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে) হয়ত তখন পিতা মাতার মনের সদ্‌বৃত্তিসমূহ জাগরিত থাকে, কাজেই সুপুত্র লাভ হয়। সংসারে এমন নিরেট পাপী কেহই নাই যে একবারও তাহার ধর্ম্মে মতি না হয়। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া এবং নানা প্রকার বিপদাপদে পড়িয়া অনেকেরই ধর্ম্মভাব উন্মেষিত হয়। মামলা মোকদ্দমা এবং রোগে শোকে পড়িলে মহাপাপীরাও ঈশ্বর চিন্তা করে এবং হরিরলুট, কালীর পাঁঠা, নারায়ণের তুলসী প্রভৃতি কত কি মানসিক করে। মনটাও তখন ভগবদ্ভাবে পূর্ণ থাকে। দৈবক্রমে হয়ত সেই সময় তাহার স্ত্রী গর্ভধারণ করেন, কাজেই তাঁহার সুপুত্র লাভ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রেই হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহ্লাদ জন্মেন। সৎ ও অসৎ বৃত্তি সকলের হৃদয়েই আছে, ঘটনাচক্রে এক এক সময়ে এক এক বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সতেরও অসদ্‌বৃত্তি এবং অসতেরও সদ্‌বৃত্তি যে সময় সময় জাগে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নরহন্তা দস্যুও নিজ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে এবং তাহাদের সম্বন্ধে দয়া মায়ার বশীভূত হইয়া কত কি করিয়া থাকে; কাজেই দস্যু বলিয়া তাহার হৃদয়ে যে সদ্‌বৃত্তি নাই এরূপ বলা যায় না। পক্ষান্তরে সতেরও অসৎপুত্র উপরোক্ত কারণেই হয় অর্থাৎ দৈবক্রমে গর্ভাধান কালে অসদ্‌বৃত্তিসমূহ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যেমন পিতা তেমনি পুত্র হয় সেইজন্য লোকে বলে "বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছনহীত রহে থোড়া থোড়া" অর্থাৎ পিতার গুণাগুণ কিছু না কিছু ছেলে পাইবেই। কাজেই প্রবাদগুলি নিরর্থক নহে।

আরও বিশিষ্ট প্রমাণ। দুর্য্যোধন গর্ভে অবস্থান কালেই যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন শুনিয়া গান্ধারীর বড় ঈর্ষ্যা হইল যে, কুন্তীর পুত্র আগে জন্মিয়াছে, অতএব সেই'ত রাজা হইবে, কারণ শাস্ত্রে বলে 'জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য অধিকারী' তখন তাঁহার পুত্র আগে জন্মে নাই বলিয়া তিনি রাগকরিয়া গর্ভপাত করিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁহার শতপুত্র জন্ম বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। কাজেই লিখিত হইল না। মাতার এই হিংসার এবং ক্রোধের ভাবটী তাঁহার শতপুত্র সাড়েষোলআনা গ্রহণ করিল। দুর্য্যোধন এবং তাঁহার ভ্রাতাদের হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া পঞ্চ পাণ্ডবেরা কত যে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মহাভারত পাঠকেরা অবিদিত নহেন। এই হিংসার ফলেই "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" বলিয়া দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা

করেন এবং মহাভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র সমর সংঘটিত হয়। এই গেল মাতার গর্ভদোষ। তারপর ধৃতরাষ্ট্রও রীতিমত হিংসুক ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন মতেই তাঁহার পুত্রেরা পারিয়া উঠে না এবং যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কাজেই রাজ্যও তাঁহারই প্রাপ্য, তখন অন্ধরাজ হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া কণিককে ডাকিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। উপায় উদ্ভাবিত হইল – ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাত করাই উচিত। তখন দুর্য্যোধনের হিংসাবহ্নিতে ধৃতরাষ্ট্র ইন্ধন যোগাইতে লাগিলে। "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর"। দুর্যোধনের মত খল ও ক্রুর ব্যক্তি পিতার ইঙ্গিত পাইয়া জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীর অপমান, পাশাপণে বনবাস, অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নানাপ্রকার অসদুপায়ে পাণ্ডবদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। মাতার গর্ভদোষের পর গেল পিতার শিক্ষাদোষ। তবেই দেখা গেল পিতামাতা উভয়েই হিংসুক এবং সেই ফলেই কুরুকুল ধ্বংস। এ সব অভিভাবকের দোষ ভিন্ন আর কি বলিব? ধৃতরাষ্ট্র যদি দুর্য্যোধনের হিংসার প্রশ্রয় না দিতেন তাহা হইলে ভারতসমর হইত কিনা সন্দেহ। ধৃতরাষ্ট্রের হিংসা শেষে এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনহন্তা ভীমের প্রতি আক্রোশ বশতঃ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ছল করিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদভিপ্রায় বুঝিতে পরিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে লৌহভীম আনয়ন করেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত ভীম ভাবিয়া তাহাকে এতই বলে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন যে লৌহভীম চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে "বাপ্‌কা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া" এই প্রবাদ সত্য কি না? প্রথমতঃ পিতার বীর্য্যদোষ, তারপর মাতার গর্ভদোষ, সর্ব্বশেষে পিতার শিক্ষাদোষ। এই তিনটী দোষ ত্র্যহস্পর্শ রূপে ছেলেদের সর্ব্বনাশ করে। ত্র্যহস্পর্শে যেমন যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি এই ত্রিদোষে সেইরূপ বালকদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নাস্তি।

এক্ষণ শিক্ষার দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সুশিক্ষার গুণে মন্দ ছেলেও ভাল হইতে পারে ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সেই শিক্ষাই কি অভিভাবকেরা দিতে জানেন? একে পুত্রের জন্মসংস্কার খারাপ অর্থাৎ সুপুত্র লাভের জন্য পূর্ব্ব হইতে কোন চেষ্টাই করা হয় না, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়াও যদি কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত পায় তাহা হইলে'ত সোনায় সোহাগা হইল। খারাপ হইবার জন্য সে'ত জন্মের পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এরূপাবস্থায় জন্মের পরও যদি তাহাকে শাসনাদি না করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া যায় তাহা হইলে কি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় না? এই সব কারণেই'ত ঘরে ঘরে যত সব মহামূর্খ অধার্ম্মিক পুত্রের অভ্যুদয় হইতেছে।

এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে—"কোন রাজার এক দুরন্ত পুত্র ছিল। রাজা তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে অক্ষম হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুতর বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ শিক্ষকের হস্তে ছেলেকে সমর্পণ করেন, কিন্তু কেহই তাহাকে শিক্ষা দিতে পারিলেন না। পরে রাজা ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার ছেলেকে যে সুশিক্ষা দিতে পারিবে তাহাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করিবেন। ঘোষণা শুনিয়া একজন সাধারণ লোক আসিয়া উক্ত ছেলের শিক্ষার ভার লইলেন এবং খেলার ছলে তাহার সঙ্গে মিশিয়া, কবুতরের সাহায্যে, তাহাকে সুশিক্ষা প্রদান করিলেন।" এই গল্প হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে রাজা সুপুত্র লাভের জন্য পূর্ব্ব হইতে কোন চেষ্টাই করেন নাই, কাজেই দুরন্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং পরিণত বয়সে সুশিক্ষার অভাবে ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছিল; সুশিক্ষায় তাহা প্রতিরুদ্ধ হইল।

শিক্ষা দেওয়াটা বড় সহজ কাজ নহে। তাহার প্রমাণ বহুতর বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোক রাজপুত্রকে শিক্ষাদিতে পারিল না। কাজেই এল্-এ, বি-এ পাশ করিলেই যে সুশিক্ষা দিতে পারিবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব ১৬৲ বেতনের গৃহশিক্ষক রাখিলেও ছেলে মূর্খ হইবে ইহা স্থির নিশ্চয়। আবার যদি কোন সুশিক্ষককে কেবল মাত্র চারিটী অন্ন দিয়াও রাখা যায় সেও ছেলেকে সুশিক্ষা দিতে পারে। শিক্ষক চিনিয়া নিযুক্ত করাও কঠিন। যে নিজে সুশিক্ষিত তিনিই সুশিক্ষক চিনিতে পারেন। ছেলের ধাত বুঝিয়া শিক্ষা দিতে হয়, নতুবা ভাল ফল হয় না। "হাউসে (অর্থাৎ অনুরাগে) বিদ্যা, কৃপণে ধন" একটা প্রবাদ আছে, ইহা অতি সত্য। অনুরাগ বা আগ্রহ থাকিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা লাভ করা যায় এবং কৃপণ হইলে ধন সঞ্চয় করা যায়। যে শিক্ষক ছাত্রের নিকট বিদ্যাকে খেলার মত আমোদের বিষয় বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। খেলার প্রতি বালকদের স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়, কারণ উহারা খেলাকে অতি আমোদের বিষয় বলিয়া মনে করে এবং ঐ আমোদের সাথীকেও নিতান্ত আপন মনে করিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসে। বিদ্যার প্রতিও যদি বালকদের স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়া যায়, বিদ্যা শিক্ষাকেও যদি তাহারা খেলার মত আমোদের বিষয় বলিয়া মনে করে এবং শিক্ষককে খেলার সাথীর মত অন্তরঙ্গ মনে করিয়া ভালবাসে তাহা হইলে সেই বালকের শিক্ষা হয় ভাল এবং সে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারে। আজকাল সেইজন্য কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষক বা অভিভাবকের দোষে যদি লেখাপড়ার প্রতি বালকদের একবার ভয় জন্মে এবং লেখা পড়াকে অত্যন্ত গুরুতর

ও কঠিন বিষয় বলিয়া মনে করে। তাহা হইলে সব মাটি। যে কাজে একবার ভয় জন্মে, সে ভয় সহজে দূর হয় না এবং সে কাজও বালকেরা সহজে করিতে চাহে না। অভিভাবকের শাসন এবং শিক্ষকের প্রহারের ভয়ে বাধ্য হইয়া বালক পড়িতে আইসে বটে, কিন্তু কি প্রকারে শিক্ষককে ফাঁকি দিবে সে সেই চেষ্টাই শতপরতা করে এবং ঐ বিদ্যাটীই ষোলআনা আয়ত্ত করিয়া লয়।

শিক্ষককে ফাঁকি দিতে গিয়া কিন্তু পরিণামে নিজেই ফাঁকিতে পড়ে। ঐ সময়েই মিথ্যা কথা বলাটা সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া যায়। অমুক কাজ ছিল, পেটের বেদনা হইয়াছিল, মাথা ধরিয়াছিল, আহার করিতে বিলম্ব হইয়াছিল, মা অমুক কাজে পাঠাইয়াছিলেন ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ দেখাইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে পারে নাই বলে। ফলে ওসব কিছুই নহে। এখন বুঝিয়া দেখুন অভিভাবকের দোষে কি প্রকারে বালকদের সর্ব্বনাশ হয়! বাল্যকালের এই সব কুঅভ্যাস কি আর ছাড়া যায়? শিশুর কোমল মস্তিষ্কে যে ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়, তাহা আর সহজে দূর হয় না। অভিভাবকেরা এসব চিন্তা করিয়া দেখেন কি? বিজ্ঞানের মতে অষ্টম বর্ষ বয়সে বালকের মস্তিষ্ক পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং ধারণাশক্তি দৃঢ় হয়, সেইজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চম বর্ষ বয়সে হাতে খড়ি দিবার ব্যবস্থা। তারপর ক্রমে অক্ষর পরিচয় প্রভৃতি করাইবে এবং ছেলের ধারণাশক্তি বুঝিয়া অতি সহজে, ধীরে ধীরে ধীরে খেলার ছলে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গুরু হইতে গুরুতর বিষয় শিক্ষা দিবে। যেমন রাজার ছেলেকে কবুতরের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাহাদের বিদ্যারম্ভ করাই এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যেই কতকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ ছেলেদের ঘাড়ে চাপাইয়া বেদম প্রহার ও শাসন আরম্ভ করি। আবার কেহ কেহ আট দশ বৎসর বয়স হইলেও ছেলেকে কিছু বলেন না, পড়াশুনার নামও মুখে আনেন না। ইহার কোনটীই ভাল নহে। এইরূপ করায় ছেলেগুলি সত্বরেই ইঁচড়ে পাকিয়া উঠে। ফাঁকি দিয়া মুখস্থ করিয়া, নকল করিয়া, প্রশ্নপত্র চুরি করিয়া, কান্দাকাটী করিয়া কোনরূপে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু গোড়ার গলদ আর দূর হয় না—একটু বয়স হইলেই

ঘন ঘন ক্ষৌরী হয় বাটলার ক্ষুরে।
হেজেলীন স্নো মেখে শোভা বৃদ্ধি করে॥
ক্যাপ্‌কাটা চুল ছাঁটা কেয়া মজাদার।
মুখে বিড়ি বুকে ঘড়ি পা'ড়ের বাহার॥

আগা সরু পাম্পসু পদে শোভা করে।
লম্বাশার্ট পটাবৃত সাইকেলে চড়ে॥
নিত্য নব ফ্যাসেনের অন্ত নাহি হায়।
সে সব বলিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়॥

তখন অভিভাবক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটী ষোড়শী বধূ সংগ্রহ করিয়া দেন।

যাহা হউক শিক্ষার সম্বন্ধে আরও একটা কথা এই—অভিভাবকেরা যে সব গ্রন্থ বালকদিগকে পড়িতে দেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রায়ই হয় না। বিড়ালের কয়টী থাবা, ব্যাঘ্রের নখর কতটী, খদন্ত কাহাকে বলে? কলাই দ্বিখণ্ড করিলে তন্মধ্যে যে একটী ক্ষুদ্র পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাকে অঙ্কুর বলে, এই সব শিক্ষা হয়। ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক কোন গল্প থাকিলে তাহাই কি ভাল করিয়া পড়ান হয়, না অভিভাবকেরা সেই ভাবে চলিতে উপদেশ করেন? বালক গ্রন্থ পড়িল যে "গুরুজনকে ভক্তি করিবে, তাহাদের অবাধ্য হইবে না" গুরু মহাশয় বা অভিভাবক ঐ সকল শব্দার্থ, বানান, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি উত্তমরূপে তাহার নিকট হইতে বুঝিয়া লন কিন্তু পরক্ষণেই দেখ যে ছেলেটী বাড়ীর ভিতর গিয়া পিশিমাকে প্রহার করিতেছে, মাতাকে গালি দিতেছে, কর্ত্তামার উপর জুলুম করিতেছে—দুরন্ত বেণীর মত 'ক্ষীর কই মিঠাই কই বলিয়া কত উৎপাত করিতেছে' অভিভাবকগণ সে সব দেখিয়াও দেখেন না। ছেলে পাঠ বলিতে পারিয়াছে এই আনন্দেই বিভোর। কিন্তু সেটা যে পড়া হইল না 'গুরুজনকে ভক্তি করিবে এবং তাহাদের অবাধ্য হইবে না' বলিয়া ময়না পাখীর ন্যায় রাধাকৃষ্ণ বুলি শেখা হইল, তাহা অভিভাবকেরা ভাবিয়া দেখেন কি? ময়না যেমন রাধাকৃষ্ণ বা অন্য কোনও বুলি বলে কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝে না বালকেও সেইরূপ "গুরুজনকে ভক্তি করিবে এবং তাহাদের অবাধ্য হইবে না এই বুলি শিক্ষা করিল কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝিল না। মর্ম্ম বুঝিলে কি আর বাড়ীর ভিতর গিয়া গুরুজনের উপর অত্যাচার করে এবং তাহাদের অবাধ্য হয়? এই সব অভ্যাস বরাবর থাকিয়া যায় অথচ পুস্তকে নানাপ্রকার উপদেশ পাঠ করিতেছে এবং তাহা মুখস্থ করিতেছে। মর্ম্মও বুঝে না সেরূপ কাজও করে না। নকল করিয়াই হউক, আর মুখস্থ করিয়াই হউক, পাশ করিলেই পিতা খুসী হন; এবং মনে মনে ভাল চাকরী পাবে এই আশে করেন। পুথির বিদ্যা বালকের পুথিতেই থাকে, কাজে লাগে না। ছেলে বেলা হইতে কাজে লাগাইবার অভ্যাস করিলে'ত কাজে লাগিবে? শাস্ত্র বলে যে

"পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥"

পুথিগত বিদ্যাধন পরহস্তে যার।
কার্য্যকালে সে ধন সে বিদ্যা নহে তার॥

বালককালের এই সব কু অভ্যাস আর দূর হয় না সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যখন সে ঐরূপ ব্যবহার করে অর্থাৎ অবাধ্য হয় বা অন্য কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করে তখন পিতা মাতা রাগ করিয়া বলেন যে "গাধা তোর নরক বাস হইবে, আগে জানিলে তোকে লবণ খাওয়াইয়া মারিতাম, তোকে ত্যাজ্য পুত্র করিব" ইত্যাদি! কিন্তু তখন সে তাহা শুনিবে কেন? আবাল্য যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপই করিবে। স্বর্গ, নরক কি জিনিষ, ধর্ম্ম কি জিনিষ, পিতামাতা কি পদার্থ, এ সব শিক্ষা কি বালককালে দিয়াছেন? শুধু শিক্ষা দিলেও ত হয় না আচরণ করাইয়া লইতে হয়, নতুবা পুঁথির বিদ্যা পুঁথিতেই থাকে এবং বড় হইলে পিতা মাতার ঘাড়ে লাঠি মারে। আবার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজে আচরণ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে হয় নতুবা প্রকৃত শিক্ষা হয় না। একটী দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ শত উপদেশের কাজ করে। ছেলেকে যেমন শিক্ষা দিবেন নিজেও সেইরূপ চলিবেন নতুবা ছেলে কিছুতেই আপনার সে শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। "জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই প্ররচনে কি বুঝিতে পারেন না যে শিক্ষা দেওয়াটা বড় গুরুতর কাজ। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবকে শিখায়।" রামচন্দ্র স্বয়ং পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম পত্নীপ্রেম, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, কাজেই আপনাকেও উদাহরণ দেখাইতে হইবে। নিজে পিতৃভক্ত হইয়া যদি ছেলেকে পিতৃভক্ত হইতে শিক্ষা দেন, নিজে সাধু হইয়া যদি ছেলেকে সাধু হইতে শিক্ষা দেন তাহা হইলেই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে। আপনি যদি নিজের পিতাকে অমান্য করিয়া ছেলেকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিতে যান তাহা হইলে সে তাহা শুনিবে কেন? নিজে যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করেন, তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে চাহেন, তুই, তুমি প্রভৃতি তুচ্ছার্থ বোধক শব্দ ব্যবহার করেন। তাহা হইলে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে গণি" এইরূপ শত উপদেশ দিলেও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্র, প্রভৃতি লঘুতরেরা কেহই তাহা শুনিবে না। তাহারাও জ্যেষ্ঠকে অমান্য করিবে, গুলি করিয়া মারিতে চাহিবে, অপমান জনক বাক্য বলিবে তাহা আপনি কিছুতেই রোধ করাইতে পারিবেন না। কথায় ও কাজে এক দেখাইতে হয়, নতুবা শুধু উপদেশে ফল হয় না।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠ বলিয়া দিতে গিয়া যদি কনিষ্ঠকে দুই একটা প্রহার করে, তাহা হইলে অনেক অভিভাবক বলিয়া বসেন যে "নিজে মস্ত পণ্ডিত

হইয়াছেন, আবার ছোট ভাইকে শিক্ষা দিতে গিয়াছেন।" এই একটি কথাতেই যে ছোট ছেলে প্রশ্রয় পাইল ইহা অভিভাকেরা চিন্তা করিয়া দেখেন কি? ঐ কথাতে বালকের মনে ধারণা হয় যে দাদা নিজেই মূর্খ আবার আমাকে পড়াইতে আসিয়াছেন। এই ধারণা হইতেই দাদার প্রতি অবজ্ঞার ভাব আইসে কাজেই দাদার অবাধ্য হইয়া পড়ে। একটু বয়স হইলেই মনে করে দাদা নিজে মূর্খ হইয়া বাড়ী বসিয়া আছে, আমি আর কতই পড়িব? ফলে তাহারও পড়াশুনা শীঘ্রই সাঙ্গ হয়। এরূপ স্থলে অভিভাবকের বিবেচনা করা উচিত যে, একজন মূর্খ হইলে কি বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই মূর্খ হইতে হইবে? কাজেই এমন কথা বলা উচিত নয়—যাহাতে লঘুতরের মনের ভাব খারাপ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাসনে কোন ত্রুটী থাকিলে অন্য সময়ে তাহাকে সে বিষয় বুঝাইয়া বলা উচিত, তবু লঘুতরের সামনে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। এটা মনে করা উচিত যে সুশিক্ষা দিতে পারিলে গুরুর চেয়ে শিষ্যের উন্নতি বেশী হইয়া থাকে। গুরুকে মূর্খ বলিয়া যদি পূর্ব্বেই ধারণা জন্মে তবে আর তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। বিদ্যাভূষণগণের মত বহু ভাষায় দখল অবশ্য সকলের থাকে না; কিন্তু যাহার যতটুকু দখল আছে, তাহার নিকট হইতে ততটুকুও শিক্ষা করা যাইতে পারে। এইজন্য অভিভাবকদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অভিভাবক যদি নিজের কর্ত্তব্য ষোলআনা প্রতিপালন করেন তাহা হইলে লঘুতরেরাও তাহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবে; নতুবা লঘুতরের নিকট কর্ত্তব্যের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। যাহার যেমন দান তথায় তেমন প্রতিদান ইহা মনে রাখিবেন। ছেলেটী যেমন চাহিবেন নিজে আগে তেম্‌নি হইতে হইবে, তাহা হইলেই কাজ হইবে নতুবা ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইবে মাত্র। ভক্তি ভালবাসা হৃদয়ের জিনিষ, এ সব জোর করিয়া আকর্ষণ করা যায় না; তাই লোকে বলে যে "ভালবাসা যদি চাও ভালবাসা আগে দাও।" যাহা দিবেন তাহাই পাইবেন। বিনিময়ে এই সংসার চলিতেছে, আপনি না দিয়া যদি চাহেন তাহা হইলে পাইবেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

একান্ন ভুক্ত পরিবার আজকাল কমই দেখা যায়। যাহারা নানাকারণে বাধ্য হইয়া একান্নভুক্ত থাকেন, তাহাদের পরস্পরেরও মধ্যে সহানুভূতি নাই। যেন তেন প্রকারেণ সকলেই নিজের স্বার্থে দৃষ্টি রাখেন। কি প্রকারে অংশীকে ফাঁকী দেওয়া যাইবে, কি প্রকারে নিজ অংশে কিছু বেশী জমি পড়িবে, কি প্রকারে চাবি সংগ্রহ করিয়া কিছু টাকা হস্তগত করা যাইবে, এই সব চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন, এবং কার্য্যতঃ তাহাই করেন। সুতরাং কি প্রকারে সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে

হয়, এক ভাবে আহারাদি করিতে হয়, পরস্পর পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা করিতে হয়, এ সকল শিক্ষা এক্ষণে আদৌ হয় না, কেবল মাত্র হিংসা শিক্ষাই হইয়া থাকে। যাহাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিল নাই, যাহারা আপনার উপার্জ্জিত অর্থ পিতা কিম্বা ভ্রাতাকে দিতে পারে না, তাহারা পরের হিতচিন্তা করিবে কি প্রকারে? পূজা পার্ব্বণ, ব্রত, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়জনে করিয়া থাকেন? নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকটাও অনেকে করেন না, কাজেই, কি দেখিয়া লঘুতরেরা ঈশ্বরভক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতি শিক্ষা করিবে? অতিথিসেবাও নাই, ভিক্ষুক আসিলে তাড়িত হয়, সুতরাং সে সব বাড়ীর বালকেরা কি প্রকারে দয়া, পরোপকার, ক্ষমা প্রভৃতি শিক্ষা করিবে? স্বার্থহানি করিয়া এবং ইন্দ্রিয় দমন করিয়া অভিভাবকেরা এমন কি কাজ করিয়া থাকেন, যাহা দেখিয়া বালকেরা নিঃস্বার্থ, সংযমী এবং কর্ত্তব্যানুরাগী হইবে? চাকুরীই এক্ষণে প্রধান জীবিকা, স্ত্রী পুত্রই একমাত্র পালনীয় ও বিলাসীতাই সুখলাভের প্রধান উপায়, এই সব দেখিয়া লঘুতরেরা আর কি শিক্ষা করিবে? সকালে উঠিয়া তামাক সেবন, বাহ্য, প্রস্রাব, দন্তধাবন, বিষয়কার্য্যালোচনা তৎপরে আহার, নিদ্রা, তাস, পাশা প্রভৃতি, সন্ধ্যায় কচিৎ ভ্রমণ, অন্যথায় হারমোনিয়াম আদি লইয়া, কেহ নাটক, নভেল, মদ, বেশ্যা, থিয়েটার প্রভৃতিতেই সময় কাটাইয়া দেন। ছেলে মেয়েদিগকে স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত। যাহার সংস্থান আছে তিনি বাড়ীতে একজন মাষ্টার রাখেন, যাঁহার সে সংস্থান নাই, তিনি যদি শিক্ষিত ও সৎ স্বভাবাপন্ন হন তাহা হইলে নিজে স্কুলের পড়াটী বলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। ধর্ম্ম শিক্ষা নিজেও করেন না পুত্রকেও দেন না। নিজে ধার্ম্মিক না হইলে এবং ধর্ম্মালোচনা না করিলে ছেলে কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই বলি অভিভাবকগণ, নিজে কতখানি ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন এবং পুত্রের কতখানি সদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে পুত্রকেও সেইরূপ দেখিতে চাহেন? নিজে লম্পট, বেশ্যাসক্ত, মূর্খ, মদ্যপায়ী, বিষয়াসক্ত, পরশ্রীকাতর এবং অধার্ম্মিক হইয়া জীবন কাটাইয়া, বৃদ্ধকালে "বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী" সাজিয়া ছেলেকে যদি ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্, বিদ্বান ও পিতৃভক্ত দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে ততোধিক মূর্খতা আর কি হইতে পারে? পরিবারের অলঙ্কার, আপনার বেশভূষা, পুত্রের চাকরীর উপযোগী শিক্ষা, অজস্র অর্থব্যয় প্রভৃতি ব্যতীত ছেলেরা বাপ খুড়াকে অন্য কোনও কার্য্য করিতে দেখিতে পায় না সুতরাং ছেলেরা এই সকল ভিন্ন আর কি শিখিবে? কি প্রকারে তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে?

আবার ইহাও শুনিতে পাই—যে পিতা জন্ম দিয়াই বুঝি ঠকিয়াছেন? কথাটা

অতিসত্য, পুরাকালে জন্ম দেওয়াটা কঠিন কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত; সেইজন্য লোকে সুপুত্র লাভার্থ কত না চেষ্টা যত্ন করিত, আর আজকাল সকলেই জন্ম দেওয়া সহজ বলিয়া মনে করেন অথচ শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ অপারগ। নিজের কর্ত্তব্য না করিয়া পুত্রের নিকট হইতে ষোল আনা আদায় করিতে চাহেন, কিন্তু তাহা যখন পান না তখন মনে করেন যে জন্ম দিয়াই ঠকিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "যাহার যেমন দান তাহার তেমন প্রতিদান" পুত্রকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই'ত পাইবেন, বেশী আশা করেন কেন? জন্মের পূর্ব্বে পুত্রকে কুভাব কুবীর্য্য দান করেন, জন্মের পর কুশিক্ষা দান করেন, কুদৃষ্টান্ত দেখান সুতরাং পরিণামেও তাহাই প্রাপ্ত হন। নিজে ভাল হউন, ছেলেও ভাল হইবে। দশরথের ঘরেই রামচন্দ্র, অর্জ্জুনের ঘরেই অভিমন্যু, শান্তনুর ঘরেই ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করেন, তোমার আমার ঘরে জন্মিবেন কেন? বংশের উপর কাহারও অভিশাপ থাকে না, শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তের ফলেই এইরূপ হয়। সুশিক্ষা এবং সুদৃষ্টান্তের ফলে সকলেই ভাল হইতে পারে, আবার কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্তের ফলে উকীলের ছেলেও হাতীর মাহুত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন যে শিশুশিক্ষায় অভিভাবকের দোষই সাড়ে ষোল আনা বর্ত্তমান। চাণক্য বলিয়াছেন—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

যে বয়সে ছেলে যে অধিকার লাভের যোগ্য হয়, তাহাকে সেই অধিকার দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা তৎপরিবর্ত্তে আজকাল কি দেখিতে পাই? কেহ কেহ বাল্যকালে কিছুদিন শাসন করেন, তারপর ছাড়িয়া দেন। কেহ কেহ বালককাল হইতেই ছেলেটীকে ধর্ম্মের ষাঁড় করিয়া ছাড়িয়া দেন,—কোনই খবর লন না; আবার কেহ কেহ চিরদিনই সমানভাবে শাসন চালাইতে চাহেন—মোটেই স্বাধীনতা দিতে চাহেন না, কিন্তু ইহার কোনটীই ভাল নয়। আট বৎসরের বালককে যদি কেহ হাত ধরিয়া হাঁটা শিখাইতে যান, তাহাতে বালক যেমন বিরক্ত হয়, এবং শিক্ষাদাতাও তেমন উপহাসাস্পদ হন। তদ্রূপ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া যদি বালককালের মত কঠোর শাসন করার চেষ্টা করা যায়, তাহারও ফল বিপরীত হয়। দুরন্ত ছেলে হইলে পিতাকে অপমান করিতে ত্রুটী করিবে না এবং নিরীহ প্রকৃতির হইলে যথেচ্ছা কোন দিকে চলিয়াও যাইতে পারে। এ জগতে বেশী বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়।

অতি বড় উচ্চ হ'লে ঝড়ে ভাঙ্গে মাথা।
অতিশয় নীচু হলে ছাগে খায় পাতা॥

অতএব 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' যথাযোগ্য অধিকার প্রাপ্ত হইলে ছেলে খুব আনন্দিত হয় এবং প্রাণপণে কার্য্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। ষোড়শ বৎসর বয়সে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে সেনাপতি পদে বরণ করায় তিনি এতই গৌরব বোধ করিয়াছিলেন যে বালক অসীম বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াও জ্যেষ্ঠতাতের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আপনারা সমাজের মঙ্গল চাহেন, বংশের উন্নতি করিতে চাহেন, সুপুত্র লাভ করিতে চাহেন তাহা হইলে সর্ব্বাগে নিজে ভাল হউন। সদ্দৃষ্টান্ত দেখান, নতুবা কোন ফল হইবে না। আমরা চিরউন্নত প্রাচীন হিন্দুজাতি। চিরদিনই আমরা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্। আর আজ আমরা ঘোরতর অধার্ম্মিক হইয়াছি। পরপদদলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর ;
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধা বাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণশরে গগন ভেদিয়া,
কনক চম্পক রাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তি কথা অমৃত সমান,
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান ;
হে বিধাত! কোন পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?"

কেবলমাত্র ধর্ম্ম হীনতার জন্য। ধর্ম্ম অভাবেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আবার যদি আমরা ধার্ম্মিক হই এবং পুত্রকন্যাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল, নচেৎ যে ডুবিয়াছি না ডুবিয়াছি! আর উঠিতে পারিব না। অতএব হে অভিভাবকগণ! আজ হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যে ব্রতী হউন। যাহা হইবার হইয়াছে, আর সময় নষ্ট করিবেন না।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

বাঙ্গালীর মুখে সমর কথা।

যদি স্বীকার করিতে হয় যে মানবজাতি প্রতিমুহূর্ত্তে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিশ্বের একটা মহাপরিবর্ত্তনেই মানুষ অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে মানবজাতির ইতিহাসে একটা নবযুগ আনয়ন করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। জগত আজ যে অবস্থায় উপনীত, দু'দিন পূর্ব্বে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় ছিল। তিন মাস পূর্ব্বের ইতিহাস যদি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে বোধহয় ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না যে, সে জগত ও এ জগতের মাঝখানে কোন সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিতে পারে। বিশ্ববিদিত রাজতন্ত্রী রুষজাতি এখন বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করিতে বসিয়াছে। যে বিশ্বধ্বংসী প্রলয়ের স্রোতে পাশ্চাত্যজাতি আজ আত্ম-নিয়োগ করিতে বসিয়াছে, বঙ্গবাসী আজ সেই স্রোতের প্রতিকূলেই সম্রাটের সহায়তায় উদ্যত কৃপাণে সাহঙ্কারে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বিশ্বের এতটা পরিবর্ত্তনের মাঝে যদি আমরা একটা উন্নতির চিত্র দেখিতে আশা করি, তবে সে চিত্র আজ আমরা সহজে দেখিতে পাইব—বাঙ্গলার গৃহের দ্বারে—বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভিতরে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ দিব তাঁহাকে, যে মহান্ সম্রাট্ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এহেন একটী সুবর্ণসুযোগ দান করিয়া বাঙ্গালীকে অবসর দিয়াছেন। এখন বাঙ্গালী দেখাইবে পৃথিবীর অপর বীরজাতির সঙ্গে অসি ধারণ করিতে পারে, বাঙ্গালী কাহারও অপেক্ষা হীন নহে।

ইউরোপীয় সমর বাঙ্গলার এই নবজীবন প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র। এ পরিবর্ত্তনের যুগে ভারত তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে—রাজার জন্য, কর্ত্তব্যের অনুরোধে রক্ত দান করিয়া রাজদ্বারে তাহার আশার বাণী সফল করিতে বসিয়াছে। কিন্তু এতদ্দ্বারা বাঙ্গালী এমন একটা কিছু লাভ করিয়াছে, যাহাতে তাহার একটা অভিনব ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে অবসর আসিয়াছে; মানবজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার কীর্ত্তি গাথিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালী আজ তিন শত বৎসর যাবৎ যে সাধনা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার সে পথের প্রতিবন্ধককে এক ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গিয়া বাঙ্গালীর দেহের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত করিতে দিয়া বাঙ্গালীকে আজ ধন্য করিয়া দিল—বাঙ্গালীর সুখের স্বপনে, হৃদয়ের কাহিনী, আশার বার্ত্তা। আজ আর শুধু সে স্বপন নয়, আজ আর তাহা কাহিনী নয়, আজ তাহা সত্যের বর্ণে রঞ্জিত হইতে চলিল। এ রাজ অনুগ্রহে বাঙ্গালী আজ উচ্চকণ্ঠে

গাহিতেছে – বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃসাধনার মহামন্ত্র—'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালী আজ যোদ্ধার জাতি, বাঙ্গালী আজ বীর।

কিন্তু এই "মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং" বাঙ্গলার কি আছে, যে এখনো দেহের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া, চোখের ঘুম মুছিয়া ফেলিয়া, এ সোনার বাঙ্গালার, সোনার স্বপন সাফল্যের স্রোতে আত্মদান করিতে আসিল! ঘুমন্ত বঙ্গের কোন্ কুটীরে কে এখনো নিদ্রিত আছে? যে এখনো নিদ্রিত তাহার সে কুটীর আঁধার; এ নূতন জগতের নূতন আলোক তাহার আঁধার কুটীরে যায়নি। মায়ের সন্তান এখনো কি কেউ কোথাও আছ, যাহার হৃদয়তন্ত্রি এ তিন শতাব্দীর হার'ণ মাতৃ আহ্বানে মুহূর্ত্তে নৃত্য করিয়া উঠেনি? যদি কেউ থাক, যদি কেউ বাঙ্গলার প্রতি মমতা পোষণ কর—তবে অপেক্ষা করো না, কারো প্রতীক্ষা করো না, এ জাতীয় মহাহবে আত্ম-দান করিয়া ধন্য হও, জাতির নামে বিশ্বের মাঝে একটা কীর্ত্তির গরিমা গড়িয়া তোল। তোমরা মায়ের সন্তান এ পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য কর। বঙ্গকবি এক দিন গাহিয়াছিলেন—

"হে কল্পনে রঙ্গময়ি! দুলা'ওনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলাও'না মোহিনী মায়ায়!"

আমরা বলিতে চাই—কবির এ কল্পনামুগ্ধ জীবনের প্রতি বিদ্বেষ কি বাঙ্গালী গ্রহণ করিবে না? কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালী কি সত্যের সাগর তীরে এসে এখনও উপস্থিত হবে না? কর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, জাতিটাকে আবার দাঁড় করাইয়া তুলিয়া ধরিবে না? যদি বাঙ্গালী উন্নত জীবনের কখনো আশা করিয়া থাকে, তবে তাহার অবসর আজ আসিয়াছে! আমাদের বিশ্বাস এ সুযোগের সদ্ব্যবহার জীবনে আমরা করিতেছি—উপেক্ষা করিবার অবসর কোথায়? বাঙ্গালী এক দিন যে প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হয়ে গাহিয়াছিল—

"এহেন কাহিনী, এহেন স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।"

আজ সে দিন আসিয়াছে—আজ বাঙ্গলার নবজীবনের প্রতিষ্ঠার দিন আসিয়াছে।

অবশ্য আমরা ইহাও স্বীকার করিব—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এ কীর্ত্তির রেখা যে কখনো সম্পাতিত হয়নি তাহা নহে। অতীত যুগের ইতিহাস তাহার সে যশের সাক্ষ্য দান করিবে। সে আজ শত বৎসরের কথা, বাঙ্গালী এমনি ভাবে রাজার

জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। মোগল সম্রাটের শাসনকালেও বাঙ্গালী অসি ধারণ করিতে বিরত থাকে নাই, ইতিহাস পাঠককে তাহা স্মরণ করিয়া দিতে হবে না। সুতরাং বৈদেশিক শাসনেও বাঙ্গালী যখনই সুযোগ পাইয়াছে, সে তার বীরত্বের, স্বদেশ-বাৎসল্যের ও সর্ব্বোপরি রাজভক্তির পরিচয় দিতে ক্ষান্ত থাকে নাই—তাহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি! বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে রক্ত প্রবাহিত,তাহাতে বাঙ্গালীকে একটা সৈনিকের জাতিতে পরিণত করিতে পারে এ বিশ্বাস আমরা বহুদিন হতে করিয়া আসিয়াছি। রাজদ্বারে তাহার জন্য বহুবার প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা একদিন সফল হয়নি। কিন্তু আজ আমাদের এমন কিছু সম্বল নাই, যাহাদ্বারা আজকার এই সৌভাগ্যোদয় জন্য আমরা মহিমান্বিত সম্রাটকে ধন্যবাদ দেই। আমাদের জাতির জীবনটাকে আমরা আজ ফিরিয়া পেয়েছি, আজ আমরা অবসর পেয়েছি, এই অবসরে বাঙ্গালীকে, বাঙ্গালীর ক্ষত্রিয় শক্তি কায়স্থজাতিকে গড়িয়া তুলিলে, সে রাজার সাহায্য করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ হবে না, বাঙ্গালীর বীরত্বের বল শূরত্বের সাহস একটা সহায় হ'তে পারিবে।

বাঙ্গালীর এই ভাগ্যস্রোতের অনুকূলপ্রবাহে ভাসমান বাঙ্গালীকে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাবাদী বাঙ্গালীকে, আচারনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রী বাঙ্গালীকে আমরা বলিতেছি—তোমরা যদি যথার্থই দেশকে গঠন করিতে চাও, দেশের উন্নতি সাধন করিতে চাও, যে প্রবাহে ভাসিতেছ, তাহা শার্দ্দুল বিক্রমে অবক্রভাবে এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলিত কর্ম্মতরঙ্গময় মহাসমুদ্রের পারে এসে উত্তীর্ণ হও। তোমারা সমস্ত ঈপ্সিত বস্তুই পাইবে, তোমার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা মিলিবে, তোমার সমাজ সুশৃঙ্খল হইবে, তোমার ঐহিত পারত্রিক সকল মঙ্গল নিলয় এখানে। এত দিন ধরিয়া বাঙ্গালী যে নীতির অনুসরণ করিয়াছে, দেশকে সমাজকে উদ্ধার করিবে বলিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছিল, সে নীতি ছাড়িয়া দাও। সমাজনেতৃগণ যে আলেয়ার ছায়ার দিকে ছুটিয়া ছিলেন –দেশকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম আমরা দেখিয়াছি, নবতর বর্ণাশ্রম সমাজের আন্দোলনের পরিণতি আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, এইবার যদি পার তোমাদের সম্মুখে উত্তম অবসর, বাঙ্গালীকে এই পথে চালিত কর। ইহাতেই দেশে সুমানুষ হবে।

মেকলে আমাদের চরিত্রে যে কালিমার তুলির টান দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অপসারণ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আজ আমাদের এমন দিন আসিয়াছে যে, মেকলে তাঁহার যে কক্ষে বসিয়া সভ্যসমাজে বাঙ্গালী-চরিত্রের যে ঘৃণিত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতেই আজ বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্য সত্যপরতার

প্রকটমূর্ত্তির প্রশংসাবার্ত্তা ছুটিয়া আসিতেছে, আমাদের অবসর আসিয়াছে। তাহারা এত দিন যে জাতিটাকে একটা বৃথা কল্পনার বশে তুচ্ছ করিয়াছে—সে জাতি তেমন তুচ্ছীকৃত হইবার জাত নহে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক কোন জাতির মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনুর্ব্বর নহে। তাই বলিতেছি এ সুবর্ণসুযোগে আমরা আবার বাঙ্গালীকে বলিতেছি —বাঙ্গালী জাতির নামের উপর থেকে মেকলে অঙ্কিত কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেল, মেকলের জাতিকে দেখাও—বাঙ্গালী কি না করিতে পারে।

বাঙ্গালী জন্ম গ্রহণ করিয়াই মাতার কাছে চাকরীর কথা, পিতার কাছে শুনে অর্থ উপার্জ্জনের ইতিহাস। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি গঠিত হইয়াছে—বিদ্যাশিক্ষার মাঝেও পয়সা উপার্জ্জনের অভিসন্ধি চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু শ্রমবিমুখতা যেন বাঙ্গালীর মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। চাকুরে শ্রেণী বলেন,—পরাধীন জাতি উপায় নাই। আমরা বলি—ভাই বাঙ্গালী, তোমার যে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর আপনাকে নানা ছন্দে আবদ্ধ রাখিও না। ঐ শুন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তোমাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন—

"পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিওনা ভালছেলে করে।"

আমরা বলিতে চাহি না, কেন আজ এখন এ কথার সমর্থন করিতেছি! কিন্তু শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব, তোমরা যে আসল ছাড়িয়া নকলের উপর এতটা ঝুকিয়া পড়িয়াছ, তোমরা না বেদের অনুসরণকারী? তোমরা না উপনিষদের উপদেষ্টা? তোমরা না বৈদান্তিক? তবে আর বাহিরের বন্ধনের প্রতি এত অনুরাগ কেন? এইবার তাহা ছিন্ন কর। রণরঙ্গের অনুরাগী হইয়া সম্রাটের জন্য সমরপ্রাণী শূরের ন্যায় সকলে সমবেতভাবে বঙ্গজননীর গৌরব বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা কর, এ সুযোগ ত্যাগ করিও না।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহরায়বর্ম্মা।

মতের অস্থিরতা।

গত শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় 'নিরুপবীহকায়স্থ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠে মনে হইল, পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যকে প্রতিকূল মতের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে জানি না, কি মোহবশে প্রস্তুত হইয়াছেন! লেখক সরকার মহাশয় একজন পলিতকেশ ব্যক্তি। আজীবন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী, জাতিভেদ তাঁহার চক্ষুশূল। শুধু মনের তাদৃশ বল নাথাকায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। গৃহ মধ্যে থাকিয়া মূষিক যেমন তীক্ষ্ণ-দন্তে গৃহ-বন্ধন কর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, স্বভাব বশে আশ্রমের মধ্যে থাকিয়াও তদ্রূপ সরকার মহাশয় জাতিভেদের বন্ধন ছেদন করিতে চাহেন! বহুপ্রবন্ধ ও কবিতায় আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রবীন সম্পাদককে দু'চার কথা বলিবার ছলে উপবীত গ্রহণের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তন চেষ্টার অপচয় করিতে পারিবে কিনা বলিতে পারি না—তবে আশঙ্কাজনক বটে! একে'ত কায়স্থ জাতির কতকগুলি শক্তিশালী ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণে বীতস্পৃহ ও উদাসীন। তাহাতে তাঁহাদের আচরণের সমর্থক পাইলে তাঁহারা যে নিরুদ্বেগে সুপ্তি-সুখ ভোগ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক মহাশয় যদি কাহারও প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি তজ্জন্য অনুযোগ লাভ করিবেন; তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তিনি কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনের আহ্বানকারী উপবীত হীন সভ্যবর্গকে শূদ্রাচারী বলায় তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইয়াছে কি না, তাহাই আমরা দেখিতে যত্ন করিব।

আমাদেরও মনে রাখিতে হইবে—শূদ্র ও শূদ্রচারী এককথা নহে। উপবীত হীন কায়স্থবৃন্দকে শূদ্র বলিলে অন্যায় বলা হইত—শূদ্রাচারী বলা কোনরূপ অপরাধ হয় নাই। মধুবাবু বলেন, "শাস্ত্র বর্ণিত শূদ্র বাঙ্গালায় নাই, কেহই নিজকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করে না; কায়স্থও প্রকৃত শূদ্র নহে নহে।" কায়স্থ যে প্রকৃত শূদ্র নহে, তাহা প্রতিভা সম্পাদক ভালরূপই জানেন; তাই'ত তিনি কায়স্থকে শূদ্র না বলিয়া উপবীত হীনতার জন্য শূদ্রাচারী বলেন। সত্যের অনুরোধে ইহা আমরা বলিতে বাধ্য, যে কতিপয় পুরুষ যাবৎ বাঙ্গালার কায়স্থগণ সমাজ কর্ত্তৃক শূদ্র নামে অভিহিত। ক্রিয়া কলাপে ক্ষত্রিয়োচিত আচার বর্জ্জিত; মধুবাবু কি, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন?

কায়স্থ যে শূদ্রবর্ণ এ সংস্কার কি কায়স্থ জাতির মজ্জাগত হইয়া যায় নাই? যে বাখরগঞ্জ জেলায় তাঁহার বাড়ী, আমরা তথায়ই তাঁহাকে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বলি,—শূদ্রের হুঁকা, 'শূদ্রের যায়গা' 'শূদ্রপণ্ডিত' 'শূদ্রের দান' প্রভৃতি শব্দ কায়স্থ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে কিনা? কেঁচোকে সাপ বলিলে যাহা হয়, কায়স্থ কখনও শূদ্রাচারী হয় নাই; বলিলেও তদ্রূপ অসত্য উক্তিপূর্ণ শাব্দিক দাম্ভিকতা প্রকাশ করা হয় মাত্র। আমরা দেখিতেছি, কায়স্থ অতি পূর্ব্বে যাহা ছিল, অধুনা তাহা নাই—শোচনীয় অবস্থালাভ করিয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রাণপাত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে হইবে। সরকার মহাশয়ের মতে অক্ষয় অব্যয় আত্মার ন্যায় অপরিবর্ত্তণীয় অবস্থায় কায়স্থজাতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কালের বক্ষে পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার বিশ্বাস, কায়স্থ জাতির কখনও উপনয়ন সংস্কার ছিল না—বৌদ্ধ বিপ্লবে উপবীত পরিত্যাগ মিথ্যা কথা! বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা, বামদেব, ত্রসদস্যু প্রভৃতি ঋষিগণের উপবীত ছিল না—সুতরাং উপবীত গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন! সরকার মহাশয়, যখন বলিতেছেন, কায়স্থের উপবীত ছিল না, তখন তাহা নীরবে অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম! কায়স্থ জাতির উপনয়ন প্রসারণের জন্য যে এত যত্ন, এত শ্রম, এত অর্থ ব্যয়, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আমাদের মন অগ্রবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছিল! ভাবিয়াছিলাম, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের প্রণীত বেদসংহিতার অনুবাদক ঋষিকল্প মধুবাবু আমাদিগকে এ যাত্রায় বাঁচাইলেন। ওগো তাত হল না—সরকার মহাশয়ের মতের অস্থিরতায় আমাদিগকে বিপদে ফেলিল! তিনি কায়স্থের উপবীতহীনতা প্রমাণ করিতে করিতে একি করিলেন! এরূপ লিখিলেন কেন? "এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হয়ত, কেহ মনে করিবেন, আমরা উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছি। কায়স্থ-সভা স্থাপনের পূর্ব্বেই আমরা সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সভাস্থাপনের অত্যল্প পরেই প্রথমে আমার গৃহে উপনয়ন সূত্র ও সাবিত্রী মন্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হয়। আমরা কখনই উপনয়ন বিরোধী হইতে পারিব না।" এবম্বিধ শ্যাম-কুল উভয় রাখিবার বৃথা প্রয়াস আমরা স্থির মস্তিষ্কে কখনও দেখি নাই, যদি কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার কখনও ছিল না—প্রয়োজনীয়তাও নাই; তবে অনর্থক তাহা লওয়া কেন? প্রথম উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের গৌরব লাভের লোভটুকুই বা কেন? সরকার মহাশয়ের বালোচিত ব্যবহারে আমরা ক্ষুব্ধ।

আমরা চাই, উপনয়নের প্রয়োজন না থাকিলে যিনি পারেন, তিনি তাহা

প্রতিপন্ন করত সমাজের উপকার করুন। অথবা উপনয়নের আবশ্যকতা থাকিলে যথাসাধ্য তাহার সমর্থন করুন, ইহাই মনুষ্যত্ব। "নৌকায় যাবি—হাঁ; হেটে যাবি হাঁ" এরূপ দৌর্ব্বল্য অবশ্য পরিহর্ত্তব্য। এই প্রকার ব্যবহারে সমাজের উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। মধুবাবুর ধারণা, উপবীতী হইয়া কায়স্থেরা নাকি কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই। ইহা কি সত্য? উপবীতী হইয়া কায়স্থেরা অনেকস্থানে ক্ষত্রিয়োচিত অশৌচ পালন করিতেছেন—ক্বচিৎ কোন স্থলে ব্রাহ্মণাভাবে স্বস্ব পূজাব্রতযজ্ঞাদি আপনারাই নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেছেন; ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জীবন ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করিতেছেন, শূদ্রাচার পরিবর্জ্জিত হইতেছেন, অনুসন্ধান করিলেই লেখক মহাশয় জানিতে পারেন। সত্য বটে স্থূল বিশেষে উপবীত গ্রহণ করিয়াও শূদ্রাচার পরিবর্জ্জিত হইতে পারে নাই। সে কেবল স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ বা সহানুভূতির অভাব অথবা স্বীয় শক্তির অল্পতা হেতু। সমস্ত কায়স্থ উপবীতী হইলে ক্ষত্রিয় সংস্কার হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রত হইলে নিশ্চিতই শূদ্রভাব বিদূরীত হইবে। ইহাতে যে হতাশ হয়, তাহার ধীরতা প্রশংসনীয় নহে। সরকার মহাশয়ের মনোগত অভিপ্রায়, উপবীতী হইয়া ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিয়া, স্ব স্ব যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমকক্ষ হইয়া সম্পন্ন করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে কি সমাজের কল্যাণ হইবে? ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিয়া পার্শীজাতির ন্যায় একটী ক্ষুদ্রজাতি হইয়া থাকিতে পারিবে—দেশের কোন কাজেই আসিবে না। কায়স্থকে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে, ব্রাহ্মণকে তাহার সহযোগী না রাখিলে সমস্ত বঙ্গের জাতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করা কখনই কায়স্থের শক্তিতে কুলাইবেনা। ব্রাহ্মণকে বিদ্বেষ করিলে জাতীয় জাগরণ অসম্ভব। দেশে জাতিভেদ কখনও উঠিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না; সেই দেশে ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করিলে চলিতে পারেন—ব্রাহ্মণ জাতিভেদের মধ্যে সংযোগ তন্তু। ব্রাহ্মণকে তাঁহার কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয় জীবন গঠন করিতে হইবে। 'সবুরে মেওয়া ফলে' জ্ঞানী সরকার মহাশয় ইহা বিস্মৃত হন কেন? সমাজে বিপ্লব ঘটান সহজ, শান্তি আনয়ন কঠিন। সরকার মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি, যদি সতর্কতা ও চিন্তাশীলতার সহিত মতামত প্রকাশ করেন, তবে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আশা করি, তিনি যখন তখন যাহা তাহা লেখনীর মুখে বাহির করিয়া সমাজ বিক্ষুব্ধ করিবেন না। প্রিয় পাঠকদিগকে বলি, তাহারা যেন উপনয়নের বিরুদ্ধ কথায় কর্ণপাত না করেন। সংস্কার গ্রহণ ভিন্ন কায়স্থজাতির সমুন্নতির আশা নাই। যাহারা এক্ষণও উপবীত হীন তাহারা সমাজ হিতৈষী হইলেও শত্রু মধ্যে গণ্য, যেহেতু তাঁহাদের আদর্শে উপবীতীর

সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে না। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যতশীঘ্র সম্ভব, উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করা। উপবীতী হইলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়োচিত আচারও শক্তি কায়স্থ জাতিকে আশ্রয় করিবে। বঙ্গের সুদিন প্রত্যাগত হইবে। কায়স্থজাতির আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণের পথে বাধা উৎপাদন করা কায়স্থ নামধারী কাহারও কর্ত্তব্য নহে—তাহা ঘোরতর পাপ।

শ্রী শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

গৌড়-কাহিনী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সঙ্কটের সূচনা।

সহস্র প্রজাপুঞ্জের হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনির মধ্যে মহানায়ক দিব্যক বরেন্দ্রীর রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে বরেন্দ্রীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভীমের সুতীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসের আঘাতে মহারাজ মহীপালদেবের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে বীরবর সুরথসেনের শোচনীয় হত্যার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। হরিপালের বৈষয়িক মনোবাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। তিনি মথুরাপুরের সামন্তপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ভীমের অনুগ্রহে তিনি এক্ষণে বরেন্দ্রীমণ্ডলের মহানায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরেন্দ্রে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার বাধ্যানুগত হইয়া পড়িয়াছে—শত্রু আতঙ্কে ও মিত্র সদ্ব্যবহারে। কিন্তু এই রূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের ও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও হরিপাল এত বিমর্ষ কেন? বাস্তবিক, আজকাল হরি সর্ব্বদাই যেন কি এক গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন—যেন নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণ মেঘের উদয় হইয়াছিল, যেন কুসুম-কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মথুরাপুর প্রাসাদের বহির্ব্বাটির অলিন্দে উপবিষ্ট হইয়া হরিপাল কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সময়ে সময়ে সম্মুখ-ভাগের রাজপথের দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন—যেন কাহারও জন্য

প্রতিক্ষায় তিনি বসিয়াছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু যাহার প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি তখনও উপস্থিত হইল না। হরিপাল ক্রমে বিচলিত চিত্ততার পরিচয় দিতে লাগিলেন। সামান্য সামান্য শব্দে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সম্মুখ দিয়া একটা মুষিক সড় সড় শব্দে চলিয়া গেল, তিনি সেই শব্দকে যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহরই পদশব্দ মনে করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এইরূপ আরও কিছুক্ষণ চলিয়া গেল। অবশেষে দেলিতে দেখিতে সেই সান্ধ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া সত্য সত্যই এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র হরিপালের বিমর্ষভাব কিছু অন্তর্হিত হইল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে, রঘুদত্ত, সংবাদ কি?"

রঘু। সংবাদ সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।

হরি। কি সংবাদ?

রঘু। সোমেশ্বর সিংহের কন্যা এক্ষণে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে অবস্থান করিতেছেন।

দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামের নাম শ্রবণ করিয়া হরির বদনমণ্ডল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি জানিতেন যে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে কেবলমাত্র ভিক্ষুণীগণ বাস করিয়া থাকেন। তৎকালে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘারামে পুরুষ প্রবেশ এককালীন নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্ঘারাম সংক্রান্ত—বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্ঘারাম সংক্রান্ত নিয়মাবলী সমধিক কঠোর ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, পরাক্রান্ত নৃপতিগণও ঐ সকল সঙ্ঘারাম সংক্রান্ত নিয়মাবলী কিম্বা তাহার কোন অংশ ভঙ্গ করিতে সাহসী হইতেন না। সঙ্ঘরামের উপর কোন প্রকার বল প্রকাশ করা তৎকালে অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং কেহ ঐ প্রকার কার্য্য করিলে তাহার গুরুতর শাস্তি বিধানের নিয়ম ছিল। এ দেশের জনসাধারণ চিরকালই নিতান্ত ধর্ম্মভীরু। ধন প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহারা ধর্ম্মকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং জনসাধারণের উপর রাজা অপেক্ষাও ধর্ম্মাচার্য্যগণের কর্তৃত্ব ও প্রভাব অধিকতর ছিল। এমন কি স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বৌদ্ধাচার্য্যগণের আধিপত্যের যুগে তাঁহাদের ক্ষমতার সীমা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের ইঙ্গিতে জনসাধারণ পরিচালিত হইত। প্রবল জনসঙ্ঘ ইঁহাদের হস্তগত থাকায় দেশপতি পর্য্যন্ত এই সকল বৌদ্ধাচার্য্যগণের ভয়ে কম্পান্বিত হইতেন। কোন সঙ্ঘ কিম্বা বিহারের নিয়মাবলী ভঙ্গ করা দেশপতি-

গণের পক্ষেও অসাধ্য ছিল। সুতরাং হরিপাল যখন শুনিলেন যে সোমেশ্বর সিংহের কন্যা দেদ্দাপুরে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সজোরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গুপ্তচরকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, সোমেশ্বর সিংহের কন্যা যে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে আছেন, তাহার সন্ধান তুমি কিরূপে পাইলে?"

গুপ্তচর। আচার্য্য শান্তশীলের নিকট জানিতে পারিয়াছি।

হরি। আচার্য্য শান্তশীল কে?

গুপ্ত। গোপাল চৈত্যের সঙ্ঘারামের নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণকে ইনি বৌদ্ধশাস্ত্র-সমূহ শিক্ষা দিয়া থাকেন।

হরি। আচার্য্যের সহিত সোমেশ্বর সিংহের কন্যার কিরূপে পরিচয় হইল?

গুপ্ত। তিনি সোমেশ্বর সিংহের জীবিতকালে একবার মথুরাপুরে গিয়াছিলেন। তখনও তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেন নাই। সেই সময় তিনি সোমেশ্বর সিংহের কন্যাকে দেখিয়াছিলেন।

হরি। কিন্তু সোমেশ্বর সিংহের কন্যা যে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে আছেন, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুপ্ত। কিছুদিন পূর্ব্বে মাধবীদেবী গোপালচৈত্য সঙ্ঘারামের নিকটবর্ত্তী একটি মঠে আসিয়াছিলেন।

হরি। বৌদ্ধমঠের নাম?

গুপ্ত। মালঞ্চমঠ।

হরি। কিজন্য আসিয়াছিলেন?

গুপ্ত। কিজন্য আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে আচার্য্য শান্তশীল তথায় মাধবীদেবীকে মহাস্থবির দশবলগর্ভের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছেন।

হরি। সঙ্গে আর কেহ ছিল?

গুপ্ত। আর একজন ভিক্ষুণীও ছিল।

হরি। তাঁহারা যে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে থাকেন, তাহা কিসে বুঝা গেল?

গুপ্ত। আচার্য্য শান্তশীল সোমেশ্বর সিংহের কন্যাকে ভিক্ষুণীবেশে দেখিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নিজ সঙ্ঘারামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

হরি। শান্তশীল এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভিক্ষুণীবেশধারিণীগণের পশ্চাদনুশরণ করিলেন কেন?

গুপ্ত। আচার্য্য যুবাপুরুষ, তাঁহার অভিসন্ধি বিশুদ্ধ নহে।

হরি। বুঝিয়াছি; কিন্তু আচার্য্যকে হস্তগত করিলে কিরূপে?

গুপ্ত। নানাপ্রকার প্রলোভন দিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়াছি। আপনি স্বয়ং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছি।

হরি। মহাস্থবির দশবলগর্ভের পরিচয় কিছু পাইয়াছ?

গুপ্ত। তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

হরি। কেন?

গুপ্ত। তাঁহার পরিচয় কেহ জানে না। তবে বৌদ্ধাচার্য্যগণের ও সাধারণের বিশ্বাস যে তিনি সিদ্ধপুরুষ। বৌদ্ধগণ বলেন যে, মহাস্থবির দশবলগর্ভের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ তিনি দরিদ্রের বন্ধু, উৎপীড়িতের ত্রাণকর্ত্তা, মহামারী-গ্রস্ত জনপদবাসীর সহায়। তিনি আর্ত্তের সেবা করেন—আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান করেন—পীড়িতের চিকিৎসা করেন—সন্তপ্ত পাপীকে ধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণীতে সুপথে আনয়ন করেন।

হরি। তিনি কোথায় বাস করেন?

গুপ্ত। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। কোন সঙ্ঘারাম, কি বিহারে, কি চেত্যে, কি লোকালয়ে বাস করেন না। কিন্তু সকলে বলে যে, কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে মনের সহিত স্মরণ করিলে, তাহার নিকট তিনি অকস্মাৎ উপস্থিত হন।

হরি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ?

গুপ্ত। না। তবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ও গৃহস্থগণ অনেকে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত উচ্চারণ করে।

গুপ্তচরের সংবাদে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত হরির বদনমণ্ডল গম্ভীর বিষণ্ণভাব ধারণ করিল। মনে মনে ভাবিলেন দেদ্দাপুর ভিক্ষুণীসঙ্ঘে অবস্থিতা, সম্ভবতঃ মহাশক্তি-শালী মহাস্থবির দশবলগর্ভের সংশ্রবান্বিতা মাধবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বুঝিলেন কোনপ্রকার বলপ্রকাশ করিতে গেলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই। তথাপি আশার মোহ ছাড়িতে পারিলেন না। গুপ্তচরের কর্ণকুহরের সমীপে স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় স্থাপিত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন—

"যথাসাধ্য গোপনে সতর্কতা সহকারে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া বালিকাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা কর। উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃপর গুপ্তচর আর বাক্যব্যয় না করিয়া মস্তক ঈষৎ সঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং অভিবাদন করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

গুপ্তচর অদৃশ্য হইবার পর হরি আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সহসা হরি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, সেই সান্ধ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া একজন দীর্ঘকায় সৈনিক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দীর্ঘকায় পুরুষের আকস্মিক আবির্ভাবে হরির চিন্তাস্রোতঃ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর যখন সেই দীর্ঘকায় পুরুষ আরও অগ্রসর হইয়া হরিকে অভিবাদন করিয়া হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল, তখন তিনি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং লিপিখানি হাতে লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে কিয়ৎকাল এপিঠ ও পিঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সৈনিক পুরুষের দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈষদুচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

সৈনিক। মহাস্থান গড় হইতে।

হরি। চিঠিখানি কাহার?

সৈনিক। স্বয়ং মহারাজ ভীমের।

হরি। কি জন্য?

সৈনিক। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। পত্রে বিস্তারিত অবগত হইবেন। আপনাকে অবিলম্বে মহাস্থানগড়ে যাইতে হইবে।

হরি। এই রাত্রেই?

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ, এই রাত্রেই।

হরি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপালোকের সাহায্যে পত্রখানি দেখিলেন। বুঝিলেন চিঠিখানি ভীমের স্বহস্ত লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত। তাড়াতাড়ি চিঠির আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তারপর পাঠ করিতে লাগিলেন—

"প্রিয় সুহৃদ্,

সাহসা বিষম সঙ্কটের সংবাদ আসিয়াছে। অঙ্গরাজ্যের দূত রাজা মহনদেব ও কুমার রামপালদেবের সাক্ষরিত একখানি লিপি লইয়া অদ্য প্রভাতে আমাদের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লিপির মর্ম্ম এই যে—'মহারাজধিরাজ পরমভট্টারক পরম সৌগত শ্রীশ্রীমহীপালদেবের অভাবে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরম সৌগত শ্রীশ্রীশূরপালদেব এক্ষণে গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিশ্বর হইয়াছেন। বরেন্দ্রী তাঁহাদের জনকভূমি। তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ না করিলে, তাঁহারা বাহুবলে বরেন্দ্রী অধিকার করিবেন।' আমরা দূতকে বাহুবল প্রয়োগের উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়াছি। শীঘ্রই গুরুতর ঘটনা পরম্পরা সঙ্ঘটন হইবার সম্ভাবনা। প্রেরিত পত্রবাহক-অশ্বারোহী-অবিলম্বে রাজধানীতে আগমন করিবে। বিশেষ আবশ্যক জানিবে। ইতি—

শ্রীভীম।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া হরি মুহূর্ত্তকাল কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর অদূরবর্ত্তী একজন প্রতীহারকে ডাকিয়া জনৈক অশ্বপালসহ একটি সুসজ্জিত দ্রুতগামী অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং চারিজন অশ্বারোহীকে তাঁহার সহিত তখনই মহাস্থান গড়ে গমন করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে অশ্ব ও অশ্বারোহী চতুষ্টয় সুসজ্জিত বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন প্রধানকর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া হরি সেই অশ্বারোহী চতুষ্টয় ও পত্রবাহককে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া অশ্বারোহণে মহাস্থান দুর্গাভিমুখে সবেগে প্রধাবিত হইলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন।

কায়স্থদ্বেষি ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, কায়স্থ শূদ্র। কায়স্থের সংস্রবে থাকা হেতু ব্রাহ্মণের পাতিত্ব দোষ অর্শে বিবেচনায় কেহ কেহ কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলেন। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ নাই। লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় পুস্তকে কায়স্থকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন। এবং ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কায়স্থকে অস্পর্শীয় চামার সমান জাতি বলিয়াছেন এবং কায়স্থজাতিকে বেশ্যাপুত্রের বংশধর বলিয়াও কেহ কেহ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

কায়স্থদ্বেষি ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণকে ব্রাহ্মণ প্রণীত দেবীবরের মেলবন্ধন, কুলমর্দ্দন কাব্য, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ গ্রন্থাবলী ও ৺মতিলাল

রায়ের যাত্রার 'কুলীনকন্যা'র সংটী পড়িয়া দেখিতে প্রার্থনা করি। এবং বঙ্গের কুলীন সম্প্রদায়ের কুলের কুলকাহিনী দেখিতে অনুরোধ করি। যাহাদের পৈতার সময় পিতার নামের অনুসন্ধান করিতে হয়। তাঁহারা অন্যকে বেশ্যাপুত্রের বংশ বলিতে কুণ্ঠিত হন না ইহা অতি আশ্চর্য্য। এবং অজ্ঞাত কুলশীলের পুত্র কন্যা (ভরণ বিবাহ) প্রভৃতিতে পাতিত্ব দেখিয়াও যাহাদের জ্ঞান জন্মে না, কাশীর কেশব ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের প্রভেদ কি বুঝিতে পারি না।

নিজেদের কুল রক্ষা বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া অপরের কুলজি চর্চ্চা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে সুখের বিষয় বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ-সভা হইতে দেবীবরের মেলবন্ধন ও বল্লালী প্রথার সংশোধনের চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করি ব্রাহ্মণ-সভার যত্নে ব্রাহ্মণ কুলের কুপ্রথা ও ভরণ-বিবাহ আদি উঠিয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ বংশে খাটী ব্রাহ্মণ উদ্ভব হইবে।

কোন কোন কায়স্থদ্বেষি ব্রাহ্মণ বলেন যে, কায়স্থ-সভার অর্থে কতকগুলি নগণ্য, লোভী ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থগণ কোন কালে ক্ষত্রিয় ছিল না। উহারা চিরকালই নিকৃষ্ট শূদ্র, পুরুষানুক্রমে তিন বর্ণের দাসত্ব করিয়া জীবন কাটাইয়াছে; এক্ষণে ইংরাজ রাজার রাজত্বে নানাবিধ অসদ্ উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া অহংকার বসে ইহারা চাঁদ ধরিতে চাহে; নিকৃষ্ট শূদ্র হইয়া ক্ষত্রিয় হইতে বাসনা করা তাহাদের ধৃষ্টতা ভিন্ন কিছুই নহে।

কায়স্থগণ ১৩০৯ সালের শেষ সময়ে কায়স্থ সভা সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ১৩১০ সালে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়তা প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং ১৩১৩ সাল হইতে কায়স্থগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাদি গ্রহণ উপনয়ন লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপনের কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই।

কায়স্থ-সভা সংস্থাপনের বহুপূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিয়োগের কথা উঠিলে, বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে শূদ্র বলিয়া তাঁহার নিয়োগে আপত্তি উত্থাপিত করেন। গবর্ণমেণ্ট উহার মীমাংসাজন্য নিরপেক্ষ, সত্যবাদী পরমবিজ্ঞ মহাত্মা ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর ঐ বিষয়ের মীমংসার ভারার্পণ করেন। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ আপত্তিকারীগণের অসঙ্গত আপত্তি খণ্ডন করিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শূদ্র নহেন, কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় তাহা প্রমাণ করিয়া

মতে স্বমত প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। বহুতর ব্রাহ্মণগণের আপত্তিস্বত্বেও কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গ্রহণেই গবর্ণমেণ্ট ৺প্রসন্নকুমার বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্যে বহাল করেন।

কিছুদিন পরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মধ্যে যাঁহারা পাণ্ডিত্যে খ্যাতিমান তাঁহাদিগকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিভূষণে ভূষিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করেন, এবং ঐ সময় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার এম-এ,বি-এল্, মহাশয়কে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদানে ভূষিত করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে সম্মানিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, তৎপক্ষে কাহারও বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।

কাশীরাজের সভায় তদ্দেশীয় বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। কাশীরাজ ভবনে কোন কার্য্যে কখন কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ব্রতী হইতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীশ্বর স্বভবনে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সময়ে মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তাঁহার স্বদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রাজপুরোহিত নির্ব্বাচন করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পাদন করান। মহারাজ নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণ পূজাদি করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। কাশীরাজকুলে কখন কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ঐরূপ সম্মানে সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, কখন কেহ নিমন্ত্রিতও হয়েন নাই। সেই মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় স্বীকারে, তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার, এম-এ, বি-এল্, মহাশয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়তা সংস্থাপন ও উপনয়ন গ্রহণোদ্যোগের বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তখন তিনি যে কায়স্থগণের অর্থের দ্বারা বসিভূত হইয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তাঁহার ইতিহাসের বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় পৃষ্ঠা হইতে ৩য় পৃষ্ঠা।

"শূদ্রজাতি।—ক্রমে আর্য্যজাতি বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণাত্যে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। যাহারা এদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, তাহারা রণে পরাজিত হইয়া অরণ্যে ও পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় লইল। তাহাদের সন্তান সন্ততিরা অধুনা ভীল, কোল, সাঁওতাল, পুলিন্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত। আর অনেকেরা

আর্য্যদের নিকট অধীনতা স্বীকার করিল। তাহারা আর্য্য-সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিয়া নীচ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি অধুনা বঙ্গদেশে ডোম, বাগ্দী, চাঁড়াল, হাড়ি, মুচি, কাওরা প্রভৃতি নীচ জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কালক্রমে তাহারা বিজিত আদিম বাসীদিগের কিঙ্কর হইয়া 'শূদ্র' নামে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল।

ব্যবসায় অনুসারে জাতি বিভাগ।—আর্য্যদিগের মধ্যে ক্রমে ব্যবসায় ও জীবিকা অনুসারে জাতিবিভাগ হইয়াছে। যাঁহরা যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবন অতিবাহন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বিপ্র, ব্রাহ্মণ, ভূদেব প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইলেন, আর যাঁহারা প্রজাপালন, দান, যাগ, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিরত হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বলিয়া পরিচিত হইলেন, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে উক্ত উভয় জাতির কার্য্যের পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইত। ব্রাহ্মণের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যা চর্চ্চার নিতান্ত অভাব ছিল না, উহার দৃষ্টান্ত পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি। আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ ও অধ্যাপনার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত, যেমন রাজর্ষি জনক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দ্বিজনামে উক্ত হইতেন; কারণ তাঁহাদের উপনয়ন নিবন্ধন বেদপাঠে অধিকার হইলে দ্বিতীয়বার জন্ম হইল বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যেরাও দ্বিজনামে পরিচিত হইতেন, কারণ তাঁহাদেরও উপনয়নে অধিকার ছিল। বৈশ্যদিগের বৃত্তি দান, যাগ, অধ্যয়ন পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য। শূদ্রদিগের একমাত্র কার্য্য উক্ত তিন দ্বিজাতির সেবা ও শুশ্রূষা।

ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির সহিত কিঙ্কর শূদ্রের সংস্রবে অন্যান্য জাতির উৎপত্তি হইতে লাগিল। বোধ হয় এইরূপে মিশ্রিত বৈশ্যজাতি হইতে সদ্গোপ, তেলী, তামুলী, মালী, বারুই, তাঁতী, ময়রা, নাপিত, গন্ধবণিক, কামার, কুমার, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি নবশায়কের উৎপত্তি হইয়াছে। আর শূদ্রজাতি নিজের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তন ও জীবিকানুসারে কলু, খোপা, পোদ, পটোতিয়র, জেলে, স্যাকরা, ছুতর প্রভৃতি অন্ত্যজজাতি জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতা হইতে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি। আদি ধরিতে গেলে কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি বটে, তথাপি তাঁহারা উপনয়ন সংস্কার বিহনে ও যুদ্ধাদি কার্য্য বর্জ্জিত হওয়াতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৈবর্ত্ত দুই প্রকার, জেলে কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মৎস্যজীবী। আর চাষী কৈবর্ত্ত কৃষিজীবি ইহাদিগকে মাহিষ্য বলা যাইতে পারে, সুবর্ণবণিক আদৌ বৈশ্য সংস্রবে উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্বতন কর্ম্মদোষে অন্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ইতিহাসের উক্তিতে কায়স্থ শূদ্র বা সচ্ছূদ্র মধ্যে গণ্য নহেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। তবে উপনয়নে সংস্কৃত না হওয়ায় কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়াছেন। তাহাও স্বীকার করা হইতেছে, এজন্য এক্ষণে কায়স্থগণ শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী তিনিও ব্রাহ্মণ, তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে, জাতির কথায় কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিত মহোদয়গণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় স্বীকারে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে বেদ অধ্যয়ন করিবার অধিকার দিয়াছেন, এবং কায়স্থকে বেদান্তক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া বেদান্ত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

এই সমস্ত ঘটনা জেনে শুনেও যে কতিপয় কায়স্থদ্বেষি ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সে কেবল তাঁহাদের স্বভাব দোষে এবং নীচ সংসর্গে থাকা হেতুতে। ঢেঁকি ধান ভানিতে হইলেই কচ্ কচ্ শব্দ করে আর বঙ্গের ঢেঁকি অবতার কায়স্থগণ উপনয়নের কথা শুনিলেই কচ্কচি শব্দ করিতে থাকেন, এরোগের ঔষধ কি? কচ্ কচ্ শব্দের ঔষধ জল, ঢেঁকি অবতার কায়স্থের ঔষধ অন্তর্জল।

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

সমাজের দুরবস্থা।

অতি প্রাচীনকালে কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের রাজকীয় ব্যাপারে জাতীয় বিরোধ ঘটিয়াছিল। সুদূরব্যাপী ঘটনার পরিণাম ফল "বংশান্তে ব্রাহ্মণ রিপু" ফলতঃ বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ-সমাজ আর কি দেখাইবেন, পুরুষপরম্পরায় তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। জন্মান্তরীন সংস্কারোৎপন্ন বাসনাকে কেহ কি রোধ করিতে পারে? জাতি সর্পের ক্রোধ, মৃত্যুদ্বারা প্রশমিত হয় না, তাই

অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করা হইয়া থাকে। কালরূপ অগ্নি সমাজরূপ বিষবৃক্ষকে অচিরে ভস্মসাৎ করিবে বলিয়াই তাহার স্বরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

মনিষি ব্রাহ্মণগণের কোন দিনই সমাজ ছিল না ও নাই; তাঁহারা "শর্ম্মা" শব্দের সার্থকতা চিরকাল দেখাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই; যিনি দ্বেষ ও হিংসাদিরূপ বিষে উৎপন্ন বিসূচিকা অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন, সংসারে তাঁহার মত জিতেন্দ্রিয়ে মুখপাত্র স্বরূপ আর কেহই গণ্য হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে নমস্কার। এই দেহের জন্যই কুকার্য্য ও পাপাদি সাধিত হয়; সেই দেহ কি কাহার অক্ষয় হইয়া থাকিতে দেখা যায়? বিবেচক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই অকৃতজ্ঞ দেহের নিমিত্ত অনন্ত পারলৌকিক পথ রুদ্ধ করেন না।

আমি প্রাচীন ঘোষ বংশের বংশাবলী পাঠে দেখিয়াছি, নামের পর 'ঘোষস্য' অন্যবিধ (মিরবহর, রায়, কবিরাজ, ঠাকুর, মুস্তফী, সিকদার ও দস্তিদার প্রভৃতি) পদ প্রয়াগ আছে,—'দাস'শব্দ লিখিত নাই। এই 'দাস'শব্দ কেবল ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতে প্রচারিত হইতেছে তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণের চতুরতার কয়েকটি নোট বলিয়া দিতে হইল;—গৃহস্বামী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে "ফিরিওয়ালা" বাড়ী প্রবেশ করনান্তর স্ত্রী, বালক ও বালিকাদিগকে প্রলুব্ধ পূর্ব্বক লভ্যের পথ সুগম করিয়া মনোরথ সাধন করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া যজমানপত্নীদিগকে কেবল শূদ্রের পদ্ধতিতে ভুলাইয়া চিরপোষিত অভিপ্রায় সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণে ভক্তিমান সরল কায়স্থ বৃদ্ধকে কৌশল সহকারে মোহিত করিয়া এতাদৃশ স্বার্থ সাধনেরও চেষ্টা করিয়াছেন, যাহার ফলে শব্দকল্পদ্রুমের "কায়স্থ"শব্দে নূতনতর উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে ব্রাহ্মণ সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও ইহার দৃষ্টান্তস্থল; গত বৎসরের ব্রাহ্মণসম্মিলনীর "তর্করত্ন" স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে জাতি-বর্ণের কতই অসরল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা তাহার ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এসকল অবস্থায় পরিষ্কার রূপ বলিতেছি, হিন্দুর লুপ্ত চিহ্নটুকু অচিরকাল মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। হিমাদ্রির উচ্চতম শিখরে বা নিম্নতম গুহায় বসিয়া ঋষিগণ জাতি সাধারণের শ্রেষ্ঠতম হিন্দুর হিন্দুত্ব গঠন করিয়াছেন, আজ কতকগুলি উচ্চ অভিমানী অপরিণামদর্শীর হাতে, তাহার ধ্বংস হইতে চলিল। হে কায়স্থগণ! তোমরা কেন বৃথা চেষ্টাকর, আর কিছুই থাকিল না। যে শরীর ধ্বসে যায় তাহা কি যুক্তি তর্কে থাকিতে পারে? যে জাতি মুখ প্রাক্ষালন কালে পুকুর হইতে স্ব করে জল গ্রহণ করিয়া চক্ষু ও মুখ বিবর ধৌত করত পুনরায় পুকুরে নিক্ষেপ করে; আবার সেই জল সেই করে লইয়া তাহারই পুনরভিনয় করিয়া থাকে। সেই অবিবেচক জাতির আর কতদূর অগ্রসর হইবার আছে?

বৈদ্য সমাজ বলিতেছেন 'আমরা বৈদ্যাখ্য ব্রাহ্মণ' আমি বলি এভিন্ন ব্রাহ্মণাখ্য কতিপয় অভিমানী অব্রাহ্মণগণ এবং কায়স্থাখ্য শূদ্রগণ ও শূদ্রাখ্য চণ্ডালগণ সেইরূপ বৈশ্যাখ্য সাহা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিসমূহ যে ভাবে বর্ত্তমান যুগের সমাজরূপ ক্ষেত্রে যে সকল বর্ণবীজ বপণের কৃষক রূপে কৃষাণ হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়াখ্য কায়স্থের ধর্ম্মরূপ বীজধনের রক্ষা হইবে কি না সন্দেহ। হে ক্ষত্রিয়াখ্যা কায়স্থ! তোমাদের আপন জাতীয় কতকগুলি ভিন্ন মতাবলম্বী অভিমানিবর্গের নিকট তোমরা সময় সময় যেরূপ মথিত বা দলিত ও বিষম আঘাত পাইতেছ, তাহাতে বলিতে পারি, কুঠার বৃক্ষের শাখাকেই বল পাইয়া বৃক্ষের ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। তাদৃশ অবস্থায় পড়িয়াও কায়স্থগণ যেরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তাহা ভগবান চিত্রগুপ্তের কৃপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

"বীজ হইতে অঙ্কুর, তাহা হইতে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের অথবা বিবিধ শস্যের সৃষ্টি হইয়া, সমুৎপন্ন ফল সাধারণের ভোগে আসিয়া থাকে; তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার পরিচয় দেয়। অবস্থানভিজ্ঞের কার্য্যকারিতার ফল এড়াইয়া যদি একজন কায়স্থও ধরাধামে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে কালে আবার কায়স্থ বৃক্ষের ফল নয়নগোচর হইবে। ঈশ্বরের অসীম মহিমায় আর ব্রহ্মবাক্য অন্যথা হইবার নহে। পণ্ডিতাভিমানীরা যাহাকে অতি আগ্রহের সহিত অযোগ্য বলিয়া বুঝেন, বিধাতা তাহাদের দুরভিমান নষ্ট করিবার জন্য সেই ব্যক্তিতেই চরমকল্যাণ বিধান করিয়া রাখেন।

হে কায়স্থগণ! নিশ্চয় জানিয়া লও, ভিন্ন মতাবলম্বী অভিমানিবর্গ অপ্রাকৃত কার্য্যের ফল অচিরে ভোগ করিবে। আশ্রয়ী আশ্রিতকে আহার করিয়া আপনার বৃদ্ধি সম্পাদন করে, কিন্তু জানেনা যে, তাহাতে তাহাকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিয়া নিতেছে। বর্ত্তমান সময় অভিমানিবর্গ সে পথের পথিক্ হইয়াছেন। চক্ষু থাকিতে অন্ধ, মুখ থাকিতে খান না, নাসিকা থাকিতে আঘ্রাণ নেন না, কর্ণ থাকিতে বধির, হাত নড়ে না, পা চলে না অর্থাৎ সময়ানুরূপ কর্ত্তব্য পালন করে না। বল দেখি সমাজ শরীর কেন পোষণ করিবে? নিত্য ক্ষয়ে পতন অনিবার্য্য, আবার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদাদি যদি পরিত্যাগ করা যায়, কি হইয়া পড়ে, তখন সমাজরূপ

দেহের কি অবস্থা হয়? ইহারা ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে না বা ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে না। বলপ্রয়োগে সে সকল করিতে গেলে সমাজ শরীরের কিদৃশ অবস্থার সংঘঠন হয় চিন্তা করিয়া দেখ। শরীর এ অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারে না, তাহার তাদৃশ ইচ্ছাও হয় না, কেননা সে প্রকৃত কর্ত্তা অর্থাৎ মূল বৃক্ষ। পদ্ম যেমন সূর্য্য সম্বন্ধ পাইতে অনুরাগী হইয়া সলিল গর্ভ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যার যেটি, সে কেন তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে? যে যাহার কর্ত্তা নহে, সে কর্ত্তা হইতে চাহিলে তাহাকে কে মানিবে? হে অভিমানিন্! তোমাকে কেহ মানিবে না, তুমি আমাদের কর্ত্তা নহ, আপনা আপনি কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না; দৈবাৎ সঙ্ঘটনের ফল অবশ্যম্ভাবী,—তুমি বিদায় হও। তোমার শাস্ত্রব্যাখ্যা, বক্তৃতা এবং ক্রন্দন লইয়া তুমিই থাক, ঐ দেখ বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা, ঐ দেখ রেল, ষ্টিমার, হোটেল ও চাকুরিরস্থল, তুমিই কি দেখ না, তোমার দল কি করে নাকরে? ঐ দেখ – বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিমন্ত্রণাদির ব্যাপারে নানাস্থানে কিম্ভূতকিমাকার কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তুমি বা তোমরা যদি অভিমানী না হইতে, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিতে, যদি তোমাদের ব্যাস বচন স্মরণ থাকিত, তোমরা যদি স্বীয় জাতিধর্ম্ম রাখিতে পারিতে,হায়! তাহা হইলে এই যে অনর্থ ঘটিতেছে, তাহা কখনই হইতে পারিত না। আমি আশা করি তোমরা আপন দলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিবে, পরস্পর অভিমান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি পরস্পরের প্রতি উচিত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদের ব্যবহার গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র হয় কিনা। প্রকৃত স্বত্বাধিকার আপন স্বত্ব হইতে স্খলিত হইলে তাহাকে তাহা প্রদান করাই বিধেয়! উপকারীর উপকার করাই কর্ত্তব্য। খগেন্দ্র গড়ুর যেমন বজ্রপতন ভয়ে পক্ষত্যাগ করিয়াছিলেন, সইরূপ যাহার ধর্ম্মে সন্দেহ ঘটে (যুক্তি ও তর্কাদি ভাবনা ভুলিয়া) তৎক্ষণই অধর্ম্ম ভয়ে সেই মত পরিত্যাগ করিবেন, ন্যায্য কথা। পর্ব্বত দুহিতা নদীর পতি সাগর সঙ্গমই শেষ পরিণাম। বিবেচনা করিয়া দেখ,—উৎপত্তি বা জন্ম ও ধ্বংস বা মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ঘটিয়া থাকে; নানাস্থানে নানা ভাবে পরিণত হইয়া ভাল মন্দ সার্থের অভিমান করায় বিবিধ কষ্টের সূচনা করিয়া দেয়। অগ্র ও পশ্চাতের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের পথে সাবধান হও।

একান্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়—যেমন একটি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক আপন আসনে উপবিষ্ট আছেন, আর অধ্যায়নকারী ছাত্রবৃন্দ সমাগত হইয়া নিজ নিজ স্বভাবানুসারে ইচ্ছাকৃত কার্য্য করিতেছে, কেহই স্বকীয় কার্য্য দর্শন বা

তাহারা যাহা বলিতেছেন, তাহার ফল লক্ষ্য করেন না। অধ্যাপক আপন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া চতুষ্পাঠীর কে কি করে বা বলে নির্লিপ্তভাবে তাহা দেখিতে থাকেন ও শুনেন। তিনি প্রথম অবস্থায় মনে মনে হাসেন, পরে বুঝেন, জগতের এই ভাব, এই ভাবের জন্যই সংসার,—সংসার, সংসার অর্থাৎ অসার বা অস্থায়ী। তাহার ফল ত্রিধা,—জন্ম, স্থিতি (বৃদ্ধি) ও মৃত্যু। ঋষিগণ এইভাব সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া একমাত্র "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধদেব এজন্যই সংসারে বা মানব সমাজের ধন, জন এবং আত্মগরিমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমান হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্যই শুকদেব সারমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পিষ্টক খাইতে খাইতে দেবলোক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ ঘোর কলিকালে রূপ-সনাতন হীরকখণ্ড ও লোষ্ট্রে অভেদ জ্ঞান করিয়া যমুনা সলিলে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ ভাবিয়া দেখুন ইহাতে কি না আছে?

অজ্ঞানের কৃতকার্য্য সহ্য করা যায়, কিন্তু জ্ঞানীর ভাল করিয়া দেশ-কাল ও অবস্থা ভেদে চলিতে হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই ভারতীয় উপদেশ অথবা কাল ও দেশ, ইহারা নিজদের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মহৎ ব্যক্তিদিগেরও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। এই সকল উপদেশ যাহাদের জানা নাই, অজ্ঞানিবর্গ এক একটা সমাজ পাতিয়া, ধনের আড়ম্বরে মাতিয়া, অবস্থায় মাতব্বর হইয়া,—নিজেরা কতই জ্ঞানী মনে করিয়া,—আমরাই একটা কিছু, আর কেহ কিছু না, যাহা ইচ্ছা বলিতে বা করিতে পারি মনে করিয়া চলিলেই হয়, এই ধারণা করিতে চাহেন। যদি তাদৃশ কেহ থাকেন বা হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সম্মানের আসন পাইতে পারেন না। কালরূপ পাচক কর্ত্তৃক নিয়ত ধ্বংসের জন্য পাক হইতে থাকিয়াও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত নিজ অবস্থাকে যে বুঝে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার!!! দেশীয় কাথায় আছে,—

"ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম।"
"ঢাল নাই তরাল নাই গঙ্গারাম জোয়াদ্দার।"
"মিষ্টের নামে কিছু না কর্পূর কতখানি।"

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনায়, বিবাহক্ষেত্রে সামাজিকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিতান্ত মনের কষ্টে এই কয়েক পংক্তি লিখিত হইল। আশা করি প্রত্যেক অভিমানিবর্গ বিবেক অবলম্বন করিবেন। জগতের মঙ্গলের জন্য তৎপর হইবেন, প্রত্যেকেই আপন

আপন স্বত্ব রক্ষায় মনসংযোগ করিবেন, মনে রাখিবেন—বর্ত্তমানকাল কখনই অতীতের সমান হইতে পারে না।

হে বঙ্গীয় সমাজ! তোমরা বৃথা দ্বন্দ্বে কেন মাতিয়াছ? সরল সত্য পথে প্রত্যেক চলিয়া যাও। কূট ও হিংসাকে অশরীরি বলিয়া যে তাহাদিগকে ভয় ক'র না,—সেটা ভ্রম; উহাদিগকে ব্যাঘ্রাদির স্বরূপ দর্শন করিও।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার।

দয়াল।

দিনু যেগো আমি গহন তিমিরে
তুমিত আলোক জ্বেলেছ,
আমার তৃষিত অধর যুগলে
তুমি সুধাধারা ঢেলেছ।

যাহা সুন্দর, মধুর ভুবনে
দিয়েছ সকলি আমার জীবনে,
আমার সুখের তরে অনিবার
আরো কত কি যে দিতেছ।

এত যে আপন তুমি মোর, তবু
তোমা পানে ফিরে চাহি নাই কভু,
কৃতজ্ঞতা হীনে তথাপি চরণে
ঠেলে ফেলে নাহি দিয়েছ।

তোমার বিশ্ব মাঝারে রহিয়া
সুখ দুঃখ ভয় বিপদ বহিয়া
চলেছিনু দীন কাঙালের মত
তুমি বুকে টেনে নিয়েছ

মম সংসার গৃহধর্ম্মে
আমার প্রতি দিনের কর্ম্মে
তব গৌরব-নির্ভর ভরা
চিরসফলতা এনেছ।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

যমুনা তীরে।

হে কালিন্দি! প্রেমময়ি, কোথা তব মুকুন্দমারারি?
উচ্ছ্বসিয়া উঠেছিল ওগো এক দিন তব স্বচ্ছবারি—
সুনির্ম্মল নীলিমার মাঝে, পরিপূর্ণ তরঙ্গ ভঙ্গিমা,
রভস-লালসে লভি যাঁর বাঁশরীর স্বর-মাধুরিমা!
উৎকর্ণ উদ্বেল প্রাণে তুমি লো যমুনে বহিলে উজান;
কোথা আজি রাস-রসরাজ গোপীকান্ত রাধিকার প্রাণ?
সত্য করি কহ'ত আমারে তুমি কিগো সেই প্রবাহিনী—
যার তীরে প্রেমের বাজারে বিকাইত নীলকান্তমণি!

ধন্য তুমি, তব অম্বুরাশি;—বিকশিত কদম্বের মূলে,
রাধা নামে সাধা শ্যাম-বাঁশী বাজিয়া উঠিত তব কূলে!
গভীর আনন্দে মাতি যত আত্মহারা আভীর অঙ্গনা
গীতছন্দে পাশরিত আহা, গুরুজন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা।
ছুটিত তোমার তীরে তারা কটিতটে কনক-কিঙ্কিনী
কুহরিত কলস-পরশে মধুর-রিণিকি-ঝিনি—ঝিনি!
নির্নিমেষ নয়নে নেহারি নটবর নবীন নাগর,
প্রেমাবেশে উঠিত উথলি গোপিনীর মানস-সাগর!
দাঁড়াইত রাস-রসময়ী শ্যাম বামে ঈষৎ হেলিয়া
বঙ্কিম অপাঙ্গে রঙ্গে কিবা বিকীরিত জ্যোতি ঠিকরিয়া!
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে হরি, বিমোহন বাঁশরী অধরে
রাধা সনে পীতধড়া পরা, বৃন্দাবন আকুলিত স্বরে!

বাঁকা শিরে শিখি-পাখা-শোভা কমনীয় রাকাচন্দ্রসম
যামিনীর নীলকলেবরে ;—আহা মরি কিবা নিরুপম।
তোমার ওবিমল সলিলে গাহন করিল শ্যাম-রাই ;
ভুলেছ কি সুখ-স্মৃতি, লো যমুনে মনে ভাবি তাই !
তব তীরে আসিলে এখন, উঠে কত চিন্তার লহরী !
হেরিয়াছ কত যে ঘটনা,—কত রাজ্য, নগর, নগরী—
দুদিনের মায়া ছায়াবাজি, অভ্যুদয়-উত্থান-পতন,
হস্তিনার উদয়াস্ত হায়, দুর্নিবার কুরুপাণ্ডু রণ।
হেরিয়াছ ধীর ভীষ্মদেবে, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার,
ক্রুরকর্ম্মা কুরুসুতগণে কুরুক্ষেত্রে হইতে সংহার !
অর্জ্জুনেরে উপলক্ষ্য করি লীলাপর নর-নারায়ণ,
গীতা গীতা গাহিলা শ্রীহরি, জাগাইতে জগতের জন।
উত্তোলিতা নব যবনিকা, বিকশিল ভিন্ন দৃশ্যপট,
সাজাহান মমতাজ তরে স্থাপিলেন মমতার ঘট !
তব তীরে চিরবিরাজিল প্রণয়ের সমাধি অক্ষয়,
"দিল্লীশ্বর জগত-ঈশ্বর" জন্মহিলা বিশ্বের বিস্ময় !
অতীতের গৌরবগাথা গাহি বহিতেছে পুণ্য প্রবাহিনী,
কে শুনিবে তব দুঃখ কথা, কে বুঝিবে তব মর্ম্মবাণী !
চিরশান্তি লভিবার আশে মাধবের প্রেম-পারাবারে,
যাও ধনি ! সুরধূনীসনে মিশ সেই অনন্তপাথারে !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম

নারী রুচি ও সৌন্দর্য্য।

সকল দেশেই যে স্ত্রীলোকগণই পুরুষ প্রতি অনুরক্ত, এবং সেই যে অনুরাগ সকল দেশেই সমপরিমাণে বিদ্যমান এমন নহে। পরন্তু সকল স্ত্রীলোকেই যে সকল পুরুষ সহিত প্রেমে মত্ত হয়, তাহাও নহে। কোন একটি বিশেষ গুণের পক্ষপাতি হইয়া

পুরুষের প্রতি নারীজাতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। কথায় বলে "মানুষ গুণে বশ।" সর্ব্বগুণ আবার এক ব্যক্তিতে থাকে না, গুণের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আবার গুণ গ্রাহকের ভিন্ন অভিরুচি। "ভিন্না রুচি র্হি মানবাঃ।" সেইজন্য বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকের পতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি অভিরুচি তাহাই কিছু কিছু এই স্থলে উপস্থিত করিব।

ফরাসী বিলাসিনীগণ বীর ও রসিক স্বামী কামনা করেন।

জার্ম্মণ রমণীগণ স্থির প্রণয়ী ও চিরবিশ্বাসী পতিতে রত।

ওলন্দাজ কামিনীগণ, যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারেন, সেরূপ পতিতে রত। তাঁহারা চান যে এই সুখ সুচ্ছন্দে কেহ না বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহাতে তাঁহারা সুখী।

স্পেন নারীরা বৈর নির্য্যাতন কারী স্বামী বড় ভাল বাসেন।

ইটালি রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনাপূর্ণ ভর্ত্তা লাভে যত্নবতী।

দিনেমার ললনাগণ, স্বামী যদি তাঁহার শ্বশুরের দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব সুখাধার বলেন তবে সেই স্বামীকে তাঁহারা খুব পছন্দ করেন।

রুষিয়া সীমন্তিনীগণ স্বামী যদি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগের জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগা বলিয়া ঘৃণা করেন, তবে সেই স্বামীই তাঁহাদের প্রণয়াকাঙ্খীর উপযোগী।

ইংরাজ ললনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন।

আমেরিকার রমণীগণ বিজ্ঞান বিদ্ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

নিগ্রো নারীগণ বনবাসী স্বামী চান।

আফ্রিকার রমণীগণ নৃত্যগীত পারদর্শী স্বামীতে রত।

নিউবিয়া রমণী, যে স্বামী নানারূপ রঙ্গদ্বারা বেশ সাজিতে পারেন, এমন পতিই তাহাদের প্রয়োজন।

চীননারীগণ চিত্র অঙ্কন, কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ভর্ত্তার ভক্ত।

জাপান রমণীগণ বীর ও বাণিজ্যপ্রিয় পতি চান।

তিব্বত লক্ষ্মীরা সংস্কৃত ভাষাদক্ষ ধার্ম্মিক স্বামী লাভে দৃঢ়চিত্ত।

ব্রহ্মদেশীয় ললনাগণ শিল্পবিদ্যাবিশারদ ভর্ত্তা ভালবাসেন।

কাশ্মিরী যুবতীগণ সুসভ্য স্বামীর সেবাপরায়ণা।

মাড়বারি রূপসীরা ধর্ম্মরত ও ঈশ্বরভক্ত পতি গ্রহণে ব্যস্ত।

পশ্চিমা নারীগণ বলবান পতি চান।
বোম্বাইএর রমণীগণ ব্যবসায় দক্ষ পতি লাভে কৃতসঙ্কল্প।
মাদ্রাজ সুন্দরীগণের ইংরাজী ভাষা দক্ষ স্বামীর প্রিয়।
উৎকল কামিনীগণ মূর্খ অথচ কৃষিকার্য্যে পারদর্শী পতিসঙ্গ চান।
বাঙ্গালী সতীগণ সর্ব্বাঙ্গে গহনা দিতে পারেন এমন স্বামী পছন্দ করেন।
আসামী সীমন্তিনীগণ স্বদেশভক্ত স্বামী প্রিয়।
গারো রমণীগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ পতিতে রত।
খাসিয়া ও জয়ন্তী নারীগণ যবন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন পতি চান।
আবর কামিনীগণ পর্ব্বতবাসী স্বামী লাভে যত্নবতী।
কোল ও ভীল ললনাগণ শত্রুদলনে সক্ষম স্বামী সঙ্গ চান।
রাজপুত বীরাঙ্গনা বীর ও অচল প্রতিজ্ঞ স্বামী ভক্ত।

জাট সুন্দরীগণ সমরদক্ষ পতি চান। এই হইল পতি নির্ব্বাচনে নারীরুচি, এইবার সৌন্দর্য্যানুভূতি বর্ণিত হইবে।

সুন্দরী কে তাহা বলা সহজ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক সৌন্দর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

আরব দেশের রমণীরা হস্ত ও পদের অঙ্গুলি, রক্তবর্ণে, ভ্রূ কৃষ্ণবর্ণে ও ওষ্ঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত করেন। আরব সুন্দরীগণ মধ্যদন্ত হীনা। এইজন্য তাঁহারা মধ্যদন্ত, দন্তোগমকালে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আরবেরা এইরূপ রমণীগণকে সুন্দরী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পারস্য দেশের সুন্দরীরা চক্ষুর চারিদিক কৃষ্ণ রেখা ও কর্ণ নানা মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত করেন। পারসিকগণ এই মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হন।

জাপানী সুন্দরীগণ তাহাদের দন্ত সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করেন। জাপগণ এই নারী গ্রহণে উৎসুক।

হটেনট্ রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করেন, ইহাই তদ্দেশীয় সুন্দরী নারীর নিদর্শন।

গ্রীণলণ্ড্ মণ্ডলের ললনাগণ নীল ও পীতবর্ণে আলীপন করেন, ইহাতে গ্রীণলণ্ড্ বাসীরা মুগ্ধ।

নিউজিল্যাণ্ড্ দেশীয় সুন্দরীরা তাহাদের শিশু কন্যার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলেন; তাঁহাদের নিকট ইহাই পরম সৌন্দর্য্য। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত তাঁহাদের আর একটি সৌন্দর্য্যের নিদর্শন, এইজন্য তাঁহারা শামুক দ্বারা গায়ে ক্ষত

করেন ও বহুদিন পর্য্যন্ত সেই ক্ষত শুকাইতে দেন না। এই ক্ষতচিহ্ন বহুদিবস যাবত তাঁহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

সুমাত্রাদ্বীপবাসী নারীগণ শিশুকন্যার মস্তক ক্রমান্বয়ে টিপিতে টিপিতে চ্যাপ্টা করিয়া ফেলে। চ্যাপ্টা মস্তক তাঁহাদের পরম সুন্দর।

চীন রমণীগণ ক্ষুদ্র ও গোল চক্ষু ভাল বাসেন। ভ্রূ তাঁহাদের নিকট কদাকার চিহ্ন, সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই হস্তের দ্বারা ভ্রূ উৎপাটিত করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র পদ তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য্যের অন্যতম দৃশ্য। চীনবাসীগণ শিশু কন্যার এমন করিয়া পদ বান্ধিয়া রাখেন যে পাও আর বড় হইতে পারে না। পদের অঙ্গুলি বক্র হইয়া পদের সঙ্গে থাকে। চীন সুন্দরীরা চীরকালের জন্য পঙ্গু হন।

আফ্রিকা দেশের সুন্দরীদের ক্ষুদ্র চক্ষু, পুরু ঠোঁট, বড় ও চেপ্টা নাক এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ তদ্দেশীয় পুরুষের চিত্তবিমোহক।

নিউগিনি দেশের সুন্দরীগণ নাক ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কাষ্ঠ খণ্ড প্রবেশ করিয়া দেন।

ইংরাজ সুন্দরীগণের কটিদেশ ক্ষীণ হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের পিনস্তন চিরকালই এক ভাবে রাখিতে যত্ন করেন।

কোল ও ভীল সুন্দরীগণের নিম্ন নাসিকা ও আয়ত লোচন। এবং গাত্রে চিত্র বিচিত্র করা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ।

জাঠ সুন্দরীগণের নিম্ন হস্তক্ষীণ, এইজন্য তাঁহারা হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিঙ্কিণী ব্যবহার করেন।

রাজপুত সুন্দরীদের চিবুক অপ্রশস্ত। এই জন্য তাঁহারা শিশু অবস্থায় চিবুক বাঁধিয়া রাখেন।

গারো সুন্দরীগণ কর্ণে "গোহাড়" নামে এক প্রকার অত্যন্ত ভারী মাকড়ি পড়েন। এই গোহাড় দ্বারা কর্ণের ছিদ্র ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কর্ণের নিম্ন কাটিয়া যায়। ইহাই সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

জয়ন্তী সুন্দরীরা হাতে প্রকাণ্ড নথ রাখেন; বাঁশের নল দ্বারা সেই নথ আবৃত রাখেন। এই সৌন্দর্য্যের জন্য তদ্দেশে একটি প্রবচন আছে—

"পান পানি নারী
তিনে জন্তী পুরী"

খাসিয়া সুন্দরীগণের বিরল কেশ।
আসামী সুন্দরীগণ বক্ষের উপরে কাপড় পরেন।

ব্রহ্মদেশের সুন্দরীগণের বেণী নিবদ্ধ থাকে না।

উৎকল সুন্দরীগণের হস্তে গহণা খুব ভারী হওয়ায়, অনেক সময়ে তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করিতেই কষ্ট বোধ করেন।

পশ্চিমা সুন্দরীগণের পীনোন্নত পয়োধর। এইজন্য তাঁহারা অহোরাত্র ফতুয়া গায়ে রাখেন।

বাঙ্গালী সুন্দরীর তিন প্রকার নিদর্শন ;—১। সতীত্ব। ২। গহনা—অন্য নারীদের নিকটে। ৩। অর্থ—বিবাহ কালে ; ইহাই প্রধান সৌন্দর্য্য।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

পণ নিবারণে মিথিলেশ।*

সান্ধ্য লগনে মিলিত মোরা পুণ্য মোদের এ অনুষ্ঠান।
বাণীর নন্দন সমবেত হেথা মিলি যত কীর্ত্তিমান॥
পণপ্রথা স্রোত করিতে দমন মিলিত আমরা আজ।
স্বাগতঃ রাজন্ স্বাগতঃ ধীমান্ স্বাগতঃ মিথিলারাজ॥

পণ নিদারুণ গ্রাসিল বঙ্গ করিল এবে ছারখার।
বঙ্গ জীবনে ভীষণ সংগ্রাম সহে না সহে না আর॥
কর নিবারণ এ দারুণ পণ মিলিয়া সভার মাঝ।
স্বাগতঃ রাজন্ স্বাগতঃ ধীমান্ স্বাগতঃ মিথিলারাজ॥

হের ব্যঙ্গভরে 'স্নেহলতা' করে ওই উচ্চ অট্ট হাসি।
শুনিয়া যে তার ব্যঙ্গ-ভরা-বাণী মোরা অশ্রুনীরে ভাসি॥
করগো দমন জাতীয় কালিমা মিলিয়া সভার মাঝ।
স্বাগতঃ রাজন্ স্বাগতঃ ধীমান্ স্বাগতঃ মিথিলারাজ॥

* রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রজাপতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে দ্বারবঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ জি-সি-এস্-আই মহোদয়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে।

পূরিত ভুবন তব যশোগানে পূরিত বঙ্গ ভবন।
কীর্ত্তি অতুল গাইছে নিয়ত উদার তোমার মন॥
দয়ার তোমার নাহিক শেষ কল্যাণ শত ধরা মাঝ।
স্বাগতঃ রাজন্ স্বাগতঃ ধীমান্ স্বাগতঃ মিথিলারাজ'

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কায়স্থের কন্যাদায়।

বিষয়টি অভিনব না হইলেও আজিকার এই 'বরপণ' প্রপীড়িত, কন্যাদায়-গ্রস্ত গৃহস্থ মহলে ইহার সম্যক্ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না বলিয়াই মনে হয়। জাতীয়োন্নতির এই অরুণকিরণোদ্ভাসিত নবীনযুগে একমাত্র অর্থাভাবই বাঙালীর সামাজিক জীবনে বহুবিধ জটিল সমস্যা ও গভীর অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধের জন্যই সমধিক সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত ; অধুনা কিন্তু দুহিতৃরতনের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নানা দায়-ভার আধি-ব্যাধি-নিপীড়িত হৃদয়ে এক নূতন বিভীষিকার সৃষ্টি হইতে থাকে। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপার এখন 'যেনতেন প্রকারেণ' সমাহিত হইলেই চলিতে পারে, কিন্তু কন্যার কর্ম্ম মহাভার, তাহার দুর্ব্বল স্কন্ধ হইতে নামাইবার জন্য বাঙালী কায়স্থ ব্রাহ্মণ কি মহাযন্ত্রণার ভিতরই যে জীবন যাত্রা চালাইয়া আসিতেছেন, এদৃশ্য যথাতথা বিরাজমান।

আমাদের এইপুণ্য ভূমিতে নারীর সম্মান কোন দিনই খর্ব্ব করা হয় নাই। পূর্ব্বে পুত্র কন্যা উভয়েই মাতাপিতার তুল্য হৃদয়মন তৃপ্তিকর ছিল, এক্ষণে সূতিকা-গৃহ হইতে যদি সংবাদ আসিল, ছেলে হয় নাই মেয়ে হইয়াছে, বাড়ীতে শাঁক বাজা'ত দূরের কথা, সর্ব্বত্র একটা অস্ফুট ও অশিব ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠে। কন্যাও যে পুত্রের ন্যায় বিধাতার অমূল্য দান—এই মহাবাক্য ইদানীন্তন দুর্ভাগ্য বাঙালী জীবনে উপলব্ধি হইয়াও হইতে পারিতেছে না, যাঁহার ব্রীড়াসৌন্দর্য্যময় সুকুমার তনুলতাখানি দেখিলে হৃদয়মন অপরিসীম শ্রদ্ধাবিশ্বাস ও পুলকে ভরিয়া যায়, যাঁহার সুকোমল কল্যাণ হস্ত নিখিলের ক্লান্তি মুছাইয়া দিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত ও উদ্যত, যিনি বিশ্ব-জননী মহাশক্তির অংশভূতা জগতের স্থিতি সংস্থাপিতা, মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্যারূপে যিনি এক অফুরন্ত সুধার ভাণ্ড বক্ষে পূরিয়া সংসার

লক্ষ্মীর বেশে অবস্থিতি করিতেছেন, পরিণয় সংসারের পূর্ব্বে সেই গরীয়সী নারী জনকজননী ও আত্মীয় স্বজন বর্গের হৃদয়ে কতনা দুর্ভাবনা আনিয়া দিয়া থাকেন! তাই এক এক সময় বলিতে ইচ্ছা হয়, "ওগো অসমর্থ অভিভবাকগণ, তোমরা আর ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর মন মাটি করিও না—শাস্ত্র'ত বলেনই 'শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ'—মেয়েদের সাধ্যমত সুশিক্ষাদাও,—চেষ্টা কর, সুবিধা মত বর পাও বিবাহ দিও—যতদিন না পাও অবিবাহিতাই রাখ। ব্রাহ্ম-সমাজে, খ্রীষ্টান সমাজে কন্যা বিবাহের ততটা বালাই বা দুশ্চিন্তা নাই—অনেক শিক্ষিতা বাঙালিনীও'ত কুমারী আছেন ও চিরকাল রহিবেন। তোমরাও সেই পথ অবলম্বন কর।"

আমাদের এবম্বিধ আলোচনা অনেকের নিকটই অপ্রীতিকর প্রলাপ মাত্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয়? অর্থাভাবগ্রস্ত (কুত্রাপি অর্থশীলও) বয়ঃস্থা কন্যার পিতার চিন্তাক্লিষ্ট, অশ্রুধারকলঙ্কিত, বিষণ্ণ মুখখানি কখন ও দেখিয়াছ কি? দেখিলে কি ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা হয়, দূরহোক্ ছাই সমাজ-বন্ধন, দেশাচারের নির্ম্মম মুখে আগুন দিয়া বিবেক বুদ্ধিতে যাহা ভাল বুঝি করিয়া যাই।

একবার একজন কন্যাদায়গ্রস্ত সম্ভ্রান্ত মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোক অনেক অনুসন্ধান করিয়াও একটী কুলীন সুপাত্র খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশব্যঞ্জক স্বরে কত দিন বলিতে থাকিলে আমরা বলিয়া ছিলাম, মহাশয়, আপনি পণ-আভরণাদিতে এই দু'হাজার টাকা বর পক্ষকে দিতে যাচ্ছেন, আচ্ছা একটা লেখা পড়া জানা সচ্চরিত্র মৌলিক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিন না কেন? প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, 'হতভাগ্য সমাজের কি সে সৎসাহস আছে? কোন্ মৌলিক সন্তান সাহস করিয়া তাহার সম শ্রেণীস্থ আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিবে? সে চেষ্টা কি আমি করি নাই, সে ইচ্ছা কি আমার নাই? বাস্তবিকই এখনকার শিক্ষায় সৎসাহসকে ক্রমেই ক্ষীণতর করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্ব পুরুষের অসার গর্ব্ব ও জিহ্বার বড়াই তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানীদের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র। মৌলিক মূর্খ কুলীন পুত্রের করেও কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থন্মন্য আবার কেহ যদি জিদ্ করিয়া সভ্য শিক্ষিত সজ্জন মৌলিকের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে অগ্রসর হন, সামাজিক মর্য্যাদায় হয়ত তিনি হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন, নয়ত কোন মৌলিক পুঙ্গবও তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনে সম্মত হইবেন না। এইত আমাদের কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের ভিতরের অবস্থা। তাই বলি, মৌলিক ভ্রাতৃগণ কতকাল নাম সর্ব্বস্ব কৌলীন্যের মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবেন? সমাজে মূর্খ

কে? 'নবধাকুল লক্ষণং'* যার না আছে সে কিসের কুলীন? দেশাচারের অন্ধভাষায় সে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে—কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ মৌলিক সে অসার চটকতায় ভুলিবেন কেন? তাই আমরা করজোড়ে বলি, মৌলিক! তুমি অগৌণে মৌলিক কন্যাকে বিবাহ কর; কুলীন পুত্র কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিলে দোষ হয় না, তুমি তোমার স্বশ্রেণিস্থ, সম পদমর্য্যাদাযুক্ত মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিবে না কেন? ইহাতে সমাজ হয়ত প্রথম প্রথম পদাহত উরগের মত ফোঁস করিয়া উঠিবে, কিন্তু আবার সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

সাধারণতঃ মৌলিক কায়স্থকেই কন্যাদায়ের জন্য সমধিক বেগ পাইতে হয়। আমরা শিক্ষিত মৌলিক যুবকও প্রবীণ মৌলিক কায়স্থগণকে সবিনয়ে অনুরোধ করি—তাঁহারা আপনাদের পরস্পরের ভিতর পুত্রকন্যার আদান প্রদান আরম্ভ করিয়া দিন,—ইহাতেও অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত মৌলিক পিতামাতার কতকটা অব্যাহতি হইতে পারিবে। অনেক বিবাহের বরযাত্রী হইয়া দেখিয়াছি, মৌলিক বরযাত্রিগণ কন্যার মৌলিক পিতার ভবনে তাঁহার আত্মীয়াবর্গের রাঁধা ভাত খাইতে আদৌ রাজী হন না! ইহার কারণ কি? ইহাতে কি একটা অন্ধ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? ইহাতে কি পরস্পর পরস্পরকে অবমানিত ও ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলেন না? আমরা শিক্ষা পথে অগ্রসর যুবক মণ্ডলীকে এই ভীষণ কু-প্রথাটীর আশু উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইতে বলি।

সমাজের ইষ্টানিষ্টের প্রায় সমস্ত ভারই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে। এই যে এত সভা-সমিতি হইতেছে, বক্তৃতার তুফান ছুটিতেছে, বরপণ নিবারণ হয় কৈ? কন্যাভার কমে কৈ? ও সব কুপ্রথা যদি নিবারিত হয়, তবে হইবে বিবাহপ্রার্থী যুবকগণের দ্বারাই। সর্ব্বাগ্রে অর্থ ললসা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করার দরকার।

সভা-সমিতিতে কেহ কেহ বক্তৃতা করেন, 'মেয়েদের অভিভাবকেরা যদি সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন, পণ দিয়া কন্যাদান করিবেন না, বা পাশ ছেলে চাহিবেন না, তখন দেখিবেন, ছেলে মহলেও তাহাদের গৃহে গৃহে কতটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়!' পন্থাটা মন্দ নহে—এই সহানুভূতি হীনতার নির্দ্দয় যুগে এমন উপায় অশোভন হইবে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাঙালি জাতি কি একতার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, সৎসাহসনিষ্ঠতার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন? আবার বলি তোষামোদ, খোসামোদ, দুর্ব্বলতায় কিছু হইবে না। কন্যাদের অভিভাবকগণ সমবেত হউন, একমন্ত্র হউন।

* "নবধাকুললক্ষণং" অর্থাৎ আচারাদি নয়টী লক্ষণ আর এখনকার কুলাচারে আছে, একথা কেহ বলিতে চাহেন না। এজন্য 'নবধা কথাটার এইরূপ অর্থ শুনিতে পাওয়া যায় যে নূতনত্ব, ধারণ করে যে সেই কুলীন। কাঃ পঃ সঃ।

উপযুক্ত জামাতা না পাইলে কন্যার বিবাহ যতদিন ইচ্ছা স্থগিত রাখিতে পারে। এবং পিতৃপুরুষের ভিটামাটি বন্ধক দিয়া পরদিনের আহারের সংস্থান মাত্র না রাখিয়া জামাতা বাবাজীবনের কৌলীন্যের 'ভেট'যোগান কখনই সমীচীন বা যুক্তিযুক্ত নহে ; এ অবস্থার কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা দোষের হয় না—ইহা রচা কথা নহে, ন্যায় সঙ্গত শাস্ত্র বিধান স্বয়ং মনুর কথা।

শ্রীমুরারিমোহন বসু, বি-এ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৃটিশ পোতে কায়স্থ যন্ত্রী ঃ—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত আড়বালিয়ার 'মজুমদার' উপাধিক দক্ষিণরাঢ়ী প্রসিদ্ধ নাগবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রায় চার বৎসর হইল ইংলণ্ডে থাকিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি এই বিদ্যায় বিশেষভাবে দক্ষতা লাভ করায় সম্প্রতি তথায় বৃটিশ জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিলাতে এই কার্য্যে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর নিয়োগ এই প্রথম। সুরেন্দ্রনাথের এই পদগৌরবে আমরা আনন্দিত।

ঐতিহাসিকের সরকারী বৃত্তি ঃ—

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করিতে যাইতেছেন। সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বময়কর্ত্তা সার জন মার্শাল সাহেবের নির্দ্দেশক্রমে তিনি মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট তিন মাস লিপিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া তক্ষশীলায় তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিবেন। এক্ষণে তিনি এক বৎসর বর্ত্তমান বেতনের অর্দ্ধেক ৫০৲ টাকা, মাসিক বৃত্তি ১০০৲, এবং পথেয়াদি পাইবেন। রমাপ্রসাদ বাবু অনেক দিন কায়স্থ-সভার সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যখন সার এইচ্ রিজলী সাহেবের অবৈধ মন্তব্য কায়স্থজাতির প্রতি আরোপিত হইয়াছিল, রমাপ্রসাদ বাবু সেই সময় কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদার্থ লেখনী ধারণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তন্মত খণ্ডন মণ্ডন করত বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত থাকা সপ্রমাণ করেন। তৎফলেই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে প্রকাশিত "The Indian Races"নামক গভীর গবেষণা পূর্ণ অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার। আমরা তাঁহার ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে নিয়োগে সুখী।

সাদীসৈন্যে জমিদার পুত্র ঃ—

বিখ্যাত দানবীর টেপার অন্যতম ভূম্যধিকারী রায় অন্নদামোহন চৌধুরী বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি-এ বাঙ্গালার সাদী সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন। নলিনীবাবু কায়স্থ-সভার সভ্য, উদ্যমশীল সুশিক্ষিত যুবক, তিনি রংপুর কলেজে অন্নদাবাবু কর্ত্তৃক লক্ষ টাকা দানের উৎসাহদাতা। তিনি উদ্দেশ্য সাধন করত বিজয়ী বেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কায়স্থ-সভার জাতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিউন, আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণ কামনা করি।

সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ড ঃ—

এই বোর্ড পুনর্গঠন কালে যাহাতে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ মহাশয়কে কায়স্থ-সভার পক্ষে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়, সেজন্য ডিরেক্টর্ সাহেবের পত্রের উত্তরে গত ১৯১৬ সনের জুলাই মাসে তাহাকে লিখা হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, পুরাতন পরীক্ষা বোর্ড উঠিয়া গেলেও পুনরায় গত ১৯শে জুলাই ৬ মাসের জন্য অস্থায়ী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই আস্থায়ী বোর্ডেও পূর্ব্ব সভাপতি, সদস্য ও সম্পাদক সকলেই নিজ নিজ পদে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই অস্থায়ী বোর্ড গঠনের তাৎপর্য্য কি আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর কায়স্থ-সভার সভ্য আছেন। তিনিই সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী হইয়াছেন; বিশেষতঃ স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের মেম্বর্ হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের করুণা দৃষ্টি এতৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। ছাত্রের সাহায্যার্থ গত বর্ষের প্রথমে জেলা হুগলী, পানিশেহোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গত সনেই ৭৲ টাকা দিয়াছিলেন। গত বর্ষের অবশিষ্ট ৫৲ টাকা গত ১৮ই বৈশাখ প্রদান করিয়াছেন। ১নং করিচার্চ্চ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা গত ২৩শে আষাঢ় ৫৲, ১৫নং শ্রীনাথদাস লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক গত ১০ই শ্রাবণ ৫৲, বাগবাজারের রায় বিনোদবিহারী বসু ১৯শে শ্রাবণ ৫৲, স্ব স্ব বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে এবং হাওড়া ব্যাটরার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ গত বর্ষিক অধিবেশনে অঙ্গীকৃত ১০০৲ শত টাকা গত ২৯শে শ্রাবণ পাঠাইয়াছেন। দাতৃবর্গের স্বজাতির উন্নতিকর এই দানে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচার-ভাণ্ডার। বাকীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা ১০৲ হাওড়া উত্তর ব্যাটড়ায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই গত বার্ষিক অধিবেশনে এই দানার্থ প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন; উভয়ই তাহা প্রতিপালন করিলেন। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত হাটগ্রামের শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষের বিবাহ উপলক্ষে এই ভাণ্ডারে ১৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। আমরা দাতৃবর্গের ঐ সকল দান ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি।

পুস্তকাগার ভাণ্ডার। ১নং যজ্ঞেশ্বর বসু লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রবর্ম্মা ১৲ টাকা দান করায় আমরা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিতেছি।

ফরিদপুর প্রচার সমিতি ঃ—

'ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির' দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। এই সমিতি ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র সমান ভাবে প্রচার দ্বারা উপনয়ন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবিরাম অবাধ গতিতে চলিতেছে, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রচার-সমিতি দ্বারা যে আশানুরূপ ফল হইয়াছে ও হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক, কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা আমাদিগকে লিখিয়াছেন—'প্রচার-সমিতির ভাণ্ডারে অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে।' এজন্য আমরা স্বজাতি হিতৈষী কায়স্থ মহোদয়গণকে অনুরোধ করি তাঁহারা সাধ্যানুসারে উক্ত সমিতিকে সাহার্য্যার্থ অর্থ প্রদান করিয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করুন। যিনি যাহা দয়া করিয়া পাঠাইবেন, তিনি উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা বরাবর ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রচার বিবরণ ঃ—

কায়স্থ-সভার বিখ্যাত প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় গত ১৭ই আষাঢ় জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত রামকোল গ্রামের অধিবাসী কায়স্থবৃন্দ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া, তথায় এক বিরাট সভা করিয়াছিলেন। তৎফলে তথায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রায় ২৫ জন কায়স্থ উপবীতী হইয়াছেন। অতঃপর যশোহরের অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশায় গমন করেন।

বিগত ২৪শে আষাঢ়, লক্ষ্মীপাশায় একটী বিরাট কায়স্থ-সভা হইয়াগিয়াছে। প্রচারক সরলচন্দ্র বাবু তথাকার কতিপয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যথাকালে তথায় উপস্থিত হন। লক্ষ্মীপাশা, ঝিকিরা, জয়পুর, ধোবাদহ, বসুপটি, ব্রাহ্মণডাঙ্গা,

রায়গ্রাম, কলাগাছি, চণ্ডীবরপুর, কানলা, কামঠানা, দিঘলিয়া, কোটাকোল, কোলা, রায়পাশা, খাড়িয়ারা প্রভৃতি ১৫।১৬খানি গ্রামের অনুমান তিনশতাধিক কায়স্থ ও কয়েকজন অপর শ্রেণীর লোক এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোটাকোল নিবাসী কায়স্থ জমিদার স্বনামপ্রথিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের তিন ঘণ্টাব্যাপী মর্ম্মোচ্ছাস পূরিত আবেগময়ী বক্তৃতায় কায়স্থ-হৃদয়-সিন্ধু উছলিয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্বজাতিগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা, সুকবি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি ও নলিনীকান্ত বসু মহাশয়দ্বয়ও কায়স্থজাতি বিষয়ক হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভারম্ভে কবিকুসুম মহাশয় রচিত নিম্নের গানটিও গীত হইয়া কায়স্থ-সমাজকে উদ্বোধিত করা হয়—

"ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা তবুও আমরা সোদর ভাই।
হে প্রিয়! তোমার চরণে ধরিয়া, অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই॥"

বিস্মৃতি-মোহে নিদ্রিত হায় কত কাল বল রহিবে আর!
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জাননা জনম হ'ল তোমার।
শাস্ত্রাধিকারে বঞ্চিত হয়ে শূদ্র আচারে যাপিছ দিন;
সিন্ধু সমান হিন্দু সমাজে দেখ আজ কত হয়েছ হীন!

যে দিন ক্ষাত্র-মহিমা-দীপ্ত আছিল ভারত গরিমাময়,
সাম-নিনাদিত পুণ্য পূরিত এখনো সে দিন স্মরণে হয়!
সেদিন দুলিত যজ্ঞোপবীত, বর্ম্ম কৃপাণে বেড়িয়া কায়,
হারায়ে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন আমরা ক্ষিন্ন হয়েছি হায়!

যে দিন উদিলা চিত্রগুপ্ত ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্মকায়,—
মসীর পাত্র লেখনী হস্তে দাঁড়াইলা যমরাজ সভায়!
সে দিন হইতে কায়স্থ নাম বিখ্যাত হ'ল ধরণীতলে,
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করি, তর্পণ করে গঙ্গাজলে!

জগত পূজ্য ভীষ্মবর্ম্মা উজল করিলা যাঁদের নাম;
তারা কি ক্ষুদ্র শূদ্র হৈয়া রহিবে অধম ধরণীধাম?
শাস্ত্র আদেশ মস্তকে ধরি, কর আজি হ'তে সুদৃঢ় পণ,
'ক্ষত্রিয় মোরা নাহি হীন জাতি', যজ্ঞসূত্র কর গ্রহণ!!

এই সভায় সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

বিগত ২৬শে আষাঢ়, যশোহর কোটকোল নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে দিঘলিয়া স্কুল গৃহে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অনুমাণ ৬০০ ছয় শত কায়স্থ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীপাশার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় যে প্রকার কায়স্থ জাতীর গৌরবরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন দেখিয়া, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবু এই সভার আয়োজন করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় নৌকাযোগে জয়পুর হইতে রওনা হন। যথাস্থানে উপনীত হইলে অনুমান শতাধিক কায়স্থ যুবক লোহিত পতাকা হস্তে "বন্দে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। যুবকগণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে পাল্কী বহিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাহাদিকে ধন্যবাদ দিয়া পাল্কীতে আরোহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ, যুবক ও বালক সমভিব্যাহারে পদব্রজেই শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে, তথায় তুমুল শঙ্খধ্বনি হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন "বন্দে-শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে "ধার্ত্তা রাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ং" মনে পড়িতে লাগিল। অপরাহ্নে স্কুল গৃহে দলে দলে স্বজাতি মহোদয়গণ সমবেত হইতে লাগিলেন। এদিকে যোগীন্দ্রবাবুপ্রমুখ বিশিষ্ট কায়স্থমহোদয়গণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় ও স্বেচ্ছা-সেবক দল লইয়া তুমুল শঙ্খনাদ সহ এক বিরাট মিছিল বাহির করিলেন এবং পবন হিল্লোলে আন্দোলিত লোহিত পতাকারাজীকরধৃত যুবক দল মুহুর্মুহুঃ আদি-পিতার জয় জয় রবে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। সভাগৃহের সমীপস্থ হইলে তথায় অনুমান পঞ্চশত কায়স্থ উচ্চ আনন্দ রবে ও করতালি দ্বারা এই মিছিলের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, অমনি আবার শঙ্খনাদ সহকারে অর্দ্ধ সহস্র কায়স্থ কণ্ঠে "বন্দে চিত্রগুপ্তম্" "জয় সরলবাবুর" "জয় কায়স্থের জয়" ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাল্যদানে বিভূষিত হইয়া যথাসময়ে অগ্নিহোত্রী মহাশয়—বিনম্র অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সমাগত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলে, দুইজন পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ) ও দুইজন স্বজাতি কায়স্থ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ৪ ঘণ্টাকাল দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমাগত সকলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। অনুমান দেড়শতাধিক কায়স্থ বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার

মহাশয়ের জ্ঞাতি মৃতা শৌচ অন্তে উপবীত হইতে স্বীকার করিয়া দিন স্থির করেন। এ সভাতেও লক্ষ্মীপাষার সভার প্রতিজ্ঞা, সকল কায়স্থই গ্রহণ করেন।

বিগত ২৯শে আষাঢ় তারিখে—যশোহরের নড়াইল মহাকুমার অন্তর্গত সিঙ্গিয়া হাড়িঘরা, মনোখালি, নগলিয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নলদী প্রভৃতি স্থানের কায়স্থ মহোদয়-গণদিগকে লইয়া সিঙ্গিয়া হাড়িঘরা বিদ্যালয় গৃহে এক বিরাট সভা হয়। ৫০০ পাঁচ-শত স্বজাতী কায়স্থ এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারক মহাশয় এবং ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারক মহাশয় ৪ ঘণ্টাকাল অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার ফলে সিঙ্গিয়ার রায় চৌধুরী, ঘোষ, মিত্র বসুবংশীয় এবং উপরোক্ত গ্রামসমূহ হইতে সমাগত সকলেই উপবীত হইতে স্বীকার করেন। সিঙ্গিয়া গ্রামে অধিকাংশই কুলীন ও গোষ্টিপতি কায়স্থের বাস। তাঁহারা সকলেই অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আবেগময়ী বক্তৃতায় উপনয়ন সম্বন্ধে আর কোন দ্বিরুক্তি করেন নাই এবং প্রচারক মহাশয় কায়স্থের উপনয়ন বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে বার বার বলিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ কেহই বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে চাহেন নাই। অতঃপর উপনয়ন গ্রহণের দিন স্থির সম্বন্ধে অনেকে ৺পূজার সময় এবং কেহ কেহ অতি সত্বর লইতে ইচ্ছা করেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় যাঁহাদের সত্বর উপবীতী হইতে বাধা নাই তাঁহারা সত্বর উপবীতী হইবেন, যাঁহাদের ৺পূজার সময় সুবিধা তাঁহারা ৺পূজার সময় লইবেন। এ সভাতেও লক্ষ্মীপাশার সভার প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়। অতঃপর ১০ই শ্রাবণ উপনয়ন দিন স্থির হয় এই দিবস সিঙ্গিয়ার মিত্র, বসু, রায়, ঘোষ প্রমুখ কুলীন ও গোষ্টিপতিগণের প্রত্যেকের বাড়ীর অন্ততঃ ২।১ জন করিয়া উপবীত লওয়া স্থির হইল।

৬ই শ্রাবণ। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপাতিত্বে গঙ্গারামপুরে এক ব্রাহ্মণ সভা হয়। এই সভায় অসংযতভাবে কায়স্থজাতিকে ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আক্রমণ করা হয়। এক তরফা নিষ্পত্তি হয়, স্থির হয় যে কোন স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের এই উপনয়ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং করিলে সমাজিক শাসনে পড়িবেন, কায়স্থের পৈতা হইতে পারে না, কায়স্থেরা শূদ্র, একটু লেখা পড়া শিখিয়া আজকাল উন্নতি হইয়াছে মাত্র। আবার কোন ব্রাহ্মণ কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ পৈতাধারী কায়স্থের পৌরহিত্যাদি করে সে ব্রাহ্মণবীর্য্য নহে ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয় বলেন "ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পক্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার হইয়া মীমাংসা হউক, তারপর কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে

আমরা মতামত দিতে পারি। অতঃপর পৈতাধারী কায়স্থের বাড়ী ক্রিয়া কর্ম্মে যোগ দিব না প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর হয়। সিঙ্গিয়া কায়স্থ সভার কুলদাপ্রসাদ তর্কতীর্থ মহাশয় এই সভায় ছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পত্র স্বীকার করেন নাই।

ইনি কায়স্থ সভাতেও বিপক্ষতাচরণ করেন নাই, ব্রাহ্মণ সভাতে কায়স্থের বিরোধি হইতে সাহসী হন নাই কিন্তু ভিতরে ভিতরে যাহাতে পৈতা না হয় প্রাণপনে তাহার চেষ্টা করেন। একদিন অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ২৫।৩০ জন কায়স্থ ও ২।১ জন ব্রাহ্মণ সমক্ষে বলেন "কায়স্থ-সভা এত টাকা খরচ করিয়া এতস্থানের পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইলেন, কিন্তু যশোহরে পণ্ডিতগণকে কিছু দেন নাই কেন? আমরাও ত' টাকা পাইলে ব্যবস্থা দিতে পারি, যখন স্থানীয় পণ্ডিতগণের পাঁতি টাকা দিয়া লওয়া হয় নাই তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ কেন পৈতার সহায়তা করিবেন?" ইত্যাদি। সভাপতি সাংখ্যতীর্থ মহাশয়,—আপনি বিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখুন এ হিতাহিত জ্ঞানের বিচার নয়, এ পয়সার বিচার, বিচার করিবার মতন উচ্চজ্ঞান বিভূষিত পণ্ডিতের আজ কাল নিতান্তই অভাব। এই ব্রাহ্মণসভার ফলে স্থানীয় কায়স্থগণের পুরোহিতবৃন্দ বিগত ১০ই শ্রাবণ তারিখের উপনয়নে বাধা দিবার ত্রুটী করেন নাই, প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এক এক বার বাড়ীর মত স্থির করিয়া আসেন, পরক্ষণেই ব্রাহ্মণগণ যাইয়া সেই মত পরিবর্ত্তন কারন। এই ভাবে উপনয়নের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত চলিল, উপনয়ন দিবসেও সিঙ্গিয়ার ২।১ বাড়ী আবার ব্রাহ্মণের চক্রে পড়েন। অনেক মর্ম্ম স্পর্শী বাক্যফলে, ধিক্কার দিয়া, তবে প্রচারক মহাশয় ১০ই তারিখে উপনয়ন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করাইয়া দেন। এই উপনয়ন যজ্ঞ সিঙ্গিয়ার শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়চৌধুরী ও শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী (ইঁহারা প্রতাপাদিত্য সেনাপতি কালীকুমার রায়চৌধুরী বংশীয়) চেষ্টা ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। সিঙ্গিয়ার উপনয়ন দিন স্থির করিয়া প্রচারক মহাশয় ২রা তারিখ হইতে নলদী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, মনোথালি, আউড়িয়া, ভাববিলা, কাশিয়াড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, এবং উপবীত হইতে অনুরোধ করেন। এজন্য হাটুবাড়ীয়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রাসাদে সভা করিবার মতস্থির করিয়া পুনরায় ৮ই তারিখে সিঙ্গিয়া ফিরিয়া আসেন, এবং উপনয়নের জন্য সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ৩৩ জন বয়ঃবৃদ্ধ জ্ঞানী কায়স্থ সন্তানকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিক উপনয়ন করাইতে সক্ষম হন। তাহাদের নামের তালিকা যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। উপনয়নান্তে উপবীত কায়স্থ সন্তানগণ গৈরিকবসনে মুণ্ডিত মস্তকে দণ্ডধারী হইয়া শঙ্খ ও বাদ্য

ধ্বনি সহকারে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে অগ্রে করিয়া সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ৺কালী মন্দিরে গমন করেন এবং "ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে সমবেত কণ্ঠে দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

তৎপর দিবস আসিয়ালের স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের যত্নে ২ খানি বৃহৎ পানসি ও নৌকা করিয়া সমস্ত উপবীত কায়স্থগণ মানবক বেশে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত হাটবাড়ীয়া সভায় গমন করেন।

হাটবাড়িয়া সভায় বিপুল জনসঙ্ঘ। অগ্নিহোত্রী মহাশয় নৌকাযোগে যাইতে একটু বিলম্ব হওয়ায় সকলেই উদগ্রীব হইয়া নদীর দিকে তাকাইয়াছিলেন, অদূরে পতাকা শোভিত দুই সুবৃহৎ নৌকা দেখিয়া তাঁহারা আশান্বিত হইলেন। নৌকা তীরে লাগিল, অগ্নিহোত্রী মহাশয় অগ্রে বাহির হইলেন, পশ্চাতে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারি ৬০ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত উপবীতী কায়স্থের দল। তুমুল হর্ষ কোলাহলের মধ্যে অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভামণ্ডপে গমন করিলেন। করতালি ও আনন্দরোলের মধ্যে সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। পণ্ডিতপ্রবর হরগোবিন্দ শিরমণি (নড়াইল কলেজের অধ্যাপক) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় হর্ষ কোলাহলের মধ্যে উত্থিত হইয়া ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন, বিপুল জন সঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন, কতিপয় বিরুদ্ধবাদিগণের প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় বিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যে প্রকার আন্তরিকতার সহিত এই সভার আয়োজনের সাহায্য করেন, তজ্জন্য তাঁহার নামে জয়ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীনগণ অগ্রসর হইয়া প্রত্যেক গ্রামের পক্ষ হইতে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এই কথা উল্লেখ করেন। ২।৪টা অশৌচের জন্য আপাততঃ উপনয়ন বন্ধ হইল ও আগামী ৺পূজার মধ্যে ইঁহাদের উপনয়ন হইতে বাকী থাকিবে না।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ, নারিকেলডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় দুই তিন শত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া, সকলকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভায় সমাগত কতিপয় কায়স্থের সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া, সকলকেই কায়স্থের দ্বিজত্বের নিদর্শন উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া

দিয়াছিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রায় দেড় শতাধিক কায়স্থবৃন্দ আগামী ৮পূজার মধ্যেই উপবীতী হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

উপনয়ন ঃ—

২৩শে আষাঢ়, ১৩১৪। রাজসাহী, কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ, বাগডাঙ্গা নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরিলাল চাকী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ননীতোষ আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত স্বীয় কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

৬ই শ্রাবণ, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ শাখা-সভার যত্নে কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্ম বাহাদুরের ঢাকাস্থ ভবনে কেন্দ্র স্থাপন করত পঁচিশ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বোয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য স্বীয় পুত্রসহ এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কর্ম্ম সম্পাদন করেন। উপবীতীগণের মধ্যে শাক্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এল্, শৈলেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নরেশচন্দ্র মিত্র, সরোজানন্দ মিত্র, নৃপতিনাথ মিত্র, শ্রীপতিনাথ মিত্র, মণীন্দ্রনারায়ণ মিত্র; কিত্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ানাথ কর, কেদারনাথ কর, আদিনাথ কর; বেয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত টগরলাল বসু, সুশীলকুমার, শিশিরকুমার, সুধীরকুমার, কিরণচন্দ্র বসু; বানিয়ার নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু (সিভিলকোর্ট আমীন) নিশিকান্ত বসু, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রমোদ চন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, দুনিয়ালাল, পরেশচন্দ্র বসু; বরাহখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন বসু এই ২৫জন।

১০ই শ্রাবণ, ১৩২৪। ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির যত্নে, কায়স্থ-সভার অন্যতম সদস্য বদান্যবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে কেন্দুয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয়ের বাটীতে এক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া উনষাট জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে দত্ত মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজেই তাঁহার যজমানগণের সাবিত্র্য সংস্কার করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দত্তবংশের কুলগুরু; তিনিও এই বৈদিক সংস্কার কালে উপনয়ন-মণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যবর্গের উপবীত বন্ধন করেন। এতদ্ব্যতীত দৌলতপুরের শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মালয়াপুরের শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক এবং স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, যামিনী-

কান্ত, তারাপ্রসন্ন, অতুলচন্দ্র, সীতানাথ, সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, অম্বিকাচরণ, অশ্বিনীকুমার এবং ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী ইঁহারাও কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কেদারবাবু প্রত্যেক মাণবককে নববস্ত্রে ভূষিত করেন এবং প্রায় পঞ্চশতাধিক কায়স্থ ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। কেদারবাবুর এই দানশৌণ্ডতায় আমরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপবীতিগণ—দত্তকেন্দুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার গুহরায়, আশুতোষ গুহরায় এবং দত্তবংশের—শ্রীযুক্ত শরৎরঞ্জন, নগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, মতিলাল, শরচ্চন্দ্র, সুকুমার, ক্ষেত্রনাথ, মণীন্দ্রকুমার, আশুতোষ, নিবারণচন্দ্র, শ্রীমন্তকুমার, আদ্যপ্রসাদ, হরিহর, নরেন্দ্রনাথ, বিধুভূষণ, রসরাজ, সুরেন্দ্ররাজ, রসিকলাল, মনোরঞ্জন, অক্ষয়কুমার, সতীশচন্দ্র(১), চুণীলাল, ক্ষিতীশচন্দ্র, ধীরেন্দ্রকুমার, হীরালাল, সতীশচন্দ্র(২), হরেন্দ্রচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার, অবনীভূষণ, মণিমোহন, অরীন্দ্রমোহন, নগেন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র, অনুকূলচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, তারাপ্রসন্ন, গিরিশচন্দ্র দত্ত, এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, রেবতীরঞ্জন বসু, মোহন্তকুমার বসু, সনৎকুমার বসু, নিশিকান্ত বসু; বাজিৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দত্ত, বাণীকান্ত চৌধুরী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, হরকুমার গুহ, শ্রীশচন্দ্র দাস, এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন পাল (সাং শরমঙ্গল), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দত্ত (সাং ভাষ্‌ড়া), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (সাং মোচ্‌না), শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ (সাং আল্‌গী), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রুদ্র (সাং সরিপাবাদ), শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দত্ত (সাং দামেরচর)। ফতেয়াবাদ সমাজের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কায়স্থ নিবাসেই কেন্দ্র হইয়াছে, বাকী আছে মোচনা ও চাওচা, কিন্তু তথায়ও যে উপবীতী দুই একজন নাই এমন নহে, তবে ঐ ঐ গ্রামের জনসংখ্যার হিসাবে কিছুই নহে। আশা করি অচিরেই ঐ দুই স্থানে উপনয়ন কেন্দ্র হইবে।

১০ই শ্রাবণ ১৩২৪। যশোহর, শিঙ্গাকেন্দ্রে। হাড়িঘড়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রায়চৌধুরী, রসিকলাল রায়চৌধুরী, শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (এই বংশ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ কালীরায়ের বংশজ) বিজয়লাল ঘোষ, অমূল্যকুমার ঘোষ, গঙ্গারাম মিত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস, বসু, ননীগোপাল বসু, বি-এ, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ললিতকুমার বসু, হরিপদ সেন, লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ ঘোষ, বামনচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ সেন, কালীপদ ঘোষ; মনোখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত, কিরণচন্দ্র দত্ত, কেশবলাল মিত্র, অমরেশচন্দ্র সরকার, পঞ্চানন কর, পান্নালাল রাহা, যামিনীকুমার ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ নাগচৌধুরী; নড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত

বিজয়গোপাল বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তকুমার বসু, পঞ্চানন রক্ষিত, মণীন্দ্রনাথ শিকদার এই ত্রিশজন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থলে স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ তর্কতীর্থ মহাশয় কায়স্থের উপনয়নে আপত্তি করিলে প্রচারক সরলবাবু তাঁহাকে বিবিধ যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন, পরিশেষে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়ন গ্রহণ যোগ্যত্ব স্বীকার করেন।

১৩ই শ্রাবণ ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার প্রযত্নে ভাওয়াল কাকাব নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ঢাকা উদ্দুবাজারস্থ নিজ ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে বোয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ, কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন কৃতিচূঞ্চু মহাশয়দ্বয় আচার্য্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ধলছত্রের শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, বাশাইলের শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি, হাসড়ার শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কুলাচার্য্য, ইদিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটক মহাশয় উপস্থিত হইয়া মাণবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উপবীতিগণের নাম—কক্কর নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র নাগ, যোগেশচন্দ্র নাগ, যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, যতীন্দ্রচন্দ্র নাগ; পশ্চিমদি নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত জয় ; পাইকপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দে মজুমদার ; বোয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণেন্দ্রকুমার পাল, ব্রাহ্মণকিত্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু,জগদীশচন্দ্র বসু,সুধাংশুকুমার রায় ; উনুন নিবাসী শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত বসু; আটিনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবমোহন রক্ষিত ; শাক্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীযুক্তশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর এবং শাখা-সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা বি-এল্, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা বি, এল সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বর্ম্মঘোষচৌধুরী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোরবর্ম্মরক্ষিতরায়, রায় চন্দ্রকুমার বর্ম্মদত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্ম গুহঠাকুরতা বি-এল্, বিহারীলাল বর্ম্ম গুহমুস্তফী বি-এল্ তমসারঞ্জন দত্তবর্ম্মা (সব ডেপুটী কলেক্টর) শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বিনোদ কুমার গুহবর্ম্মা, গোবিন্দচরণ দত্তবর্ম্মা, কালাচাঁদ বসুবর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, মহেশ পরেশনাথ ঘোষ, মদনমোহন দত্ত, প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা, হরেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মা গোবিন্দচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, ইঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে নগর মহাশয়েরা সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। ইহারা সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৪। ফরিদপুরের অন্তর্গত কুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধরবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে এক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত উনচল্লিশ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। কুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ধর, বিজয়ভূষণ নাগ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ গুহ, প্রভাতচন্দ্র নাগ, কৈলাসচন্দ্র নাগ, হরিমোহন দাস, সীতানাথ দত্ত, শশধর গুহ, মতিলাল গুহ, নবকৃষ্ণ শিকদার, বিপিনবিহারী দেব, ক্ষেত্রমোহন নাগ, কেদারেশ্বর নাগ, শরচ্চন্দ্র ধর, ললিতমোহন ধর, রসিকচন্দ্র ধর, রাসবিহারী ঘোষ, রাদয়াল গুহ ; বাজিৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দত্ত, নলিনীমোহন দত্ত, প্রমথনাথ দাস, সতীশচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র দাস, প্রণয়ভূষণ ঘোষ, সুকুমারপ্রসন্ন চৌধুরী, লোকলাথ চৌধুরী, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দাস, মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ, পাষাণচন্দ্র দাস, বাঞ্ছারাম চৌধুরী, সুশীলকুমার চৌধুরী, রমেশচন্দ্র দাস, মুনীন্দ্রকুমার দাস ; আজিমনগরের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর ; শাঁখার পাড়ের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নাগ।

এই কেন্দ্রের যাবদীয় ব্যয় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ধরবর্ম্মা মহাশয় বহন করিয়াছেন। রসিকবাবু চিরদিনই সৎকার্য্যের সহায়তায় অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। এবং স্বজাতির মধ্যে উপনয়ন সংস্কার বিস্তারে সতত যত্নবান শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা এই কর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মোচনার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, নিলখির শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দেববর্ম্মা, বাজিতপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং কেদারবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়গণ কেদারবাবুর সহিত সমবেতভাবে কার্য্য করিয়া আমাদের এবং স্বজাতির নিকট আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই কেন্দ্রে দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্য ছিলেন।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত লক্ষ্মণদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং জেলা নদিয়ার অন্তর্গত ধুশুণ্ডু নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চাকী, হরিহর পাল, প্রবোধচন্দ্র দাস এই চারিজন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪শে শ্রাবণ, ২৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ শাখা কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ঢাকা দয়াগঞ্জ নিবাসী অবিনাশচন্দ্র বসু নিজ বাসা বাটীতে এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি স্বয়ং এবং পারজোয়ার ব্রাহ্মণকিত্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই বঙ্গজ কায়স্থ।

এবার পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বর্ম্মঘোষচৌধুরী (উকিল) এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর বর্ম্মরক্ষিত রায় মহাশয়দ্বয় স্বসমাজ মধ্যে বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার বিস্তার করিতে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাতে উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের উদ্যমশীলতাতেই উক্ত শাখা সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, বি-এল্, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বর্ম্মবসু, বি-এল্ মহাশয়দ্বয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের মাননীয় সভাপতি প্রভৃতি মহোদয়গণকে লইয়া প্রত্যেক কেন্দ্রেই উপস্থিত হইয়া, উপনয়নেচ্ছু ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ভরসা করি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থ-সমাজ-নেতৃগণ অচিরেই এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণে স্ব স্ব সমাজে বৈদিক সাবিত্রীসংস্কার বিস্তার করাইবেন।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৪। জেলা ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম মহাশয় তাঁহার মান্দারীপুরস্থ বাসাবাটীতে এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত দশজন বঙ্গজ কায়স্থ সহ স্বয়ং বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার করেন। উপবীতীগণের নাম—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম, ললিতমোহন সোম, কালীমোহন সোম, সুরেন্দ্রমোহন সোম, মুকুন্দলাল সরকার, অম্বিকাচরণ নন্দী, ননীগোপাল সরকার, গোপালচন্দ্র সেন; বাজিৎপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ এবং আলিপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মিত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হন। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক এবং শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মান্দারীপুরের বিশিষ্ট কায়স্থগণের মধ্যে পৈতা প্রায়ই হইল, এজন্য উদ্যোগীগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দেই।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৪। জেলা ফরিদপুর, চৌবেড়িয়া, শ্রীযুক্ত রাইচরণ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু ও অমূল্যকুমার দে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। উপবীতী দ্বয় উভয়েই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৪। দিনাজপুর জেলার বলতৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বলতৈড় সাকিনের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র দাস, গোপীনাথ দাস, দীনেশচন্দ্র দাস, রাখালচন্দ্র দাস, কিশোরীমোহন দাস, শশিমোহন দাস, রতনচন্দ্র দাস, যোগেশচন্দ্র দাস, সুরেশচন্দ্র দাস, হরিশচন্দ্র দাস, জগচ্চন্দ্র দাস, রামযাদব সিংহ, ভরতচন্দ্র দাস; গোপালপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বনমালী সিংহচৌধুরী, ব্রজমোহন দাস এবং বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দেব, সীতানাথ দেব, প্রিয়নাথ দেব, রামনাথ দেব, কান্তনাথ দেব; রাজারামপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাস; বলতৈড় সাকিনের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, হরিপ্রসাদ দাস, কৃষ্ণগোপাল দাস, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, কালিয়াকান্ত মজুমদার, কৃষ্ণকান্ত মজুমদার এই ১৬জন উত্তররাঢ়ী এবং ১২জন বারেন্দ্র মোট ২৮ জন।

এই কেন্দ্র দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের উৎসাহে এবং অনুগ্রহেই হইয়াছে। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর উপনীত ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়বর্ম্মা, পুলিনবিহারী রায়বর্ম্মা, নবীনবিহারী রায়বর্ম্মা, কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা এবং কায়স্থগণের সতত শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কেন্দ্রস্থলে প্রেরণ করেন। দাস মহাশয়েরাও সসম্মানে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় করেন এবং শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হরকিশোর ভট্টাচার্য্য ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী থাকেন।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩২৪। দিনাজপুর রাজবাটীর কেন্দ্র। বলতৈড় সাকিনের—উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত হরকুমার দাস, সতীশচন্দ্র মিত্র এবং জেলা যশোহরের শক্রজিৎপুর সাকিনের, দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত সুশীলমোহন ধর ইঁহারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহারাজা বাহাদুরের এই প্রকার আনুষ্ঠানিক উৎসাহ দেখিয়া কায়স্থ সাধারণ বিশেষভাবে উৎসাহিত হইতেছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩২৪। কলিকাতা, মাণিকতলা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মার উদ্যোগে এক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া যশোহর জেলার মিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু; বারাশিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল কর এবং মৌসা নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দেব যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী।

বিবাহ :—

২৩শে আষাঢ়, ১৩২৪। রাজসাহী, তকীনগর। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বাগডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল চাকী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ননীতোষ বর্ম্মচাকীর

সহিত, রাজসাহী তকীনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বর্ম্মসরকার মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৪। কলিকাতা, ভবানীপুর। ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ রমাভূষণের সহিত বরিশালের পরলোকগত রায় বাহাদুর অশ্বিনীকুমার গুহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বিভারাণীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়।

সামাজিক ও লৌকিকতা ঃ—

কায়স্থ-সভার চেষ্টায় এই দুই বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কায়স্থেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভিমানীদের অত্যাচারে কোন ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে সংস্কার বদ্ধমূল হইবার উপায় নাই দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক বিতরণ হইয়াছে। এই বংশের কেহ কায়স্থ-সভার সভ্য নয়। সামাজিক বিতরণের সময় তাঁহারা সকলে যাহাতে সামাজিক গ্রহণ করেন তজ্জন্য যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ পীড়নের অত্যাচার এড়াইতে পারেন নাই। দুঃখের বিষয় সভার গণ্যমান্য সভ্য যাহারা এই বিষয়ে ১৩১০ সালে সামাজিক ও লৌকিকতা আদানপ্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন, তাঁহারাও কেহ কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। আনন্দের বিষয় ২।১ জন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ২।১ জনের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণই নাই, কিন্তু গণ্যমান্য লোকেদের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হওয়া বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। এই বিষয় অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। আগামী সংখ্যায় সন্ধানের ফল প্রকাশ করা যাইবে। আশঙ্কা এই যে এরূপ বিতরণ করিলে, আবার অপরে এই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ না করেন। কি দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের গতিক এমন, কুপ্রথা সহজেই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে কিন্তু সংস্কার প্রায় অসম্ভব।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

১৭ই আষাঢ়, ১৩২৪, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(ব) অনারেবল্ রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মা গুহরায়।
(দ) " তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) " বসন্তকুমার বর্ম্মা সরকার।
(ব) " জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।
(দ) " নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(বা) " কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(উ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
(ব) " মণীন্দ্রমোহন বসু।
(ব) " রেবতীমোহন বর্ম্মা রায়চৌধুরী।
(দ) " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
(ব) " নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।

মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা বাকীপুরে কায়স্থোপনয়নে আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করায় এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা ও রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠিত এবং **জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে, উভয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সময় সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎবাবু বলিলেন, গত মাসের অধিবেশনের নির্দ্দেশ ক্রমে আরও সমর ঋণের কাগজ খরিদ নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে দান প্রতিশ্রুতি-কারীদিগকে তাগিদ দিয়া পত্র লিখা হইয়াছে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত টাকা প্রেরণ অথবা পত্রের উত্তর পাঠান নাই। অবৈতনিক ঘটক রাখিলে তাহার কার্য্য প্রণালী কিরূপ হইবে এবং তাহাকে কি উপায়ে সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা যাইতে পারে জিজ্ঞাসা করিয়া রংপুর শাখা সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্র লিখা হইয়াছিল, উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তৎসম্বন্ধে তিনি সভাহ্বান করিয়া কিছু আলোচনা করিতে পারেন নাই। এবং আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী জনৈক ছাত্রের পড়াইবার জন্য কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগরকে গ্রহণ করিতে যে অনুরোধ পত্র লিখা হইয়াছিল, উত্তরে তিনি দুর্ব্বৎসর জন্য ছাত্র রাখিয়া পড়াইতে অসমর্থ জানাইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে দক্ষিণরাঢ়ীয় সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর নামে ৩০০৲ তিন শত টাকা কেন জিম্মা রহিয়াছে?' উত্তরে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "১৩২২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিবেশনের নির্দ্দেশ ক্রমে ঐ সনের ১৭ই শ্রাবণ, তাঁহার কন্যার বিবাহে সভার সাধারণ তহবিল হইতে ৩০০৲ তিন শত টাকা হাওলাত দেওয়া হয়। তৎকালে কথা থাকে, 'কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় যে মাসে টাকা বিনা সুদে হাওলাত করিবেন, তাহার ছয় মাস পরে তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক প্রতিমাসে দেনায় ওয়াশীল করিয়া দিবেন।' কিন্তু দুর্ব্বৎসর হওয়ায় কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় হাওলাতি টাকা ওয়াশীল করিতে না পারিয়া গত বর্ষের প্রথমেই সভায় এক দরখাস্ত করেন "সর্ব্বলোক বিধ্বংশী ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাজার মূল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ অবস্থায় আমি যে বেতন পাই তাহা হইতে আমি আমার হাওলাতি দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ, অতএব প্রার্থনা, আমাকে ঐ দেনা হইতে মুক্তি দিয়া আমাকে আমার পরিবার পোষণার্থ যথোপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক।' গতবর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিবেশনে এই দরখাস্তের বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির হয় যে, 'তাঁহাকে আরও ছয় মাস সময় দেওয়া হউক এবং তৎপর এই দরখাস্তের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।' অতঃপর পুনরায় পৌষমাসে সভায় স্থির হয়—'আগামী চৈত্রমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক; যদি সেই সময় তহবিলে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাঁহাকে bonus দিয়া সেই টাকা ঐ দেনায় ওয়াশীল দেওয়া হইবে।' কিন্তু চৈত্রমাসে ১৩২৩ সালের পত্রিকার জন্য কাগজ

খরিদ করায় তহবিলে টাকা থাকে না,—বরং কিছু হাওলাত হয়; এই জন্যই আর bonus দেওয়া হয় নাই। এ বৎসরও মাননীয় সভাপতি পূর্ব্ব দুই অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়ায় বিষয়টী উত্থাপন করা হয় নাই।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"এই বিষয়টী আর দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে হয় না। অবিলম্বেই ইহার একটা যথা কর্ত্তব্য শেষ করা উচিত।" অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ের কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উপস্থিত সদস্য মহোদয়গণের সহিত আলোচনার পর তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপে একটি প্রস্তাব করা হয়।

প্রথম প্রস্তাব। কর্ম্মাধ্যক্ষের কন্যার বিবাহে সভার সাহায্য ও বেতন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বলিলেন,—'সভা হইতে অল্প অল্প বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আরও ৪।৫ বৎসর শাস্ত্রী মহাশয়কে যাহাতে সভায় রাখিতে পারা যায়, এই অভিপ্রায়ে প্রতি বৎসর ৫৲পাঁচ টাকা করিয়া বৃদ্ধি দিয়া সেই টাকা হইতে তাঁহার হাওলাত শোধ করিয়া লইতে সভাকে অনুরোধ করি।' অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিলেন,—'সভায় যাঁহার এতটা প্রয়োজন, তাঁহাকে এই রূপ কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখা বোধ হয় ঠিক নহে, বিশেষতঃ এই প্রকার বেতন বৃদ্ধি করিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের কার্য্যকারিতারও পুরস্কার হয় না। এবং অভাবও ঘুচে না।" অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা বলেন—"শাস্ত্রী মহাশয়কে গত তিন বৎসরের জন্য ১৫০৲ দেড়শত টাকা bonus দিয়া ঐ হাওলাতি টাকায় ওয়াশীল করিয়া, অবশিষ্ট যে ১৫০৲ দেড়শত টাকা যাহা পাওনা হইবে, তাহা মাসিক ১০৲ দশটাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ৫৲ পাঁচ টাকা প্রতিমাসে ঐ দেনায় কাটিয়া লওয়া হউক এবং ৫৲ পাঁচ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হউক। তাহা হইলে আড়াই বৎসরে উপেন্দ্র বাবুর দেনা শোধ হইলে শেষে ১০৲ দশ টাকা পাইতে পারিবেন।" ইহাতেও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"এরূপ বেতন বৃদ্ধিতেও শাস্ত্রী মহাশয় আগামী আড়াই বৎসর মাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা বর্দ্ধিত বেতন পাইলেন; তাহাতেই বা তাঁহার কি উপকার হইল?" শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা বলিলেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষ উপেন্দ্রবাবুর আমি মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বেতন বৃদ্ধি করিবার এবং ১৫০৲ দেড়শত টাকা bonus দিবার প্রস্তাব করি। সেই টাকা হাওলাতি ৩০০৲ তিনশত টাকা হইতে অগ্রই কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট ১৫০৲ দেড়শত টাকা এই বর্দ্ধিত বেতন ১৫৲ পনর টাকা দ্বারা এইমাস হইতেই ওয়াশীল দিয়া চৈত্র মাসের মধ্যে শোধ করিয়া লইলে এই বৎসরের মধ্যে দেনা শোধ হইবে, এবং আগামী

১৩২৫ সনের বৈশাখ হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বর্দ্ধিত বেতন পাইতে পারিবেন।"

কার্য্যধ্যক্ষ মহাশয়ের দেনা ও বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বসন্ত বাবু ও তারক বাবু দুই প্রকারের প্রস্তাব করায় মাননীয় সভাপতি মহাশয় ভোট গ্রহণ করেন। তাহাতে বসন্তবাবুর প্রস্তাবানুমোদন করিয়া পাঁচ ভোট এবং তারকবাবুর প্রস্তাবানুমোদন করিয়া আট ভোট হয়। তজ্জন্য তারকবাবুর প্রস্তাবই সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তৎপর দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ হওয়ার পর বসন্তবাবু বলেন,—"কর্ম্মাধ্যক্ষের দেনা ও বেতনের বিষয় সভাহ্বান পত্রে পূর্ব্বে জানান হয় নাই, সুতরাং আগামী মাসের অধিবেশন পত্রে বিষয়টি উল্লেখ করিয়া সেই সভায় আলোচনা করিতে আমি অনুরোধ করি।" সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন,—"এই বিষয়টী পূর্ব্বাপর হইতেই 'বিবিধ' প্রস্তাবে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ সকল সভায় মাননীয় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত থাকিতে পারেন না।" মাননীয় সভাপতি মহোদয় বলিলেন, "গৃহীত প্রস্তাবের উপর এরূপ আপত্তি চলিতে পারে না, বিশেষতঃ আপনি নিজেও এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন; অতএব আপনার আপত্তি প্রত্যাহার করুন।" এবং অন্যান্য সকল সভ্যই আপত্তি উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করায় বসন্তবাবু আপত্তি প্রত্যাহার করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের নূতনতর রাজপদ প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য ও রাজপ্রতিনিধির সভায় অবৈতনিক সদস্য মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইংলণ্ডের ভারতীয় সভার সরকারী সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় এবং সভার অন্যতম সাধারণ সভ্য ও বাঙ্গালার সমবায়সমূহের রেজিষ্টার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টার পদে উন্নীত হওয়ায় অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন। এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, সভার এই আনন্দাভিনন্দন উভয় মহোদয়কে লিখা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(উ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, পোঃ রসোড়া, (মুর্শিদাবাদ)।
(দ) " বিহারীলাল সরকার, সেকেণ্ড মুনসেফ্, পোঃ কান্দী (মুর্শিদাবাদ)
(দ) " সতীশচন্দ্র বসু, ১২নং ঈশ্বর মিল লেন্, কলিকাতা।
(দ) " হেমচন্দ্র মিত্র, ১৩নং ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা।

(উ) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা, পোঃ যজান (মুর্শিদাবাদ)।
(উ) " সতীশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এল্, কান্দী (মুর্শিদাবাদ)।
(দ) ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, এম-বি, ৯১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
(দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র, আন্দুল রাজবাটী, পোঃ আন্দুলমৌড়ী (হাওড়া)।
(উ) শ্রীযুক্ত মতিলাল সিংহ, Dstillery, পোঃ ভাগলপুর।
ইঁহাদের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ (প্রচারক)।
(ব) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল গুহ রায়বর্ম্মা, বণিক, মৈমনসিংহ।
(ব) " অতুলচন্দ্র গুহবর্ম্মা, Overseer, District Board, মৈমনসিংহ।
(ব) " সূর্য্যকুমার সোমবর্ম্মা, বি-এল্, মৈমনসিংহ।
(ব) " রমেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বি-এল্, মৈমনসিংহ।
(ব) " হরেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মা, c/o Messers Kailas & Co, Patuatuli Lane Dacca
ইঁহাদের প্রস্তাবক মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা। (সভাপতি)।
(দ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, সাং পরমেশ্বরপুর, পোঃ হরিতলা (যশোহর)।*
(দ) " ইন্দুভূষণ মিত্র, আউড়িয়া পোঃ রতনগঞ্জ। (যশোহর)।
ইঁহাদের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী। (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।
(দ) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, পোঃ মহিশালা (ফরিদপুর)।
ইঁহার প্রস্তাবক শ্রীদীননাথ বসুবর্ম্মা রায়চৌধুরী। (প্রচারক)।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ (ক) সভার যশোহর অধিবেশনের উপনয়নের ব্যয় সম্বন্ধে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "কায়স্থ সভার যশোহরের অধিবেনে যে ১২৫ একশত পঁচিশ জনের উপনয়ন হইয়াছিল, তাহার পুরোহিতের দক্ষিণাদি আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য যশোহর শাখা সভার সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হইয়াছিল। তদুত্তরে জানিতে পারা গিয়াছে, 'উপনীত ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানা পাইলে তাঁহারা যতদূর সম্ভব দক্ষিণাদির টাকা আদায় করিতে চেষ্টা করিবেন।' তদনুসারে উপনীত ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানা পাঠান হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহারা কোনও টাকা পাঠান নাই।" সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বলিলেন "উপনীত ব্যক্তিগণের টাকা এখন আদায় হওয়া কঠিন। আমি শুনিয়াছি অধিকাংশই বলিয়াছেন, তাঁহাদের উপনয়নের সাহায্যার্থী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

* সম্পাদক মহাশয় ইঁহার অবস্থার বিষয় সভায় প্রকাশ করিলে, সভা প্রবেশিকার টাকা মাপ করেন।

মহাশয় ১০০৲ একশত টাকা দান করিবেন, তদনুসারেই তাঁহারা অসমর্থ হইবেন, পৈতা লইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের উপনয়নের টাকা নিবারণ বাবুই দিবেন। পুনররায় শরৎবাবু বলিলেন "বৈশাখ মাসের সভায় নিবারণ বাবু উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে যখন পুরোহিতগণ জানান তখন তাঁহাকে প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে আপাততঃ ২৫৲ পঁচিশ টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে তিনি ২৫৲ পঁচিশ টাকা পাঠাইয়াছেন।" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "নিবারণ বাবু যে উপনয়নার্থ ১০০৲ একশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তাহা সত্য। এবং সেইজন্যই যে উপনীত ব্যক্তিগণ কিছু দেন নাই তাহাও সত্য। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন সকলে যশোহরের অধিবাসী নহেন, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে উপনয়নের টাকা আদায় হইবে এরূপও আর আশা করা যায় না। এমন অবস্থায় নিবারণ বাবুকেই অবশিষ্ট ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা সভায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক এবং যশোহর শাখা যত টাকা পারেন আদায় করিয়া এখানে পাঠান। এবং আচার্য্যগণকে দেওয়া হউক।" অতঃপর যতীন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থীর আবেদন। চট্টগ্রাম সদরঘাট নিবাসী শ্রীকিশোরী মোহনদাস কাব্যতীর্থ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে পড়িবার নিমিত্ত সভার সমীপে মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্পাদক শরৎবাবু এইরূপ আবেদনের কথা সভায় জ্ঞাপন করিয়া আরও বলিলেন, এই ছাত্রকে রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষমহাশয় ২৲ দুই টাকা সাহায্য করিতে সম্মত আছেন। অতঃপর সভার দাতব্য ভাণ্ডার দানের অবস্থা আলোচনা করিয়া সভা হইতেও এই ছাত্রকে মাসিক ২৲ দুই টাকা সাহায্য করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়।

(গ) বিনামূল্যে পত্রিকা প্রদান। সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলিকাতা Imperial Library তে বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম হইতে বিনামূল্যে কায়স্থ পত্রিকা দেওয়া স্থির হইল।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলে সন্ধ্যাকালে সভাভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদকগণ।

স্বাক্ষর
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ।
সভাপতি।
২৭।৪।২৪।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র।

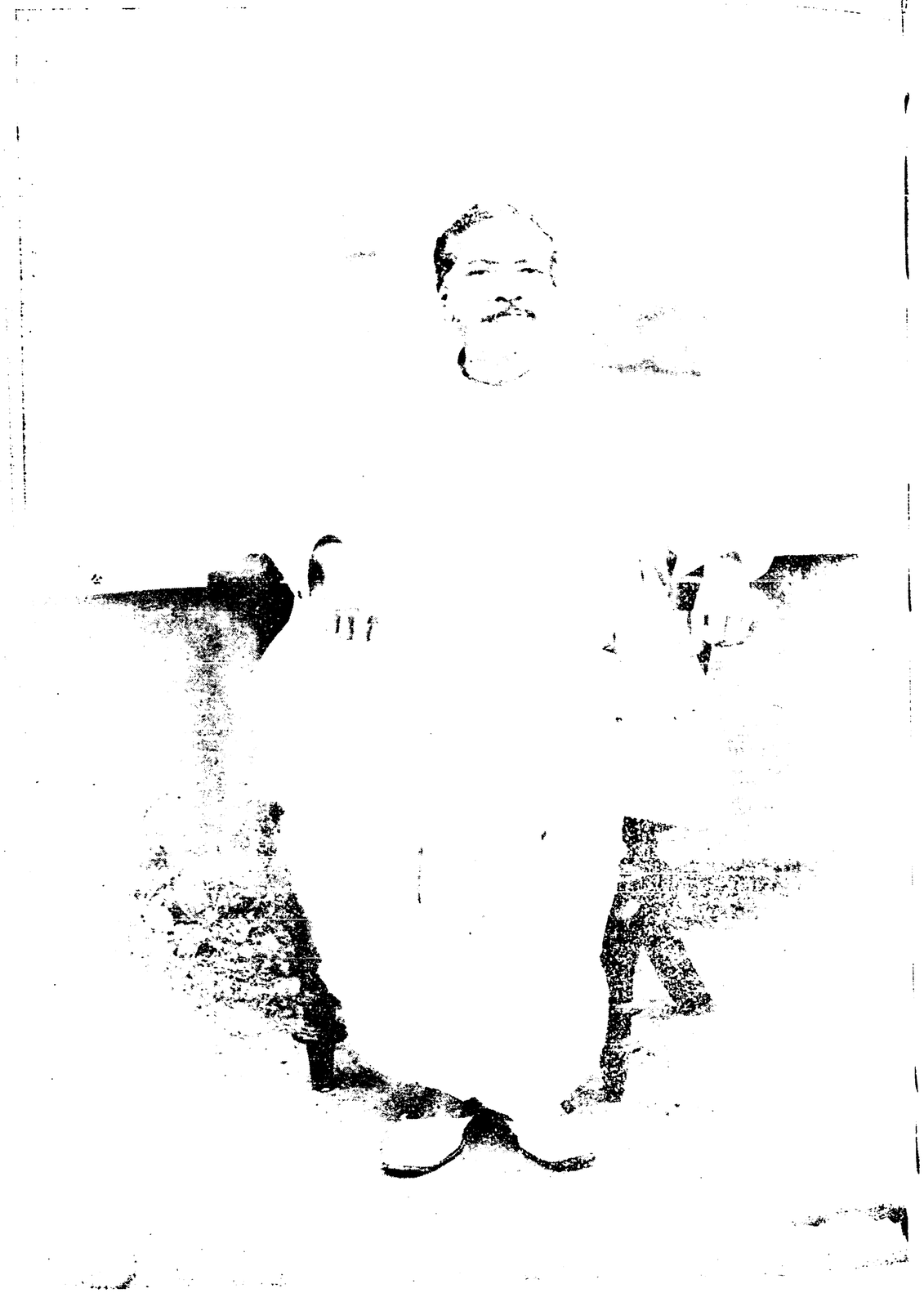

"বীর নয় যাঁরা অস্ত্রে কাটে নর শির,
পরার্থে সঁপেছে প্রাণ, সেই হয় বীর।" প্রিয় বল্লভ

শ্রীজয় গোপাল নন্দী। কোন্নগর।
২৬/৬/২৪সাল

কায়স্থ পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহাপ্রয়াণ।

অকস্মাৎ আজ বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশের একটি উজ্জলতম নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া গেল। দেশমাতৃকার সুসন্তান, বাঙ্গলার অক্লান্ত কর্ম্মবীর, শিক্ষিত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন, লোকমান্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র আর ইহজগতে নাই। বঙ্গমাতার বক্ষের রত্নহার গৌরবোজ্জ্বলবিভাসিত সারদাচরণ সে স্থান শূন্য করিয়া, বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া এবং সর্ব্বোপরি নিখিল ভারতের কায়স্থ-সমাজকে এক অপরিসীম শোকের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া, গত ১৯শে ভাদ্রের মঙ্গল-রজনীতে গঙ্গাকূলে তনু রাখিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এ মর জগৎ যাঁহাদের স্থান নয়, নশ্বর জগতের নশ্বরতা যাঁহাদের জীবনের পুরস্কার নয় তাঁহারা চিরদিনই এমনি-ভাবে চলিয়া যাইবেন। আর আমরা চিরদিনই তাঁহাদের অভাবে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া কাঁদিয়া কাটাইব। সারদাচরণকে পাইয়া যে আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, হৃদয়ের প্রশ্নমালার সমাধান হইল না—সহসা কালের কঠোর কর্ত্তব্যময় আহ্বান আসিয়া বজ্রের মত বাঙ্গলার বক্ষের উপর পড়িল—নিমিষে দেখিলাম এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রথ! সারদাচরণ তাহাতে সহাস্য বদনে আরোহণ করিলেন। সে দিব্য রথের সৌন্দর্য্যময় কিরণরাশি বিকীরণ করিতে করিতে পিতৃযান পথ বাহিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। ক্ষত্রকুলের পিতৃপতি হবিষ্মন্তের মঙ্গলদ্বারে আনন্দের দুন্দুভি নিনাদিত হইল! সুকুমার কুসুমমাল্যে দিগ্‌বধূগণ তাঁহাকে বরণ করিয়া

নিল। সেই যে দিব্য দর্শন তাহা যখন অন্তর্হিত হইল, দেখিতে পাইলাম—জন-মণ্ডলী অভাবের অনুশোচনায় অভিভূত। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের অনুতাপ? কাহার অভাব? একতানে উত্তর আসিল—কায়স্থকুলগৌরব সারদাচরণের তিরো-ভাব। যাঁহার অভাব জাতির, সমাজের, দেশের, কর্ম্মক্ষেত্রের, ধর্ম্মক্ষেত্রের—মনিষী মণ্ডলের, সর্ব্বত্র সমানভাবে অনুভূত হইবে—যাঁহার অভাব পূরণ হইবে না—যাঁহার অভাবে দেশবাসী প্রত্যেকে অভিভূত হইয়া পড়িবে—আমরা সেই দেশনায়ক সারদা-চরণকে হারাইলাম।

মেধায়, মনীষায়, পাণ্ডিত্যে, বিচারে, বুদ্ধিতে, স্বদেশসেবায়, নির্ভীকতায় সমাজ সংস্কারে, ধর্ম্ম সমন্বয়ে যথার্থই সারদাচরণ অলোকসামান্য ছিলেন। এজন্যই তিনি বাঙ্গালার বরেণ্য, সর্ব্বজনের ভক্তি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন। ব্যবহার শাস্ত্রেও সারদাচরণ প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি তাহার নির্ভিক ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তির দ্বারা এবং দেশের, বিশেষতঃ স্বজাতির, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন।

সারদাচরণ স্বদেশ ভক্ত ছিলেন। তিনি কিরূপ স্বদেশভক্ত ছিলেন, তাহা শুধু এক কথায় বলা যায় না। একদা বঙ্গমাতার মন্দিরে তিনি ঋত্বিকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশভক্তি তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মরূপে বিরাজিত ছিল। দেশ-ভক্তি ছিল তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম এবং দেশ-প্রাণতা ছিল কর্ত্তব্যের মহামন্ত্র। তাঁহার স্বদেশ প্রীতির বিষয়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে তিনি স্বদেশ সেবার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং স্বীয় জীবনে সে অনুভূতিকে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্বদেশীদ্রব্য তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। স্বদেশী অশন, স্বদেশী বসন, স্বদেশী আচার, স্বদেশী ব্যবহার তাঁহার চিরদিন গৃহ-ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনকারী না হইয়াও যথার্থ স্বদেশ হিতৈষী ছিলেন—এ কথা সর্ব্বজন বিদিত। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালীজাতির বর্ত্তমান এক মহাভ্রান্তিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে ভ্রান্তি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বসবাস করা; দেশত্যাগে যে বাঙ্গালীর সুখ নাই, গ্রাম্যজীবন যে হীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, ইহা তিনি বহুপূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন। তাহা তাহার বিষময় ফলের হস্ত হইতে সতত মুক্ত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী" স্বদেশ জননীর এই মহামন্ত্র জন্মাবধি তাঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। যখন পাণিসেহোলা নূতন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জনশূন্য ও বনালয়, তখনও দরিদ্র বালক সারদাচরণ বৈদ্যবাটী ষ্টেসন হইতে ৮ ক্রোশ হাটীয়া ছুটী পাইলেই দেশে যাইতেন। তখন দেশে তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন অপর কেহ থাকিত না। দেশের প্রতি ভালবাসা থাকায় তিনি তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তঃপাতি পানিশেহোলা নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে সুরপুরীর ন্যায় আনন্দ-সৌন্দর্য্যময়ী করিতে পারিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গপল্লীতে তিনি জীবনীশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্মশানে তিনি পল্লী-লক্ষ্মীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং সেই পল্লী-লক্ষ্মীর মন্দিরেই তাঁহার দেশভক্তি আরাধনার মহাপীঠরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র সাধনপীঠ হইতেই সারদাচরণ আপনাকে প্রথমে সমগ্র বঙ্গে,—ক্রমে সমগ্র ভারতে নিজের সাধনার ফল সকলকে গ্রহণ করিতে প্রতিনিয়ত জনমণ্ডলীর মধ্যে উপদেশ করিতেন। তিনি জনবহুল কলিকাতা মহানগরীতে প্রয়োজনানুরোধে অধিকাংশ সময় বাস করিলেও যখনই অবসর পাইতেন, তখনই তাঁহার জন্মভূমি পল্লীভবনে গমন করিতেন; পুত্র কলত্রদিগকে তথায় পাঠাইয়া দিতেন। অনেক সময় স্বাস্থ্য লাভের জন্য পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিকেও তথায় প্রেরণ করিয়া শান্তি অনুভব করিতেন। তাই বলিতেছিলাম সারদাচরণের স্বদেশসেবা খাঁটী খাদহীন পাকা সোনা!

সারদাচরণের জীবন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আদর্শ স্থানীয় ছিল, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। বাঙ্গালী যাহা কামনা করে, বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্পৃহনীয় সারদাচরণ স্বজীবনেই তাহা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ আসনে তিনি বিচারপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বিচারপতিগণের মধ্যেও তিনি প্রসংশনীয় বিচারপতি বলিয়া দেশময় তাঁহার যশঃ সৌরভ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কথাটা শুধু আমরাই বলিতেছি না। ঐ সে দিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ হাইকোর্টে প্রকাশিত হইলে বিচার-পতি টিউনান্ বলিয়াছেন, his judgments "এই মাননীয় বিচারপতি সারদাবাবুর" বিচারাদেশকে 'তাঁহার বিচারাদেশ' এই বাক্যের দ্বারা সম্মানিত করিয়া শেষে আরও বলিয়াছেন—"were distingnished by clearness and consciseness and on that account alone, if not on any other account his judgments would always remain classic." ইহাছাড়াও তিনি আরও পরিমাময় প্রতিভার অতুলনীয় জ্যোতিঃ দ্বারা সকলকে মোহিত করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। এই প্রতিভা তিনি বাল্যজীবন হইতেই বিকাশ করিয়া আসিতে ছিলেন। পিতৃ মাতৃহীন ভগ্ন-স্বাস্থ্যে সপ্তদশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াই পাঁচ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে স্বপ্রতিভায় "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদবৃত্তি"* লাভ করেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইহা এক অভিনব দৃষ্টান্ত, একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে সারদাচরণ একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার মাতৃভাষায় অনুরাগ প্রকটিত হইয়া পড়ে। এবং কৈশোরে সেই অনুরাগ সাধনায় পরিণত হইয়া সারদাচরণকে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত করিয়া তুলে। মৌলিক সাহিত্যের প্রতিই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে বাঙ্গালার প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয় ও বঙ্গ সাহিত্যের এ অভাব অনেকটা পরিপূরণ হয়। তাঁহার 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র প্রচার বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার রচিত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ দান। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবায়ও সারদাচরণ একপ্রাণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে পরিষদ্ তাঁহার কাছে যথেষ্ট ঋণী। ১৩১২ সাল হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত এই বাণী প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন এবং তৎপরে মৃত্যুকালাবধি ইহার সহকারী সভাপতি রূপে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছিলেন। শেষ জীবনেও তিনি সাহিত্যের কল্যাণকর সাধনায় বিরত থাকেন নাই; ঐ "উৎকলে-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে-ছিলেন, তাহা উদ্‌যাপন করিয়াও গিয়াছেন।

দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে সারদাচরণ নিয়ত যত্নপর ছিলেন, দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য মাত্রেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী যৌথকারবার করিতে জানে। ব্যবসায়ে তিনি তাদৃশ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে না পারিলেও সমাজ মধ্যে তিনি ব্যবসা-বুদ্ধির প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর জাতির মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, আজকালের শুধু চাকরী উপজীবি বাঙ্গালীর অর্থ সঞ্চয়ের পন্থার অভাব নাই, ক্ষেত্রও অপ্রাচুর্য্য নহে, শুধু চেষ্টার অভাব—একতার অভাব। এই সমস্তের আদর্শ স্থাপনের জন্যই তিনি "তারপুর চিনির কারখানা" স্থাপন করিয়াছিলেন, বিরাট ভারতবাসীকে একসূত্রে সংস্থানের নিমিত্ত একলিপি-বিস্তার-পরিষদের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক 'দেবনাগর' নামক মাসিক কাগজ প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতীয় বিভিন্ন শাখাকায়স্থ-সমাজ মধ্যে

তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিয়া সেইএকতা স্থাপনে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়া-ছিলেন। সমবায়-জমিদারী-সমিতি এবং নিখিল-ভারতী-কায়স্থ সম্মেলন তাঁহার জীবনের সাধনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির মসিলিপ্ত-দেহ-সংস্কারে যে সকল কর্ম্মবীর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, সারদাচরণ তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ জাতির একীকরণ হয়, তাহার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে অবতীর্ণ হন। সেই সময় তিনি গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন—একবার কায়স্থ জাতির বিভিন্ন শাখা মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারিলে বাঙ্গালার প্রত্যেক জাতিই তাহা অনুসরণ করিবে। কারণ কায়স্থই বাঙ্গলার রাজন্য জাতি; ক্ষত্রিয়জাতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছে, অপর জাতি তাহারই অনুকরণ অনুসরণ করিয়াছে। কায়স্থ জাতির ব্রাত্যত্ব পরিহার ব্যাপারে সারদাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাবে সফল মনোরথ হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই বিরাট বিচ্ছিন্ন জাতিকে একত্রে একসূত্রে সংবদ্ধ করিতে হইলে, বৈদিক যজ্ঞসূত্র তাহার উপযুক্ত অবলম্বন। তাই তিনি জীবন-সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কর্ণধার রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতিকে একই স্থলে সমবেত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা, এই যত্ন, এই উদ্যম অবর্ণনীয়। কায়স্থ! বাঙ্গলার কায়স্থ! সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ! তোমরা এতদিন যাঁহার স্নিগ্ধছায়ায় সমাজ-দেহকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই বিশাল বিটপীরূপী সারদাচরণ আর ইহলোকে নাই, তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। আজ কায়স্থ-সমাজ অকূল পাথারে ভাসমান। কায়স্থ-সমাজ তাঁহার সমাজ সেবার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা জানি না। তাই বলি এস আমরা অশ্রুধারায় বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া যুক্তকরে ভূতভাবন ভবানীপতি রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি কায়স্থ জাতিকে এই রোরুদ্যমান বাঙ্গালী কায়স্থজাতিকে অভয় দান করুন—অচিরে শান্তিপ্রদান করুন।

বংশ পরিচয়।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত পাণিশেহোলা গ্রামে ইং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১৯শে ডিসেম্বর মাসে সারদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। পাণিশেহোলা কলিকাতার উত্তর পশ্চিমে ৩০ মাইল দূরে, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান তারকেশ্বরের নিকট অবস্থিত। পাণিশেহোলা ক্ষুদ্রপল্লী গ্রাম হইলেও এক সময়ে বহুসংখ্যক কায়স্থের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই

গ্রামের বসুবংশ স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার। উক্ত জমিদার বংশের রমাকান্ত বসু মহাশয় কোন্নগর সমাজের এই সুবিখ্যাত মিত্র বংশের সহজ মুখ্য নারায়ণের চতুর্থ পুত্র তেওজভাব প্রাপ্ত বংশী মিত্রকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া স্বগ্রামেই স্থাপন করেন। তদবধি এই মিত্রবংশের একশাখা ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। বংশীবদন বঙ্গাগত কালিদাস মিত্র হইতে অষ্টাদশপর্য্যার কুলীন। এস্থলে আমরা পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই বংশের বিস্তৃত বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বঙ্গাগত কালিদাস মিত্রের উত্তরাধিকারী শ্রীধরমিত্র দক্ষিণরাঢ়ে বাস গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র শুক্তি, তৎপুত্র সৌভরি, তৎপুত্র হরি। হরিরাত্মজ সোম, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের ধুঁই ও গুঁই নামে দুই পুত্র হয়, উভয়ই গৌড়রাজ-মন্ত্রী পুরন্দরবসুখাঁ কর্ত্তৃক মুখ্যকুলীন বলিয়া গৃহীত হন। ধুঞ্জি প্রথম মুখ্য, তিনি বড়িসা গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুঞ্জি ঢেকা গ্রামে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লন। ধুঞ্জিমিত্রের দ্বিতীয় পুত্র মকরন্দ বাড়ি সহজমুখ্য কুলীন। তৎপুত্র বিবর্ত্তন, তৎপুত্র হেরম্ব, তৎপুত্র পরাসর, তৎপুত্র ত্রিপুরারি, তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ, তৎপুত্র গোপীনাথ ইহাঁরা সকলেই প্রধান মুখ্য। গোপীনাথের পুত্র নারায়ণ সহজ মুখ্য, তৎপুত্র বংশীবদন তেওজ ভাব প্রাপ্ত হন। ইনি পাণিসেহোলা নিবাসী বাঃ মধ্যাংশ রমাকান্ত বসুর কন্যা বিবাহ করিয়া তথায় বাস গ্রহণ করেন। তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণ বল্লভের দয়ারাম, অযোধ্যারাম ও বিজয়রাম এই তিন পুত্র। দয়ারামের পুত্রই বিষ্ণুরাম এবং তৎপুত্র রামসুন্দর দশঘরার মধ্যাংশ রাধাবল্লভ বসুর কন্যা মল্লিকাদেবীকে বিবাহ করেন। রামসুন্দরের দুই পুত্র—রাজীব ও শিবচন্দ্র। রাজীব শিকড়ার মধ্যাংশ রামসুন্দর ঘোষের কন্যা রাসমণি দেবীর পাণিপীড়ন করেন। তাঁহার ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও হরিহর নামে চারি কুলপ্রদীপ পুত্র হয়। ভৈরবচন্দ্র রাধানগরের মুন্সী রামনারায়ণ বসুর পঞ্চমী কন্যা গোলকমণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র মিত্র দুই বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে ঘরগোহর্দ্দা নিবাসী বাঃ মধ্যাংশ নন্দলাল ঘোষের কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। তদ্‌গর্ভে দুইপুত্র—দ্বিতীয় সারদাচরণ। সারদাচরণ শিশুকালে মাতৃহীন হইলে তৎপিতা ঈশানচন্দ্র তাহার লালন পালন জন্য পুনরায় তারকেশ্বরের সন্নিকট বৈদ্যপুরের সেনবংশে শ্রীমতী কামিনীদেবীকে বিবাহ করেন। তদ্‌গর্ভেই রামসুন্দর লক্ষ্মণপ্রতিম যোড়শীচরণ সারদাচরণের বৈমাত্রের ভ্রাতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সারদাচরণের প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব

বাহাদুরের জামাতা পানিহাটীর কোমলমুখ্য সিনিয়ার স্কলারশিপ্ প্রাপ্ত শ্রীনাথ ঘোষ স্বীয় পঞ্চমী কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিণীকে তৎকরে সম্প্রদান করেন। সারদাবাবু মৃত্যুকালে বসন্ত, শরৎ ও হেমন্ত তিন কৃতী ও বিজ্ঞ পুত্র, ছয়পৌত্র, ছয়পৌত্রী এবং এক দৌহিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও মুখ্য কুলীনে বিবাহ দেন, এনিমিত্ত তিনি তেওজ কুলীন হইলেও সেভাব নির্ম্মল তেওজ নামে অভিহিত। দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রবংশে এই প্রকার নির্ম্মল তেওজ আর নাই।

বাল্যজীবন।

সারদাচরণ বাল্যেই কালের ভীষণ তাড়নায় তাঁহার মাতৃবাৎসল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জননী ভগবতী দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ঈশানচন্দ্রের সন্তানগণের মধ্যে দুইপুত্র, এক কন্যা; সারদাচরণ কনিষ্ঠ পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার জননীর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। এই প্রকারে শিশুকালে সারদাচরণ মাতৃহীন হইয়া আজীবন ভগ্নস্বাস্থ্যও ছিলেন। শিশুর মাতৃবিয়োগে তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি হওয়ায় বালক সারদাচরণকে বিদ্যালয় হইতে সরাইয়া রাখা হইল। মাতার মৃত্যুতে শিশু পিতামহীর স্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সারদাচরণ মাতৃহীন হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও গৃহে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই; পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পড়িতে শিক্ষা করিতেন। কিছুদিন এইরূপে থাকিলে, বালক সারদাচরণকে শিবপুরে এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র স্বকীয় কাপ্তেনী আফিসের জন্য * শিবপুরে অবস্থান করিতেন। বালক সারদাচরণ শিবপুরের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সামান্য উন্নতি লাভের পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুরন্ত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; একারণ তাঁহার স্বাস্থ্যের পুনরায় অবনতি ঘটায় তিনি আবার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়েই ভারতের সর্ব্বত্র সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

ক্ষণজন্মা মহাত্মাদের কোন স্পষ্ট ভাব প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কখনো সময়ের অপব্যবহার করেন না,—এসময় সারদাচরণ তাহাই করিলেন। অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত গৃহে বসিয়া তিনি অঙ্ক ও বাঙ্গলা সাহিত্য অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং গ্রামের যাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে

* কলিকাতায় যে সমস্ত জাহাজ যাতায়াত করিত তাহার যাহা কিছু দ্রব্যাদি আবশ্যক হইত তাহা এই আফিস সরবরাহ করিত।

যাইত, তাহাদের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়া লইলেন। শুধু ইহাই নহে, বাল্যকালে তাঁহার উদ্যান রচনার প্রতি বড়ই একটা অনুরাগ প্রকাশ পাইত। তিনি অবসর পাইলেই ইহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ভগ্নীর সহিত একত্রে এক আম্রোদ্যান রচনা করিতেন। এই আম্রকানন এক্ষনে যথেষ্ট ফল দান করিতেছে। সারদাচরণ আলু বড় ভালবাসিতেন। তাই স্বীয় উদ্যানের একাংশে আলুর জন্যও তৈয়ারী করিয়া ফেলেন।

ছাত্রজীবন।

যাহা হউক দৈবপ্রতিকূলতা, অরাজকতা এবং স্বাস্থ্যনাশ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রতিকূল প্রভাব সারদাচরণের ছাত্র জীবনে উপস্থিত হইলেও তাঁহার সময় বৃথা নষ্ট হইল না; ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণ কলিকাতায় আনীত হন। সেকালে হেয়ার স্কুলের নাম ছিল "কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল"। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঐ বৎসরেই সারদাচরণ ভর্ত্তি হন এবং অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে সারদাচরণের প্রতি শিক্ষকগণের দৃষ্টি পতিত হইল। সারদাচরণ প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য ৺প্যারীচরণ সরকার সারদাচরণের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সারদাচরণের জীবনে মানব জীবনের যাহা প্রধান বিপদ ও দুঃখজনক তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি এসময় তাঁহার পিতার স্নেহ হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ ঘটিল। এ বিষম আঘাত সারদাচরণের ভগ্নস্বাস্থ্য আরও বিপন্ন হইয়া পড়িল। সপ্তদশ বৎসর বয়সে কিশোর বয়স সারদাচরণ ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই উদরাময় তিনি আজীবন ভোগ করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের এই স্বাস্থ্য হারাইলেও সদ্যপিতৃহীন সারদাচরণ মানসিক বল হারাইয়া ফেলেন নাই। দুর্ব্বল দেহেও স্বীয় চিত্তের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত করিতে দেন নাই—নির্দ্দিষ্টকালে প্রবেশিকা পরীক্ষার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং এত উচ্চ নম্বরসহ প্রথম স্থান অধিকার করেন যে, উহা অতীব প্রশংসার কথা হয়। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া বিলাতে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে এক বৃত্তি প্রদানের কৃতসংকল্প হন। কিন্তু সারদাচরণের আত্মীয় স্বগণ তাঁহাকে বিদেশ গমনের অনুমতি করেন নাই। শিক্ষার্থ বিদেশ গমনে ৺প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী

মহাশয়রই বিশেষ আপত্তি ছিল। তাহা গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকার ৪৩ পৃঃ "যদুনাথসর্ব্বাধিকারী" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"খৃঃ ১৮৬৫ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায় তৎকালে ডিরেক্টর্ অব্ পাব্লিক্ ইন্স্ট্রাক্সন উড্রো সাহেব মুন্সী মহাশয়ের প্রপৌত্র খ্যাতনামা প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কে? দাদামহাশয় আমার পরিচয় দেওয়ায় সাহেব আমাকে দেখিতে চাহেন এবং আমিও দাদার সহিত একদিন সাহেবের নিকট যাই। সাহেব আমাকে দেখিয়া ও দুই চারিটা কথাবার্ত্তা কহিয়া দাদাকে বলেন যে, তাঁহার ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কিয়দংশ আমার ধমনীতে থাকায় আমারও এতটা প্রতিভা। আমিও মুন্সী মহাশয়ার শোণিত কণার জন্য চিরকাল গৌরবান্বিত মনে করি। উড্রো সাহেব আমাকে ষ্টেট্ স্কলারশিপ্ লইয়া বিলাত যাইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তখনকার সমাজের ভয়ে দাদামহাশয় তাহাতে সম্মতি না দেওয়ায় আমার যাওয়া হয় নাই।"

অতঃপর পরবৎসর তিনি প্রসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৭ খৃঃ ডিসেম্বর্ মাসে এফ্ এ পরীক্ষা দেন, এবারও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও অঙ্কশাস্ত্রে 'Duff Scholarship' 'ডফ্ বৃত্তি' লাভ করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ইংরাজিতে একবেলা মাত্র পরীক্ষা দেওয়ায় ইংরাজির Duff Scholarship পান নাই। ১৮৭০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে সারদাচরণ বি-এ পরীক্ষা দেন, তাহাতেও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষার মাত্র একমাস পরে তিনি Honors পরীক্ষায় অগ্রসর হন, তাহাতে তিনি তৃতীয় সম্মান পান এবং এম্-এ উপাধিলাভ করিতে সমর্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় ভাইস্চ্যান্সেলার্ তাঁহাকে একসঙ্গে বি-এ ও এম্-এ উভয় উপাধি প্রদান করেন ও "ঈশান বৃত্তি" দান করিয়া তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার ঘোষণা করেন। পর বৎসরই আবার সারদাচরণ 'প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ বৎসর তাঁহার পাঠ্যবিষয় ছিল তিনটী—ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবন চরিত পড়িলে জানিতে পারা যায়, একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন"—প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ-বৃত্তিকামী যে কয়টী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ছাত্রকে আমি ঋক্‌বেদ প্রভৃতি বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য পড়াইয়াছি, তন্মধ্যে কায়স্থ-যুবক সারদাচরণকে

বেদ পড়াইতে আমাকে পূর্ব্ব হইতেই একটু ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত, নতুবা তাহার সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে কৌশল অবলম্বন করিতে হইত।' এবম্প্রকার অধ্যাপক-প্রসংশিত সারদাচরণ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া মাত্র পাঁচ বৎসর মধ্যে এত দ্রুতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ শেষ করার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম ও একমাত্র। তাঁহার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি প্রথম স্থান অধিকারের পদক বা বৃত্তি ছিল সমস্তই তিনি লইয়াছিলেন, কেবল এফ্-এ পরীক্ষায় ইংরাজিতে পান নাই।

সারদাচরণ যখন "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি" গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বয়স সবে মাত্র একবিংশ বৎসরে পড়িয়াছে। সেই সময় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অস্থায়ীঅধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তদানিন্তনকালে একুশ বৎসরের যুবকের পক্ষে এই পদ অতিশয় সম্মানের বলিয়া গৃহীত হইত। অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াও তিনি অশেষ যশের ভাগী হন। ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন, তথাপি ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দান করিয়াছিল। অতঃপর তিনি যখন আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় অধ্যাপকের পদ পরিহার করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সারদাচরণের জীবনে পরীক্ষায় এরূপ নিম্নস্থান গ্রহণ এই প্রথম হইলেও তিনি ওকালতি করিয়া যে প্রকার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহার-শাস্ত্রবিদগণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে ও সমাজ-সংস্কার।

যখন হাইকোর্টের ওকালতি ব্যবসায়ে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন তখন তিনি সমাজ সংস্কার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই সময়ই সারদাচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হন এবং তিনি যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে এতৎসম্বন্ধে এক অভিনব বল সঞ্চয় করেন—স্বার্থত্যাগের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাই আমরা সমাজ-সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া সারদাচরণের যে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, অপর সাধারণ নেতৃবর্গের মধ্যে তাহা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মনে মুখে এক ছিলেন, স্বয়ং কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অপর স্বজনের সমক্ষে সেই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যখন কায়স্থ-সমাজ

সৃষ্টি হয় নাই, বঙ্গের বিভিন্ন কায়স্থ-সমাজের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের অনল ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল—সেই সময়ে তাঁহার মনে উদয় হয়—এই বিচ্ছিন্ন সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করা। ভাবনার সঙ্গেই কার্য্য, অমনি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি বঙ্গজ সমাজভুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্রী, বহরমপুর নিবাসী টাকী সমাজের ৺জগদীশচন্দ্র গুহরায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণিদেবীকে স্বীয় পুত্রবধু রূপে গ্রহণ করেন।* পরে তিনি কর্ত্তব্যবোধে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। তিনি বরাবর বিবাহে দাবীদাওয়ার এবং অনাবশ্যক ব্যয়ের বিরোধী ছিলেন, স্বপুত্রাদির বিবাহে তাহার দৃষ্টান্ত ও যথেষ্ট দিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ন্যায়বক্তৃতানুযায়ী কাজ কেহই করেন নাই; যাঁহারা করিয়াছেন এক আধটী বিষয় লইয়া কথানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। কার্য্যতঃ একাধারে সমস্তগুলির অনুসরণ অপর কেহই করেন নাই। আর কি তাঁহার স্থান পূরণ হইবে?

ব্যবসায়ক্ষেত্রে আইনে তাঁহার প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছিল, এজন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই সারদাবাবুর সুনাম হাইকোর্টের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি ওকালতিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য অর্জ্জন করিতে থাকিলে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি সেণ্ট্রাল্ টেক্‌ষ্টবুক কমিটি বা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই কার্য্যে তিনি পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ও সংস্কার বিষয়ে দেশের অনেক উপকার করেন। অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সংস্কৃতবোর্ডে ও আইনের ফ্যাকাল্‌টিতে অনেক কাজ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্য অধিক বাড়াইবার অভিপ্রায়ে "কলিকাতা এরিয়ান্ ইন্‌স্টিটিউসন্" † নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাসও সংযোজন করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের সহিত হিন্দুদের ছাত্রাবাস ছিল না তখন ছাত্রাবাসের আবশ্যকতা বিষয় কাহারও উপলব্ধিই হয় নাই। এই বিদ্যালয়ে এখন প্রায় ৪৫০ ছাত্রের মধ্যে একশত বিনা বেতন বা অল্প বেতনে পড়ে, উহার মধ্যে প্রায় ৪০জন ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে,—তন্মধ্যে আবার দুই তিনজন ছাত্রাবাসে থাকিতে পায়। শিক্ষায় তিনি উন্মুক্ত হস্ত ছিলেন, এজন্য তাঁহার মাসিক দানও যথেষ্ট

* সারদাবাবুর মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল, জগদীশ বাবুর এই কন্যা বিবাহ করিয়া রাঢ়ী বঙ্গজে আন্তর্গণিক বিবাহের পথ সুসাধ্য করিয়া দেন।

† এই বিদ্যালয় তিনি গত ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

পরিমাণ ছিল এবং নিজ বাটীতেও নিজ গ্রামস্থ ৪।৫টী ছাত্র সর্ব্বদা আহার বাসস্থান পাইত—কাহারও কাহারও বস্ত্রাদিও দিতেন। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গলার ভূমিসংক্রান্ত আইনের এক পুস্তকরচনা করেন। ১৯০২ ও ১৯০৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন্ ফ্যাকাল্‌টির প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন।

ইতি মধ্যে সারদা বাবু ওকালতি ব্যবসায় অভূতপূর্ব্ব উন্নতি প্রদর্শন করেন। তিনি জটিল মোকর্দ্দমা গুলিকে এরূপ সরল ভাষায় ও সুন্দর ভাবে সজ্জিত করিয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন যে, বিচারক ও অন্যান্য সমব্যবসায়ীগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। এজন্য তিনি হাইকোর্টের উকিল সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন।

রাজকর্ম্মে।

১৯০২ খৃঃ বিচাপতি স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থানে সারদা বাবু জজরূপে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। এই অস্থায়ী পদে তিনি এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধির ও বিচার শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে গুরুদাস বাবুর, প্রিন্‌সেপ্ ও সেল্ সাহেবের অবসর কালে অস্থায়ী ভাবে জজরূপে নিযুক্ত হইতে থাকেন। অনন্তর ১৯০৩ খৃঃ অব্দে তিনি পুনরায় মিঃ হিল সাহেবের পদে জজরূপে নিযুক্ত হন। এই সময় বুদ্ধগয়া লইয়া একটা বিশেষ গণ্ডগোল হয়; বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই ব্যাপারের এক রিপোর্ট লিখিতে অনুরোধ করেন। সারদা বাবু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত এই কার্য্যে ব্রতী হন। এই তত্ত্বানুসন্ধান ব্যাপার তিনি যে কিরূপ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীন মতের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তদানিন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গভর্ণর মহোদয়ের একটি কথায় সমস্ত প্রকাশ পাইবে। তিনি সারদা বাবুর রিপোর্ট পড়িয়া বলেন "ইহা প্রভূত পাণ্ডিত্য, নিরপেক্ষতা ও বিচারবুদ্ধি, সংযম ও পরিশ্রমের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।"

ইং ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সারদাবাবু হাইকোর্টে স্থায়ী বিচারপতিরূপে নিয়োজিত হন। হাইকোর্টে সারদাবাবুর জজিয়তির কথা বলিতে গেলেই আমাদের দুইটী কথা মনে পড়ে, যাহা দ্বারা তাঁহার বিচার শক্তির পরাকাষ্ঠার নিদর্শন জ্ঞাপন করে। আমাদের মনে আছে, স্বদেশী আন্দোলনের কালে কুমিল্লার সেই গুলিমারা ও মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার কথা। দেশের সেই দুর্দ্দিনে লোকে সুবিচারের জন্য হাইকোর্টের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল—সেই সময়ে তিনি নির্ভিক হস্তে আইনের

তুলাদণ্ড ধরিয়া যে ভাবে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে হাইকোর্টের মর্য্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বিচার ফলে তিনি স্বদেশবাসির নিকট যে সম্মানের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন—ভারতবাসীর নিকট যে প্রকার হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজিত হইয়াছেন, শুধু তাহাতেই মর মানব জীবন ধন্য হইতে পারে। তিনি সরকারী কোন উপাধি পান নাই—কিন্তু তিনি যাহা পান নাই,—যাহা তিনি উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যশোগরিমা কোটিকণ্ঠে বিস্তৃত হইয়া জগৎ সমক্ষে ন্যায়ের মান বাড়াইয়া দিয়াছে।

সারদাবাবুর হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতগভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক কেহ জজিয়তি করিতে পারিবেন না। এই নিয়মেই তিনি ১৯০৮ খৃঃঅব্দে ডিসেম্বর মাসে জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর লইবার সময় বাঙ্গলার Advocate General সারদাবাবুকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে,—"যখনই কোন উত্তম মোকদ্দমা লইয়া আমরা আপনার কাছে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই আমরা তাহাতে সুবিচার পাইয়াছি। কিন্তু যখন কোন খারাপ মোকদ্দমা আনিয়া হাজির করিয়াছি, তখন আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।" একজন বিচারপতির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি পূর্ণস্বাস্থ্য ও সরল অন্তঃকরণ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। উকিলগণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন—"আমার দেহ ও মন এখনও সবল, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ভরসা আমি বিসর্জ্জন দিই নাই—দেশের—দশের—সমাজের উন্নতি ও উপকার কল্পে আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি করিব।" সারদাবাবু এ প্রতিজ্ঞা পালন তাঁহার ক্ষাত্রজীবনে অন্যথা করেন নাই।

ধর্ম্ম সংস্কারে।

অবসর লইয়া ভারতধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্যে, সারদাচরণ উৎসাহের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রধানতম সম্পাদক থাকিয়া জীবনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে স্বামী জ্ঞানানন্দের সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতাস্থ বিবেকানন্দ সোসাইটীর আগ্রহে তাহাদের "সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় সভার" আয়োজনের অগ্রণী হইয়া তিনিই কলিকাতা টাউনহলে বিরাট ধর্ম্ম সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। এবং ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনেও (এলাহাবাদে) তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

জাতীয় সভা ও সম্মেলন।

নিখিল ভারত-কায়স্থ-সম্মেলনের তিনি প্রবর্ত্তক, পরিচালক এবং অগ্রণী ছিলেন;

এজন্য তিনি প্রতি বৎসর প্রায় ৫।৬ শত টাকা খরচ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠার কাল হইতেই তিনি উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন, সভাদ্বারা সমাজের কাজ তেমন সুবিধাজনক হইতেছে না, তখন তিনি উহার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া স্বীয় জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও কর্ম্ম-কুশলতার দ্বারা তাহার বিশেষ উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েন এবং ১৩১৬ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টায় থাকেন। দশম বর্ষে তিনি এই সভার সভাপতি হন এবং সেই বৎসরেই ফৈজাবাদে সমগ্র ভারত-কায়স্থ-শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি হইয়া,তথায় গমন করিয়া ঐ সভা 'সমগ্র ভারত-কায়স্থ-সম্মেলন'নামে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন এবং পর বৎসর কলিকাতার টাউনহলে যে বিরাট কায়স্থ-মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন তদুপলক্ষে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে ভারতীয় কায়স্থ-সাধারণের মধ্যে যে আন্তর্গণিক ভোজের প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইতেই ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে প্রীতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তদবধি ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ মধ্যে সম্মেলন-ক্ষেত্রে আহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে; ইহার একমাত্র তিনি প্রবর্ত্তক। তিনি দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের আত্মসম্মানের নিমিত্ত সমাজ-সংস্কারক পুরন্দর খাঁ প্রবর্ত্তিত কুল-পদ্ধতি পুস্তকাকারে 'পুরন্দরখাঁ' নামে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করেন। দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীপতি শোভাবাজার রাজবাটীতে স্থাপিত "কায়স্থ কুলরক্ষিণী সভা" হইতে যে 'কায়স্থকারিকা' প্রকাশিত হয়, সেই কায়স্থ-কারিকার মুখবন্ধ লিখিয়া সারদাবাবু কুলমর্য্যাদার প্রতি কুলীন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'কায়স্থ-কারিকা' প্রকাশ তাঁহারই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হয়। ফলতঃ তিনি জাতির উন্নতিতে যেরূপ অগ্রণী ছিলেন। দেশহিতকর কার্য্যেও সেইরূপ অগ্রিণী ছিলেন। তিনি সমবায় ঋণদান সমিতির সভার মেদিনীপুরের অধিবেশনে সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বাঙ্গলার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তিনি কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। "বেথুন কলেজের" অবৈতনিক সম্পাদকের পদে থাকিয়া তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শিক্ষয়ত্রীগণের শিক্ষাকলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার যত্ন যথেষ্ট ছিল। পল্লিবাসংস্কার তাঁহার আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। নিজে এই বিষয়ে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও করিয়াছেন।

সাহিত্য-সেবা।

সারদাবাবু যখন সমাজসেবা, দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গলার মাসিক সমূহে গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে থাকেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাবাবুর সাহচর্য্যে সম্পাদিত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাতেই সারদাবাবুর "বিদ্যাপতি" প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের প্রতি সারদাবাবুর অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। বৈষ্ণব কবিতার রস-মাধুর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইয়াই মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির কবিতা সমূহ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন।

জীবনের পূর্ব্বাহ্নে যখন তিনি "হাবড়া হিতকরী" সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা করিতেন। তখন হাবড়ায় সারদাবাবুর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তথায় বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নিযুক্ত হন। ইং ১৮৭৮ সন হইতে ১৮৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই পদে থাকেন। ইহার পর আর তিনি উক্ত পদের জন্য চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ "উমিচাঁদ" (আমিরচাঁদ) 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার বহু চিন্তা-প্রসূত। সেকালে সাহেবগণে ভারতবাসিকে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতিকে যে দুর্ব্বলতার জন্য গালি দিয়া গিয়াছেন "উমিচাঁদ" প্রবন্ধ বাঙ্গালীকে সে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

"উড়িষ্যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ভ্রমণ কাহিনী"তেও তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও গভীর সাহিত্যিক গবেষণার পরিচয় বিকাশ পাইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশের হিন্দু আইন বিষয় ইংরাজী প্রবন্ধ ইংলণ্ডের Law-Quarterly নামক মাসিকে প্রকাশিত হইলে তাঁহার উচ্চস্থানীয় বিচার শক্তির ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা হয়।

শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা ৺বিনয়কৃষ্ণ দেব মহোদয়ের ভবনে নবস্থাপিত "সাহিত্য-সভার" সভাপতিত্ব করিয়া তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম নেতা হইয়া তিনি যে ইহার গঠনে, প্রতিষ্ঠায় ও জীবনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বাণীসেবক মাত্রেই অবগত আছেন। সাহিত্য-পরিষদ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি এবং সাহায্য চিরজীবনধারণ করিবে, সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের শাখা সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি সভাপতি ছিলেন না, আর এটা বলাও বিশেষ আবশ্যক—সারদাবাবু প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী। বিশেষতঃ, বাঙ্গলার বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন—তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারই যত্নে ও ইচ্ছায় গিরিশবাবুর "বুদ্ধদেবচরিত" নামক সুন্দর নাটক ও "বলিদান" নামক সামাজিক নাটক বিরচিত হয়। শেষোক্ত নাটকখানি সেইজন্যই গিরিশচন্দ্র তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। Stage দ্বারা সমাজ সংস্কার বিশেষভাবে হইবে এই জন্যই তিনি গিরিশচন্দ্রকে এই বর্ত্তমান বিষম পণ প্রথার বিষময় ফল কবিতার তুলিকায় আঁকিতে বলিয়াছিলেন। আমরা জানি, তিনি প্রথম যৌবনে "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকা অভিনয়ও করিয়াছিলেন।

ইংরাজীতেও প্রবন্ধাদির অপ্রতুলতা নাই। ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, আইন, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয়ে অনেক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধই তাঁহার লেখনী প্রসূত। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্য কয়েকখানি সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক আছে, সকলগুলি নূতন প্রণালীতে লিখিত। কি ইংরাজী, কি বাংলা—যাহাতেই লিখিয়াছেন প্রাঞ্জলতা ও চিন্তাশীলতা তাহার বিশেষত্ব ঘোষণা করিয়াছে।

ধর্ম্মনিষ্ঠা।

সারদাচরণের মন কর্ম্মজীবন যে কর্ম্মে সদালিপ্ত দেখা যাইত, ধর্ম্ম জীবনও সে প্রকারছিল। তিনি যথাকালে প্রাপ্তবয়সে তান্ত্রিকদীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে ব্রাত্যত্ব পরিহার সম্বন্ধে অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুধগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইলে ১৯০৮খৃঃ অব্দে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে সদাচার সম্পন্ন হইতে থাকেন। জীবনে তিনি কখনও কোন প্রকার নেশা করেন নাই। প্রত্যূষ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মাত্র পান করিতেন। তিনি আদৌ দিবানিদ্রার আয়ত্বাধীন হন নাই। গত ১৩ জুন পীড়িত হইয়া রাঞ্চি হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে স্বস্ত্যয়ন করান। তৎপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ দ্বারা গীতা পড়াইয়া প্রায় দুইসপ্তাহ কাল তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। এই সময় ডাক্তারগণ তাঁহার ক্ষীণ দেহ

বল সঞ্চয় জন্য পাশ্চাত্য রুচি অনুরূপ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু তিনি প্রায় মাসাবধি চিকিৎসার পর যখন বুঝিলেন, তাঁহার আর জীবনাশা নাই, তখন আয়ুর্ব্বেদিক মতে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। জীবন বহির্গমনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে "চান্দ্রায়ণ" করিয়া ত্রিদিবধামে গমনের অভিলাসে পুত্রদিগকে ৺গঙ্গাযাত্রা করাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে উপদেশ করিলেন। মঙ্গলবার দ্বি-প্রহরের সময় শরীর বড়ই অস্থির হইলে একজন কবিরাজ ডাকিয়া হাত দেখান হয়। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলেন—"এখনই গঙ্গাযাত্রা করান হউক"। ইহা শুনিয়া সারদাবাবু বলিলেন, "তুমি বড় ভয়বিহ্বল, এখন গঙ্গায় লইয়া যাইও না"। অতঃপর বৈকাল ৪টার সময় পুনরায় কবিরাজ ডাকাইয়া হাত দেখাইয়া নিজেই ৺গঙ্গাযাত্রার আদেশ করিলেন, তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য হইল। পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রতিবেশী ও বন্ধুগণ তাঁহাকে গঙ্গাকুলে লইয়া চলিলেন। তিনি সোপবীত বক্ষের উপর হাত রাখিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। যখন ৺মদন মোহন দর্শন করাইয়া রাজার ঘাটে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় ৺মদন-মোহনের নিকটে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করেন। তৎপর ৺গঙ্গাকুলে লইয়া গেলে, তাঁহাকে উপরে উঠাইতে তিনি আদেশ করিলে তাহা করা হয়। এদিকে তাঁহার এই গঙ্গাযাত্রার সংবাদ সাহিত্য-পরিষদে পৌঁছিলে বাণীর বরপুত্রগণ তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সহিত শেষদেখা করিলেন। রাত্রি ১০টায় গীতা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং গীতা শ্রবণ করিতে করিতে রাত্রি ১০॥ টায় জ্ঞান হীন হইয়া পড়েন। রাত্রি ১১টার পর গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়াই তিনি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন।

কায়স্থ-সমাজকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কাজেই উহা তাঁহার নিকট পূত ও পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। আজ তাঁহার মহাপ্রয়াণে স্বদেশ ও কায়স্থ সমাজ যাহা হারাইল আবার কি তাহা ফিরিয়া আসিবে? হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আরবসাগর হইতে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত জলমণ্ডলী হাহাকার করিতেছে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সারদা-মঙ্গল। *

(১)

সারদার বরপুত্র সারদাচরণ,
আঁধারিয়া ভারত-আকাশ,
অকস্মাৎ অস্তমিত হ'লে কি কারণ,
দেশবাসী করে হা-হুতাশ !
তোমারে আশ্রয় করি',
তোমারে মস্তকে ধরি'—
লোকহিত বহে নিরন্তর !
দেশের, দশের কার্য্যে চির অগ্রসর !

(২)

প্রতিভা, মনীষা, জ্ঞান, কর্ম্ম একাধারে
আর কোথা হেন সমুজ্জ্বল,
কর্ম্মস্রোতে সন্তরিলা এত কে সংসারে,
জ্ঞান-টীকা কোথা ঝল্‌মল্ !
যে কর্ম্মে দিয়েছ মন,
করিয়াছ প্রাণপণ,
বহু কাণ্ডে শোভে বনস্পতি !
সফল জীবন তার ওহে মহামতি !

(৩)

স্বাস্থ্যহীন ক্ষীন দেহে এত বাণী-সেবা,
কর্ম্মে এত প্রগাঢ় যতন,
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গে করিয়াছে কেবা
ইতিহাস না করে কীর্ত্তন !
শুধু মিতাচার বলে
সুদীর্ঘ জীবন পেলে,
অত্যদ্ভুদ্ জীবন তোমার !
এত শ্রম, এত কর্ম্ম, অপূর্ব্ব ব্যাপার !

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

(৪)

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিবা ধর্ম্মাধিকরণে,
তোমার ললাট-টীকা জ্বলে,
প্রতিভায় হারাইলে সহচরগণে,
শ্রেষ্ঠস্থান—পাণ্ডিত্যের বলে !
বিচারেতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব,
প্রকটিলে কত তথ্য,
যশঃ দীপ্ত র'বে চিরদিন,
বিচারকদলে তুমি বিজ্ঞ সুপ্রবীন !

(৫)

বাণী-সেবা করে লোকে অর্থ উপার্জ্জনে,
অর্থসনে মান কিনে নর !
সারদা সারদা-সেবা ব্যাপ্ত আজীবনে,
আবাল্য বার্দ্ধক্যে নিরন্তর !
ধনে যশে উপেক্ষিলে,
প্রেমে বাণী আরাধিলে,
কায়মনোবাক্যে অকাতরে—
পূজিলে, সেবিলে বাণী আনন্দের ভরে !

(৬)

সুপ্রতিষ্ঠ পরিষৎ সাহিত্য-মন্দির,
বাণীমত্ত ভৃঙ্গ দলে দলে
আসে যথা পূজিবারে প্রতিমা বাণীর—
সাহিত্যের নানা ফুলে ফলে !
নবীন নয়ন আগে
প্রাচীনের স্মৃতি জাগে,
তোমার প্রতিভা তথা ভায় !
যুগব্যাপী বর্দ্ধিত সে তোমার ছায়ায় !

(৭)

কায়স্থ-জাতীয় সভা—নেতা তুমি তার,
তোমার আশ্রয়ে সংরক্ষণ,
সিংহসম আচরণে সমাজ সংস্কার !
সমকক্ষ না দেখে নয়ন !
যেই কথা—সেই কাজ,
নাই ঘৃণা ভয় লাজ,
মনে মুখে ছিলে তুমি এক,
স্বজাতির সেবা তুমি ক'রেছ শতেক !

(৮)

স্বজাতি সেবায় ক্ষুদ্র স্বার্থে দিয়া বলি,
অবিকৃত রাখিয়া কৌলীন্য,
রাঢ়ে বঙ্গে মিলাইলে ক্ষুদ্র গণ্ডী দলি,
বিজ্ঞজন বুঝিবে সৌজন্য !
মুখে কাজে এক তুমি,
গৌরবিত বঙ্গভূমি,
ভারতের কায়স্থ সন্তানে—
একসূত্রে বাঁধিয়াছ প্রেমের বন্ধনে !

(৯)

' বিস্তারিতে একলিপি' বহুভাষীমাঝে,
মুগ্ধ হ'য়ে একতা-স্বপনে,
গাঁথিবারে প্রেম-সূত্রে ভারত-সমাজে
কত না করিলে সযতনে !
শিক্ষিত উদার মন,
কতমতে অনুক্ষণ,—
ভেবেছিল দেশের কল্যাণ !
কত চিন্তা ক'রেছিলে, ধ'রেছিলে ধ্যান !

(১০)

ধর্ম্মমণ্ডলের তুমি—সচীব প্রধান, !
ভারতের সে মহামণ্ডল,
নিখিল ভারতে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রস্থান
' আনন্দ-কাননে ' সমুজ্জ্বল !
আদরে ভারতবাসী
লইল মন্ত্রণা আসি'
সঙ্কীর্ণতা চরণে দলিয়া ;—
বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল ভারত ব্যাপিয়া ।

(১১)

অকপট শ্রদ্ধা মনে সধর্ম্মপালন
করিয়াছ তুমি হে পণ্ডিত !
হিন্দুর আচার নিষ্ঠা রাখি' আজীবন—
দৃষ্টান্তেতে করিলে শিক্ষিত !
জপিতে জপিতে নাম
কার মুখে অবিরাম
শেষ-শয্যা—জাহ্নবী-শয়ন !
হিন্দুর পুরুষ-সিংহ ত্যজিলে জীবন !

(১২)

মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, স্বজাতির সেবা,
সধর্ম্মের গৌরব সাধন,—
উৎকৃষ্ট সাধক হ'য়ে করিয়াছে কেবা—
অতীতেও না হয় স্মরণ !
প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, ধীর,
অক্লান্ত করম-বীর,
তব কীর্ত্তি ঘোষে চারিভিতে ;—
বঙ্গমাতা সুসন্তান—ধন্য ধরণীতে !

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

স্বর্গীয় সারদাচরণ।

বীর যে ছিল মনের বীর্য্যে বিচার-গৃহে শৌর্য্যবান্।
ধর্ম্মাসনে রাখ্‌ল যে জন ন্যায়-ধরমের উচ্চ মান।
তুচ্ছ ক'রে উচ্চ খেতাব জাগ্‌ল গো যার উচ্চশির।
গঙ্গামাটীর সঙ্গী সে আজ,—আজ সাথী তার গঙ্গানীর।

স্বদেশতন্ত্র ঐক্যমন্ত্র নিত্য ছিল যার প্রিয়,
উৎপীড়িতের মিত্র পরম—ক্ষতের ত্রাণে ক্ষত্রিয়,
চিত্তবলের ক্ষত্রিয়তা কর্‌ল যে দান সকলকেই,
আজ দেহ তার শ্মশান্-গেহে—ধূলায় মুহ মিলায় সেই।

কল্পনা যার সম্রাটোচিত—যার মানসে প্রথম ভায়
একলিপির ঐ ঐক্য-সূত্র তিরিশ কোটীর রাখীর প্রায় ;
কর্ম্মী হ'য়েও ভাবুক সে যে—ভাব্‌ত দশের ভাব্‌না সে—
ছাই হ'য়ে তার যায় কি সবই ?—নামের বিভায় দিক্ হাসে।

কীর্ত্তিতে তার দিক্ হাসে গো—দেশ কাঁদে তার মৃত্যুতে ;
দেশবাসী তার স্মৃতি পূজে বরণ করে দেবদূতে ;
দেশের মাটীর সঙ্গে শুধু মিশেছে তার তনুর শেষ—
নাম সে অমর কীর্ত্তিমানের তার ক্ষতি ক্ষয় নাইক লেশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

গুণাকর সারদাচরণ।

অই কেবা যায় পুষ্পক-রথে, উজল করিতে অমর-ধাম!
গন্ধামোদিত নন্দনবনে লভিতে শান্তি, চির বিরাম!!

(১)

বহিয়া বহিয়া পারিজাত-রেণু কাহারে সমীর বিতরে ধীরে!
কল্পপাদপ সুশীতল ছায়া ছড়ায় কাহার তাপিত শিরে!
কণ্ঠে সঁপিয়া মন্দার-মালা সন্তোষে সুর-বালিকা দল ;—
সিঞ্চন করে শান্তির বারি স্নিগ্ধ করিতে মরমতল!

(২)

মরতের চির অমর কুমার 'সারদাচরণ' স্বরগে যায় ;
অপ্সরা-বালা শাশ্বত-সুরে আজি জয়-গীতি তাঁহারি গায়!
ত্রিদিব ভবনে দেবদেবীগণে বরিয়া আদরে লইয়া তায় ;
ফুলচন্দনে অভিনন্দনে বসাইলা দেবরাজ সভায়!

(৩)

হেথায় বিষাদ-ভরা চারিধার! আঁধার ভারত-গগনতল!
শূন্য-হৃদয়ে বঙ্গ-জননী ফেলিছে নিয়ত নয়নজল!
মর্ম্ম-বিদারী ক্রন্দনে হায়, হাহাকার রবে পূরিল দেশ ;—
সারদার প্রিয় "সারদাচরণ" সংসার-লীলা করিলা শেষ!

(৪)

সাধিয়া আপন জীবন সাধনা—কামনার মত লভিলা ফল!
অযোগ্য যত ভাগ্য-বিহীন আমরা কাঁদিয়া শুধু বিকল!—
কে আর সাধিবে স্বদেশের হিত, স্বজাতি-সেবায় সঁপিবে প্রাণ!
অস্ত-শিখরে গেল চিরতরে গৌরব-রবি সে মতিমান্!

(৫)

কে আর জাগাবে জলদ-মন্দ্রে ঘোষিয়া অতীত-মহিমা-গাঁথা?
স্বজাতি-বদনে শূদ্র-কালিমা দেখিয়া—কে পাবে দারুণ ব্যথা!
ভারতের যত কায়স্থজাতি—প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ যাঁর—
"মন্ত্র সাধন—শরীর পতন"—সে কঠিন ব্রত কে লবে আর!

(৬)

হে দেব! তোমার পরাণ কাঁদিল দুঃখিনী বঙ্গভাষার জন্য,
সাজাইলে তারে বিবিধ রতনে ;—লভিয়া তোমারে জননী ধন্য!
বিদ্যাপতির চারুপদাবলী করিলে প্রকাশ সরস ভাষ্যে ;—
বরাভয়করা ভারতী তোমারে আশীষ করিলা মধুর হাস্যে!

(৭)

দেবনাগরীর বর্ণমালায় বাঁধিতে সকলে একতা-সূত্রে
বাঙালী মারাঠী মান্দ্রাজী আদি, দিগ্‌দেশবাসী ভারত-পুত্রে!—
কত যে যতন করিয়াছ তুমি!—স্মরিয়া আজি সে পূত চরিত্র,—
ভক্তি-অশ্রু-সলিলের ভারে ভরিয়া আসিছে আকুলনেত্র!

(৮)

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকারে, ন্যায়ের দণ্ড করিয়া হাতে,—
সুবিচার দানে তুষিলে সবারে, ঈশ্বর-কৃপা ধরিয়া মাথে!
কায়স্থ-কুল-কুমুদ-চন্দ্র! ক্ষাত্র-মহিমা দীপ্ত-কায়!
কর্ম্মের বীর! ধর্ম্মাবতার! প্রণমি তোমার পুণ্য পায়!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শোক-গাথা। *

গেছ তুমি, গেছ চ'লে,
বাণীর চরণ তলে ;—
"মাতৃভাষা"-স্মৃতি ল'য়ে দিতে উপহার !
যার সেবা শিরে তুলে,
সাজাইলে নানা ফুলে,
সাহিত্য-কানন মাঝে মন্দির মাতার।
সেবিবারে জন্ম-ভূমি,
বালক বয়সে তুমি
বহুকষ্টে উপার্জ্জিলে আশীষ বিদ্যার !
'নিজগ্রাম—স্বর্গ ধাম'
হ'য়ে প্রীতি-পূর্ণ-কাম,
অর্চ্চনা করিলে তার—নিত্য নির্ব্বিকার।
দেখ দেখি ফিরে আসি,
যত তব গ্রামবাসী
হ'তেছে কাতর কত বিহনে তোমার !
তোমাহারা হ'য়ে তারা
হইতেছে দিশে হারা ;—
সমাজ-অর্ণব মাঝে ছিলে কর্ণধার।

কর্ম্মবীর, কর্ম্মভুলে
যাইলে কোথায় চ'লে,
ফিরে আর নাহি চা'বে কর্ত্তব্যে তোমার।
জন্ম তব কর্ম্ম ল'য়ে,
কর্ম্মে প্রাণ ঢেলে দিয়ে
কর্ম্ম-স্রোতে ভেসেছিলে স্বার্থে সবাকার।
সেবিবারে মাতৃভূমি
কটিবদ্ধ হ'য়ে তুমি ,
শতকর্ম্ম ক'রেছিলে নিজ-কর্ম্ম-বোধে।

* এই কবিতাটীও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত হয়।

নিজ-মত, লোক-মত,
দ্বন্দ করি' অবিরত,
ছাড় নাই নিজমত সত্য অনুরোধে।
লোক-লজ্জা, গর্ব্ব মান,
নাহি দিয়া তাহে কাণ,
ইষ্ট-মন্ত্র ছিল তব সমাজ সংস্কার।
কায়স্থ পতিত জাতি,
ঘুচাইতে এ অখ্যাতি,
কায়স্থের 'ক্ষত্রিয়ত্ব' হ'লে আবিষ্কার,—
জানাইলে উচ্চ-স্বরে,
সমাজের ঘরে ঘরে—
কায়স্থ নহেক শূদ্র, ক্ষত্রিয় বর্ম্মণ।
সমবর্ণে জাতি-ভেদ
দেখে তব হ'ল খেদ,
(তাই) বঙ্গজে অঙ্গজ দিলে—অঙ্গজ বলিয়া।
এক ধর্ম্ম—এক জাতি,
এক বর্ণ—এক খ্যাতি
দেশ-ভেদে জাতি-দ্বেষ মনেতে জানিয়া,
ভারত-কায়স্থগণে
ভুঞ্জাইয়া একাসনে,
ক'রে গেলে ভ্রাতৃ-প্রেমে—একতা বর্দ্ধন।
এক ধর্ম্মে নানা ভাষা,
একতার ছিন্ন আশা,
ভেবে তাই "একলিপি বিস্তারে" প্রয়াস।
'বিদ্যাপতি' হত-স্মৃতি,
হেরে তার এ দুর্গতি,
বহু যত্নে কীর্ত্তি তার করিলে প্রকাশ।
"উৎকলে শ্রীচৈতন্য"
আহরিয়া স্মৃতি-রত্ন
উপহার দিলে তুমি সাহিত্য-সকাশ

তোমার গৌরব-গান
সপ্তমে তুলিছে তান.
নিস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম ভেদিয়া আকাশ।
হইয়া বিচারপতি
দিয়া বলি পদোন্নতি—
রাখিলে অক্ষয়কীর্ত্তি,—বিচারে নির্ভীক।
স্বদেশীর আন্দোলনে,
বুঝাইলে দেশ-জনে,
"একতা বর্দ্ধন বিনা, সকল(ই) মৌখিক"।
অতি দীন মম মর্ম্ম
প্রকাশিতে তব কর্ম্ম,
অগণিত কর্ম্ম তব প্রসিদ্ধ ধরায়।
পঞ্চভূতে গড়া দেহ,
জীবাত্মার কর্ম্ম-গেহ,
কভু নহে আজ্ঞাবহ -জড় বলি' হায়!
জড় যদি নাহি হ'ত,
তব কার্য্য হ'য়ে রত,
করিয়া যাইত কর্ম্ম হ'য়ে নির্ব্বিকার।
দেশের কল্যাণ তরে,
জড়-দেহ নিজ করে
অযত্নের খর শাণে ক'রছে সংহার!
জাগতিক কর্ম্ম যত,
সূক্ষ্ম দেহে হয় ক্ষত—
তাই ভাবি' ত্যজিলে কি কর্ম্ম অহঙ্কার!
নিষ্কামে করিলে কর্ম্ম
হয় তাহে মোক্ষ-ধর্ম্ম,
তবে কেন তেয়াগিলে ভয়েতে সংসার?
লহ কর্ম্মী, লহ শান্তি,
দূর কর শ্রম-ক্লান্তি'
জীবনে আরাম-সুখ করনি অর্জ্জন;

তব কীর্ত্তি হৃদে ধ'রে,
ভাসিব ও অশ্রু নীরে,
বহিছে যা' বঙ্গ-বক্ষে, সদাসর্ব্বক্ষণ!
কাঁদিবে,কাঁদিবে ধরা,
হ'য়েছে সে হতাদরা,
কে আর মুছাবে তার নয়নের নীর!
উন্মাদিনী বঙ্গমাতা
সহিবারে নারে ব্যথা,
একে একে শত শেলে হ'য়েছে অধীর!

ধন্য তুমি বঙ্গ-সুত,
হও নাই মতচ্যুত.
নানা ধর্ম্মে সঙ্গ করি.—অপূর্ব্ব ব্যাপার!
নানা শাস্ত্র আলোচিয়া
নিজ নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়া
রেখে গেছ ধর্ম্ম-জ্ঞানে মহত্ব তোমার!
'পৌত্তলিক জ্ঞানহীন'
ভাব নাই কোন দিন;
হও নাই বিমোহিত পাশ্চাত্য শিক্ষায়।
ঈশ-প্রেমে মত্ত চিত
ইষ্ট-ধ্যানে পুলকিত,
কর্ম্ম-কাণ্ডে শ্রদ্ধাবান দেখেছি তোমায়।
লভিবারে মুক্তি-ধাম
জ'পেছিলে ইষ্ট-নাম—
যতক্ষণ ছিল প্রাণ স্থূলেতে তোমার!
আত্মীয় স্বজন ভুলে
যাইয়া জাহ্নবী কূলে
তেয়াগিলে জীর্ণ-তনু, কৃতিত্ব অপার!

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু।

কর্ম্মী সারদাচরণ।

কর্ম্মবীর জ্ঞানী গুণী ভক্ত-মহাজন,
স্বদেশের সুসন্তান, নানাকর্ম্মে কীর্ত্তিমান,
স্বদেশ স্বজাতিপ্রিয় সারদাচরণ ;
সজ্ঞানে জাহ্নবী-গর্ভে ত্যাজিলা জীবন!

একে একে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রনিকর ;
ভারত আঁধারকরি' কোথায় যে যায় মার
কি উদ্দেশ্যে ? এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?
ভারত মাতার অশ্রু ঝরে নিরন্তর !

ভারতের ভাগ্য দোষ, যেটী চলে যায়
আর নাহি আসে ফিরে অভাব পূরণ করে,
এমন প্রতিভা ল'য়ে হয়না উদয়,
নিবিড় আঁধারে ঘিরে দেশমাতৃকায় !

সারদাচরণ সম প্রতিভার খনি ,
ক'টী আছে হিন্দুস্থানে, তাহা'ত সবাই জানে
দেশ-মাতৃকার গলে ছিলা মধ্যমণি
মলিন বদন আজ তাইত জননী।

এমন তেজস্বী কর্ম্মী দেখিনি কখন ;
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, পর্ব্বতও হারিয়া যায়.
যা ধ'রেছে ক'রেছে তা—ভীতিহীন মন ;
আর কি এমন রত্ন করিব দর্শন ?

পাণ্ডিত্যে যেমন ছিলা—বিচারে তেমন,
সমাজ-চিন্তায় দক্ষ, অতীব প্রশান্ত বক্ষ
দেশ-হিতে ক'রেছিলা আত্মসমর্পণ।
মুখে নয়, কাযে তার আছে নিদর্শন।

বঙ্গ মহামণ্ডলের ছিলেন কাণ্ডারী,—
কায়স্থ-সভার প্রাণ— করেছিলা রক্তদান
স্বজাতির তরে অহো ! আত্মবুক চিরি'—
দৃঢ়করে জাতীয় তরণী ছিলা ধরি।

একলিপি বিস্তারের কথা ভাবি যবে,
কি উচ্চ আশার স্রোত হ'য়ে ছিল বিনির্গত
চিন্তিয়া বিস্মিত হই, ভাবে মন ডোবে
এ ভাবের ধারা বল, কে রাখিবে এবে ?

মাতৃভাষা সাহিত্যের চির অনুরাগী
পরিষদে কর্ণধার, ল'য়েছিলে বহুভার
প্রাণ ঢালি' দিয়েছিলে সাহিত্যের লাগি,
নীরবে প্রশান্ত চিত্তে যেন কর্ম্মযোগী।

এমন অমূল্য রত্ন, প্রিয় সবাকার,
ওই দেব কর্ম্মফল, সব চোখে ঝরে জল
তোমার প্রয়াণে উঠে দেশে হাহাকার,
এইত কৃতীর হেথা যোগ্য পুরস্কার।

শুধু অশ্রুপাতে নাহি কোন ফলোদয়,
মহাত্মার কর্ম্ম-স্মৃতি' হৃদয়ে রাখিয়া গাঁথি।
এস মোরা কর্ম্ম করি—লভি শেষ জয় ;
কর্ম্ম করি' এস লভি তাঁহার হৃদয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

আজি কি শুনিনু হায়! নিদারুণ বাণী ?
"সারদাচরণ নাই"— কি কথা শুনিতে পাই,
ওকি কথা ওরে, ভাই, কর কানাকানি ?
ও যে রে শিবের শূল বিঁধিল মরম মূল,—
শতবজ্র সন্ধানিল যেন বজ্রপাণি ;—
অগনিত অগ্নিবান দগ্ধ করিল রে প্রাণ.
দুঃখের আঁধারে মগ্ন হ'ল হৃদিখানি
আজি কি শুনিনু হায় —নিদারুণ বাণী !

(২)

আজি কে হানিল ওরে মর্ম্মভেদী শর!
শুকা'ল আশার সিন্ধু. না রহিল একবিন্দু
কে ঢাকিল পূর্ণ ইন্দু—স্থাপি মেঘাম্বর!
না হইতে কালপূর্ণ, কেন বা এহেন তূর্ণ,
কোন রাহু গ্রাসিল রে—দীপ্ত দিবাকর?
চঞ্চল সাগর নীর নিমিষে করিল স্থির,
কিবা মহামন্ত্রে কোন্ মহাশক্তিধর ;—
আজিকে হানিল বক্ষে মর্ম্মভেদী শর!

(৩)

আজি কে বঙ্গের রত্ন করিল হরণ?
আঁধার গুহায় ওই একটী রতন বই
ছিল না উজ্জ্বল মণি—কাঙ্গালের ধন,
অন্ধকার ক'রে পুরী, তাহাও করিল চুরি,
শুনিল না কারো হায়—করুণ ক্রন্দন!
বাঙ্গালীর তেজ গর্ব্ব, নিমিষে করিয়া খর্ব্ব,
চরণে দলিয়া চলে বঙ্গ-প্রাণ-মন,
আজি কে বঙ্গের রত্ন করিল হরণ!

(৪)

কে করিল জীর্ণ তরি কাণ্ডারীবিহীন
পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ, বিমুখিতে নাহি কেউ,
ভয়ে ভীত দাঁড়ি-মাঝি—সবে অপ্রবীণ ;—
তরী করে টল্‌মল্, ঘন ঘন উঠে জল,
স্রোতোবেগে ভেসে যায় স্থির লক্ষ্যহীন,—
সম্মুখে আবর্ত্ত ঘোর, বাড়িছে স্রোতের জোর,
আবর্ত্তে পড়িলে তরী নাহি র'বে চিন্ ;—
কে করিল জীর্ণতরি কাণ্ডারীবিহীন?

(৫)

কক্ষ্যচ্যুত কে করিল দীপ্ত ধ্রুব-তারা?
ইন্দ্রের নন্দন বনে, কেবা আজি সংগোপনে
সৃজন করিয়া গেল ভীষণ সাহারা?
না জানি সে কোন্ বীর চূর্ণিল গিরীন্দ্র-শির,
কে রোধিল শতমুখী ভাগীরথীধারা?
আশার কোমল কলি, কে গেল চরণে দলি,
কে হরিল দেহ হ'তে নয়নের তারা ;—
কা'র রোষে আজি বঙ্গ হ'ল রত্ন হারা!

(৬)

কে করিল বাঙ্গালীরে আজি পিতৃহারা!
কে দিবে উৎসাহ দান, কে জাগাবে সুপ্ত প্রাণ,
কে মুছিবে ব্যথিতের নয়নের ধারা?
বিপদে ভরসা আর কে দিবে রে অনিবার,
কে ভাঙ্গিবে নীতি বলে—দুর্গতির কারা?
মোহিনী মন্ত্রেতে কার জাগিবে বাঙ্গালী আর,
মৃতদেহে কে আনিবে জীবনের সাড়া?
হায় রে, বাঙ্গালী আজ হ'ল পিতৃহারা!

(৭)

হায় রে, বঙ্গের আজ বড়ই দুর্দ্দিন!
আজিকে শ্মশানে ভাই, সে নিধি করিলি ছাই,
যে ধন হারায়ে আজ হলি সবে দীন!
ভারতের কোন খনি গর্ভে না ধরে সে মণি,
জ্যোতীন্দ্র সে রত্ন জ্যোতি পাশে জ্যোতিহীন ;—
পবিত্র কিরণ তার হরেছিল অন্ধকার,
আজি হ'তে ফুরাল সে গৌরবের দিন!
হায় রে, বঙ্গের আজ বড়ই দুর্দ্দিন!

(৮)

আজিকে তোমরা কেউ ক'রো না ক্রন্দন!
সত্য বটে আজি দুখ, অগ্নিসম দহে বুক,
সত্য বটে আজি অশ্রু বরষে নয়ন ;—
তবু সে দারুণ দুঃখে লুকাইয়া রাখ বুকে,
তবু সেই অশ্রুবেগ কর সম্বরণ ;—
দুর্ব্বলতা দূরে দাও, ধৈর্য্যরে জাগায়ে নাও,
বৃথা "হাহাকার" রবে—কর নির্য্যাতন ;—
আজিকে তোমরা কেউ ক'রো না ক্রন্দন!

(৯)

"মানুষ তোমরা" আজি দাও পরিচয়!
শোক বিগলিত মর্ম্ম— নহে মানবের ধর্ম্ম,
কাপুরুষোচিত শিক্ষা ভারতের নয়,—
হৃদয়ে সঞ্চারি' বল, মুছে ফেল অশ্রুজল,
প্রচার, মৃতের কীর্ত্তি এ জগতময়,—
পাইবে বিমল শান্তি, ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি,
শোক তাপ দুঃখ জ্বালা হ'য়ে যাবে লয় ;—
"মানুষ তোমরা" বিশ্বে দাও পরিচয়।

(১০)

মানুষ তোমরা সবে রাখিও স্মরণ ;—
মহামনীষীর শিক্ষা, মহা সাধকের দীক্ষা,
নিষ্ফল করো না যেন—করুণ ক্রন্দন!
যে গুরু কর্ত্তব্য ভার বহি শিরে আপনার,
ক'রেছে সে মহাপ্রাণ মরণ বরণ ;—
সে ভার বহিতে শির সমুন্নত কর বীর,
করিও না কেহ হায়! ভিন্ন আচরণ ;—
"মরিয়া অমর দেখ সারদাচরণ।"

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী।

স্মৃতির সম্মান।

(১)

কায়স্থ-গৌরব-রবি চলিলে কোথায়,
কোন্ পথে কার সনে কি সুখ আশায়?
ঘোর অন্ধকারে যারা হয়েছিল দিশাহারা,
নিজ পরিচয় যারা জানিত না হায়!
সিংহের শাবক হ'য়ে, জম্বুক-কুমার সম
ছিল যারা পদানত—ছিল অসহায়।
তন্ত্রী বাহী শূদ্ররূপে, কত দুঃখে মনস্তাপে
যে জাতির অভিনয় হ'ত এ ধরায়!
প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে জাগাইলে সুকৌশলে—
জাতীয় জীবন তার জলন্ত চিতায়।
সংস্কার সংস্কার রবে, জাতীয় আহবে এবে
আশ্বাস প্রদীপ কেবা জ্বালিবে হিয়ায়?
নবতানে, নবভাবে দেহ মন কে জুড়াবে
আবেগ ছোটাবে কেবা রেণু কর্ণিকায়?
স্মরিতে সে কথা হায়! বুক ফেটে যায়!

(২)

উঠ মিত্র রবি, ত্যজ বেশ দীনতার,
জাতীয় আকাশে দেখ ঘোর অন্ধকার।
এ "কায়স্থ সম্মিলনী" এখন (ও) বালিকা গণি,
বুঝিতে পারে না এই দুরন্ত সংসার।
কত পাপী দুরাচার, করে হেথা অবিচার,
বালিকা বধিতে লয় অসি ক্ষরধার।
বোঝে না চঞ্চল মতি, তাইত ভাবনা অতি,
কৃপাবশে রক্ষক কে হইবে আবার।
তোমার মতন আর, কে লবে এ গুরুভার,
কে রাখিবে আর এবে জাতীয় সম্মান?
দরিদ্র স্বজাতি তরে, আবার দেখিব কিরে,
তোমার মতন কারে করিতে যতন,
এ অভাগা বঙ্গদেশে কায়স্থ-রতন?

(৩)

সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে, স্বাধীন নির্ভিক মনে,
ন্যায়ের মর্য্যাদা সদা ক'রেছ রক্ষণ।
উৎসাহে চ'লেছ ধেয়ে, বুকভরা আশা ল'য়ে
কর্ম্মমঞ্চে লভি' সদা যশঃ অতুলন।
দেশপূজ্য ধর্ম্মবীর, হেন সুবোধ সুধীর,
আসিবে কি আর কেহ করিতে তর্পণ
অমায়িক, সহৃদয়, বিদ্বান সুজন ?

(৪)

"জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?"
মায়ার সংসারে হায় ! বোঝে কি মানব তায়,
পায় কি তাহাতে শান্তি "মন-কোকনদে" ?
তোমার অভাবে তাই, বড় দুঃখ হৃদে পাই,
তুমি যেন ছিলে সদা কর্ম্ম-মূর্ত্তিমান।
বহু সাধনার ফলে বঙ্গ-জননীর কোলে,
সুশোভিত অকস্মাৎ পুরুষ-প্রধান।
তোমার মতন আর, আসিবে কি উপহার
প্রতিভা পূরিত মূর্ত্তি—হেন গরীয়ান্,
সাধিতে দেশের হিত—জাতীয় কল্যাণ ?

(৫)

মুগ্ধপ্রাণী আমাহেন, অবোধ অজ্ঞান জন
জীবন রহস্য তব বোঝেকি তেমন ?
দেখে কি জন্মের মত, দেহমাত্র শুধু গত
সূক্ষ্ম দেহে রহে প্রাণ করে বিচরণ,
মৃত্যু নহে নিদ্রা শুধু জুড়া'তে জীবন।

(৬)

সূক্ষ্মতম কলেবরে, সদা প্রফুল্ল অন্তরে
লভগে হে মহাভাগ সাফল্য তথায়—
যেখানে বিধাতা কাছে, রমেশ, দ্বারকা আছে
শান্তির হিল্লোল যথা বিরাজে হিয়ায়।
শ্রীহরির কৃপাবরে, যাও সেই দেশে দূরে
জুড়াইবে দেহমন তাঁহার দয়ায়
চিরশান্তি পা'বে তাঁর চরণ ছায়ায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

মহাপ্রস্থান।

বহু আশা স্বর্গে যায় বহু দেশ হতে,
বহু মহাত্মার গতি হয় শেষ-পথে,
বহু ইন্দ্র চন্দ্র পাত হয় কর্ণে গুণি
বহু স্থানে হয় মহা প্রস্থান আপনি।
সম্মুখ সমরে পড়ি ধরণীর কোলে
কত কত মহাবীর যান স্বর্গে চ'লে,
দেশব্যাপী শোক তাহে কভু নাহি আসে,
দেশবাসী শোকে হেন কভু নাহি ভাসে।
ক'রেছেন শত কার্য্য পরার্থ কারণ,
তাই তাঁর তিরোভাবে কাঁদে দেশজন
কত কীর্ত্তি কত যশ বিঘোষিত লোকে,
তাই বুঝি কাঁদে লোক তাঁর পরলোকে,
হেন পুত্রহীনা আজ এ বঙ্গ-জননী
'সারদা'-বিয়োগে আহা কেঁদে পাগলিনী ॥

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গতঃ সারদাচরণ মিত্রঃ।

স আগতঃ স্বর্গত ঈপ্সিতাগতি
র্বিচারদক্ষো বিদুষাং বরঃ পুমান্।
বিধে র্নিযোগাদ্ জনকর্ম্ম সাধিতুম্
মহাকৃতী কর্ম্মজগজ্জনাগ্রণীঃ ॥

বিধায় কর্ম্মাণি বহূন্যশেষতঃ
শ্রমেণ ধর্ম্মেণ জনশ্রিয়ে মুদা।
জগাম গঙ্গাম্বু-সমাশ্রিতঃ সুরঃ
স মিত্রবন্মিত্রজ-গৌরবঃ সুধীঃ ॥

উচ্চৈরুপাধিং সমবাপ্য সর্ব্বতঃ
স বিশ্ববিদ্যালয়তোঽপি লেশতঃ।
কদাপি দৃষ্টো ন সগর্ব্ব-মানসঃ
ভবন্তি নোচ্চৈস্তরবঃ ফলোদ্গমাৎ ॥

স আসনং প্রাপ্য সমুন্নতং সুধী
বিচারকার্য্যেষু মহামনীষিতাম্।
প্রকাশয়ামাস বিচার পণ্ডিতঃ
স্বভাবতঃ ক্ষত্রকুলোচিতা হি সা ॥

বিবেক-বুদ্ধি-প্রতিপত্তিতোঽথবা
স কর্ম্ম-নৈপুণ্য গুণাদিতোঽপিবা।
অমিত্র বর্গেষ্বিব মিত্রবর্গতঃ
প্রপূজিতোভূন্ন গুণেঽস্ত্যমিত্রতা ॥

প্রতীচ্যবিদ্যাপরিভূষিতোঽপ্যয়ম্
অশ্রদ্দধানো ন কদাপি নব্যবৎ।
অভূৎ স পল্ল্যাং নিজ জন্মভূমিতঃ
নিজেঽতিতুচ্ছেপি বুধোঽনুরাগবান্ ॥

ন তস্য বাক্যেন বিঘোষিতা ক্রিয়া
বিঘোষিতা সা হি ফলেন কর্ম্মণাম্।
ন বাক্যবীরো গুণবান্ ভবেন্নরঃ
ফলানুমেয়া হি সতাং সদা ক্রিয়া ॥

স্বজাতি-সংবর্দ্ধন-কর্ম্ম-সাধনে
পরানুরক্তি র্হি ততঃ প্রকাশিতা।
স ঘোষয়ামাস সমগ্র ভারতে
দ্বিজা হি কায়স্থ-কুলোত্থিতাঃ জনাঃ ॥

স্বয়ং হ্যনুষ্ঠায় কুলোচিতাঃ ক্রিয়াঃ
প্রবর্ত্তয়ামাস পরান্ স্বকর্ম্মসু।
স শাস্ত্র-তত্ত্বার্থ-বিচার-পণ্ডিতৈ
রবাপ সিদ্ধিং সুসমর্থিত-ক্রিয়ঃ ॥

স পুণ্যকীর্ত্তিঃ পরমার্থ-সাধনে
পুপোষ বিষ্ণ্বর্থ-পদাবলৌ-রতিম্।
প্রচারয়ামাস চ বঙ্গভাষয়া
বহূন্ নিবন্ধান্ জন-মঙ্গলেচ্ছয়া ॥

ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ নিজপুরজনান্ শোক-সন্তপ্তচিত্তান্
পত্নীং পুণ্যাং সুতগণযুতাং মায়য়া মুক্তচিত্তঃ।
প্রাপ্তঃ স্বর্গং বিবুধ-বসতিং স্বর্গিনী-গীয়মানঃ
দীব্যাদ্ দেবৈ র্ধৃতসুরতনুঃ সারদামিত্রদেবঃ ॥

জয়তি জয়নশীলঃ ক্ষত্রকায়স্থ-বংশ্যঃ
সমুচিত-হিত-কার্য্যং সাধয়ন্ শুদ্ধচিত্তঃ।
চরতু বিমল-শান্তিঃ সারদামিত্রবংশে
ভবতু পরম সৌখ্যং সর্ব্বদা সর্ব্বলোকে ॥

শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মা কাব্যতীর্থস্য।

সারদা শোকপ্রসূনাঞ্জলিঃ।

বিধুরবিবুধসঙ্ঘৈরার্য্যবিদ্যালয়স্য
নয়নসলিলসিক্তঃ প্রীতিপুষ্পোপহারঃ।
তব করকমলে যো দীয়তে ভক্তিমিশ্রঃ
করুণরুদিতপূর্ণং সাগ্রহং ভো! গৃহাণ ॥ ১ ॥

যুষ্মত্ত্যক্তা বিশোভাশ্চিরমশরণতান্তেগতাশ্চার্থিসঙ্ঘা
রত্নৈরেতৈর্বিহীনা ভগবতি! বসুধে! কিন্নু জাতাঽসি তূর্ণম্?
জ্যোৎস্নাভির্দ্যোতয়ন্তং ক্ষিতিতলশশিনং কিং হি জহ্যা গতাঙ্কং
দারিদ্র্যক্লেশসিন্ধৌ পতিতজনচয়ে যেঽনিশং সন্তি কোলাঃ ॥ ২ ॥

রাঢ়ে গাঢ়প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ পাণিশালানিবাসী
মিত্রোপাধিপ্রসিদ্ধঃ কবিকুলশরণং সারদানামধেয়ঃ।
দেশান্ কৃত্বা বিপন্নান্ শুগুদধিবিগতান্ দুঃখশঙ্কুপ্রমূঢ়ান্
কং দেশং প্রস্থিতোঽভূঃ বদ নু সুচরিতাঃ! পশ্যতাস্মান্ প্রপন্নান্ ॥ ৩ ॥

জাতা ভূ রত্নশূন্যা সুমনসসদনং শারদং তং নয়ন্তী
সৌভাগ্যাদস্য যাতা স্মিতকমলমুখী দ্যৌঃ পরং ভাগ্যপারম্।
যোষিদ্ভির্বীজ্যমানং সুরপতিসদনে সঙ্গতং তং সমীক্ষ্য
কিন্ন স্ত্রীণাং সমাজে কলিকলুষহরীং স্বাং সমাখ্যাং জহাসি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানজ্যোৎস্নাং বিকীর্য্যত্রিজগতিবিমলাং ত্বং হি রাকাশশাঙ্কঃ
কীর্ত্তিং শ্লাঘ্যামলব্ধা বিবুধজনকুলং রাজয়ন্নংশুবিম্বৈঃ।
দৌর্ভাগ্যাচ্চাস্মদীয়াৎ ক্ষণমলমুদয়ন্ বঙ্গদেশেবিশালে
শোকচ্ছায়াং প্রদায় ব্যথিতজনহৃদি চাস্তমভ্যুদ্‌গতোঽসি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাং বিদ্যামতুল্যাং স্বয়মধিগতবান্ বিশ্ববিদ্যালয়ীয়াং
ত্বং ভো! মাসৈঃ কিয়ন্তিঃ সদসিবিজিতবান্ প্রেমচাঁদীং পরীক্ষাম্।
লব্ধাশ্চাভূঃ স্বধাম্না সুচরিতনিকষঃ প্রাড়্‌বিবেকস্পদং ত্বং
ত্বত্তো নাস্তি প্রধানং সমধিকগুণবান্ ভূতলেঽস্মিন্ বিশালে ॥ ৬ ॥

দীনানাং দৈন্যরাশিং সমমুচদনিশং শীলবেলাসরস্বান্
সৎকার্য্যং স্বৈরগণ্যৈঃ প্রতিদিনমকরোঃ নাস্তি সংখ্যা চ তস্য।
ঔদার্য্যপ্রেমসঙ্ঘৈঃ ভুবি চিরমদধাঃ মানসেষু প্রলোদং
শ্লাঘ্যশ্চাসীমনীষী ত্বমিহ ভুবি বৃথা গর্ব্বমন্যে বহন্তি ॥ ৭ ॥

বিদ্বৎসুখ্যাতিমাপঃসুমহতিসদসিস্তোত্রমন্যৈরলভ্যং
প্রখ্যাতে শুদ্ধবংশে জননমলভথাঃ শীলসঙ্ঘৈর্বরেণ্যঃ।
কৃত্বা কার্য্যন্ত্বশেষং সুকৃতিচয়ফলং স্বর্গলোকঞ্চ রম্যং
বৈরাজং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মোদং সুবমলমমিতং শাশ্বতং নির্ব্বিশঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

প্রাজ্যঞ্চার্থং বিসৃজ্যব্যধিতকিয়দহো! পূণ্যকার্য্যং প্রভূতং
স্বর্গঞ্চাপ্তুং সকামোহতবৃজিনকুলশ্চার্থিসাৎকৃত্যসর্ব্বম্।
বাৎসল্যাচ্ছাত্রবৃন্দে প্রজননমদদাশ্চার্য্যবিদ্যালয়স্য
মন্তেনাস্তীহবিজ্ঞঃ সদসিবহুমতঃ ত্বৎসমঃ সত্যসন্ধঃ ॥ ৯ ॥

স্রোতস্বিন্যঃ সুকরুণকলং সব্যথং প্রাণকান্তং
মন্দং মন্দং পবনকলিতা বারিধিং বাহয়ন্তি।
তীরস্থাস্তাঃ কুসুমিতলতাঃ পুষ্পসম্ভারহস্তাঃ
স্নিগ্ধাঃ ছাত্রাইবগৃহগতাঃ পাদপং পূজয়ন্তি ॥ ১০ ॥

আর্য্যবিদ্যালয়ীয় শিক্ষকাণাম্।

শোকে।

জানিনাক তুমি কোন্ পথ দিয়া
গিয়াছ স্বর্গেতে পৃথিবী ত্যজিয়া।

দুদিনের তরে ভ্রমে মরধামে
দেখাইলে কীর্ত্তি দেশবাসী জনে।

বঙ্গীয় কায়স্থ ছিল অন্ধকারে
আলোক দেখায়ে আনিলে বাহিরে।

ধর্ম্মাধিকরণে করি সুবিচার
হয়েছ দেশের ভক্তির আধার।

তুষিতে মানবে মধুর বচনে
ভুলিতে নারিবে ধরাবাসী জনে।

কেন আজ তুমি গেলে গো চলিয়া
ভারতবাসীরে শোকেতে ফেলিয়া।

যেথানেই থাক ভুল' না মোদের
পাই যেন সদা তোমার আদর।

শ্রীবিজয়গোপাল বসু বর্ম্মা।

সারদা-পূজা।

মরেন নাই—মরেন নাই—মরেন নাই! কায়স্থ কুলতিলক সারদাচরণ মরেন নাই। তিনি স্বকার্য্য শেষ করিয়া—জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া চির আনন্দনিকেতন—চির সুখশান্তিপূর্ণ দুরারোহ, দুরবলোক্য অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের অগ্রণী, কায়স্থ-সমাজের ধ্রুবতারা—কায়স্থ-সমাজের আশা ভরসার স্থল—সমাজ চিন্তাশীল কর্ম্মবীর সারদাচরণ আত্মীয় স্বজন, স্বজাতীয়বর্গকে, দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া আমাদের জড় চক্ষুর বহির্ভাগে প্রস্থান পরায়ণ হইয়াছেন। তিনি মরিয়াও মরেন নাই—আমাদের সম্মুখে না থাকিয়াও আমাদের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন ও চিরদিনের জন্য বিরাজিত থাকিবেন। যাঁহার কীর্ত্তি আছে তিনি মরেন না—মরিতে পারেন না সুতরাং অনন্ত কীর্ত্তি সম্পন্ন আমাদের সারদাচরণ—কায়স্থ-সমাজের সারদাচরণ—কায়স্থ-সভার অক্লান্ত কর্ম্মী একমাত্র কর্ণধার সারদাচরণ—দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সারদাচরণ মরেন নাই। তিনি মাত্র পঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর দিব্যদেহ লইয়া নিত্যধামে প্রস্থান পরায়ণ হইয়াছেন।

মিত্রজ সারদাচরণ কায়স্থ-সমাজের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। সমাজের উন্নতি-সমাজের মঙ্গল—সমাজের হিতকামনা তাঁহার শেষ জীবনের প্রধানতম অবলম্বন ছিল। সমাজের দুর্নীতি নিবারণ করিবার জন্য তিনি শেষ জীবনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রতভ্রষ্ট, দুর্গত, বিড়ম্বিত, হতভাগ্য কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চিন্তাই ইদানীং তাঁহার চিন্তনীয় হইয়াছিল। সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতিমার্গে উন্নীত করাইবার জন্য তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে ক্রিয়া করিতেন। সমাজের সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদন মানষে, বহুধা বিভক্ত সমাজের সমীকরণের উদ্বোধন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করাইবার জন্য, চিরতুহিনসম্পাতিত হিমাচলের পাদদেশ হইতে শান্তিসলিল সুস্নিগ্ধ কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত তাবৎ যাবতীয় কায়স্থকে ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ করাইবার জন্য সারদাচরণের কতই না উদ্যম যত্ন ও চেষ্টা ছিল। বার্দ্ধক্যে জীবনসন্ধ্যায় উপনীত হইয়াও গুণ, জ্ঞান, প্রেম প্রীতির আধার, কর্ম্মবীর অবিচলিতচিত্ত সারদাচরণ কায়স্থকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, সহস্র বাধাবিঘ্ন থাকিলেও বীরের ন্যায় তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া, সম্পূর্ণ না হইলে কথঞ্চিত সফলতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে নিরত্ত হইতেন না।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ উপবীতধারী কায়স্থ দায়াদগণ বঙ্গীয়কায়স্থদিগকে উপবীত হীনতা নিবন্ধন কায়স্থ বলিয়া—ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কিন্তু কার্য্যকুশল সারদাচরণের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অসামান্য প্রতিভা ও প্রতিপত্তি বলে তিনি এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ প্রভৃতি বহুস্থানে ঘুরিয়া, বহুতর নেতার সহিত তর্ক বিতর্ক প্রভাবে, তাঁহাদের বহুতর প্রশ্নের উত্তর প্রদান দ্বারা সন্দেহ নিরসন ও ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে তাঁহাদেরই আদিপুরুষ ৺চিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর তাহাও প্রতিপাদিত করাইয়া কায়স্থ মাত্রেই যে একই পরমপিতার বংশধর সুতরাং সকলেই ভ্রাতৃত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, ইহা স্বীকার ও পরস্পরকে পংক্তি ভোজনে অগ্রসর করাইয়াছিলেন; একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় বহুধা বিভক্ত কায়স্থ সমাজে এক বিরাট জাতিতে পরিণত হইবার উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছিল।

তিনি সমাজে শৃঙ্খলা ও সুবিধা আনয়ন করিবার জন্য চতুর্ভাগে বিভক্ত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ মধ্যে পরস্পর যৌন সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

আকণ্ঠ শূদ্রত্বে নিমগ্ন বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে শূদ্রত্ব কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যও তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার শক্তি অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিল। তিনি বঙ্গের বহুস্থানের কায়স্থ প্রধানগণকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে প্রবুদ্ধ ও অগ্রসর করাইবার জন্য আপনি ও আপনার পুত্রাদিকে উপবীত করাইয়া আদর্শে পরিণত হইয়া সমাজে উপনয়ন স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছেন। তাঁহারই উত্তেজনায়—তাঁহারই আদর্শে আজ বঙ্গীয় সমাজ জাতীয় কলঙ্ক পরিহার করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং প্রত্যেক স্থানেই উপবীত কেন্দ্রের যজ্ঞীয় ধূম উত্থিত হইয়া অক্লান্ত কর্ম্মী সারদাচরণের জয় ঘোষণা করিতেছে ও চিরদিন তাঁহারই পন্থানুসরণ করিয়া সমাজ ক্ষত্রিয় বলিয়া গৌরব প্রকাশ ও পরিচয় প্রদান করিবার অধিকার লাভ করিবে।

পণ-প্রথার উচ্ছেদন মানষে তিনি অনেক দিন হইতেই মস্তিষ্ক পরিচালন করিতেছিলেন। যাহাতে অর্থহীন কঙ্কালসার সমাজ হইতে এই দুর্নীতি—কুপ্রথা অন্তর্হিত হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ না হইলেও আজকাল বিনা ব্যয়ে বিবাহের যে দুই চারিটী সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা অদ্ভুতকর্ম্মী সারদাবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত সুচিন্তার শুভময় ফল!

নিরন্ন, দুঃস্থ, নিরুপায় কায়স্থ ছাত্রগণের যাহাতে শিক্ষার সুবিধা হয় এবং লেখ্যবৃত্তি সম্পন্ন কায়স্থ-সমাজে যাহাতে অশিক্ষিত কেহ না থাকে তদ্বিষয়েও সারদা

বাবুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত ছিল। গরিব কায়স্থ ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য নানারূপে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন।

অর্থকরী বিদ্যা যথেষ্টরূপে অর্জ্জন না করিলে সমাজে যথোপযুক্ত অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি ছাত্রগণকে বিদেশে পাঠাইবারও পক্ষপাতী ছিলেন ও তৎপক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিলাতে পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অসহায়া বিধবাগণের অন্ন সংস্থানের উপায় উদ্ভাবনের জন্যও তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় চিন্তা-বিমুখ হয় নাই। তিনি সাধ্যানুসারে তাহারও চেষ্টা করিতেন।

কলিকাতার "আর্য্য-বিদ্যালয়," তাঁহারই স্থাপিত। তিনি কায়স্থ-সভার হস্তে উহা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য যাহাতে দরিদ্র ছাত্রগণের অল্প ব্যয়ে সুশিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, কায়স্থ কুলগৌরব সারদা বাবু তাহারও উপায় করিয়াগিয়াছেন।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ— দেবোপমচরিত, কর্ম্মবীর বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের কায়স্থ-সভার বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষতঃ কায়স্থ-সমাজে তাঁহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল। তিনি যে অলোক-সামান্য কীর্ত্তি— দেশব্যাপী সম্মান— সর্ব্বজনের নিকট আদর লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। তিনি কায়স্থ-সভার অদ্বিতীয় কর্ণধার ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে—তাঁহারই চেষ্টায় কায়স্থ-সভা পরিচালিত হইত। তিনি যে ভাবে সভাকে পরিচালিত করিতেছিলেন, কায়স্থ-সমাজ সেই ভাবকেই উন্নতিমূলক জ্ঞান করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার অভাবনীয় মৃত্যুতে কায়স্থ-সভার ভাগ্যনেমি বিপর্য্যস্ত হইল —মেরুদণ্ড বিচূর্ণিত হইল— আশালতিকা সমূলে উৎপাটিত হইল—সভা চালকহীন—নেতাহীন হইলেন— কায়স্থ-সমাজ একজন পরমহিতৈষী অদ্বিতীয় বন্ধু হারাইলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে—সমাজ যে বন্ধু হারাইলেন সেরূপ বন্ধু আর মিলিবে না— সমাজ যে উপদেষ্টা ও কর্ম্মবীরের কর্তৃত্ব হইতে—উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহা তাহা লাভ করিতে পারিবেন না।

আমরা তাঁহার লোকান্তর গমন সংবাদ পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার উপযুক্ত কাহাকেও পাইব কি ভগবানই বলিতে পারেন।

আজ বঙ্গের প্রত্যেক স্থানের জনশঙ্ঘ যাঁহার পুণ্যপ্রতঃ পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সেই আদর্শচরিত নরদেবতা সাধু সারদাচরণ যাও! দিব্যলোক বিভাষিত নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ কর! অকৃতজ্ঞ আমরা তোমার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিত প্রশমিত করি! আর সমাজের ও সভার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার সত্তা অনুভব করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি! যাও নরদেব! যাও সমাজ হিতৈষী! অনন্তধামে অনন্তের সহিত অনন্তকালের জন্য মিলিত হও! আমরা শ্মশান সমাজের ভস্মস্তূপে দাঁড়াইয়া তোমাকে উদ্দেশে পূজা ও প্রণাম করি!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষ চৌধুরী।

স্বর্গ-প্রয়াণ।*

(১)

ফুরাল কি এলোকের কায, আচম্বিতে,
হে রাজন্য ঋষি?
তাই শ্রান্ত কলেবরে গেলে চলি' চিরতরে
মরণের পরপারে অমরত্বে মিশি'?
চলে' গেলে', কর্ম্মবীর, হাসিতে হাসিতে—
কর্ম্মের শতেক সূত্র নারিল বারিতে?

(২)

সুযশের গন্ধামোদে মাতাইয়া ধরা
ত্যজিলে ভুবন,—
আজি ধ্বনি "হায় হায়" প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধায়,
এ বঙ্গের শ্বাসে বহে শোকের পবন'
বঙ্গের বরাঙ্গ হ'তে কি যে অলঙ্কার
সহসা হরিল কাল—কহে সাধ্য কার?

* কায়স্থ কুলপ্রদীপ মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহোদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

(৩)

অশেষ করমরাজি অসমাপ্ত রাখি'
লইলে বিদায়,—
কোন্ কর্ম্ম, কহ, কা'রে দিলে ভার সাধিবারে ?
সাধন-রহস্য কিবা শিখা'লে কাহায় ?
দেশ-মাতৃ-সেবা-ব্রত—পূত আচরণে
কাহারে বসা'য়ে গেলে আপন আসনে ?

(৪)

বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি, কায়স্থ-সভার
ধীর কর্ণধার !
তরণীর নিয়মনে দিলে কর্ণ কোন্ জনে ?
কোন্ জনে দিয়ে গেলে শকতি তোমার ?
চৌদিকে ভীষণবেগে গরজে তুফান,
কভু তরী টলে, কভু চমকে পরাণ ।

(৫)

বিভিন্ন, বিছিন্ন, খিন্ন হৃদয়নিকর
বাঁধি এক স্বরে,
বাজাইতে একতান কেবা হবে আগুয়ান,
তুলিবে ঐক্য ঝঙ্কার ভারত ভিতরে ?
কে সাধিবে এবে তব জীবনের ব্রত ?
তুমি ত চলিয়া গেলে ছাড়িয়া মরত ।

(৬)

কোথা সে নূতন দেশ যেথা তুমি এবে,
হে কর্ম্মি প্রবর ?
সেথা কি ত্রিদশ-বালা বহে বরণের ডালা,
ল'য়ে পারিজাত মালা সম্ভাষে অমর,
চন্দনের গন্ধ বহে মন্দ সমীরণে,
সুধাকর ঢালে সুধা,—তব আবাহনে ?

(৭)

সেথা কি রাজর্ষিদল তুলি' বেদ-রব
পুলকিত-প্রাণে—
তোমাহেন মহাপ্রাণ, বৈদিক-আচারবান
রাজন্য ঋষিরে তোষে আলিঙ্গন দানে ?
বাণীর নন্দনবৃন্দ, আনন্দে মগন,
তোমার অভিনন্দনে উড়ায় কেতন ?

(৮)

সেথায় কি ভগবান চিত্র মহামতি
হরষ-আবেশে—
বংশের ভাস্কর প্রায় তব তুল্য মহাত্মায়
আশীষে কোমল পাণি দানি' শিরোদেশে ?
দেশ-মাতা-সুতগণ মিলিত সুস্বরে
তোমার মঙ্গল গীতি গাহে প্রীতিভরে ?

(৯)

ওই দিব্য লোকে তবে লভহ বিরাম,
হে পুণ্যচরিত !
এ লোকের কর্ম্ম-ক্লান্তি নাশিয়া লভহ শান্তি,
বারেক স্মরিও শুধু এ দেশের হিত ।
দীনেশের শ্রীচরণে কভু নিও মাগি'
করুণা কণিকা দীন এ জাতির লাগি ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার ।

উপনয়নের উপযোগিতা।

বড় দুঃখের কথা—ততোঽধিক লজ্জার বিষয়—কায়স্থগণের মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিমান, আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াও বলিয়া থাকেন,—"বিনা উপবীতেই

আমরা বেশ আছি, আবার উপবীত ধারণের দরকার কি?" এই "বেশ আছি" কথটা তাঁহারা শুধু মুখে বলিয়া থাকেন, কি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, তাহা ভাল বুঝা যায় না। যখন তিনি কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর গৃহে বেড়াইতে গেলে, ব চাকরকে ডাকিয়া বলেন, "দেরে, বন্ধুবরকে শূদ্রের হুঁকাটা এনে দে"—তখন তি তিনি সত্যই মনে করেন যে "বেশ আছি?" যখন পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়ে সেই আরাধ্য দেবতাগণকে 'দাস' ও 'দাসী' বলিয়া পিণ্ডদান করেন, তখন তি বস্তুতই মনে করিতে পারেন যে "বেশ আছি?" যখন তিনি মরণাশৌচ ধারণ করি সুদীর্ঘ একমাস কাল পিশাচবৎ মলিনবেশে ঘুরিয়া বেড়ান, তখন কি তাঁহার মনে হয় যে "বেশ আছি?" যখন কোন সভাতলে যাইয়া, যাঁহারা "শূদ্রেন তু সহাসনম্" ব্যবহার করেন না তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র আসন ছাড়িয়া দিয়া, দূরে শূদ্র সাধারণে সহিত একাসনে উপবেশন করেন; তখন কি তিনি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে "বেশ আছি?" যখন গুরু আসিয়া কাণে প্রণব বর্জ্জিত মন্ত্র প্রদান করান, পূজা ঘট ছুঁইতে বাধা দেন তখন কি তিনি মনে করিয়া থাকেন যে "বেশ আছি" আর যদি আদালতের বিচারে তাঁহাকে উপবীত হীনতা বশতঃ শূদ্রনামে কথি হইতে হয়, তখনও কি তাঁহার মনে হইবে যে "বেশ আছি"? এ সকল সময় যদি তিনি অম্লানবদনে "বেশ আছি" মনে করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহ অসীম ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সে ধৈর্য্য প্রকৃতই দানবী ধৈর্য্য।

কথিত আছে—দেবরাজ ইন্দ্র একবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শূকর দেহে তিনি শূকরীসঙ্গে শাবকদিগকে লইয়া বেশ সুখে ছিলেন। এমন সময় দেবতারা আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গ অধিপতি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি এই শূকরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চল। স্বর্গের সিংহাসন—স্বর্গের নন্দনবন তোমার অভাবে শূন্য আছে।"

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—"দেবগণ! আমি এই শূকরদেহে, পঙ্কিল সলিল শূকরী এবং শাবকগণের সঙ্গসুখে বেশ আছি। তোমরা আর আমাকে কথা বলিও না। এই আমার স্বর্গ।"

পরিশেষে দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া অস্ত্রাঘাতে শাবকগণসহ শূকরীকে করিয়া, পরে ইন্দ্রের শূকরদেহও ছেদন করিলেন। তখন ইন্দ্র দিব্যদেহ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আঃ! বেশ করেছ।" শূকরদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে জানা যায় না যে, শূকর-দেহে ও দিব্যদেহে কি প্রভেদ। তেমনি শূদ্রাচার

ব্রাহ্মভাব ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারের দিব্যভাব অবলম্বন না করিলে বুঝা যায় না যে উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিলেই উপনয়নের উপযোগিতা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না।

এমন ব্যক্তিরও অভাব নাই, যিনি বলিবেন,—"জগৎ বলুক না আমাকে 'শূদ্র' আমি নিজে জানি, আমি ক্ষত্রিয়, তবে আবার উপবীত কেন?" কিন্তু "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল" সাজিয়া ফল কি? আমরা কোন নবাব বংশধরকে জানি; তিনি ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার মনে ষোল আনা বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট এই বৃত্তি তাঁহাকে রাজকর স্বরূপ দিয়া থাকেন। এই বৃত্তিকে তিনি কখন অন্য নামে অভিহিত করেন না, বলেন "খাজনা"। ইহাঁর বিশ্বাস যে ইনি আজিও ইংলিশ্ গবর্ণমেণ্টের জমিদার। কথিত নিরুপবীত কায়স্থ মহাশয়ও তেমনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ত্বের কোন চিহ্ন নাই, অথচ ক্ষত্রিয়। নামে পদ্মলোচন, প্রত্যক্ষতঃ কোটর চক্ষু—শুনিতে ক্ষীরসাগর, দেখিলে পচা পুকুর। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি গৌরবজনক ক্ষত্রিয় নাম ধারণে অভিলাষী, তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অধিকার লাভ করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় নামের সহিত যে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, সেই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। যে তাহা না করে, সে অনাচারী। যাহার এমন অনাচারী হইবার বাসনা নাই, তাহাকে উপনয়নের উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে।

আবার কেহ কেহ উপনয়নের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। ইহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতির তাড়নায় সমাজ যেরূপ দিন দিন অবনতির দিকে ধাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে আর উপবীত গ্রহণ করিয়া কি হইবে? ইহাঁরা দেখাইয়া থাকেন,—ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার দ্বারা সুরা এবং গোদেহের সামগ্রী পর্য্যন্ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে; ম্লেচ্ছ এবং যবনের পক্কান্ন ভোজীর সহিত আহার ব্যবহার হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি না; দোকানের ভোজনীয় জিনিসের সহিত কত প্রকার অখাদ্য আমরা নিত্য খাইতেছি; এই সকল দ্বারা আমরা অধঃপাতে গিয়াছি এবং যাইতেছি। এই সকল হেতুবাদে ইঁহারা বলিতে চাহেন যে, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করা বৃথা; অতএব ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই।

এই যুক্তি গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য। যে সামাজিক অধোগতির কথা ইঁহারা বলিয়া থাকেন, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। স্বীকার করিতেছি যে, সমাজ অধোগতির পথে ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া

কি অবনতির স্রোতেই শরীর ভাসাইয়া দিতে হইবে?—না সেই স্রোতের বিরুদ্ধে উঠিবার নিমিত্ত উদ্যম করিতে হইবে? তবে আর জীবন সংগ্রাম কিসের জন্য? প্রকৃতিত নিয়তই আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের শরীরের ক্ষয় হইতেছে; সেই ক্ষয় পূরণের প্রচেষ্টা আছে বলিয়াই শরীর টিকিতেছে, নহিলে টিকিত না। আমাদের চারিদিকে সহস্র প্রলোভনের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে; সংযমবলে সেই জাল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির অঙ্কে প্রতিনিয়তই পরস্পর বিরোধী শক্তির সংগ্রাম চলিতেছে। প্রকৃতির সাধকগণ বলিয়া থাকেন যে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহসহ আমাদের পৃথিবী নিয়ত সূর্য্য হইতে দূরে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে বলিয়াই টিকিয়া আছে; নহিলে সৌর আকর্ষণে কোনদিন ভাস্করের কুক্ষিগত হইত। স্বয়ং ধরিত্রী পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া বাধা না দিলে, এতদিন আমাদের তর্কপ্রিয় কায়স্থবন্ধুকে ধরণীর কেন্দ্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত। বিরোধী শক্তি সকলের মধ্যে পরস্পর সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া সৃষ্টি রহিয়াছে। যদি কোনদিন সেই সংগ্রাম নিবৃত্ত হয় তবে সৃষ্টিও ধ্বংস পাইবে।

সমষ্টিভাবেই হৌক, বা ব্যষ্টিভাবেই হৌক—সমাজই হউক বা ব্যক্তিই হউক, যে কেহ প্রকৃতির তাড়নায় নিশ্চেষ্টভাবে অবনতির প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া দিবে, সে সমূলে বিনষ্ট হইবে। হিন্দুসমাজ শতঝঞ্ঝাবাত সহিয়াও যে আজি পর্য্যন্ত জগতে বিদ্যমান আছে, তাহার মূলে এই প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম। হিন্দুসমাজ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কোন দিন পশ্চাৎপদ হয় নাই, চিরদিন প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নিজের নিজত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি বন্ধকের প্রতিরোধই হিন্দুর বিশেষত্ব। যে দিন হিন্দুজাতি এই সনাতন বিশেষত্ব হারাইবে, সেই দিনই হিন্দুর নাম জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে। প্রকৃতি নিয়ত তোমার উপরে প্রভুত্ব করিবার জন্য সচেষ্ট; তুমিও প্রকৃতির উপরে প্রভুত্বলাভের জন্য সচেষ্ট হও। তবেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে। শক্তির সাধন কর; তবেই সে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে, নচেৎ নহে।

তাই বলিতেছি, অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া নিরাশ হইলে—কাপুরুষের ন্যায় প্রকৃতির প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলে, অচিরে ধ্বংসের জলধিজলে মিশিয়া যাইতে পাইবে, সুতরাং যে প্রবাহ আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহে, তাহার বিপক্ষে বুক দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাহাতে হিন্দুর বিশেষত্ব, হিন্দুর সমাজ হিন্দুর বর্ণাচার সমাজদেহকে দৃঢ়ীভূত এবং সমলঙ্কৃত করিতে পারে, তজ্জন্য

হইতে হইবে। সেই প্রচেষ্টাতেই কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রিয়াচারের প্রবর্ত্তন। যদি কেহ এই কল্যাণকরকার্য্যে অকপটে যোগদান না করেন, তবে তিনি স্বীয় সমাজের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

হিন্দুবিধবা দ্বাদশীর প্রাতে, বালবিধবা কন্যার সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া ইষ্টকময় সোপান বহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। একাদশীর উপবাসে বালিকা কন্যার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে উঠিতে বালিকা অবসন্ন হইতেছিল। বলিল—"মা, উপরে উঠ্‌তে বড় কষ্ট।"

মাতা বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"মাগো! উপরে উঠিতে কষ্ট বটে; নীচে যেতে কোন কষ্ট নেই। তুই কি কষ্টের ভয়ে নীচের দিকে নেমে যাবি?—না উপরে উঠবি?"

কন্যা অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"সে কি, মা! আমি হিন্দুকুলে জন্মেছি কষ্টের ভয়ে নীচে নেমে যাব, এও কি কথা? না, মা—আমি উপরে উঠিবার জন্য শতেক কষ্টকে বরণ করিব।"

নীচের দিকে নামিয়া যাইতে কোন কষ্ট নাই বটে; কিন্তু তাহাতে পৌরুষই বা কি? কি লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব? আহার, নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়সুখ লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নহে। এ সকল বিষয়ে ইতর প্রাণীর সহিত মনুষ্যের কোন প্রভেদ নাই! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আত্মোন্নতির চেষ্টায়। সেই চেষ্টাতেই কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন সংস্কারের সূচনা! উপনয়ন ব্যাপার সমাজ মধ্যে যে পরিমাণে বিস্তার লাভ করিবে, সমাজও সেই পরিমাণে পবিত্র এবং উন্নত হইবে। যিনি যাহাই বলুন, উপবীত ধারণ দ্বারা কায়স্থের দেহ, মন এবং আত্মার যে উৎকর্ষ ঘটে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। মুখে যিনি যাহাই বলুন, সোপবীত কায়স্থ যে নিরুপবীত কায়স্থ অপেক্ষা বহুলাংশে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ, ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্য এখানে এ কথাও বলিতে হইবে যে, কেবল উপনয়নেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ পর্য্যবসিত হইলে, উপনয়নের গুরুত্ব কিছুই থাকে না। অশৌচ-সংক্ষেপ, 'দাস' পদ্ধতির পরিবর্জ্জন, এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মে অধিকারলাভও উপনয়নের আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম। যেদিন এই সকল আনুষঙ্গিক ধর্ম্মের সহিত উপনয়ন ব্যাপার সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেইদিন নির্জ্জীব সমাজ সজীব হইবে। ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল চিত্র যিনি অশ্রান্ত

কল্পনাবলে নিরীক্ষণ করিবেন, তাঁহার মনে উপনয়নের উপযোগিতা বিষয়ে কোন সংশয় থাকিবে না।

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, ইঁহাদের নাকি উপবীত গ্রহণে কোন আপত্তি নাই; ইঁহাদের যত রাগ—ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের উপরে। প্রায়শ্চিত্তটাই যেন ইঁহাদের উপবীত গ্রহণের অন্তরায়! ইঁহাদের বক্তব্য এই যে, উপনয়ন উপলক্ষ্য করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের ভার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া কেন? প্রায়শ্চিত্ত যে একটা অসহনীয় ভার, একথা তাঁহারা কাহার কাছে শিখিলেন? ইংরাজের শিষ্য হইয়া, ইংরাজের পাঠশালায় তাঁহারা শিখিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত একটা ঘোরতর অপমানজনক কার্য্য। এ ধারণা আমাদের প্রাচ্য-ভাব নহে—জাতীয় ভাব নহে—সনাতন হিন্দুভাব নহে; যেখানে প্রায়শ্চিত্তকে অপমানকর বলিয়া বোধ, সেইখানেই একটা বিজাতীয় দম্ভের—একটা কঠোর অবিনয়ের অন্তঃপ্রবাহ বর্ত্তমান। প্রায়শ্চিত্ত বিরোধীগণের মতে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলে একটা পাপের স্বীকারোক্তি করিতে হয়। কিন্তু নিজের ত্রুটীবিচ্যুতি স্বীকার করিবার অক্ষমতা এক প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা। যেখানে এই দুর্ব্বলতা বিদ্যমান—যেখানে হৃদয়ের উদারতা, চিত্তের সরলতা এবং মনের বলবত্তার অভাব, সেইখানেই প্রায়শ্চিত্তকে অপমানজনক বলিয়া ধারণা। এই সহজ কথাটা ভাবিয়া দেখিলে কেহ আর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে অগ্রসর হন না। আর যদি কেহ এমন মহৎ ব্যক্তি থাকেন, যিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে পারেন, "উপবীতরাহিত্যে আমার কোন পাপ নাই, তবে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিব!" —তবে তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে, সকলে কিছু নিজের জন্য কর্ম্ম করে না, পরের জন্যও কর্ম্ম করিতে হয়।

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।"

(গীতা।)

যাহাতে আর পাঁচজনে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে—তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে পারে, সমাজকে সে সুযোগ তাঁহার দেওয়া উচিত। ইহাই সনাতনী নীতি, ইহাই শ্রীভগবান মুখনিঃসৃত শাশ্বত আদেশ এবং ইহাই হিন্দুর revelation।

ফলতঃ যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক, উপনয়নের উপযোগিতা বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলি নিতান্ত অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এই কার্য্য যে কায়স্থ-সমাজের প্রথম ও প্রধান স্বাস্থ্যকর পথ্য, তাহাতে

আর কিছুমাত্র ভুল নাই। অতএব যাহাতে উপনয়ন ব্যাপার সমাজের সকল অংশে সমক্যরূপে বিস্তার লাভ করে, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন প্রত্যেক সামাজিকের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য শুধু বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়"—এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। তারপর—কমলার কৃপায় যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য আরও গুরুতর। যাহাতে কায়স্থমাত্রেই উপনীত সম্প্রদায়ের সীমার অন্তর্ভূত হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। আর সকলেরই সর্ব্বাগ্রে এমন ভাব অবলম্বনীয়—এমন নীতি অনুসরণীয়, যাহাতে বুঝা যায় যে, সোপবীত কায়স্থ নিরুপবীত কায়স্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র, অধিক শ্রেষ্ঠ, অধিক সম্মানভাজন। যে দিন এই গরীয়সী নীতি অনুস্যূত হইবে, সেইদিন উপনয়ন ব্যাপারের—এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির মূলে অমৃত-বারি সিঞ্চন করা হইবে।

অনেকে বলিবেন, এই সকল সংস্কার কার্য্যের প্রারম্ভে কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এরূপ তথাকথিত অসুবিধার যে কোন সত্যমূলক ভিত্তি নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ সে সকল কথা তুলিব না। কিন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কোন্ মহৎ কার্য্য বিনা অসুবিধায় সংঘটিত হইয়া থাকে? জগতে আজ পর্য্যন্ত যে কোন স্মরণীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে সকলেই অসুবিধাকে অগ্রদূত করিয়া কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সামান্য অসুবিধার ভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যে পশ্চাৎপদ হওয়া সৎসাহসের কার্য্য নহে। আর যে দেশে এবং যে জাতির মধ্যে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ", এই মহীয়সী ভগবদ্-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশের এবং সেই জাতির লোককে তুচ্ছ অসুবিধার ভয়ে স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে স্বধর্ম্মপালনে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণীয় ছিল, সেখানে কি এই পরিণাম! নগণ্য অসুবিধা কর্ত্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক—ইহাও শুনিতে হয়!

এমন সভ্যতার দিবালোকে আর কতকাল মোহনিদ্রার ছলনায় সুখের সপ্ন দেখিবে? নিদ্রা অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে। এখন জাগরণের সময় আসিয়াছে। একবার জাগিয়া, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। চাহিয়া দেখ, তোমার সঙ্গের সাথী যাহারা ছিল, তোমার পশ্চাতের যাত্রী যাহারা ছিল—সকলেই তোমাকে ছাড়িয়া আগে চলিয়া যাইতেছে। আর তুমি একা ঘুমের ঘোরে অচেতন হইয়া পথের ধারে পড়িয়া আছ। তোমার বহুকাল ব্যাপিনী নিদ্রার সুযোগে করাল কাল তোমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে—তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ

কল্পনাবলে নিরীক্ষণ করিবেন, তাঁহার মনে উপনয়নের উপযোগিতা বিষয়ে কোন সংশয় থাকিবে না।

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, ইঁহাদের নাকি উপবীত গ্রহণে কোন আপত্তি নাই; ইঁহাদের যত রাগ—ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের উপরে। প্রায়শ্চিত্তটাই যেন ইঁহাদের উপবীত গ্রহণের অন্তরায়! ইঁহাদের বক্তব্য এই যে. উপনয়ন উপলক্ষ্য করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের ভার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া কেন? প্রায়শ্চিত্ত যে একটা অসহনীয় ভার, একথা তাঁহারা কাহার কাছে শিখিলেন? ইংরাজের শিষ্য হইয়া, ইংরাজের পাঠশালায় তাঁহারা শিখিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত একটা ঘোরতর অপমানজনক কার্য্য। এ ধারণা আমাদের প্রাচ্য-ভাব নহে—জাতীয় ভাব নহে—সনাতন হিন্দুভাব নহে; যেখানে প্রায়শ্চিত্তকে অপমানকর বলিয়া বোধ, সেইখানেই একটা বিজাতীয় দম্ভের—একটা কঠোর অবিনয়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রায়শ্চিত্ত বিরোধীগণের মতে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলে একটা পাপের স্বীকারোক্তি করিতে হয়। কিন্তু নিজের ত্রুটীবিচ্যুতি স্বীকার করিবার অক্ষমতা এক প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা। যেখানে এই দুর্ব্বলতা বিদ্যমান—যেখানে হৃদয়ের উদারতা, চিত্তের সরলতা এবং মনের বলবত্তার অভাব, সেইখানেই প্রায়শ্চিত্তকে অপমানজনক বলিয়া ধারণা। এই সহজ কথাটা ভাবিয়া দেখিলে কেহ আর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে অগ্রসর হন না। আর যদি কেহ এমন মহৎ ব্যক্তি থাকেন, যিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে পারেন, "উপবীতরাহিত্যে আমার কোন পাপ নাই, তবে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিব?" —তবে তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে, সকলে কিছু নিজের জন্য কর্ম্ম করে না, পরের জন্যও কর্ম্ম করিতে হয়।

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।"

(গীতা।)

যাহাতে আর পাঁচজনে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে - তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে পারে, সমাজকে সে সুযোগ তাঁহার দেওয়া উচিত। ইহাই সনাতনী নীতি, ইহাই শ্রীভগবান মুখনিঃসৃত শাশ্বত আদেশ এবং ইহাই হিন্দুর revelation।

ফলতঃ যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক, উপনয়নের উপযোগিতা বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলি নিতান্ত অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এই কার্য্য যে কায়স্থ-সমাজের প্রথম ও প্রধান স্বাস্থ্যকর পথ্য, তাহাতে

আর কিছুমাত্র ভুল নাই। অতএব যাহাতে উপনয়ন ব্যাপার সমাজের সকল অংশে সমক্যরূপে বিস্তার লাভ করে, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন প্রত্যেক সামাজিকের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য শুধু বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়"—এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। তারপর—কমলার কৃপায় যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য আরও গুরুতর। যাহাতে কায়স্থমাত্রেই উপনীত সম্প্রদায়ের সীমার অন্তর্ভূত হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। আর সকলেরই সর্ব্বাগ্রে এমন ভাব অবলম্বনীয় —এমন নীতি অনুসরণীয়. যাহাতে বুঝা যায় যে, সোপবীত কায়স্থ নিরুপবীত কায়স্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র, অধিক শ্রেষ্ঠ, অধিক সম্মানভাজন। যে দিন এই গরীয়সী নীতি অনুস্যূত হইবে, সেইদিন উপনয়ন ব্যাপারের—এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির মূলে অমৃত-বারি সিঞ্চন করা হইবে।

অনেকে বলিবেন, এই সকল সংস্কার কার্য্যের প্রারম্ভে কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এরূপ তথাকথিত অসুবিধার যে কোন সত্যমূলক ভিত্তি নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ সে সকল কথা তুলিব না। কিন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কোন্ মহৎ কার্য্য বিনা অসুবিধায় সংঘটিত হইয়া থাকে? জগতে আজ পর্য্যন্ত যে কোন স্মরণীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে সকলেই অসুবিধাকে অগ্রদূত করিয়া কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সামান্য অসুবিধার ভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যে পশ্চাৎপদ হওয়া সৎসাহসের কার্য্য নহে। আর যে দেশে এবং যে জাতির মধ্যে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ", এই মহীয়সী ভগবদ্-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশের এবং সেই জাতির লোককে তুচ্ছ অসুবিধার ভয়ে স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে স্বধর্ম্মপালনে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণীয় ছিল, সেখানে কি এই পরিণাম! নগণ্য অসুবিধা কর্ত্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক—ইহাও শুনিতে হয়!

এমন সভ্যতার দিবালোকে আর কতকাল মোহনিদ্রার ছলনায় সুখের সপ্ন দেখিবে? নিদ্রা অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে। এখন জাগরণের সময় আসিয়াছে। একবার জাগিয়া, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। চাহিয়া দেখ, তোমার সঙ্গের সাথী যাহারা ছিল, তোমার পশ্চাতের যাত্রী যাহারা ছিল—সকলেই তোমাকে ছাড়িয়া আগে চলিয়া যাইতেছে। আর তুমি একা ঘুমের ঘোরে অচেতন হইয়া পথের ধারে পড়িয়া আছ। তোমার বহুকাল ব্যাপিনী নিদ্রার সুযোগে করাল কাল তোমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে—তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ

করিয়াছে। তাই বলি, এখন জাগিয়া উঠ। উঠিয়া আবার তোমার সহযাত্রিগণের সঙ্গ ধরিতে অগ্রসর হও—নষ্টদ্রব্যের পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হও। আর এখনও যদি জাগিতে না চাহ—এখনও যদি মোহনিদ্রার বশে সুখ-সপ্ন দেখিতে থাক, তবে যাহা তোমার এখনও বাকী আছে, তাহা অচিরে হারাইবে। হয়'ত শেষে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে—ধরণীর বক্ষ হইতে তোমার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে। তাই অধম আমি সানুনয়ে ডাকিতেছি,—ত্বরায় জাগিয়া ওঠ—ঘুমঘোর ত্যাগ কর—চেতনা লাভ কর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

আবাহন।

উঠুক আবার সমাজে মোদের পুণ্য প্রতিভা ভাতিয়া,
জাগুক্ আবার দীপ্ত তেজে কায়স্থ-সন্তান মাতিয়া।
বহুদিন খুজিয়াছি
বহুপথ হাঁটিয়াছি
পাইনি কোথায়!
আজি এসেছে পুনঃ যজ্ঞসূত্র সমাজ সাগর ভেদিয়া,
লুপ্ত গরিমা পেয়েছি আমরা বিজয় নিনাদে গাহিয়া।
হারিয়ে তোমারে
ভুলেছিনু মোরা—
ক্ষাত্র ধর্ম্ম নীতি—
আর্য্যবংশ স্মৃতি
পথভ্রান্ত পথিকের মত নিবিড় অরণ্য ঘুরিয়া,
দ্বিজ জনম লভিয়াছি পুনঃ সাধনা কত সাধিয়া।
এ বঙ্গ সমাজে
তুমি যেই সাজে
হয়েছ উদয়,
জাগিবে আবার আর্য্য স্মৃতি জাগিবে সেই পূতবায়,
উঠিবে বঙ্গে ক্ষত্রিয় তাপস অতীত সে যুগপ্রায়।

শ্রীযোগজীবন বসুবর্ম্মা।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

(৫)

মদ্য।

প্রায় সকল প্রকার মদের মধ্যে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ সুরাসার (alcohol) থাকে। সুরাসারই খাঁটি মদ; কিন্তু অতিশয় তীব্র বলিয়া পান করিতে হইলে জল মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। বাজারে যে সব মদ বিক্রয় হয়, তাহাতে সুরাসার, জল এবং অন্যান্য অনেক প্রকার জিনিষ মিশ্রিত থাকে। গুড় চিনি, মধু, ভাত, আলু প্রভৃতি সকল প্রকার চিনিজাতীয় কিংবা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ হইতে সুরাসার ও মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জর্ম্মান্ রাসায়নিকেরা গোল-আলু হইতে এক অভিনব উপায়ে সুরাসার প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জার্ম্মানিতে প্রস্তুত অতি উৎকৃষ্ট সুরাসার, সমগ্র জগতে আশাতীত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত।

ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতেই মদ্য ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। তান্ত্রিক যুগে শিব ও শক্তির উপাসকেরা অত্যন্ত মদ্যপ্রিয় ছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব শতমুখে ইহার গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত মাত্রায় মাংসাদি পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে অমৃত তুল্য উপকার হয় এবং শরীর ও মনের অতিশয় উন্নতি সাধিত হয়। বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে মদ্যপান অধিক দৃষ্ট হয় না; কিন্তু এই শ্রেণীর হিন্দুস্থানীয়া অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। মাদ্রাজী ডাক্তার মুথু বলেন *"While the adoption of European style of living and enormous consumption of alcohol intensify the misery and poverty, thus preparing the soil for tuberculosis" অর্থাৎ সাহেবদের অনুকরণে চাল্‌চল্‌তি এবং অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত ভারতবাসীদের দরিদ্রতা ও তৎসঙ্গে সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় যক্ষ্মা রোগেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

* ডাক্তার চৌরীমুথু (Dr. Chowry Muthu, M.D., M. R. C. S., L. R. C. P.) খ্যাতনামা যক্ষ্মা চিকিৎসক। ইনি ইংলণ্ডের অন্তর্গত মেন্ডীপ হিল্ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের বর্ত্তমান প্রধান সরকারী ডাক্তার।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত আছে, মদ্য একপ্রকার বিষ। অতএব অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে মদাত্যয় প্রভৃতি উৎকট রোগাক্রান্ত হইতে হয়। অন্ন আমাদের প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু সেই অন্নই আবার অযুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে প্রাণনাশ করে। অপরন্তু যুক্তিযুক্ত মাত্রায় বিষ প্রযুক্ত হইলেও মনুষ্য শরীরে রসায়নের (tonic) ক্রিয়া করিয়া থাকে। *পরিমিত মাত্রায় মদ্য পান করিয়া তৎপরে ঘৃতান্ন, মাংস এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিলে আয়ুঃ বল, দেহের লাবণ্য, মনস্তুষ্টি, শরীরের তেজ ও বিক্রম বাড়ে। কিন্তু দুর্ব্বল, ক্ষুধিত পিপাসিত, অজীর্ণরোগী, পথশ্রান্ত এবং ব্যায়াম পরিক্লিষ্ট ব্যক্তি মদ্যপান করিলে বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হন। †

সুশ্রুতের মতে "সর্ব্বং পিত্তকরং মদ্যম্" অর্থাৎ সকলপ্রকার মদ্যই পিত্তবর্দ্ধক মাত্রাও অনেকে ঠিক রাখিতে পারেন না। অতএব মদ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাই বিধেয়। বিশেষতঃ মদ্যপানে রজঃ ও তমঃ প্রধান ব্যক্তির প্রায় কুফলই ফলে। ‡

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা এম্-এস্-সি।

---

* প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন।
বিষং প্রাণহরং উচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

† ক্ষুৎপিপাসাপরিতাশ্চ দুর্ব্বলাঃ বাতপৈত্তিকাঃ।
রক্ষাল্প প্রমিতাহারা বিশ্রব্ধাঃ সত্ত্বদুর্ব্বলাঃ॥
ক্রোধিনোঽনুচিতাঃ ক্ষীণাঃ পরিশ্রান্তাঃ মদক্ষতাঃ।
স্বল্পেনাপি মদং শীঘ্রং যান্তি মদ্যন মানবঃ॥
(চরক সংহিতা, চিকিৎসাস্থানম্।)

‡ সাত্তিকেশৌচদাক্ষিণ্য মূর্ষমণ্ডন লালসঃ।
গীতাধ্যয়নসৌভাগ্যসুরতোৎসাহকৃন্মদঃ॥
রাজসে দুঃখশীলত্বমাত্মত্যানং সসাহসম্।
কলহং সানুবন্ধন্তু করোতি পুরুষে মদঃ॥
অশৌচনিদ্রামাৎসর্য্যাগম্যানমনলোলতাঃ।
অসত্যভাষণঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ধিঃ তামসে মদঃ॥
(সুশ্রুতসংহিতা, দ্রবদ্রব্যবিধিরহ্ন্যায়ঃ।)

সমালোচনা।

মহাভাষ্য। সর্ব্বসুখদাতা মহেশ্বরের বরপ্রভাবে মহর্ষি পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী বা 'অধাষ্টক' নামে ...-বিজ্ঞান সূত্রকারে রচনা করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন তাহার সমালোচনার মুখে 'বার্ত্তিক' নামে ...সংখ্যক সূত্র রচনা করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ উভয়ের সূত্রসমূহের উপর বৈজ্ঞানিক ...ব্যাখ্যা লিখেন তাহাই 'মহাভাষ্য' নামে অভিহিত। মূল অষ্টকের প্রতি অধ্যায়ে চারিপাদ। ...পতঞ্জলি প্রতি পাদ যে কয় দিনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা 'আহ্নিক' নামে কথিত। প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদ নবমাহ্নিকে বিভক্ত। এই সুপ্রাচীন ব্যাকরণের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদ বিশ্ব-বিশ্রুত ধর্ম্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও স্বামী ত্রিগুণাতীতের বিশেষ আগ্রহে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় উহার বঙ্গানুবাদ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ উহার বিস্তৃত ভূমিকা লিখেন। এই প্রথমপাদ, যদি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের বেশ একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। এই প্রথমপাদ পুস্তকই প্রায় ৭২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৷৷০ টাকা মাত্র, সম্প্রতি উদ্বোধন কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ পূজনীয় ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্র নাথ উহার একখণ্ড কায়স্থ সভার পুস্তকাগারে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হিন্দি-বিহারী। শ্রীগোকুলানন্দ প্রসাদ বর্ম্মা কর্ত্তৃক পাটনা হইতে প্রকাশিত। 'হিন্দি-বিহারী' দৈনিক সংস্করণ আমরা অনেকদিন যাবৎ কায়স্থ পত্রিকার বিনিময়ে পাইয়া আসিতেছিলাম। বর্ত্তমান যুদ্ধে কাগজ দুর্মূল্য হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বাদামী রঙ্গের কাগজে প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু পাঠক সাধারণের উহা প্রীতিকর না হওয়ায় গত আগষ্ট মাস হইতে, তাহাকে দৈনিকের পরিবর্ত্তে সাপ্তাহিক করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট সাদা ক্রাউন্ কাগজে ১২ পৃষ্ঠ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই বিবিধ বিষয়ক সম্পাদকীয় মন্তব্য, সমালোচনী, সাহিত্য, নূতন পুস্তক এবং রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। এই হিন্দী সংবাদ পত্রখানি বেশ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"মহাকালী পঞ্চাঙ্গম্।" পণ্ডিত শ্রীহরগৌরীশঙ্কর জ্যোতিষী কর্ত্তৃক গণিত ও শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ... এফ্-আর, জি-এস্ : এণ্ড সন্স্ বেঙ্গল ষ্টুডিও কর্ত্তৃক ১ নং সরকার লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

"এই মহাকালী পঞ্চাঙ্গম্" হিন্দী ভাষায় এবং দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত পঞ্জিকা। ১৪ খানি বিবিধ রঙ্গের রঞ্জিত চিত্র আছে। চিত্রগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। হিন্দীভাষায় পঞ্জিকা হইলেও ইহাতে বাঙ্গলা, ইংরাজী, ও মুসলমানী প্রভৃতি সমস্ত দিন তারিখ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও আছে। বিশেষতঃ যাত্রাদি সম্বন্ধে যে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের ঘটা নাই। ইহাও এই পঞ্জিকার বিশেষত্ব।

An Appeal to the Young Hindu Gentlemen of Bengal by Rai Bahadur J. N. Majumdar. ডবল্ ক্রাউন ষোল পেজী সাড়ে তিন ফর্ম্মা, ৭০ পৃষ্ঠা; উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে ছাপা। মূল্য বাঁধান ১৲; এবং ছাত্রবর্গের জন্য ॥০ কে, সি, দে কর্ত্তৃক ৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, 'প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্' হইতে প্রকাশিত।

রায় বাহাদুর মজুমদার মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। তিনি এই পুস্তকে যেরূপ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশের পাশ্চাত্যভাষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই পুস্তকপাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় কিরণ চন্দ্র দে বাহাদুর কায়স্থ-সভার পুস্তকালয়ে রাখার জন্য এই পুস্তকখানি আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

The Tippera Guide. এই সুপরিচালিত সংবাদ পত্র খানি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ পত্র। ৬ষ্ঠ বর্ষের ২৮ সংখ্যা হইতে আমরা কায়স্থ-পত্রিকার বিনিময়ে পাইতেছি। এই পত্রিকা ইংরাজী ও বাঙ্গলায় প্রতি সপ্তাহেই অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে। কুমিল্লা, রাজস্থ ইহার পত্রিকার কার্য্যালয় স্থান।

কার্য্য-বিবরণ। বিবেকানন্দ সোসাইটী (১৯১৫ অক্টোবর হইতে ১৯১৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটী এই বিরাট নগরীর একটা মহা অভাব পুরণ করিয়াছে। কলিকাতায় নানা ধর্ম্ম-সভা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ, থিয়সফি, ব্রাহ্ম, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় এই মহানগরীতে নানাভাবে আপনাপন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রচারকল্পে সাধ্যমত আয়োজন অনুষ্ঠান করিতেছেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইয়া হরিসভা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি উপনিষদরূপিণী বেদ বিদ্যার বারাবাহিকভাবে সাধারণ প্রচারানুষ্ঠান ছিল না বলিলেই হয়—বিবেকানন্দ সোসাইটী কলিকাতার সেই অভাবটি পূর্ণ করিয়াছেন। মহামোহপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, গঙ্গাচরণ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামদাস মজুমদার, স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও বেদান্ত-বিদ্যানুরাগী নিরত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পাক্ষিক ও সময় সময় সাপ্তাহিক বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছেন। সহরের পল্লীতে পল্লীতে মাসিক ধর্ম্মালোচনা সভার অনুষ্ঠানও আছে। প্রতি সপ্তাহের রবিবারে ধর্ম্মশাস্ত্র উপনিষদাদি সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র অবস্থায় ১৭টী ছাত্রকে কিছু মাসিক বৃত্তি দান করিয়াও ছাত্র-সমাজের উপকার সাধন করিতেছেন। সাময়িক দান—যেমন—গঙ্গাসাগর মেলায় রামকৃষ্ণ মিশনেরা সাহায্য কার্য্যেও কিছু কিছু সহায়তা করিয়াও সাধারণ ভাবে দুঃখ মোচন করিতেছেন। সভায় কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সদস্য হিসাবে যোগদান করিয়াছেন—সভার বিগত বার্ষিক অধিবেশনে—মহারাজ কুচবিহারাধিপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বিচারপতি তুর্কি ধর্ম্মাবলম্বী স্যার জন্ উড্রফ্, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও রায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ বক্তৃতা হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বক্তৃতাগুলিও এই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় বিবরণীটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সাধুগণ ও তাঁহাদের সৎকার্য্যের সহায়তা ও সহানুভূতিকারী ব্যক্তিবর্গ এই সোসাইটী পরাইতেছেন। এরূপ সদনুষ্ঠান ও সভ্যদেশে যত অধিক—ততই বাঞ্ছনীয়। দেশ গৌরব আচার্য্যকল্প শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজি মহারাজ ও তাঁহার ইষ্টদেব লোকপাবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সোসাইটীকে আশীর্ব্বাদ করুন ও বলদান করুণ। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চক্রশালার ইতিবৃত্ত। শ্রীরজনীকুমার বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। চট্টগ্রাম, পোঃ অলিরহাট, চক্রশালা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ মাত্র। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৬০ ফর্ম্মা ৭০ পৃষ্ঠা। ছাপা ভাল। লেখক এই পুস্তকে চক্রশালা গ্রামের ইতিবৃত্ত লিখিতে চট্টলভূমির বিবরণ, ভূমিবিভাগ, চক্রশালা ও তত্রত্য আদিম অধিবাসি এবং আধুনিক অধিবাসীর বিবরণ লিখিয়াছেন; এবং স্ববংশের বংশলতা প্রদান করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের ভাষা ইতিহাসের ভাষার ন্যায়ই বেশ সরল হইয়াছে। এই পুস্তকে 'বিশ্বাংঘ্রী' উপাধিক একটী কায়স্থ বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লেখক কায়স্থ ও বৈদ্যকে অভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় "চক্রশালার বৈদ্য বিশারদের বংশও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার। এই বংশে ভিষগরাজ স্বনামখ্যাত ৺নীলকমল দাস, কবিরাজ জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি কথা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি চট্টল নিবাসীর ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার পক্ষে অনেকটা সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে।

বিশ্বব্যাপী মহাসমর। শ্রীকেদারনাথ ঘোষ এম্-এ কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৬০ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট বুক্ ডিপো, ইন্‌ষ্টিটিউসন্, খুলনায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তকে ছয়টি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয়ান্ প্রভৃতি যুদ্ধমান জাতি সমূহের মৌলিক বিবরণ, যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্গাদির বিবরণ ও বলাবল প্রভৃতি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্র ব্যতীত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় সুপাঠ্য হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পত্রিকার কথা ঃ—

গত ভাদ্রমাস হইতেই কায়স্থ-পত্রিকা বিলম্বে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কারণ এই—কায়স্থ-পত্রিকা গত ছয় বৎসর 'সমাজ প্রেস' হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। ভাদ্রমাসে সত্ত্বাধিকারী উক্ত প্রেস উঠাইয়া দেওয়ায় অন্য প্রেসে মুদ্রণের ব্যবস্থার জন্য কালাতিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ—সভার কার্য্যালয় পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ৮৯।১ গ্রেষ্ট্রীটে উঠাইয়া আনায় এবং তাহার শৃঙ্খলাসাধনে সময়াতিবাহিত করিতে হইয়াছে। তৃতীয় কারণ—সভার কর্ণধার দেশমান্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার স্বজাতি ও কায়স্থ-সমাজ এবং সভার মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করায় কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদনে অনবকাশ প্রযুক্ত আশ্বিন সংখ্যাও বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আশাকরি পত্রিকার হিতৈষী মহোদয়গণ আমাদের এই সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

কায়স্থাতঙ্ক ঃ—

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশায় কায়স্থ-সভার অধিবেশন হওয়াবধি তত্রত্য ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তথাকর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়কে উপবীতী কায়স্থ জানিয়া অবৈধ উপায়ে অপসারিত করা হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়টী নাকি এখন হইতে নিভাজ-ব্রাহ্মণ-বিদ্যালয় করা হইবে; এমনকি শিক্ষক, ছাত্র, দপ্তরী, ঝাড়ুদার প্রভৃতিও খাঁটি ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত হইবে। আর অন্যদিকে নমঃশূদ্রগণের গলায় পৈতা দিয়া কায়স্থের পৈতা লওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণেরও জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের এ সংকল্প অপূর্ব্ব নহে। পূর্ব্বে ইহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কৈবর্ত্ত প্রভৃতির সূত্র পরাইয়াছিলেন, পুরাণ পাঠে ইহা জানিতে পারা যায়।

প্রচার ঃ—

২৩ শে ভাদ্র, ১৩২৪। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ক্যানিংটাউনে প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় প্রচারুদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে তথায় এক সভা হয়। সভায় আর্য্যধর্ম্ম ও কায়স্থ সম্বন্ধে প্রচারক মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভায় উপস্থিত কায়স্থবৃন্দ তচ্ছ্রবণে অবিলম্বেই পৈতা লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

২৭শে ভাদ্র, ১৩২৪। কলিকাতা। নিমতলার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়

বাটীতে কায়স্থ-সভার প্রচার অভিপ্রায়ে সরল বাবু উপস্থিত হইলে তথায় এক সভা হয়। সেই সভায় অগ্নিহোত্রী মহাশয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও উপনয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে উপস্থিত কায়স্থবৃন্দে অবিলম্বেই পৈতা লইবেন বলিয়া বসু মহাশয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

সভা-সমিতি।

১৮ই ভাদ্র, ১৩২৪। রামমোহন লাইব্রেরী গৃহ। স্বনামধন্য ঠাকুর কেদারনাথ দত্তবর্ম্মভক্তিবিনোদের জন্মতিথি উপলক্ষে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক গণ্যমান্য সর্ব্বশ্রেণীর লোক সমবেত হইয়াছিলেন। অমৃত-বাজারের শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ সহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯।০টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হয়।

৩রা ভাদ্র, ১৩২৪। পূর্ব্ব-কায়স্থ-সভার উদেযাগে ঢাকার পারযোয়ারের অন্তর্গত তেঘরিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কায়স্থগণের এক সভা হয়। তেঘরিয়ার অবসরপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ সবজজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহের কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহবর্ম্ম, এম্-এ,বি-এল্ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মগুহ, পূর্ব্ব-কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বর্ম্ম বসু ও সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবু ও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক সত্যপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্রকুমার গুহ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী প্রসিদ্ধ প্রচারক পণ্ডিত মদনমোহন বিদ্যানিধি ও রেবতীবাবু সভায় বক্তৃতা করিয়া উপনয়ন সংস্কারের আধ্যাত্মিক ও সমাজিক আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। সভাপতি বৃদ্ধ অক্ষয়বাবু কায়স্থের উপনয়নের প্রয়োজনীয়তার অনুমোদন করিয়া সভাস্থ কায়স্থগণকে উপনীত হইতে অনুরোধ করেন। বহু কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সম্মত হইয়া স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

ভারত-কায়স্থ-মহাসম্মেলন।

সহযোগী হিন্দি-বিহারী গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর সংবাদ দিতেছেন —'গত বুধবার (১৯শে সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় কায়স্থ-সভার এক অধিবেশন হয়। সভায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ বর্ম্মা রায় বাহাদুর, রায় বাহাদুর হরিহর প্রসাদ সিংহ, সূর্য্যপুরের কুমার রাজীব রঞ্জন সিংহ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়, মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক সত্যপ্রসন্ন বর্ম্মা অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর দয়াল প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্যমাণ্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন

কতকগুলি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। আগামী কায়স্থ-মহাসম্মেলন বাঁকীপুরে হইবে। এজন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। সভাপতি—কুমার রাধিকারঞ্জন প্রসাদ সিংহ, সম্পাদক—অধ্যাপক সত্যপ্রসন্ন বর্ম্মা, এবং সহঃসম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর প্রসাদ ও বলদেব সহায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সিংহ। পাটনা, সাহাবাদ, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, রাঞ্চি, হাজারিবাগ, পূর্ণিয়া, ছাপরা, দ্বারবঙ্গ, মজঃফর্‌পুর, চম্পাচরণ এবং ডাল্‌টন্‌গঞ্জের কায়স্থগণ প্রত্যেকে ৫৲ টাকা দিলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। সভা আগামী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে হইবে। সভার প্রতিনিধিগণ ২৲ টাকা ফি দিলে প্রবেশাধিকার পাইবেন। সভার কার্য্যের জন্য ২৫৲ টাকা বেতনে একজন পত্রনবিশ এবং ৭৲ টাকা বেতনে একজন পত্রবাহক নিযুক্ত করার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। সভায় প্রয়াগের কায়স্থ-পাঠশালা সম্বন্ধেও এক প্রস্তাব হয়, তাহাতে ২৮৭৬৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।'

শোকসভা ঃ—

৺সারদাচরণ মিত্রের জন্য।

কায়স্থ কুলধুরন্ধর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছেন। সভাতে দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) সভার সমবেদনা জানাইয়া মৃত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়কে জানান হউক। (২) পূজাবকাশে হাইকোর্ট খুলিলে এক মহতী স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত শাখা-সভা এবং অপরাপর কায়স্থ-সভা ও সাধারণ সভা হইতে সমবেদনা জ্ঞাপক সভার বিবরণীও পাওয়া গিয়াছে ঃ—

(ক) রংপুর শাখা-সভা এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া মৃত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন এবং কায়স্থ-মহাসভাকে অনুরোধ করিয়াছেন,—"সারদাবাবুর জন্য শুধু শোক-সভাই পর্য্যাপ্ত নহে, স্মৃতিসভা করিলে তাঁহার নামে অনেক টাকা উঠিবে। তাঁহার স্মৃতি-সভার ব্যবস্থা করা হউক।"

(খ) রাজসাহীর কায়স্থ-সমিতি এক অধিবেশন করিয়া শোকে সমবেদনা প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার পারলৌকিক আত্মার মঙ্গলকামনায় সভান্তে রাত্রি ১০॥০ পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ করান হয়।

(গ) সুদূর অযোধ্যার অন্তর্গত ফৈজাবাদের হিন্দু মুসলমান একযোগ হইয়া এক সভা করত মৃত মহাত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করেন এবং বুদ্ধিবরণ কায়স্থ-সভায় প্রেরণ করেন। এই সভায় তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার্থ বহু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) পঞ্জাবের হিন্দুসভা ও দেরা-ইসমেল খাঁর সাধারণের সভা; যোধপুরের কায়স্থসাহিত্য সভা; বেরিলির হিন্দু-সভা ও ফিরোজপুরের কায়স্থ-সভা; বরিশাল, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, মৈমনসিংহ ও ঢাকার কায়স্থ-সভা ও বার bar লাইব্রেরী এবং নিম্নলিখিত কায়স্থ-সভা ও bar লাইব্রেরী গোয়াড়ীকৃষ্ণনগর, সোমেশপুর বাগেরহাট, পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর, মহেশ্বরপাশা, বরহমপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, মেদিনীপুর, মাল্‌দা, পুর্ণিয়া, সিয়ালদহ; এবং কলিকাতাস্থ মিউনিসিপ্যালিটি, বৌদ্ধ-সভা, সাহিত্য পরিষদ, প্রজাপতি সমিতি, রামকৃষ্ণ সমিতি, বিবেকানন্দ সমিতি, প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সমিতি।

প্রাপ্তি-স্বীকার ঃ—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় গত-বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিশ্রুত ১০৲ দশটাকা প্রচার-ভাণ্ডারে প্রদান করায় অমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন ঃ—

১৩ই মাঘ, ১৩২২। জেলা মুর্শিদাবাদ, বালিয়া-কেন্দ্র ঃ—শ্রী শ্রী৺গোপালজীউ দেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ। শ্রীসত্যসিন্ধু সিংহ, জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীশচন্দ্রসিংহ, শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ ঘোষ, রমনীমোহন ঘোষ, সাং প্রতাপপুর বগুড়া। আচার্য্য ঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বড়ার)।

২রা ফাল্গুন, ১৩২২। কেন্দ্র ও সমাজ ঐ-ঐ। সুনিপুণ নাট্যাচার্য্য ও সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ঃ—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ঘোষ হাজরা (বালিয়াকান্দি-মুর্শিদাবাদ,) বরিশাল গৈলা নিবাসী আচার্য্য ঃ—কৈলাসকামিনী চতুষ্পাঠীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পদরত্ন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৩। জেলা মুর্শিদাবাদ, বালিয়া কেন্দ্র ঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, বি-এল, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীশিশিরকুমার সিংহ (পাইকপাড়া বীরভূম)। আচার্য্য ঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বড়ার)। এই সকল উত্তররাঢ়ী ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

৩২ শে আষাঢ়, ১৩২৪। ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রযত্নে গৌরচর

গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্যান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে আচার্য্য ছিলেন কায়স্থ হিতৈষী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ঝা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। এই কেন্দ্র সংস্থাপনে ও সুসম্পন্ন কারণে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রচার সমিতির স্বেচ্ছা প্রচারক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা ধন্যবাদার্হ।

উপবীতিগণের নাম।—যাত্রাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র, প্রভাসচন্দ্র গুহ, প্রফুল্লকুমার গুহরায়, অম্বিকাচরণ বক্সী-অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী। গৌরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রকুমার দত্ত, ডাক্তার সারদাপ্রসাদ মজুমদার, যদুনাথ বসু, উমেশচন্দ্র গুহ, রসিকলাল দত্ত। লস্করদিয়ার নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইঁহারা সকলেই বঙ্গজ।

দিনাজপুরের মহারাজা স্যার্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের যত্নে ও নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত দুইদিনে ৬১ জন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭ শে শ্রাবণ, ১৩২৪। দিনাজপুর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়ের বাসার কেন্দ্র। বর্দ্ধমান জেলার ফুলাই নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রামপ্রসাদ সিংহ, নরেন্দ্রনারায়ণ দাস, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ দাস এবং বহড়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদাগোপাল মিত্র। জেলা হুগলী নিবাসী উত্তররাঢ়ী হৃদয় রঞ্জন সিংহ, অবনীকান্ত দত্তরায়, দিনাজপুর নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহরায়, অনুকূলচন্দ্র সিংহ রায়, ভাগলপুরের জগৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ, গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ, সারদাপ্রসাদ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ সিংহ, মানপুর সাকিনের কালীপ্রসন্ন দাস, কুরুম গ্রামের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, এবং শ্রীহট্ট নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুণ।

২৭ শে শ্রাবণ, ১৩২৪। দিনাজপুর বোলতৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশ দাসের বাটির কেন্দ্র। বোলতৈড় নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র দাস, গোপীনাথ দাস, দীনেশচন্দ্র দাস, হরিশচন্দ্র দাস, ভরতচন্দ্র দাস, রামযাদব সিংহ (পুঃ সাং তিওড়) বড়বন্দরের জগচ্চন্দ্র দাস, গোপালপুরের বনমালী সিংহ চৌধুরী, ব্রজমোহন দাস এবং বোলতৈড় নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়,

কৃষ্ণগোপাল দাস, শরচ্চন্দ্র দাস, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, কালীয়া কান্ত মজুমদার, কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, জানকীনাথ দেব, সীতানাথ দেব, প্রিয়নাথ দেব, রামনাথ দেব, কাশুনাথ দেব ও রাজারামপুরের নৃত্যগোপাল দেব।

৩০ শে শ্রাবণ, ১৩২৪। কেন্দ্র ঃ—জেলা মুর্শিদাবাদ বালিয়া শ্রীনকুলেশ্বর সিংহ ও তদীয় পুত্র শ্রীরাধাশ্যাম সিংহ বি-এ। আচার্য্য ঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বড়ার)। ইঁহারা সকলেই উত্তররাঢ়ী।

৩০ শে শ্রাবণ, ১৩২৪। দিনাজপুর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বর্ম্মরায়ের বাটীর কেন্দ্র। যশোহর জেলার দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সাং কালুটীয়া। সুশীলমোহন দত্ত (সাং শত্রুজিৎপুর) এবং বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত রামচরণ সিংহরায় (সাং কাজলী) ঢাকা জেলার বঙ্গজ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ নাথ বালো, গিরীন্দ্রকুমার বালো, (সাং খরিয়া) কালীকৃষ্ণ সরকার, যতীন্দ্রনাথ নাগ (সাং আরিফ) বিপিনবিহারি ঘোষ (সাং বড়গাদি) জেলা ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন গুহরায়, (সাং আলগী) বিপিনবিহারি বিশ্বাস (সাং রামনগর) দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ, হরিপদ ঘোষ, রাখালচন্দ্র দে, এবং উত্তররাঢ়ী হরকুমার দাস (সাং বোলতৈড়) রংপুর কালিয়ারখাতা নিবাসী যতীশচন্দ্র মিত্র, বীরভূমের মিত্রপন্থা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ ও শশধর সিংহ।

শ্রীযুত হরকিশোর ভট্টাচার্য্য, গৌরগোপাল ভট্টাচার্য্য ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষ তারিখে এই কেন্দ্রে চতুঃশ্রেণীর কায়স্থের লক্ষ্যের বিষয়—ঐ দিনে চারিশ্রেণীর কায়স্থগণে একত্র ভোজনও করিয়াছিলেন।

২২ শে শ্রাবণ, ১৩২৪। যশোহর জেলার খালকুলা গ্রামের রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুরের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত একাদশ জন কায়স্থ সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, সতীশচন্দ্র বসু, খুদিরাম বসু, সুরেন্দ্র নাথ বসু, হরিপদ বসু, কালীপদ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ সরকার, তুষ্টলাল দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ দত্ত, মন্মথনাথ দত্ত, ইহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী। শৌলকুপানিবাসী ৺রামগোপাল বিগ্রহ ঠাকুরের সেবাইত ও পুরোহিত বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরহিত্যে উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই জেলার সর্ব্বত্রই কায়স্থ সন্তানগণ উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ব্রাত্যত্বমোচনে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহা আমাদের আশা হইতেছে। খালকুলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয় উক্ত উপনয়ন কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তজ্জন্য তিনি কায়স্থসভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রাদ্ধঃ—

(তত্রোয়দশাহে)

২৯ শে ভাদ্র ২৩২৪। কানপুর। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সংরক্ষণে সদা যত্নশীল, পুনঃপুনঃ শোকপ্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা মহাশয় এই শেষ বয়সে পত্নীও হারাইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুদিন হইতে পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী

ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক গমনে সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা তদীয় মাতার আদ্যকৃত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা আমন্ত্রিত হইয়াও কার্য্যান্তরে লিপ্ত থাকায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছি।

৩১ শে ভাদ্র ১৩২৪। জেলা হুগলী, পানিশেহোলা। স্বদেশ বৎসল কর্ম্মী সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় পুত্র সানুজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়োচিত রিত্যনুসারে সমারোহের সহিত একোদ্দিষ্ট ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রায় শতাধিক অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট অধ্যাপকের নাম এস্থলে লিখিত হইল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বরিশাল উজিরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এম-এ, শ্রীযুক্ত পর্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি, তারকেশ্বরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতার শ্রীযুক্তভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, বসুমতীর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, চেৎলার শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যাসাগর, কলিকাতার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ কাব্যতীর্থ, ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন, কলুটোলার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ, অর্য্যবিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সাধুচরণ কাব্যতীর্থ ও রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ ও দশঘরার রামদাস বিদ্যারত্ন, জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, হরিপালের পূর্ণচন্দ্র ভাগবতভূষণ, চুচুঁড়ার তুলসী চরণ স্মৃতিতীর্থ, দ্বারহাটার দাশরথি কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, বলদবাঁধের অম্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিঘাটীর অমৃতলাল বিদ্যারত্ন, দশঘরার হেমচন্দ্র শিরোমনি, চকদিঘির জয়দেব স্মৃতিরত্ন, সোমেশপুরের সুরেন্দ্র নাথ স্মৃতিরত্ন, ভাণ্ডারহাটীর যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতিরত্ন, গোপীনগরের অন্নদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন, কাফরপুরের নকুড়চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ঝিঙরের দ্বারকানাথ কাব্যরত্ন, বন্দিপুরের সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঁপদানী রাজকৃষ্ণ চতুস্পাঠীর অধ্যাপক অভয়াপদস্মৃতিরত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক এবং স্বসমাজস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণ, শিবপুর ও কলিকাতার জ্ঞাতি কুটুম্ব, স্বসমাজের কায়স্থবর্গ এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী (হাইকোর্টের উকীল), রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব, রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ মুন্সী চৌধুরী, রায় বিনোদবিহারী বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয়গণ এবং নায়েক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ও কাশিমবাজারের মহারাজা, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইতে বিশেষ ইচ্ছুক থাকিলেও অনিবার্য্য কারণে পারেন নাই। শ্রাদ্ধাহে ইন্দ্রদেবের বিশেষ কৃপা বর্ষণ হইলেও ষ্টেসন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকায় নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। যশস্বীর কার্য্য সর্ব্বদাই যশযুক্ত হয়।

কায়স্থ পত্রিকা।

কার্ত্তিক, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

আগমনী।

আজ আনন্দোচ্ছাসে বঙ্গদেশ প্লাবিত। মা আনন্দময়ীর শুভাগমনে দেশে এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। শিশিরপ্রকৃতি সুপ্রসন্ন হেমন্তে সুজলা-সুফলামুখ, শস্যবহুল শ্যামলা জননী বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংসার-তাপ-দগ্ধ নয়ন মন স্নিগ্ধ শান্তিমায় শীতল হইবে। গতপ্রায় শারদ-মন্দ-সমীরণ, বর্ষাবিধৌত প্রকৃতি সুন্দরীর নীলাঞ্চলে কাণ্ডোজ্জ্বল হিল্লোল-লীলা ঢালিয়া যাইতেছে। দেখিলে স্বভাবতই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে বাসনা হয়;—

"চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা, কোথায় উজল এমন ধারা?
কোথায় এমন হরিৎক্ষেতে আকাশ তলে মেশে?
(এমন) ধানের আগায় ঢেউ খেলেযায় বাতাস কাহার দেশে!"

আজ বঙ্গের আনন্দপ্রতিমাস্বরূপ বালক বালিকা সকল, এমন কি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, জগজ্জননীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত সাগ্রহে নববস্ত্রাদি বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইতেছে! বিপণিমালা সুরম্য দ্রব্যসম্ভারে অভিনব শোভায় সুশোভিত হইয়াছে। শান্তিময়ীর প্রাসাদমহিমা পানে উন্মত্ত হইয়া, সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ভূমি হইতে আলস্য, অবসাদ, নৈরাশ্য ও দৈন্যভাব বিদূরিত হইয়াছে! জাতিগত, ব্যক্তিগত, সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ-বুদ্ধি-বিসর্জ্জন দিয়া, আজ যেমন সকলে এক শান্তিচ্ছত্র তলে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে, ইহা স্থায়ীভাবে পরিণত হইলে বিংশশতাব্দীর বাঙ্গালীর স্থান, জগতের ইতিবৃত্তে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিত। সকলেই এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, একই উৎসাহে অধীর হইয়া সমবেত কণ্ঠে জয়োচ্চারণ করিতেছে ;—

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

মায়ের পূজামন্দিরে রত্নবেদীপরে বোধন-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে! দিকে দিকে সেই আনন্দবার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে, বরাভয়প্রদার পূজার অর্ঘ্যহস্তে আজ বঙ্গভূমি মূর্ত্তিমতী হইয়া দিব্যভাবে, অপূর্ব্ব সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়াছেন ;—সর্ব্বার্থ-সাধিকার চরণমূলে কি রিক্তহস্তে, নিরাভরণে কেহ উপস্থিতি পারে? তাই—

"মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী!
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে—
দাঁড়ায়েছে মোর জননী :—
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!"

জগজ্জননীর শুভাগমনই এই দিগন্তব্যাপী আনন্দোচ্ছ্বাসের মূলীভূত কারণ। চক্ষে দর্শন করিলে, নিতান্ত নির্জ্জীব নিরুৎসাহীরও হৃদয় আনন্দে উদ্বেল ও উদ্দীপ্ত হইয়াউঠে ; কিন্তু যথার্থ সূক্ষ্মদর্শীর নয়ন ফলকে, এই আনন্দাভিনয়ের গভীর রহস্যময় নেপথ্যে, এক ভীষণ দৃশ্য প্রতিফলিত হয়! তিনি এই পবিত্র অর্চ্চনার উচ্চ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেও সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রাণহীনতার এক তীব্র প্রতিধ্বনি শ্রবণে বিস্ময়ে, ভয়ে ও নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়া পড়েন! আর সেই জীবধারী আদ্যাশক্তির নিকট করযোড়ে বলিতে থাকেন, মা অভয়ে! তুমি কি সত্য সত্যই বরাভয়প্রদা মা শক্তিস্বরূপিণি! শান্তিময়ি! তুমিই কি এই শক্তিহীন প্রাণহীন, হৃদয়হীন বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত হিন্দু-সন্তানের জননী? মা! এমন বরপ্রদা মা যার, সেই জ্ঞানের জন্য, শক্তির জন্য, যৎসামান্য পার্থিব অভাব দূরীকরণের জন্য, দীনহীন

ভিখারীর বেশে, স্রোতেবাহী শৈবালের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়? মা কবে আমাদের জ্ঞাননেত্র তোমার ঐ করকমলস্পর্শে উন্মীলিত হইবে? কবে আমরা অযথা তন্দ্রালস পরিহার করিয়া, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপটতার দুর্নিমোক্ দূরে নিক্ষেপ করিব? মা! কবে তোমার করুণাদৃষ্টির সঞ্জীবন সংস্পর্শে আমাদের উন্মূলিত প্রায় সাধুপ্রবৃত্তি, যথার্থ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার সেই সুপবিত্র মহিমাজাগ্রত, দেদীপ্যমান হইয়া হৃদয়মন্দির আলোকিত হইবে? মা! কবে আমরা ঘৃণিত স্বার্থপরতার অন্ধতামস-কূপ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া উন্নতিমন্দিরের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিব? আর হিন্দুর সেই অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন—যাহার পুণ্যপ্রভায় একদা আর্য্য-সমাজ মারকতী দ্যুতি বিস্তারে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল,—সেই

"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ ক্ষান্তিরার্জ্জব মেব চ।
তিতিক্ষাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্॥"

মহারত্ন লাভে কৃতার্থ হইতে পারিব?

বৈদেশিকতার প্রবলমোহে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অযথা গর্ব্বে অভিভূত হইয়া, আমরা সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি! ভাই বঙ্গবাসিন্! উচ্চ বাগ্বোত্থমের মধ্যে রাশি রাশি সপুষ্প বিল্বদল একখানি মৃন্ময় প্রতিমার চরণতলে নিক্ষেপ করিলেই দুর্গাপূজা, আদ্যাশক্তির যথার্থ অর্চ্চনা হয় না! উহা তাদৃশ ক্ষণকাল ব্যাপী বহ্বাড়ম্বর নহে। বিপুল হট্টকোলাহলের ও উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে একটি দুইটি বা ততোধিক নিরীহ ছাগ শিশুর প্রাণ সংহার করিয়া আমরা মনে করি, মা জগদম্বাকে প্রসন্ন করিলাম।* কিন্তু হায়! কত জঘন্য পাপবৃত্তিরূপ পশু নিয়ত আমাদের হৃদয়কে ঘৃণিত নরকে পরিণত করিতেছে,—কত সোনার সংসারকে শ্মশান করিতেছে! আমরা ভ্রমেও একবার তাহাদের বিনাশ সাধনে মনোনিবেশ করি না! সুদীর্ঘ বৎসরকাল মধ্যে কেবলমাত্র তিনটী দিনের জন্য ভগবতীর পূজা করিয়াই মনে করি, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল! কিসে প্রকৃত শক্তির উপচয় হইবে,—কিসে স্বাস্থ্য-বল-মেধা প্রভৃতি পরিবর্দ্ধিত হইবে, ফলতঃ কিরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী আদ্যাশক্তি সনাতনীর উপযুক্ত পুত্রত্ব মর্য্যাদায় বিভূষিত হইব,—ভাই বাঙ্গালী! বৎসরের মধ্যে আমরা কয়জনে তাহা ভাবিয়া থাকি? সামর্থ্য সত্ত্বেও কয়জনে তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকি? অথচ এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বৎসর

* "বলি" শব্দের অর্থ পুজোপহার। তবে কোন্ সময় হইতে দেবতার উদ্দেশে বা তুষ্ট্যর্থে (?) এরূপ ভাবে উহার প্রচলন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কত ঘনঘটার সহিত সহস্র সহস্র দুর্গা পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গের প্রতি পল্লীতে রুগ্ন দুর্ব্বল ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নরকঙ্কাল সকল নিরীক্ষণ করিয়া, কে বলিতে পারে, এই জাতি শক্তির উপাসক? ইহারাই সেই আদ্যাশক্তি অসুরনাশিনী ভগবতীর সন্তান!

তুমি হিন্দু! আর্য্যত্বের গৌরব কর! একবার দিব্যনেত্রে হিন্দুর ভাবে ভাবিত হইয়া ঐ বরাভয় প্রদার জগন্মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর দেখি,—হীনতার ঘৃণ্য অন্ধতম গহ্বর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একবার দিব্য জ্যোতির অনুসরণ কর দেখি! মনে করিও না উহা একখানি মৃন্ময় প্রতিমা মাত্র! আর্য্য-ঋষিগণের সূক্ষ্মদর্শী চক্ষে নিরীক্ষণ কর,—দেখিবে, ঐ বিরাট বিগ্রহ কি অসিতপ্রভায় অনন্ত শক্তিতে সমুদ্ভাসিত! ঐ দিগন্ত-বিচ্ছুরিত-তেজঃপুঞ্জের অভ্যন্তর দিয়া, ত্রিগুণাতীতা, দশপ্রহরণধারিণী মূলা প্রকৃতির তত্ত্বাবধারণে কৃতার্থ হও! এ বিশ্বময়ী শক্তির নিকট ভারতের মহামনা কালিদাস করযোড়ে বলিয়াছেন;—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যাবহতিবিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী।
সে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতিযয়াপ্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ।
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতুবস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥"

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্)

সেই পরমাশক্তির পদপ্রান্তে চিরকালের মনঃ প্রাণ সমর্পণ করি। যে করুণাময়ীর করুণামৃত ধারা অজস্রশঃ অহর্নিশ আমাদের মস্তকে—আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে, মুক্ত প্রান্তরের মধুর মলয়ানিলের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া আমরা সঞ্জীবিত রহিয়াছি,—তাঁহার প্রতি যাহার প্রেম-ভক্তি-কৃতজ্ঞতার প্রাগঞ্জ কুসুমাঞ্জলি উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠে, তাহার জীবনে ধিক্! —জন্মে ধিক্!

শীত-শুষ্ক-মঞ্জরীর দীনতায় ও কুহেলিকাপুঞ্জে, মেঘমেদুর-গগন-পটের চঞ্চল বিদ্যুচ্ছটায়, বসন্তের সঞ্জীবন মলয় সমীরণে ও বিচিত্র কুসুমরাশির সম্মোহন সুষমায় অথবা নিদাঘের প্রখর রবিকর তাপতপ্ত মধ্যাহ্নের ভৈরব প্রতাপে, উন্মাদিনী স্রোতস্বিনীর গভীর গর্জ্জন ও তরঙ্গ লীলায়, এই মেঘ নির্ম্মুক্ত হেমন্তের অরুণ কিরণ সমুদ্ভাসিত বিশ্ব ছবিতে ও সুবিমল শারদ চন্দ্রমার শীত শুভ্ররশ্মি রেখায়, সেই বিশ্ব-জননীর বিশ্ব-পালনী শক্তির বিচিত্র লীলা, শান্তমঙ্গল ভাবে, এক অখণ্ড যোগসূত্রে গ্রথিত রহিয়া, সমস্তই এক অবিনশ্বর সনাতন নিয়মে রক্ষা করিতেছেন।

আইস, আমরা সেই স্থিতধী আর্য্যঋষিগণের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া—

মহাশক্তিময়ীর—এই আনন্দমঙ্গলময়ীর ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হই! দুরিতবারিণী দুর্গতিহারিণীর পদপ্রান্তে ভক্তি, শ্রদ্ধা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি মানবের বরণীয় সম্পদ্, নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিয়া, তাহারই প্রসাদ সুধা গ্রহণে চরিতার্থ হই। তাহা হইলে,—মায়ের প্রকৃত পূজা করিতে শিখিলে, আবার এই দুঃখ-দাবদগ্ধ মরুভূমে অমৃত প্রবাহের অবতারণা হইবে। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ আবার জ্ঞানধর্ম্মের গৌরবময় আসনে সমাসীন হইবে।

আর,—

"আজি এই উৎসবের দিনে. কত লোকে ফেলে অশ্রুধার!
গেহ নাই, স্নেহ নাই, আহা,—সংসারেতে কেহ নাই তার!
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি, জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসেয় উৎসব?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ, বিষাদে বিরস;
তবে মিছা সহকারশাখা,—তবে মিছা মঙ্গল কলস!!"

শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি।

বিশ্বমাতার হাসিতানন।

(পূজার গল্প।)

(১)

মনোমোহন বাবু একটা ঝকমারি করিয়া ফেলিয়াছেন। সেবার কায়স্থ-সভার প্ররোচনায়, দশের সঙ্গে মিশিয়া, বিবাহে বরপণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া বসিয়াছেন। এজন্য পরে গৃহিনীর কাছে ধমক খাইয়া বলিয়াছিলেন.—"এখনও ত সনৎ আমাদের বিবাহযোগ্য হয় নি, তবে তোমার এত রাগ কেন?"

স্ত্রীকে এই কথা বলিয়া তখন বুঝাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত মনের ধোঁকাটা মিটে নাই। বিশেষতঃ বিমলাসুন্দরী মাঝে মাঝে সেই প্রতিজ্ঞা-পত্রটার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, স্বামীর প্রতি গর্জ্জন করিয়া থাকেন, —"ছেলের বে'র ভার আমার; তোমার এ বে'তে কর্ত্তৃত্ব চলবে না।"

গৃহিনীর কথা সকল কার্য্যেই মনোমোহন চৌধুরীর শিরোধার্য্য। অতএব এ ক্ষেত্রেও বিমলাসুন্দরীর বিধানের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। অধুনা শ্রীমান্

সনৎকুমার ম্যাট্রিকুলেশনের পগারপার হইয়া ইণ্টারমিডিয়েটের শাখাবিশেষ অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং বিবাহের বাজারে তাঁহার মূল্যও কিছু উঠিয়াছে। এখন নানাস্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। কিন্তু আজিও বিমলাসুন্দরীর মনঃপূত হয় নাই। বিমলাদেবী সদাই বলিয়া থাকেন,—"আমাদের মত তো' সবাই মেয়ের সোনার মুকুট, ছেলের হীরের অঙ্গুরী, রূপার বাসন, স্পেশ্যাল খাট নিচ্ছে; আর আমার ছেলের বুঝি সাধ-সম্মান নেই! সেটি হচ্ছে না।"

এদিকে চৌধুরী মহাশয়ের ঘোর বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। একদিকে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের স্মৃতি, আর একদিকে দ্বিতীয়া পক্ষের ভার্য্যার অসন্তোষের ভীতি —এই দুই দিকের দোটানায় পড়িয়া তিনি মহাপ্রমাদ গণিতেছিলেন। কি করিবেন? চারা নাই। গৃহে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল; মনোমোহন দুইবেলা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতেন,—"মা জগদম্বে!* কৃপা করে' আমার লজ্জা নিবারণ কর।"

কিন্তু মা বুঝি আর কৃপা করিলেন না। কোন অর্থশালী ব্যক্তি কন্যাদায়ে অভিলাষী হইয়া তাঁহার সমীপে আসিল না। যাহারা আসিল, মনোমোহন দেখিলেন, তাহাদিগের নিকটে ভালরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই! অথচ মুটিয়া টাকা চাহিতেও তিনি রাজি নহেন। এইরূপ 'পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ' লইয়া প্রথম প্রথম দুই এক জনকে, "এখন ছেলের বিবাহ দিব না" বলিয়া বিদায় দিলেন। তখন আশা ছিল যে, অচিরাৎ তাঁহার সদৃশ বা তদপেক্ষা কোন ধনশালী ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু জগদম্বার অকৃপায় তাহা ঘটিল না। তখন মনোমোহন বাবু সুর বদলাইলেন। বলিতে লাগিলেন,—"ছেলের বিবাহে টাকা আমি চাই না। তবে ঐ একটী ছেলে-আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, বিবাহে ছেলের ভাল 'সাধ-সম্মান' হয়। তাঁর অভিপ্রায় মতই এ কাজ হবে।"

স্ত্রীর অভিপ্রায়-মত কন্যাভরণ ও বরাভরণের ক্ষুদ্র একটা তালিকা ছিল। যে বিষম তালিকা যে দেখিল, সেই পিচাইয়া গেল।

(২)

সকলেই পিছাইয়া গেল, কেবল একজন কিছুতেই হটিল না। সে গৌরীহারা ভবনাথ রায়। ভবনাথের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন সে দিন গিয়াছে

* সংস্কৃতে সম্বোধনে 'জগদম্বে' প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, 'জগদম্ব' ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গভাষায় 'জগদম্বে' কথাটা যেন একটু ভাল শুনায়। কাঃ পঃ সঃ।

এখন তিনি এক জমীদারের নায়েবী চাকরি করিয়া দিনপাত করেন। সংসারে স্ত্রী, একটি কন্যা, এবং দুটি পুত্র। কন্যাটি অনিন্দ্যসুন্দরী—নাম অর্পণা। এই স্বর্ণপ্রতিমাতুল্য কন্যা যাহাতে সুপাত্রে পড়ে, সে জন্য ভবনাথ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। সনৎকুমারকে দেখিয়া, তাহাকে জামাতা করিবার জন্য ভবনাথ বিশেষ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অধিকন্তু কালিকাপুরের চৌধুরীগণ বংশগৌরবে তাঁহার সমকক্ষ। আর সর্ব্বোপরি সনৎকুমার ধনবান পিতার 'সবে ধন' পুত্র। তাই বিমলাদেবীর মারাত্মক তালিকা দেখিয়াও ভবনাথ পিছাইলেন না।

শ্রাবণমাসের প্রথম ভাগে একদিন ভবনাথ মনোমোহনের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। মনোমোহনকে বলিলেন,—"আপনি সম্মতি দিলে আমি এই মাসের মধ্যেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।"

আদানপ্রদানের কথা যদিও পূর্ব্বেই একরূপ হইয়াছিল, তবুও বিষয়টি মনোমোহন একবার গৃহিনীর হুজুরে হাজির করিলেন। বিমলাসুন্দরী কহিলেন, —"ভাল, সব কথাতেই ত ভবনাথ রায় রাজি; এখন জিনিসগুলি সব ঠিক ঠিক দিবে ত'? কোন রকম ছল চাতুরী ত' করবে না?"

মনোমোহন। চাতুরী আবার কি করবে?

বিমলা। গরিব লোককে বিশ্বাস কি? ফাঁকি দিতে কতক্ষণ? গয়নাই বল, ভাল মনে করলে ভালই দেওয়া যায়, আবার কায সারা মত কম দামেও পাওয়া যায়। ওরা যদি চালাকী করে' কম দামেই সারে?

ম। তার আর উপায় কি?

বি। তোমার এম্নি বুদ্ধিই বটে! এর আর উপায় নাই বুঝি?

ম। কি উপায়?

বি। কেন, তারা সব জিনিসের দাম হিসেব ক'রে নগদ টাকা ধরে দিক না। এমনও ত কত জায়গায় হচ্ছে।

ম। যারা এত টাকা খরচ করছে, তারা কি আর নগদ টাকা গণে' দিয়ে লোকের মাঝে পঞ্চ-হরীতকী দিয়ে নিরাভরণে কন্যাদান করতে সম্মত হবে?

বি। আমি কি পঞ্চ হরীতকী দিয়ে নিরাভরণে কন্যাদান করতে বলছি! তারা দাম দিক্ না, আমরা সব জিনিস কিনে দিচ্ছি। তাই দিয়ে তারা কন্যা দান করুক।

ম। সেই কথাই তবে হোক।

তখন স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া, সব জিনিসের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া একটা টাকার হিসাব খাড়া করিলেন।

(৩)

বহির্ব্বাটীতে ভবনাথ অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনোমোহন আসিয়া বলিলেন, "—দেখুন, এই মাসের মধ্যেই শুভকার্য্য-সম্পাদনে কোন প্রতিবন্ধক নাই। তবে কিনা—"

ভবনাথ। কি, তাই বলুন।

মনোমোহন। একটা কথা এই যে—

মনোমোহন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভবনাথ ঘোর সংশয়ে ঘামিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?"

ম। বাড়ীর মধ্যে বলে যে, অলঙ্কার আর দান-সামগ্রী সব আমাদের পছন্দ সই আমরা কিনে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি হিসাব মত টাকা দিলেই আমরা সেটা করে' দিতে পারি।

ভবনাথ কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না, অবাঙ্মুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনোমোহন বলিলেন,—"এতে আপনার অসুবিধা কিছু নাই। বরং আপনি অনেকটা পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবেন।"

ভ। দেখুন, আমি বুঝতে পারছি, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না—পাছে আমি প্রবঞ্চনা করি। কিন্তু এমন সন্দেহের কোন কারণ নাই।

ম। না না—তা নয়, তা নয়— তবে কিনা,—যা হোক এ প্রস্তাবে, আশা করি, আপনি সম্মত হবেন।

ভ। সম্মত হ'তে একটা বাধা এই যে, আমার মেয়ের আভরণ কতক তৈরী হয়েছে।

ম। তা সে গুলি আপনি রেখে দিবেন, বা অন্যত্র বেচে ফেলবেন।

ভ। আপনি বিজ্ঞ হ'য়ে এমন কথা বলেন! মেয়ের অলঙ্কার আমি বেচে প্রাণে অন্যত্র বেচ্‌ব? নিজে রেখেই বা কি করব? আপনাকেই আমি এ বিষয়ে বিবেচনার ভার দিলেম।

ম। আপনাকে ত আমি বলেছি, ভবনাথ বাবু,—এ বিবাহে আমরা কেউ নই। বাড়ীর মধ্যের মত অনুসারেই কায হচ্ছে। তাদের অনভিপ্রায়ে কি হবার যো নাই।

ভবনাথ আবার কিছুক্ষণ ভাবিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নগদ টাকা দিলে, কত টাকা আমাকে দিতে হবে?"

ম। সে আপনার অবস্থা বিবেচনা করে' খুব কম টাকাই ধরা হয়েছে। এই ফর্দ্দ দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন,—অলঙ্কারের মোট মূল্য মাত্র চারি হাজার টাকা, আর দানসামগ্রীর মূল্য কেবল হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

এই বলিয়া মনোমোহন ভবনাথের হাতে ফর্দ্দটি প্রদান করিলেন। বলিলেন, —"আপনার জন্যে আমি অনেক টাকার ক্ষতি স্বীকার কর্‌লেম। অন্যত্র বিবাহ দিলে এর চেয়ে কত বেশী পাওয়া যেত।"

ভবনাথ অনেক চেষ্টায়, অনেক টানাটানি করিয়া, ফর্দ্দের সেই পাঁচ হাজার টাকাকে সাড়ে চার হাজারে নাবাইলেন, আর কমাইতে পারিলেন না। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই টাকাটা আমাকে কখন দিতে হবে?"

ম। যত শীঘ্র দিতে পারেন, ততই ভাল।

এবার ভবনাথ একটু হাসিলেন, বলিলেন,—"দেখুন চৌধুরী মহাশয়! একটা কথা বলি। আপনারা যখন আমাকে এতটা অবিশ্বাস করেছেন, তখন বোধ হয় আমিও একথা বলতে পারি যে, এতগুলি টাকা দিবার পূর্ব্বে আমিও টাকার অনুযায়ী জিনিসগুলি দেখে নিতে চাই।"

ম। অবশ্য অবশ্য—এ কথা আপনি বলতে পারেন বৈকি!

ভ। তবে স্থির হোক যে, আপনি এই টাকার পরিমাণে তালিকার উল্লিখিত জিনিসগুলি কিনে, আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবেন। আর আপনি বর নিয়ে আমার গ্রামে গেলে, বিবাহের দিন আমি আপনাকে সমস্ত টাকা দিব।

মনোমোহন এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

(৪)

শ্রাবণের শেষ ভাগে অপর্ণার সহিত সনৎকুমারের পরিণয় হইয়া গেল। বিমলাসুন্দরী নিজের ফর্দ্দ-মাফিক জিনিস পত্র দেখিয়া শুনিয়া ঘরে তুলিলেন। মনোমোহন নোটে ও রোকে সাড়ে চার হাজার টাকা তোড়াবন্দী করিয়া লোহার আলমারিতে পূরিলেন। ভবনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও অভিমত পাত্রে কন্যাসম্প্রদানে হর্ষ লাভ করিলেন। অনুপমা—ভবনাথের স্ত্রী—স্বামীর হর্ষ দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। বরযাত্রী ও গ্রামবাসিগণ লুচি-মিষ্টান্ন-ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিল।

অনুপমা একবার স্বামীকে কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভবনাথ তখন বলিয়াছিলেন,—"যতক্ষণ এই দেহ আছে, ততক্ষণ আমি কোন চিন্তা করি না শরীরটা যদি বাহন থাকে, আবার সব হবে।"

তখন ভবনাথ জানিতেন না যে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার কথা বলিতে হইবে। জানিতেন না যে, জমীদারের চাকরি নিতান্তই বালির বাঁধ। কিন্তু সে ভ্রম তাঁহার অচিরে দূর হইল। দুইমাস যাইতে না যাইতে ভবনাথের জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটিল যে, তাঁহাকে মনুষ্য-শক্তিতে সকল বিশ্বাস হারাইতে হইল।

ভবনাথ যেখানে চাকরি করিতেন, তথায় কতকটা, জমীর দখল-বেদখল লইয়া, তাঁহার মনীবের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারের ফৌজদারিতে মোকদ্দমা চলিতেছিল। সেই মোকদ্দামায় মনীবের পক্ষে নায়েবের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল। মনীব মহাশয় ভবনাথকে সাক্ষ্য দিতে বলিলেন। ভবনাথ জানিতেম, মনীবের হিতার্থ সাক্ষ্য দিতে হইলে, তাঁহাকে আদালতে মিথ্যা কথা কহিতে হইবে। ভবনাথ মিথ্যাসাক্ষ্য-দানে অস্বীকার করিলেন। অতএব মনীব ক্রুদ্ধ হইলেন। ফলে ভবনাথ চাকরিটি হারাইলেন। জগতে সাধুতার এইরূপ পুরস্কার অনেক।

ভবনাথ চাকরিতে জবাব পাইয়া, গৃহে আসিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায় এই সময়ে আবার ভবনাথ সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। তখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, সব কন্যার বিবাহে নিঃশেষ হইয়াছে। তদুপরি ভদ্রাসনখানিও দেনার দায়ে বন্ধক পড়িয়াছে। অর্থাগমের আর কোন উপায় নাই। সুখের দশায় যাহারা নিয়ত আত্মীয় সাজিত, তাহারা এখন দুঃখের দশা দেখিয়া সব আত্মীয়তা মুছিয়া ফেলিল। শেষে এমন হইল যে, আর সংসার চলে না—চিকিৎসার ব্যয় যোটে না!

এদিকে দেখিতে দেখিতে পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিল। ঢাকের শব্দে ঘরে ঘরে বাঙালীর হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কেবল একটি হৃদয় আনন্দময়ীর আগমনেও নিরানন্দে ডুবিয়া গেল। সে হৃদয় অনুপমা। অনুপমা ঘোর বিপন্ন। স্বামী প্রাণসংশয়যুক্ত পীড়ায় শয়ান—চিকিৎসা চলিতেছে না দুটি শিশু সন্তান—অভয় ও বিনয়— তারা ত' কিছুই বুঝে না! তাদের যে এবার পূজার কাপড় হ'ল না, এইজন্যই তারা মহাক্ষুণ্ণ! অবোধ বালক তারা—মা ছেলেদের সন্দেশ-মিঠাই খাইতে দেখিয়া কি ভাবিতেছে, কে জানে? তাহাদের মুখে যে অনুপমা সামান্য নাড়ু-মুড়িও দিতে পারিবে না! এ চিন্তায়ই অনুপমার অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অনুপমা স্বামীর শিয়রে বসিয়াছিলেন। ভবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আবার দিন যাবার কি উপায়?"

অনুপমা বিষাদ-ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিলেন—"একয় দিন হাওলাত করে' চল্‌ল আরত হাওলাতও পাওয়া যায় না"।

ভবনাথ। আমার মত যারা সময় থাকতে ভবিষ্যত-চিন্তা করে না, তাদের এই দশাই উপযুক্ত শাস্তি।

অনুপমা। সেজন্যে এখন অনুতাপ করে' কোন ফল নেই। আমি একটা যুক্তির কথা বলি।

ভ। বল।

অ। এমন অচিকিৎসায় একা থাকা ভাল নয়।

ভ। কি করিতে চাও?

অ। ঋণ ত হয়েছেই। আরও কিছু—

ভ। আবার ঋণ! একথা আর বলো না। সম্পত্তির মধ্যে কেবল এই শরীর!—তাও বুঝি এবার টিকে না। এ অবস্থায় আর ঋণের কথা মুখে এনো না।

অ। আমার দু-চার-খানা গয়নাত আছে; তাই কোনখানে—

ভ। না না—তা হবে না। আমার যদি দিন ফুরিয়ে থাকে,—বাড়ী'ত বাঁধা পড়েছেই,—তোমার গয়না কখনা খুয়িয়ে কি শেষে তোমার হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে যাব?

অনুপমা মনে মনে বলিলেন,—"তোমারই যদি দিন ফুরিয়ে থাকে, তবে আর আমার গয়নাতেই বা কাজ কি?' কিন্তু মুখে ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"এমনি দিনই কি থাকবে? লোকে বলে, সুখ-দুঃখ চক্রের মত ঘুরে' ঘুরে' আসে।"

ভ। তুমি বোঝ না—ওটা কোন কাযের কথা নয়। বিপদই বিপদের অনুগামী—দুঃখ দুঃখকেই পথ দেখিয়ে আনে। চক্রাকারে সুখ-দুঃখের পরিবর্ত্তন কেবল কবির কল্পনা।

অনুপমা আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। স্বামীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে আপনার একখানি স্বর্ণালঙ্কার লইয়া জনৈক প্রতিবেশীর নিকটে গমন করিলেন। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়া প্রতিবেশীর বড় খ্যাতি ছিল। অনুপমা সেই ব্যক্তির কাছে গিয়া জানাইলেন যে, তিনি অলঙ্কারখানি বিক্রয় করিতে চাহেন। প্রতিবেশী মুখে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন, অনেক

সহানুভূতি জানাইলেন; পরে অনিচ্ছাপ্রকাশপূর্ব্বক, কেবল উপচিকীর্ষার অনুরোধে, সেই আভরণখানি আধা কড়িতে কিনিয়া, জানাইলেন যে, দুনা-দাম দেওয়া হইল। অনুপমা কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। অনন্তর প্রতিবেশীকে সাধিয়া একবার কালিকাপুরের হরিচরণ কবিরাজকে ডাকিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিবেশী আভরণের ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন; অতএব হৃষ্টান্তঃকরণে কবিরাজের গৃহে গমন করিলেন। নতুবা আজ ষষ্ঠীর দিন—পরের জন্য কে তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গ্রামান্তরে যায়?

(৫)

কিয়ৎকাল মধ্যে কবিরাজ হরিচরণ ভিষগ্‌রত্ন ভবনাথের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিচরণ পথে আসিতে আসিতে প্রতিবেশীর নিকটে ভবনাথের বর্ত্তমান অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। হরিচরণ প্রথমে রোগী দেখিয়া, ঔষধ প্রদান করিলেন। তারপর ভবনাথকে বলিলেন,—"ভবনাথ বাবু, আপনি পূর্ব্বে আমাকে ডাকেন নি কেন?"

ভবনাথ কহিলেন,—"কি জানেন, কবিরাজ মহাশয়,—সকল সময়ে মানুষের অবস্থা একরূপ থাকে না।"

হরিচরণ। আমি সব বুঝেছি। কিন্তু আপনি কি আমাকে এমনি অর্থপিশাচ মনে করেন?

ভ। আপনি অতি মহৎ।

হ। মহত্ত্ব কিছুই নয়। আমরা দুজনেই কায়স্থ, দুজনেই সোপবীত—সুতরাং সুখে-দুঃখে পরস্পরের সহানুভূতির পাত্র। আপনি যদি কোন বিষয়ে সঙ্কোচ রাখেন আমি দুঃখিত হব।

এই বলিয়া হরিচরণ উঠিলেন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রতিবেশী উপস্থিত ছিলেন, অনুপমার নিকট হইতে টাকা আনিয়া কবিরাজের হাতে 'দর্শনী' দিতে গেলেন। কবিরাজ কহিলেন,—"ও সকলে দরকার নাই। আমি কাল আবার আসব।"

হরিচরণ যখন কালিকাপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন অপরাহ্ণ। সায়ংকালে মনোমোহন বাবুর গৃহ ঢাকের শব্দে তুমুল হইয়া উঠিল। তথায় আজ মহা সমারোহে দেবীর অধিবাস। চণ্ডীমণ্ডপে ভগবতীর সমুজ্জ্বল মৃন্মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। উঠান-জোড়া সামিয়ানা খাটানো। স্থানে স্থানে আলোকাধারে আলোকের বন্দোবস্ত

থামের গায়ে সব তসবীর ঝুলিতেছে; তাহার কাছে কাছে পাতাবাহারের পাতার ঝাড়। দেবীর সম্মুখে ভদ্রলোকদের বসিবার ফরাস পড়িয়াছে—অধিবাস কালে অধিষ্ঠানের জন্য গ্রামস্থ সকলের নিমন্ত্রণ আছে।

ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া একত্র হইল। সর্ব্বশেষে হরিচরণ আসিলেন। ভগবতীর অধিবাসাদি যথারীতি হইয়া গেলে, হরিচরণ মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়, আপনার বৈবাহিকের সংবাদ কিছু রাখেন?"

মনোমোহন কহিলেন,—"হ্যাঁ—তাঁর উপরে বড় কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। চাকরিটা গেল, আবার নিজের ব্যায়রাম।"

হ। প্রকৃত অবস্থার কোন খবরই বোধ হয় আপনি রাখেন না। আমি আজ স্বচক্ষে দেখে' এসেছি। তাদের চারদিকে বিপদ-জাল। দিন চলা কঠিন হয়েছে। এই পূজা যে তাদের কি ভাবে যাচ্ছে, তা কেবল মা জগদম্বাই জানেন—অন্যে কি বুঝবে?

ম। এতদূর হয়েছে! কারণ কি?

হ। কারণ—ভূতের দৌরাত্ম্য।

"ভূতের দৌরাত্ম্য" শুনিয়া, সমবেত সকলেই উৎকর্ণ হইল। মনোমোহন জিজ্ঞাসিলেন—"ভূতের দৌরাত্ম্য কেমন?"

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন,—ভবনাথের ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল। আপনার ঘরে কন্যাদানের জন্য একটা উৎকট নেশায় ধরেছিল; তাই সে সর্ব্বস্ব খুয়িয়ে, বাসের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত দু'হাজার টাকায় বাঁধা রেখে, সাড়ে চার হাজার টাকা নগদ গুণে সেদিন আপনার হাতে তুলে' দিল। তা ছাড়া আরও প্রায় পাঁচশ' টাকা অন্যান্য বাবতে খরচ করে। এ সব না হ'লে, সে আজ সপরিবারে অনাহারে মরতে বসত না।"

মনোমোহন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। অন্তরের অন্তঃপ্রদেশে কে যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, এইরূপে একটা সমগ্র পরিবারের দুরবস্থার মূলীভূত কারণ তিনি স্বয়ং। আবার বহুলোকের সমক্ষে এই সকল কথা হইতেছিল, তাহাতে মনোমোহন আরও লজ্জিত হইলেন। মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে যেন এসব অলোচনা আর না হয়। কিন্তু দুরন্ত হরিচরণ লোকের মধ্যেই এ কথার আন্দলোনে প্রয়াসী। তাই বলিতে লাগিলেন,—"এমন অবস্থা হয়েছে যে, আজ সকালে ভবনাথের স্ত্রী নিজের একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করে' উদরান্নের যোগাড় করেছেন।"

মনোমোহন তাড়াতাড়ি এই সকল কথা চাপা দিবার জন্য অন্য কথা তুলিয়া বলিলেন,—"সকলে পছন্দ করুন, এবার মায়ের প্রতিমা কেমন হয়েছে।"

উপস্থিত সকলেই প্রতিমার গঠন-পারিপাট্য এবং সজ্জা সম্ভারের প্রশংসা করিতে লাগিল। হরিচরণ তবুও নাছোড়, বলিয়া উঠিলেন,—"দেখুন চৌধুরী মহাশয়, অন্যান্য বৎসর আপনার চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখি—যেন কি এক অপূর্ব্ব দিব্য হাস্যের ছটা বিকীর্ণ হয়। এবার বিশ্বমাতার সে হাসিতানন গেল কোথায়?"

মনোমোহন চমকিয়া প্রতিমার প্রতি চাহিলেন। হরিচরণ বলিতে লাগিলেন—"এবার মায়ের মুখপদ্মে যেন একটা অব্যক্ত বিষাদের ছায়া! কোন প্রিয়পুত্রের দুর্নীতি পরায়ণ দেখ্‌লে মাতার মুখ যেমন বিষাদ রেখায় আছন্ন হয়, ঐ দেখুন মায়ের মূর্ত্তিও যেন তেমনি বিষাদ কালিমায় ঢাকা।"

মনোমোহন সংজ্ঞাহীনবৎ একদৃষ্টি হইয়া প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যখন তিনি পুনরায় আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন যে সকলেই উটিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রি মনোমোহনের ভাল নিদ্রা হইল না। একটুকু নিদ্রার আভাষ হয়, আর অমনি হরিচরণ কথিত ভবনাথের অবস্থা স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। কখন বা একটু নিদ্রাকর্ষণ হইতে না হইতে হরিচরণ বর্ণিত মাতৃ-মূর্ত্তি মনে পড়ে, আঁতকে শিহরিয়া উঠেন। সারারাত্রি এইরূপে গেল।

(৬)

পরদিন সপ্তমী। মনোমোহন ভক্তিভাবে গলবস্ত্র হইয়া দেবীগৃহে বসিয়া আছেন। পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠ চলিতেছে। মনোমোহন চণ্ডী শুনিতেছেন, আর এক একবার মায়ের প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সত্যই বুঝি মায়ের মুখে এবার হাসি নাই! সত্যই বুঝি অধরোপান্তে একটুকু বিষাদের—একটুকু বিরাগের রেখা! ভবনাথের বর্ত্তমান অবস্থার কল্পনা মনোমোহনের হৃদয় মধ্যে বিষম তোলপাড় করিতেছিল। সেজন্য মনোমোহন আপনার কাছে আপনার সাফাই করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই হইতেছিল না। মায়ের অধরোপান্তের বিষাদ কালিমা—নয়নোপান্তের বিরাগ-রেখা কিছুতেই অপনীত হইতেছিল না। মনোমোহন অন্য মনস্ক হইবার নিমিত্ত দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে অবহিত হইলেন। এই সময়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের প্রসঙ্গ আরব্ধ হইয়াছিল। পুরোহিত পাঠ করিতে ছিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মনোমোহনের মনে হইল,—"মা আমার সর্ব্বভূতে লজ্জারূপা। আমিও ভবনাথের সঙ্গে ব্যবহারে সব লজ্জা ত্যাগ করেছি! তবে কি আমি মাতৃত্যাগী?"

পুরোহিত আবার পাঠ করিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মনোমোহন ভাবিতে লাগিলেন,—"জগদম্বা সর্ব্বভূতে শান্তিস্বরূপিণী। আমিই ভবনাথের সংসারে সমুদয় শান্তি বিনষ্ট করেছি। তবে কি আমি মাতৃঘাতী? তা বৈকি! আমি নিশ্চিত মাতৃহন্তা! তাই বুঝি মায়ের উজ্জ্বল মুখ-পঙ্কজে আজ কুটিল ভ্রূকুটির ছায়া! কিন্তু আর কি জগন্মাতার হসিতানন দেখতে পাব না? বল, মা করুণাময়ি,—কি কর্‌লে আবার তুমি করুণার হাসি হাস্‌বে, বলে' দাও।"

এমন সময়ে পুরোহিত পাঠ করিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মনোমোহন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বলিয়া উঠিলেন,—"দয়া—দয়া—মা আমার দয়ারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিতা। তবে এস, মা,—দয়ারূপে আমার মধ্যে জাগ। আমি তোমায় লজ্জারূপ ত্যাগ করেছিলেম, এখন দয়ারূপে আবার আবাহন করছি। শুনেছি—

সযতনে পর-দুঃখ-ভার হরিবার
বাসনা যে হৃদে জাগে, দয়া নাম তা'র।

তবে এস, মা,—দয়ারূপে এই অভাজনের মধ্যে জাগ। আমি সব সইতে পারব' কেবল তোমার পঞ্চানন ভ্রূকুটি-কুটিল দেখতে পারব না।"

এই বলিয়া মনোমোহন তথা হইতে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাওয়া গেল, চৌধুরী মহাশয় জামা-জুতা পরিয়া, ক্ষুদ্র একটি ব্যাগ লইয়া, একমাত্র ভৃত্যসঙ্গে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাটী হইতে বাহির হইলেন।

ত্বরিতপদে সার্দ্ধৈক ক্রোশ অতিক্রম পূর্ব্বক মনোমোহন গৌরীহাট গ্রামে ভবনাথের গৃহে আসিয়া দেখা দিলেন। বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,

দুটি ছেলে—অভয় ও বিনয়—ছুটাছুটি করিতেছে। অনুপমা পুত্রদ্বয়কে দুখানা মোটা কলের কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই উহারা মহা সন্তুষ্ট। বিনয় মনোমোহনকে দেখিয়াই মাতার নিকটে সংবাদ দিতে ছুটিল। অভয় একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া মনোমোহকে বসিতে দিল। ইতিমধ্যে বিনয় ফিরিয়া মনোমোহনকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া নিল।

মনোমোহন বেহাইনের সহিত যথারীতি কুশল সম্ভাষণান্তে ভবনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। অনন্তর ভবনাথের শয্যাপার্শ্বে গমন করিয়া দেখিলেন, হরিচরণ তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় উপনীত হইয়াছেন। মনোমোহন পীড়া সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, সঙ্গের ব্যাগটি খুলিয়া একটি মুখ-বাঁধা তোড়া বাহির করিলেন। তোড়াটি ভবনাথের বিছনার উপরে রাখিতে একটুকু ঝনৎকার শব্দ হইল। ভবনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—" এতে কি আছে, বেহাই ? "

মনোমোহন কহিলেন—" এর মধ্যে নোটে আর রোকে সেই সাড়ে চার হাজার টাকা আছে—যা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। "

ভ। ও আবার কেন ?

ম। এটা আপনাকে নিতে হবে। টাকাটা আমি আজ ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

ভ। কেন, বলুন দেখি !

ম। সে অনেক কথা। আপনি আরাম হ'লে একদিন সমস্ত বল্‌ব।

সেই বলহীন রোগী ক্ষীণকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন'—"আপনি যা বল্‌ছেন, তা হবে না, বেহাই ! আমি একবার যা দিয়েছি, তা আর নিতে পারি না।"

মনোমোহনকে অনেক চেষ্টা করিলেন, হরিচরণও বহু অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ভবনাথ কিছুতেই প্রদত্ত অর্থের পুনর্গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। অনন্তর মনোমোহন অনুপমাকে টাকাগুলি রাখিতে অনুরোধ করিলেন। অনুপমা স্বামীর অসম্মতি জানিয়া, তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন হরিচরণ একটা উপায় মনে করিয়া, টাকাসহ মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

* * * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার মনোমোহন হরিচরণের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। এবং অনুপমার হাতে একখানি স্বর্ণাভরণ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"দেখুন দেখি, যা বিক্রয় করেছিলেন ঠিক তাই কি না ?"

অনুপমা একটুকু লজ্জিত হইলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এ পেলেন কোথায় ?"

মনোমোহন। আমি পেয়েছি। কিন্তু এবার যদি আপনি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে' কোন জিনিষ বিক্রয় করেন, তবে আপনার সঙ্গে মহা ঝগড়া হবে।

এই বলিয়া মনোমোহন হরিচরণ সহ পুনরায় ভবনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিলেন। ভবনাথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মনোমোহন একখানা ষ্ট্যাম্প-যুক্ত, রেজেষ্টারি-করা দলিল ভবনাথের সম্মুখে মাঝামাঝি দুইখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কি ?"

হরিচরণ কহিলেন,—"আপনার রেহাণী তমসুক।"

ভবনাথ বিস্মিত হইয়া মনোমোহনকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি ঐ ঋণ পরিশোধ করে' এলেন ?"

মনোমোহন সহাস্যে উত্তর দিলেন,—"কিছু মনে করবেন না,—আপনার টাকাতেই আপনার ঋণ শোধ হয়েছে।"

ভবনাথ বড় ক্লান্ত হইয়া চক্ষু মুদিলেন। যখন আবার চাহিলেন, তখন শয্যা-পার্শ্বে কেবল অনুপমা, বসিয়া আছেন। ঘরে আর কেহ নাই। অনুপমা কহিলেন, "আমরা ত কিছুই দিতে পারলেম না। বেহাই-বাড়ীর লোকে যে অনেক জিনিস দিয়ে গেল।"

ভ। কি দিয়ে গেল ?

অ। বাজারের সব রকম জিনিষ—বেদানা-কিসমিস্ হ'তে আরম্ভ করে' ঘি সুজি পর্য্যন্ত সব।

এদিকে মনোমোহন গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, বিশ্বমাতার আনন্দময়ী মূর্ত্তি যেন এবার জ্যোতির্ম্ময় হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র পূজাগৃহ আলোকিত করিয়াছে—বিমল প্রসন্নতার অব্যক্ত রশ্মি যেন প্রতি অঙ্গে বিস্ফুরিত হইতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

বরপণের প্রতিকার।

যে সমস্ত কুপ্রথার প্রসার ফলে হিন্দুসমাজ আজ জীর্ণ, শীর্ণ, অনশন বা অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট তাহাদের মধ্যে বরপণ প্রথা অতীব ভীষণ। কতকত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ওজস্বিনী বক্তৃতা এতদুপলক্ষে উদ্ভূত হইল, বিলীন হইল, কিন্তু সমাজের সেই একই অবস্থা, একই দীনভাব! সাময়িক পত্রিকাদিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি 'বিনা-পণের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমাজের বিশালতা হিসাবে তাহা নিতান্ত নগণ্য, অধিকন্তু অনুসন্ধান করিলে ইহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে সমস্ত পরিবারের মধ্যে এইরূপ বিনাপণে আদান প্রদান অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের মধ্যে 'বরপণ' এই কথাটি উল্লেখের আদৌ আবশ্যকতা ছিল না বা নাই—কন্যার স্বভাবদাতা পিতা স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দ চিত্তে অন্যের বিনা অনুরোধে কন্যা জামাতাকে এরূপ যৌতুকে ভূষিত করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত, যাহার অধিক পুত্র, সৌভাগ্যশালী বরের জনক স্বপ্নাবেশেও ধারণা করিতে অশক্ত। সুতরাং ইহার উল্লেখে কেবল কাগজের কলেবর পূর্ণ হইয়াছে এবং হইতেছে ব্যতীত সমাজ সংস্কারের সহায়তা কল্পে কিছু হইয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না।

যখন এই বরপণ প্রথার ফলে সমাজ শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এ যাবৎ উদ্ভাবিত যে কোন উপায়ই যখন ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই, এরূপ স্থানে প্রত্যেক সমাজ হিতেচ্ছুরই ইহা কর্ত্তব্য যে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ফল বিশেষ সাধারণের গোচরীভূত করা। কি ন্যায়, কি অন্যায়, কি কার্য্য সমাজ হিতকর, কি সমাজবিধ্বংসী ইহা সকলেই বুঝেন। যিনি পুত্রের বিবাহে নিতান্তপক্ষে ৫০০৲ সুবর্ণালঙ্কার না পাইলে জীবনে একটী মহাপাপানুষ্ঠান করিলেন মনে করেন, তিনিও ইহা বুঝেন। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যেখানে অর্থাগম সম্ভাবনা সেখানে কোন যুক্তি তর্কই স্থান পায় না। সমাজ আজ কাল একান্ত অর্থপরতন্ত্র হইয়া পড়িতেছে। অভিজাত্য, পণ্ডিত্য কিছুরই গৌরব আজকাল সমাজে নাই। কারণ সামাজিক প্রতিপত্তি একান্ত অর্থসাপেক্ষ, কাজেই বিনায়াসসাধ্য যে অর্থাগম তাহা কোনও পুত্রের বুদ্ধিমান পিতাই উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অর্থ আজকাল মানুষকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতেছে, যে অর্থ আজকাল আভিজাত্যের স্থান অধিকার করিতেছে, যে অর্থ আজকাল ধর্ম্মার্থকামের

স্থায়ক বলিয়া সমাজে পরিগণিত, সে অর্থ এত সহজে আর কিসে লাভ করা যাইতে পারে? একবার কোন গতিকে ছেলেটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিলেই হইল! অমনি কন্যাপক্ষ আপনাপন বহু কষ্টার্জ্জিত এমন কি বাটি ঘর দ্বার পর্য্যন্ত বন্ধক দ্বারা লব্ধ অর্থ লইয়া নীলাম ডাকিতে সমাগত! কোন্ বক্তার এরূপ বক্তৃতা শক্তি আছে, কোন্ প্রবন্ধ লেখকের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী ধারণা শক্তি আছে, যাহা এই তীব্র প্রলোভনের প্রতিকূলে তিষ্ঠিতে পারে?

কেহ কেহ বলেন "কৌলীন্য প্রথাই যত অনিষ্টের মূল—কৌলীন্য প্রথা উঠাইয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথাও চলিয়া যাইবে।" কথাটা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার কোনই কারণ দেখা যায় না, কৌলীন্যপ্রথা ইহার মূল হইলে ত মন্তত: সমাজের একটি অংশও ইহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইত; কিন্তু তাহা হইতেছে কি? কয়জন কুলীন বিনাপণে নিজ নিজ কন্যাদিগকে পাত্রস্থ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যখন তাহা নয়, তখন একের রাহিত্যে অন্যের নিরাকরণ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

পুত্রের বিবাহলব্ধ অর্থে পিতার দারিদ্র্য প্রশমন। আপাতদৃষ্টিতে ইহা কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহার প্রতিকূলে অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই—এইরূপ অর্থাগমে পুত্রের পিতার পারিবারিক সুখ-শান্তি বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে অনেক অশান্তিরই কারণ হইয়া থাকে। দরিদ্র পরিবারে গৃহীতা ধনীকন্যা অনেক স্থলে পতিকুলকে পিতৃকুল কর্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত এবং নিজেকেই তাহার একমাত্র কারণ মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পুত্রেরও পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি এরূপস্থলে স্থানান্তরিত হইয়া নবগৃহীত অর্থদাতা, বিলাস বাসনা তৃপ্তির সাহায্যকারী পিতা মাতার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে! তাহার উপার্জ্জিত অর্থও পিতামাতার তুষ্টি বিধানের পরিবর্ত্তে বধূরূপে গৃহীতা ধনীকন্যার বিলাসবাসনা তৃপ্তির সহায়তা করণে সমধিক ব্যয়িত হইয়া থাকে। কত কত পরিবারের শান্তি যে এই প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কত কত পুত্রের পিতাই যে এই জন্য চির অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কৃত-কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

অভাবই লোভের কারণ, অভাবের মোচনেই লোভের তিরোভাব, যেখানেই অর্থাগমলিপ্সা সেখানেই অভাব, ইহা বুঝিতে হইবে। এই অভাবের কতকগুলি স্বাভাবিক, কতকগুলি কল্পিত; স্বাভাবিক অভাব যাহা, তাহার প্রশমন সম্ভবপর, কিন্তু দূরীকরণ সম্ভবপর নয়। সমাজের সকলেই সমান আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন হইবে

এরূপ আশা করা আর শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করা একই কথা। যেখানে সংখ্যাধিক্য সেখানেই বৈষম্য, সুতরাং সমাজের অর্থগত বৈষম্য স্বাভাবিক এবং যখন স্বাভাবিক তখন উহা অশান্তির কারণ হইতে পারে না। উপেক্ষিত দারিদ্রই মনঃপীড়ার কারণ। তুমি ধনী, অনুকূল দৈববলে তুমি ধনী গৃহজাত অথবা সুকৃতির ফলে নিজ চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়া তুমি দারিদ্র্যকে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছ, কিন্তু একা তোমাদ্বারা কিম্বা তোমার ন্যায় দশজন শ্রীমানকে লইয়া সমাজ হইতে পারে না। যদি সমাজ বা জাতি বলিয়া একটা কিছু স্বীকার কর, তাহা হইলে বৈষম্যের বিদ্যমানতাও অপরিহার্য্য বোধে স্বীকার করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র এই উভয়কে লইয়া সমাজ একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, সুতরাং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং একে অন্যের অনুপেক্ষনীয়। যে বংশগত কৌলীন্য প্রথার আজকাল সকলে বিরোধী সেই বংশগত কৌলীন্য অশেষ দোষের আকর বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই বৈষম্যে সাম্যভাব রক্ষাপক্ষে একান্ত উপযোগী ; আজকাল যে এই কৌলীন্য উঠাইয়া দিয়া সমাজে একটা শ্রুতিমধুর সাম্যভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে, অর্থগত কৌলীন্যের—যাহার প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা তাহার আবির্ভাব নিবন্ধন একটা বিষম বৈষম্য সমাগত হইয়া সমাজকে নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে। ভুলিতে পারিবে কি অশেষবিধ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত তুমি ধনী সন্তান স্বজাতীয় অতি দীন, দরিদ্র হইতে পৃথক্ নহে! কোন দিন মনে করিতে পারিয়াছ কি তোমার কোন ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তোমার ভবনে সমাগত কোন চীরবাসী দরিদ্র স্বজাতীয়ের আগমনে তুমি ধন্য হইয়াছ? ইহাইত তোমার শাস্ত্রের অনুশাসন, ইহাইত তোমার জাতিধর্ম্ম। কিন্তু এরূপ কখনও পারিয়াছ কি ; যদি পারিয়া থাক তুমি ধন্য! এই শিক্ষা—হৃদয়ের এই উচ্চ শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা কর, নিজের সন্তান সন্ততি দিগকে এই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কর, দেখিবে বরপণ প্রথা কেন, সমাজে যে কোন দীনভাব আছে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইবে।

পণপ্রথার মূল স্বরূপে প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, (১) বরের পিতৃপক্ষের অর্থাগম লিপ্সা, (২) বরের মাতৃপক্ষের অলঙ্কার লোলুপতা। যে সমস্ত কারণের সমবায়ে প্রথমোক্ত কারণের অর্থাৎ ধনাগম লিপ্সার উৎপত্তি, তাহার মধ্যে যে উপেক্ষিত দারিদ্র্যই প্রধান ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। দরিদ্রের দারিদ্র্য তখনই অসহনীয় হইয়া পড়ে এবং তখনই সে সঙ্গত বা অসঙ্গত যে কোন উপায়েই হউক তাহার প্রশমনার্থ চেষ্টিত হয়, যখন সে দেখিতে পায়

একমাত্র দারিদ্রনিবন্ধনই সে তাহার প্রাপ্যসম্মানে বঞ্চিত, যখন সে দেখিতে পায় যে, এমনকি তাহার স্বজাতীয় সম্মিলনেও তাহার দারিদ্র্যই তাহার উপেক্ষিত হইবার কারণস্বরূপ হইতেছে, তখন ইহার একমাত্র প্রতিকার ধনী-দরিদ্রে সম্বন্ধ সংস্থাপন; যেদিন দরিদ্র বুঝিতে পারিবে যে অন্ততঃ স্বজাতীয়গণের মধ্যে তাহার দারিদ্র্য তাহার প্রতিকূলাচরণে সক্ষম নয়—যে দিন সে দেখিতে পাইবে, স্বজাতীয় ধনীসন্তান তাহাকে ভ্রাতৃসম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, সেই দিন হইতেই তাহার দারিদ্র্য আর তাহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হইবে না—সেই দিন হইতেই স্বজাতীয় কন্যার পিতার রক্তশোষন করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন রূপ কুপ্রবৃত্তি তাহার হৃদয় হইতে চিরতরে বিদূরিত হইবে। সেই শুভদিন, সেই বৈষম্যে সাম্যভাব, সেই ধনী-দরিদ্রে অসহনীয় পার্থক্যের অভাব সমাজ আবার ফিরিয়া পাইবে কি?

বরপণের তীব্রতা বিষয় দ্বিতীয়োক্ত কারণ অর্থাৎ বরের মাতৃ পক্ষের অলঙ্কার লোলুপতাও তুল্যরূপে কার্য্যকরী। বিলাসস্রোতে একান্ত ভাসমান সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে কোন্ পুত্রের মাতা নিজের পুত্রবধুকে নিরলঙ্কার দেখিয়া মর্ম্মপীড়িতা না হইয়া থাকিতে পারেন? পুত্রবিবাহে সমাগতা অলঙ্কারভূষিতা রমণীমণ্ডলীর মধ্যে কোন্ পুত্রের মাতা নবাগতা পুত্রবধুকে নিরলঙ্কার অবস্থায় গ্রহণ করিয়া ক্ষুব্ধা না হইয়া চলিতে পারেন? পক্ষান্তরে সমাজে এরূপ সম্পন্নব্যক্তি কয়জন আছেন, যাহারা নিজব্যয়ে পুত্রবধুকে অলঙ্কার ভূষিতা করিয়া গৃহে আনিতে সক্ষম? কার্য্যেই অধিকাংশ স্থলে কন্যাকে অলঙ্কারভূষিতা করিবার ভার তাহার পিতারই গ্রহণ করিতে হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার নিজ নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে সুবর্ণালঙ্কার ব্যবহার রহিত করা ; কার্য্যটী তত কষ্টসাধ্য নয়। যদি আমরা একযোগে এই সঙ্কল্প করি যে, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেখানে দশজন স্ত্রীলোক সমবেত হইবেন সেখানে, সধবার লক্ষণ রক্ষার জন্য যাহা একান্ত উপযোগী তাহা ব্যতীত অপর কোন অলঙ্কারেই কেহ সজ্জিত হইতে পারিবেন না, তাহা হইলেই স্ত্রীলোকদিগের এই অলঙ্কার ব্যবহার প্রবৃত্তি ক্রমে অন্তর্হিত হইবে। যদি দশজনের মধ্যেই নিজের অলঙ্কারের আড়ম্বর দেখাইতে না পারিলাম তবে উহার প্রয়োজনই বা কি? এই ভাবিয়া আর কোন ললনাই অলঙ্কারের অভাব বোধ করিবেন না। ইহার সুফলে যে কেবল অবিবাহিতা কন্যাকূলের পিতৃপক্ষের সম্বন্ধ হইতে একটি গুরুভার অপনীত হইবে তাহা নহে, ইহাতে অনেক দরিদ্রপরিবারে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। আজকাল এই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে এরূপ উপায়ক্ষম কয়জন আছেন, যাহারা সর্ব্বপ্রকার নৈমিত্তিক অভাবের নিরাকরণ করিয়া অলঙ্কার দানে নিজ নিজ পরিবারবর্গের

মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম? পাঠকবর্গের মধ্যেও অনেককেই হয়ত স্ত্রীলোকদিগের এই অলঙ্কার লোলুপতা বশতঃ পারিবারিক সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। যেখানে এই অলঙ্কারলোলুপতার ফল এত ভীষণ এবং ইহার প্রতিকার এত সহজ-সাধ্য যেখানে অমরা এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া পারিবারিক শান্তি সংস্থাপনে সচেষ্টা না হই কেন?

আমরা উপরিউক্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রধানতঃ আমার স্বজাতীয় সংস্কারপ্রয়াসী ভ্রাতৃবৃন্দের উদ্দেশেই লিখিত। কায়স্থ-সমাজ বহু-বিস্তৃত, কাজেই একই সময়ে কোন কুপ্রথা সমগ্র সমাজ হইতে দূরীভূত এবং সুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা একান্ত দুরাশা। স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে উপেক্ষা এবং কাল বিলম্বই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কোন সদনুষ্ঠান আরব্ধ হইলে তাহার সুফল যে ক্রমে সমুদয় সমাজে প্রসারিত হইবে এ আশা নিতান্ত সম্বদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের আজ সেই শুভ অবসর সমাগত। ব্রাত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণের সহিত সমীচীন বিবেচিত হইলে, প্রধানতঃ বরপণ নিরাকরণোপলক্ষে লিখিত মৎ প্রদর্শিত সদনুষ্ঠান, তথা মনীষী নেতৃবর্গের উদ্ভাবিত যে কোন সৎসংকল্প গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—অন্ততঃ গৃহিতোপবীত কায়স্থভ্রাতৃগণ আমার এই প্রবন্ধ তাঁহাদের বিবেচনাধীন করুন।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষবর্ম্মা

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

(২)

(১) কুলশাস্ত্র বিশ্বাস যোগ্য কি না?

বঙ্গে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বহু কুলপঞ্জিকা প্রচলিত আছে। আদিশূরের সময় হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থ লিখিত না হইলেও যে গ্রন্থ যে সময়ে তাহাতে তৎকালের সমাজে প্রচলিত বিধানগুলিই লিখিত আছে। সুতরাং সেই ইতিহাস হিসাবে ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্র ত্যাগ করিলেও সমাজের ইতিহাস লিখিতে হইলে কুলশাস্ত্র ছাড়া উপায় নাই।

অবশ্যই নানা লোকের হাতে পড়িয়া কুলশাস্ত্র বিকৃত হইয়াছে, অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছে, অনেক কথা বাদ গিয়াছে, কেহ নিজ সুবিধামত অংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করিয়াছে, কেহ তাহাই দেখাইয়া কুলশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিতেছেন,

কিন্তু তাহা বলিয়া কোন কুলশাস্ত্র গ্রন্থই ফেলিয়া দিবার উপায় নাই।

প্রমাণ স্বরূপ 'গৌড়রাজমালার' কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ইতিহাস খানি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত বলিয়া শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে। লেখক আদিশূরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সন্দেহের প্রমাণস্বরূপ মহেশের 'নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা' হইতে একটি এবং ধ্রুবানন্দমিশ্রের "মহাবংশাবলী" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ক্ষিতিশোতিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরীঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতাগৌড়মণ্ডলে॥
নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা।

আয়িতো বহুরূপাখ্যঃ শিরোগোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশোমকরন্দশ্চ জাহ্বনাখ্যঃ সমাইমে॥
মহাবংশাবলী।

এই দুই শ্লোকেই আদিশূরের নাম নাই। অনেক কুলপঞ্জিকাতেও আদিশূরের নাম থাকিতে রমাপ্রসাদ বাবু এই দুইখানি গ্রন্থের উদাহরণ কেন দিলেন? এ প্রশ্নের একটা মাত্র উত্তর এই যে, এই দুইখানি গ্রন্থ তাহার মতের অনুকূল বলিয়াই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু দুইখানির একখানিতেও আদিশূর ছিল না এ কথা নাই। মহেশের 'নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা' একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ, তিনি উক্ত শ্লোকটি হরিমিশ্রের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন—

কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চবিপ্রাজ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণসমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতিশমেধাতিথিশ্চবীতরাগসুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥

ধ্রুবানন্দের শ্লোকটীর অর্থ—

"(উৎসাহ মুখোর পুত্র) আহিত, (শ্রীকর চট্টের পুত্র) বহুরূপ, (পিঙ্গল ঘোষালের পুত্র) শির, (উৎসাহ পুতিতুণ্ডের পুত্র) গোবর্দ্ধন, (কুলপতি গাঙ্গুলীর পুত্র) শিশো, (মহাদেব বন্দ্যের পুত্র) মকরন্দ ও (শকুনি বন্দ্যের পুত্র) জাহ্লন এই সাতজন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন।"

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ মধ্যে এই সাতজনের নাম পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ বাবু ইহাদিগের মধ্যে আদিশূরকে না

পাইয়া তাহার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন মনে করিয়াই এ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এটি তাঁহার জ্ঞানকৃত অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মহেশ-হরিমিশ্রের প্রথম শ্লোকটি বাদ দিয়া দ্বিতীয় শ্লোকটি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জিকায় তিনি ঐ শ্লোকটি অনাবশ্যক বোধে গ্রহণ করেন নাই। এখন যাঁহারা 'গৌড়রাজমালা' পড়িয়া কুলশাস্ত্রের জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন, তাঁহারা এই ফাঁকিটী সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন—বলিবেন এ হেন কুলশাস্ত্র, যাহার পরস্পরের মিল নাই, তাহা সত্য সত্যই ইতিহাস মধ্যে স্থান পাইবার অযোগ্য। এইরূপ অসম্পূর্ণ প্রমাণকে বিজ্ঞান-সম্মত করিয়া লইয়াই আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইতেছে, এবং লেখকগণ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলির উপর কটাক্ষ করিয়া মনে করিতেছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ পরিত্যক্ত সুতরাং অনাদৃত হইয়া লোপ পাইবে এবং তাঁহার আনুমানিক গ্রন্থই একদিন মূল বলিয়া গৃহীত হইবে। ইহা তাঁহাদের বড়ই ভুল। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিতে যদি সত্যের অপলাপ করা বড়ই অন্যায়।

কুলগ্রন্থ গুলি যে নির্ভুল তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণ অনেক ভুল করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সকলেই একপথ অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন এবং চলিতেছেন। এখনকার বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণ যেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অর্থাৎ ভিত্তিযুক্ত অনুমানের আশ্রয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণও তদ্রূপ প্রাচীন ঘটনাগুলির কোন কোন প্রমাণবলে এবং কোন কোনটি ভিত্তিযুক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। 'গাঁই' সম্বন্ধীয় ইতিহাস অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত না হওয়া সম্ভব।

তাঁহারা জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হইলেন, "আদিশূর রাজা ছিলেন, তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন," দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণগণের গোষ্ঠী এখনও বর্ত্তমান আছে, নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে, বিভিন্নরূপ মর্য্যাদা লইয়া বিচরণ করিতেছে, আপনাদিগকে আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ বংশজাত বলিয়া পরিচয় দিতেছে, অমনি লিখিলেন তদ্বিষয়ক "ইতিহাস"। দেখিলেন অমুক গোত্রজ অমুক গ্রামে বাস করিতেছেন বা অমুক গ্রামে পূর্ব্ববাস বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাহাই তাহাদের "ইতিহাস"। এইরূপেই ক্রমে কুলশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

শুনিলেন, বিক্রমপুরে এক রাজা ছিলেন, তিনি পঞ্চব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তখন বিক্রমপুরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ছিলেন। যাঁহারা

বারেন্দ্রশ্রেণী হইলেন তাঁহারা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ বংশজাত, সুতরাং স্বীয় কুলগ্রন্থে লিখিলেন, আদিশূর তাঁহাদিগকে বিক্রমপুরে আনিয়াছেন। গঙ্গারিবৃক্ষের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির কথাও সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব করিয়া লইলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ জানেন শ্যামল বর্ম্মা যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে তিনি আনয়ন করিয়া ছিলেন। স্বীয় কুলগ্রন্থে তাঁহারা তাহাই লিখিয়াছেন। এই রূপেই ইতিহাস সংগৃহীত হয়। পরবর্ত্তিকালে যদি এই ইতিহাসের কোন কথার খণ্ডন যোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে গ্রন্থখানিকে ফেলিয়া না দিয়া ঐ অংশ সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত সেরূপ প্রমাণ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—কেহ বলেন, আদিশূর গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন; কেহ বলেন, বিক্রমপুরে আনিয়াছিলেন। আমরা এখন প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, আদিশূর গৌড়ে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চককে আনিয়াছিলেন এবং শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চককে বাস করাইয়াছিলেন। অতএব কুলগ্রন্থ মিথ্যা বলিয়া ফেলিয়া না দিয়া এই ভাবেই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। এরূপ না করিলে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব।

নব্য ঐতিহাসিকগণ তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতিকে মূল ভিত্তি করিয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে এবং কুলগ্রন্থ প্রামাণিক নহে বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। কিন্তু তাম্রশাসনই যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' এবং মদনপালের তাম্রশাসনের কত প্রভেদ! যদি 'রামচরিত' বিশ্বাস করেন তবে মদনপালের তাম্রশাসন ফেলিয়া দিতে হয়, আর যদি মদনপালের তাম্রশাসন গ্রহণ করেন তবে 'রামচরিত' ত্যাগ করিতে হয়। নব্য ঐতিহাসিকগণ তাম্রশাসন ত্যাগ করিয়া 'রামচরিত' কাব্যই প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যদি মদনপাল এবং তৎপিতা রামপালের ইতিহাস মদনপালের তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া লিখি, তবে কেহ তাহা 'রামচরিত' কাব্য দ্বারা অপ্রমাণিক প্রমাণ করিয়া ফেলিয়া দিতে পারেন কি? যদি পারেন তবে অন্যান্য তাম্রশাসনকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কি? এ স্থলে ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য কি? তিনি একখানি তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিলেন, পরে তিনিই হউন আর পরবর্ত্তী কেহই হউন, তদপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলে কি করিবেন? পূর্ব্ব ইতিহাসকে ফেলিয়া দিবেন কি? আমার মত সংশোধন করিয়া লওয়াই তাঁহার উচিত। কারণ হয়ত একদিন এমন একটা প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে

যদ্দ্বারা পূর্ব্ব তত্ত্বটাই উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। এখানে একটী উদাহরণ দ্বারা আমার এই মত সমর্থনের চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিয়া থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তিনটী কারণের জন্য বঙ্গদেশীয় কুলগ্রন্থসমূহ ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। যথা—

(১) চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দন দেবের তারিখ যুক্ত মুদ্রা আবিষ্কার।

(২) শামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কার।

(৩) বিজয়সেনের নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার।

প্রথমটী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দনুজমর্দ্দন দেব লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র বা প্রপৌত্র হইতে পারেন না, সুতরাং সেন রাজবংশের সহিত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয়টী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুলগ্রন্থে অঙ্কিত শামল বর্ম্মার বংশপরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং তৃতীয়টী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শূরবংশের সহিত সেনবংশের বিবাহ সম্বন্ধ বিষয়ে কুলগ্রন্থের আখ্যায়িকা অমূলক। ভবিষ্যতে যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা কুলশাস্ত্রের প্রমাণ সমূহ নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহা ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।" ১

(১) দনুজমর্দ্দন দেব লক্ষ্মণসেনের পুত্র বা প্রপৌত্র নিশ্চয়ই নহেন, যদি লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ বা তৎপরে বক্তিয়ারখিলজি বঙ্গজয় করিয়া থাকিলে ১৩৩৯ শকাব্দা বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের দনুজমর্দ্দন (২) তাঁহার প্রপৌত্র হইতে পারে না। 'তারিখ-ই-আলবিরুণী' নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে, যৎকালে দিল্লীশ্বর বলবন, তুঘরিল খাঁকে দমন করিবার জন্য বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে 'দনৌজা রায়' নামে এক হিন্দু নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন।" (৩) ইহা ১২৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। অতএব দেখা যাইতেছে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দনৌজা এবং ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের দনুজমর্দ্দন এক নহে। এবং দনৌজা, দনৌজামাধব বা দনুজমাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকা হেতু লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। আধুনিক কুলগ্রন্থেই এই দুই নামে গোলোযোগ হই

(১) প্রবাসী ১৩২০ আশ্বিন, ৭০৩ পৃষ্ঠা।

(২) প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ ৩৮১ পৃষ্ঠা।

(৩) বিশ্বকোষ সুবর্ণগ্রাম শব্দ।

থাকিবে, এজন্য কুলশাস্ত্র ফেলিয়া না দিয়া সংশোধন করিয়া লওয়াই উচিত। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দনৌজামাধব ব্রাহ্মণদিগের সমীকরণ এবং ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেব বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন সিদ্ধান্ত করিলে, উভয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, এবং প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারে কোন গোলযোগ হয় না, কুলগ্রন্থকেও ত্যাগ করিতে হয় না।

(২) কুলগ্রন্থে লিখিত শামলবর্ম্মার পরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য কুলগ্রন্থের সমস্ত উক্তিই মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ সত্য সত্যই 'শামলবর্ম্মা' নামে এক রাজা ছিলেন। বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায় তাঁহার একখানি তাম্রশাসনের ২য় পৃষ্ঠার নকল পাওয়া যায়। রাখালবাবু বলেন, এই তাম্রশাসনে পিতার পদানুধ্যান করা নাই, অতএব এই তাম্রশাসন জাল এবং জাল করার সময় পর্য্যন্ত পিতার নাম পাওয়া যায় নাই, তাই পদানুধ্যান করা হয় নাই।

১৩১৯ সালের পৌষ মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় আমি লিখিয়াছি "শামল বর্ম্মা নিজভুজবলে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, পিতৃরাজ্য পান নাই, এই জন্যই তাম্রশাসনে পিতার নাম দেন নাই বোধ হয়।' ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন অবলম্বনেই আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। এই তাম্রশাসনে জানা যায়, শামলবর্ম্মার পিতার নাম জাতবর্ম্মা। তিনি রাজা ছিলেন না। শামলবর্ম্মাই প্রথম রাজা। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের অষ্টম শ্লোকে লিখিত আছে—

"গৃহ্নান্ বৈন্যপৃথুশ্রিয়ং পরিনয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
পৌণ্ড্রেষু প্রথয়চ্ছ্রিয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ং।
নিন্দ্যান্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিজ্ঞবান্ যাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং ॥" ৮

অর্থাৎ তিনি (জাতবর্ম্মা) বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে ধারণ করিয়া, কর্ণের (কর্ণ্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া পৌণ্ড্রদেশে শ্রীকে বিস্তার করিয়া, সেই কামরূপ-শ্রীকে পরাভূত করিয়া, 'দিব্য'নামক কৈবর্ত্ত নায়কের শ্রীকে নিন্দা করিয়া,গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।'

নবম শ্লোকে লিখিত আছে—

"বীরশ্রিয়ামজনি শামলবর্ম্মদেবঃ
শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ।

কিন্দর্ন্নয়াম্যাখিল ভূপগুণোপপন্নো
দোষৈ (র্ম্ম) নামপি পদং ন স্তুতং প্রভুর্ম্মে ॥" ৯

অর্থাৎ জগতে প্রথন মঙ্গল নামধারী শ্রীমান্ শামলবর্ম্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অধিক কি বর্ণনা করিব? অখিল নরপালগুণ-বিভূষিত আমার প্রভুতে দোষ সমূহ কিয়ৎ পরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

এই প্রথম নামধারী অর্থ বংশে প্রথম রাজা নামধারী; তাম্রশাসনে কোথাও জাত-বর্ম্মাকে রাজা বলা হয় নাই। শামলবর্ম্মা রাজপুত্র ছিলেন না বলিয়াই পুত্র তাহাকে মাতা রাজকন্যা বীরশ্রীর গর্ভজাত বলিয়া তাঁহার গৌরব বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনেও পিতার পদানুধ্যান করা হয় নাই। কারণ তিনিও পিতৃরাজ্য পান নাই। সুতরাং তাম্রশাসনে পিতার নাম না থাকিলেই যে তাহা জাল বলিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় দুই শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায় ইহার কিয়দংশের অনুলিপি পাইয়াছেন। অনুলিপিটী দেখিবামাত্র বোধহয় যে, ইহা বর্ম্মবংশীয় কোন রাজার খোদিত লিপি হইতে পারে না। লেখক বিশ্বরূপসেন বা লক্ষ্মণ-সেনের তাম্রশাসন হইতে এই অংশ নকল করিয়া লইয়াছেন, কেবল "সেনবংশ-কুল-কমল" স্থলে "বর্ম্মবংশ-কুল-কমল" লিখিয়া দিয়াছেন। নকল প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেশবসেন বা বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এইরূপ বসুমহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সেনবংশীয় রাজা "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজত্রয়াধিপতি" উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ইহা যে কলচুরি রাজগণের উপাধি তাহা কর্ণদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।" (১)

অর্থাৎ রাখাল বাবুর মতে নগেন্দ্র বাবু লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন এবং কলচুরি-রাজ কর্ণদেবের তাম্রশাসন দেখিয়া শামলবর্ম্মার তাম্রশাসন জাল করিয়াছেন।

এই কথার কোন মূল্যই নাই, কারণ কেবল নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের ইতিহাসে যে এই শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি আছে, তাহা নহে, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থেও আছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" কার ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার পাশ্চাত্য বৈদি-

(১) প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ ৪৫৪ পৃষ্ঠা।

নামন্তসার নিবাসী ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ঈশ্বর বৈদিক কৃত কুল-পঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর জাল করা তাম্রশাসন কাশীচন্দ্রের গৃহে যাইবে কিরূপে?

(ক) শামালবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—"ইহ খলু বিক্রমপুর নিবাসি কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তিসমস্তসুপ্রশস্ত্যপেতসততবিরাজমানাশ্ব-পতিগজপতিনরপতিরাজ্যত্রয়াধিপতিবর্ম্মকুল-কমল-প্রকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতি-পন্নকর্ণগাঙ্গেয়শরণাগতবজ্রপঞ্জরপরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌরমহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বরশামলবর্ম্মদেবপাদবিজয়িনঃ"

(খ) কেশবসেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—" ইহখলুজম্বুগ্রামপরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজসূদনশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্ বিজয়-সেনদেবপদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রসস্ত্যপেত অরিরাজসূদনশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনপদানু-ধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজ্যত্রয়াধিপতিসেনকুলকমল-বিকাসভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নদানকর্ণসত্যব্রতগাঙ্গেয়শরণাগতবজ্রপঞ্জরপরমেশ্বর-পরমভট্টারকপরমসৌরমাহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুকশঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন-দেবপাদবিজয়িনঃ।"

(গ) বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—"ইহখলুস্কন্ধগ্রামপরিসর সমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজবৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্ বিজয়সেনদেবপদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজনিঃশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্ বল্লাল-সেনদেবপদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজ্যত্রয়াধিপতিসেন-কুলকমলবিকাসভাস্করসোমবংসপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণসত্যব্রতগাঙ্গেয়শরণাগতবজ্রপঞ্জরপরমে-শ্বরপরমভট্টারকপরমসৌরমহারাজাধিরাজ অরিরাজমদনশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-পদানুধ্যাত অশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজ্যত্রয়াধিপতিসেনকুলকমলবিকাশভাস্করসোম-বংশপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণসত্যব্রতগাঙ্গেয়শরণাগতবজ্রপঞ্জরপরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌর-মহারাজাধিরাজঅরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্ বিশ্বরূপসেনপাদবিজয়িনঃ।"

(ঘ) কর্ণদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—"পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরত্রিকলিঙ্গাধিপতিশ্রীমৎকর্ণদেবোনিজভুজোপার্জিতাশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজ-ত্রয়াধিপতিঃ শ্রীমৎ কর্ণদেবঃ।"

কেশবসেন যাঁহাকে "অরিরাজ সূদন" লিখিয়াছেন, বিশ্বরূপ তাহাকে "অরিরাজ লিখিয়াছেন—কেশবসেন যাহাকে "শঙ্করগৌড়েশ্বর" করিয়াছেন, বল্লালসেন তাহাকে ানসাগর গ্রন্থে "নিশঃঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর" লিখিয়াছেন, বিশ্বরূপ "অরিরাজ নিঃশঙ্কর

গৌড়েশ্বর'' লিখিয়াছেন। বিজয়সেন বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন কেহই আপনাদিগকে স্ব স্ব তাম্রশাসনে ''অরিরাজ'' বা ''অরিরাজ সূদন'' অথবা ''শঙ্কর গৌড়েশ্বর'' বা ''বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর'' ইত্যাদি লিখেন নাই ; কেশব ও বিশ্বরূপ এই উপাধি পাইলেন কোথায়? পাইলেই বা উভয়ে মিল নাই কেন? ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, কোন একখানি তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া এই দুইখানি তাম্রশাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে? কেশবসেনের তাম্রসেনের মাধব কাটিয়া কেশব করা হইয়াছে, তাহাতেও কি সন্দেহ হয় না?

শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসননে "অরিরাজ" এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনে "অরিরাজ-সূদন," "অরিরাজ ঘাতুক" দেখিয়া কি বুঝা যায় না যে, শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া এই তাম্রশাসন লেখা হইয়াছে? শ্যামলবর্ম্মা কেশবসেনের পূর্ব্বের না হইলে তিনিই বা "অরিরাজ ঘাতুক" হইলেন কিরূপে? বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে "অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর'' লিখা হইয়াছে, তাহাও শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের নকল। একই বিজয়সেন কেশবসেনের তাম্রশাসনে "অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর' আবার বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে "অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" হইতে পারেন না। অতএব এই দুই তাম্রশাসনই শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া যে লেখা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। "অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি' প্রভৃতিও শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া লিখিয়াছে। শ্যামলের মাতামহ কর্ণ-গাঙ্গেয় তাঁহার তাম্রশাসনে এই সকল উপাধি লিখিয়াছেন। শ্যামল মাতামহের উপাধি ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের ঐ উপাধি গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন জাল নহে এবং এই শ্যামলবর্ম্মাই ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত জাতবর্ম্মার পুত্র এবং ভোজ-বর্ম্মার পিতা। অতএব এই অনুসারে কুলগ্রন্থের ভুল সারিয়া লইতে কোন বাধা দেখা যায় না।

(৩) বিজয়সেনের নূতন তাম্রশাসনে জানা যায়, "তিনি শূর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে বল্লালসেনের জন্ম হইয়াছিল।" ইহাও কুলগ্রন্থের বিরোধী কথা নহে।

উপরে যতদূর দেখা গেল তাহাতে তাম্রশাসনের উপরে নির্ভর করিয়াও বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস লেখা অসম্ভব, ইহা বেশ বুঝা গেল, সুতরাং যে ইতিহাস তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইতেছে, তাহারই বা মূল্য কত তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। তাম্রশাসন অপেক্ষা রামচরিতের ন্যায় সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থই যদি কেহ

প্রামাণিক হয়, তবে সমসাময়িক কবি বাল্মিকী রচিত রামায়ণ এবং বেদব্যাস কৃত মহাভারতই বা প্রক্ষিপ্ত বাদে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না কেন? কুলগ্রন্থই বা পরিত্যক্ত হইবে কেন?

হাইকোর্টে কোন তাম্রশাসন জাল প্রমাণিত হইয়াছে। ফরিদপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন আজ জাল বলিয়া কথিত হইতেছে, আবার হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন ঐ তাম্রশাসন সত্য বলিয়া প্রমাণিত ও গৃহীত হইবে। কোন জিনিস ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু নষ্ট হইয়া গেলে আর পাইবার উপায় থাকে না। সুতরাং যে কুলশাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া ত্যাগ যোগ্য বিবেচিত হইতেছে, তাহা ত্যাগ না করিয়া রাখাই উচিত এবং ক্রমে যেমন প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। কুলশাস্ত্রের সমস্ত উক্তিই বিশ্বাসের অযোগ্য নহে।

শ্রীবিনোদ বিহারী শর্ম্মরায়।

ব্রহ্মচর্য্য।*

(১)

এ জগতে যে জাতি যত সবল, সুস্থকায়, সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান, সে জাতিই তত দীর্ঘজীবী—সে জাতিই তত উন্নত ও সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন। বাঙ্গালী বধূ কুড়ি না হইতেই বুড়ী হইয়া থাকেন, বাঙ্গালার নরনারী পঞ্চাশ না হইতেই মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলিয়া পড়েন! ইহার কারণ কি? কি পাপে—কোন্ দেবতার অভিশাপে আজ বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা? বাঙ্গালার এ সকল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যুর কারণ কি? তাহা কি আমরা কেহ কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি?—না, আমাদের অনেকের আজও সে চিন্তার অধিকারই হয় নাই। দীর্ঘকাল এরূপ স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে এ জাতির অকাল ধ্বংস অনিবার্য্য। আমরা জন্মিতে হয়, তাই জন্মগ্রহণ করি, বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন, তাই কায়ক্লেশে শাকান্ন সংগ্রহ জন্য ভিক্ষা বা গোলামবৃত্তি অবলম্বনে কিছু অর্থ সংগ্রহে যত্ন করি, আর মরিতে হয়, তাই নানা অত্যাচারে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে মরণের কোলে ঢলিয়া

* হাসাইল বালা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

পড়ি। ইহাই হইল আমাদের বর্ত্তমান সমাজের লোক-ধর্ম্ম। জানি না এ ধর্ম্মের সহিত পশু-ধর্ম্মের পার্থক্য কি? পশুরাও ত জন্মগ্রহণ, খাদ্যসংগ্রহ ও বংশ বৃদ্ধি করিয়াই অবশেষে মরিয়া যায়। ইহাই কি মনুষ্য ধর্ম্ম? তবে আর মানুষে ও পশুতে পার্থক্য রহিল কোথায়?

না, পশু-ধর্ম্ম কখনই মানব-ধর্ম্ম নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে জনন, মরণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনুষ্য ও পশু-ধর্ম্ম একরূপ হইতে পারে না। কেন না, পশুরা সহজাত বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত, আর মানব জ্ঞান—বিবেকদ্বারা পরিচালিত। জ্ঞান ও বিবেকের নিকট সহজাত বুদ্ধি ও সংস্কার দাঁড়াইতে পারে না।

এ বিশ্বে যে জাতি যত অজ্ঞান-অশিক্ষিত, সে জাতিই তত পশুভাবাপন্ন। পর্ব্বতবাসী কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি অশিক্ষিত ও অজ্ঞান বলিয়া বহুল পরিমাণে পশু-প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু বহুদিনের আদিম আর্য্য-জাতি আমরা—আমরা পশুভাবাপন্ন হইব কেন? একদিন শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র-প্রভাবে আমরা যে মনুষ্যত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভে প্রয়াসী হইয়াছিলাম, সেই আর্য্য-সন্তান আমরা আজ পশু-প্রকৃতি হইব কোন্ পাপে—কাহার অভিশাপে? যে দেশ হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জন্মভূমি—সে দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

এ কথার উত্তর অদৃষ্টবাদীর "কপাল" নহে। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল পরিবর্ত্তন—ব্রহ্মচর্য্য এবং নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবই আজ আমাদের এই অবনতির মূল। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাই আজ আমাদিগকে এমন করিয়া উৎশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী, লালসাপরায়ণ ও বিলাসী গড়িয়া তুলিতেছে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আজ আমাদিগকে মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বের দিকে অলক্ষিতে আকর্ষণ করিতেছে। অবশ্য আধুনিক অর্থকরী শিক্ষা এখনকার দিনে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহার সহিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিগুলির শিক্ষার সম্পূর্ণ অবহেলা করাও ত ন্যায় নহে। সে অবহেলার ফলেই আজ আমরা এত বিলাসী—এমন জীর্ণ-শীর্ণ, এত অকাল বৃদ্ধ ও ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছি। উদ্যম লালসা এবং যে স্বেচ্ছাচারিতাই আমাদের অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে।

মানুষকে কঠোর মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া দেবত্বে পঁহুছিতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শ হইবার নিমিত্ত কঠোর উপাসনা করিতে হইয়া থাকে। "ছাত্রানামধ্যয়নং

তপঃ" অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপস্যা। পূর্ব্বে—স্মরণাতীত কালে এ দেশে অতি শৈশবে গুরু-গৃহে উপনীত হইয়া পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরের মহাতপস্যায় এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইত। শিষ্য উপনীত হইলে—অর্থাৎ গুরু-গৃহে উপস্থিত হইয়া পাঠারম্ভ করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। এবং পূর্ণ দ্বাদশবর্ষকাল অথবা যতদিন তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইত ততকাল তাহাকে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচারী ব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন ধারণ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ শুক্র ধারণ করা। ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীরা চির-ব্রহ্মচারী। সাত্ত্বিক আহারে-বিহারে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশে চিত্তবৃত্তিগুলি সুসংযত হইয়া থাকে—লালসাকুল উদ্যম মনোবৃত্তি আপনি নিবৃত্তির অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া শীতল, স্নিগ্ধ ও সুসংযত হয়। তখন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন বা শুক্ররক্ষা আর তেমন কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। এই শুক্ররক্ষা এবং নীতি-শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনায় ধর্ম্ম-জীবন লাভের—মানুষ হইয়া দেবত্বে পঁহুছিবার একমাত্র উপায়। ইহাই স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন লাভের একমাত্র নিদান। এ দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা এ পন্থা অবলম্বন করিয়াই এ বিশ্বে নরদেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

অল্পদিন হইল, ফরিদপুরে একজন মল্ল আসিয়াছিলেন। তিনি ৮০ মণ লৌহ-রোলার স্বীয় বক্ষের উপর দিয়া অনায়াসে পরিচালিত করিতে এবং একটা বৃহৎ আকারের হস্তীকে বক্ষে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা আরব্যোপন্যাসের গল্প নহে। সে দিন ফরিদপুরে শত শত সম্ভ্রান্ত দর্শকের নিকট তিনি ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানই তাঁহার এ অসাধারণ শক্তি লাভের মূল কারণ। বড়ই গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান।

বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা স্বামীপাদ বিবেকানন্দকে আপনারা সকলেই জানেন। এই ব্রহ্মচার্য্যের বলেই তিনি আমেরিকায় এক শ্রেণীর বারস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পরিক্ষিত ও পবিত্রতা রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্যই মানবজীবনের উন্নতির মূল। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, সে যুগের গুরু গৃহের ন্যায় এখন আর বিদ্যালয়ে সেরূপ ধর্ম্ম, নীতি ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার বিধান নাই। তাই আজ আমাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারী ও কদাহারীর এত আধিক্য। তাই আজ আমরা মাতা পিতাকে মানি না, গুরুজনকে গ্রাহ্য করি না, আহারে বিহারে সংযমের ধার ধারি না। তাই আজ আমাদের দেশে অকাল

বৃদ্ধের এত ছড়াছড়ি—অকাল মৃত্যুর এত বাড়াবাড়ি। উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষার অভাবেই আজ আমাদের এ অধঃপতনের একমাত্র কারণ।

এক্ষণ যাঁহারা বয়সে বালক, কিশোর কি যুবক তাঁহারা কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে, আপনাদের চিরদিন এমনি সুখ-স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে। এই সবে মাত্র জীবন প্রভাত। জীবন-মধ্যাহ্নের দারুণ রৌদ্র ভোগের জন্য—জীবন অপরাহ্নের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের নিমিত্ত এখন হইতেই সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে—শিক্ষিত না হইলে—সাবধান ও সংযত না হইলে, আর উপায় নাই। বাল্যের এ সুখ-শান্তিময় জীবন যাহাতে চির শান্তিময়—চির সুখময় হইতে পারে এখন হইতেই সেজন্য প্রাণপন যত্ন করুন। এখন সাবধান না হইয়া একবার কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরিলে আর উপায় নাই। অশিক্ষিত উৎশৃঙ্খল জীবনে পদে পদে বিপদ। এ সংসারে মানুষের মত টিকিয়া থাকিতে হইলে—ভীষণ সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র প্রভাবে নিজকে ভাল করিতে, দেবতা বানাইয়া তুলিতে হইবে। এ বিশ্ব সংসার শুধুই সুখের ফুল শয্যা নহে। বাল্যের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, এ সংসার-সমুদ্রে আজীবন কেবলই "মধুরে বহিবে বায় ভেসে যাব রঙ্গে।" যদি সংসারে টিকিয়া থাকিতে চাহেন, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইতে চাহেন, তবে প্রাণপণ যত্নে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করুন। বিদ্যালয়ের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ও সগৃহে বা নীতিধর্ম্ম আশ্রমাদি বা সাধুসঙ্গে ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভে—পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালনে ধন্য হউন।

বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মচর্য্যার উপরই আমাদের ভাবী বংশধরগণের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও জীবনধারণ শক্তি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সকলের একমাত্র অবলম্বনীয়। ধর্ম্ম-জীবন ও সাহিত্যক জীবনের মধ্য দিয়া কর্ম্ম-জীবন গঠিত করিতে পারিলে মানবজীবন বড় সুখ-শান্তিপ্রদ—বড় মধুময় হয়। আমরা আমাদের ভাবী আশার স্থল নব্য সম্প্রদায়কে সেই সুখ সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্যপূর্ণ মধুময় জীবন-পথে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের ভাবী জীবন-পথ চিনিয়া লইবার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা—তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ সংকল্প ভাল হইলে, চিরমঙ্গলময় জগদীশ্বর অবশ্যই সহায় হইবেন। ওঁ শিব! শিব!!

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মকবিরত্ন

গৌড়-কাহিনী।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সমস্যা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় ছয়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, হরি মহাস্থানগড়ে আসিয়া অবধি যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে দেশনায়ক দিব্যক, রুদ্রক ও ভীমের সহিত নানা-প্রকার পরামর্শ করিতেছেন; এবং ভীমের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বরেন্দ্র-রাজ্য সুরক্ষিত করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ভীম ও হরির কার্য্য-নিপুনতায় ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডল একটা অপূর্ব্ব উত্থাপনার সঞ্চার হইয়াছে। সহস্র সহস্র দৃঢ়কায় যুবকগণ দলে দলে কবৈর্ত্ত নায়কের পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইতেছে, এবং দিনের পর দিন তাহাদের সংখ্যা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনানীগণের তত্ত্বাবধানে তাহারা ক্রমশঃ নানা প্রকার নব নব রণকৌশলে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধিত হইতেছে। স্থানে স্থানে নূতন নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে। সহস্র সহস্র পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী সেনাদল সেই সকল দুর্গে স্থাপিত হইয়া তাহাদের বলবৃদ্ধি করিতেছে। বহু সংখ্যক রণতরী নবনির্ম্মিত ও সহস্র সহস্র নৌযুদ্ধনিপুণ নাবিকগণে সজ্জিত হইয়া করতোয়াবক্ষে শোভা পাইতেছে। রাজধানী মহাস্থানগড়কে অধিকতর সুরক্ষিত ও শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করা হইতেছে। গড়ের তিনক্রোশ দক্ষিণে করতোয়ার সহিত মিলিত করিয়া তথা হইতে দুর্গের তিনক্রোশ উত্তরে গঙ্গানদীর মধ্যগত দামুকদহ বিল পর্য্যন্ত, দুর্গের পশ্চিমে এক ক্রোশ ব্যবধান দিয়া, জমি হইতে মাটি কাটিয়া সুপ্রশস্ত মৃৎপ্রাচীরের ন্যায় অত্যুচ্চ জাঙ্গাল নির্ম্মিত হইতেছে এবং সেই জাঙ্গালের পাদদেশ দিয়া যে স্থান হইতে মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইতেছে, তথায় গভীর পরিখার সৃষ্টি হইতেছে। এই অত্যুচ্চ সুপ্রশস্ত প্রাচীরবৎ জাঙ্গালের ও তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূভাগের নাম 'ডমর'। এই ডমর প্রস্তুতের জন্য সহস্র সহস্র শ্রমজীবী দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে এবং জলের ন্যায় অর্থব্যয় হইতেছে; কারণ—ভীম ও হরি উভয়েই এই ডমর ও তন্নিম্নস্থ সুগভীর পরিখার সাহায্যে মূল দুর্গ মহাস্থানগড়কে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে সহজেই রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

একদিন প্রায় একপ্রহর বেলার সময়, ভীম ও হরি তাড়াতাড়ি স্নানাহার

সমাপন করিয়া "ডমর" পরিদর্শনার্থ অশ্বারোহণে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌষ মাস, বিলক্ষণ শীত পড়িয়াছে। অশ্বারোহীদ্বয়ের গমনপথের পার্শ্বে প্রান্তর-বক্ষে পক্কশীর্ষ হৈমন্তিক ধান্যবৃক্ষগুলি প্রভাত-বায়ু-সংস্পর্শে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। সরলমতি কৃষকগণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রশান্ত চিত্তে নিরুদ্বেগে ধান্য কর্ত্তন করিতেছিল। গোচারণ ভূমি সমূহে বালকগণ গরু চরাইতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া সুমিষ্ট স্বরলহরীতে নীরব প্রান্তর শব্দায়মান করিরা তুলিতেছিল। কিন্তু অশ্বারোহীরদ্বয়ের সে দিকে দৃষ্টিছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা দক্ষিণে বামে, কোনদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন না করিয়া নীরবে দ্রুতবেগে গ্রামের পরগ্রাম, প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে অল্প সময় মধ্যেই তাঁহারা জাঙ্গালের নিকট বর্ত্তি হইলেন। দেখিলেন 'ডমর' নির্ম্মান-কার্য্য নিঃশব্দে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। বহুসংখ্যক কর্ত্তনকারী সহস্র সহস্র কোদালীর সাহায্যে মাটি কাটিয়া স্তূপাকারে সজ্জিত করিতেছে। আর বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে কার্য্যপ্রনালী দেখাইয়া দিতেছে। ভীম ও হরি প্রায় সার্দ্ধদ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ডমর নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং পরিচালক ও কর্ম্মীগণকে যথেষ্ট উৎসাহিত করত তাহাদিগকে বহু আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক দুর্গাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

ভীম ও হরি প্রায়ই এইরূপ বহির্গত হইতেন এবং দুর্গ সুদৃঢ় সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় স্থির করিতেন। ডমর নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া অদ্য তাঁহারা অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে ফিরিতেছিলেন। উপরে অনন্ত আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘের অস্তিত্ব ছিল না। শৈত্যপীড়িত সূর্য্যদেব চতুর্দ্দিকে স্নিগ্ধ কিরণ জাল বর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। পাখিগুলি সহর্ষ কাকলী সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌বধুগণের পানে ছুটিতেছিল। ক্রমে দিবা তৃতীয়প্রহর অতীত হইল। অশ্বারোহীদ্বয় ধীরে ধীরে নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই ব্যক্তির পদধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল। তাঁহারা সেইদিকে মুখ ফিরাইবামাত্র দেখিলেন, মহাপ্রতীহার শিবদত্ত ও চৌরোদ্ধরণিক বিষ্ণুপাল অশ্ব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি তোরণের দিকে আগমন করিতেছেন। তাঁহারাও সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ভীম ও হরি একটু অপেক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে শিবদত্ত ও বিষ্ণুপাল তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। ভীম ও হরি

প্রত্যভিবাদন করিয়া কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা এই অসময়ে তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন?"

মহাপ্রতীহার শিবদত্ত ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "দুর্গাভ্যন্তরে মহারাজের নিকট।

ভীম। "কেন?"

শিব। "বিশেষ গুরুতর গোপনীয় সংবাদ আছে।"

ভীম। "সংবাদ কখন কাহার নিকট আসিল?"

শিব। এইমাত্র চৌরোদ্ধরণিক মহাশয়ের নিকট আসিয়াছে। আপনারা কি এতক্ষণে নগরে ফিরিতেছেন?"

ভীম। হাঁ, ডমরের নানা অংশ দেখিতে দেখিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া গেল। তা, সংবাদটা কি এতই গুরুতর?

শিব। "শুধু একটা সংবাদ নহে। অনেকগুলি সংবাদ আছে। সকলগুলিই অত্যন্ত গুরুতর।"

ভীম। "সকল সংবাদ গুলিই কি একসঙ্গে আসিয়াছে?"

শিব। "হাঁ, সকল সংবাদই ঠিক এক সঙ্গে না হইলেও, প্রায় একসঙ্গে আসিয়াছে। সেই জন্যই ব্যাপার কিছু গুরুতর বলিয়া মনে হইতেছে।"

ভীম। "সংবাদ কোন্ কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে?"

শিব। "প্রথম সংবাদ আসিয়াছে মগধ হইতে; দ্বিতীয় সংবাদ আসিয়াছে বঙ্গ হইতে; তৃতীয় সংবাদ আসিয়াছে রাঢ় হইতে।"

ভীম। "বুঝিলাম। এক্ষণে এক এক করিয়া সংবাদগুলি বলুন। সংবাদ গুলি শুনিবার জন্য চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে।"

শিব। "এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া না বলিয়া, চলুন, দুর্গের ভিতরে চলিতে চলিতে সব কথা বলিতেছি।"

অতঃপর দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলে তোরণপথে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এবং মন্থরগতিতে প্রাসাদাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মহাপ্রতীহার বলিলেন "আমরা বরেন্দ্রী দখল করিবার পর, মগধ ও পীঠিপতি রাজা দেবরক্ষিত গৌড়ীয় পাল সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই অবগত আছেন?"

ভীম। "হাঁ, তাহা জানি। তারপর অঙ্গাধিপ মহনদেব তাঁহার ভাগিনেয় শূরপাল ও রামপালদেবের পক্ষে দেবরক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেব-

রক্ষিতকে সসৈন্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত আছি। অদ্য কি সেই ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদ আসিয়াছে ?"

শিব। "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে।"

"কি সংবাদ আসয়াছে ?" (অতি ব্যস্তভাবে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন)।

শিব। "সংবাদ আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যুদ্ধে দেবরক্ষিত পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছেন।"

ভীম। "কিরূপভাবে সন্ধি হইয়াছে ?"

শিব। "দেবরক্ষিতের সহিত মহনদেবের কন্যা শঙ্করদেবীর বিবাহ হইয়াছে, এবং তিনি মগধ ও পিঠিরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন। তিনি এখন হইতে পালরাজগণের মিত্ররূপে গণ্য হইলেন।"

ভীম একটু চিন্তান্বিত হইলেন। তারপর বলিলেন "আপনার দ্বিতীয় সংবাদ কি?"

শিব। "বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা শূরপাল ও রামপালদেবের মাতৃষসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন। আমরা বরেন্দ্রী অধিকার করায় তিনিও ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং বারেন্দ্রী আক্রমণের জন্য বল সংগ্রহ ও সমবেত করিতেছেন।"

ভীমের মুখমণ্ডল অধিকতর ম্লান হইল। তিনি চিন্তিতভাবে বলিলেন "আচ্ছা, তারপর রাঢ়ের সংবাদ কি ?"

শিব। "রাঢ়ের অন্যতম মহাসামন্ত বিজয়রাজ বহুসংখ্যক সৈন্যদল সজ্জিত ও দলবদ্ধ করিতেছেন।"

ভীম। "কেন এবং কাহার বিরুদ্ধে সৈন্য সজ্জিত করিতেছেন, তাহাকি জানিতে পারিয়াছেন ?"

শিব। তাহা পরিষ্কার জানিতে পারা যায় নাই। তবে বারেন্দ্রী আক্রমণই যে তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। অঙ্গাধিপের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ ও সুরথসেনের পুত্র কেদারেশ্বর তাহার রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।"

মহাপ্রতীহারের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহারা রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষে আসিয়া উপস্থির হইলেন। তখন ভীম আর কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেশনায়ক দিব্যক ও দিব্য রুদ্রককে অন্দর মহলে ও মহামন্ত্রী শঙ্কর নন্দীকে তাঁহার আবাসস্থলে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যেই সকলে আসিয়া মন্ত্রণাগারে সমবেত

হইলেন। মহাপ্রতীহার শিবদত্ত পূর্ব্ববর্ণিত সংবাদগুলি একে একে নিবেদন করিলেন। সংবাদগুলি শ্রবণে সকলেরই বদনমণ্ডল অপ্রসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, কিয়ৎকাল সকলেই নির্ব্বাক ও চিন্তান্বিত ভাবে অবনত বদনে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে ভীম বরেন্দ্রাধিপ দিব্যককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন —"তাতঃ, আমার বিবেচনায় এক্ষণে বিষণ্ণচিত্তে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। গুপ্তচর যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে, বিজয়রাজের সেনাগঠন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার পক্ষের নৌবাহিনী সংগ্রহ করা শীঘ্র সম্ভব হইবে না। নৌবাহিনী ব্যতীত ভাগীরথী পার হইয়া বরেন্দ্রী আক্রমণ করা অসম্ভব। সুতরাং আমার মনে হয়, অবিলম্বে আমাদিকে করাতোয়াস্থ বিশাল নৌবাহিনী অগ্রবর্ত্তী করিয়া বঙ্গরাজকে প্রবলবেগে আক্রমণ করাই সমীচীন। বিজয়রাজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা বঙ্গরাজকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও বশীভূত করিতে পারি, তবে বিজয়রাজকে ভাগীরথীকূলে সহজেই আমরা নিবারণ করিতে পারিব। বিলম্ব করিলে রাঢ়-বঙ্গ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভবনা।"

দিব্য। "বৎস! তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সর্ব্বদা যুক্তি সঙ্গত। আমার মতেও সর্ব্বাগ্রে আমাদের পক্ষে বঙ্গ আক্রমণ করা উচিত।"

ভীম। "ভাগীরথীবক্ষে দশসহস্র ও করতোয়াবক্ষে পঞ্চদশ সহস্র বারেন্দ্র নৌসেনা আছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের শিবিরে ও দুর্গসমূহে ষষ্ঠ সহস্র পকাতিক, বিংশ সহস্র অশ্বারোহী এবং সহস্র গজসৈন্য আছে। আমার মতে, ভাগীরথীর দশ সহস্র নৌসেনা, এবং বিংশ সহস্র পদাতিক এবং সমগ্র অশ্বারোহী ও গজ সৈন্য পশ্চিম সীমান্ত রক্ষণার্থ রাখিয়া, অবশিষ্ট নৌবল ও পদাতিক লইয়া বঙ্গ আক্রমণ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ জলাভূমি ও নদনদীপূর্ণ। সুতরাং তথায় অশ্বারোহী ও গজসৈন্য লইয়া যাওয়া বৃথা।"

দিব্য। "আমি স্বয়ং নৌসৈন্য ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অবিলম্বে বঙ্গপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে অভিলাষী। পুরী ও কোষ্ঠ সুদৃঢ় ও রক্ষা করিবার এবং আবশ্যকীয় সেনা ও অর্থসংগ্রহের ভার ভীমের প্রতি ন্যস্ত করা যাইতে পারে। পশ্চিম সীমান্তে যাহাতে অতর্কিত আক্রমণ না হইতে পারে, এবং আক্রমণ হইলেও যাহাতে তাহা প্রতিহত হইতে পারে, তাহা দেখিবার এবং অবস্থামত ব্যবস্থা ও কার্য্য করিবার ভার হরি ও রুদ্রকের প্রতি অর্পণ করা শ্রেয়ঃ মনে করি। এ সম্বন্ধে মহামন্ত্রীর মত কি ?

মহামন্ত্রী শঙ্করনন্দী এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন "মহারাজ, ভীম বয়সে যুবক হইলেও সে প্রবীণের ন্যায় কথা বলিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আপনি যে পরামর্শ স্থির করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। বঙ্গ ঐরূপ করা ব্যতীত উপায়ান্তর কিংবা উৎকৃষ্টতর পন্থা দেখিতেছি না। বঙ্গপতিকে সর্ব্বাগ্রে পরাস্ত করিতে পারিলে সর্ব্বদিক রক্ষা হইবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বঙ্গ আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইলে চারিদিকেই বিপদের সম্ভাবনা, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু আর ক্ষণেকও বিলম্বের অবসর নাই। কারণ বিলম্ব হইলে, রাঢ়, অঙ্গ ও মগধের সামন্তগণ কুমার রামপাল ও শূরপালের অধিনে সম্মিলিত হইয়া বলবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে। রাঢ়দেশ সহসা আক্রমণ করাও বিপদ্‌জনক। কারণ পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ কেবল রাঢ় জয় করিলেই শেষ হইবে না। অঙ্গ ও মগধ পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিলে তবে পশ্চিম সীমান্ত কতক পরিমাণে নিরুপদ্রব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের অর্থবল ও সৈন্যবল এখনও এরূপ অধিক হয় নাই যে তৎসাহায্যে রাঢ়, অঙ্গ ও মগধ পর্য্যন্ত জয় করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, কেবলমাত্র বঙ্গপতিকে পরাস্ত করিতে পারিলেই পূর্ব্ব সীমান্ত সম্বন্ধে আমরা নিরুদ্বেগ হইতে পারি।

কামরূপরাজ পালনরপতিগণের চিরশত্রু সুতরাং তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পালবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবেন না। অতএব উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে কামরূপের সহিত মৈত্রীভাব, পূর্ব্ব সীমান্তে বঙ্গদেশ আক্রমণ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করাই আমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য। কিন্তু বঙ্গদেশ অত্যন্ত দুরাক্রম্য ও বঙ্গপতি স্বয়ং বিশেষ রণদক্ষ, এইজন্য বঙ্গ আক্রমণে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। স্বয়ং মহারাজ এইরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্য সম্পাদনের ভার স্বহস্তে না লইয়া অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করিলে আমার মতে ভাল হইত। কারণ মহারাজের জীবন ও বঙ্গজয়ের উপরই আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।"

মহামন্ত্রী নীরব হইলেন। কিন্তু বরেন্দ্রাধিকারি দিব্যক স্বয়ং বঙ্গাভিযানের ভার লওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। শূরবর দিব্যক একবার যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। মহামন্ত্রী জানিতেন যে, এরূপস্থলে তাঁহার প্রতিকূল চেষ্টা বৃথা। অগত্যা সমবেত মিলিয়া, কোন পথে কিরূপভাবে বঙ্গ আক্রমণ সুবিধাজনক—কোথায় নৌসৈন্য ও পদাতিক সৈন্য সম্মিলিত হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন। তারপর মহারাজের

অনুপস্থিতিকালে কোন্ কোন্ কার্য্য কিরূপ ভাবে কাহাদ্বারা নিষ্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে মহারাজ কোন দিবস যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইবেন। তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহারাজ স্বয়ং নৌবল লইয়া করতোয়া বাহিয়া যাত্রা করিবেন এবং বলাধ্যক্ষ রত্নবর্ম্মা পদাতিক সেনা লইয়া স্থলপথে রওনা হইবেন। আরও স্থির হইল যে, আগামী মাঘীপূর্ণিমা-অন্তে রুদ্রক ও হরি বিংশ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে বরেন্দ্রী-নৌবাটকসহ মিলিত হইয়া পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। ভীম ও মহামন্ত্রীর উপর অর্থ ও নূতন বল সংগ্রহ এবং পুরী ও কোষ্ঠ সুদৃঢ় করিবার ভার অর্পিত হইল।

এইরূপে মন্ত্রণা শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হইল। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। অন্ধকার বিশ্বগ্রাসের নিমিত্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পাখীগুলি কাকলীধ্বনিতে জগৎ মুখরিত করিয়া নিজ নিজ নীড়াভিমুখে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া চলিয়াছে। দিব্যক, রুদ্রক, ভীম, হরি, মহামন্ত্রী, মহাপ্রতীহার ও গৌরোদ্ধরণিক—সকলে একে একে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিজ নিজ আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

মহাপথে গমন।

(জন্ম ১২৫৩—মৃত্যু ১৩২৪, বয়স ৭১ বৎসর)

যখন কোন দেশে কোন স্বনামবিখ্যাত মহাজনের তিরোধান হয়, তখন তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে প্রায়শই অনেকস্থলে আরও দুই একজন মহাত্মার এই মরলোকে দেহ রক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আমরা ১৩১৮ সনের মাঘমাসে মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১২৯৮ সনের শ্রাবণে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১২৯৩ সনে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২৮০ সনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পশ্চাতে দীনবন্ধু মিত্রের লোকান্তরে গমন দেখিতে পাই। লোকপ্রসিদ্ধ সারদাচরণ মিত্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একমাস উত্তীর্ণ না হইতেই

তাঁহার প্রথম জীবনের সাহিত্য-সুহৃদ্ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। গত ১৯শে ভাদ্রের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর কলঙ্কিত চন্দ্র অস্তগমনের পর যখন মঙ্গলের মহারজনী দেবযান ও পিতৃযানপথের রত্নবর্ত্তিকাসমূহে অনন্তাকাশ সমুজ্জ্বল করিয়া উঠিল, তখন সারদাচরণ মহাপ্রয়াণ করিলেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহার সাহিত্যজীবনের প্রথম সুহৃদ্ সারদাচরণের তিরোধান-তিথির অপেক্ষায় থাকিয়া ও মঙ্গলের মহানিশাযোগে সেই পিতৃযানপথের রত্নদেউটী-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভায় সেই সুহৃদ্ সন্দর্শন করিয়াই যেন আর চতুর্থীর অপেক্ষা না করিয়া ১৬ই আশ্বিনের তৃতীয়া তিথিতেই কদমতলায় তনু রাখিয়া তাঁহার সহিত সম্মেলনার্থ মহাপথে গমন করিলেন। দ্বাপরে সেই গোকুলচন্দ্র যেমন পাচনবাড়ি লইয়া—গোপবালকগণকে কদমতলায় সুঠাম বঙ্কিমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ছিদাম সুবল প্রভৃতিকে অনুশাসন করিতেন তাহাদের রাখালবৃত্তির মধ্যেও ধর্ম্মোপদেশ দানে সদ্রূপে শিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই কদমতলা পরিত্যাগ করায় যেমন গোকুল অন্ধকার হইয়াছিল, রাখালগণ কাঁদিয়া ছিল—গোপবধূগণ ধূলায় গড়াগড়ি খাইয়াছিল, বঙ্গভায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের তিরোধানেও সেই প্রকার বঙ্গদেশ অন্ধকার হইল। চুঁচুড়ার কদমতলায় থাকিয়াই ঋষিকল্প অক্ষয়চন্দ্র—ষড়্‌বিংশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যধারী অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমভাবে বিভোর নব্যবঙ্গের সাহিত্যিক রাখালগণের প্রতি লেখনীরূপ পাচনবাড়ি দ্বারা অনুশাসন করিতেন, উপদেশ দিতেন, সৎসাহিত্যের দিকে টানিয়া লইতে সদা যত্ন করিতেন। আজ তাঁহার তিরোধানে কদমতলা শূন্য হইল, চুঁচুড়া অন্ধকার হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য-জগৎ হইতে ধ্রুবনক্ষত্র অস্তমিত হইল, সৎসাহিত্য একেবারে রক্ষকহীন হইয়া পড়িল। তাই খেদে সেদিন বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন:—

"এইবার বঙ্কিম-সৌরমণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্কপাত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে উজ্জ্বল ভাস্কর অস্তমিত হইল। বঙ্গের প্রবীণ সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনস্বী সাহিত্য-ধুরন্ধর অক্ষয়চন্দ্র,—বঙ্গের সনাতনভাবের একনিষ্ঠ সাধক অক্ষয়চন্দ্র, মনুষ্য-বিরল বঙ্গদেশের মনুষ্য অক্ষয়চন্দ্র নিয়তির বিধানে আজ মহাকালের করাল-কবলে কবলিত। * * বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপে বঙ্গের প্রায় সব সাহিত্য-শার্দ্দুলই ক্রমশঃ দেহরক্ষা করিয়াছেন; শেষ এক অক্ষচয়চন্দ্রই অবশিষ্ট থাকিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রকে সাহিত্যিক ফেরুপালের উপদ্রব হইতে রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সাহিত্যিক-শার্দ্দুলের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র রক্ষকহীন হইয়া পড়িল। সাহিত্যিক ফেরুপাল এইবার বাণীর পুণ্য ক্ষেত্রকে শ্মশানে পরিণত করিবে। তাঁহার পরলোকগমনে, কেবল এই চিরাশ্রু

চক্ষের জলে অন্ধকার দেখিতেছি, বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হইতেছে, হাত কাঁপিয়া কলম বন্ধ করিতেছে।"

শুধু যে বঙ্গবাসীর সম্পাদকই এইরূপে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা নহে। অক্ষয়-চন্দ্রের অভাবে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্তপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও শোক করিয়া লিখিতেছেন—"আমাদের সাহিত্য-জীবনের একটা বড় অবলম্বন, বড় সহায় চলিয়া গেল। কোন কিছু লিখিলে, কোন কিছু বলিলে যাঁহার মুখের স্তুতি নিন্দা শুনিবার জন্য আমরা আশাপথে চাহিয়া থাকিতাম, যিনি পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মতন শাসন করিয়া, পড়াইয়া—লেখাইয়া—বুঝাইয়া আমাদিগকে বাঙ্গালাসাহিত্যে অনুরাগী করিয়াছিলেন—সখা, মিত্র, দাদা, গুরু, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমাদের সাহিত্য জীবনের এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ইন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে তিনিই আমাদের পরামর্শদাতা, ভাল মন্দের বিচারক ছিলেন। তাঁহাকে দাদা বলিতাম, জ্যেষ্ঠের যোগ্য সম্মান দিতাম পরন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ পুত্রাধিক প্রবল ছিল। অক্ষয় দাদার মৃত্যু সমাচার শুনিয়া সত্যই আমরা দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।"

এই প্রকার সর্ব্বত্রই সাহিত্যিক সমাজে অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে মহাশোক উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার এই আকস্মিক লোকান্তরগমনে আমরাও অনুরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছি। কেন তাঁহার জন্য সমাজসেবক আমরা দুঃখিত, তাহাও পরে বলিতেছি, এখন তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ-বিবরণ বিবৃত করিব।

বংশ-পরিচয়।

দক্ষিণরাঢ়া সমাজে চুঁচুড়ার দেববংশ অপ্রসিদ্ধ মৌলিক নহে। বিশেষতঃ এই 'দেব-সরকার' বংশের পতিব্রতানারীর সতীত্বের বিমল জ্যোতিতে শুধু দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ নহে, সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। এই বংশের যিনি কদমতলায় আসিয়া প্রথম বাস গ্রহণ করেন, তিনি অক্ষয়চন্দ্র হইতে প্রায় আট পুরুষ পূর্ব্বে ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের মধ্যে কার্য্য করায় 'সরকার' (Clerk) হওয়ায় বংশের 'সরকার' আখ্যা হয়। এই বংশে পুণ্যাত্মা মদনমোহন সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রামবল্লভ সরকার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ-মিশনারী-বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তথায় শিক্ষক নিযুক্ত হন, এজন্য তাঁহার 'রামবল্লভ মাষ্টার' খ্যাতি হইয়াছিল। সন ১২৩০ সালে গঙ্গাচরণ নামে তাঁহার একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই নবজাত শিশুর দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তৎপিতা

রামবল্লভ অকালে তনুত্যাগ করেন। তাঁহারই পুণ্যশীলা পত্নী শিশু পুত্রকে শাশুড়ীর করে সমর্পণ করিয়া কাঁকশিয়ালীর বটবৃক্ষতলে স্বীয়পতির শ্মশানে সহমৃতা হন। এই সহমরণ বিবরণ অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার পিতার রচিত একটি পদ্য ১২৯১ সনের ১ম বৈশাখের 'সাধারণী'তে উদ্ধৃত করিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন। ফলতঃ এই দুর্ঘটনায় ৬০ বৎসর বয়সে পাঁচ বৎসরের শিশু-পৌত্র গঙ্গাচরণকে রাখিয়া রাম মদনমোহন পরলোকবাসী হইলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় শিশুকালে পিতা ও পিতামহ হারাইলেও তাঁহার শিক্ষার কোন অনিষ্ট হয় নাই। তিনিও সুশিক্ষিত হইয়া প্রথমে সরকারী আদালতে ও শিক্ষা-বিভাগে শেষে ওকালতি তথা হইতে মুন্সেফী এবং সর্ব্বশেষে সদরওয়ালার কার্য্য করেন। গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় এই ভাবে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুকবি হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তক কবি কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র ভাবাবলম্বনে লিখিত, এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সরকার হইতে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি যে প্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদীয় দায়া অক্ষয়চন্দ্রেও তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

জন্ম ও ছাত্রজীবন।

সন ১২৫৩ সালের ২৭ শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ানগরীতে অক্ষয়চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় তাঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার কৃষ্ণনগরে ওকালতি করিতেছিলেন। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্রের অন্নপ্রাসন হইয়া গেলে তাহাকে উলায় আনা হয়। শিশু অক্ষয়চন্দ্র বড় হইয়া উলায়ই পড়া শুনা করেন এবং দশবৎসর বয়সে ১২৬৩ সালে পুনরায় চুঁচুড়ায় ফিরেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অধ্যয়নেও অবহেলা করেন নাই; একদিকে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যে সুভাব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন, অন্যদিকে ছাত্র জীবনের স্থির লক্ষ্য ভেদ করিতেও তাঁহার যত্ন তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেশ মেধাবী ছিলেন এবং মুখস্থ করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি "শব্দ-সাগর" নামে একখানি বাঙ্গলা অভিধান রচনা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ পরীক্ষায় তিনি কবি মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে পরাভূত করেন। সন ১২৭৫ সনে তিনি বি-এ এবং বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে গঙ্গাচরণ বাবু বহরমপুরে সদরওয়ালার

কার্য্য করিতেছিলেন, প্রথম ওকালতি করিবার অভিপ্রায়ে অক্ষয়চন্দ্র তথায় গমন করেন। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাসায় গিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। তৎকালে তিনি বয়সে কিছু অল্প হইলেও বাঙ্গলার অগ্রগণ্য সাহিত্যিক মণ্ডলীর সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন।

সাহিত্য-জীবন।

ব্যবহার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সহিত তথায় বন্ধুত্ব সূত্রে সম্মিলিত হন। কিন্তু, বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরবস্থায় তিনি এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অবিলম্বে ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ার কদমতলায় বসিয়া সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কেনোপনিষদে আছে, 'বিদ্যয়াবিন্দতেঽমৃতম্' বস্তুতঃ তিনি মাতৃভাষারূপ বিদ্যাদেবীর সাধনার দ্বারাই অমৃত অর্থাৎ অমর হইয়া গিয়াছেন। যিনি বাক্য, মন ও চক্ষুদ্বারা ভাষা-জননীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনিই সমৃদ্ধ হয়েন—সেই সমৃদ্ধি অক্ষয়চন্দ্রই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময় 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ দিতে থাকেন। তাহাতে দেশশুদ্ধ লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে "গ্রাবু" চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়া 'সাধারণী' নামে এক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় সরকারের সাহায্যার্থ সরকারের অনুরোধে কিছুদিন তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটিও করেন। তৎকালে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের সহিত একযোগে 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ'' প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই সময় "গোচারণের মাঠ"নামকএক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করেন। যুক্তাক্ষর না থাকায় শিশুদিগের জন্য এক সময় ঐপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর 'সাধারণী' বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর 'নবজীবন' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকের প্রতিষ্ঠা করেন। "নবজীবনে" বস্তুতই ভাষা-জননী নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় 'নবজীবন' অতি উচ্চ অঙ্গের মাসিক হইলেও তাহা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। তাই প্রবীণ বয়সে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও 'সনাতনী' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পুস্তক তাঁহার চিন্তাশীলতার গভীর পরিচায়ক।

ইহার পূর্ব্বে 'আলোচনা' এবং পরে বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তকে 'পিতা-পুত্র' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" নামক পুস্তকে 'চন্দ্রালোকে' নামক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর তিনি কবি হেমচন্দ্রের কবিতা অবলম্বনে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি আজীবন সাহিত্যের সমালোচনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক সমাজে ইঁহার অনেক শিষ্য। তন্মধ্যে বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং তাহার সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। তিনি বাল্যকালে ঈশ্বরগুপ্ত, টেক্‌চাঁদ ঠাকুর (প্যারীচরণ মিত্র), অক্ষয়চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের রচনাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া, বাগ্মিতায় প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্য-সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বি-এর বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষক নির্ব্বাচন করেন। লর্ডলিটনের সময় তিনি ভারত-সরকার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর দরবারে গমন করেন। অতঃপর তিনি ১৩১৮সালে চুঁচড়ার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং পরবৎসর উহার ষষ্ঠ অধিবেশনে চট্টগ্রামে সভাপতিপদ গ্রহণ করেন। তিনি চারিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহঃসভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন।

সামাজিক জীবন।

অক্ষয়চন্দ্রচন্দ্র আজীবন সাহিত্যেরই চিন্তা করিতেন, সমাজের বিষয় একবারও মনে করিতেন না অনেকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন অক্ষয়চন্দ্রের প্রিয় পুত্র শ্রীমান অজরচন্দ্রের সহিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মধ্যমকন্যার বিবাহ দেন,তখন অনেকেই বলিয়াছিলেন—অক্ষয়চন্দ্র সামাজিক ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। নতুবা তাঁহার মত কৃতবিদ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ না করিয়া উপবীতীর কন্যা পুত্রবধূ করিয়া গৃহে লইলেন কেন? বস্তুতঃ তিনি যে সমাজকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে, বহুবিধ পারিপার্শ্বিক কারণসহ পল্লিগ্রামে বাস নিবন্ধনই, তিনি কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়াও এবং তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও নিজে বা বংশের কাহাকেও বৈদিক সাবিত্রী দীক্ষায় অনুবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। অক্ষয়চন্দ্র যে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিতেন,

অনেক পূর্ব্বে তিনি একথা তাঁহার লিখিত "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"আমার জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে (১২৫৩ সালে আমার জন্ম হয়।) ১২৫১ সালে মহাত্মা রাজনারায়ন মিত্র 'কায়স্থ-কৌস্তভে'র প্রথম দ্বিতীয় সংখ্যা প্রচারিত করেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পরে ১২৫৫ সালে তৃতীয় সংখ্যার 'কায়স্থ-কৌস্তভ' প্রকাশিত হয়। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। * * * কায়স্থ-ক্ষত্রিয় এই কথাটা মাতৃদুগ্ধের সহিত আমার উদরস্থ হইয়াছে। তখন এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, আন্দুলের রাজারা, এই বিষয়ে নাকি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বিল্ব-পুষ্করিণীর পীতাম্বর তর্কভূষণ, শোভাবাজারের সভাপণ্ডিত ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কোন্নগরের তারাচাঁদ তর্কবাগীশ, সোণামুখীর বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি, সংস্কৃত কলেজের জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। * * * কায়স্থ-ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য হইয়াছে, যাগ-যজ্ঞাদি করিলে সেই ব্রাত্যত্ব খণ্ডিত হইতে পারে। * * এখনকার কায়স্থ-সভায় আমি কয়দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইতেছে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কথাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। আমি বুঝিতে পারিনা যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর অন্তর একথাটা এরূপ করিয়া আলোড়ন করায় ফল কি? যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর, যদি জাতি বলিয়া কোন পদার্থ আছে মানিতে পার তবে একথার আন্দোলনের অর্থ আছে, নতুবা "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

সামাজিক বিষয়ে তিনি বুঝিতেন বৃথা আন্দোলনে কায নাই, যদি জাতি মান তবে ক্ষত্রিয়োচিত অনুষ্ঠান কর। তাঁহার এই উপরি উদ্ধৃত কথার দ্বারাই তাঁহার সামাজিকজীবনের মর্ম্মকথা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অক্ষয়চন্দ্রের জীবন-প্রদীপ একাত্তর বৎসরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তিনি যে ব্যাধির তাড়নায় মহাপথে গমন করিয়াছেন, তাহা সামান্য বলিলেও হয়। প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য জ্বর বোধ হয়। প্রথম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য হয়, কিন্তু হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে থাকে, তখন এ্যালোপাথি ডাক্তার চিকিৎসা করিতে থাকেন। এবং সেই অবস্থায়েই গত ১৬ই আশ্বিন তারিখে রাত্রি ৩ টার পর মরতনু পরিত্যাগ করেন। অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী প্রায় ২৬ বৎসর হয়

গতাষু হন। মৃত্যুকালে অজর ও অচ্যুত নামে দুই কৃতিপুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। অজর বাবু ইতি মধ্যেই সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমরা আশাকরি তিনি তাঁহার উপযুক্ত পিতৃপিতামহের পদানুধ্যান করিয়া সাহিত্য-সমাজে যশো ভাজন হইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

শারদীয় প্রভাত।

হের স্নিগ্ধ তপন, আলোকে উজলি,
উদিছে পূর্ব্ব গগনে ;
ওই ফুল্ল নলিনী, সোহাগে মাতিয়া,
নাচিছে মন্দ পবনে।
দেখ উচ্চ বিটপী, শির নোয়াইয়া,
নমিছে রক্ত তপনে ;
যেন পুণ্য আশীষ, সোনার মুকুট,
লভিছে সাশ্রু নয়নে।
হের রম্য কমলে, বিকচ গোলাপ,
উঠিছে পুলকে নাচিয়া ;
ওই লুব্ধ ভ্রমরা স্নিগ্ধ পরাগে,
যেতেছে হর্ষে চুমিয়া।
দেখ মত্ত তটিন, কুলু কুলু রবে,
ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়া ?
ওই পুণ্য ভারত, সুযশঃ কাহিনী'
চলেছে হর্ষে গাহিয়া।
হের মুগ্ধ বিহগ, সুতান কাকলি,
গাহিছে উচ্চ হরষে ;
ওই সুপ্ত জগৎ, উঠিছে জাগিয়া,
শুভ্র আলোক পরশে।
আজি স্বচ্ছ শীতল, আলোক ঢালিয়া,
জাগিলে যেমতি ভুবনে ;
মম অন্ধ হৃদয়, তেমতি হে দেব,
জাগিও পুণ্য কিরণে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাধব-নিদান ঃ—

মহামহোপাধ্যায় মাধবকর রোগ নির্ণয়ার্থ যে সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় চিকিৎসক সমাজে সেই অত্যুত্তম মহাগ্রন্থের নাম "মাধব-নিদান"। আর গত শ্রাবণের 'ব্রাহ্মণ-সমাজে' শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল নামধেয় জনৈক ব্যক্তি 'জাতীয় উত্থান' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া, বঙ্গীয় কতিপয় জাতির স্ব স্ব বর্ণ নির্দ্দেশক আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া উহার পরিণাম যে অকল্যাণকর এরূপ নিদান করিয়াছেন। তিনি এই নিদান লিখিতে মুখ্যতোভাবে ক্ষত্রিয়োচিত কৃতসংস্কারক-দিগের প্রতিই বেশী মাত্রায় আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি 'নির্ব্বোধ' উৎশৃঙ্খল' 'ধৃষ্ট' 'পাগল' প্রভৃতি সুমিষ্ট বিশেষণ আন্দোলনকারীগণের পুরোভাগে সন্নিবেশিত করিয়া আত্ম-প্রাসাদ লাভ করিয়াছেন। কায়স্থ যে শূদ্র, কুলকারিকার বচন তুলিয়া, বিদ্বজ্জনের হাস্য উপেক্ষা করিয়া তাহার অপূর্ব্ব অনুবাদ উপস্থিত করিয়া-ছেন। আরও বলিয়াছেন "ইহজন্মের সুকৃতির ফলে পর জন্মে উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যদত্ত উপাধির ন্যায় উৎকৃষ্ট-বর্ণলাভ হিন্দু সমাজে হইতে পারে না।" বর্ণ কাহাকে বলে, ইহা তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন, ইহকালে বর্ণান্তর ঘটে কি না ? বিশ্বামিত্র, মুদ্‌গল, শুনক, রথিতর, অগ্নিবেশ ইহাদের ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ দেহ (বর্ণ) হইয়াছিল। আবার পৃষধ্র, সুদাস, ত্রিশঙ্কুর ইহজন্মে শৌদ্র, রাক্ষসী ও চাণ্ডালদেহ হইয়াছিল, শাস্ত্র পরিলেই তাহা পাওয়া যায়। তিনি একত্র লিখিয়াছেন—"যাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ মৃতাশৌচ একমাস পালনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া পিতৃপিণ্ড দান করিতেন, তাঁহাদিগের ত্রয়োদশ দিবসে প্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা যে কি উপকার হয় তাহা বুঝিতে পারি না।" এই টুকু বুঝিবার জন্য আমাদের বক্তব্য এই যে, মাধব যখন শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ. তখন একবার নাচিকেতোব্রত গ্রহণ করিয়া পিতৃপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। অন্যত্র লিখিয়াছেন—"ব্রাত্যতাদোষ ব্যক্তিগত, পুরুষণানুক্রমিক হইতে পারে না।" হইতে পারে কি না পারে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের মহাভারতের সামাজিক অবস্থার কোন পণ্ডিতের নিকট কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া চিত্তের সংশয়ের সমাধান করিয়া লইবেন, যেহেতু তিনিত মহাভারতের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন—"ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন রাজবংশী ও কায়স্থের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান আরম্ভ হইলে, ইহারা যে সমাজের কোন্ অঙ্গ অধিকার করিবেন, তাহা

এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।" এই সমস্যা সমাধান করিতে না পারিয়াই নাকি এই মাধব তাহার এই 'নিদান' সঙ্কলন শেষ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি কিন্তু একটু ভুল করিয়াছেন, ভারত সরকার প্রতি দশবৎসর অন্তর জন-সংখ্যা সম্বলিত যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন, ঐ বিবরণ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গের বৈদ্য, যুগী ও নমঃশূদ্রগণ 'ব্রাহ্মণ জাতি' বলিয়া দাবী করিতেছেন। যুগিদিগের মধ্যে অনেকে ভট্টাচার্য্যাদি ব্রাহ্মণোচিত উপাধি এবং তদনুরূপ ক্রিয়াদিরও অনুষ্ঠান করিতেছেন। অতএব এই নবতর যুগী আখ্য ব্রাহ্মণের সহিত তথাকথিত সন্ন্যালসম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণের আদান প্রদানের ফল যাহা পাওা যাইবে, জ্যামিতির তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ক্ষত্রিয়ত্বকামী রাজবংশী ও কায়স্থের আদান প্রদান ফলও তাহাই পাইবেন। এবং তাহার নিদান সঙ্কলনও শেষ হইবে সুতরাং এজন্য চিত্ত বিক্ষোভ কেন?

হিন্দু-পত্রিকা।

গত তেইশ চব্বিশবৎসর যাবৎ যশোহর হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু-পত্রিকা' হিন্দু সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন জ্যোতিষ প্রভৃতি যাহা কিছু গৌরব সেইসকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের আশীর্ব্বাদ, ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। গত আশ্বিনের সংখ্যায় ব্রাহ্ম-সমাজ-পুষ্ট, অবনত জাতির প্রচারক শ্রীনাথ দত্ত লিখিত "শূদ্রাপবাদ-খণ্ডন" নামক প্রবন্ধ যাহা দেবালয়ে পঠিত হইয়াও সখীসঙ্গ লাভ করিতে পারে নাই, সেই উপেক্ষিত প্রবন্ধটি হিন্দু পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় কেন প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না। যে প্রবন্ধে একস্থলে লেখক বলিয়াছেন—"অপনারা অনেকে 'হিন্দু-পত্রিকা'র সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়কে জানেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী নমঃশূদ্রেরা জলচল হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি নমঃশূদ্র, পোদ, চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতির লোককে এক সভায় আহবান করেন। সেই সভায় দেখা গেল যে, নমঃশূদ্রেরা চর্ম্মকার প্রভৃতির জল গ্রহণ করিতে অসম্মত।" শ্রীনাথদত্তের এই লেখা যদি সত্য হয় এবং রায় বাহাদুর স্বয়ং যদি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কায়স্থ, বৈদ্য এবং নবশাখ প্রভৃতির যাচক ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে অনাচরণীয় জাতিসমূহের উত্তেজক প্রবন্ধ কেন সম্পাদন করিলেন, তাহা বুঝি না। যে প্রবন্ধে কায়স্থ বৈদ্যের জল

চলাচলের চেষ্টা ফুটিয়াউঠিয়াছে, সুবর্ণবণিক্ ও সাহাকে বৈদ্যের সমকক্ষ এবং নমঃশূদ্র ও মাহিষ্যকে তিলি ও সদ্‌গোপের সমকক্ষের দাবী দিয়া প্ররোচিত করা হইয়াছে, এমনতর ভাবে সমাজের অনিষ্টকর প্রবন্ধ কেন হিন্দু-পত্রিকায় স্থান পাইল তাহা ভাবিয়াই আমরা দুঃখিত।

কায়স্থ-মহাসম্মেলনের সভাপতি ঃ—

কাশী হইতে প্রকাশিত ইংরাজী সাপ্তাহিক সহযোগী 'আওয়াজা-ই-খাল্ক্' গত ১০ই অক্টবরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে—সেদিন কায়স্থ মহাসম্মেলনের কায়স্থ-নির্ব্বাহক সমিতিতে স্থির হইয়াছে—এবারকার অধিবেশনের সভাপতি করার জন্য বোম্বের স্যার এম্-বি চৌবল, মান্যবর গজধর চিটনবীশ, ফরাক্কাবাদের ডাঃ রাজিৎ সিংহ, বঙ্গের মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, যুক্তপ্রদেশের মিঃ এন্-এম্ সমর্থ মহোদয়গণকে এক এক করিয়া অনুরোধ করা হইবে। সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়কেই সভাপতি করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। যদি মতিবাবু সম্মত না হন, তবে এলাহাবাদের রায়বাহাদুর গোকুলপ্রসাদ, অথবা বাঙ্গালীর উকিল মহাদেব প্রসাদ কিম্বা ডাক্তার রণজিৎ সিংহকেই সভাপতি করা হয়। আমরাও বলি মতিবাবু সুযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু বাঙ্গলা বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ইতিপূর্ব্বে সভাপতি করা হইয়াছে, এবার বোম্বের চৌবল অথবা চিটনবীশকে করিলেই সম্মেলনে কায়স্থগণের আগ্রহ বাড়িবে। যদি ঐ উভয়ের মধ্যে কেহ অসম্মত হন, তাহা হইলে মতিবাবুকে বরণ করাই যুক্তি যুক্ত।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। গত ২২শে ভাদ্র, ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৫৲ টাকা এবং দিনাজপুরের বোলতৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাসবর্ম্মা নিজালয়ে উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে ১৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। উভয় মহাত্মার দানই আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি।

প্রচার-ভাণ্ডার। রাজসাহী বিলমারীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষবর্ম্মা কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে গত ৩০শে আশ্বিন ৫৲ টাকা প্রেরণ করায় ধন্যবাদের সহিত আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি। প্রচারার্থ প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে এখনও

১২০৲ টাকা অনাদায় আছে। প্রচারকের ভাদ্রমাসের বেতন সভার তহবীল হইতে দেওয়া হইয়াছে. প্রতিশ্রুতকারি মহাশয়গণের ঐ বাকী টাকা এখন না দিলে প্রচারকের আশ্বিন মাসের বেতন কি হইবে ?

সভা-সমিতি।

বিগত ২৭শে ভাদ্র ফরিদপুর ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে ভাঙ্গার কায়স্থ-বৃন্দের উপস্থিতিতে একটী সভা হয়। গৃহস্বামী চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমেই মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপর ভাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কায়স্থগণের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সংবর্দ্ধন ও কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে 'ভাঙ্গা-আর্য্য-কায়স্থ-সভা' নামে একটী স্থায়ীসভা সংস্থাপনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি সকল লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সহঃ সভাপতি—উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সম্পাদক—উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, সহঃ সম্পাদক—উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গা-মোহন গুহঠাকুরতা, উকিল শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ, কোষাধ্যক্ষ—উকিল শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ। সদস্য—উকিল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষবর্ম্মা, উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর বি-এল্, উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহলানবীশ, উকিল শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ, উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষবর্ম্মা, সবরেজিষ্ট্রার—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য উকিল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষবর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ বর্ম্মা ও গঙ্গাচরণ কর বি-এল্ মহাশয়কে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত প্রণালী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় আলোচনা হইয়া কার্য্য প্রণালী অবধারিত হইবে, স্থির হয়। অর্থ সংগ্রহ জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রত্যেকে ন্যূনপক্ষে বার্ষিক ১৲ চাঁদা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। মফঃস্বলে যাইবার আবশ্যক হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যাহাকে আদেশ করিবেন, তাঁহাকেই যাইতে হইবে, এইরূপ প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভাস্থলেই কিছু অগ্রিম চাঁদা আদায় হইয়াছে।

মহাশয় হইলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন।

বিগত ১৪ই আশ্বিন ফরিদপুর সামাইল নিবাসী ৺কালীনাথ দেব সরকারের বাটীতে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা সভাপতি হন। প্রথমেই মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহাশয়সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থজাতির উপনয়নের কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দেন। সকলেই একসঙ্গে শীঘ্রই উপনয়ন গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। পাচ্চর, বন্দরখোলা গ্রামের উপবীতী কায়স্থগণের প্রতি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের অসদ্ব্যবহার জন্য এবং উপবীতি কায়স্থের পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের প্রতি পাষণ্ডেরা জীবন নাশকর যে ঘৃণিত চেষ্টা করিয়াছিল, তজ্জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। সমবেত চেষ্টায় উপবীতীগণের প্রতি অত্যাচারের প্রতীকার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সামাইল ওয়াতলা কমলাপুর, বাহাদুরপুর, পাচ্চর, সতররশী, বন্দরখোলা প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ একত্র হইয়া এক স্থায়ী কায়স্থ-সভা স্থাপন করত সভাপতিকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

উপনয়ন :—

২রা আশ্বিন, ১৩২৪। হুগলী, পানিশেহোলা, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বাটীর কেন্দ্র। দশঘরা নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্ম মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ লালবিহারী ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি দক্ষিণরাঢ়ী।

৭ই আশ্বিন, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গতঃ আটিপাড়া মুষ্টিগ্রাম নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাসরায় মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। প্রতাপবাবু ২।১ দিন মধ্যে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন, তজ্জন্য স্বংস্কারিয়া লইলেন।

৯ই আশ্বিন, ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। জেলা যশোহরের অন্তর্গত নালিয়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত কেশবলাল দত্ত যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘরগোয়াল

নিবাসী (হাং সাং বলরামপুর, ২৪-পরগণা) দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রকুমার ঘোষের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে।

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৪। কলিকাতা, গড়পাড় কেন্দ্র। জেলা যশোহরের অন্তর্গত বারাসিয়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু; তৎপুত্র শ্রীমান অমূল্যপ্রসাদ বসু এবং জেলা ফরিদপুরের মহিষাকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ভৌমিক।

যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

শ্রাদ্ধ :—

১৩ই আশ্বিন ১৩২৪। আসামের অন্তর্গত আট্টারীখাট প্রবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসুবর্ম্মা তদীয় পিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা দেখিতে পাইতেছি, উপনীত কায়স্থ বস্তুতঃ পক্ষে শাস্ত্রাদেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিতে আদৌ বিমুখ নহে; যোগেশবাবু যেরূপ দূরদেশ প্রবাসী এবং তাদৃশ বড় চাকরীও করেন না, তথাপি তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা হইতে পুরোহিত লইয়া ত্রয়োদশাহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে কুণ্ঠানুভব করেন নাই, ইঁহারই সমাজের আদর্শ। আমরা তাঁহার কৃতকর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

চতুর্থ অধিবেশন।

২৭শে শ্রাবণ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মগুহরায় (সভাপতির আসনে)।
(ব) „ উপেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী।
(ব) „ বসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা।
(ব) „ মণীন্দ্রনোহন বসুবর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)।
(দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) রায় বিনোদবিহারী বসু।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত। } (সম্পাদকগণ)।
(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। (প্রচারক)

জেলা ফরিদপুর, ইশিবপুর হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অদ্যকার সভায় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করত পত্র লিখেন। অদ্যকার সভায় সভাপতি অথবা সহঃসভাপতিদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় বয়ঃপ্রবীন এবং সভার প্রাচীন সভ্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মগুহরায় মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহেন্দ্রবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে আষাঢ় মাসের কার্য্য বিবরণী পঠিত এবং উক্ত মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে সম্পাদক শরৎবাবু জানান, যশোহরে উপনয়নের পুরোহিতের অবশিষ্ট পাওনার জন্য গত মাসের অধিবেশনের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে লিখায় তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—' সম্পাদক মহাশয় পুরোহিতের পাওনা মিটাইয়া দিন ' পূজার পূর্ব্বে ঐ জন্য তিনি আরও ১৫৲ টাকা দিবেন। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী ছাত্র—চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন

দাসকে তাহাকে মাসিক ৪৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে লিখা হইয়াছিল, তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন, এখন আয়ুর্ব্বেদ পড়িবেন না, নব্য-ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা শেষ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ পড়িবেন।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্, সাং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

(উ) „ মনোরঞ্জন সিংহবর্ম্মা, সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার্, মতীহারী (বিহার)।

(উ) „ অবিনাশচন্দ্র সিংহ, বি-এল্, উকিল, বক্সার (বিহার)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সম্বর্দ্ধনার সহযোগীত্ব। মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় ইংলণ্ডের ভারতীয় সভার সরকারী সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় কায়স্থ সাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহার যে সম্বর্দ্ধনার উদ্যোগ হইতেছে, তাঁহাদের সহিত সমবেত ভাবে সাহায্য নিমিত্ত নিমন্ত্রন পত্র পাওয়া যায় সে পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়—পত্র বিলম্বে আমাদের হস্তগত হওয়ায় সভা হইতে সাহায্য করার সুযোগ নাই, এজন্য কলিকাতার যে সমস্ত কায়স্থ সভার সভ্য আছেন, তাঁহাদের নাম ঠিকানা আহিরীটোলার ঐ সম্বর্দ্ধনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া প্রেরণ করা হউক।

(খ) গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠার্থীর আবেদন। কলিকাতার ১৪নং শঙ্কর ঘোষের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিজ্ঞান শিক্ষার সাহায্য প্রার্থনা পত্র সভায় পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—আবেদনকারীকে জানান হউক—বহির্ভারতের শিক্ষার কল্পে কায়স্থ-সভার সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে যে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, অন্য কেহ যদি এরূপ সাহায্য করেন, সভাপতি মহোদয়ের জানা থাকিলে তিনি তাঁহাকে জানান। এ সম্বন্ধে প্রার্থনাকারীকে জানান যাইতে পারে যে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ শিল্প বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রতি বৎসর বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন, ২৫নং হরিস মুখার্জ্জির রোড্ তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারেন।

(গ) বিনামূল্যে কায়স্থ-পত্রিকা প্রার্থনা। জেলা যশোহরের অন্তর্গত আউরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু একটী পাঠাগারের নিমিত্ত বিনামূল্যে কায়স্থ-পত্রিকা

পাঠার জন্য যে প্রার্থনা পত্র লিখিয়াছেন, সভায় উহা পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, এ বৎসর বিনামূল্যে আর পত্রিকা দেওয়া হইবে না।

নূতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদকগণ।

স্বাক্ষর
শ্রীশ্রীনাথ রায়।
সভাপতি।
১৭।৫।২৪।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

১৬ বার্ষিক পঞ্চম অধিবেশন।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(১) মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মবাহাদুর (সভাপতি)।
(২) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)।
(৩) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(৪) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়বর্ম্মা।
(৫) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
(৬) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মশাস্ত্রী।
(৭) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(৮) „ বসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা।
(৯) „ যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
(১০) „ বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা।

(দ) রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।
(দ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(দ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(ব) „ জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা।
(ব) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মভাবসাগর।
(দ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক।
(য়) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত }
(দ) „ সনৎকুমার পাল (সাধারণ সভ্য)।
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। (প্রচারক)।
(ব) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ (সভার সভ্য নয়)।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া একখানি পত্রে কোন বিষয় আলোচনা করিয়া পুত্রের মারফৎ প্রেরণ করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা কলিকাতায় উপস্থিত থাকিয়াও জীবনসংশয় পীড়াপ্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ী সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, বারেন্দ্র সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদারবর্ম্মা, মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, ও যশোহর রামনগরের শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষবর্ম্মচৌধুরী অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

সভান্তে গত **কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠিত এবং **শ্রাবণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। ভগবৎ সমীপে সারদাবাবুর অনাময় কামনা। সভার পক্ষ হইতে মান্যবর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—বঙ্গমাতার সুসন্তান কায়স্থ সমাজের কর্ণধার, দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা জীবনসংশয় পীড়ায় কায়স্থ-সভা অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় শীঘ্রই নিরাময় হউন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার পরম হিতৈষী সভ্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এল্. মহাশয়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে উপস্থিত সদস্যবর্গ সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাঁহার অতীত জীবনের গুণাবলী সভায় প্রকাশ করিয়া সভার সমবেদনা তাঁহার পুত্রকে জানাইবার প্রস্তাব করিলে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। আজীবন সদস্য। সভার পুরাতন সভ্য বৃন্দাবন পালের গলি নিবাসী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা ইতিপূর্ব্বে বার্ষিক ৩৲ টাকা চাঁদার সাধারণ সভ্য ছিলেন। এখন তিনি ১০০৲ একশত টাকা চাঁদা দিয়া সভার আজীবন সভ্য হইলেন। কার্য্যাধক্ষ মহাশয় আরও জানাইলেন, তিনি সভার উন্নতিকল্পে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিবেন। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা মহোদয় এই সংবাদে শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে স্থির হইল, ভূপেন্দ্রবাবু সভার আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করায় ও সভার উন্নতিকল্পে যে মাসিক দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তজ্জন্য সভা হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় সম্বন্ধে। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন—কায়স্থ-সভার উন্নতির উপায় উদ্ভাবন জন্য, পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের সৌষ্ঠব-সাধন এবং সভার উদ্দেশ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইয়া যাহাতে তাহার পুষ্টি সাধন হয়, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠন করা হউক এবং শাখাসমিতিকে অন্যূন সভ্যকে লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। সমিতির সদস্যগণ তিন সপ্তাহ মধ্যে এই সভায় তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থিত করিবেন।

(ব) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। (দ) রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।
(উ) কুমার শ্রীযুক্ত শারদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা। (দ) রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায়,
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা। সম্পাদকগণ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। সামাজিক লৌকিকতা সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রেরিত পত্র সভায় পাঠ করিলেন। আলোচনান্তে স্থির হয় যে 'নিবারণ বাবুকে লিখা হউক, তিনি কায়স্থ-পত্রিকার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে যদি কিছু আপত্তিকর থাকে সভা তজ্জন্য দুঃখিত এবং সভার সম্পাদকগণকে জানান হইল যে, ভবিষ্যতে পত্রিকায় ঐ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত সংযত ভাবে যেন লেখা হয়'। স্বাক্ষরকারীগণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বিষয় যাহা লেখা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বহুতর অলোচনার পর অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী স্থির হইল— "প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীগণের বিষয় যাহা লিখা হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই; কিন্তু প্রতিশ্রুত ভঙ্গকারীগণের নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে না জানাইয়া প্রকাশ করা হইবে না"

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) প্রচারকের আবেদন। প্রচারক যে সমস্ত সভ্য সংগ্রহ করিবেন, তজ্জন্য কমিশন পাইবার আবেদন পঠিত হইলে সম্পাদক শরৎ বাবু বলিলেন যে, "শেষ যে প্রচার-বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যদি আপনারা কমিশনের আবেদন পত্র বিবেচনা করিতে ইচ্ছা করেন করিবেন।" তদনন্তর শরৎবাবু রিপোর্টের কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিলেন যে এই বিবরণীতে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সভার সহিত অংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে এত অযথা আক্রমণ ও নিন্দা আছে, তাহা অপাঠ্য ও অগ্রাহ্য। আমি এই ঘটনা সম্বন্ধে যতদূর সন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি সংবাদটি অঠিক।' রিপোর্টের সেই অংশ পঠিত হইলে সকলেই একবাক্যে বিবরণটি প্রচারকে ফেরৎ দিতে বলিলেন। এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, প্রচারক উক্ত অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়া পুনরায় আবশ্যকীয় তথ্য মাত্র পূর্ণ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করুন। আর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে তাঁহার কমিশনের আবেদন পত্র বিবেচনা করা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ করা হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদকগণ।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সভাপতি।
২৮।৩।২৪।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষাধিবেশন।

১৩৯নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

২৭শে ভাদ্র, বুধবার, রাত্রি ৭॥টা।

উপস্থিত :—

(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সভাপতির আসনে)।
(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(ব) ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(ব) ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।
(ব) ,, বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) ,, রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।
(দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (সম্পাদক)
(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)
(দ) ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
(ব) ,, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা
} সাধারণ সভ্য।
(ব) ,, সরলচন্দ্রচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)
(দ) ,, মতিলাল ঘোষ। (উপস্থিত মাত্র)

সভারম্ভে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। শোক প্রকাশ। কায়স্থ সমাজের অন্যতম নেতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অকৃত্রিম বন্ধু, বঙ্গভাষার আজীবন সেবক, বঙ্গজননীর সুসন্তান, যশামধন্য, স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পরলোক গমনে বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ কায়স্থ-সমাজ ও সভার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। সমিতি স্বর্গগত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিরাট শোক সভার আয়েজন। রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন, অদ্য আমরা যে মহাত্মার লেকান্তর গমনে শোক প্রকাশার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই ভারত বিখ্যাত মহাত্মার অভাব জন্য অবিলম্বেই এক সাধারণ বিশেষ কায়স্থ-সভা আহ্বান করা কর্ত্তব্য।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয়—সারদাবাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশর্থ বিশেষ কায়স্থ সাধারণ-সভা অবিলম্বেই আহ্বান করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভাপতি নির্ব্বাচন। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—" আমি দিনাজপুরের মহারাজাকে এই সভার সভাপতি হওয়ার অন্য অনুরোধ করিয়া তার করি। তদুত্তরে তিনি জ্বরে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানাইয়াছেন।" অতঃপর স্থির হয়—ইতিমধ্যে মহারাজা আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন। যদি তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে না পারেন, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ অথবা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌবুরী মহাশয়কেই করা যাইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। সভার স্থান নির্ব্বাচন। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্রচারক সরল বাবু বলিলেন—ষ্টার রঙ্গমঞ্চ পাওয়া যাইবে না। অতঃপর কিঞ্চিৎ অলোচনা করিয়া ওভারটুনহল, অথবা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হল স্থির করার জন্য শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতি ভারার্পিত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। বক্তা নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়—এই শোক সভার প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিলে এবং বিজ্ঞাপনে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় নিরন্তর রায় বাহাদুর, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ বক্তৃতার নিমিত্ত ইঁহাদের নাম (অদ্যকার সভায় যাহারা উপস্থিত নাই, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া) সন্নিবেশিত হইবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। শোক সভার আহ্বয়িতা নির্ব্বাচন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয়—কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের সম্মতি লইয়া তাঁহার নামেই আমন্ত্রণ পত্র বিলি হইবে। তাঁহার

অবকালে সভায় যোগদান করার জন্য যতীন বাবু অনুরোধ করিবেন, তিনি স্বয়ং জানাইলেন।

সপ্তম প্রস্তাব। সভার ব্যায় নির্ব্বাহের উপায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হয়, সভার তহবীল হইতে ৫০৲ টাকা দেওয়া হইবে, তদূর্দ্ধ ব্যয় হইলে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহা সম্পুরণ করা হইবে।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সভাপতি
২৮।৬।২৪।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

গত ২৭শে ভাদ্র বুধবার।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ অধিবেশন।

উপস্থিত :—

(ক) শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ।
(খ) " বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা। Sd. B. K. Sen Barma. 20-9-17.
(গ) " শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(ঘ) " জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা। Sd. J. K. Basu. Kavyarnab.
(ঙ) " বসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা। আমার অসম্মতি নাই শ্রীবসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা।
(চ) " দয়ালচন্দ্র বসু। "আমি সম্পাদকদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করি, তবে আমার মনে হয় ইতিমধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতি সভা সভাহ্বান করিয়া যাহাতে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য কায়স্থ-সভাকে অনুরোধ করা হয়।
শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু।
(ছ) রায় বিনোদ বিহারী বসু। আমার অন্যমত নাই। শ্রীবিনোদ বিহারী বসু। ৪।৬।২৪।
(ঝ) " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই মন্তব্য পত্র লিখিয়া জানান হয়।

(দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা। আমিও মনে করি ৺মহাপূজার পরই শোক-সভা হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীনগেন্দ্র।

(দ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।

সানুনয় নিবেদন—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত ২৭শে ভাদ্রের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ আগামী ৫ই আশ্বিন শুক্রবার যে বিরাট সভার দিন অবধারিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের সহিত আলোচনা করিয়া অদ্য স্থির হইল যে আগামী বৃহস্পতি ও রবিবারে কলিকাতার "প্রজাপতি সমিতি" ও সুবিখ্যাত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ দুইটি মহতী শোক-সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এ দুইদিনের মধ্যবর্ত্তী শুক্র বা শনিবার কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক এই উদ্দেশ্য বিরাট শোক-সভার আয়োজন করা সমীচীন ও সুবিধা জনক বলিয়া বোধ হয় না। কায়স্থ-সভার এই অধিবেশন বিশেষ বড় ও ভালরূপ হওয়া আবশ্যক। কারণ এই সভা যতটা তাঁহার কাছে ঋণী, অন্য কোন সভা ততটা নহে। মহপূজা অগ্রসর, দেশের গণ্যমান্য অনেকেই দেশান্তরে গিয়াছেন ও যাইতেছেন; মফঃস্বলের অনেকেও এখনও এসময় যোগদান করিতে পারিবেন না। এ সমস্ত কারণে এই সভা এত তাড়াতাড়ি আহ্বান করা যুক্তিযুক্ত নহে। রংপুর হইতে ইতিমধ্যেই তথাকার শাখাসভা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—'সারদা বাবুর জন্য শুধু শোকসভা না করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।' এইজন্য আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে পূজার ছুটির পর এই সভা আহুত হউক। আশাকরি আপনারা ইহাতে অন্যমত করিবেন না। ইতি—

৩রা আশ্বিন,
৮৯।১নং গ্রেষ্ট্রীট।
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

স্বাক্ষর
শ্রীনিতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক।

গ্রন্থ নং বি ১৭৯.
৮১৭৯.
Jai Gopal Nandi.
Konnagar.
27.11.17

কায়স্থ পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

ঠাকুর আতার গুরুভক্তি।

ঠাকুর আতা মহাপুরুষ শ্রীশঙ্কর দেবের সম সাময়িক এবং তাঁহার একজন ভক্ত ছিলেন। ইনি আসামে শঙ্করদেব প্রচারিত 'মহাপুরুষীয়া' বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান সহায়কারী ও অগ্রগণ্য ছিলেন। অদ্যাবধি আসামে ইঁহার নাম বিখ্যাত আছে। কি সত্রে কি গ্রামে সকল স্থানে লোক-সমাজে অদ্যাবধি ইঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। যে সময়ে এই আসাম অঞ্চলে ক্ষত্রিয়ের অভাব হইতেছিল, সেই সময়ে ইনি কায়স্থ-সমাজের সঙ্গে আদান প্রদান (বিবাহাদি কার্য্য) করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আসামে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কায়স্থের গৌরব বেশী।

ঠাকুর আতার পিতামহের নাম সাগর। তিনি মধ্য আসামে ছিলেন। পরে কোন বিশেষ ঘটনায় তথা হইতে আসিয়া নিম্ন আসামে "মালবুই" নামে এক গ্রামে বাস করেন। তথায় তাঁহার 'ধর্ম্ম' নামে এক পুত্র হয়, এই ধর্ম্মের ঔরসে পত্নী হরিপ্রিয়া দেবীর গর্ভে ঠাকুর আতার জন্ম। ধর্ম্ম বর্ম্মার আর এক সহোদর ছিলেন, তাহার নাম "চৈতন্য আতৈ"।

ঠাকুর আতার প্রায় ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার লোকান্তর হয়। তিনি পিতৃ বিয়োগান্তে শ্রাদ্ধ শান্তি সমাধা করিয়া গ্রামের সংস্কৃত পাঠশালায় কিছু লেখা পড়া

শিক্ষা করেন ও পরিশেষে রাখালদের সঙ্গে গরু চরাইতে আরম্ভ করেন। এই সময় প্রতিগ্রামে রাখালদের বৈঠক (মিচিল) বসার নিয়ম ছিল। এই মিচিলে রাখালদের মধ্য হইতে একজন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হইত। ঐ সর্দ্দার তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ হইলে বিচার করিত। নামানগরের বালকদের মিচিলে যোগাদ্য দেখিয়া ঠাকুর আতাই সর্দ্দার নিযুক্ত হন। এবং সদ্বিচার করায় তথায় তাঁহার অনেক নাম হয়। ইনি এই পদে ক্রমে এরূপ উন্নতি করেন যে, সময়ে সময়ে তথাকার গ্রাম্য লোকের সমাজ ও রাজ-দরবার হইতে বিচার করার জন্য মামলা-মোকদ্দামা তাঁহার নিকট আসিতে থাকে এবং সেই সকল মামলা বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইল, তখন গোচারণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

মালবুই গ্রাম ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে ছিল। এক সময়ে ঠাকুর আতা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে আউস ধান্যের কৃষাণ করেন ; ঐ ধান্য কাটাইবার জন্য তিনি সপরিবারে নৌকা আরোহণে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে ছিলেন, দৈবাৎ নৌকা ডুবিয়া দ্রব্যাদি সহ পরিবারবর্গের সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাত্র তিনি ও তাঁহার খুড়া চৈতন্যআতৈ একখানা বৃহদ্বৈঠা ধরিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক অনেক দূর ভাসিয়া মন্দির নামে এক গ্রামের ঘাটে বিবস্ত্র অবস্থায়, জলে পরিয়া থাকেন। দৈবাৎ এক বৃদ্ধা ঘাটে জল নিতে আসিয়া দেখে ও বিবরণ অবগত হইয়া এক খানা বস্ত্র প্রদান করে। সেই বস্ত্র দুই অংশ করিয়া উভয়ে পরিধান পূর্ব্বক গ্রামে উঠেন, ও সেই গ্রামে কতক দিন বাস করেন। তদনন্তর উত্তর পারে ডিঙ্গানগর নামে গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। তথায় পানের বেপার করিয়া পুনরায় কিছু অবস্থা করেন। এবং চৈতন্যআতৈ তথায় পুনরায় বিবাহ করেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর আসামের অন্তর্গত নওগাঁও জিলায় শ্রীশঙ্করদেব 'মহাপুরুষীয়ধর্ম্ম' প্রচারে প্রবৃত্ত হন ও তিনি বটদ্রবা হইতে আসিয়া ধুঁয়াহাটীর কতকদিন থাকিয়া কাছাড়ীয় উপদ্রবের * সময় গাঙ্গমৌ নামক এক গ্রামে বাস করত ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। চৈতন্যদেবের "রামদেব" নামে এক ভক্ত নিম্ন আসামের দুই এক স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং তিনি নগরের লোকেরা তাঁহার স্থানে 'চৈতন্য-ধর্ম্ম গ্রহণ' করে।

* এই সময় কাছাড়ীরগণ আসামে আসিয়া বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল।

ঠাকুর আতাও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক দিবস জনৈক অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অনুরোধ করে। বলে যে "কলিকালের জন্য চৈতন্যদেবের চোল্ল নাম ভূক্ত ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছে। মধ্য আসামে শ্রীশঙ্কর নামে এক কায়স্থ-কুলোদ্ভব অবতার পুরুষ চারি প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্ম কলির জন্যে উপযুক্ত হইয়াছে। অতএব তুমি সেই উত্তম ধর্ম্মেই দীক্ষিত হও।" ঠাকুর এই ঘটনা হইতে চৈতন্য-ধর্ম্ম গ্রহণে ক্ষান্ত হন। তাহাতে গ্রামের লোকে বিরক্ত হইয়া ঠাকুর আতাকে হিংসা করে। তজ্জন্য সেই গ্রাম হইতে উঠিয়া নিম্ন আসামে বরপেটা এলেকার বগুড়িবাড়ী পরগনার অন্তর্গত হালধিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে থাকিয়া কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করিতে থাকেন। তিনি ক্রমে ব্যবসায়ে এখানে এরূপ উন্নতি করেন যে, রাজা, প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সদাগর উপাধি প্রদান করে।

এই সময়ে মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব নওগাঁও জিলা হইতে আসিয়া নিম্ন আসামে কেন্দ্রী পরগণার অন্তর্গত কাপলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুর আতা সেই সময় একদিন চাউল খাওয়া নদী দিয়া ব্যবসায়ের উদ্দেশে উজান চলিতেছিলেন, পথে "দণ্ডা পথিয়া" নামে এক ঘাটে শ্রীভাস্করাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলেন যে তিনি সন্ধ্যাদি ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া না করিয়া মাত্র স্নানান্তে গুরুসেবা করিয়াই, ভোজন কার্য্য করিলেন। ইহা দেখিয়া সন্দেহ করিয়া ব্রাহ্মণকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, "উপর আসামে কায়স্থ-কুল-চন্দ্রমা শ্রীশঙ্করদেব নামে এক মহাপুরুষ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মে হরি নাম ভিন্ন হোম, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, সন্ধ্যা ও পূজাদি নাই। আমি সেই মহাপুরুষের কাছে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। তজ্জন্য আমি সন্ধ্যাদি করি না।"

তখন ঠাকুর আতার পূর্ব্বকথা মনে পড়িল এবং উৎকণ্ঠা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তিনি কোথায় আছেন? দেখা পাইলে আমিও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব ইত্যাদি।"

ভাস্করাচার্য্য বলিলেন যে, "তিনি উপর আসাম হইতে নিম্ন আসামে আসিয়া এখানে কেন্দ্রি পরগণার কাপলা গ্রামে বাস করিতেছেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাপলা গ্রাম হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছি। আমি নদীয়া শান্তিপুরে পড়ার জন্যে যাইব। তিনি তথায় আছেন বটে কিন্তু তথা হইতে শীঘ্র এদিকে আসিবেন।"

ঠাকুর আতা এই কথা শুনিয়া তথা হইতে নৌকায় উঠিয়া বর্ত্তমান বরপেটার নিকট "রাঙ্গাপানী" নামে এক ঘাটে কয়েক জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহাদের নিকট অবগত হইলেন যে, অল্প দিন হইল মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব চুণপোড়া (বর্ত্তমান বরপেটা) গ্রামে বাস করিতেছেন। ঠাকুর আতা ইহা শুনিয়া অবিলম্বে তথা হইতে অল্প দূর গিয়া ঐ চুণপোড় ঘাট পার হইয়া তথায় নৌকা বান্ধাইয়া দ্রব্যাদি সহ গিয়া মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং ভক্তি পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব ঠাকুরআতাকে পাইয়া আলাপ পরিচয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ঠাকুরের প্রার্থনায় তাঁহাকে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, 'নারায়ণ দাস' নাম দিয়া মহাত্মা মাধবদেবের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া দেন।

শঙ্করদেব এখানে আসিয়া প্রথমে এই ঠাকুর আতাকে পাইয়া তদ্বারা ধর্ম্ম প্রচারে বহুত সুবিধা লাভ করেন। ঠাকুর আতা এখানকার বহু লোককে পরিচিত করিয়া দেন এবং সেই সমস্ত লোকেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব চুণপোড়া হইতে কুমারকুছি, পরে পাটবাউসীতে গিয়া বাস করেন। মহাত্মা মাধবদেব বারাদী, কলবাড়ী, পরে গণককাছিতে এবং ঠাকুর আতা হালধিয়া ত্যাগ করিয়া মথৈতে কতক দিন থাকেন, শেষে জনিয়া গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে আসামে যে কি শুভদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে সুখের সীমা থাকে না।

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে আসামের জনসাধারণ মত্ত হইয়া উঠিল। পূজা বলিদানাদি দেশ হইতে বিদূরিত হইল, নতুন যুগ স্থাপন হইল। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ো, মিকির, ভোট, চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জাতিই এই মহাপুরুষীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে আসামে দেব পূজায় যে শুধু ছাগ আদি জীবজন্তু বলি হইত তাহা নহে, অপিচ শত শত মানুষকেও বলি দেওয়া বাকী ছিল না। আসামের হৃদয়-দেবতা মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবের প্রভাবে সনাতন ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপিত হইল, দেশ হইতে সর্ব্ব প্রকার জীবহত্যা উঠিয়া গিয়া শান্তিময় হইয়া দিগ্দিগন্ত ব্যাপী হরিধ্বনির স্রোত বহিল। কলির দেবতা কোন কোন ব্রাহ্মণের মাথায় বজ্র পড়িল—তাহাদের কুপথে উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। ইহাতে তাহারা অতিশয় চিন্তিত ও ক্রোধিত হইয়া সেই সময়ের কোচবিহার রাজ্যের নরনারায়ণ রাজার নিকট নানারূপ ছল চাতুরি ক্রমে নানারূপ মিথ্যা কথা লাগাইয়া রাজাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাজা ক্রোধিত হইয়া সহিহরি নামক

এক কটকীকে আদেশ দিলেন যে "অতি শীঘ্র দেশে অনাচার প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করদেবকে তাহার ভক্তগণসহ ধরিয়া আন।"

সেই সময়ে কোচবিহার রাজ্যে চিলারায় নামে রাজার এক ভাই দেওয়ান ছিলেন। ঐ দেওয়ান মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবের ভ্রাতৃকন্যা কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এবং তিনি শ্রীশঙ্করদেবের নিকট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেওয়ান রাজাদেশ শ্রুত হইয়া তৎক্ষণাৎ নৌকাযোগে আটজন রাজবংশী জাতীয় মাঝি পাঠাইয়া মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবকে নিয়া তাঁহার 'কুলবাড়ী' নামক অন্দরে রাখেন। ইত্যবসরে রাজপুরুষগণ আসিয়া শ্রীশঙ্করদেবকে না পাইয়া ফিরিয়া চলিল, যাইবার সময় রাস্তায় ঠাকুর আতা এবং গোকুলচাঁদ নামে আর একজন শঙ্কর ভক্তের দেখা পাইয়া উভয়কে ধরিয়া লইয়া তাহাদিগকে রাজার অগ্রে দিয়া বলিল—" শঙ্করদেব কোথায় যেন পলাইয়াছে। এই দুইজন তাহার সেবক, ইহারা শঙ্করদেব কোথায় আছে, বলিতে পারে।" রাজা তাহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিল না। তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদের অনেক প্রকারে শাস্তি করাইলেন।

গোকুলচাঁদ আতৈ শাস্তি সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীশঙ্করদেবের ধর্ম্মের মিথ্যা গ্লানি করে ও অনুসন্ধান করিয়া ধরাইয়া দিবে বলায়, রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ঠাকুর আতা প্রহ্লাদের মতন নানারূপ শাস্তি ভোগ সত্বেও—এমন কি সেই শাস্তিতে বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেও গুরুর বিরুদ্ধে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে রাজপুরুষগণ ১২০৲ টাকা লইয়া 'হেসা' ও 'পেসা' নামে দুইজন ভূটিয়ার নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। ভূটিয়াদ্বয় ঠাকুর আতাকে নিয়া হিমালয় পর্ব্বতের নিকট চৌখুটি নামে এক স্থানে লইয়া গিয়া অত্যাচার করিতে থাকে! ধর্ম্ম সত্যের রক্ষক, দৈবযোগে এই সময় ভূটিয়াদ্বয়ের চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি রহিত হইয়া যায়; এজন্য ঠাকুরকে সন্দেহ করিয়া অর্থাৎ দৈত্য দানব মনে করিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট ফিরাইয়া দেয়। প্রবাদ আছে যে ভূটিয়াদ্বয় ঠাকুরকে ফিরাইয়া আনা মাত্রেই পুনরায় তাহাদের দৃষ্টি শক্তি হইয়া উঠে।

অবশেষে রাজা ঠাকুর আতার সহিষ্ণুতা ও গুরুভক্তির গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তখন ঠাকুর আতা আসিয়া মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া আদ্যন্ত বিবরণ বর্ণনা করেন। অতঃপর কয়েক দিবস তিনি গুরুর পদপ্রান্তে বাস করিয়া পরে বিদায় লইয়া ঘরে ফিরেন। ফিরিবার সময় গণককুছিতে আসিয়া তিনি শ্রীমাধবদেবের অগ্রে সাক্ষাৎ করেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত মাধবদেবের সমীপে বলেন।

ঠাকুর আতাকে মুক্তি দেওয়ার অল্প দিন পরে রাজা প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিয়া দেওয়ান চিলারায়কে বলিয়া মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবকে রাজসভায় আনায়ন করেন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করান। সেই বিচারে ব্রাহ্মণ সকল পরাস্ত হয় এবং শ্রীশঙ্করদেব নির্দ্দোষিতা সম্প্রমাণ হওয়ায় রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অনেক উপঢৌকন সহ, (তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও) নিম্ন আসামের শাসন ভার দিয়া নিজ ঘরে বিদায় করেন। তাহাতে ঠাকুর আতাও বঞ্চিত হন না, তিনি গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রভূতরূপে পুরস্কৃত হন।

শ্রীহালিরামঠাকুর (মহন্ত)।

গৌড়-কাহিনী।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

আশার মোহ।

হরি যখন আবাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াগিয়াছে। তিনি তথায় আসিয়া দেখিলেন, বহির্ব্বাটিতে স্ব নিয়োজিত সেই গুপ্তচর তাঁহার জন্য তপেক্ষা করিতেছে। গৃহে কয়েকজন পরিচারক ও শরীররক্ষী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিনি গুপ্তচরকে লইয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের একপার্শ্বে রজতাধারে স্নিগ্ধ আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। কয়েকখানা সুখাসন একপার্শ্বে শূন্য পড়িয়াছিল। পার্শ্বে সারি সারি আরও কয়েকখানি আসন সুবিন্যস্ত-ভাবে সজ্জিত ছিল। গুপ্তচরকে তাহার একখানিতে বসিতে বলিয়া হরি স্বয়ং একখানা সুখাসননে বসিয়া পড়িলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ক্লান্তি স্বত্বেও তিনি গুপ্তচরের সংবাদ শ্রবণের জন্য অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মাধরীর সংবাদ শ্রবণের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁহার সমুদায় ক্লান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল।

পাঠক, পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন, হরি একজন সুচতুর কর্ম্মদক্ষ যুবক। তিনি যে কার্য্যে যখন নিযুক্ত হইতেন, তাহা অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এই কার্য্যকুশলতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জন্যই পরলোকগত সোমেশ্বর সিংহ এই যুবকের উপর তাঁহার অগাধ বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর

এখনও তাঁহার এই কার্য্যকুশলতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে সর্ব্বকার্য্যে তিনি ভীমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া আছেন। যদি তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বোক্ত দুইটি গুণেই পর্য্যবসিত হইত তাহা হইলে তাঁহার নামও ভীমের নামের ন্যায় বরেন্দ্র মণ্ডলে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যপটুতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অন্তরালে এমন একটা প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যাহা পরিপূরণের জন্য জগতে কোন কার্য্য তাঁহার নিকট অকরণীয় ও অকর্ত্তব্য বোধ হইত না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মূলে একটা স্বার্থজনিত অভিসন্ধি থাকিত—এমনকি বিনা অভিসন্ধিতে তিনি কোন কার্য্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি যে চিরকাল এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সোমেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। তারপর প্রধান অন্তরায় কেদারেশ্বর অপসারিত হইবার পর তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি তাঁহার সেই পরিবর্দ্ধিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে জলসিঞ্চনের নিমিত্ত যে কৌশল জালরূপ জলদ জালের বিস্তার করিয়াছিলেন, সহসা মাধবীর অন্তর্দ্ধানে তাহা নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইলেও, সহসা বরেন্দ্রীর রাজ পরিবর্ত্তনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকাশ আবার মেঘমুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি সহজেই মথুরাপুরের দুর্গ হস্তগত করিয়া পরলোকগত সোমেশ্বর সিংহের সর্ব্বপ্রকার বিষয় ও আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইয়া তুলিয়াছে। তিনি এক্ষণে যে রূপেই হউক মাধবীকে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে মাধবীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে না পারিলে, তাঁহার এই অভ্যুদয় স্থিরতর থাকা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের বিনা অভিসন্ধিতে কোন কার্য্যেই সহসা হস্তক্ষেপ করিতেন না। বরেন্দ্রী রক্ষার নিমিত্ত ও তাহাতে দিব্যক বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য তাঁহার যে উদ্যম তাহার মূলেও একটা অভিসন্ধি ছিল। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, বরেন্দ্রী দিব্যক বংশের হস্তচ্যুত হইয়া পালবংশের হস্তগত হইলে, তাঁহার এত যত্ন নির্ম্মিত সাধের সৌধ অচিরাৎ ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে, তাই বরেন্দ্রী যাহাতে দিব্যক বংশের হস্তে থাকে তজ্জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে ও সর্ব্ববিধ কৌশল জাল বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার মাধবীকে লাভ করিতে না পারিলে তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না বিবেচনায় তাহাকে লাভ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া বিষম দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইতেও তিনি

পশ্চাৎপদ নহেন। এদিকে তিনি ভীমের উন্নত চরিত্রের কথা অবগত ছিলেন, তাই প্রকাশ্যে কোন দুষ্কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। সর্প যেমন অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া দংশন করে, সেইরূপ অতি সঙ্গোপনে তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি মূলক কার্য্যের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

গুপ্তচর আসন গ্রহণ করিলে, হরি ধীরে ধীরে নিজ আসনখানি টানিয়া তাহার সম্মুখে আনিলেন, এবং অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে, কতদূর কি হইল?"

গুপ্তচর। "আজ্ঞে, বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যাপার বড় শক্ত।"

হরি।- "কি, কিছুই করিতে পার নাই?"

গুপ্ত। "কিছুই করিতে পারি নাই, ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। অতি সামান্য কিছু করিয়াছি—সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।"

হরি ব্যগ্রভাবে বলিলেন "তবে কিছু করিয়াছ। বেশ, কি করিয়াছ, বল।"

গুপ্ত। "একজন ভিক্ষুণীকে অতি কষ্টে হাত করা গিয়াছে।"

হরি। কোথাকার ভিক্ষুণী?"

গুপ্ত। "দেদ্দপুর সঙ্ঘরামের।"

হরি। "কেমন করিয়া হাত করিলে?"

গুপ্তচর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিয়া ফেলিল "আজ্ঞে, সঙ্ঘরামের সকল ভিক্ষুণীই যে ভাল মানুষ তাহা নহে।"

হরি। "বল কি?"

গুপ্ত। "আজ্ঞে হাঁ, ঠিকই বলিয়াছি। খোঁজ করিলে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ মধ্যে অনেক গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনী সংগ্রহ করা যাইতে পারে।"

হরি। "বটে!"

গুপ্ত। "আজ্ঞে, হাঁ। তবে সে সব কথায় এখন প্রয়োজন নাই। সে সব কথা বলিয়া লাভও নাই। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখুন যে, আজ কালকার ভিক্ষুণীদের সকলেই পূত-চরিত্রা নহেন। আর, এইরূপ একটী ভিক্ষুণীর একজন প্রণয়াস্পদের সন্ধান পাইয়াছি।"

হরি। "ভাল, তুমি যে একটা মস্ত রূপকথা জুড়িয়া দিলে?"

গুপ্ত। "আজ্ঞে না, রূপকথা নহে। যাহা বলিতেছি তাহার কিছুই অলীক নহে।"

হরি। "আচ্ছা, বেশ। তারপর?"

গুপ্ত। "তারপর সেই প্রণয়াস্পদকে অর্থলোভ দেখাইয়া হস্তগত করা গিয়াছে এবং তাহার সাহায্যে তাহার প্রণয়িনী ভিক্ষুণীকে হস্তগত করিয়াছি।"

অত্যন্ত প্রফুল্ল ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অতিশয় ব্যগ্রভাবে হরি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল সেই ভিক্ষুণীকে হস্তগত করিয়া আসল কার্য্য কতদূর উদ্ধার করিয়াছ জানিতে চাই?"

গুপ্ত। "আজ্ঞে, একে একে সব কথাই বলিতেছি। সেই ভিক্ষুণী আমাদের কার্য্য উদ্ধারার্থ একটি কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে, যাহাতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে।

হরি। "উত্তম, তারপর?"

গুপ্ত। "আজ্ঞে, আপনাকে সেই কথাই বলিতে যাইতেছি।"

এই বলিয়া গুপ্তচর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ঘরের মধ্যে ও বাহিরে এদিক ওদিক বিশেষ করিয়া তাকাইয়া দেখিল। তারপর স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় হরির কর্ণমূলে লইয়া চুপে চুপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি বলিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে হরি বলিলেন "বন্ধু, তোমার কার্য্যতৎপরতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। মাঘি পূর্ণিমার আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে আর যে যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা করিতেও চেষ্টা করিও। দেখিও যেন চেষ্টা কোনরূপে ব্যর্থ না হয়।"

গুপ্ত। তৎসম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যথাকালে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনি অযোগ্যপাত্রে কার্য্যভার ন্যস্ত করেন নাই। নিতান্ত দৈব প্রতিকূল না হইলে আমাদের কৌশল ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর আরও কিয়ৎকাল তাঁহারা চুপি চুপি অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। অনেক পরামর্শ করিলেন। তারপর গুপ্তচর সহাস্যবদনে হরিকে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

গুপ্তচর চলিয়া গেলে, হরি সেই দীপোজ্জ্বল সুসজ্জিত নির্জ্জন কক্ষমধ্যে সেই আরামদায়ক সুকোমল মহার্হ সুখাসনে একাকী উপবেশন করিয়া আকাশপাতাল স্বর্গমর্ত্ত্য কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অতীত জীবনের কত শত স্মৃতি তাঁহার মানসনেত্রে উদিত হইয়া আবার মুহূর্ত্তমধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতের সহস্র স্বপ্ন কুহকিনী আশার সমুজ্জ্বল বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে পদে পদে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। তাঁহার চিন্তাস্রোত অদ্য যেন বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। ভাবিতে ভাবিতে উন্মুক্ত বাতায়নপথে একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, বাতায়ন সংলগ্ন উদ্যানে শ্বেত নীল রক্ত নানাজাতীয় সহস্র সহস্র মনোরম

কুসুমরাশি স্তবকে স্তবকে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়াছে—তাহারা চন্দ্রকিরণে হাসিতেছে—বায়ুপ্রবাহে নাচিতেছে—চতুর্দ্দিকে সৌরভরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে ঢালিয়া দিতেছে। দেখিলেন, ঊর্দ্ধে সুনীল গগনপটে শত সহস্র তারকামালা পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘে কোলে চন্দ্রমা কি সুন্দর দেখাইতেছে। দেখিবামাত্র ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তলজাল শোভিত একখানি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মুখচন্দ্রমা তাঁহার ও-হৃদয়াকাশে ভাসিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল, যেন অনন্তবিস্তারী নীলাম্বুসাগরকূলে দিগন্তব্যাপী হাস্যময়, মধুময়, সুশ্যামল, উপবন মধ্যস্থ মধুকরনিকর ঝঙ্কৃত, বিহগকূলকূজিত শ্যামকিশলয়শোভিত, কুসুমিত লতাকুঞ্জমধ্যে সহস্র সুরভিকুসুমাস্তৃত সুখশয্যোপরি অর্দ্ধশায়িতা বিকশিত যৌবনা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী মাধবী কুসুমসুকুমার বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে গাঢ়ালিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া আছে; যেন উপরে অনন্ত আকাশ—নিম্নে অনন্ত পৃথিবী, আর তাহার মধ্যে তাঁহারা দুটি প্রাণী পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া অনন্ত কাল হইতে একইভাবে বাস করিতেছেন। তারপর সহসা তৃতীয়ার চন্দ্র অস্তমিত হইল। একটা ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারের সুগভীর আবরণে জগৎ ঢাকিয়া গেল। হরির সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। হায় মায়াবিনী আশা!

ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদ।

বঙ্গাভিযান।

পৌষের শুক্লাত্রয়োদশী। বিলক্ষণ শীত পড়িয়াছে বটে, কিন্তু রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অতি প্রত্যুষে বরেন্দ্রীনায়ক দিব্যক রুদ্র নৌসৈন্যদল লইয়া জলপথে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বঙ্গাভিমুখে বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন। বয়সে প্রৌঢ় হইলেও উৎসাহে, উদ্যমে ও কার্য্যতৎপরতায় তাঁহাকে নবীন যুবকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। নানা বর্ণের শত শত পতাকা শোভিত শত শত রণতরী—কেহ বৃহদাকার—কেহ মধ্যমাকার—কেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার—সারি সারি সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তালে তালে তালে তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া চলিয়াছে—স্বতঃ নৃত্যশীল সুদূরপ্রসারী নদীবক্ষে সেই বিরাট নৌবাহিনী নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। নৌকাসমূহ মধ্যে সহস্র সহস্র নাবিকগণ মহোৎসাহ

উচ্চস্বরে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতেছে। তীরে সহস্র সহস্র দর্শক কেহ দাঁড়াইয়া—কেহ সসম্ভ্রমে উপবেশন করিয়া—কেহ সৌধছাদে আরোহণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সেই জয়ধ্বনির প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে। মুহুর্মুহু সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কৈবর্ত্তপতি দিব্যক নৌবাহিনী সহ যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই পদাতিক সৈন্যদল লইয়া বলাধ্যক্ষ রত্নবর্ম্মা স্থলপথে বহির্গত হইলেন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে জলসৈন্য ও স্থল সৈন্যদল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবে। তারপর সম্মিলিত সৈন্য একত্র পূর্ব্বপারে পৌঁছিয়া বঙ্গরাজ্যের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইবে, এবং দাম্ভিক বঙ্গরাজের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে। উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, শত শত—সহস্র সহস্র রণদুর্ম্মদ বরেন্দ্রদেশীয় পদাতিক সৈন্য পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া—অস্ত্রের ঝন্‌ৎকারে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া সগর্ব্বে চলিতে লাগিল—দিবারাত্র অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে গ্রামবাসী ও নগরবাসীগণ তাহাদিগকে বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় প্রদানে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র তাহাদের প্রচুর অভ্যর্থনা হইতে লাগিল।

গৌড়বঙ্গের অধিবাসী বর্গের ভীরুতাপবাদ নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া একজন আধুনিক ঈর্ষাপরায়ণ বিচারবিমূঢ় অবাস্তব কল্পনাপ্রিয় ইংরেজ লেখক সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমরা জানি, এই ইংরেজ গ্রন্থকারের পূর্ব্বে এবং পরেও পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের সন্তানগণ বীরত্ব বর্জ্জিত হয় নাই। ক্লাইভ গৌড়ীয় সৈন্যের সাহায্যে দেশজয় করিয়াছিলেন। আবার, আমাদের জীবনকালেই দেখিতে পাইতেছি যে, সেই কল্পনাপ্রিয় ইংরেজ লেখকের মুখমণ্ডল মসীলিপ্ত করিয়া এই গৌড়বঙ্গের বীরসন্তানগণ বৃটিশ সম্মান রক্ষার নিমিত্ত দলে দলে বৈদেশিক সমরক্ষেত্রে অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জ্জনে অগ্রসর হইতেছে।

মোগল-পাঠানগণের পূর্ণ অভ্যুদয় কালেতে গৌড়বঙ্গের ভৌমিকগণ যে তাঁহাদের স্বদেশীয় যোদ্ধাগণকে লইয়া বহুরণক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিতেন, সম-সাময়িক ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তৎকালে এদেশের ভৌমিকগণ আবশ্যকমত বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও নৌসৈন্যদ্বারা সম্রাটগণকে সাহায্য করিতেন এবং সময়ে সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে যাইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সুবে বাঙ্গলার প্রায় সকল জমিদারই কায়স্থ

ছিলেন এবং তাঁহারা বাদশাহকে প্রয়োজনমত ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ জন পদাতিক, ১৭০ জন গজসৈন্য, ৪২৬০টী কামান ও ৪৪০০ খানি নৌকা দ্বারা সাহায্য করিতেন। যাঁহাদের এত সৈন্যবল ছিল, তাঁহাদের ক্ষমতা যে নিতান্ত সামান্য ছিল না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, বারেন্দ্রাধিপ দিব্যক নৌবাহিনী লইয়া ও বলাধ্যক্ষ রত্নবর্ম্মা স্থলসৈন্যদল লইয়া দিনের পর দিন নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলিতে লাগিলেন—সামান্য সৈনিক হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত, সামান্য নাবিক হইতে মহানাবিক পর্য্যন্ত সকলেই সোৎসুক চিত্তে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিল—বঙ্গের এই অভিযানের ফলাফলের উপর বরেন্দ্রীর নবগঠিত রাজ্যের ভবিষ্যত বহুপরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাহা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলেই সবিশেষ উৎকণ্ঠিত চিত্তে চলিতে লাগিল। গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্রই শীত পড়িয়াছে। সুতরাং রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী থাকিলেও রাত্রিতে অভিযানকার্য্য প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সৈন্য ও নাবিকগণ অতি প্রত্যুষে ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিত এবং হস্তমুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রভাত সূর্য্যোদয়ের সহিত আবার রওনা হইত। তারপর মধ্যাহ্নে স্নানাহারের জন্য স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইত। এইরূপ তারা সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গমন করিতে করিতে তাহারা কতিপয় দিবসের মধ্যে ক্রমশঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির প্রায় সীমান্ত সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হইল। অতঃপর আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই সমতট-বঙ্গের সীমা আরম্ভ হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষীয় নৌবাহিনী কিম্বা কোন সৈন্যদল তাহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইতেছে না, কিম্বা শত্রুপক্ষের কোনরূপ চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে না দেখিয়া কৈবর্ত্তরাজ দিব্যকের বাহিনী কিছু বিস্মিত—আবার কিছু উৎসাহিত হইল। অনেকে মনে মনে ভাবিল, বুঝি শত্রুপক্ষ বরেন্দ্র-বাহিনীর ভয়ে ভীত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহসী হইতেছে না। কেহ কেহ ভাবিলেন, সমতট বঙ্গের বিজয় কার্য্য অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হইবে। কিন্তু দূরদর্শী দিব্যকের ললাটদেশ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই—গভীর চিন্তার রেখাগুলি তাঁহার তখনও জটিল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তখনও চারিদিক অতি নিপুণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার আদেশ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। এবং যতই সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন ততই তাঁহার সাবধানতা ও সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল। যাহারা কৈবর্ত্তপতি দিব্যকের সহিত ইতঃপূর্ব্বে দুই একটি যুদ্ধে গমন করিয়াছিল তাহারা দিব্যকের এইরূপ সতর্কভাব দেখিয়া, ব্যাপার কি

হইবে না তাহা স্বতই অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু দিব্যকের নেতৃত্ব প্রতিভায় তাহাদের অগাধ বিশ্বাস থাকায় জয় সম্বন্ধে কাহারই সন্দেহ ছিল না। নাবিক ও সৈন্যদল মধ্যে বিমর্ষতা কখনই স্থান প্রাপ্ত হইত না; তাহারা সদা প্রফুল্লিতচিত্তে বিজয়গীত গাহিতে গাহিতে—মহাবীর দিব্যকের "মৎস্যকেতন" অনুকূল বায়ুপ্রবাহে উড্ডীয়মান করিতে করিতে সহর্ষে অগ্রসর হইতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে পদ্মার তীরদেশে তরীসমূহ বন্ধন করিয়া সকলে আহারাদির উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন। কতক সৈন্য তীরে অবতরণ করিয়া ইতস্ততঃ হইতে সংগৃহীত শুষ্ক কাষ্ঠরাশি সাহায্যে অগ্নি জ্বালিয়া শীত নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল। কেহ কেহ নৌকার ছাদের উপর উঠিয়া নানাতালে বাদ্য বাজাইয়া নানা রীতে গান ধরিয়াছিল। অদূরে তীরের জঙ্গলগুলি মধ্যে শৃগালেরা বিকট চীৎকার করিয়া কোলাহল করিতেছিল। উপরে দুই একটী সান্ধ্যচর পাখী শোঁ শোঁ শব্দে উড়িয়া যাইতেছিল। আকাশে মেঘ কিছুমাত্র দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু দিগ্বলয় বেষ্টন করিয়া কুয়াসার একটা গাঢ় আবরণ ঘনাইয়া উঠিতেছিল—একপার্শ্বে একখানা বজরার উপরিভাগে নীরবে উপবেশন করত বীরবর দিব্যক সম্মুখের দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া, অবশেষে অতি গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন।

সহসা তীরে বনপথের মধ্যে একজন মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সতর্ককুটিল দিব্যক সেই দিকে ব্যস্তভাবে তাকাইলেন! দেখিতে দেখিতে বনান্তরাল হইতে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ বাহির হইয়া আসিল এবং অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে মহাবীর দিব্যকের বজরার উপর দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিল। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বিশেষ ব্যগ্রভাবে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "নরদত্ত! শত্রুর কি কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ?"

নরদত্ত। "মহারাজ, শত্রুরা তাহাদের গতিবিধি অতি সঙ্গোপনে সম্পাদন করিতেছে, কাজেই তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ।"

দিব্য। "তবে কি কিছুই করিতে পার নাই!"

নর। "একেবারে যে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিছু কিছু যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা বোধ হয়, মহারাজ মূল্যবান বলিয়া মনে করিবেন।

দিব্য। "নরদত্ত, গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে তোমার যে অসীম ক্ষমতা আছে,

তাহা আমি জানি। তুমি শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে কি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ তাহা শীঘ্র বল।"

নর। "অদ্য প্রত্যুষে যে বিষম কুয়াসা হইয়াছিল তাহার ঘন আবরণ সূর্য্যোদয়ের কিছুকাল পর পর্য্যন্তও অদৃশ্য হয় নাই। আমরা সূর্য্যোদয়ের পর এখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে নদী তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের আড়ালে দেহ লুকাইয়া নদীর তীরে তীরে গমন করিতেছিলাম। একস্থানে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কতকগুলি নৌকা লাগিয়াছিল, তাহার চিহ্ন দেখিলাম। নদী তীর হইতে কিয়দ্দূরে একটা উচ্চ ঢিবি ছিল। আমাদের সন্দেহ ও কৌতূহলের উদ্রেক হওয়ায়, আমরা তাড়াতাড়ি সেই ঢিবির উপর আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, বহুদূরে প্রায় ১০।১৫ খানি নৌকা চক্রবাল রেখার সহিত মিলাইয়া গেল। তারপর সারাদিন অনেক অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আর কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।"

দিব্য। "যাহা দেখিয়াছ তাহাই যথেষ্ট। বেশ বুঝা যাইতেছে শত্রুরা নিকটেই আছে। শীঘ্রই তাহাদের নৌকহিনী আমাদের গতিরোধ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।"

নর। "মহারাজ, আমার বোধ হয়, শত্রুর কয়েকখানি সংবাদবাহী রণতরী রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া আমাদের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। আরপর রাত্রি-প্রভাতের ঘন কুয়াসার সুবিধা পাইয়া তাড়াতাড়ি আমাদের অলক্ষিতে পলায়ন করিতেছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা পলায়ন কালে আমাদের দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণ ভাল অতিক্রম করিতে পারে নাই।"

দিব্য। "কিন্তু, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অমাদের প্রহরী নৌকাগুলি তাহাদের কিছুমাত্র সন্ধান পায় নাই!"

নর। "বোধহয় রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ও প্রভাতের গভীর কুজ্ঝটিকার জন্য তাহারা কিছু লক্ষ্য করিতে পারে নাই।"

বীরবর দিব্যক আর কিছু বলিলেন না। গুপ্তচর নরদত্তকে বিদায় দিয়া, প্রহরী নৌকাগুলির অধিনায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অধিনায়ক উপস্থিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বরাত্রির শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইলেন না। তারপর তাহাকে নরদত্তের সংগৃহীত সংবাদের কথা জানাইয়া বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন। অধিনায়ক চলিয়া গেলে মহারাজ গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। অতঃপর সহসা নৌবাহিনী বিভিন্ন দলপতিগণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "বন্ধুগণ!

অদ্য হইতে তোমরা সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিবে। শত্রুর নৌবাহিনী নিকটেই আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। শত্রু যে কোন সময়ে আমাদিগকে আক্রমন করিতে পারে। যেন অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া আমরা বিপদগ্রস্ত না হই। প্রহরী সংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া প্রত্যেক ঘাটিমুখে স্থাপন কর। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে যত্নবান হও। শীঘ্রই আমরা বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইব।"

দলপতিগণ মহারাজের আদেশ পালনে সম্মতি জানাইয়া অভিবাদন করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়াগেল এবং মহারাজের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইল। নৌকাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যূহাকারে সজ্জিত হইল। নাবিকগণ ও সেনাগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। অল্প সময় মধ্যেই নিঃশব্দে সকল আয়োজন সমাপ্ত হইল। সকলে অতি সতর্কতার সহিত নিজ নিজ স্থানে শত্রুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলে।

দূরদর্শী দিব্যকের অনুমান মিথ্যা হইল না। আজীবন বহু নৌযুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতা ও সাময়িক নৈপুণ্য বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দিব্যকের পূর্ব্বোক্ত আদেশের পর একটি দিন নিরুদ্বেগে চলিয়া গেল। কিন্তু শত্রুর আক্রমনণের পূর্ব্ব লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রিশেষে প্রহরী নৌকা-সমূহের অধিনায়ক আসিয়া খবর দিল যে, দূরে শত্রুর বহু সংখ্যক রণতরী দেখা গিয়াছে। তখন কাল বিলম্ব না করিয়া দিব্যক শত্রুকে আক্রমণ করিবায় আদেশ প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় নৌবাহিনী যুযুৎসু হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষের রণভেরী ঘোর নাদে বাজিয়া উঠিল। উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিতে না করিতেই উভয় পক্ষ মহা আস্ফালন সহকারে পরস্পর পরস্পরকে অকুতোভয়ে আক্রমণ করিল। তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

ব্যাধির বিধান।

ভাদ্র-সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীমুরারিমোহন বসু, বি-এ, লিখিত "কায়স্থের কন্যাদায়" প্রবন্ধে পাঠ করিলাম। উহাতে উক্ত কন্যাদায় ব্যাধি নিবারণের তিনি দুইটি পথ উল্লেখ করিয়াছেন। (১) বিবাহার্থী যুবকগণের দ্বারা (২) মেয়েদের অভিভাবক সমবেত প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ পণ দিয়া কন্যাদান করিব না। এখন এই দুই পথের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায়:—

প্রথম মতের বিষয়ে (ক) এখনকার যুবকেরা প্রায়ই বিবাহার্থী হননা—তাঁহাদের অভিভাবকেরাই কন্যা সংগ্রহার্থী হন, অথবা কার্য্যকুশল ঘটক বা দালাল দ্বারা আপনাদের পুত্রদিগকে বাজারে বাহির করিয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দরের যাচাই করেন। পূর্ব্বে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণদের ঐ রূপে টাকা লইয়া কন্যা দানকে "পাঁটী বিক্রয়" বলিয়া অভিহিত হইতে শুনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যাহা ব্রাহ্মণের ঘরে "পাঁটী বিক্রয়" হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, তাহা এখন কায়স্থ সমাজে "পাঁটা বিক্রয়" রূপে শোভা পাইতেছে। এখানে যদিও বিক্রয় কথাটী ঠিক উপযুক্ত নয় তত্রাচ প্রায় ঠিক কারণ বিবাহের পরেই বরটী কন্যার নিকট বিক্রীত হন, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে স্ত্রৈণ হন। অতএব এই পাঁটা বিক্রয় প্রথা দ্বারা কায়স্থ সমাজের যে অনিষ্ট হইয়াছে ও হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

(খ) যুবকেরা বিবাহার্থী হইবেন বা কি প্রকারে? যদিও যুবকেরা বি-এ, এম্-এ পাশ দিয়া বিদ্যামদে মত্ত হইয়া সরাকে সরাজ্ঞান করেন ও আপনাদিগকে মহাবীর মনে করেন, কিন্তু তখনও তাহারা সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তখনও তিনি পিতার বা ভ্রাতার বা অন্য আত্মীয়ের আয়ত্বাধীন থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং চাকরির অন্বেষণে বাহির হইলে ২৫৲ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০৲ অবধি বেতন পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাও সকলের ভাগ্যে যোটে না, আবার জুটিলেও সে টাকায় নিজের সভ্যতার চাল বজায় রাখিয়া নিজে স্ত্রীর ভার একবারে নিজের উপর লইতে সাহসে কুলায় না; কাজেই তাহাদের অভিভাবকদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এবং অভিভাবকেরা সুবিধা পাইয়া নিজেদের খাড়াখানি শানাইয়া রাখেন, এবং বরকে সাম্‌নে খাড়া করিয়া কাহার গলা কাটিবেন তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন। অতএব এ ব্যাধি বিতাড়ন, লালসা কিয়ৎ পরিণামে সংযত করার উপর নির্ভর করে? ব্যাধিগ্রস্থ লোকের কি সংযমশক্তি থাকে? কখনই না।

অতএব ঐ ব্যাধি আরোগ্যের উপায়—যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ। ঐ ব্যাধি কেবল গরিব বা মধ্যবিত্ত দিগের মধ্যেই প্রবল—তাহা নহে, যাহারা সমাজপতি, কায়পতি তাহারাও এ রোগ হইতে নিস্তার পান নাই, গরিব বা মধ্যবিত্ত যাহারা পেটের দায়ে এ ব্যাধির সৃষ্টি করে, তাহারা এবং সমাজপতিরা উভয়েই বলেন "পুরুলক্ষ্মীর" প্রেরণায় এই কার্য্য করেন।

দ্বিতীয় মত। (ক) ডাক্তারের পরামর্শ (খ) পথ্যপ্রয়োগ (গ) ঔষধ প্রয়োগ।

(ক) ডাক্তারের পরামর্শ—এখন বক্তৃতা আদি ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ যাহাতে কোন ফল হয় নাই, কখনও হইবে না। কান থাকিলে ত' কথা শুনিবে, আবার যদি কেহ শুনেন ত' হৃদয় বা সদন্তঃকরণ থাকিলে ত' তাহার মর্য্যাদা দিবে? যখন তাহা নাই, তখন আর কাকুতি মিনতি করিয়া কি ফল? ভিক্ষায় কি কখন পেট ভরে, আত্মমর্য্যাদা রক্ষাত' দূরের কথা—"ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ"—সকলেইত জানেন। অতএব ডাক্তারের প্রকৃত পরামর্শ অর্থে—স্বাবলম্বন।

(খ) পথ্য—উহা কন্যা কর্ত্তা দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা স্বয়ং কন্যাদের প্রযোজ্য পথ্য—কন্যাকর্ত্তা বলিবেন, আমি কখনও আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া বরকর্ত্তার তোষামোদ করিব না, আমার যেমন ক্ষমতা আমি সেইভাবে কন্যাদান করিব ইহাতে যিনি সম্মত থাকেন কন্যাগ্রহণ করুণ।

তিনি ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত বরকে দেখিয়া একবারে হতজ্ঞান হইবেন না কিম্বা আফিসের একটী চাকরী প্রাপ্ত বর পাইলেই অধীর হইবেন না—ভাবিবেন না এ বড় মেওয়া, যত দর চায় চাক্, যে কোনপ্রকারে তাহা খরিদ করিতে হইবে—দেখিবেন এই বর স্বয়ং আমার কন্যার ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম কিনা? যদি না হন তাহাকে কন্যাদান করাও যাহা, কন্যাকে চিরকালের জন্য কষ্ট সাগরে ফেলাও তাহাই; অতএব এ বর উপযুক্ত বর নয়। পিতার সম্পত্তি থাকিলেও তিনি উপযুক্ত বর নন, কারণ ঐ অর্থে এখনও তাহার কোন স্বত্ব হয় নাই।

ধন নিজ উপার্জ্জিত না হইলে,—কষ্ট করিয়া ধন উপার্জ্জন না করিলে ধনের দ্বারা কেবল অহঙ্কার হয়, যাহারা কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করেন, তাহারা কখন ধনের অপব্যয় করেন না—অতএব বরের উপার্জ্জিত ধন কখনও কন্যার অনিষ্ট করে না।

যিনি স্বয়ং কন্যার ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম ও তিনি নিজে বিবাহার্থী—তিনি শাস্ত্রমত উপযুক্ত বর। এরূপ বর না পাইলে কন্যাকে অবিবাহিত রাখিলে পাপ হয় না। এখনে গৌরীদানের প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইবে। ফল কামনা ত্যাগই সুপথ্য—যিনি ঐহিক সুখ বা জ্ঞাত সুখ ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত স্বর্গ সুখের প্রত্যাশা করেন, তিনি শীঘ্রই প্রতারিত হন; কারণ পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন—

"যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিসেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবানি নষ্টমেবহি॥"

এই গেল পথ্য—ভবিষ্যতের লোভে উপস্থিত বিচার ত্যাগ কখনই করিব না, যদি এই পথ্যের দ্বারা অভিভাবকদিগের রোগ সারে ত' ভালই, তাহা হইলে আর ঔষধের প্রয়োজন হইবে না। যদি তাহা না হয়, তখন অবশ্য ঔষধ প্রদান কর্ত্তব্য। এই ঔষধ আবার রোগের অবস্থানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত (১) বহিরৌষধ প্রয়োগ (২) সঞ্জীবকরণ (৩) অস্ত্রোপচার; গুরুত্বানুসারে পরস্পর তিনই ব্যবহার্য্য। এখন এই ঔষধত্রয়ের বিষয় কিছু বিবেচনা করা যাউক—

(গ) ঔষধ প্রয়োগ—(১) বহিরৌষধ প্রয়োগ বা জ্ঞানচর্চ্চা—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা; এই জ্ঞান অর্থে আমি ইংরাজি বিশ্ব-বিদ্যালয় দত্ত জ্ঞানকে প্রকৃত স্বীকার করি না—কারণ জ্ঞান ও বল knowledge and power are synonymous, এক অর্থ বাচক। প্রথমতঃ, যখন এখনকার বিশ্ব-বিদ্যালয় উত্তীর্ণ অধিকাংশ যুবক বা যুবতীরা স্বার্থহীন, চক্ষুহীন, পাকশক্তি হীন—মূর্খ তাঁহারা কখনও জ্ঞানী হইতে পারেন না। কারণ জ্ঞানী হইলে কি আপনার শরীর রক্ষা করিতে জানিতেন না? দ্বিতীয়তঃ যখন এখনকার যুবক যুবতীরা বড় বড় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও স্বাশ্রয় করিতে না পারিয়া, কেবল চাকরীর প্রার্থী হইয়া বেড়াইতেছেন, তখন কখনও তাহাদের জ্ঞানী বা বলী বলিতে পারি না। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে অবশ্য তাহাদের বল হইত, আত্ম মর্য্যাদা ও আত্ম নির্ভরতা আসিত; তাহা যখন না আসিয়া তাহারা কেবল চাকরীর অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর, তখন তাহাদের কি বলিয়া বলী অথবা জ্ঞানী বলিব? অতএব ইংরাজী-বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রাপ্ত উপাধি-ভূষিত ব্যক্তিকে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের আধার না করিয়া, আমাদের প্রাচ্য-জ্ঞানের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব। ঐ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বরকে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় আশ্রম কি হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন—অর্থাৎ তিনি গৃহাশ্রমী হইবেন, কি বানপ্রস্থী হইবেন, কি সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ঠিক করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

যথেচ্ছাচাররূপে করিবার নয়, শাস্ত্রমত নিজ শক্তি অনুভব করিয়া আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। এরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি কখন অর্থলোভী হইতে পারেন না—তিনি কেবল গুণসম্পন্না গৃহলক্ষ্মীরই অন্বেষণ করিবেন, তিনি কেবল রূপে বা বিলাশ বিভ্রমে মোহিত হইবেন না এবং বিবাহকে কামোপভোগের উপায় বলিয়া কখনও গ্রহণ করিবেন না। বিবাহের সঙ্গে তিনি কখনও অর্থ, বিলাস বা কাম সংযুক্ত করিতে পারিবেন না। তিনি স্ত্রীকে শ্রীর ন্যায় দর্শন ও পূজন করিবেন। যদি ভগবানের কৃপায় এই ঔষধ একবার কার্য্য করিতে পারে তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না—তখন আর বিবাহের পূর্ব্বে কখনও দর-দস্তুর দালালি আদি কিছুই থাকিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে সকলই ধ্যান করিবেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাপি" প্রকৃতভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও নিজের বা নিজের সন্তানের জন্য স্ত্রী অন্বেষণে বাহির হইয়া earn you must by fair means if you can কখন ভাবিতে পারিবেন না,—অর্থাৎ মুখে টাকা না চাহিয়া ভাবে প্রকারে টাকার বা আসবাবে লোভ না করিয়া কেবল ভাবিবেন বিবাহের উদ্দেশ্য—গৃহলক্ষ্মী সংগ্রহ অর্থাৎ মূর্ত্তিমতিদেবী আনিয়া গৃহের সমস্ত আধিব্যাধি নিবারণ করা। পত্নীকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপালিত পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাধান করিবেন। এবং অন্তে যাহাতে উভয়ে গোলোকে ভগবানের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে বাস করিতে পারেন, তদনুরূপ ধর্ম্মাচরণ করিবেন। ইহাই হিন্দুর গার্হস্থ-ধর্ম্ম ইহা বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

(২) এই দ্বিতীয় ঔষধ—সঞ্জীবকরণ। এখনকার ইংরাজী ঢংগের শিক্ষা প্রণালীকে আমি প্রকৃত শিক্ষা মনে করি না। উহা আধুনিক পুরুষ শিক্ষার অনুকরণ মাত্র; পুরুষ শিক্ষার দোষ ও গুণ সমস্তই আছে। আমি চাহি যাহাতে মেয়েরা আর্য্য ললনা রূপে শিক্ষিতা হইতে পারেন। সেই উপায়ের শিক্ষাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। আমাদের দেশে ঐ শিক্ষা কন্যাকালে আরম্ভ না হইয়া বিবাহের পর হইতেই আরম্ভ হয়। পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মচারীভাবে গুরু-গৃহে অবস্থান, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীগৃহে অবস্থান একই জিনিস—এই উভয় সংস্কারই এক বলিয়া শাস্ত্র গণ্য করিয়াছেন। তাহা বলিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোকের কোন শিক্ষা হইত না,—তাহা নহে; কন্যা অবস্থায় পিতামাতা প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কন্যার বিবাহের পরেই স্বামী তাঁহার শিক্ষা দাতা হইতেন। অতএব আমি এখন যে শিক্ষার কথা বলিতেছি, তাহা কন্যার শিক্ষা তত নয়, যত কন্যার মাতার, বা would be মাতার। এখনকার মাতারা কন্যার দশ বৎসর অতিক্রম হইতে না

হইতেই কন্যার বিবাহের জন্য পাগল হন। কেবল জাত গেল, ধর্ম্ম নষ্ট হইল, লোক সমাজে মুখ দেখান যায় না বলিয়া, নিজে অস্থির হন ও স্বামীকে পাগল করিয়া তুলেন। স্বামীও সমাজ-ভয়ে বা ধর্ম্ম-ভয়ে যতটা হউক বা না হউক গৃহিনীর ভয়ে গোরু খোঁজা করিয়া বর খুঁজিয়া বেড়ান—ফলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত যুবক বা কেরানী মহলের মধ্যে তাঁহার অগম্য স্থান থাকে না। তবে যেখানেই যান সেখানেই সেই বিভীষিকা—নগদ টাকা—পড়ার খরচ—সাহেব বাটীর ফার্নিচার। অনেক ঘুরিয়া যখন হালে পানি পায় না—তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে অজ্ঞান হন। আমরা বলি এখন আর এভাবে অজ্ঞান হইলে চলিবে না। এখন পিতাকে শিখিতে হইবে ও স্ত্রীকেও শিখাইতে হইবে যে, কন্যার বিবাহের বয়স বর্দ্ধিত করিলে কাহারও জাতি কুল নষ্ট হয় না, কন্যা বড় হইয়া রজোদর্শনের পর বিবাহ হইলে কন্যা কর্ত্তার দানে অধিকার থাকে না মাত্র ; তখন কন্যা স্বয়ং সাদৃশ স্বামী করিতে পারেন। অতএব এ বিধির দ্বারা কন্যা কর্ত্তারও কোন লোকসানই নাই, বরং তিনি কন্যা দায় হইতে অব্যাহতি পান। তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য যতদিন কন্যার বিবাহ না হয়, ততদিন তাহাকে শিক্ষা দেওয়া এবং যতদিন ভাল বর না পান ততদিন তাহাকে অবিবাহিত অবস্থাতেই রাখা, যদি উপযুক্ত বর না পাওয়া যায় তাহা হইলে কন্যার পক্ষে চির কৌমার্য্য-ব্রত শ্রেয়ঃ তবু কখনও অপাত্রে কন্যা দান উচিত নয়।

যখন এই শিক্ষা সমাজে বদ্ধমূল হইবে তখন আর মেয়ের বাপকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। বরের ব্রহ্মচর্য্য বা বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলেই তখন তাহাকে কন্যার সন্ধান করিতে হইবে, উপযুক্ত পাত্রীর জন্য তাহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে ; কারণ তাহাকেও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে ; এবং স্ত্রী বিনা গৃহস্থাশ্রম হয় না—যিনি দেবসেবা করিতে চান, যিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে চান, যিনি অতিথি সেবা করিতে চান, যিনি গোসেবা করিতে চান, যিনি নিজে ভোজন করিতে ও পরিজনকে সুখে ভোজন করাইতে চান তাহার স্ত্রী না হইলে হইবে না। যিনি আপনার বংশ রক্ষা করিতে চান তাহারও স্ত্রী বিনা চলিবে না—যিনি স্বধর্ম্মের উন্নতি করিতে চান অর্থাৎ পূর্ণ মানব হইতে চান তাহারও স্ত্রী ভিন্ন চলিবে না—এই জন্যই স্ত্রীর নাম অর্দ্ধাঙ্গিনী। যাঁহার প্রয়োজন এত বেশী আমরা তাঁহাকে কেন এত মর্য্যাদা হীনা করিয়াছি! সে জাতির বিবাহের জন্য তাঁহার পিতা কেন এত লালায়িত ? তিনিই বা কেন পিতৃদায় উদ্ধার অর্থে আপন জীবন বিসর্জ্জন করিবেন ? ইহা কেবল অবিবেচনা ও অশিক্ষার বা সমাজদেহের জীবনীশক্তি হ্রাসের ফল। অতএব বলি এই অশিক্ষাকে দূর করিয়া স্ত্রীশিক্ষা রূপ সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বর ও বরকর্ত্তার বিপর্য্যয়

মূলক ব্যাধির দূর করা হউক! বর ও বরকর্ত্তারা বুঝুন তাঁহারাও যেমন ২ বৎসর অপেক্ষা করিতে পারেন। কন্যা কর্ত্তাদেরও সেরূপ শক্তি আছে—বরং স্ত্রীর পক্ষে চির কৌমার্য্য অবলম্বন অতি সহজ, তাঁহারা ঐ ভাবে সমাজকে কলুষিত না করিয়া বরং সমাজের অশেষ উপকার করিতে পারেন।

(গ) তৃতীয় ঔষধ—অস্ত্রোপচার। শিক্ষা প্রভাবে মিথ্যা ধর্ম্মলোপ ভয় দূর হইলে—তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের কুমারী কাল বাড়িলে, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষানুশীলন করিতে পারিবেন এবং কেহ লীলাবতী, কেহ খনা, কেহ দময়ন্তী, কেহ রুক্মিণী, কেহ সুভদ্রা কেহ বা দ্রৌপদীর আদর্শে আপনাদেরে গঠিত করিয়া আপনাদের উপযুক্ত পতিদের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। যদি ইহার দ্বারা সমাজের চৈতন্য উদয় না হয়, তাহার শেষ ফল বিষম হইবে সন্দেহ নাই ; কারণ ভগবানের রাজ্য কখনও কোন অন্যায় অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে পাপাচরণ করিয়া কেহ বেশিদিন বিনা দণ্ডে কালাতিপাত করিতে না। সমাজ আপনা হইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে, পাশ্চাত্য বিদ্যার অভিমানের ফলস্বরূপ "পাঁটা বিক্রয়" প্রথা অচিরে সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে, যেহেতু ক্রেতা বা বিক্রেতা মিলিবে না। আমি ইহাকেই অস্ত্রোপচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—ইহা বাঞ্ছনীয় না হইলেও দুর্বুদ্ধিতার অবশ্যম্ভাবী ফল। হিন্দু সমাজে যে স্ত্রীকে বিদ্যারূপিনী পাইয়া পুরুষ আপনাকে সম্পূর্ণ জ্ঞান করিত, সেই সমাজে যদি স্ত্রী জাতির সুশিক্ষার প্রভাবে কদাচার দ্বারা ধ্বংসের দিকে উপনীত করে, তাহাকে সমাজের প্রতি অস্ত্রোপচার ব্যতীত আর কি বলা যায় ? অতএব ইহা সকলেরই বিবেচ্য, এখন আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য, যাহাতে এই অবস্থায় না পৌঁছিয়া আমারা ঔষধের বহিঃ বা অন্তঃ প্রয়োগ দ্বারা রোগের উপশম করিতে পারি। এজন্য সকলকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। নিজেদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, পরপ্রত্যাশী হইলে হইবে না, এবং উক্ত ভাবে অস্ত্রোপচার করিয়া হিন্দুর চিরকালের জন্য সর্ব্বনাশ করিতে দেওয়া হইবে না। যাহারা অর্থলোভে বৈবাহিক সম্বন্ধকে ব্যবসা মধ্যে গণ্য করেন, এবং বরকে পণ্য দ্রবের ন্যায় বাজারের সামগ্রীর ন্যায় বিক্রয় করিতে চান, তাহাদের সহিত অন্য প্রকৃতিক লোকের সমাজ সম্বন্ধই ত্যাগ করা উচিত। যদি কায়স্থ সমাজ আপনাকে প্রকৃত সমাজে পরিণত করিতে চান তাহা হইলে ঐ সমাজের মধ্যে সকলের বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক (১) মেয়ের বিবাহে কখনও পণ দিব না, (২) যে বর বা বরকর্ত্তা পণ চাহিবেনকখনও তাহাদের সহিত ঐ সম্বন্ধ স্থাপন করিব না, (৩) যাহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে পণ

চাহিবেন তাহাদের নাম কায়স্থ সভায় পাঠাইয়া দিব। (৪) এবং যাহাতে তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতি একটী বিশেষ তালিকা ভুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। উক্ত ভদ্রলোকদের বাড়ীতে কোন বৈবাহিক সংক্রান্ত ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে উপস্থিত হইব না।

উপরোক্ত নিয়মগুলি সংকোচমূলক হইলেও বাধ্যতা জনিত হওয়ায় কোন দোষের হইবে না—কারণ ইহা ছাড়া অন্যপথ আর কি আছে, ঐরূপ করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ব্যবস্থার অস্ত্রাচার হইতে ইহা অল্প অনিষ্টকর।

শ্রীধনকৃষ্ণদেব বিশ্বাস, বি-এল্।

শ্যামা ও শ্যাম।

(১)

তুমি মম মাতা শ্যামা, তুমি বিভু শ্যাম।
যবে চিত্ত বাঞ্ছাভরা "আমি" "মম" করি মোরা—
বৃত্তি প্রবৃত্তির খেলা ছোটে অবিরাম,
সু ও কু বাসনা হ'তে দেব দৈত্য জন্মি চিতে
যুদ্ধ করি চিত্তভূমি করে মা! শ্মশান,
যখন যে ভক্তিভরে পূজে, তারে লয়ে ক্রোড়ে
অসি হানি দৈত্য নাশি কর তারে ত্রাণ,
লভি তব বরাভয় যায় স্বর্গধাম;
তখন জননি! শ্যামা, নহ তুমি শ্যাম।

(২)

ক্ষিতি-জল-বহ্নি-বায়ু-ব্যোম—পঞ্চভূত,
তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ-বুদ্ধি-অহং-মন—
প্রকৃতি-বিকৃতি তব—তরঙ্গ অদ্ভুত,
জীবভূত সনাতন তব বশীভূত রন
নাচাও যবে, মা, সবে শ্যামা নাম ধরি।
স্বরূপেতে সর্ব্বঠাঁই, কোন স্থানে ফাঁক নাই,
অবিকৃত তুমি শ্যাম—অচ্যুত শ্রীহরি।
বিভূতি বিকাশ কভু, কভু আত্মারাম—
কভু নৃত্যময়ী শ্যামা, কভু স্থির শ্যাম।

(৩)

চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বময়ী হ'লে, শ্যামা নাম।
জীবত্ব নাশিয়া ভবে তত্ত্বাতীত কর যবে
জ্ঞানানন্দময়ী তুমি কহে তোরে শ্যাম।
যে যাচে মা! মোক্ষধাম নাশি তার সর্ব্ব কাম
শ্মশানে অমৃত ঢালি কর শান্তি দান,
অহঙ্কার-মহাসুরে, রক্তবীজ-বাসনারে
হৃদি হ'তে শিরশ্ছেদি কর রক্ত পান,
লভে সে জনমহীন অমৃত বিশ্রাম,
সে নিরখে সুধাভরা তব রূপ শ্যাম।

(৪)

নিবৃত্তির বংশীধ্বনি হইলে নিষ্কাম
প্রেমে মাতি শুনে জীব, তুমিও কাটিয়া জিভ্
চরণদলিত জীবে দেখি আত্মারাম
আর নৃত্য নাহি কর, অসি ছাড়ি বাঁশী ধর,
শিবময় শ্যামরূপ কর মা! ধারণ—
মধুর মোহন সাজ, রসভরা রসরাজ,
যাঁর বংশী করে ভববন্ধন মোচন।
শ্যামা ভজি সেই পায় দরশন শ্যাম—
চিরতরে লভে জীব সাধের বিশ্রাম।

(৫)

বড় ব্যথা পেতেছি মা ! ভস্ম কর কাম,
চাহি না মা ! স্বর্গ-সুখ ক্ষীণেপুণ্যে পুনঃ দুঃখ,
ভবে যাতায়াত পুনঃ কর মা ! বিরাম।
পাপপুণ্য ধৌত করি একবার ক্রোড়ে করি
মুক্ত কর পাঞ্চভৌত দেহের বন্ধন।
যেন, তারা, বারবার নাচিতে না হয় আর
জন্ম-জরা-মৃত্যু-পথে সংসারে কখন।
হও শ্যামা, বংশীধারী মম স্বামী শ্যাম !
মিশি আমি জ্ঞানানন্দে হই আত্মারাম।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল্।

সমরোন্মুখ কায়স্থ।

(১)

নির্জ্জীব এ বঙ্গদেশে, সত্যই কি বীরবেশে,
লইয়া বন্দুক বর্ষা লইয়া কৃপাণ,
বঙ্গীয় কায়স্থ আজি রণে আগুয়ান ?
সত্যই কি ক্ষাত্র ধর্ম্মে, বীরোচিত পুণ্য কর্ম্মে,
কায়স্থ সন্তান সবে হ'লো আস্থাবান ?
বুঝিল কি এতদিনে, কভু ক্ষত্র ধর্ম্ম বিনে,
জাতীয় জীবনে তার নাহিক সম্মান ;
নাহিক উত্থান, বিনা বন্দুক কামান।

(২)

যুগ বর্ষ বহুপরে, জীবনের এই তীরে,
দেখিলাম বীরবেশে কায়স্থ সন্তান।
দেখিব কি অসিকরে, সম্রাটের হিত তরে
সাধিয়া জীবন ব্রত করি প্রাণ দান—
গৌরবে মণ্ডিত হ'য়ে, রণক্ষেত্রে র'তে শুয়ে
যশের দ্যুতিতে সদা হ'য়ে জ্যোতিষ্মান,
বঙ্গদেশবাসী এই কায়স্থ সন্তান।

(৩)

পুস্তকে পড়েছি যাহা, চোখে কি দেখিব তাহা,
দেখিব কি "জহরের" পুনঃ উদযাপন ?
দেখিব কি মহাসুখে, মৃত পতি লয়ে বুকে
আর্য্য রমণীর প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন ?
সে পুণ্য মাহেন্দ্রযোগ, করিব কি উপভোগ
মর্ত্ত্যভূমে দেখিব কি স্বর্গের স্বপন,
জুড়াইতে দগ্ধদেহ—দগ্ধ প্রাণ মন।

(৪)

ভুলি মুহূর্ত্তের তরে, হিংসা-দ্বেষ পরস্পরে,
সাধগে এমহামন্ত্র—জাতীয় কল্যাণ ;
পুণ্যময় এই দিন, শুভ ইহা সর্ব্বাঙ্গীন
রয়েছে সম্মুখে তব পরীক্ষা মহান্।
ভুলিওনা গত কথা, ভুলোনা প্রাণের ব্যথা,
অতীত মহত্ব আর জাতীয় সম্মান,
ভুলোনা কোথায় ছিল তোমাদের স্থান।

(৫)

একদিন এমনি সুখে, উৎসাহ উদ্যম মুখে
হয়েছিল অগ্রসর পূর্ব্ববত্তীগণ
মুকুন্দ কেদার রায়, সীতারাম প্রতাপরায়,
অসিমুখে মহাশক্তি করি উদ্দীপন
এজাতি করিতে ধন্য, আত্মবলি মহাপুণ্য
করিয়াছে একদিন সুখে সম্পাদন।
ভুলোনা তোমরা সবে, সেই বংশোদ্ভব এবে,
সে দীপের ক্ষুদ্র দীপ—প্রদীপ্ত কিরণ,
রত্নপ্রসূ সে খনির কষিত কাঞ্চন।

(৬)

অতীতের স্মৃতি চিহ্ন, করিও না কভু ছিন্ন,
"রাজবল্লভ" "রাজ-জাতি" তোমরা সকল।
অর্দ্ধেক ভারতখানি, তোমাদেরই ছিল ভূমি,
সহস্র বৎসরেও ছিল অচল অটল।
কালের করালবায়, গেছে সেই চিহ্ন হায়!
নিবিয়া গিয়াছে সেই প্রদীপ্ত অনল।
তথাপি সে ভস্মরাশি, তোমাদেই দেহে মিশি
জাতীয় জীবনে হবে সমুজ্জ্বল,
দেহে দিবে বল, প্রাণে উৎসাহ প্রোজ্জ্বল!

(৭)

উৎসাহে উদ্যমে পূর্ণ, হইয়া হওহে ধন্য
সাধগে রাজার হিত, বীরের মতন।
আমরা মৃতের মত, জীবন করেছি গত,
রোগে শোকে বক্ষ এবে করিছে দহন।
তাই জীবন সন্ধ্যার, বেশীদিন নাহি আর
অলস, অসার মম দুর্ব্বহ জীবন,
অক্ষম অসক্ত হায়! করিতে বোধন।

(৮)

সমবেত প্রাণ মনে, সমবেত ধ্যান জ্ঞানে,
ভিন্নভাব ভেদাভেদ করি বিসর্জ্জন—
সমশোকে সম দুঃখে, এস সবে দগ্ধ বুকে
এক মহামন্ত্র এবে করিতে গ্রহণ।
ভীরু বঙ্গবাসী বলি, ছিল যে কলঙ্ক কালি,
মুছিবে সে মসি, কর প্রতিজ্ঞা ভীষণ;
এ জাতিতে নাহি ছিল ভীরু কদাচন।

(৯)

জন্ম মৃত্যু এ সংসারে, আছে স্থির চিরতরে,
'জন্মিলে মরিতে হ'বে' বিধির বিধান।
জীবের অনন্ত গতি, নাহি শেষ পরিণতি,
মনে রেখো এইসার তত্ত্ব সুমহান্।
সম্মুখ সমরে যার, দেহ হয় চুরমার,
অন্তিমে সে লভে স্বর্গ—নন্দন কানন,
ইহলোকে লভে যশ কীর্ত্তি অতুলন।

(১০)

তাই ডাকি তোমা সবে, উঠ হুহুঙ্কার রবে,
লও বর্ষা, তূণ, তীর, অসি তীক্ষ্ণধার!
ডাকেন সম্রাট এবে, মজ রণ রঙ্গে সবে,
ভুলে যাও পত্নী, পুত্র, কন্যা আপনার।
সঙ্গীন বন্দুকে ধরি, খোল তীক্ষ্ণ তরবারি,
মার কিম্বা মর কর ব্রত সাধনার,
ঘুচাও দুর্ভাগ্য অহো অভাগিনী মার।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

সান্ত্বনা।

(১)

বলিও না মৃত তাঁরে—মৃত্যু কি গো তাঁর?
কে তবে নশ্বর ভবে অমর হইয়া রবে?
কীর্ত্তি রথে সুর-পাশে স্থিতি তবে কার?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে প্রতিভা যাঁহার।
সাহিত্যে, ব্যবসাক্ষেত্রে রাজকর্ম্ম ন্যায়-নেত্রে
দীক্ষা শিক্ষা সর্ব্বদিকে হইল বিস্তার।
বলিও না মৃত তাঁরে; মৃত্যু কোথা' তাঁর?

(৬)

অতীতের স্মৃতি চিহ্ন, করিও না কভু ছিন্ন,
"রাজবল্লভ" "রাজ-জাতি" তোমরা সকল।
অর্দ্ধেক ভারতখানি, তোমাদেরই ছিল ভূমি,
সহস্র বৎসরেও ছিল অচল অটল।
কালের করালবায়, গেছে সেই চিক্ হায়!
নিবিয়া গিয়াছে সেই প্রদীপ্ত অনল।
তথাপি সে ভস্মরাশি, তোমাদেই দেহে মিশি
জাতীয় জীবনে হবে সমুজ্জ্বল,
দেহে দিবে বল, প্রাণে উৎসাহ প্রোজ্জ্বল।

(৭)

উৎসাহে উদ্যমে পূর্ণ, হইয়া হওহে ধন্য
সাধগে রাজার হিত, বীরের মতন।
আমরা মৃতের মত, জীবন করেছি গত,
রোগে শোকে বক্ষ এবে করিছে দহন।
তাই জীবন সন্ধ্যায়, বেশীদিন নাহি আর
আলস, অসার মম দুর্ব্বহ জীবন,
অক্ষম অসক্ত হায়! করিতে বোধন।

(৮)

সমবেত প্রাণ মনে, সমবেত ধ্যান জ্ঞানে,
ভিন্নভাব ভেদাভেদ করি বিসর্জ্জন—
সমশোকে সম দুঃখে, এস সবে দগ্ধ বুকে
এক মহামন্ত্র এবে করিতে গ্রহণ।
ভীরু বঙ্গবাসী বলি, ছিল যে কলঙ্ক কালি,
মুছিবে সে মসি, কর প্রতিজ্ঞা ভীষণ;
এ জাতিতে নাহি ছিল ভীরু কদাচন।

(৯)

জন্ম মৃত্যু এ সংসারে, আছে স্থির চিরতরে,
'জন্মিলে মরিতে হ'বে' বিধির বিধান।
জীবের অনন্ত গতি, নাহি শেষ পরিণতি,
মনে রেখো এইসার তত্ত্ব সুমহান্।
সম্মুখ সমরে যার, দেহ হয় চুরমার,
অন্তিমে সে লভে স্বর্গ—নন্দন কানন,
ইহলোকে লভে যশ কীর্ত্তি অতুলন।

(১০)

তাই ডাকি তোমা সবে, উঠ হুহুঙ্কার রবে,
লও বর্ষা, তূণ, তীর, অসি তীক্ষ্ণধার।
ডাকেন সম্রাট এবে, মজ রণ রঙ্গে সবে,
ভুলে যাও পত্নী, পুত্র, কন্যা আপনার।
সঙ্গীন বন্দুকে ধরি, খোল তীক্ষ্ণ তরবারি,
মার কিম্বা মর কর ব্রত সাধনার,
ঘুচাও দুর্ভাগ্য অহো অভাগিনী মার।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবন্ধ্য।

সান্ত্বনা।

(১)

বলিও না মৃত তাঁরে—মৃত্যু কি গো তাঁর?
কে তবে নশ্বর ভবে অমর হইয়া রবে?
কীর্ত্তি রথে সুর-পাশে স্থিতি তবে কার?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে প্রতিভা যাঁহার।
সাহিত্যে, ব্যবসাক্ষেত্রে রাজকর্ম্ম ন্যায়-নেত্রে
দীক্ষা শিক্ষা সর্ব্বদিকে হইল বিস্তার।
বলিও না মৃত তাঁরে; মৃত্যু কোথা' তাঁর?

(২)

মাতা-পিতাহীন তবু প্রতিভা যাঁহার
(বদিও বঞ্চিত স্নেহে পীড়িত ক্লিষ্ট দেহে)
করিল শিক্ষক প্রাণে স্নেহের সঞ্চার।
প্রবেশিকা, একে, বি-এ সর্ব্ব উচ্চ স্থান পেয়ে
অর্থশাস্ত্রে 'ডফ বৃত্তি' এ-দেশে অনার
(বি-এর মাসান্তে) লভি, উন্নতির পার—
"প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি" লাভ যাঁর।

(৩)

শিক্ষালব্ধ ফলরূপ মধুর স্বভাবে,
বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বলে হইলা ব্যবসা স্থলে
ব্যবহারজীবশ্রেষ্ঠ আপন প্রভাবে।
রাঢ়ী বঙ্গজের সনে বৈবাহিক সম্মিলনে
সামাজিক সংস্কার, দৃষ্টান্ত যাঁহার
ভারতে বিদিত সর্ব্ব কায়স্থ কুমার,
একশ্রেণী সম ভোজ—পরিণতি তার।

(৪)

দেশ ও সমাজ সেবা ছিল না কেবল
প্রতি সৎ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল মনঃ প্রাণে
পরিষদ সাহিত্যের, ধরম-মণ্ডল.
বিশেষ উদ্যমে তাঁর লভেছেন উপকার
"উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য ভ্রমণ কাহিনী"
"বিদ্যাপতি" "উমিচাঁদ" যাঁহার লেখনী
প্রসূত তিনি কি মৃত? নহেত কখনি।

(৫)

মৃত বাক্যে ব্যথা প্রাণে দিও না গো আর,
যিনি সদা সত্যনিষ্ঠ, সাধিতে মহান ইষ্ট
বিধিভ্রষ্ট জাতি-দ্বেষ হীন অবিচার
হেলায় দলিত করি ভায় সত্য ধ্বজা ধরি
স্বজাতি গৌরব পুনঃ করিতে উদ্ধার
অদম্য উদ্যম প্রাণে স্বার্থ-ধন বিসর্জ্জনে
উষালোক প্রতি প্রাণে করিলা সঞ্চার
সে অমরে মৃত তুমি বলিও না আর।

(৬)

বলিও না বলিও না অমৃতে মগ্ন।
বিচারের উচ্চাসনে বসিয়া একান্ত মনে
স্বাধীন নির্ভীক যাঁর ন্যায়ের আদর,
উপাধি ভূষিত হ'তে বাসনা ছিলনা চিতে
সে স্বার্থে কি রাজভয়ে ন্যায়দণ্ড যাঁর
হেলিত না কোন দিকে, আছে কি তাঁহার
সে অমৃতময় দেহে মৃত্যু অধিকার।

(৭)

শোক বেশ নাশি এবে মুছিয়া নয়ন
স্মৃতির নয়নে স্মরি দেখ গঙ্গা স্নেহ করি
উঠিছেন ঊর্দ্ধে, ক্রোড়ে "সারদাচরণ"
জড়োপাধি ভস্ম-দেহ জাহ্নবী করিয়া স্নেহ
দ্রবময়ী রূপে নিজে করিয়া ধারণ,
স্বরূপে করেন দেবী ঊর্দ্ধে উত্তরণ
উজ্জ্বল চৈতন্য দেহী ক্রোড়স্থ নন্দন।

(৮)

গুণগ্রাহী "সারদার" দেহের সুবাসে
সুস্নিগ্ধ আমোদিত দিক গুণগায় অলি, পিক
গুণস্নিগ্ধ বর্ত্তাপ্রাণে সুধারাশি ভাসে!
গুণের সৌরভে তাঁর উন্মুক্ত স্বরগ দ্বার
পুণ্যপূত দিব্য আলো পশিল মরতে—
হইল অমৃত বৃষ্টি এ পাপ-জগতে!
উৎফুল্ল দেবতাবৃন্দ তাঁহাকে লভিতে।

(৯)

বিশুদ্ধ ভাস্বর দেহ দেবগণ সনে
সমাগত ধর্ম্মরাজ সমস্ত্রমে লইতে আজ
চিন্ময় সূক্ষ্মদেহী "সারদাচরণ"!
ধরম কহিলা বাণী— এস হেথা বাছমণি,
মাতৃক্রোড় হতে স্বর্গে করহ প্রবেশ,
সুখশান্তিময় রাজ্য নাহি দুঃখলেশ
শোক তাপ নাহি হেথা' নাহি রাগ-দ্বেষ"

(১০)

"ধর্ম্মাধিকরণে বসি মহাত্মা যে জন
পাত্র মিত্র তাবি সম ন্যায় ধর্ম্মে অনুক্ষম
সুবিচার রাজবিধি করে প্রবর্ত্তন
ভয়ে বা স্বার্থের তরে ন্যায়ে না দলিত করে,
পতিতে উদ্ধার করে, আশ্রিতে পালন
সত্যের সম্মান করে যেই মহাজন

(১১)

"জাতি দেশ সেবা করে ধর্ম্মের পালন,
পীড়িত যে অত্যাচারে তাহারে যে রক্ষা করে,
স্বজাতি উন্নতি যিনি করেন সাধন,
সমাজ কুরীতি নীতি দলি যিনি মহামতি
সাধুপথে সদা তারে করেন চালন,
তাঁর তরে, দেখ, বৎস! এই দিব্যাসন—
শান্তিময় দিব্যালোকে দেবের সৃজন!"

(১২)

স্থূল দেহ পরিহরি হইয়া অমর
মর্ত্ত্য হ'তে যত জন করেছেন আগমন
আহ্বান করেন তাঁরা, হও অগ্রসর,
এ আসনে সমাসীন হও বৎস পাপহীন।"
স্বরূপে দুন্দুভি বাদ্য শুনিলা তখন,
অম্লান কুসুমরাশি হইল বর্ষন
মর্ত্ত্যের সারদা স্বর্গে লভিলে আসন!

(১৩)

ভারতের অশ্রুজল হেরিয়া জাহ্নবী
সম্বোধি কহিলা সবে :— "কত জন আছে ভবে
যম নীরে মুক্ত দেহ ধরি যশশ্ছবি
গুণরূপে প্রতি দেহে, এত দয়া এত স্নেহে
প্রবেশি হৃদয়ে যিনি লভেছে' আসন;
কে জাগায় প্রতি প্রাণে নিজ দৃঢ়পণ?
কত জন করে প্রাণে অমৃত বর্ষণ?

(১৪)

"অমরে ভাবিয়া মৃত কাঁদিও না আর,
জড়োপাধি হয়ে মুক্ত ভাবময় গুণযুক্ত
শ্রীমূরতি "সারদার" অনন্তে প্রসার!
যেমন উজ্জ্বল রবি প্রতি প্রাণে সেই ছবি
রাখিয়া করহ নিজ জীবন গঠন,
কৃতজ্ঞতা ঋণ শোধ হইবে তখন,
তোমাতে রহিবে তাঁর অমৃত জীবন।

(১৫)

"শোকের প্রবল বেগ হয়েছে দমন,
করি আত্ম-সম্বরণ স্মরি তাঁর দৃঢ়পণ
তাঁর ভাব গুণরাশি করিয়া গ্রহণ
উঠি তাঁর দিব্য রথে সেই নেমি-চিহ্নপথে
উৎসাহে অটল ভাবে করহ গমন!
তোমার ক্ষত্রিয় তেজ ফুটিবে তখন!
সে অমরে মৃত বাক্য বল'না কখন।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল্।

বিবাহ পদ্ধতি।

কুশণ্ডিকা।

(২২৫ পৃষ্ঠার পর)

তৎপরে পূর্ব্ব সংগৃহীত পবিত্র ছেদন। কুশদ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ কুশচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রোক্ষণী পাত্রে দিয়া তাহাতে প্রণীতাজল প্রদান করত বামহস্ত-তলে প্রোক্ষণীপাত্র লইবে। কতিপয়ে প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণী পাত্র ও অন্যান্য পাত্র সংপ্রোক্ষণ করত

প্রণীতাদক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে এবং আত্ম সম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বসাদিত আজ্য তাহাতে দিয়া চতুর্থ চরুস্থালীতে প্রণীতা জল দিবে এবং যোগ চরুতে আসাদিত তণ্ডুল দিয়া অগ্নির দক্ষিণে আজ্য রাখিবে। পরে পর্য্যগ্নি করণার্থ জলদগ্নি লইয়া ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে চরু ত্রিপরিবেষ্টন পূর্ব্বক, সেই অগ্নি পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বসাদিত স্রুব লইয়া অধোমুখ ভাবে অগ্নিতে উত্তপ্ত করত সম্মার্জ্জন কুশদ্বারা তদুত্তরে আসাদিত চরুমূল হইতে অগ্র, পুনরায় অগ্র হইতে মূল যাবৎ সম্মার্জ্জন কুশ পরিত্যাগ করিবে। পরে প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় স্রুব প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীর উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে আত্ম সম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন ও তদুত্তরে অবতারণ করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিদুত্তোলনরূপ আজ্য উৎপবন ও দর্শন করিবে। প্রোক্ষণী জল ও পবিত্র তাহাতে রাখিয়া উপযমন কুশ বামহস্তে লইয়া গাত্রোত্থান করত পূর্ব্ব সংগৃহীত তিনটী সমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। পরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রোক্ষণী পাত্রস্থ সপবিত্র জল লইয়া তদ্দ্বারা ঈশান হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সম্মুখীকরণ করিতে হয় যথা—

"ওঁ এষোহি দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ স গর্ভেঽন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।

তদনন্তরে প্রণীতায় পবিত্র রাখিয়া সংস্রবার্থ প্রোক্ষণী পাত্র অগ্নির উত্তরে সংস্থাপন করিবে। পরে যজমান অথারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব লইয়া আজ্যদ্বারা আজ্য ভাগ ও আজ্যভাগ হোম করিবেন। যথা

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। এই বলিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে তূষ্ণীভাবে হোম করিবে। হোমান্তে স্রুবলগ্ন হবিঃ শেষ প্রাপনার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে—

ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদ মিন্দ্রায়।

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে।

ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।

এই বলিয়া আহুতি দিবে। তৎপরে প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। নিম্নলিখিত দশটী মন্ত্রে আজ্যদ্বারা ব্রাহ্মকহোম করিবে। যথা—

ওঁ ঋতাষাড় ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বঃ সন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদমৃতাষাহে ঋতধাম্নেঽগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায়।১

ওঁ ঋতাষাড় ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বঃ তস্যাপ্সরস ইড়োনাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমৃতাষাহেঽপ্সরোভ্য ইড়াভ্যঃ ॥২

ওঁ সংহিতো বিশ্বসমো সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম-ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদং সংহিতায় বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায়।৩

ওঁ সংহিতো বিশ্ব সামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ তস্য মরিচয়োঽপ্সরসঃ আয়ুবো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্য আয়ুর্ভ্যঃ ॥৪

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদং সুষুম্নায় সূর্য্যরশ্ময়েচন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায়।৫

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ। তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরোভেকুরয়োনাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং নক্ষত্রেভ্যোঽপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ ॥৬

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচস বাতায় গন্ধর্ব্বায়।৭

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ তস্যাপ্সরস উর্জ্জোনামতাভ্যঃ স্বাহা। ইদমিষিরেঽপ্সরোভ্য উর্জ্জেভ্যঃ ॥৮

ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদং ভুজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায় ॥৯

ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ। তস্য দক্ষিণা অপ্সরসস্তারানামতাভ্যঃ স্বাহা। ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যস্তারাভ্যঃ ॥১০

ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনোগন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট। ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে মনসোগন্ধর্ব্বায় ॥১১

ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ তস্য ঋক্ সামান্যপ্সরস ত্রষ্টরোনাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমৃক সামভ্যোঽপ্সরোভ্য ত্রষ্টিভ্যঃ ॥১২

তৎপরে নিম্ন মন্ত্র দ্বারা জয়াহোম করিবে।—

ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা, ইদং চিত্তয়ে। ওঁ চিত্তাশ্চ স্বাহা, ইদং চিত্তৈভ্য। ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা, ইদমাকূতয়ে॥ ওঁ আহূতশ্চ স্বাহা, ইদমাহূতয়ে॥ ওঁ আহূতিশ্চ স্বাহা, ইদমাহূতৈ॥ ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা, ইদং বিজ্ঞাতায়॥ ওঁ মনশ্চ স্বাহা, ইদং মনসে॥ ওঁ শক্বরীশ্চ স্বাহা, ইদং শক্বরীভ্যৈ। ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা, ইদং দর্শায়॥ ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা, ইদং পৌর্ণমাসায়। ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা, ইদং বৃহতে॥ ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা, ইদং

রধস্তরায় ॥ ওঁ প্রজাপতির্জ্জয়া নিদ্রায় বৃষ্ণে গ্রামচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যো বভূব স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে জন্যানামধিপতয়ে ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহে অষ্টাদশ আহুতি দিবে।

অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামা শিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেব হূতাং স্বাহা, ইদমগ্নয়ে ভূতানামাধিপতয়ে।১

ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামাধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামা শিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেব হূতাং স্বাহা। ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে।২

ওঁ যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং যমায় পৃথিব্যা নাম অধিপতয়ে)।৩

ওঁ বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিরিত্যাদি। ইদং বায়বে অন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে।৪

ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিরিত্যাদি ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে।৫

ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিনিত্যাদি। ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে।৬

ওঁ বৃহস্পতি র্ব্রহ্মণোঽধিপতি রিত্যাদি। ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রাহ্মণোঽধিপতয়ে।৭

ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে।৮

ওঁ বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে।৯

ওঁ সমুদ্রঃ স্রোতনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং সমুদ্রায় স্রোতনামধিপতয়ে।১০

ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদমন্নায় সাম্রাজ্যনামধিপতয়ে।১১

ওঁ সোম ঔষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং সোমায় ঔষধীনামধিপতয়ে।১২

ওঁসবিতাপ্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং সবিত্রেপ্রসবানামধিপতয়ে।১৩

ওঁ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে।১৪

ওঁ ত্বষ্টা রূপানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং ত্বষ্টেরূপানামধিপতয়ে।১৫

ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং বিষ্ণুবে পর্ব্বতানামধিপতয়ে।১৬

ওঁ মরুতো গণানামধিপতয়ঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। ইদং মরুতোগণানামধিপতয়ে। ১৭

১৮। ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরাবরেতোভ্যস্তত্তা মহান্তে ইহ মামবন্তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামা শিষ্যমাং পুরধায় মস্মিন্ কর্ম্মণ্যাস্মিন্ দেবহূতাং স্বাহা—পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরাবরেভ্যস্তাতেভ্যস্ততো মহেভ্যঃ।

পরে জলস্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টীদ্বারা আহুতি দিবে। যথা—

ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্মেঽন্ত প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘন্নরোদাৎ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)॥

ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যঃ পন্থা জীবতা যমস্য পৌত্র মানন্দ মভিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা।

ওঁ স্বস্তি নোঽগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বা নিধেহ্যথা যদত্র যদস্যাং মহিদিবি জাতাং তন্নঃ সর্ব্বং দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা। (ইদং বৈবস্বতায়)।

ওঁ পরং মৃত্যোঽনুপরোহি পন্থা যস্তেঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণুতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষো নোত বীরান স্বাহা। (ইদং মৃত্যবে)

অনন্তর বধূর ভ্রাতা (অভাবে অন্যকেহ) শমীপত্র মিশ্রিত লাজ (খৈ) সূর্পে (কুলাতে) চতুর্ধা বিভাগ করত বর এবং কন্যার একত্র মিশ্রিত অঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব দ্বারা ঘৃতপ্লুতকরণ দিয়া একভাগ শমীপত্র মিশ্রিত লাজ কন্যাঞ্জলিতে দিয়া হোম করিবে পরে কন্যা উঠিয়া ঐ রূপে তিনবার শমীপত্র মিশ্রিত ঘৃতস্রুব দ্বারা লাজাঞ্জলি দিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে।

১। ওঁ আর্য্যমানংনু দেবং কন্যাগ্নিমযক্ষত স নোঽর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা। ইদমর্য্যমণে।

পাণিগ্রহণ।

পরে বর কন্যার সাম্মুখ হস্ত আপন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে।

ওঁ গৃভ্নামিতে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি র্মহ্যং ত্বা দুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি মা ত্বং মা ত্বমস্যমোঽহমস্মি ঋকত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবাহবহৈ সহরেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ বহূন্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সং প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদ শতম্।

অতঃপর বর অগ্নির উত্তরে দক্ষিণে পাদদ্বারা শিলাতে আরোহণ করিয়া পাঠ করিবে।

ওঁ আরোহেম মশ্মানে মশ্মেব ত্বং স্থিরাভব।
অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোঽহ বেবধেস্ব পৃতনায়ত ॥"

তনন্তর বর কন্যাকে শিলা উপরে উত্থাপিত করিয়া গাথা পাঠ করিবে।

ওঁ সরস্বতী প্রেদমব সুভগে বাজীনিবতি যাং ত্বাং বিশ্বস্য ভুতস্য প্রময়া মন্তগ্রভঃ। যস্যাং ভুতং সমভবদ্ যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামস্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ ॥

পরে বর বধুর সহিত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পাঠ করিবে।

"ওঁ তুভ্য মগ্রে পর্য্যবহৎ সুর্য্যো বহতু যা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়োদগ্রে প্রজয়াসহ ॥

তৎপরে বধুর ভ্রাতা ঘৃত স্রুব দিয়া বধুর অঞ্জলিতে লাজ দিবে এবং বধু নিম্ন মন্ত্রে উহা অগ্নিতে আহুতি দিবেন।

ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রুতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মেপতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।

অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে পানিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় হোম করিবে।

ওঁ ইমান লাজান বিপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধি করণং তব।
মমতুভ্যং চ সং বদনং তদগ্নিরন্বমন্যতামিয়ং স্বাহা।

পূর্ব্ব মন্ত্রে পাণিগ্রহণ শিলারোহণ এবং অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া হোম করিবেন ও মন্ত্রদ্বারা পাণিগ্রহণ শিলারোহণ এবং অগ্নিপ্রদক্ষিণ করত শূর্প (কুলা) কোণ যোগে লাজ ঢালিয়া হোম করিবে।

ওঁ ভগায়ে স্বাহা, ইদং ভগায়ে ॥

তৎপরে অন্বারম্ভ পূর্ব্বক ঘৃতদ্বারা প্রজাপত্য হোম করিবে।

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রাজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে যে সপ্তম মণ্ডল আছে, এক একটি মন্ত্রপাঠে তাহার এক একটি মণ্ডলে কন্যার দক্ষিণ পদক্রমে গমন করাইবে।

১। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু।
২। ওঁ দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু ॥

৩। ওঁ ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু।
৪। ওঁ চত্বারি ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু ॥
৫। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু।
৬। ওঁ ষড়্‌তুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু ॥
৭। ওঁ সখে সপ্তপদীভব মামনুব্রতাভব বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু ॥

পরে মিত্র হস্তস্থিত কলসীর জলদ্বারা বর নিম্ন মন্ত্রে বধুর অভিষেক করিবেন।

ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্। যোহিষ্টা ময়ো ভুব স্তা ন উর্জ্জেদধা তনঃ। মহে রণায় চক্ষুসে ॥ ওঁ যো নঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্যক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যা জায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণব, সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথস্বঃ।

উপরের মন্ত্রে বধুর মস্তকে জলের ছিটা দিবে। তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে বধুকে স্নান করাইবে।

ওঁ উচ্চক্ষুদ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদ শতম্ ॥

অনন্তর বর দক্ষিণহস্ত দ্বারা বধুর দক্ষিণ স্কন্ধ বেষ্টন পূর্ব্বক হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্র করিবেন।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মমচিত্তমনু চিত্তন্তেঽস্তু।
মম বাচমেক মনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বানিযুনক্তু মহ্যম্ ॥

অতঃপর নিম্ন মন্ত্রে বধুকে অভিমন্ত্রিত করিবে।

ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধুরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্য মস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তাং বিপরেতন ॥

অনন্তর অগ্নির উত্তরে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া লোহিত চর্ম্মোপরি কন্যাকে উপবেশন করাইবে এবং বরও তথায় উপবেশ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্তিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ।
ইহ সহস্র দক্ষিণোযজ্ঞ ইহপূষা নিষীদতু ॥

তৎপরে বর "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ॥ মন্ত্রে স্বিষ্টি কৃদ্ধোম করিয়া অন্ন পূর্ব্বক কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বাং পশ্যামি ধ্রুবৈধি প্যোষ্যাময়িমহ্যম্।
ত্বাদাদ্বহস্মতির্ম্ময়া পত্যা প্রজাপতী সংজীব শরদঃ শতম্॥

বধু ধ্রুব নক্ষত্র না দেখিলেও "পশ্যামি" অর্থাৎ দেখিলাম বলিবেন। দিবাতে হইলে সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রিকালে ধ্রুব দেখাইতে হয়।

তৎপরে চতুর্থী হোম করিতে হইবে। প্রথমতঃ "শিখিনামা" অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

তৎপরে চতুর্থী হোম করিবে। "ওঁ অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি" মন্ত্রে শিখিনামা অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

নিম্ন পাঁচটী মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে যথা—

১। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যৈপতঘ্নীতনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)

(কন্যাভিষেকার্থে প্রতিবারের আহুতি শেষ জলপাত্রে স্থাপন করিবে।)

২। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ প্রজাঘ্নী তনুস্তামস্যৈনাশায় স্বাহা। ইদং বায়বে॥

৩। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পশুঘ্নী তনুস্তামস্যৈনাশায় স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥

৪। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ গৃহঘ্নীতনুস্তামস্যৈনাশায় স্বাহা। ইদং চন্দ্রায়॥

৫। ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তানাথকাম উপধাবামি যাস্যৈযশোঘ্নীতনুস্তামস্যৈনাশায় স্বাহা। ইদং গন্ধর্ব্বায়॥

অনন্তর যথাবিধি চরুপাক করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে আহুতি শেষ জল দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে কন্যার অভিষেচন করিবে।

ওঁ যাতে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনুপরিঘ্নী তামেনাং করোমি সা বীর্য্যত্বং ময়া সহাসৌ "অসৌ"স্থলে সম্বোধনান্ত বধূর নাম বলিবে।

তৎপরে কন্যা স্থালীপাক প্রাশন (এখন আঘ্রাণ লওয়ার নিয়ম) করিলে বর বলিবেন।

"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ মন্দধাম্যস্থিভিঃ বস্থীনি মাংসৈর্ম্মাং সানিত্বচ ত্বচম্।

পরে কৃতপাক স্থালী হইতে চরু লইয়া—

"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে"। মন্ত্রে আহুতি দিয়া ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। তৎপর সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হয়। তদর্থে সঙ্কল্প করিয়া "বিধু" নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিবে যথা;

"ওঁ তন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবয়াসিমীষ্টাঃ॥ যজিষ্ঠে বহ্নি-তমঃ পশুচানো বিশ্বন্দেবান্ প্রমুমুগ্ধঃ সৎস্বাহা॥ ইদমগ্নি বরুণাভ্যাম্॥

ওঁ সত্বন্নোঽগ্নে রমোভবতি নোদিষ্ঠো অস্যাউষোব্যুষ্টৌ অবযক্ষর্ণো বরুণঞ্চর বানোব্রীহি মূষিকঃ মুহবনো ন ত্রধিস্বাহা। ইদমগ্নি বরুণাভ্যাম্॥

ওঁ আয়াশ্চাগ্নেঽস্যানভিস্বস্তিপাশ্চ সত্যামন্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহা-স্যয়ানো ধেহি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা ইদমগ্নেয়॥

ওঁ যে তে শতংবরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশাবিতা মহান্তস্তেভির্নোঽদ্য সবিতেতি বিষ্ণুবিশ্বে মুঞ্চন্তুমারুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা, ইদং বরুণয়ে॥

ওঁ বিষ্ণবে বিশ্বেভো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদ্ বাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথ বয়মাদিত্যব্রতে তবনৈসেসোদু দিতয়ে স্যামঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥

শ্রীতারকনাথ দেবর্ম্মা।

কালিদাস ও ভবভূতি।

বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতার-
মনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাদ্যম্।
অগোচরং নির্ম্মলমেকরূপং
নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ॥

ভারতবর্ষের দেবভাষার অতুলনীয় কবি কালিদাস এবং ভবভূতি সর্বজন পরিচিত ও সংস্কৃত ভাষাবিদ্ রসজ্ঞগণের নিতান্ত প্রিয়। কবিতা-কাননের এই কোকিলদ্বয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহার বিচার কে করিবে? কবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং নাটক রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ

করিয়াছেন ; কবি ভবভূতির রচিত কোন শ্রব্যকাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি,—তাহার অতুলনীয় কবিযশঃ, তৎপ্রণীত তিনখানি নাটকের উপরই স্থির রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, আদিরসের অবতারণায় এবং সুকোমল পদাবলীর সাহচর্য্যে মানব হৃদয়ের এবং বহিঃপ্রকৃতির সুকুমার ভাব কদম্ব এবং ললিত শোভা নিচয়ের বর্ণনায় বাণীর বরপুত্র কালিদাস সিদ্ধ-হস্ত, আর বীর এবং করুণারসধারার অনর্গল সৃষ্টিব্যাপারে ও মৃদুমধুর তথা ধীরগম্ভীর শব্দসম্ভার সমন্বিত শ্রুতিমনোরম সমস্তপদ-সাহায্যে নরনারীর হৃদয়ের কোমল ও কঠিন ভাব সমূহের এবং বহিঃপ্রকৃতির গম্ভীর ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় এবং উদ্ভাসণে বশ্যবাক্ শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি অতুলনীয়। যাহা হউক,—তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কবিত্ব সম্পদ্ কাহার অধিক, তাহার তুলনা এবং বিচার যতই কেন লোভনীয় হউক না অদ্য আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছি না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই উভয় কবির মধ্যে কে অধিকতর প্রাচীন,—এই প্রশ্ন সম্বন্ধেই আজ আমরা যথাশক্তি আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আশা করি, পাঠক মহাশয়গণ এ প্রকার আলোচনায় বিরক্ত হইবেন না।

কালিদাস] সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, কবি কালিদাসের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, জন্মভূমি, জন্ম সময় সকলই এখন পর্য্যন্ত ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল সমস্যা সমাধান উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত নানাজনে নানা কথা লিখিয়াছেন, সময়ে কত নূতন নূতন মত উঠিয়াছে পড়িয়াছে, কত উপকথা অথবা কাল্পনিক মত গম্ভীরতার সহিত সত্য ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উত্তরে ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে লবণাম্বুপরিবেষ্টিত সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সমুদয় ভূভাগই কালিদাসের জন্মস্থান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে নবোত্থিত নবদ্বীপও এই পুরাতন কবির জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছে, এমন কি রাঢ়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সিংহুর গ্রামও এই যশে যশস্বী হইতে চাহিতেছে।* কে জানে তিনি কোথায় জন্মিয়াছিলেন? কিংবদন্তী বলিতেছে যে, তিনি ভারতের পবিত্রপুরী

* হুগলী জিলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর উপবিভাগের অন্তর্গত সিংহুর থানার মুখ্যস্থান সিংহুর গ্রাম। ইহাকে প্রাচীন সিংহপুর বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কালিদাস এই সিংহুর হইতেই নাকি সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। (মহারাজ শ্রীশ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণ। হিতবাদী ৯ই চৈত্র ১৩১৮) এই কথা সত্য হইলে লেখক কালিদাসের নিকট প্রতিবেশী হইতেছেন।

উজ্জয়িনী রাজধানীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিংবদন্তী নির্ব্বাক্।

ভূতকালের কোন্ সময়ে কবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র প্রমাণ ঐ কিম্বদন্তী কথিত বিক্রমাদিত্য মহারাজ; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। পণ্ডিতগণ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দ হইতে খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত নানা সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল বলিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৎপ্রকাশিত সানুবাদ মেঘদূত কাব্যের পরিশিষ্টে ঐ সকল মতকতক কতক সংগৃহীত হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ আন্দাজী সময় নির্দ্দেশে কেহই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। এই সকল অসংখ্য মতের মধ্যে উইলিয়াম্ জোন্স্ ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতের মত সম্বতের প্রারম্ভকাল অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ অব্দ অনেকেরই অনুমোদিত। কেহ কেহ বোম্বাইএর স্বর্গগত ডাক্তার ভাউদাজীর কথিত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ স্থির গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন কোন পণ্ডিত গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তকে কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।—আমরা প্রথমোক্ত অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দকেই বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভাবিত সময় বলিয়া মনে করি। আমাদের মতের অনুকূল যুক্তি আমরা সংক্ষেপে এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমতঃ নবরত্নের কথা। কিংবদন্তী অনেক কাল হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত নবরত্নের নাম করিয়া আসিতেছে। নিম্নলিখিত বহুজন বিদিত শ্লোকে ঐ কিংবদন্তী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যথা :—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো-বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥

এই শ্লোকটি কালিদাস প্রণীত "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। গণিত-জ্যোতিষ বিষয়ক এই গ্রন্থখানিকে ডাঃ ভাউদাজী প্রমুখ পণ্ডিতগণ জাল বলিয়াছেন। গ্রন্থের কবি বলিয়াছেন যে, তিনি রঘুবংশাদি তিনখানি কাব্য, "ক্রতিকর্ম্মবাদঃ" অর্থাৎ বৈদিকীনিবন্ধাবলী এবং জ্যোতির্বিদাভরণ রচনা করিয়াছেন। এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" গ্রন্থ জাল হয় হউক, কিন্তু এই নবরত্ন সম্বন্ধে

উল্লিখিত শ্লোকটি অনেক পুরুষ পরাম্পরায় ভারতে প্রচলিত আছে সন্দেহ নাই। বুদ্ধগয়ার একটি মন্দিরে একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে উল্লিখিত শ্লোকটি ক্ষোদিত ছিল। উহাতে "অমরসিংহ" স্থলে "অমরদেব" নাম ছিল এবং উহা বিক্রমসংবৎ ১০০৫ আছে (খৃঃ ৯৪৯) ক্ষোদিত বলিয়া মিঃ চার্লস উইল্‌কিন্স পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সংবতের অঙ্কপাঠে ভ্রম আছে। যাহা হউক ঐ শিলাপট্টখানি আর পাওয়া যায় নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কথা লেখা বাহুল্য।*

আমাদের প্রাচীন কিংবদন্তী বলিতেছে যে, কালিদাস খৃঃ পূঃ ৫৭ শতাব্দীতে বর্ত্তমান (অর্থাৎ সংবৎ প্রচারক) শকারি বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এই কিংবদন্তীর অনুকূল কি প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ জৈন মেরুতুঙ্গাচার্য্য প্রণীত "পটাবলী" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "উজ্জয়িনী নগরে নভোবাহনের পর গর্দভিল্ল ১৩ ত্রয়োদশবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গর্দভিল্ল নৃপতি শ্রীকালিকাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির ভগিনী সরস্বতীকে ধর্ষনা করায় উক্ত আচার্য্য গর্দভিল্লকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে শকজাতীয় এক নৃপতিকে অভিষিক্ত করেন। এই শকভূপতি ৪ চারি বৎসর মাত্র রাজ্য করার পর গর্দভিল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য ঐ শকজাতীয় রাজাকে দূর করিয়া নিজে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন ও তিনি প্রভূত স্বর্ণদান করত ধরার ঋণ মোচন করেন এবং সংবৎ শাকের স্থাপনা করেন। এই ঘটনা জৈন শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের সংবতের ৪৭০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের ৬০ ষষ্টি বৎসর রাজত্বকরার পরে তাঁহার পুত্র বিক্রমচরিত্রঅথবা ধর্মাদিত্য ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ভল্ল, নৈল্ল, এবং নাহদ যথাক্রমে ১১, ১৪, এবং ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। বীর নির্ব্বাণের ৬০৫ বৎসর পরে শক সংবৎ অথবা শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছে।"† এই "পটাবলী" হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই শকারি বিক্রমাদিত্য সংবৎ

* Weber's History of Sanskrit Literature, and Colebrooke's Introduction to the Amara Kosha Dictionary.

† The Literary Remains of Dr. Bhaw Daji. বায়ু, মৎস্য, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রবংশীয় রাজবর্গের পর গর্দভিল্ল অথবা গর্দভিলবংশীয় সাতজন (অথবা দশজন) রাজার উল্লেখ আছে।

প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং তিনি শকাব্দ প্রচারিত হইবার ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ দেশীয় এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শক নৃপতি কনিষ্ককে শকাব্দের প্রচারক বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে কনিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান্ ছিলেন। শকাব্দ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। অশ্বঘোষ নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য কনিষ্কের গুরু ছিলেন এবং তিনি "বুদ্ধচরিতম্" নামে এক কাব্য লিখিয়াছেন। যাঁহারা কালিদাসের "রঘুবংশ" ও "কুমার-সম্ভব" এবং অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য-বিশেষ স্থান বিশেষে, (বিশেষতঃ রঘুবংশের ৭ম সর্গে ও বুদ্ধচরিতের তৃতীয় সর্গে, কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গে ও বুদ্ধচরিতের ত্রয়োদশ সর্গে,) ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এইরূপ ঐক্য কখনও সহসা হইতে পারে না এবং নিশ্চয়ই একজন অন্যের নিকট ঋণী। * "বুদ্ধচরিতম্" কাব্যের নূতন সম্পাদক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাউএল্ অশ্বঘোষকে কালিদাসের প্রায় এক শতাব্দ পূর্ব্বগামী এবং কালিদাসকে খৃঃ পূঃ ৬০ অব্দের কবি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কনিষ্ক খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের পূর্ব্বের নরপতি এবং অশ্বঘোষ তাঁহার সমসাময়িক। পক্ষান্তরে ডাক্তার পিটারসন্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অশ্বঘোষ সম্ভবতঃ কালিদাসের কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিষয় স্থির করা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। † আমরা উভয় সাহেবের মধ্যে কাহারই মত গ্রহণ করি না কেন, উহার দ্বারা আমাদের মত,—অর্থাৎ কালিদাস বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন—সমর্থিত হইতেছে। ‡

তৃতীয়তঃ। ধনেশ্বরসূরি নামক জৈন পণ্ডিত রচিত "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৪৬৬ বৎসরের পর বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার ৪৭৭ পরে শিলাদিত্য পৃথিবীতে রাজ্য করিবেন।"§ এই সংখ্যাকে লইয়া উইলফোর্ড জেম্‌স্ প্রিন্সেপ্ এবং এইচ্ এইচ্ উইলসন্ বড় গোল বাধাইয়াছেন। তাঁহারা ৪৬৬ কে সংবতের অঙ্ক মনে করিয়া বিক্রমাদিত্যকে

* কালিদাস এবং অশ্বঘোষ সম্বন্ধে পৃথক একটি প্রস্তাব রচিত হইতেছে, পরে প্রকাশিত হইবে।

† "First century account of birth of Buddha" by Dr Peterson in J. B. R. A. S. Vol. XVIII and Sacred Books of the East, Vol. XIX, Introduction.

‡ Prof: "Cowel's বুদ্ধচরিতম্" preface.

§ এই 'শত্রুঞ্জয়-মহাত্ম্যকে' ডাক্তার বুহলার ১২ কি ১৪ খৃঃ শতাব্দীতে জন্ম বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলেন নাই। See Literary Remains of Dr Bhaw Daji.

(৪৬৬+৫৭=৫২৩) খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দের রাজা স্থির করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ অঙ্ক মহাবীর নির্ব্বাণাব্দ; তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, 'শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য' পুস্তকের মতে বিক্রমাদিত্য ১৩৯ শক পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১৩৯—৭৯=৬০ খৃঃ পূঃ তিনি রাজা হইয়াছিলেন এবং ৩ বৎসর যুদ্ধ করিয়া শকদিগকে পরাস্ত করত ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সংবৎ প্রচারিত করিয়াছিলেন। একথা আমরা বেশ বলিতে পারি। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ গিজ্‌নীর সহিত আলবেরুণী নামক একজন আরবদেশীয় পণ্ডিত গুর্জর প্রদেশে আসিয়াছিলেন; তিনিও বিক্রমসংবৎ, শকাব্দ এবং গুপ্ত সংবৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের উক্তি সমর্থিত হয়। *

আমরা যতদূর দেখিলাম,তাহাতে দেখিতে পাওয়া গেল যে ভারতের চিরপ্রচলিত কিংবদন্তীর সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে ; কিন্তু ডাক্তার ভাউদাজী, প্রোফেসর ম্যাক্‌-মূলার, ডাক্তার কার্ণ, ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কালিদাস এবং বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন খৃষ্টীয় ৬২৮ অব্দে আমরাজ নামক পণ্ডিতের রচিত ব্রহ্ম গুপ্তের "খণ্ডখাদ্য" নামক জ্যোতির্গ্রন্থের টীকা। ঐ গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে,

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"

অর্থাৎ ৫০৯ শকাব্দে, অথবা ৫০৯+৭৯=৫৮৮ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরাচার্য্য স্বর্গগত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বলিখিত নবরত্নের শ্লোকে দেখা গিয়াছে যে, বরাহমিহিরাচার্য্য কালিদাসের সহিত একত্র উক্ত হইয়াছেন ; সুতরাং বরাহ মিহির ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলে কালিদাসও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। †

এইটিই পণ্ডিতদিগের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ। তাহার পর রাজতরঙ্গিনী, মল্লিনাথের মেঘদূত টীকা এবং অন্যান্য বিবিধ আনুষঙ্গিক প্রমাণে তাঁহারা যে উজ্জয়িনীর হর্ষ-বিক্রমকে কালিদাসের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত জটিল তর্কের উপর স্থাপিত ও সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য প্রকাশক, কিন্তু তাহাতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না। স্থানাভাব বশতঃ আমরা রাশি রাশি পুস্তকের নাম ও

* Dr. R. G. Bhandrakars "Early History of the Dekkan"—Appendix A. Maxmuller's "India, What Can It Teach Us?"

† Bhaw Dap's "Essay on Kalidas".

সম্বলিত পাণ্ডিত্যপ্রচুর সেই সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য কৌতূহলী পাঠককে ডাক্তার ভাউদাজীর প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সন্দর্ভ যতই কেন কৌতূহলোদ্দীপক হউক না, বর্ত্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে তাহাতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তর্কের স্থলে, অর্থাৎ "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিয়া ধরিয়া লইলেও আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ডাক্তার ভাউদাজীর কথিত উক্ত আমরাজের "খণ্ডখাদ্য টীকা" দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা দেখিতে পাই নাই,—সুতরাং ডাক্তার সাহেবের কথাই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় "নবাধিকপঞ্চশত সংখ্যশাকে" এই পদের "পঞ্চ" শব্দটি লিপিকর প্রমাদ অথবা লেখকের অনবধানতা বশতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে, তিনি ৫৪৯—৫৫০ শকাব্দের (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের) লোক ;—তিনি লোক মুখে অথবা গুরু পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, বরাহমিহিরাচার্য্য ৫০৯ অব্দে তনু ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনবধানতা বশতঃ "শাকে" লিখিয়াছেন। আমাদের মতে বরাহমিহিরের পরলোক গমনের অব্দ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের অব্দ। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ৪৭০ মহাবীরাব্দে সংবৎ প্রচারিত হইয়াছে ; সুতরাং ৫০৯ মহাবীরাব্দে ৩৯ বিক্রম সংবৎ হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কালিদাস ও বরাহমিহির সংবৎ প্রচারের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫৭) বর্ত্তমান ছিলেন এবং বরাহমিহির ৩৯ বিক্রম সংবতে (খৃঃ পূঃ ১৮) দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে কোনই দোষ হয় না, অথচ ভারতের চিরন্তনী কিংবদন্তীর সম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকে।

পণ্ডিতবর্গের এই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দকে কালিদাসের সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার পশ্চাতে বিশেষ ভাবের পাশ্চাত্য এক কৌশল বিদ্যমান আছে। ঐ কৌশল-টির বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম বিশেষ অথবা ইন্দ্রজাল বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে সুবিখ্যাত মিঃ ফর্গুসন্ খৃঃ উনবিংশ শতাব্দের শেষাব্দে * এক মহান্ ঘটনার দ্বারা সভ্য জগৎকে বিস্মিত এবং ভারতীয় পণ্ডিতদিগকে ভীতিবিহ্বল করিয়াছেন। তিনি সাহসের সহিত প্রচার করেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬ অথবা ৫৭অব্দে যাহাও বিক্রমাদিত্যের দ্বারা সংবৎ প্রচার করার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা ; এমন কি খৃষ্টের ১০০০ অব্দের পূর্ব্বে কোনও স্থলে "সংবৎ" নামক অব্দের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। এই "সংবৎ"টি দুষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একেবারে কারসাজী করিয়া সৃষ্টি

* Journal of the Royal Asiatic Society, 1880, a supplement to his paper "Indian Chronology, 1870.

করিয়াছেন। ব্যাপারটি এই ঘটে যে, ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীরাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য "করুর" নাম রণক্ষেত্রে ম্লেচ্ছদিগকে পরাস্ত করেন। এখন খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬ কি ৫৭ হইবে ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন বিক্রমাদিত্য অথবা সংবৎ ছিল না; কিন্তু প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে দুষ্ট এবং মিথ্যাপ্রিয় ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে, দেশ হইতে বৌদ্ধেরা বিতাড়িত হইয়াছে, আর বৌদ্ধ কনিষ্করাজার প্রচারিত শকাব্দ ব্যবহার করা উচিত নহে, সুতরাং বেশ প্রাচীন সভ্য ভব্য অব্দের প্রয়োজন। হর্ষবিক্রম অথবা গুপ্ত-রাজগণ নিতান্ত নবীন, তাঁহাদের অব্দত আর লওয়া যায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা করিলেন কি? না হর্ষবিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছবিজয়ের ৫৪৪ খৃষ্টাব্দকে বলপূর্ব্বক ৬০০ বৎসর পিছাইয়া দিলেন,—এবং তাহার ফলে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে কল্পিত "বিক্রম সংবৎ" নামক মনোনীত অব্দ প্রচারিত হইল। সাহেব বাহাদুর আরও বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণেরা এরূপ দুর্দ্দান্ত মিথ্যাপ্রিয় যে এই একটা জাল সংবৎ করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা আবার ঐ ৫৪৪ খৃষ্টাব্দকে ১০০০ বৎসর পিছাইয়া দিয়া খৃঃ পূঃ ৪৫৬ অব্দে কল্পিত আর একটি অব্দের সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ কল্পিত অব্দের নাম রাখিলেন "হর্ষাব্দ"।

মিঃ ফর্গুসন এই মহান্ আবিষ্কারের বার্ত্তা প্রচার করিবামাত্র ভক্তেরা জয় জয় রব করিয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীনত্বের বিরোধী ম্যাক্সমূলার মহোদয়ই ঐ প্রতিধ্বনিতে যোগ দিয়া বলিলেন যে ৬০০ অব্দের ন্যূন সংখ্যার কোন বিক্রমাব্দের একখানা দলীল দেখাইতে না পারিলে মিঃ ফর্গুসনের যুক্তি অকাট্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।* ম্যাক্সমূলারের পর ভারতে যে তাঁহার মতের এক ঐকতান ধ্বনি উত্থিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উজ্জয়িনীতে যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ হিয়াঙ্‌সাঙের লিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে খৃঃ ৫৩০ হইতে ৫৮০ অব্দ পর্য্যন্ত এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল।† কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য খৃঃ ৫৪৪ অব্দে "করুর" রণক্ষেত্রে যে শকদিগকে অথবা ম্লেচ্ছদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? কিছুই নাই। রাজতরঙ্গিনীতে "শকারি এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে, আর হর্ষ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীররাজ হিরণ্যের পর কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং তিনিও শক

* Prof: Maxmuller's "India, What Can It Teach Us?"

† Buddhist Record of the Western World and Maxmuller's "India, What Can It Teach Us?"

বিজয় করিয়াছিলেন।* কিন্তু ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শকদিগকে নিধন করিয়াছিলেন, তাহার দৃঢ় প্রমাণের অভাব। পণ্ডিতেরা নানা পুস্তক হইতে নানা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান্ ছিলেন। এই পর্য্যন্ত রাজতরঙ্গিনীর ঐতিহাসিকতা এখনও প্রমাণিত হয় নাই, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন, সুতরাং এ প্রমাণও বলবৎ নহে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতাক্রমণকারী মহম্মদ গজনবীর সহচর পণ্ডিত আলবেরুনী লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যাহাকে 'শককাল' বলেন, তাহা বিক্রমাদিত্যের ১৩৫ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছে। কোন এক বিক্রমাদিত্য পঞ্চনদের অন্তঃপাতী মুলতান এবং লুনী নদীর মধ্যবর্ত্তী "করুর" ক্ষেত্রে শকরাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যেহেতু শকরাজ বিদেশী, শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছজাতীয় এবং অত্যন্ত অত্যাচারী নরপতি ছিলেন, তাই তাঁহার উচ্ছেদে প্রজাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ যুদ্ধের এক স্মারক চিহ্নস্বরূপে 'শকাব্দ' স্থাপিত করে। কিন্তু মালব দেশাধিপতি "সংবৎ" স্থাপয়িতা বিক্রমাদিত্য এই বিক্রমাদিত্য হইতে পারেন না, যেহেতু ইনি ১৩৫ বিক্রমাব্দে ঐ যুদ্ধ করিয়াছেন"।† শকারি বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৬০ হইতে খৃঃ ২০ অব্দ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

যেহেতু ১৩৫ বিক্রমাদিত্য ঘটিত "করুর যুদ্ধ" সংবৎ প্রচারক বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ঘটিতে পারেন না, সুতরাং ঐ বিক্রম নিশ্চয়ই ষষ্ঠ শতাব্দীর হর্ষ বিক্রম,—ইহাই পণ্ডিত ফর্গুসন মহোদয়ের বেদবাক্য! আর তাহাই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য! কোথায় খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে (১৩৫ − ৭৯ = ৭৮) করুর যুদ্ধ আর কোথায় ৫৪৪ অব্দ! যথেষ্ট বড় বালাই। তবে ম্যাক্সমূলার বলিতেছেন, "তিব্বতের পণ্ডিত তারানাথ বলিয়াছেন যে, শ্রীহর্ষ মূলতানের যুদ্ধে ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন"—সুতরাং মূলতান যায় কোথা? মূলতানের যুদ্ধই করুর যুদ্ধ আর শ্রীহর্ষই বিক্রমাদিত্য!‡ এরূপ সুন্দর যুক্তির বলেই ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠিত হয়, আর আমরা তাহা "পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে" পাঠ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

হউক,—না হয় স্বীকার করিলাম যে, ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে শক বিজয়ী আর একজন

* রাজতরঙ্গিনী তৃতীয় তরঙ্গ, ১৭৪—১৭৬ শ্লোক। কলিকাতা সংস্করণ।

† Albernuis India, Vol. II, ch XLIX.

‡ Maxmuller's "India, What Can It Teach Us?" তারানাথের শ্রীহর্ষ সপ্তম শতাব্দীর হর্ষবর্দ্ধন হওয়াই খুব সম্ভব।

বিক্রমাদিত্য (হর্ষ-বিক্রম) ছিলেন, কিন্তু তিনি যে কালিদাসের আশ্রয়দাতা, তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

কিন্তু সুখের বিষয় যে আর একজন ইংরেজ পণ্ডিত, অর্থাৎ ডাক্তার ফ্লীট,—ডাক্তার ফর্গুসনের আকাশ সৌধকে চিরকালের নিমিত্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি ফর্গুসন তথা ম্যাকসমূলারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সম-সাময়িক দলীল দস্তাবেজে বিক্রম সংবৎ অথবা মালব সংবতের ৫ম শতাব্দ এবং ষষ্ঠ শতাব্দের অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত বিক্রম সংবৎকে মালব সংবৎ বলিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্লীট একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন।* উহাতে লিখিত আছে যে, ভূমিদাতা জয়ভট বিক্রম অথবা মালব সংবৎ ৪৩০ অব্দে ঐ দানপত্র সম্পাদন করিয়াছেন। তাহার পর ডাক্তার ব্লীট যে মান্দাশোরলিপি আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে আর কোনও সন্দেহই থাকিতেছে না। একটি সূর্য্য-মন্দিরের সংস্কার উপলক্ষে এই প্রস্তরকলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমরা এই লিপিটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিতেছি।

"মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শতচতুষ্টয়ে।
ত্রিনবত্যধিকেঽব্দানামৃতে সেব্যঘনস্বনে ॥১৯॥
সহস্যমাসশুক্লস্য প্রশস্তেঽহ্নি ত্রয়োদশে।
মঙ্গলাচারবিধিনাপ্রাসাদোঽয়ং নিবেশিতঃ ॥২০॥
বহুনাসমতীতেন কালেনান্যৈশ্চ পার্থিবৈঃ।
ব্যশীর্যতৈক দেশোঽস্য ভবনস্য ততোঽধুনা ॥২১॥
স্বযশোবৃদ্ধয়েসর্বমত্যুদারমুদারয়া।
সংস্কারিতমিদং ভূয়ঃ শ্রেণ্যা ভানুমতোগৃহম্ ॥২২॥
অত্যুন্নতমবদাতং নভঃস্পৃশন্নিব [নভঃস্পৃশদিব] মনোহরৈঃ শিখরৈঃ।
শশিভান্বোরভ্যুদয়েষ্বমলময়ূখাতনভূতম্ ॥২৩॥
বৎসরশতেষুপঞ্চসুবিংশত্যধিকেষুনবসুচাব্দেষু।
যাতেষ্বভিরম্যতপস্যমাস শুক্লদ্বিতীয়াম্ ॥ ২৪ ॥

* Indian Antiquary, 1876.

স্পষ্টৈরশোকতরুকেতকসিন্দুবার-
লোলায়িতমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাম্।
পুষ্পোদ্গমৈরভিনবৈরধিগম্য নূন-
মৈক্যং বিজৃম্ভিতশরে হরপূ[ধূ]ত দেহে ॥ ২৫ ॥
মধুপানমুদিত মধুকর কুলোপগীত নগণৈকপৃথুশাখে।
কালে নবকুসুমোদ্গমদস্তুরকান্ত প্রচুররোধ্রে ॥ ২৬ ॥
শশিনেব নভোবিমলং কৌস্তুভমণিনেব শার্ঙ্গিণো বক্ষঃ।
ভবনবরেণ তথেদং পুরমখিলমলঙ্কৃতমুদারম্ ॥" ২৭ ॥ *

অনুবাদ। মালবরাজগণের অব্দের ৪৯৩ (চারিশত ত্রিনবতি) বৎসর বিগত হইলে, মেঘ-গর্জন প্রিয় বোধ হয় এরূপ ঋতুতে, পৌষমাসের শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে মঙ্গলাচার বিধানমতে এই দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তাহার পর অন্যান্য রাজগণের সময়ে, অনেককাল গত হইলে ঐ মন্দিরের একাংশ শীঘ্র হইয়া গিয়াছিল। নগরের সর্বশ্রেণীর লোকে উদারতা বশতঃ নিজ নিজ যশোবৃদ্ধির কামনায় এই সূর্য্যমন্দিরের পুনশ্চ উত্তমরূপে সংস্কার করিলেন। ৫২৯ অব্দ বিগত হইলে পর, অভিরাম ফাল্গুনমাসের শুক্লদ্বিতীয়া তিথিতে এই অত্যুন্নত, শুভ্র, এবং সুন্দর শিখর সমূহ দ্বারা যেন স্বর্গস্পর্শকারী,—এবং উদয় সময়ে সূর্য্যচন্দ্রের নির্মল কিরণাবলী যাহার উপরে বিশ্রাম করে,—দেবমন্দিরের সংস্কার সম্পন্ন হইল। এই মনোহর কালে হরকোপানল-দগ্ধ মদন-দেব অশোক, কেতক, সিন্দুবার, (নিসিন্দা) অতিমুক্ত লতা (মাধবী) প্রভৃতি পুষ্পের নব মুকুলের দ্বারা তাঁহার শরগুলির উদ্দীপন করিতেছেন এবং নবকুসুমাচ্ছন্ন লোধ্র তরু "নগণ" গুল্মের শাখায় ভ্রমরগণ মধুপান জনিত আহ্লাদে অনবরত গুঞ্জন করিতেছে। চন্দ্রের নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় এবং কৌস্তুভমণি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষস্থলের ন্যায়, এই উৎকৃষ্ট দেবভবনের দ্বারা আমাদের এই সমস্ত নগরটি সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও ৭৯৫ এবং ৯৩৬ বিক্রমাব্দের উৎকীর্ণ শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে।† সুতরাং ডাক্তার ফর্গুসন যে অতি সাহসের সহিত বলিয়াছিলেন যে, খৃঃ ১০০০ অব্দের পূর্ব্বেকার কোনও বিক্রম শতাব্দযুক্ত লেখ্য পাওয়া যাইবে না এবং এই বিক্রমশতাব্দ অথবা সংবতাব্দ নিতান্ত মিথ্যাপ্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের কল্পনাপ্রসূত,—অর্থাৎ জালিয়াতীর নিদর্শন,—তাহা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহারা ফর্গুসনের অনুগামী হইয়া খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কালে শকারি বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিরুত্তর

* এতল্লিখিত ১৯শ শ্লোকের ৪৯৩ অব্দটি যে মালব অথবা বিক্রম সংবৎ তাহাতে আমাদের এক সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ পরে লিখিত হইবে।

† Indian Antiquary Vol. XIII p. 162 and Archaeological Survey of India Vol. X. 32 and plate XI.

হইয়াছেন। তথাপি জেদের বশে এখনও অনেকে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া পূর্ব্বের সুর বজায় রাখিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।

সম্প্রতি কেহ কেহ রঘুবংশ কাব্যের প্রথম সর্গের" আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং" শ্লোক হইতে বলিতেছেন যে, কালিদাস গুপ্তবংশের রাজকবি; এবং তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ ছিলেন—তাই "সমুদ্রগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া" বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্তের অবদানপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন এবং কুমার-সম্ভব কাব্যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র যুবরাজ কুমার গুপ্তের জন্মোৎসব ঘোষণা করিয়াছেন, ইত্যাদি। ইঁহাদের কথা সত্য হইলে কালিদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের কবি বলিতে হয়। ঐতিহাসিকেরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বশেষ লিপি ৯৩ গুপ্তাব্দে এবং তৎপুত্র কুমার গুপ্তের কাল গড়পড়তা ১১৩ গুপ্তাব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং ডাক্তার ভাণ্ডারকর আলবেরুনীর সহিত একমত হইয়া খৃ ৩১৯—২০ অব্দে গুপ্ত সংবতের আরম্ভ স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ৯৩+৩১৯=৪১২ খৃষ্টাব্দ চন্দ্রগুপ্তের শেষ এবং ১১৩+৩১৯=৪৩২ খৃষ্টাব্দ কুমার গুপ্তের কাল; অতএব কালিদাসও তাঁহাদের সঙ্গে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দে আসিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এইরূপ প্রমাণ কতদূর বিচারসহ তাহা বলিতে পারা যায় না। আধুনিক কৃষ্ণনগরে জমীদার বিশেষের নাম "ক্ষিতীশচন্দ্র" দেখিয়া কোন ভবিষ্যৎ পণ্ডিত কালিদাসকে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের শেষার্দ্ধের কবি বলিয়া স্থির করিতে পারেন, আর কালিদাসের জন্মস্থান নবদ্বীপ একথা ত ইতঃপ্রে প্রচারিত হইয়াই আছে!

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

প্রচার পথে।

বিগত ১৩ই আশ্বিন আমরা শিয়ালদহ হইতে খুলনার পথে দৌলতপুর রওনা হই। রাত্রি ১০টা ২৬ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল, আমরা মধ্যমশ্রেণীর এক গাড়ীতে নিজেদের স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। গাড়ীখানি প্রায় পূর্ণযাত্রী লইয়া নৈশ

নীরবতা ভঙ্গ করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল; কয়েকটী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ গাড়ীর মধ্যে এক কলরব উঠিল। দেখিলাম এক ব্রহ্মোপবীতধারী, নামাবলি বস্ত্রাবৃত, পক্ককেশ বৃদ্ধের সহিত আর একটি প্রৌঢ়ের আলাপ চলিতেছে। প্রৌঢ় এক সদ্বংশজাত কায়স্থ-সন্তান। দেখিতে শ্যামবর্ণ, হস্তে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা। উভয়ের আলাপে যে কলরবের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেরই চক্ষু সেই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দিকে পতিত হয়। ব্রাহ্মণটী কায়স্থের পৈতা লওয়ার প্রতিবাদ করিতেছিলেন, প্রৌঢ়টী যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রামের কয়েকজন কায়স্থ নাকি পৈতা লইয়াছেন। যাহা হউক কতক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে বেশ একটু ঠোকাঠুকি চলিতে লাগিল। আমাদের কামরায় একজন নববিবাহিতা শ্বশুরালয় যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি ভদ্রলোকও ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন বিধবা। ইহা ছাড়া তাহাদের সহিত তিনজন পুরুষ ছিলেন, একজন কন্যার ভ্রাতা, অপর দেবর। উপরোক্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের রসালাপে নবপরিনীতার দেবরটি বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন। তিনি দত্তবংশীয় কায়স্থ, কায়স্থদের প্রতি দাসত্ব আরোপে তাঁহার আনন্দ হইবারই কথা। কারণ তাঁহার বংশ প্রবর্ত্তক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় 'রাজে ভৃত্যনয়" এই ক্ষত্রিয়োচিত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যে দাস স্বীকার করিয়া দত্ত কৌলীন্য রক্ষিত হইয়া সমৌলিকে স্থাননাভ করেন, সেই পুরুষোত্তমের বংশের যে নিজের পিতৃপুরুষের উপর দাসত্ব আরোপ করিয়া পিতৃভক্তি তথা ব্রাহ্মণ ভক্তির পরিচয় দিবেন তাহাই আশ্চর্য্য। দত্তপুরুষ যেমন ব্রাহ্মণের কায়স্থ নিন্দায় যোগ দিতেছিলেন, সেই পরিমাণে তাঁহার নূতন কুটুম্বের উপর টিট্‌কারী দিয়া আরো একটু সুখানুভব করিতেছিলেন। কেননা কন্যার ভ্রাতা (মিত্রবংশীয়) পৈতা লইয়াছেন এবং ভগ্নীর বিবাহ সময় ঐ পৈতা লইয়া তাঁহার স্বজাতি ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বেশ একটি দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ মহাশয় যখন উপবীত ধারী কায়স্থকে উল্লেখ করিয়া "দামু ঘোষের বেটা শিশুপাল" "সুন্দরের ছেলে বয়ন্" প্রভৃতি বলিতেছিলেন, দত্তবংশীয় দেবর মহাশয় তখন তাঁহার ভ্রাতার নূতন সম্বন্ধীর দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন' এই যে মহাশয় এখানে এক 'দামু ঘোষের বেটা' শিশুপাল সশরীরে বিরাজ করিতেছেন" কন্যার ভ্রাতার বয়স ১৯।২০ বৎসর হইবে। সেই এক কামরা লোকের মধ্যে, কুটুম্বের এই শ্লেষোক্তিতে তাহার মুখে যে বেদনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহা আর বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই।

গত শ্রাবণ মাসে উক্ত দত্ত মহাশয়ের দাদার সহিত উপরিলিখিত কন্যার বিবাহ

হয়। কন্যার ভ্রাতা উপবীতধারী ছিলেন, পিতা বর্ত্তমান নাই। বিধবা মাতা ও বৃদ্ধ মাতামহ, এক মাতুল ব্যতীত তাঁহার আর কেহ নাই। কন্যার বিবাহ দিবসে উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয় বালকের পৈতা ফেলাইতে বদ্ধপরিকর হন, কিন্তু তাহার দৃঢ়তায় বিরুদ্ধবাদীগণের চেষ্টা বিফল হয়। তখন তাঁহারা পৈতা না ফেলিলে মন্ত্র পড়াইবেন না। এই স্থির করায় পাত্রপক্ষ কন্যার মাতামহকে তাঁহার দৌহিত্রের পৈতা ফেলিয়া দিবার জন্য বলিতে অনুরোধ করেন। বিবাহ সভায় এই প্রকার বিড়ম্বনা দেখিয়া বৃদ্ধা একটু বিচলিত হইলেন এবং মিষ্টভাষায় নিজ দৌহিত্রকে অন্ততঃ সেই দিনের জন্য পৈতা লুকাইয়া রাখিতে (কোমরে ধারণ করিতে) অন্তরালে বলিয়াছিলেন. কিন্তু যুবক তাহাতেও রাজী হয় নাই। অবশেষে যখন প্রায় বিবাহ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, তখন কন্যার ভ্রাতা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, এবং কন্যার মাতুল কন্যা সম্প্রদান করিয়া কোন প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন করান। বলা বাহুল্য ২।৪ জন উপবীতধারী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও কন্যার ভ্রাতার সহিত চলিয়া যান ; তাঁহারা ঐ পাড়ার অন্য এক বাড়ীতে থাকিয়া বিবাহ শেষে বিবাহ বাটীতে আগমন করেন। এই ঘটনার পর হইতে বর ও কন্যাপক্ষে একটু মতান্তর চলিতেছিল। আজ আবার ট্রেণে সেই পুরাতন কাসুন্দি ঘাটিয়া কন্যার বৃদ্ধ মহাশয় কুটুম্বের অপমানে বেশ একটু সম্মান বোধ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কায়স্থ বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন যোগান দিতেছিলেন।

আমার সঙ্গে ছিল শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা। বাড়ী যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বারাসিয়া গ্রামে। সম্প্রতি তাহার সহিত আমি মাগুরায় একটি কার্য্যে যাইতে ছিলাম, বারাসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাহাবংশীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্ম মহাশয় ইহার খুল্লতাত, তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নে এতদঞ্চলে কায়স্থ-সভার প্রথম জন্য আমি আনীত। উপরের ব্যাপার দেখিয়া আমি সহযাত্রী ফণীকে কহিলাম, তুমি আর ঘুমাইও না, একটা কাজ করিতে হইবে, উঠিয়া বস (আমরা দুজনে পাশাপাশি দুই বেঞ্চের উপর শুইয়া ছিলাম)। উঠিয়া বসিতে আমাদের বেঞ্চিতে অনেক বসিবার স্থান হইল। রাত্রি ১১॥০ টা তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ় কায়স্থ উঠিয়া আসিয়া আমাদের পার্শ্বে বসিতে আসিলেন, আমি শূদ্রযাজীব্রাহ্মণের সহিত বসি না বলিয়া নিষেধ করিলাম। তখন তাঁহারা উভয়ে আমাদের সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাঃ—আপনার পরিচয় দিবার কিছু বাধা আছে কি ?

আঃ—কিছু না, তবে শুনুন ; আমি একজন কনোজীয়া অর্থাৎ আমার পূর্ব্ব পুরুষ কনোজ বাসী ছিলেন, আমি হিন্দুস্থানী ছাতুখোর, তবে অনেক দিন বাঙ্গালায় থেকে বাঙ্গালী হয়েছি. কিন্তু বংশগত ছাতু যাবে কোথা ? তাই কথাগুলি একটু মুটখাটা গোছ।

ব্রাঃ—আপনি ব্রাহ্মণকে শূদ্রযাজী বলেন কোন হিসাবে ?

আঃ- যে হিসাবে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের পৈতার বিরোধী।

ব্রাঃ—কায়স্থের পৈতার বিরোধী তো নিশ্চয়। শূদ্র বেটারা যদি গলায় পৈতা দেয়, প্রত্যেক স্বধর্ম্ম পরায়ন ব্রাহ্মণের তাতে প্রতিবাদ করা উচিত। যাহারা ত্রিশ দিনে আবাহমান কাল বাপের পিণ্ডী দিয়েছে, আজ ১২ দিনে কেমনে তাহাদের পরলোকে পিণ্ড পৌঁছিবে ? ব্রাহ্মণ চিরকাল ধর্ম্মরক্ষা করে এসেছে, আজ এই ঘোর বিপ্লব দিনে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে সক্ষম। যা কোন কালেই হয় নাই, তা কেমনে হবে ? কবে আবার কায়েতের পৈতা ছিল ? কায়স্থ চিরকাল শূদ্র। ওদের পৈতে যে বা যারা ব্যবস্থা দেয় তারাও তেমনি বামুন। ইত্যাদি।

আমি। বর্ত্তমানে আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ আর ঐ আপনার সহযাত্রী ক্ষত্রবংশীয় কায়স্থ মহাশয়গণের ন্যায় পণ্ডিতগণ যেখানে সশরীরে বিরাজমান, সেখানে কায়স্থ যে শূদ্র হবে তাতে বিচিত্র কি ? আপনি ব্রাহ্মণ অথচ আজ অবধি চোক্ষে বেদের দর্শন লাভ ভাগ্যে ঘটে নাই। আপনার ন্যায় বেদভ্রষ্ট, ব্রহ্মভ্রষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্টগণের সেবায় সন্তুষ্ট কায়স্থগণ যে আপনার ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন হবেন, তা কি আবার বল্‌তে হয় ? ব্রাহ্মণ জাতি চিরকাল ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী। প্রমাণ সত্যযুগের দেবতাগণ সহ ব্রাহ্মণ বিরোধ, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ (রাবণ ব্রাহ্মণ পুত্র) ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ, পরন্তু রাজা অম্বরীষ ও দুর্ব্বাশার ঘটনা শেষে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক রাজসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা ; ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরাম পরাজয়। ব্রাহ্মণ ভাবানন্দ মজুমদার ও প্রতাপাদিত্য, রাজা লক্ষ্মণসেন ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা ফলে ১৭জন অশ্বারোহী লইয়া মুসলমানের বঙ্গজয়, শিবাজী ও কোঙ্কন দেশের ব্রাহ্মণ সংঘর্ষ এবং বর্ত্তমান কায়স্থ ব্রাহ্মণ বিরোধ এই সমস্ত পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্রমাণই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ। সিংহের পশ্চাতে কেউ লাগিয়া থাকে। কুকুরের পিছনে লাগে না আপনি অতো ব্রাহ্মণের বড়াই করিতেছেন, গলায় একগাছা সূতা, থাক্‌লেই কি ব্রাহ্মণ হয় ?

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি যজ্ঞসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স তু তেন বৈ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া গলায় পৈতা দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করিলে তাহাকে বিপ্রপশু কহিয়া থাকে। অতো ব্রাহ্মণের বড়াই করিতেছেন, শাস্ত্র খানা উল্টাইয়া দেখুন—ভগবান্ যখন ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন,তখন নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, মাতৃহত্যা করিয়া থাকেন আর তার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন, তাঁকে রসাতলে পাঠাইয়া দেন, প্রমাণ পরশুরাম ও বামন। ব্রাহ্মণ যখন ঋষি হন তখন বশিষ্ঠ হন। একটা গোরু রাজাকে বেচেছিলেন, তা না দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা বাধিয়ে দেন! প্রমাণ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ। ব্রাহ্মণ যখন মুনি হন দুর্ব্বাসা, জানিয়া শুনিয়া দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় অর্থলোভে বনগত দরিদ্র পঞ্চ পাণ্ডবের নিকট ষাটহাজার শিষ্য লইয়া একাদশীর পারণ করিতে গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য শাপ দিয়ে ভস্ম করা, সেখানে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের চালে কলাপোড়া খাইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যখন যোদ্ধা হন দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা। একজন বালককে সপ্তরথী বেষ্টনকরে তাহার হত্যার পরামর্শ দেন এবং নিজে হত্যাকারীর মধ্যে একজন থাকেন। আর একজন নিদ্রিত পঞ্চ শিশুর মস্তক কাটিয়া আনন্দে নৃত্য করেন।

ভগবান যখন ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তখন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ রূপে জগতের নমস্য, ইহকালের সার ও পরকালের কাণ্ডারী হন। নামে শিলা জলে ভেসে যায়, পাদস্পর্শে অহল্যার পাষাণ দেহ বিমুক্ত হয়ে দিব্যধামে গমন করে। পুণ্যের বিমল জ্যোতিতে জগৎ পরিপূর্ণ করেন, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে স্বধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে গীতামৃত দ্বারা মৃতজাতিকে সঞ্জীবীত করেন। রসময় প্রেমময় মদনমোহন ভাগবতী তনু ধারণ করে কত লীলায় ভক্তের মনোরঞ্জন করে থাকেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনবাসী হন। প্রজারঞ্জনের জন্য স্ত্রী বিসর্জ্জন, বাক্য পালন জন্য ভ্রাতৃবর্জ্জন, সহধর্ম্মিনী বঞ্চিত হয়ে স্বর্ণসীতা পার্শ্বে রেখে যজ্ঞ করেন; আবার নিদারুণ জীবহত্যা নিবারণ করতে—জীবের ব্যথায় ব্যথী হয়ে মায়াবদ্ধ জীবকে নির্ব্বাণের আলোক দেখাবার জন্য বুদ্ধরূপে আগমন করেন। ক্ষত্রিয় অবতারের দুই নাম "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥" 'তারকব্রহ্ম' মন্ত্ররূপে জীবের মোক্ষলাভের বীজরূপে সাধকের কণ্ঠে কণ্ঠে কাতরের কর্ণকুহরে বিরাজ করিতেছেন।

ক্ষত্রিয় যখন যোদ্ধা হন তখন লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম, অভিমন্যু প্রভৃতি দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা ও পরাক্রম একাধারে বিরাজ করে।

ক্ষত্রিয় যখন ঋষি হন বিশ্বামিত্র। (ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ) শব্দরূপী পরম ব্রহ্মকে মন্ত্ররূপে দর্শন ক'রে জগতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় উদ্ভাবন করেন; ত্রিবর্ণে

হন। সেই বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বঙ্গীয় মিত্রবংশীয় কায়স্থগণ আপনাদের বুদ্ধিতে শূদ্র, আর ঐ দত্ত মহাশয় তাঁহার নূতন কুটুম্ব ঐ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মহাশয়ের পৈতা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। মিত্র গোত্রে ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন জাতি নাই। একমাত্র মিত্র কায়স্থ ভিন্ন জাতি ঐ গোত্রে দেখা যায় না "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই" যার প্রবর্ত্তক ঋষি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা, যে গায়ত্রী জপ করে ব্রাহ্মণের পুত্রগণ ব্রহ্মজ্ঞান জন্য ৫।১০ বৎসর মধ্যে উপনয়ন নিয়ে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র কায়স্থ শূদ্র! পৈতায় অধিকার নাই, গায়ত্রী শুনতে কাণে শুন্‌লে গরম তেল ঢালো, জিহ্বায় উচ্চারণ করলে জীব কেটে দাও শাস্ত্রীয় সত্য কথাটুকু আবার যে প্রকাশ করবে সে নাস্তিক, এই তো আপনাদের কুণ্ঠিত বুদ্ধি, এই অতি বুদ্ধির যা হয়ে থাকে আপনাদেরও যে তাই হয়েছে তাত কেন বেশ বুঝতে পারছেন।

ক্ষত্রিয় যখন রাজর্ষি হন তখন জনক, ব্রাহ্মণের পুত্র শুকদেব যাঁর নিকট ব্রহ্ম জ্ঞান পেয়ে ধন্য হন। ক্ষত্রিয় যখন তপস্বী হন তখন রাজর্ষি শিবি হন। একটা পক্ষীর জীবন রক্ষা করবার জন্য স্বহস্তে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের গাত্র মাংস কর্ত্তন করে দিয়ে ক্ষুধার্ত্তশ্যন পক্ষীর জঠরানল নিবৃত্তি করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পক্ষীর রাজা একটা গোরু চেয়েছিল বলে বশিষ্ঠ ঋষি কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিলেন! ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করে গীতার সৃষ্টি, গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে—কর্ম্মযোগ বা ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিতেই ছিল ও আছে "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান অহমব্যয়ম্"

"বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনোরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োঃ বিদুঃ।"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা ভগবান প্রথমে সূর্য্য এবং সূর্য্য তৎপুত্র মনু, মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন, এই ভাবে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের মধ্যে এই যোগ পরম্পরা ক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। চোর রত্নাকর বাল্মীকি ও ব্যাসদেব ক্ষত্রিয়দের গুণানুকীর্ত্তন করে ধন্য হয়েছেন। তাই বলিতে ছিলাম—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে সংঘর্ষ চিরকাল আছে। ব্রাহ্মণ লইয়া সাধনা লইয়া, তপস্যা লইয়া, বিদ্যা-বুদ্ধি-পরাক্রম লইয়া, ত্যাগ লইয়া চিরকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় উভয়কে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে। আপনার জানা উচিত যে কেহ পৈতা লইয়া

জন্মগ্রহণ করে না। "জন্মনা জায়তে শূদ্র" মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হইলেই যতদিন না উপনয়ন সংস্কার হয়, ততদিন শূদ্রই থাকিতে হয়। গলায় পৈতা লইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না, পৈতা লইলে দ্বিজ হয়, দ্বিজ হইলে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার হয়, বেদাদি সমাপন করিলে বিপ্রপদ বাচ্য হইয়া থাকে। বেদজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হইলে জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বুঝিয়া ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা বিপ্রকে ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকে। আপনারা যে কায়স্থকে শূদ্র বলেন, আপনারা কি জানেন না—যে কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশীয়। "চিত্রগুপ্ত" চতুর্দ্দশ যমের একনাম। "যমতর্পণ" দেখুন, আবার যমের এক নাম "বৈবস্বত" কারণ তিনি বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্য পুত্র। সেই চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইবে না ত কে হইবে? আপনি কহিলেন, কায়স্থ যে চিত্রগুপ্ত বংশীয় তার প্রমাণ কি? আপনি যে ভরদ্বাজ গোত্রে উদ্ভব হয়েছেন তারি প্রমাণ কিছু দিতে পারেন কি? সুতরাং সূর্য্যের ছেলে চিত্রগুপ্ত ও চিত্রগুপ্ত পুত্র কায়স্থ স্বীকার করিতে আপনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এখন দেখুন সূর্য্যপুত্র মনু, মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি, এবং সূর্য্যপুত্র চিত্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কায়স্থগণ, চিত্রগুপ্ত বংশীয়গণ ও ইক্ষ্বাকু বংশীয়গণ উভয়ে উভয়ের খুল্লতাত বংশীয়।

ধর্ম্মরক্ষা চিরকাল ক্ষত্রিয়গণ করেছেন "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত"। ক্ষত্রিয় বংশে না আসিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; ক্ষত হইতে যাহারা ত্রাণ করে তাহারা ক্ষত্রিয়। যিনি সমাজ ধর্ম্মকে যুগে যুগে ত্রাণ করেন, সেই ক্ষত্রিয় বংশে ভগবানের না জন্ম হইলে ধর্ম্মের ক্ষত আরোগ্য করিতে সক্ষম হন না। কায়েতের পৈতা কোন কালে নাই এখন কেমনে হবে বল্‌ছিলেন, তাও শুনুন, ব্রাহ্মণের পৈতা যে প্রায় হাজার বৎসর ছিল না তার খপর রাখেন কি? বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব একবার আলোচনা করে দেখবেন। আরও শুনুন কত সহস্র বৎসর যদুবংশ ব্রাত্য ছিলেন। সেই বংশে শ্রীকৃষ্ণ কেমনে সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৈতা নিলেন! ৭।৮ পুরুষ নিরুপবীত শিবাজী কেমনে ৩২ বৎসর বয়সে স্বপুত্র উপবীতি হয়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিলেন।

আর দত্ত মহাশয় এখনও কি আপনাদের চৈতন্য হইল না? কায়স্থ শূদ্র বলতে আপনাদের মুখে আপনারা আবার পৈতাধারী কায়স্থ বিশেষতঃ আপনার নূতন কুটুম্বকে এই প্রকাশ্য গাড়ীর মধ্যে উপহাস করিয়া নিজের পিতৃপুরুষের মস্তকে পদাঘাত কর্ত্তে কুণ্ঠিত হন না! আপনি দত্ত, অবশ্যই আপনার মামা পিসের মধ্যে মিত্র কায়স্থ থাকা আশ্চর্য্য নহে, সেই মিত্রবংশীয়কে "দাম্ ঘোষের বেটা শিশুপাল"

বলে আপনার কায়স্থ পরিচয় দিতে ধিক্কার বোধ হয় না? ধিক্ আপনাকে, যদি ভদ্রার পুরুষোত্তমের পবিত্র শোণিত হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসনেও আপনার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিত তাহা হইলে আজ আপনি এরূপভাবে শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া উপবীতি কায়স্থকে লইয়া ঠাট্টা করিতেন না। ইত্যাদি বলিয়া আমি নীরব হইলাম; দেখিলাম দত্ত মহাশয় অধোবদন, ব্রাহ্মণ মহাশয় ঠাণ্ডা, ব্রাহ্মণ সহযাত্রী প্রৌঢ় মহাশয় হতভম্ব আর মিত্র মহাশয় ও তাঁহার ভগিনী এবং স্ত্রীলোক দুটী মিটি মিটি হাসিতেছেন।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার কথায় মনের অন্ধকার কেটে গেছে, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি যত সত্বর হয় দাদাকে মত করাইয়া পৈতা লইব। এই সময় আপনাকে আমাদের দেশে যেতে হবে। প্রৌঢ় মহাশয় বলিলেন "বাবা মতের সঙ্গে চালাকী—কেমন গাড়ী শুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ লোক অবশ্য পৈতা লইলে কোন ক্ষতি হয় না" ইত্যাদি তখন সব উল্টা গায়ত্রী আরম্ভ হইল। গাড়ী যশোহরে পৌঁছিল, দত্ত মহাশয়, মিত্র মহাশয় তাঁহার ভগ্নী ও স্ত্রীলোক দুইটী ঝিনাইদহের গাড়ীতে চড়িবার জন্য যশোহরে নামিলেন। পৈতা লওয়ায় বর ও কন্যাপক্ষে যে মতান্তর ছিল তাহা মিটিয়া গেল।

আমরা একটু নিদ্রাভিভূত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কুলীদের কলরবে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলাম দৌলতপুরে অবতরণ জন্য যাত্রীদের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমরাও অবতরণ করিয়া ষ্টিমার ঘাটের দিকে রওনা হইলাম। নিকটেই ষ্টিমার ঘাট অপেক্ষা করিলাম। ষ্টিমার আসিতে তখনও বিলম্ব ছিল, যদিও একটা সময় নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু এই লাইনের ষ্টিমার কোন দিনই সময়ে আগমন—এমন কি ঘড়ি মত যথাস্থানে পৌঁছায় না। তাহার উপর যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য কোন বন্দোবস্তই নাই, যে যার কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়া ছাড়া উপায় নাই; যেমন মধ্যম শ্রেণী তেমনই তৃতীয় শ্রেণী, কিন্তু ভাড়ার বেলায় বেশ কম বেশী আছে। কেবল প্রথম শ্রেণীতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ঝড় বৃষ্টি হইলে মহাবিপদ; মালপত্র বিছানা সমস্ত ভিজে ঢোল হইয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে হয়। যা হউক এ প্রকার ষ্টিমারের জন্য ঘণ্টা খানেক ধন্না দিতে হইল। ষ্টিমার দেখা দিলেন। আমরা টিকিট কিনিয়া ষ্টিমারে উঠিলাম ও কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং নিদ্রাভিভূত হইলাম। বেলা ৮।৯টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলাম, গাজীখান ষ্টেসনে ষ্টিমার ধরিয়াছে; এই ষ্টেসনে ষ্টিমার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। আমরা ষ্টিমার

হইতে অবতরণ করিয়া মাঠে যাইলাম এবং মুখ হাত ধুইয়া পুনরায় ষ্টিমারে উঠিলাম। তথায় ভোঁদড়ের ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইলাম। ভাবিলাম আমরা প্রচারকগণ অনেকটা এই ভোঁদড়ের সমান। উহারা যেমন মাছ তাড়াইয়া সূত্রজালে আবদ্ধ করিতে চাহে, আমরাও কায়স্থরূপী মীন তাড়াইয়া সূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কায়স্থকে মীনের সঙ্গে তুলনা দিবার হেতু এই যে, মীনজাতি নিদ্রিত হইলেও চক্ষু মুদ্রিত করে না অর্থাৎ চক্ষু চাহিয়া ঘুমাইয়া থাকে, আর আমাদের কায়স্থ ভ্রাতৃগণ জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। ফরিদপুরের প্রচার-সমিতি ও কলিকাতার কায়স্থ-সভার কর্ণধারগণ জন-সমুদ্রের মধ্যে প্রচারক রূপ ভোঁদড় ছাড়িয়া গণনা করিতেছেন কে কয়জনকে যজ্ঞসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন; এ দিকে স্বজাতি দাদাগণ জেগে ঘুমচ্ছেন, এই ভাবতে ভাবতে দুই একটি ষ্টেসন অতিক্রম করিলাম। তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। ষ্টিমারের মধ্যে একটি লোক (আমি তাহাকে চিনি না কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন) তাঁহার পরিচিতের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিলেন এই ষ্টিমারে "যশোহর কায়স্থ-সভার বক্তা সরলবাবু যাইতেছেন"।

ষ্টিমারের মধ্যে আমার পশ্চাতে ও সম্মুখে রুদ্রাক্ষ-মালা-বিলম্বিত নধর বপু বিশিষ্ট দুইজন অধ্যাপক ও দুই জন শিষ্যসহ একটু দূরে, বামে ও দক্ষিণে, দুইজন কৃশকায় ব্রাহ্মণ, একজনের মাথার শিখা এবং সেটা খুবই দীর্ঘ, গোঁফ দাড়ী নাই; অপরটী মুণ্ডিত মস্তক। উভয়ের গাত্রে নামাবলী ও তুলসীর মালা শোভা পাইতেছে। উজীরপুরের জনৈক কায়স্থের পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, ঐ স্থানে কতকগুলি কায়স্থ পৈতা লইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে একজন ব্রাহ্মণ ও ঐ পিতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কথা হইতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন "যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের পৈতা দিয়াছে ও উপবীতি কায়স্থের সহিত সহানুভূতি রাখে এমত ব্রাহ্মণকে যদি নিমন্ত্রণ করা হ'লে আমরা কেহ তোমার পিতৃশ্রাদ্ধে যোগ দিব না।" কায়স্থ বলিলেন, আমি স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলকেই বলিব, তারপর যাঁর ইচ্ছা হয় আসিবেন, আমি আবশ্যক করিব। আমি নিজে পৈতা লই নাই, তাহার উপর অতি গরীব, আমার গ্রামেও আমার আত্মীয় কুটুম্ব মধ্যে অনেকেই উপবীতি, আমার পুরোহিত উপবীতির সম্মান এমত অবস্থায় আমি সকলকে ত্যাগ করিয়া আপনাদের লইয়া থাকিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

সমালোচনা।

অর্ঘ্য। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত। শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মা ১১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০ আনা মাত্র, কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট। কলিকাতা, ২২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, গুপ্তপ্রেসে প্রাপ্তব্য।

'অর্ঘ্য' একখানি কবিতা পুস্তক। ইহাতে ১১টী কবিতা গ্রথিত হইয়াছে। এ কবিতাগুলির কয়েকটীর জন্মের ইতিবৃত্ত মুদ্রিত হইয়াছে। 'আলো' নামক কবিতাটিকে মীরজাফর লেনে বিদ্যুৎ আলোর ষ্ট্রীটের ইতস্ততঃ 'সঞ্চরমানা' ছাগীদিগকে তাড়াইয়া একত্র করতঃ চরাইয়া লইতে দেখিতে পাইয়া কবি এই পদ্যটি সৃজন করিয়া ফেলিয়াছেন! এইরূপে বন্ধুবিয়োগে, বিবাহে অন্যান্য ঘটনা উপলক্ষে কবিতাগুলি সৃষ্টি লাভ করিয়াছে। তবে এ সকল কবিতায় মনের নৈতিক অনিষ্ট করিবে না, এই ভরসা আছে।

উপাসনা। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত রচিত। কলিকাতা ১নং লক্ষ্মী দত্তের লেন 'লক্ষ্মীনিবাস' হইতে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন, ১৬ পেজী ৬ ফর্ম্মা মূল পুস্তক, এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব জনৈক উপাসকের কথা ভূমিকাংশে সংযোজিত আছে উত্তম এন্টিক কাগজে ছাপা।

'উপাসনা" একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ১৪৮টী গানের মধ্যে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর পিতৃকবি ৺ঠাকুরদাস দত্তের ১১টী, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺শ্যামাচরণ দত্তের ৯টী ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র দত্তের ৬টী গান ব্যতীত অবশিষ্ট ১৭৮টী গান তাঁহার স্বরচিত। পিতা ঠাকুরদাস সুকবি ও পুত্র কিরণচন্দ্রও প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় সুদক্ষ। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর জীবনী পাঠে জানা যায় তাঁহার পিতামহ ৺রামমোহন দত্ত মহাশয়ও কবি ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ কবি ৺রামবসুর সহিত একযোগে কবির দল চালাইতেন। একবংশে একাদিক্রমে তিন পুরুষ ব্যাপী সাধনা চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের ও বংশের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সঙ্গীত রচনা প্রবৃত্তি যে অনায়াসেই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সহজ বোধ্য। তিনি শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন—অনুরক্তের শক্তি। তাই অধিকাংশ গানে শ্যামানামে বিভোর-চিত্তের আকুল তান। সে গানগুলি আছে—ভক্তের প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে। রচয়িতার পরিচয় ও উৎকলাপকদের প্রতি নির্ভর করিয়া এই শ্রেণীর গানের মর্য্যাদা ও মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। সাধকের অন্তর দুর্বল গানের অন্তরালে যে শক্তি লুকায়িত থাকে শব্দ-সম্পদে গর্ব্বিত, ভক্তের সঙ্গীতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। 'উপাসনা' সঙ্গীত প্রণেতা দত্ত মহাশয় কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার সদ্ভাব ও ভক্তিমাখা গানগুলির সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিলেও সাধারণে উহার মর্য্যাদা ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। আমরা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলাম। দয়া দাক্ষিণ্যাদি-গুণে তাঁহার হৃদয় সমুন্নত ছিল। কত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, সজ্জন, অনাথ, আতুর তাঁহার কোমল হৃদয় স্পর্শে আসিয়া যথোচিত উপকৃত হইয়াছে; তাহা সাধারণে ঢকানিনাদে ধ্বনিত না হইলেও অনেকেই জানে। ভক্তিতে চিত্তরঞ্জন না হইলে গানে দুঃখে প্রাণ তত কাঁদে না।

৺লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু প্রকৃতই একজন ভক্ত ছিলেন—সাধক ছিলেন। গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালনে তিনি যেরূপ মনোযোগী ছিলেন—গুপ্তভাবে শক্তিসাধনায় তাঁহার তেমনই একাগ্রতা ছিল। সঙ্গীত-নিচয় উহার বাহ্যিকাংশ মাত্র। যশস্বী হইবার লোভ তাঁহার সঙ্গীত রচনার উত্তেজক নহে। স্বীয় হৃদয়ের ভক্তি-প্রস্রবণ হইতে নিয়ত ভক্তির ধারা পান করিয়া আত্মহারা হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গীত রচনার হেতু। কর্ম্মশ্রান্ত-দেহ মনের তুষ্টি সম্পাদনার্থ প্রতি রজনীতে তাঁহার বৈঠকখানায় তাঁহার স্বরচিত এই সকল সঙ্গীত সুরলয় যোগে বিখ্যাত গায়কগণের দ্বারা গীত হইত; তিনি নীরব নিস্তব্ধভাবে সঙ্গীত শ্রবণে আত্মানন্দ উপভোগ করিতেন। ঐ মহাত্মা যে সাধক ছিলেন, তাঁহার পরলোক গমনও তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। মৃত্যুর কয়েকদিবস পূর্ব্বে তিনি একরূপ সঙ্গীত রচনা করেন। জাহ্নবীতীরে দেহত্যাগের পূর্ব্বে উহা তাঁহাকে গান করিয়া শুনাইবার আদেশ ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ গানটি শ্রবণ করিতে করিতেই তিনি নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন মিশামিশি হইয়াছিল; তাহা বিভাগ করিবার উপায় নাই। গৃহে থাকিয়াও যে সাধক হওয়া যায়—মানুষের মত মরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায়, তাহা দত্ত মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একজন মহাত্মা রচিত নানাভাবের উক্ত সঙ্গীতগুলি যে ভক্তমণ্ডলীর আদরের যোগ্য হইবে, তাহা জোর করিয়া বলা যায়। এই গ্রন্থে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর একখানি হাফটোন ছবি ও পরিশিষ্টে উক্ত মহাত্মার পরলোক গমনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহ, বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই অল্পাধিক উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকারের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিনামূল্যে উহা বিতরণের সঙ্কল্প করায় তাঁহারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত। গুপ্তপ্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৮৮ ফর্ম্মা ১০৩ পৃষ্ঠ, মূল্য ৸০ মাত্র। কাগজও ছাপা মন্দ নহে।

"পুষ্পাঞ্জলি" একখানি কবিতা পুস্তক। ১০৩টী কবিতা এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। কয়েকটী কবিতার জন্মের হেতু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কখন ভগ্নপৃষ্ঠ দর্শনে, কখন বা এক পক্ষীর জবা রেখিয়া, কোন সময় বামুনমাসীর পায়ে এক পা বুলা নিরীক্ষণে, কখন বা অন্যের কবিতা পাঠে কবির ভাব-সাগর উথলিয়া উঠিয়া কবিতামুক্তা পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল কবিতা জন্ম না হইলে সাহিত্য জগতের কোন অপচয় হইত এমন মনে হয় না। তবে কবির বক্তব্য একটা কথা বলিবার আছে। ছন্দপতন, শব্দ-বিন্যাস-কৌশল হীনতা প্রভৃতি দোষ থাকা আমরা কবির গুরুচির প্রশংসা না করিয়া পারি না। তিনি প্রেমের কথা বলেন নাই, হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি মারাত্মক জিনিষের ধার দিয়াও যান নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিলে চরিত্র অবনতির কোন ভয় নাই। ইহাই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কায়স্থ মহাসম্মেলন ঃ—

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, বাং ৯ই পৌষ, সোমবার, বাঁকীপুর (পাটনায়) ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলনের মহাধিবেশন হইবে। এজন্য উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহযোগি সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর প্রসাদ পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন—"প্রাদেশীয় কায়স্থ-সভা এবৎসর উক্ত মহাসম্মেলনে কাহাকে সভাপতি করিতে বলেন এবং কতজন প্রতিনিধি পাঠাইবেন?" অতএব কায়স্থ-সভার সভ্যবৃন্দ মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান মহাসম্মেলনে যোগদান করিবেন, তাঁহারা ১৫ই অগ্রহায়ণ মধ্যে আমাদিগকে লিখিয়া জানাইবেন।

পঞ্চদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ঃ—

গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এবার মূল্য অতি দুর্ম্মূল্য হইলেও উহার মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পূর্ব্ব মূল্যই ঠিক রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ সভ্যগণের পক্ষে ৵০ এবং অপরের জন্য ।০ মূল্যই স্থির আছে। মূল্য লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না, কিন্তু অপরের পক্ষে অবশ্য দেয়।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

প্রচার-ভাণ্ডার। গত বার্ষিক অধিবেশনে কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী সভ্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্র নাথ মিত্রবর্ম্মা প্রচার কার্য্যের সহায়তা কল্পে যে ৪০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন। গত ৬ই কার্ত্তিক ঐ ৪০৲ টাকা তিনি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন ঃ—

৩০শে ভাদ্র, ১৩২৪। জেলা যশোহর, নালিয়া গ্রাম। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় কবিরাজ, অম্বিকা চরণ মজুমদার, কিরণচন্দ্র বিশ্বাস, হীরালাল বিশ্বাস, রসরঞ্জন বিশ্বাস, সদয় নাথ দে, পঞ্চানন ঘোষ, এই সাতজন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ উপবীত হইয়াছেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ও কালীকান্ত রায়-বর্ম্মা। উদ্যোক্তা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা।

১৩ই আশ্বিন, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে পারজোয়ার মালঞ্চা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাণীপ্রসন্ন রাহুত রায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩২৪। জেলা যশোহর ভুগাপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র

বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ বসু, রাজেন্দ্রনাথ বসু, খগেন্দ্রনাথ বসু, মোহিতকান্ত বসু, কিরণচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, অমরচন্দ্র মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই ১৪ জন দক্ষিণরাঢ়ী যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপনীত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এস্থলে কায়স্থের পৈতা হওয়ায় যাঁহারা কায়স্থের বাটীতে কোন ক্রিয়ায় উপস্থিত হন নাই, এবার তাঁহারা সাগ্রহে এই কার্য্যে এবং দুর্গাপূজায় উপস্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া কৃতিকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, বিশেষতঃ এবার বসু মহাশয়দের কুলপুরোহিত স্বয়ং উপবীত দিয়াছেন।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৪। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কাইচাল গ্রামের ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসন্ন বসুমজুমদার মহাশয়ের ভবনে এক কেন্দ্র হইয়া মৃত মহাত্মার ভ্রাতস্পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন বসুমজুমদার, মনোমোহন বসুমজুমদার, দেওয়ান কামিনীকুমার বসু বি-এ, ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষের ভ্রাতস্পুত্র ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ, মনোরঞ্জন সোম এই ৫ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে কাইচালের বাবুদের বাটীতে আরও দুইটী কেন্দ্র হয়। তখন শ্যামাপ্রসন্ন বাবু পীড়িত। তিনি তখন প্রকাশ করেন—আরোগ্য হইয়াই পৈতা লইবেন। কিন্তু তিনি আর ভগ্নদেহ রক্ষা করিতে পারিলেন না, দেহত্যাগ করিলেন। এই সময় তাঁহার কুলগুরু ক্রোকদির শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য তদীয় শ্রাদ্ধে তথায় আসিয়া কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের অবৈধতা তাঁহার বিধবা পত্নী ও ভ্রাতৃবধূকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আর কয়েক মাস তথায় কোন কার্য্য হয় না। গত শারদীয় পূজায় শ্যামবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত গুহঠাকুরতা, বি-এল্, মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার উৎসাহে এবং দেওয়ান কামিনীবাবুর যত্নে এই কেন্দ্র গঠিত হয়। এজন্য আমরা উভয় মহাত্মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৪। যশোহর-সোলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত হীরালাল নাগ, রামলাল নাগ, নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র, সতীশচন্দ্র ধর, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমরেন্দ্রনাথ সরকার এই ৬ জন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কালোড়া নিবাসী শ্রীযুত রামগোপাল শিরোমণি মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৪। জেলা যশোহরের অন্তর্গত পরমেশ্বরপুর স্থিত "ক্ষত্রিয়-[...] লাইব্রেরী"র কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ [...] তাবৎ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থই যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতী হইয়াছেন। [...]নীতগণের নাম —শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, মহিমচন্দ্র বসু, [...]রণচন্দ্র বসু, ষষ্ঠীচরণ বসু, সতীশচন্দ্র বসু (উকিল) কবিরাজ শরচ্চন্দ্র নাগ, [...]লাল বসু, যাদবচন্দ্র বসু, কেশবলাল বসু, আশুতোষ বসু, যোগেন্দ্রনাথ [...], অবিনাশচন্দ্র বসু, শরচ্চন্দ্র বসু, ভুবনমোহন বসু, সুধীরচন্দ্র বসু, অমরকুমার [...], সন্তোষকুমার বসু, গুরুদাস বসু, অন্নদাকুমার বসু, নিরঞ্জনকুমার বসু, রমেন্দ্রকৃষ্ণ [...], হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হরিপদ বসু, মাখনলাল ঘোষ, রাধিকাপ্রসাদ বসু।

১৯ শে কার্ত্তিক, ১৩২৪। জেলা যশোহরের অন্তর্গত মনোখালি নিবাসী [...] ডাক্তার ভুবন মোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীর বিশাল প্রাঙ্গণে বিরাট সভা-[...] মনোখালী মডেল-বেঙ্গল-কায়স্থ-থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [...]চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলেই স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের উদ্দেশ্যে [...] প্রকাশ করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মহোদয়গণের [...] প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়নাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। এই ব্যাপারে [...] শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী শ্রীযুত [...] নাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত কালীকান্ত রায়শর্ম্মা প্রমুখ শতাধিক ব্রাহ্মণ ও [...] এই উপনয়নোৎসবে যোগদান করিয়া সমগ্র কায়স্থ-সমাজের উৎসাহ বর্দ্ধন [...]। উপবীতিগণের নাম।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শিকদার, এম-আর-[...]; রাণীগঞ্জ কোল্ কোম্পানির সুযোগ্য অ্যাসিষ্টাণ্ট্ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ; টিম্বার [...] সুরেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী; "মনোখালী কায়স্থ-থিয়েটারের" সহঃ সম্পাদক [...] কালীকৃষ্ণ দত্ত।

গত ২০ শে কার্ত্তিক, ১৩২৪। জেলা যশোহর রাঘবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত [...]চন্দ্র বর্ম্মমজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। উক্ত গ্রামের দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত [...]তোষ বসু, বিরিঞ্চিভূষণ বসু, চন্দ্রকান্ত বসু, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বিমটীয়া নিবাসী [...] সুরেন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র বসু, কালিদাস দাস, বিশ্বনাথ [...], কালীপদ মজুমদার; খুদড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস, নগেন্দ্রনাথ [...], সুশীলচন্দ্র দাস; ফুলবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত। [...] জন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রের [...] ব্যয় সতীশবাবু বহন করেন।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার প্রযত্নে রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুরের আশোক লেনস্থ ভবনে এক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বিক্রমপুর তেউটিয়া নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত, এম্-এ, রঞ্জিৎকুমার দত্ত, হিল্লোলকুমার দত্ত, অরুণকুমার দত্ত, অনিলকুমার দত্ত, অজিৎকুমার দত্ত, এবং বরিশাল বাইশারী নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহরায়, বি-এল, যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩২৪। সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর অক্লান্ত চেষ্টায় জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত নিবাহ গ্রামের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বেনওয়ারী লাল সরকার বর্ম্মার বাটীর উপনয়ন কেন্দ্র :—

নওপাড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সেন, অতুলচন্দ্র সেন, কালীপদ সরকার, দীনবন্ধু সরকার ; মাছপাড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল, যোগেন্দ্রনাথ পাল; নিবাহ সাকিনের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্রনাথ দে, মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কেশবচন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র বর্দ্ধন, লালনচন্দ্র বর্দ্ধন ; বড়ুরিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত বনমালী বিশ্বাস এই সকল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতি হইয়াছেন।

উক্ত কেন্দ্রে খোক্‌সার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্য, জ্ঞানদাপ্রসাদ শর্ম্মকবিরত্ন এবং যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী সদস্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উপনয়ান্তে আমন্ত্রিত শতাধিক স্বজাতিপ্রাণ কায়স্থকে অমৃত বাবু চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কেন্দ্রে সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, সহ-সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ বসু, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমলাল ঘোষ এবং কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি সমাজ হিতৈষি মহোদয়গণ আদ্যোপান্ত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেরিত পত্র :—

মান্যবর কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

মহাশয়! আমার এই পত্রখানি আপনার সম্পাদিত সুবিখ্যাত কায়স্থ-পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া অনুগৃহীত করেন।

কায়স্থজাতির নেতা, কায়স্থজাতির শ্রদ্ধা, ভক্তির ভালবাসার পাত্র স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য কায়স্থ-সভা কি করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত জানি না। এক বঙ্গেই প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, উপবীতি কায়স্থ মহাত্মাগণ যদি তাঁহার সম্মানার্থ প্রত্যেকে ॥০ আনা হিঃ কায়স্থ-সভায় প্রেরণ করেন, তবে একমাস মধ্যেই পঞ্চাশ সহস্র টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। এবং সেই টাকা তাঁহার নিমিত্ত স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কায়স্থজাতির গৌরব রক্ষিত হইতে পারে। কায়স্থ সাধারণের নিকট এ দীনের আবেদন প্রীতিকর হইবে কি? ইতি

বিনীত

শ্রীরাজকাঠী, যশোহর।
২৭শে কার্ত্তিক ১৩২৪।

শ্রীহীরালাল মিত্রবর্ম্মা।

শ্রীগয়গোপাল নন্দী বর্ম্মা
১২/৭/২৪

কায়স্থ পত্রিকা।

পৌষ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

শাসননীতির আভাস।*

অদ্য হইতে ঠিক এক বৎসরের পূর্ব্বে এই সভা নূতন করিয়া গঠিত হয়, এবং আমি সেই সভাতে রাজপ্রতিনিরূপে সর্ব্বপ্রথম সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার আশা ও শঙ্কার কথা এবং আমার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অসাময়িক হইত। অধিকন্তু যে সকল বিষয় আশু কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না তৎসম্বন্ধে কোন আশ্বাস বাক্য প্রদান করা আমার উচিত নহে, ইহা আমি আমার কার্য্যের মূলসূত্র বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার মধ্যে ইহাও একটী অভিযোগ যে তাঁহারা অনেকানেক আশ্বাসবাক্য প্রদান করেন; কিন্তু মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায় পরন্তু ঐ আশ্বাস বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায় না। ইহা প্রকৃত কথা কিনা সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে আমার শাসন কার্য্যের বিচার আশ্বাসবাক্যের উপর না করিয়া যে সকল কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহার উপর করিতে বলি। এবং এক্ষণে আমার

* ইং ১৯১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিমবর শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ।

ষোড়শ মাস কার্য্যকালের মধ্যে আমি কি করিয়াছি এবং কি করিতে আশা করি তাহা আমি যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করিয়া, অল্প কথায় এবং অনতিরঞ্জিতভাবে মাননীয় সভ্যগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যদি আমাদিগের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আপনারা কোন ধারণা পূর্ব্বে গঠিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আপনারা আপনাদিগের মন হইতে বিতাড়িত করুন। একটী পুরাতন আইনঘটিত প্রবাদ বাক্য আছে যে আইনজ্ঞ ব্যক্তি উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান না করিয়া মানুষকে তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা বিচার করেন। এই সূত্রের উপরই নির্ভর করিয়া আমি আপনাদিগকে আপনাদিগের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করি। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা গবর্ণমেণ্টকে নীতি ও শাসন কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। অতএব আমার গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছে ও কি করিবার আশা করিতেছে তাহার একটী বিবরণ আমি প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আমি বিবেচনা করি আমি নিম্নলিখিতমত সাধারণভাবে আমাদের শাসননীতির আভাস প্রদান করিতে পারি :—আমরা নিজেদের সম্মুখে তিনটী প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছি।

প্রথমতঃ।—ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলের কার্য্য যাহাতে লক্ষিত অথবা অপুরস্কৃত হইয়া না যায় এবং তাহাদিগের পুরস্কারের কথা যাহাতে সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ।—অভাব বা অভিযোগ, কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক, যেরূপ হউক না কেন আমাদের তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ।—ভারতবর্ষে বৃটিষ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি এবং যে উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে।

এই কর্ত্তব্যসমূহ পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যাউক এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। তাহা হইলে প্রথমে সৈন্য দলের কথা বলি। আমি বিবেচনা করি যে, যে সকল সাহসী সৈন্য তিন মহাদেশের সমরক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্মান অক্ষত রাখিতেছে তাহাদের কার্য্য যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে স্থচিত করিবার জন্য আমরা যে সঙ্কল্প করিয়াছি মাননীয় সভ্যগণ এবং ভারতবাসীরা সাধারণতঃ তাহার অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষীয় সামরিক কর্ম্মচারী সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং সনন্দধারী নহেন এমন সামরিক কর্ম্মচারীদিগের বেতন বিশেষরূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যের জন্য যে হারে বাটা প্রদানের ব্যবস্থা আছে তাহা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পেনসনের

উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে আঘাত ও ক্ষতি নিবন্ধন প্রদত্ত পেন্‌সন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা অধিকতর উদার নিয়মাধীনে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদিগের অশ্বতরবাহন সৈন্যদলের (মিউল ট্রান্‌স্‌পোর্টকোরের) যে সকল লোকজন সকল সমর কেন্দ্রেই এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন তাহাদিগের সৈনিকোচিতগুণের আদর করিয়া তাহাদিগকে যোদ্ধার পদমর্য্যাদা প্রদানে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা তাহাদিগকে অপরাপর ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের সমান পদে স্থাপিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল ভারতবর্ষীয় সাধারণ সৈন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, পূর্ব্বে কেবল তাহাদিগকেই বিনা ব্যয়ে আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া হইত, এক্ষণে কিন্তু তাহার স্থলে যে সকল যোদ্ধা ভারতবর্ষে কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকেও ঐ বিশেষাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষাধিকারের মূল্য সিপাহীর বেতন শতকরা ৩০৲ টাকা বৃদ্ধি করার সমান। অতএব ইহার ফলে সৈনিকদিগের বেতন বিশিষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গেল। আর ইহার ফলে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যের ও দৈহিক পুষ্টির বিলক্ষণ উপকার সাধিত হইবে। এবং সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে ইহাতে যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও এ সম্বন্ধে আমরা যে সকল অনুকূল সংবাদ পাইয়াছি তাহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সর্ব্বসাধারণে ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন।

গেজেট হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারী ও সৈনিকদিগের ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও ভাল কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে অবিলম্বে এবং প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এবং যে সকল ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিশেষ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভূমি কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে তুল্য মূল্যের পুরস্কার প্রদানার্থ এক সঙ্কল্প এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনাধীত রহিয়াছে, এবং আমরা আশা করি যে উহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থানের সহিত ভারতবর্ষীয় সেনানিবাস গৃহ সমূহের উৎকর্ষ সাধনার্থ সৈন্যাধ্যক্ষ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে সকল শ্রেণীর সৈনিকদিগেরই স্বচ্ছন্দতা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের পল্টন সংক্রান্ত হাঁসপাতালের পরিবর্ত্তে সুসজ্জিত ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যক—কর্ম্মচারি বিশিষ্ট ষ্টেশন হাঁসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাবও আমাদিগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সকল প্রস্তাবের ফলে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি হইবে এবং তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় রোগী-দিগের জন্য যে স্বচ্ছন্দতা ও যত্ন লওয়া সম্ভব হয় তদপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছন্দতা ও যত্ন লাভ সম্ভব হইবে।

মাননীয় সভ্যগণের স্মরণ থাকিবে যে এই সভার গত অধিবেশন কালের মধ্যে কাপ্তান আজব খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষের বিবেচনার জন্য ভারতীয় সৈন্যদিগের সন্তোষ ও মঙ্গলের জন্য সামান্য সামান্য বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি অবগত হইয়াছি যে এই সকল প্রস্তাবের অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং অপর গুলি সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় সহানুভূতির চক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্যের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের পুত্রগণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছি। কোন জনসমবায়ই উহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস ও রাজভক্তির কার্য্যসম্পাদন করে নাই, আমরা আশা করি যে এই বিদ্যালয় পরবর্ত্তী বংশধর-দিগকে কেবল যে তাহাদিগের সাহসী পিতার উপযুক্ত পুত্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে পরন্তু তাহারা এরূপ শিক্ষাসহায়ে তাহাদিগের জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ দক্ষতা ও চরিত্র-বল দেখাইবে তাহারা ক্রমে ক্রমে সম্রাটের চাকুরিতে উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার শেষ কথা কিন্তু শেষ হইলেও তুচ্ছকথা নহে—এই যে, শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের সৈন্যদলে বৃটিষ জাতির প্রাপ্য প্রবেশাধিকার (কমিশন) ভারতবাসীদিগকে প্রদান করিবার প্রস্তাব সমন্বিত এক পত্র আমরা ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়াছি। তাহার ফলে আমরা তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি যে, শ্রীশ্রীমান সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট তার যোগে আমাদিগের প্রস্তাবের স্থূল মর্ম্ম পাইয়াছেন এবং আমাদিগের প্রস্তাবের মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমান্ সম্রাট আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধে নয় জন ভারতবর্ষীয় সামরিক কর্ম্মচারীর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ ঐ কর্ম্মচারীদিগকে বৃটিষ কমিশন প্রদান করিয়াছেন আমি মাননীয় সভ্যদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে এই কমিশনের সমস্যাকে আমি ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ইহা গবর্ণমেণ্টের পর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে এবং লর্ড কর্জ্জন আশা করিয়াছিলেন যে রাজকীয় ক্যাডেটকোরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই সমস্যার সমাধানের দিকে প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অবধি অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এবং আমাদিগের এই আলোচনা পুনর্গ্রহণের পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সমস্যা যে বিঘ্নসঙ্কুল তাহা আমি আপনাদিগের নিকট গোপন করিতেছিনা। তথাপি তৎসম্বন্ধে কোন

কার্য্যের সমাধানে উপনীত হইবার জন্য আমরা অকপটভাবে ঐ সকল বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। এবং শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের যে আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতি অনুকূলতা আছে তাহা উপরের উল্লিখিত নয় জন কর্ম্মচারীর নিয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই সকল সমস্যার সমাধান বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা আশা করি সকলে উহাদের মীমাংসা কল্পে আমাদিগের চেষ্টা সুনয়নে দেখিবেন। আমার প্রার্থনা এই যে যাঁহারা আমাদিগের কার্য্যে বিঘ্ন ও বাধার ভয় করিতেছেন তাঁহারা এবং যাঁহারা কার্য্যের কেবলমাত্র প্রারম্ভে অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা অকপটে আমাদের সহকারিতা করিবেন।

সৈন্য সংক্রান্ত কথা শেষ করিয়া আমি এক্ষণে দ্বিতীয় কর্ত্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সকল বিষয় ভারতবাসিগণ অভিযোগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ঐ সকল বিষয়ে অনেক বৎসর যাবৎ কোন প্রতীকার করা হয় নাই। ঐ সকল অভাব অভিযোগ প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য ছিল এবং যে সকল সংস্কার নীতিতে ঐ কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না তাহা যে সম্পূর্ণ তাহা আমরা শাসনকর্ত্তৃভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যের পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহা আমি এক্ষণে বর্ণনা করিব।

সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ কি স্থান অধিকার করে তাহার প্রতি স্পষ্টতই আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৫ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই সভায় তাঁহার অভিভাষণে কি বলিয়াছিলেন বোধ হয় আপনাদিগের স্মরণ আছে :—

"ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের সাম্রাজ্যগোষ্ঠীর প্রকৃত গঠনের এই বর্ণনা হইতে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কন্‌ফারেন্সের পরবর্ত্তী অধিবেশনে ভারত-বর্ষের প্রতিনিধিত্ব গ্রাহ্য হইলে তাহা কি প্রণালীতে সাধিত হইবে তাহা বিবেচনা করা এখন অসাময়িক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে ষ্টেট সেক্রেটারী স্বয়ং, এবং তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া যে একজন কিম্বা দুইজন প্রতিনিধিকে মনোনীত করেন তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন। এই সকল মনোনীত ব্যক্তি যাঁহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে বাস করেন কিম্বা চাকুরি করেন এরূপ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।"

তাহার পর এই বৎসরের প্রারম্ভে যখন শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে সংক্রান্ত এক বিশেষ কন্‌ফারেন্স (গোষ্ঠী) আহ্বান করেন, তখন এতৎসম্বন্ধে

পরবর্ত্তী উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। এবং ষ্টেটসেক্রেটরী ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব কার্য্যে তাঁহার সহযোগি স্বরূপ নাভানগর বিকানীরের মহারাজ, মাননীয় সার জেমস্ মেষ্টন এবং সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে মনোনীত করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন ইহা তাহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য বিকাশ। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমাদিগের সভার গত কার্য্যকালের মধ্যে বলিয়াছিলাম :—

শ্রীশ্রীমানের গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অবিচারিত বা অনভিজ্ঞ সমালোচনায় তাহার অত্যধিক গুরুত্বের হ্রাস বা নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে ইহা ভাবিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। ফরাসী প্রসাদ বাক্যে কথিত আছে যে 'সকল কার্য্যের প্রথম সোপানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য' সেইরূপ ভারতবর্ষ যে এই প্রথমবার সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাগারে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাও ভারতের ইতিহাসে একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার ঘটনা। যদিও অন্য ইহার প্রকৃত গুরুত্ব অনুভূত না হইতে পারে তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি যে ঐ ঘটনায় বৃটিষ রাজপতাকার অধীনে ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।" বোধ হয় আমি অন্য বলিতে পারি যে আমার কথাই সত্য হইয়াছে।

এক্ষণে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সাম্রাজ্যের মন্ত্রিসমিতির (ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেটের) বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন হইবে। এই সমিতিতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি থাকিবে এবং স্বায়ত্তশাসনাধিকার-বিশিষ্ট সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশ হইতে যেরূপ একজন করিয়া প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন সেইরূপ ভারতবর্ষেরও একজন প্রতিনিধি ঐ সমিতিতে উপস্থিত হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসরও হওয়া গিয়াছে তাহা আশানুরূপই হইলেও এইরূপ হইবে বলিয়া এক বৎসর পূর্ব্বে কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই।

আবার ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে কিরূপ স্থান অধিকার করিতেছে তাহাও দেখুন। ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং স্বস্ব গবর্ণমেণ্টকে তিনটী সাধারণ নীতি অনুকূলভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অপরাপর প্রাচ্যজাতীয় প্রজাদিগকে উপনিবেশ স্থাপনের যে সকল সুবিধা দেওয়া হওয়া হয় ভারতবাসীকে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য তাহা অপেক্ষা কম সুবিধা দেওয়া হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী শিক্ষা-ভ্রমণের উদ্দেশে—বাস করিবার উদ্দেশে নহে—উপনিবেশ পরিদর্শন করিতে আসিবেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ যে সকল ভারতবাসীকে ইতিপূর্ব্বেই বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি সদয়াচরণ করিতে হইবে।

এই সকল নীতি আরও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতে পারি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি মাননীয় সভ্যগণ স্বীকার করিবেন যে এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এবং এই সম্পর্কে ডাক্তার ক্যানেডার পার্লামেণ্টের একটি বিখ্যাত উক্তি আপনাদিগের গোচরে আনিতে ইচ্ছা করি। গত ১৮ই মে তারিখে সার রবার্ট বোর্ডেন বলিয়াছিলেন :—

"কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকায় আমি ভারতবর্ষ ও আমাদিগের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলি আলোচনা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি যে হোটেলে থাকিতাম, সেই হোটেলে ঐ কনফারেন্সের সভ্যদিগকে বেসরকারি ভাবে মিলিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এবং সমস্ত বিষয়েরই, উপনিবেশসমূহের সহিত যতদূর সম্পর্ক আছে ততদূর অবাধে, সম্পূর্ণরূপে অকপটভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম।" দক্ষিণ আফ্রিকা সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউফিলণ্ড এবং কোন কোন উপলক্ষে ক্যানেডার সহিত, ভারতের মতভেদ এবং কখন কখন তর্ক বিতর্কের বিষয় আছে। সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ সমিতির দিক্ হইতে তাঁহার বক্তব্য অতীব যোগ্যতা ন্যায়পরতা, বিশিষ্ট সংযম এবং নিরতিশয় আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ এত যুক্তিযুক্ত ও সংযত হইলেও আমাদিগের নিকট অল্প হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আমরাও তুল্যরূপ স্বাধীনতা, অকপটতা এবং আমি আশা করি তুল্যরূপ সংযমের সহিত, আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। উহার মূলে এই ধারণা নিহিত আছে যে আমরা ক্যানেডার ভারতবাসীদিগের বাস কিম্বা পরিদর্শন সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা বলবৎ করি, তাহা ভারতবর্ষে ক্যানেডাবাসীদিগের বাস ও পরিদর্শন সম্বন্ধেও বর্ত্তিবে, এইরূপ কোন চুক্তিপত্র থাকিলে ভারতবর্ষের আত্মসম্মান সুরক্ষিত হইবে।

আমার বোধ হয় এই সভার কেহই ঐ প্রস্তাবের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন না। অপর যে সকল বিষয়ের আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম,

অন্য তৎসম্বন্ধে আর আমি কিছু বলিব না। আমি দেখিতেছি যে ঐ কন্‌ফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে সুফলই ফলিবে। আর আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎ অধিবেশনসমূহে সাম্রাজ্যের অধীন ঐ বিশাল রাজ্যের প্রতিনিধি থাকা সম্বন্ধে এই সভার এবং এই দেশের কাহারও কোন আপত্তি হইবে না। বর্ত্তমান সমরে ভারতবর্ষ বিশেষরূপে রাজভক্তি দেখাইয়াছে এবং যাহাতে আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি তদুদ্দেশ্যে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিয়াছে। আমরা অবশ্যই এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিব। ভারতবর্ষের সভ্যতা আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র; উহা আমাদিগের সভ্যতা হইতে পুরাতন ও কোন কোন বিষয় উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত। ভারতের সভ্যতায় ভাবপরতন্ত্রতা (idealism) ও আমাদের সভ্যতায় বোধ হয় বস্তুতন্ত্রতার (maierialism এর) আধিক্য আছে। তাঁহাদের ও আমাদের সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট তাহার আলোচনা করিতে আমি প্রস্তুত নহি, কিন্তু আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আমাদিগের সম্মানার্হ, এবং আমাদের সাম্রাজ্যের অধীন এই বিশাল উপনিবেশের অধিবাসিগণ যাহাতে বুঝিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত কোন উপনিবেশের লোকেরা তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অন্যায় ব্যবহার করেন না, তাহার ব্যবস্থা আমারা আমাদিগের সাধ্যমত অবশ্যই করিব। আমার বিশ্বাস ঐ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিদিগের সহিত আমাদিগের যে কন্‌ফারেন্স (গোষ্ঠী) হইয়া গিয়াছে তাহাতে এই সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হইবে।

সার রবার্ট বোর্ডেন যে সহানুভূতি সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার ফলে ভবিষ্যতে যে সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহার সূচনা দেখিয়া বোধ হয় আমরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইতে পারি।

আবার দেখুন চুক্তিক্রমে কুলি চালানের প্রথা রহিত করিয়া আমরা ভারতবর্ষের আর একটী অভাব অভিযোগের সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছি। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে অতীতে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বোধ হয় মাননীয় সভ্যগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রথার পরিবর্ত্তে একটী নূতন প্রথা স্থির করা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রথা বলবতী থাকিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে যদিও ভারতবাসীরা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ঐ প্রথা শীঘ্রই রহিত হইবে, তথাপি উপনিবেশের লোকেরা উহা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে ভারত-

সীর সরলবিশ্বাস রক্ষার্থ আমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি এক্ষণে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে (ভারতবর্ষ সংরক্ষণার্থ) আইনমতে কুলি চালান নিষেধ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং যাহার ফলে ঐ প্রথা ক্রমে রহিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে উপনিবেশের অধিবাসিগণ এবং ঔপনিবেশিক আফিস সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে প্রেরিত আমাদিগের প্রতিনিধিদ্বয় সার জেমস্ ষ্টেন এবং সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ঔপনিবেশিক আফিসের ঐ কনফারেন্সের অধিবেশনে ভারতবর্ষের মনোগতভাব ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সাধুতা বিষয়ে তাঁহাদিগের যাহা কিছু সন্দেহ ছিল তাহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই।

ভূলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রসঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার সবিস্তার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিষয়টী অভিযোগের হেতু করিয়া বৃটনবাসী ও ভারতবাসী উভয়েই তৎসম্বন্ধে গত বিংশতি বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই অভিযোগের কারণ অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। এবং যদিও আমরা জানি যে বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার পুনরালোচনা সময়ে আমাদের এই ব্যবস্থাও পুনর্ব্বার বিবেচনাধীন হইবে, তথাপি চুক্তিক্রমে কুলী চালান প্রথা সম্বন্ধে আমি যেরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলাম সেইরূপ ইহার সম্বন্ধেও আমি বলিতেছি যে, এই সকল বিষয় একবার রহিত হইলে আর পুনঃস্থাপিত হইতে পারে না, এবং এইরূপ পুনস্থাপনের প্রস্তাব করা হইলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট যে দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিবেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যুদ্ধান্তে যে কোন রাজ্যসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক না কেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইবে।

ভারতবাসীকে স্বেচ্ছাসৈন্যদলভুক্ত করণ এবং অস্ত্র আইনের পরিচালন এই দুই বিষয় লইয়া এখনও অভিযোগের কারণ রহিয়াছে। ভারতরক্ষীসৈন্যদল-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপির উপর বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে "স্বেচ্ছাসৈন্য-শ্রেণীনিয়োগের যে প্রথার সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে যে সাময়িক সৈন্যদল কখনই কার্য্যক্ষম হইতে পারে না তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন"। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রক্ষিদল বিষয়ক আইনমতে আমরা ভারতবাসীকে সৈন্যদলভুক্ত

হইবার সুযোগ দিয়াছি এবং তদনুসারে অনেকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্যদল গঠিতও হইয়াছে। এই সকল দলে যদিও আমাদের আশানুরূপ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নাম লিখান নাই, তথাপি ইহা হইতে আমরা আমাদিগের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশ লাভ করি। এই পরীক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই, তজ্জন্য আমি দুঃখিত।

আমরা এখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি তৎসম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত, যে নিয়মিত পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য বঙ্গদেশের এবং যাঁহাদিগের সাহায্যে ঐ দল গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ ডাক্তার মল্লিকের সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। সৈন্যদলে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আগ্রহের বিশেষ প্রসংসার কথা আমি শুনিয়াছি। শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগেরা শৌর্য্যের কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

অস্ত্র আইনের পরিচালন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিছুকাল যাবৎ আমরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছি এবং আমরা এবিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি তৎসম্বন্ধে এখনও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহের মতামতের অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই প্রশ্নের যে সমাধান বর্ণভেদমূলক অবাহ্যতির উপর স্থাপিত হইবে তাহা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপক্ষরূপে আমরা কখনই গ্রাহ্য করিব না।

এক্ষণে আমি তৃতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অর্থাৎ শাসনপ্রণালীসংক্রান্ত সংস্কারের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনরলস্বরূপ প্রথম যে কার্য্যকরী সমিতি (এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের) আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাতে আমি মন্ত্রিসভার নিকট দুইটী প্রশ্নের অবতারণা করি:—

(১) ভারতবর্ষে বৃটিস শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

(২) ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?

ভারতবর্ষ বৃটিস-সাম্রাজ্যের একটী অখণ্ড অংশ বলিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করাই বৃটিস-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না তৎসম্বন্ধে বোধ হয় অধিকাংশ মাননীয় সভ্য আমার সহিত একমত হইবেন। শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এসম্বন্ধে তাঁহাদিগের নীতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি বলিতে পারি ভারত-

র শাসনকর্ত্তৃপক্ষরূপে আমাদের প্রস্তাবিত নীতির সহিত উহার প্রকৃত পক্ষে ন পার্থক্য নাই।

সাবধানে ও বিস্তারিত ভাবে কারণ সমূহের বিচার করিয়া আমরা দ্বিতীয় র সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর বার তিনটী পথ আছে। প্রথম পথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কার্যক্ষেত্র পল্লী-ে, গ্রাম্য বোর্ড এবং নগর কিম্বা মিউনিসিপল কাউন্সিলে নিহিত। নাগরিক । গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের শিক্ষাভূমি। উহা হইতেই রাজনীতিক উন্নতি ও দায়িত্ব জ্ঞানের আরম্ভ হইয়াছে। এবং আমারা ে বুঝিতে পারিয়াছি যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবার, অগ্রগতির পরিমাণ বর্দ্ধিত রিবার এবং এইরূপে সাধারণ নাগরিকের দায়িত্বজ্ঞান পরিপুষ্ট ও অভিজ্ঞতা র্দ্ধিত করিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদিগের মতে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবাসীকে অধিকতর দায়িত্ব র্শিষ্ট পদে নিয়োগই দ্বিতীয় পথ। আমরা বেশ অনুভব করিয়াছি যে ঐ মুখ্য দ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে ভারতবাসীকে নিয়ত-বর্দ্ধমান অনুপাতে ভিন্ন রাজকার্য্য ও কর্ম্মবিভাগের উচ্চতর শ্রেণী সমূহে এবং সাধারণতঃ শাসন র্য্যের অধিকতর দায়িত্ব বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা যে নীতির একটি প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য। আমাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে দিন দিন অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর দৈনন্দিন শাসন কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমগ্র রাজ্য-শাসন-বিষয়ে দক্ষ ওয়া অত্যাবশ্যক।

অগ্রসর হইবার এই দুই পথ সম্বন্ধে আমরা যে সকল সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই অসার আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। কিন্তু ঐকমত্য থাকিলেও আমরা প্রশ্নের গুরুত্ববিধারণে অন্ধ হইব না। য় করিবার অধিকার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার উপায় আর নাই। লোক-দিগকে আপন আপন স্থানীয় ব্যাপার পরিচালন করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য এবং কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় রাজ-কার্য্যে দক্ষতা অপেক্ষা এই প্রকারের রাজনীতিক শিক্ষার প্রাধান্য দিতে হইবে—এই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নীতি লর্ড রিপন তাঁহার ১৮৮২ সালের মে মাসের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় মন্তব্যে বিবৃত করেন এবং পরে লর্ড মর্লে এবং লর্ড ক্রু যথাক্রমে ১৯০৮ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের ও ১৯১৩ সালের ১১ই জুলাই তারিখ তাঁহাদিগের

শাসনপত্রে (ডেস্‌প্যাচে) উহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। আমরা ঐ নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, আর সেই জন্যই আমরা প্রথম পথ অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে শাসন কার্য্যে যে শিক্ষালাভ হয়, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা তুল্যরূপে উপলব্ধি করি। শাসনকার্য্যের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ বিচার শক্তি সংযত হয়, এবং শাসন ব্যাপারে কার্য্যতঃ যে সকল বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকে তাহার যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এবং ইহা হইতেই আমরা ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক সভার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত সভ্য পাইবার আশা করিতে পারি।

"এক্ষণে আমরা আমাদিগের তৃতীয় পথের বিচারে উপনীত হইলাম। এই পথ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যক্ষেত্রে নিহিত। মাননীয় সভ্যগণ সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে এই বিষয়ে যত মতভেদ আছে এবং এই বিষয়ে যত সমীচীন অনুসন্ধান ও সংযত সিদ্ধান্ত আবশ্যক এরূপ আর কিছুতেই নাই। আমি অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে অপর দুই পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা ভারতের শাসনকর্ত্তৃপক্ষরূপে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এবং শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের ঘোষণায় যে মুখ্য উদ্দেশ্যের আভাস দিয়াছেন তৎসম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যত শীঘ্র সম্ভব বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ডেস্‌প্যাচে নীতির আভাষ মাত্র দেওয়া হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া যে কেহ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যগণকে সেজন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এরূপ কোন প্রশ্নের মীমাংসা ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপরই নির্ভর করে। অধিকন্তু অনেক প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও আমি নীতি ব্যক্ত করণের অসাধারণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াই তৎসম্বন্ধে আমার নিজের কোন উক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের কোন পূর্ব্বাভাস দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছি ; কারণ তাঁহারাই কেবল চরম ও প্রামাণিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব হইতে গুরুতর ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন বিলম্বের সম্ভাবনা—একথাও আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাননীয় সভ্যগণের সমক্ষে বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আশা করি এক্ষণে উহার আর কোন সার্থকতা নাই। কারণ, এখন শ্রীশ্রীমানের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নীতি

স্বীকার করিয়াছেন এবং ষ্টেটসেক্রেটারীকে শ্রীশ্রীমানের অনুমত্যনুসারে বিচার্য্য বিষয়গুলি এদেশে আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি চেম্বারলেন সাহেবকে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করি। তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন এমন সময়ে পদত্যাগ করেন। মণ্টেগু সাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই আমি ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়কে যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলাম তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। এবং তিনি উহা গ্রহণ করিবেন—মন্ত্রসভার এই সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কাহার কাহারও মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে হয়ত কিয়ৎকালের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে নিজ হস্তে শাসন কর্য্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি মণ্টেগু সাহেব বেসরকারীভাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট, অপরাপর ব্যক্তিগণ ও আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমার আমন্ত্রণে ভারতে আসিতেছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে নীতি সম্বন্ধীয় কোন কথা ব্যক্ত করিবেন না এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি নিয়মিত প্রণালীতে ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্পন্ন হইবে। ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতালোপের কোন কথাই নাই। কিন্তু মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের বিশেষ সুবিধা এই যে এক্ষণে তিনি বিচার্য্য বিষয়ঘটিত প্রশ্নগুলির মূল উৎপত্তি স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন এবং যাহাতে তিনি প্রতিনিধি সম্প্রদায় সমূহও ইচ্ছা করিলে অপরাপর ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ যখন মণ্টেগু সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে ঐ সমস্ত প্রস্তাব যথানিয়মে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হইবে ও তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে, তখন মাননীয় সভ্যগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালে, তাঁহার সমক্ষে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে সেই সকল প্রশ্নের ধীরভাবে পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত করা হউক। মণ্টেগু সাহেব এখানে আসিলে যে সমস্ত উপাদান হইতে একটী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, সেই সমস্ত উপাদান যাহাতে তাঁহার সমক্ষে স্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি। এখানে "আমাদিগের বলিতে ঘোষণাপত্রে যে সমস্ত

প্রতিনিধি সম্প্রদায় ও অপরাপর ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।

আমি আশা করি মাননীয় সভ্যগণ আমার পরামর্শ সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন না। আমি উহার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিতেছি। মণ্টেগু সাহেব ভারতে আগমন করিয়া যাহাতে দেখিতে পান যে দেশে বিরোধ-বিক্ষোভ নাই, প্রস্তাবিত নীতিগুলি সাবধানে বিবেচিত ও যথাযথ যুক্তি ও বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের মনে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বোপযোগী সংযমের ভাব বিরাজ করিতেছে—তদ্বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা আমার পক্ষে আর অধিক কথা কি?

আপনাদিগকে আমার বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন যে অদ্য আপনাদিগের সমক্ষে আমার অভিভাষণ কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ ও ব্যক্তিগতভাবে প্রীতিকর হইয়াছে। কোনও বিশেষ ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও আমার গবর্ণমেণ্টকে কেবল অবস্থা বৈগুণ্যে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি বিষম অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকেই আমাদিগের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা ও আমাদের অভিপ্রায়ের অসদর্থ করা হইয়াছিল, তথাপি আমাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার উপায় ছিল না। এক্ষণে আমি আবরণ উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং বোধ করি অত্রস্থ মাননীয় সভ্যগণ এবং তাঁহারা দেশের যে সকল লোকের প্রতিনিধি তাঁহারাও আমার কথা হইতে আমাদিগের শাসন কার্য্য যে বিফল হয় নাই অথবা আমাদিগের নীতি যে অনুদার নহে তাহা উপলব্ধি করিবেন।

অদ্য আমি আপনাদিগের সমক্ষে সিদ্ধ, সুসম্পন্ন কার্য্য বিশেষের নির্দ্দেশ করিতে পারি। এক্ষণে যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভারতীয় শাসন তন্ত্রের ইতিহাসের একটী সীমাচিহ্ন স্বরূপ। যে রাজশাসনের বলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আদেশ গঠিত হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে দৃঢ়ভূত হয়, ইহা সেরূপ রাজশাসন নহে। ইহা আশার প্রতিধ্বনিকারী ঘোষণা। ইহা একেবারে আপনদিগকে রাজনীতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে এবং আপনাদিগের সম্মুখে একটী মুখ্য উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিতেছে।

আপনাদিগের এই মহৎ জাতীয় বিবর্ত্তনের কালে আমি আপনাদিগের সহকারিতা প্রার্থনা করি; অতীতের বিবাদ বিসম্বাদকে এক মহাজাতির পূর্ণতর বিকাশ লাভার্থ বিবর্দ্ধমান বেদনা বলিয়া বিবেচনা করা যাউক। আমি বলি, অভিভাবকতা ও রক্ষকতার যুগ কেহ কেহ যেরূপ নিষ্ফল বিবেচনা করেন, সেরূপ

নিষ্ফল হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজনীতিক যন্ত্রের বিকাশের তুলনায় ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতির গতি মন্থর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু, ইতিমধ্যে ভারতবাসীর মানসিক রাজনীতিক ও জাতীয় বৃত্তি সমূহ যে দিন দিন বলোপচয় করিয়াছে তাহার সন্দেহ কি?

"যদিও শান্ত তরঙ্গরাজি বৃথা আঘাত করিয়া অতিকষ্টে সমুদ্রতটে এক ইঞ্চি পরিমিত ভূমিও অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া বোধ হয়, তথাপি বহুদূর পশ্চাতে খাড়ি ও সাগর শাখা সৃষ্টি করিয়া সমুদ্র তটদেশ ডুবাইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হয়।"

অতীতের কথা এই পর্য্যন্ত; কিন্তু ভবিষ্যতের কি? আপনারা কি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিবেচনা করেন যে, যে ন্যায়পরতা ও সদভিপ্রায়ের আদর্শ ভারতবর্ষকে সম্রাটের অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং আপনারা যাহার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, বৃটিশ জাতি এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সহিত আচরণে সেই আদর্শ হইতে পৃথক্ আদর্শে চালিত হইবেন? যে সকল বন্ধন সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃটিশ জাতিকে ভারতবর্ষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল বন্ধনের জন্য তাঁহারা সকলেই গর্ব্বিত। আর বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন ভারতসন্তানগণ এত সাহস ও অনুরাগের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহারা সেই গর্ব্ব যেরূপ অনুভব করিতেছেন। পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ করেন নাই। এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ঐ সকল স্নেহের বন্ধন একান্ত আবশ্যক এবং যাঁহারা এক যোগে এই দেশে সাম্রাজ্যের কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাঁহারা যদি কোন দিন ইতিহাসের মহান ও গৌরবান্বিত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সাধারণ কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হন, তাহা হইলে সেই দিন ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্দ্দিন হইবে? কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। অনুরাগ একটী কোমলপ্রাণ উদ্ভিদ্, উহা সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার রুক্ষ বায়ুতে বিশুষ্ক হয়—এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই সতর্কতা কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি উদ্দিষ্ট না হইয়া বৃটিশ ও ভারতবর্ষীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি, সাধারণ নেতৃবর্গের প্রতি, বিশেষতঃ প্রত্যেক স্বার্থের প্রতিনিধি স্থানীয় সংবাদপত্র এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যের মনোভাবের উপর নিয়ত ও সাদরে লক্ষ্য রাখাই ভারতের ভূমিতে প্রকৃষ্ট সাম্রাজ্যানুরাগকে পুষ্পিত ও ফলিত করিবার একমাত্র উপায়। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের এই প্রশস্ত দিনে আমাদিগের দোষে সাম্রাজ্যানুরাগের সজীবতা নষ্ট

হইয়াছে এই বলিয়া পরে যাহাতে কেহ আমাদের সমকালীন লোকদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে না পারেন (এরূপভাবে আমাদিগের কার্য্য করা উচিত)। ভারতবর্ষীয় নেতৃবর্গকে আমার একটী বিশেষ অনুরোধ করিবার আছে। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে এবং আমাদিগের পুরোবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের দুরূহ ক্রম-বিকাশের মধ্যে তাঁহারা যেন আমাদিগের সদিচ্ছা ও সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। ফল কথা এই যে, আমাদিগের যতই কেন মতের অনৈক্য থাকুক না, আমাদিগের সকলেরই অন্তঃকরণে এক উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের মঙ্গল বিরাজ করিতেছে।

আমরা যে কর্ম্ম সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইতেছি, তাহা সহজ নহে। ইহাতে বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য করিতে হইবে, গুরুতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। ঐ সকল বিষয়ে আপনাদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞতর কে আছেন? উৎকট ঔষধে মনুষ্যদেহের যেরূপ ক্ষতি রাজা তন্ত্রের তাহা অপেক্ষা অল্প ক্ষতি হয় না, আমার বোধ হয় এখানে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ভারতের ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা হইতে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল লাভ হইবে এরূপ সংস্কার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ ও আনন্দিত হইতে পারেন। মুক্তিপরতন্ত্রতা এবং পরস্পর বিশ্বাস ও সহকারিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিচার্য্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পুরাতন ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা মনে রাখিয়া অবিশ্বাস একেবারে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া বন্ধুর ন্যায় বসিয়া এই মহৎ সমস্যাগুলি, যাহা বিচার বুদ্ধির ও ন্যায়ের অনুমোদিত এবং যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় কেবল সেইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি।

আমরা যে নিজের গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিব ইহা অবশ্যই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদিগের গৃহের বাহিরে যুদ্ধের কঠোর ও অনুলঙ্ঘনীয় আদেশবাণী ধ্বনিত হইতেছে। সংস্কার সম্বন্ধীয় মহৎ প্রশ্নের গুরুত্বের কথা যে আমি পূর্ব্বে তুচ্ছ করি নাই কিম্বা ভবিষ্যতে কখন করিব না—তাহা মাননীয় সভ্যগণ অদ্য আমার কথা হইতে বেশ উপলব্ধি করিবেন আশা করি। কিন্তু এ কথা যেন আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হই যে, বহুদূরে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, যে সাম্রাজ্য এখনও তাঁহার সন্তানগণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন এবং আমাদিগের সর্ব্বস্ব ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম

ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরত্ব নিবন্ধন ঐ আহ্বান কখন কখন ক্ষীণ ও অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমি জানি যে ঐ আহ্বান স্পষ্টস্বরে শ্রুত হইলেই ভারতবর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় উদারভাবে ও সকাতরে সাহায্য প্রদান করিবেন।

ঘুম কি ভাঙ্গিবে না?

সাধক কবি গাহিয়াছেন "সাধের ঘুম ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?" আমাদেরও সাধের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিতেছে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, কত উত্থান, কত পতন, কালের বিশাল বপুতে বিলীন হইল কিন্তু আমাদের কায়স্থ জাতির বঙ্গদেশীয় শাখা সেই একই ভাবে একই মোহঘোরে সমাচ্ছন্ন! প্রাতঃস্মরণীয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে একবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল বটে, কিন্তু যে মত্ততা বৌদ্ধযুগ হইতে কায়স্থ শরীরকে একান্ত অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার তীব্রতার প্রতিকূলে এই চেতনার সাময়িক সঞ্চার স্থায়ী ভাবে তিষ্ঠিতে পারিল না! আবার যে তিমিরে, সেই তিমিরে! ইহাই কিন্তু স্বাভাবিক। যাঁহারা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বঙ্গের অত্যুজ্জ্বলরত্ন তাঁহার পণ্ডিত সভা কর্ত্তৃক সমর্থিত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও "তবে কায়স্থগণ তখন হইতে শূদ্রাচার ত্যাগ করেন নাই কেন?" এই আপত্তি উত্থাপিত করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান, তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে যে ইহাই স্বাভাবিক। সত্য বটে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আহ্বানে ভ্রষ্টাচারী উপবীত ত্যাগী বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ উপবীত পুনর্গ্রহণ করা অবধি আর আচার ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ। তিনি যাঁহাদিগকে ভ্রষ্টাচার দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন তাহারা তাঁহার স্বজাতীয় বিভিন্ন আকারে তিনিই! কাজেই তাঁহার চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিল। আর কায়স্থের এই উদ্বোধনা আসিয়াছিল অন্য জাতীয় হইতে অন্য জাতীয়ের কার্য্য সাধনার্থে। কায়স্থের নিজ চেষ্টা ইহাতে সেরূপ ছিল না। নিজের জড়তা নিজে দূরীকরণের প্রয়াস না পাইলে, অন্য দ্বারা সাময়িক ভাবে উহা দূর হইতে পারে বটে; কিন্তু অন্যের কার্য্য সাধনার্থে সহায়ক হস্ত অপসারিত

হইলেই উত্তোজিত ব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি, পূর্ব্ব মোহঘোরে পুনরবনমন, একান্ত স্বাভাবিক। আমরা প্রতি কার্য্যেই ইহার সভ্যতার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যেখানেই কোন অনুষ্ঠানে কর্ত্তার অভাবজ্ঞান প্রণোদিত প্রবল চেষ্টার অভাব, সেখানেই এইরূপ হইয়া থাকে এবং সেইজন্যই পরোক্ষভাবে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠিত হইলেও প্রত্যক্ষভাবে ইহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বকার্য্য তদনুষ্ঠিত যজ্ঞই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত এবং সেইজন্যই তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ বুধমণ্ডলী, বঙ্গ-গৌরব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতসভা কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়া সমর্থিত কায়স্থের স্বরূপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব উপলব্ধি করিয়াও তদনুযায়ী আচার গ্রহণে কায়স্থ সমাজ উদাসীন ছিলেন। তৎকালীন কায়স্থ-সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন ছিল। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল. কায়স্থের প্রতি তখন "শূদ্রবৎ" এই অবজ্ঞা সূচক আখ্যা প্রয়োগ করিতে কেহই সাহসী ছিল না। হিন্দু সমাজে তখনও উচ্ছৃঙ্খলতা আসে নাই। যে জাতির প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন আবহমান চলিয়া আসিতেছিল তাহার ব্যতিক্রম তখনও পর্য্যন্ত ঘটে নাই। তখনও পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব নিদিষ্ট ব্যবসায় গৌরব মনে করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে লজ্জা বোধ করিত না। কায়স্থের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়, লিপি ব্যবসায়, তখন অন্য জাতীয় কর্ত্তৃক অবলম্বিত না হওয়ায় রাজকার্য্যের উচ্চ পদগুলি একরূপ কায়স্থেরই নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। আচার অনুষ্ঠানেও কায়স্থ তখন ব্রাহ্মণে সমকক্ষই ছিলেন বলিয়া হিন্দুসমাজ তখনও তাহাকে কোন অংশে হীন বলিয়া বিবেচনা করিবার কোনও অবকাশ পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহার বেগ তখনও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকায় ধর্ম্মবিচারে আচার একটা বিশেষ মান বলিয়া বিবেচিত হইত না; বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্শ্বদদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য থাকায় কোন বিষয়েই কায়স্থের সামাজিক প্রতিপত্তির ন্যূনতা ঘটে নাই। এই সমস্ত কারণেই কায়স্থ স্বরূপতঃ কি তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় পণ্ডিত-সভা দ্বারা প্রমাণিত করাইয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করিলেও ইহার ফল কায়স্থ সমাজে স্থায়ী হয় নাই, পূর্ব্বাবস্থার কোনপ্রকার অভাবের অভাব নিবন্ধন তৎপ্রতি কায়স্থ-সমাজ বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। শুভমুহূর্ত্তে সাড়া দিয়াও আবার পূর্ব্ব মোহঘোরে সমাচ্ছন্ন রহিলেন।

আবার সাড়া পড়িয়াছে। এবারকার আহ্বান পরার্থপর, প্ররোচনায় নহে;

এবারকার আহ্বান জাতীয় আহ্বান। হিন্দুসমাজে চির নির্দ্দিষ্ট স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বৌদ্ধ বিপ্লবে সমাগত ভ্রষ্টাচার পরিহারপূর্ব্বক, বর্ণোচিত আচারানুষ্ঠানাদি পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক স্বজাতীয় পূর্ব্বগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিমিত্ত, মোহাচ্ছন্ন, কদাচারী, নির্জ্জীব, ধ্বংসোন্মুখ জাতীয় জীবনকে সজীব করিবার অভিপ্রায়েই ভগবৎ প্রেরণায় এ আহ্বান! ছিল একদিন যখন কায়স্থ গুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিয়ামকরূপ স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জাতীয় গৌরবে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। ছিল একদিন যখন বঙ্গে এক অখণ্ড কায়স্থ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ ও হিন্দুসমাজ রক্ষারূপ বর্ণোচিত কর্ত্তব্যের যথাযথ পালনের অবকাশ পাইয়া কায়স্থ স্বজাতীয় গৌরবচ্ছটা দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন! ছিল একদিন যখন বৌদ্ধযুগ হইতে সংক্রমিত ভ্রষ্টাচার নিবন্ধন অন্যান্য জাতির সহিত সম আচার সমন্বিত হইয়াও কায়স্থ হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক অত্যুচ্চ সম্মানে সমাদৃত ছিলেন। সেই গৌরবের মোহই কায়স্থ জাতির কাল হইয়াছে। সেই গৌরবের তীব্র মাদকতা কায়স্থ জাতিকে বুঝিতে দেয় নাই, উহা স্বরূপতঃ কি, কোন্ আচার উহার গ্রহণীয়, কোন আচার বর্জ্জনীয়। বুঝিতে দেয় নাই যে এই নেশার ঘোরে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে কদাচার পুষ্ট হইয়া উহাকে অবনতির নিম্নস্তরে আসিয়া পহুঁছিতে হইবে—যেখান হইতে চিরনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বাসনে পুনরাবর্ত্তন দূরের কথা, সেই আসন যে উহার নিজস্ব ইহা কল্পনা করাও উহার পক্ষে আয়াসসাধ্য হইবে। কায়স্থ জাতির অবস্থা আজ ঠিক একরূপ, তাই আজ কায়স্থ এত উপেক্ষিত। তাই আজ কায়স্থ ঘৃণিত শূদ্রাধম মধ্যে পরিগণিত। তাই আজ কায়স্থ শূদ্র হইতে নিজেকে অভিন্ন ভাবিতে অসমর্থ!

সুদূর বৌদ্ধযুগ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বাঙ্গলার সমস্ত জাতিই বেদাচার পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছিলেন, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রচেষ্টায় মাত্র ব্রাহ্মণসমাজ বেদাচারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি আর কোন সমাজে স্ব স্ব স্বরূপত্ব নির্ণয় বা তদনুযায়ী আচার গ্রহণ জন্য সেরূপ ভাবে আন্তরিকতার সহিত কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু সে জড়তার যুগ চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সকল দিকেই একটা সজীবতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জাতীয় স্বরূপত্ব নির্ণয় এবং তদুপযোগী আচারাদির পুনর্গ্রহণ জন্য আজ ব্রাহ্মণেতর হিন্দুজাতিগণ সকলেই সচেষ্ট। ভাই কায়স্থ এখনও কি তুমি পূর্ব্বমোহঘোরে অবসন্ন থাকিবে? যে স্বাধিকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে তুমি গুরুব্রাহ্মণকে পরিপন্থী কল্পনা করিতেছ, সেই ব্রাহ্মণ ত চিরদিনই তোমার স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করিয়া শিষ্যপ্রীতির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। যখন তুমি শূদ্র-ঘোরে একান্ত অবসন্ন তখনও ত তিনি শূদ্র শব্দের পূর্ব্বে একটী 'সৎ' শব্দের যোজনা করিয়া তোমার অ-শূদ্রত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। আর তুমি কি করিবে? অত্যুচ্চ গৌরব মাদকতার অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশা বিধ্বংসী অবসাদে একান্ত অসহায় অবসন্ন, তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিবে না—তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছে! একবার বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, অতি অকিঞ্চিতকর সামান্য একটু শাস্ত্রীয় যুক্তিও যে জাতির শূদ্রত্ব পরিহার কল্পে অনুকূল সে জাতিও সেই যুক্তিই একান্ত গ্রহণীয় মনে করিয়া শূদ্রত্ব বর্জ্জনে কৃতসংকল্প, আর তুমি?

যখন শাস্ত্র একবাক্যে তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব বিঘোষিত করিতেছে, যখন বাহিরের তীব্র শেলাঘাত তোমাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যখন ইহার অসহনীয় যন্ত্রণায় ব্যথিত তোমারই ভ্রাতৃগণ মোহভঙ্গে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সাগ্রহে তোমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তখনও তুমি নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট! তখনও তুমি ভাবিতেছ "বেশ আছি, আর কাজ কি?"—তখনও তুমি ভাবিতেছ "যে যাহা হয় করুকনা কেন, আমি বেশ আছি।" ভাই একবার অনুধাবন করিয়া দেখদেখি বাস্তবিকই বেশ আছ কি? হ'তে পারে বিষদিগ্ধ শল্যে তোমার ভ্রাতৃকুল সমাকুল তাই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—হয়ত আপাতঃ দৃষ্টিতে উহা যে কমলার সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে আশ্রিত অথবা উচ্চরাজকীয় পদ-গৌরবে মণ্ডিতত্বসমাজ ও বিভিন্ন সমাজ কর্ত্তৃক সদা সম্মানিত ও সমাজিক সুবিধা অসুবিধার উপরিভাগে অধিষ্ঠিত, তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণও দেখিতে পাইতেছ না। কিন্তু মনে করিবে না কি, চিরদিন কখনও সমান যায় না। এমন দিন কি আসিতে পারে না যেদিন তুমি বা তোমার বংশধরগণ তোমারই এই ভ্রাতৃগণের ন্যায় সমভাবে উপেক্ষিত হইবে? তবে আর কেন? আর কেন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া জাতীয় দুর্গতি নিরাকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরিপন্থী হও। তোমার ভ্রাতৃগণের সাকুল সাগ্রহের দৃষ্টি তোমাতে নিবদ্ধ, তোমার স্বজাতি নিজ দীনতা দূরীকরণে তোমাকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিতেছে। আর কি তোমার নিশ্চেষ্ট থাকা শোভা পায়? জাতীয় বিজয় ভেরীর উচ্চনিনাদে অবশ্যই তোমার সাধের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু ঘোরটুকু যদি এখনও না কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক চাহিয়া দেখ—বঙ্গের সমস্ত স্থান হইতেই এই মহাঘোর নিরাকরণের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে—নির্ব্বাপিতপ্রায় জাতীয়দীপ হইতে আজ নব আলোক উদ্ভাসিত—যাহার

সমুজ্জ্বল কিরণ মালা চক্ষে প্রতিভাত হইবামাত্র, তোমার হৃদয়ে জাতীয় গৌরবের উন্মাদিনী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া, তোমাকে নবোৎসাহে মাতাইয়া তুলিবে। অতএব ভাই একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। উঠ! জাগ! ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সভার আগামী শুভ অধিবেশনের পূর্ব্বেই গৃহীত ক্ষত্রিয়াচার হইয়া দেখাও যে কায়স্থ-সমাজের বঙ্গদেশীয় শাখার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

নিরুপবীত কায়স্থ।

আমার নামের উপরে গত শ্রাবণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ৪ জন কায়স্থতত্ত্বজ্ঞ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক।
(২) " শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(৩) " হরেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা।
(৪) " যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

ইহার মধ্যে ১ম ও ৩য় ব্যক্তির একই কথা। বিশ্বামিত্রাদি ব্রহ্মর্ষিরা ও চিত্রাদি রাজর্ষিরা যে নিরুপবীত ছিলেন তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিলাম না কেন? "এই সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষির ন্যায় কায়স্থেরও কোনদিন উপনয়ন সংস্কার ছিল না।" এই ত আমার কথা। ইহার প্রমাণের ভার আমার উপরে নহে; ইহার প্রমাণের ভার যাঁহারা 'ছিল' বলিতে চাহেন, তাঁহাদের উপর। এই সব ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষির প্রাপ্ত বা দৃষ্ট দশ সহস্রাধিক মন্ত্র বর্ত্তমান আছে, তাহার কুত্রাপিও ঘুণাক্ষরে উপনয়ন সংস্কারের কথা নাই। Negature প্রমাণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।(১)

বৈদিক ঋষিদের কথা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যে কুরুক্ষেত্র সমর হইয়াছিল, তাহার নেতৃবর্গের মধ্যেও উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হইত ইহা বোধ হয় না। কৌরবেরা, পাণ্ডবেরা, পাঞ্চালেরা, যাদবেরা—কেহ মাবণক সাজিয়া

(১) মন্ত্র দশহাজার মাত্র ঋগ্বেদে হইতে পারে, কিন্তু মন্ত্র শুধু ঋগ্বেদেই পর্য্যবসিত নহে, যজু, সাম, অথর্ব্ববেদেও আছে। অথর্ব্ববেদে ১১।৩।৫।৩ "আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।" এই শ্রুতি দ্বারা উপনয়নের কথা নির্দ্দেশ করিতেছে।

উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতেন ইহার উল্লেখ কোথায়? (১ ধৌম্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু তাঁহারা কি উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন? অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করিলে, দৈন্যবশতঃ তাহাকে পিঠালী খাওইয়া বাঁচাইতে হইত এজন্য দ্রোণাচার্য্য একবার দ্রুপদ রাজার নিকট, পরে পরশুরামের নিকটে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সব ত আছে। কই অশ্বত্থামার উপনয়নের জন্য তাঁহাকে ত ভিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই; তাঁহার সেই উপনয়নের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; বরং তিনি কুরুবালকগণের সহ অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন জন্য মহা সমারোহের বর্ণনা পাওয়া যায়।(২)

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্বের ৭৮ অধ্যায় পাঠে রাঘবেরা সৌদাস ক্ষত্রিয় বলিয়াই অনুভব হয়। সুদাস পাঞ্জাবের প্রধান যোদ্ধা; বিপাশ ও শুতুদ্রুনদীয় সংগ্রাম স্থলের নিকটবর্ত্তী তাঁহার রাজবাটি ছিল। দশজন যজ্ঞরহিত রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন।* তিনি আর্য্যবর্ণের লোক না হইলেও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সন্দেহ নাই। সুদাস চরিত্রই সম্ভবতঃ কাব্যাঙ্কিত রাম-চরিত্রের আদতবস্তু (Kernel)। সুদাসের যজ্ঞে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ উপস্থিত ছিলেন। ঐতরয়ে ব্রাহ্মণানুসারে অয়স্য ও জমদগ্নি, বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক।† ব্রহ্মপুরাণেও যে ভাবে বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের উৎপত্তি বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, রামায়ণে রামে ও পরশুরামে যুদ্ধ হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরশুরামকে রামের সম-সাময়িক না বলিয়া আর উপায় নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেতৃবর্গের মধ্যেই যদি উপনয়নের গন্ধ না পাওয়া যায়, তবে রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপনয়ন সংস্কারের কথা রামায়ণে দৃষ্ট

(১) পাণ্ডবেরা যে উপবীতি দিলেন, তাহা যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গে যাইবার কালে আহিতাগ্নি নির্ব্বাণের কথায় ধরা পড়ে। আহিতাগ্নি উপনয়ন কালেই সঞ্চিত হয়। বিশেষতঃ মহাভারত ১।১২৭।১৪ শ্লোকের "অথাপ্তবন্তো বেদোক্তান্ সংস্কারান্ পণ্ডবান্ সুদা" এই বাক্যে বেদের তাবৎ সংস্কারেরই নির্দ্দেশ করিতেছে। যদুবংশের শিরোমণি কৃষ্ণ-বলরামের শিক্ষার কথায় হরিবংশ ২।৩২।৪, ভাগবত ১০।৪৫।২৯ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।১০১।১৩ "যজ্ঞকৃত্বা চ বেদোক্তং যজ্ঞসূত্রং দদৌ মুদা" উল্লেখ থাকায় যাদবগণের যজ্ঞসূত্র নির্দ্দেশ করিতেছে। মহাভারত ১২।৯।১।২ শ্লোকে প্রতর্দ্দন-মৈথিল সংগ্রামই উপনয়ন-যজ্ঞ লইয়া। সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদে ৪।৪।৫।৫ সত্যকামের উপনয়নও লেখক মহাশয় দেখিবেন।

(২) দ্রুপদের পিতা পৃষত এবং দ্রোণের জনক গৌতমে সৌহৃদ্য ছিল, সেই সূত্রে দ্রোণ পাঞ্চালরাজ কর্ত্তৃকই তথায় প্রতিপালিত হন, সুতরাং তৎপুত্রের পৈতায় আর অন্যের দারস্থ অর্থাৎ অশ্বত্থামার পৈতায় দ্রোণের ভিক্ষার আবশ্যক হয় নাই। মহাভারত ১।১২৮ অধ্যায়।

* ঋগ্বেদে ৭।৮৩।৬—৭।

† ঋষিকুল আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা ২৩০ পৃ।

হইলেও তাহা পরিত্যাজ্য। আমাদের বিশ্বাস পরশুরামের কথা পৌরাণিক গল্প মাত্র। যদি উহা ঐতিহাসিক চরিত্র হয়, তবে তাঁহারও উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। কেন না সুদাসের সময়ে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেই "সে উপবিতী" ইহা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে প্রমাণিত হয়। আমরা জানি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও উপনয়ন এক কথা নহে। শতপথে ব্রাহ্মণে (২।৪।২) পিতৃগণ যজ্ঞোপবীত পরিহিত হইয়া প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে; (১)কৌষিতকী উপনিষদে কোষিতকিরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উষাকালে সূর্য্যের স্তব করিতেন বলিয়া দেখা যায়। ইহার কোন কথাই আমার কথার সহিত অসমঞ্জস নহে। যজ্ঞকালে যজ্ঞ-সূত্র ধারণের প্রথা ব্রাহ্মণ সাহিত্য প্রচলন সময়ে কিংবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া থাকিলেও তাহাতে উপনয়ন সংস্কার প্রমাণ করে না। যদি স্বীকার করা যায় এই প্রথার সূত্রপাত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইলেও উহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে। সেইরূপ যজ্ঞ-সূত্র ধারণের প্রথা কায়স্থজাতির মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কায়স্থ জাতির পিতৃপিণ্ডযজ্ঞ ভিন্ন আর কোন যজ্ঞ নাই। কাজেকাজেই সেই যজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) ভিন্ন তাহারা আর অন্য কোন সময়ে যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করে না। এজন্য তাহাদের ব্রাত্যদোষ ঘটে নাই। ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত কায়স্থের মধ্যে নিতান্তই একটা অকার্য্যের অনুষ্ঠান।

ব্রাহ্মণেরাও পিতৃশ্রাদ্ধকালে কাঁচা বা যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করে; সুতরাং যজ্ঞ-সূত্র ও উপনয়ন-সূত্র এক কথা নহে। একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের চিহ্ন অপরটি বেদপাঠানুষ্ঠানের চিহ্ন।(২)

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "যজ্ঞোপবীত শৌচে চ।" ১।১।১০ ইহার অর্থ এই "যজ্ঞোপবীতী হওয়া এবং আচমনাদি অঙ্গশৌচ যজ্ঞেবৃত সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

(১) শতপথ ব্রাহ্মণের ২।৪।২।১ "দেবযজ্ঞোপবীতিনোভূত্বা" শ্রুতি দ্বারাই তৎকালের সমাজে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ সূচিত হইতেছে। উহার অর্থ এরূপ নহে যে, যখন যজ্ঞ করিতে হইবে তখন পৈতা গলায় দিবে, পরে ফেলিয়া দিবে। এই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় দেবারাধনায় যজ্ঞসূত্র না থাকিলে যজ্ঞ করা যায় না।

(২) বেদগ্রহণ করিবার সময় যে সাবিত্রীহোম করা হয়, তাহাতে পৈতার নাম যজ্ঞ-সূত্র এবং উহা সাবিত্রীদৈবৎ এজন্য সাবিত্রী-সূত্র, গুরূপদিষ্ট এইজন্য উপনয়ন-সূত্র নামে অভিহিত। গৃহ্য-সূত্র সমূহ দ্রষ্টব্য।

ইহাই যজ্ঞোপবীতের কথা। ইহা কেবল যজ্ঞের সময়েই প্রয়োজন। কিন্তু উপনয়নের কথা অন্য প্রকার। (১)

গোভিল গৃহ্যসূত্রের—২য় প্রপাঠকের ১০ম খণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র পরিধান ও দণ্ড ধারণ করিয়া উপনয়ন সংস্কারের কথা আছে, তাহা বেদ পাঠার্থীর সংস্কার। উহা শিক্ষার্থীর একটি অবশ্য সম্পাদ্য আচরণ; কতকটা "হাতে খড়ি" দেওয়ার তুল্য; যেই লেখা পড়া করিবে তাহারই হাতে খড়ি' আবশ্যক। এইরূপ উপনয়ন প্রথা ইরানীয় আর্য্যদের মধ্যেও ছিল। তাহারা ১৫ বর্ষ বয়সে Larastream সম্প্রদায়ে প্রবেশকালে গ্রীবায় যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিত। এই প্রথা তথায়ও অহোরাত্র পৈতাধারণ প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। মহম্মদের পরবর্ত্তী খলিফারা যখন পারস্য রাজ্য জয় করেন, তাঁহাদের সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে একটি সর্ত্ত এই ছিল যে, পরাজিত রাজ্যে কেহ পৈতা ধারণ করিতে পারিবে না। (২) সে যাহা হউক, কায়স্থেরা বেদদ্রষ্টা সম্প্রদায়; উপনয়ন সংস্কার রীতিমত প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই বেদপাঠ করিতে সক্ষম ছিলেন ও যজ্ঞাদিও তাঁহারা নিজেরাই করিতেন; উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করাতে তাঁহাদের ব্রাত্যত্ব জন্মে নাই। বরঞ্চ বেদচ্যুত হওয়াই একটা দোষের কারণ হইয়াছে এবং এখনও যে সব কায়স্থ উপনীত হইয়াও বেদপাঠে বিরত, বৈদিকভাব পরিত্যাগ করিয়া পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাসী, তাঁহাদের যে ব্রাত্যত্ব জন্মিতেছে ইহা নিশ্চয়। কেন না তাহারা উপনয়নের উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিতেছেন না।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক। তাঁহার উদ্যোগে অনেক কায়স্থ পৈতা নিতেছেন। আমরা একার্য্যের বিরোধী নহি, হইতে পারি না। তবে তাঁহার সঙ্গে আমরা একত্রে একথা বলিতে পারি না যে কায়স্থধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এক। কায়স্থ ধর্ম্মের সঙ্গে চতুঃবর্ণাশ্রমধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই—বরঞ্চ কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধতা আছে। সত্য বটে আমরা কতক পরিমাণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত,—আমরা স্পর্শ দোষ মানিয়া দেবার্চ্চনে হস্ত দেই না—যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন এই সকল দোষ পরিহার করিতেই বসিয়াছি।

বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ত্বের মধ্যে যাওয়া কি ভাল?

(১) 'চূড়াকরণ' এই সংস্কারটি [illegible] বলিয়া একমাত্র চতুর্থ বর্ষে কেশবাপন করিয়া জীবনে আর কখন কেশ [illegible] করিবেনা কি?

(২) লেখক মহাশয়ের এ প্রমাণ কোন পুস্তক হইতে গৃহীত, তাহার উল্লেখ না করিলে কে তাহা বিশ্বাস করিবে।

কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় হইতে চায়, তবে তাহাকে সুদাস বা রাম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার মত ক্ষত্রিয় হইতে হইবে; ইহার কেহই নিরর্থক উপবীতধারী ছিলেন না এবং সকলেই যজ্ঞ-কার্য্য স্বয়ং করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়ত্ব কেবল সূত্র ধারণ ও অশৌচের দিনহ্রাস করা নহে। মনের বল (spirit) ক্ষত্রিয়ের মত হওয়া চাই।

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার সত্য বটে একজন হিন্দু ক্ষত্রিয়, তিনি স্বয়ং যজ্ঞে হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের অনেকগুলি পূজানুষ্ঠান যজ্ঞেরই অনুকল্প। যতীন্দ্রনাথ তাহা স্বয়ং করিয়া থাকেন। তিনি কোথায় পাইলেন—পাপ না ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত হয়? কায়স্থেরা পৈতা না লওয়ায় তাঁহাদের বা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের যদি পাপ ঘটিয়া না থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিসের? যদি বুঝি পবিত্র গ্রহণ না করাতে আমি কোন পাপপঙ্কে লিপ্ত হই নাই, তবে আমি কি বলিয়া তাহা ক্ষালন করিবার মন্ত্র উচ্চারণ করিব? তখন আমি যাহাই বলিব, তাহাই মিথ্যা কথা বলা হইবে।

সত্যংবদ। ধর্ম্মঞ্চর। অধ্যায়ন্ন প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ধন মাহৃত্য প্রজতংণ্ডু মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভৃত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যং ন প্রমাদিবব্যম্।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈতিরোপ নিষদ ১।১১।১।

সত্য কথা কহিবে। ধর্ম্ম পালন করিবে। জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে কখন বিরত হইবে না। আচার্য্যকে সমুচিত ধন প্রদান করিয়া সন্তানাদি দ্বারা বংশ রক্ষা করিবে। সত্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ধর্ম্মপালন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কুশল হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ভৃতি হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। বেদের অধ্যয়ন ও প্রণব হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না।"

ক্ষত্রিয় মিথ্যা বাক্যের ও মিথ্যা কার্য্যের প্রত্যয় দিতে পারে না। যদি উপবীত হীনতায় কোন কায়স্থের কোন পাপ বোধ না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত হয় নাই।

বেদপাঠার্থ ও যজ্ঞকরণার্থ উপনয়ন-সূত্র গ্রহণ কর, কিন্তু ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

শ্রীমধুসূদন বর্ম্মসরকার।

গৌড় কাহিনী।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনোৎসব।

অদ্য মাঘী পূর্ণিমা। একদিন এমনই দিনে ভগবান্ বুদ্ধদেব ঋষিপত্তনের সুবিস্তৃত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এমনই দিনে "বুদ্ধং মে শরণং, সংঘ মে শরণম্, ধর্ম্ম মে শরণম্" শব্দে প্রাচ্যভারতের বায়ুমণ্ডল সর্ব্বপ্রথম স্তরে স্তরে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। হিমাচলের শুভ্র তুষার-মণ্ডিত অভ্রভেদী শিখরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সুদূর তিব্বৎ-চীন-মধ্যএসিয়া, এমনকি সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইয়াছিল,—অনন্ত-প্রসারী নীল-সমুদ্রবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া বহুদূরে জাপান ও আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অহো সে যুগ ভারতের কি মহনীয় যুগ! আজি সহস্র সহস্র বর্ষ পরে সে সুবর্ণ যুগের কথা চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে —শিরায় শিরায়, ধমণীতে ধমণীতে তীব্রবেগে শোণিত প্রবাহ ধাবিত হইতে থাকে, সে দিন ভারতের কি গৌরবের দিন—যে দিন দলে দলে গৌড়বঙ্গ মানব ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ অমিতাভের সেই ধর্ম্মচক্রবাণী লাঞ্ছিত গৌরবময়ী পতাকা দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া সগর্ব্বে সদ্ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ স্বীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া সুদূর বিদেশে ভিন্নভাষাভাষী ভিন্ন-আচার-ব্যবহারাবলম্বী সুধীগণকে সদ্ধর্ম্মের বিশ্ব উপদেশ সমূহ কীর্ত্তন দ্বারা বিমোহিত করিতেন। সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজিও গভীর আনন্দে মনপ্রাণ নাচিয়া উঠে—বিপুল পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়। হায়, আবার কি ভারতের সেদিন ফিরিয়া আসিবে?

অদ্য ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনোৎসব। আবাল বৃদ্ধবনিতা সে মহোৎসবে মহোল্লাসে যোগদান করিয়াছে। গৃহস্থের ছায়াস্নিগ্ধ পল্লিবাটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অভ্রভেদী সৌধশিখর পর্য্যন্ত সে উৎসবের মহাস্রোত তরঙ্গায়িত হইতেছে। প্রত্যেক স্তূপে—প্রত্যেক বিহারে—প্রত্যেক সঙ্ঘারামে সে উৎসবের স্রোত তীব্রবেগে অবিরাম ছুটিতেছে।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দেদাপুর সঙ্ঘারামটিও আজ নিশ্চেষ্ট নাই। তাহার অদূরস্থিত লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রান্তরখানি অদ্য লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। নানাবিধ দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ বিপণিশ্রেণীর ইতস্ততঃ সারি সারি শোভা

পাইতেছে। তাহাদের শীর্ষদেশ হইতে ধর্ম্মচক্রসমূহ উন্মুক্ত সমীরে সশব্দে বিঘূর্ণিত হইতেছে। জনতার প্রাবল্যে বিপণি সমূহের যেন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ হইতে উপাসক ও উপসিকাগণ দলে দলে আগমন করিয়া জনতার বেগ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিল। বিপণি সমূহের ক্রয় বিক্রয় কার্য্য পূর্ণউল্লাস চলিতে লাগিল। নানাপ্রকার লোকের সমাগম ও কোলাহলে সেই ক্ষুদ্র প্রান্তর অতিশয় মুখরিত হইয়া উঠিল। বিপণিতে বিপণিস্বামীগণ অবিশ্রান্ত বিক্রয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

চারিদিকের সেই মহাব্যস্ততা ও জনস্রোতের মধ্যেও একটু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে কৌতূহলী আগন্তুক দেখিতে পাইতেন যে, কেবল মাত্র একটি সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বিপণিতে বিশেষ কোনই ভিড় দেখা যাইতেছিল না। হেতুঃ বিপণিতে অতি সামান্য পণ্যই বিক্রয়ার্থ সমানীত হইয়াছিল, এবং তাহা অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। বিপণি গৃহের বারান্দায় একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মঞ্চে উপবেশন করিয়া বর্ষিয়সী বিপণিস্বামীনী নিশ্চিন্ত মনে তাম্বূল চর্ব্বন করিতেছিল এবং সীমান্তোপবিষ্ট একজন ভদ্রপরিচ্ছদধারী যুবকের সহিত হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুণীবেশধারিণী একটি প্রৌঢ়ারমণী আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বুঝাইতেছিল।

অপর একস্থানে একজন বর্ষীয়ান্ সৌম্যমূর্ত্তি শ্রমণ বুদ্ধদেবের জাতক কথা ও জীবনকাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন—সেই স্থানেই লোকের ভিড় অত্যন্ত অধিক। শ্রমণপ্রবর অতি সুমধুর কণ্ঠে তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে-ছিলেন। বহু জন্মের কঠোর সাধনার পর বহু বিচিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেব অবশেষে কিরূপ বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল অলৌকিক কাহিনী শ্রোতৃবর্গ পুলকিত চিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। তারপর, কপিলবাস্তুর লুম্বিণী উদ্যানে জন্ম, যৌবনে গৃহত্যাগ, বৈশালীতে শাস্ত্রা-ধ্যয়ন, রাজগৃহে শিষ্যত্ব গ্রহণ, উরুবিল্বে তপস্যা, গয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ, মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন ও কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সুপবিত্র জীবন বৃত্তান্ত সমূহ একে একে তিনি অতি নিপুনতার সহিত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তাঁহার সংকৃত দেহের দগ্ধাবশিষ্ট পবিত্র অস্থিখণ্ড লইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছিবীগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ অন-

কল্পের বুলয়গণ রামগ্রামের কালীয়গণ, পাবার মল্লগণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ ও কুশীনগরের মল্লগণের মধ্যে কিরূপ ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সদুপদেশ দ্বারা বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঐ অস্থিখণ্ড অষ্টভাগে বিভক্ত করত তাঁহাদের প্রত্যেকদলকে এক এক খণ্ড অংশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিরূপে সেই অষ্টনগরে অষ্টবুদ্ধাস্থি খণ্ডের উপর অষ্টঅভ্রভেদী স্তূপ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই সকল পুরাতন কাহিনী যখন একে একে বিবৃত হইতেছিল তখন অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গ ভাবাবশে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন।

এইরূপে কোন স্থানে হীনযান, কোন স্থানে কালচক্রযান, কোন স্থানে বজ্রযান, আবার কোথাও বা সহজযান সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ভিক্ষুভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকাগণের নিকট নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্ম্মমত সমূহ ব্যাখা করিয়া শুনাইতেছিলেন। কেহ বা আদি বুদ্ধের এবং বৈরোচন, অসৌভ্য-রত্নসম্ভব-অমিতাভ-অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ও সামন্তভদ্র-বজ্রপাণি-রত্নপাণি পদ্মপাণি-বিশ্বপাণি এই পঞ্চবোধিসত্ত্বের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি দক্ষতার সহিত শ্রোতৃগণের মনে অঙ্কিত করিয়া দিতেছিলেন। কেহ কেহ বা ত্রিপিটক, নাগার্জ্জুনের 'দশ সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' মৈত্রেয়রাজের 'পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' হরিভদ্রের 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক' প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দও আগ্রহের সহিত তন্ময় হইয়া সেই সব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

ধর্ম্মব্যাখ্যাতাগণের নিকট হইতে একটু দূরে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে একটী নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া কর-রেখা দেখিয়া লোকের ভাগ্যগণনা করিতে-ছিলেন। সেখানেও লোকের ভিড় একেবারে কম নহে। গণনাকারীর বিশেষত্ব এই যে, গণনাদ্বারা তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন না—কেহ অর্থ দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেছিলেন না। বোধ হয় গণনা তাঁহার ব্যবসা নহে। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত। শিরে প্রকাণ্ড পাকৃড়ি—মুখমণ্ডল অর্দ্ধাবৃত করিয়া অবস্থিত। মুখে সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও শুভ্র। সর্ব্বশরীর কাষায় বসনে সমাচ্ছাদিত।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসরচ্ছায়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী সমস্ত দিন গণনা করিয়া তথা হইতে গমনোদ্যত হইতেছিলেন। এমন সময় একজন অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা অপরূপ রূপলাবণ্যশালিনী গৌরাঙ্গী যুবতী তথায় ধীরে

ধীরে আগমন করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক গণনার নিমিত্ত তাঁহার সুকোমল হস্তপুট আস্তে আস্তে সম্প্রসারণ করিলেন। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া হস্তখানি সমাদরে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম?" যুবতী ব্রীড়াবনত বদনে উত্তর দিলেন "মল্লিকা"।

সন্ন্যাসী। "বাস কোথায়?"

যুবতী। "আপাততঃ এই দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে"।

সন্ন্যাসী। কিন্তু তোমাকে তো ভিক্ষুণী বলিয়া বোধ হইতেছে না?"

যুবতী। "আমি এখনও ব্রত গ্রহণ করি নাই।"

সন্ন্যাসী দেখিলেন যুবতীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি ক্ষণকাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎকাল যাবৎ অবনত মস্তকে গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে কেবলই যুবতীর হস্ততল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর সহসা চকিতের ন্যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ?"

যুবতী। "প্রভু, বলিতে পারেন কি, আর কতকাল আমাকে এই সঙ্ঘারামে থাকিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী আবার গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমরা সন্ন্যাসী মানুষ। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। সে দিন কয়ঙ্গলের নিকটবর্ত্তী এক সেনানিবাসে কেদারেশ্বর নামক এক বরেন্দ্রদেশীয় যুবক সেনাপতিও আমাকে ঠিক এইরূপ ধরণের প্রশ্নই করিয়া-ছিল।"

সন্ন্যাসীর কথায় যুবতীর গণ্ডস্থল সহসা রক্তিমভাব ধারণ করিল। যুবতী তাহার সে ভাব সন্ন্যাসীর নিকট হইতে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা গোপন রহিল না। চতুর সন্ন্যাসী তাহা সহজেই লক্ষ্য করিল। যুবতী অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু, তিনি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন?"

সন্ন্যাসী। "সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আর কতকাল তাহাকে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইতে হইবে?"

যুবতী। "প্রভু তাহাকে কি উত্তর দিলেন?"

সন্ন্যাসী। "তাহার হস্তরেখা গণনা করিয়া তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, তোমার হস্তরেখা দেখিয়াও তোমাকে সেই একই উত্তর দিতে হইতেছে।

তোমাদের উভয়ের হস্তরেখায় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া আমি সত্যসত্যই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।”

যুবতী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ও আগ্রহের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—“প্রভু কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।” যুবতীর দৃষ্টি সতৃষ্ণ ও স্বরজড়িত।

সন্ন্যাসী। “তোমাদের উভয়েই হস্তরেখা দৃষ্টে বুঝিতে পারিতেছি, শীঘ্র শুভগ্রহের উদয়ে তোমাদের সর্ব্বদুঃখ খণ্ডন ও অভীষ্ট লাভ হইবে। কিন্তু, বালিকা তোমাকে কেদারেশ্বরের নামে এত অধৈর্য্য দেখিতেছি কেন? তাহার সহিত কি তোমার পরিচয় আছে?” সন্ন্যাসীর দৃষ্টি কৌতুহলাক্রান্ত।

যুবতী ব্যগ্রভাবে বলিল “প্রভু, কেদারেশ্বরের সহিত পুনরায় যদি কখনও দেখা হয়, তবে বলিবেন সোমেশ্বর সিংহের কন্যা তাঁহার আশায় আজিও অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছে।”

সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “দেবি, কেদারেশ্বরও আমাকে বলিয়াছিলেন যে মাধবী নাম্নী তাহার এক বাল্য-প্রণয়িনীর আশায় নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সে বাঁচিয়া আছে। এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তাহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা? আমি তাহার কর-রেখায় তাহার প্রশ্নের অনুকূল উত্তর পাইয়া তাহাকে বলিয়াছি যে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির বিশেষ বিলম্ব নাই। তবে কি সোমেশ্বর সিংহের কন্যাই মাধবী?’

যুবতী। “প্রভু, আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। সোমেশ্বর সিংহের কন্যার নামই মাধবী।”

সন্ন্যাসী। “দেবি, তুমি কি তাহার কোন সন্ধান অবগত আছ?”

যুবতী। “প্রভু, আপাততঃ তাহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে তাহার নিষেধ আছে।” যুবতীর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর!

সন্ন্যাসী। “আচ্ছা, তাহাই হউক। আমি সন্ন্যাসী। আমার অতটা অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই। যদি কেদারেশ্বরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইব না।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া রজনীর গভীর ছায়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সন্ন্যাসী একটী সুগভীর দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইত যে, তাঁহার আয়তনেত্রযুগলের কোণে

দুইটী সুবৃহৎ মুক্তাফলকবৎ অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছে। যুবতীর নয়নদ্বয়ও অশ্রুভারাক্রান্ত। যুবতী সন্ন্যাসীকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ গন্তব্যপথে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিল। তারপর যুবতী দৃষ্টি পথের অন্তরাল হইলে সন্ন্যাসীও ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সন্ন্যাসী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই বিপণি স্বামীনির বিপণি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে মোড় ফিরিয়া সংকীর্ণ গলিত পদার্পণ করিলেন। তারপর দুই এক পা' অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় সহসা সেই বিপণির অভ্যন্তর হইতে অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত “মল্লিকা” নামটি সুস্পষ্ট তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। সবিস্ময়ে তথায় একটু দাঁড়াইলেন! মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। সন্দেহ দূর করিবার জন্য বিপণির বেড়ার সহিত কর্ণ সংলগ্ন করিলেন। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহের অভ্যন্তরে দুই ব্যক্তি অনুচ্চকণ্ঠে কি যেন একটা গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে। আরও মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন পুরুষ এবং অপরা রমণী। তাঁহার কৌতুহল বর্দ্ধিত হইল। কর্ণকুহকের সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ ফিস্ ফিস্ ফিস্—তারপর শুনিতে পাইলেন, সেই কথোপকথনকারী দ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল “মল্লিকাই মাধবী”। তারপর কি বলিল তাহা আর শুনা গেল না। তারপর অপর কথোপকথনকারীও ফিস্ ফিস্ করিয়া অতি অস্পষ্টভাবে কতকগুলি কথা বলিল। তন্মধ্যে এই কথাগুলি ঈষৎ স্পষ্ট শুনা গেল “সন্ধ্যার পর—ফল বাগানের দিকে—বাহক-শিবিকা—অস্ত্রধারী প্রহরী।” অতঃপর তাহারা আরও কিয়ৎকাল কি—কি পরামর্শ করিল, সন্ন্যাসী তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাল শুনিতে পারিল না। প্রকাশ্য রাস্তায় ঐরূপভাবে অধিকক্ষণ অবস্থান করাও তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না। সুতরাং তথায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র বিপণির সেই নিভৃত কক্ষ হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই ভদ্রপরিচ্ছদধারী যুবক ও ভিক্ষুণীবেশধারিণী প্রৌঢ়ারমণী বহির্গত হইয়া বিপণি স্বামিনীর সম্মুখভাগে কয়েকটী দিনার নিক্ষেপ করত হাসিতে হাসিতে বিপণি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং দুইজন দুই বিভিন্ন দিকে গমন করিয়া শীঘ্রই জনতার ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

শিকড়ার চন্দ্রবংশ।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভিসন ভুক্ত শীকড়াগ্রাম বর্ত্তমান শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রামখানি পূর্ব্বে ইছামতী নদীর একটি শাখার উপর স্থাপিত ছিল; এক্ষণে উহা বাঙোড়ে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামের মধ্য দিয়া টাকীর খ্যাতনামা জমিদার রায় কালীনাথ মুন্সী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথ এখনও "মুন্সীরোড্" নামে বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তার উপর দিয়া বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে লাইন গিয়াছে এবং তৎসংলগ্ন অত্র গ্রামে "গোপমহল" নামক একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। তদ্ভিন্ন এখানে একটি পোষ্টাফিস, একটি সাহিত্য সম্মিলনী আছে। এই গ্রামে প্রায় ৬০ ঘর দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের মধ্যে ৫৫ ঘর ঘোষ, ২ ঘর চন্দ্র, ২ ঘর বসু বসবাস করিতেছেন; তদ্ভিন্ন ৪ ঘর ব্রাহ্মণ, একঘর রজক এবং কতিপয় কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও নাপিত প্রভৃতি বাস করিতেছেন। গ্রামখানির উত্তরে ইছামতী নদীর মাঝে বর্ত্তমানে বাঙোড়রূপে পরিণত থাকিয়া এবং দক্ষিণে "দক্ষিণের মাঠ"নামক প্রশস্ত বিল হইতে বিশুদ্ধ দক্ষিণে বাতাস আসিয়া গ্রামখানির উপর সঞ্চালিত হওয়াতে গ্রামখানি সতত ম্যালেরিয়া মুক্ত। এই গ্রামে বর্ত্তমান যুগের অবতার স্বরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রিয় শিষ্য ও প্রধান সহচর "স্বামী ব্রহ্মানন্দ" (রাখাল মহারাজ) জমিদার আনন্দ মোহন ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠ দেখাইয়া গ্রাম খানিকে পবিত্র করিয়াছেন।

শিকড়ার ঘোষ এবং চন্দ্র গোষ্ঠী অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রসিদ্ধ। শীকড়ার চন্দ্রগোষ্ঠী ঘোষ বংশীয়দিগের দৌহিত্র সন্তান হওয়ায় তাঁহারা চন্দ্রবংশকে এক বিস্তীর্ণ সম্পত্তি প্রদান করিয়া অত্র গ্রামে বসবাস করান। তদবধি উভয় বংশ এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন এবং উক্ত ঘোষবংশ প্রদত্ত বিস্তির্ণ সম্পত্তি পরে "চন্দ্র তালুক" নামে অভিহিত হয়। ক্রমে এই চন্দ্রবংশ বিস্তৃতির সহিত বংশধরেরা বিবাহ ও অন্যান্য সূত্রে উত্তরাধীকারী বশতঃ সম্পত্তি পাইয়া কিংবা স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য গ্রামে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাত্র দুই ঘর চন্দ্র এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে * এই গ্রামে প্রথমে ১৭ পর্য্যায় সদানন্দ ঘোষ

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের লিখিত প্রাচীন পুথি হইতে এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মতিলাল ঘোষ ৺অম্বিকাচরণ চন্দ্র ৺গোপালচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়দিগের মৌখিক বিবরণী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ষ্টেটরার চৌধুরিগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সপরিবারে আসিয়া বাস করেন। সদানন্দ ঘোষ হইতে নিম্নে তাহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।

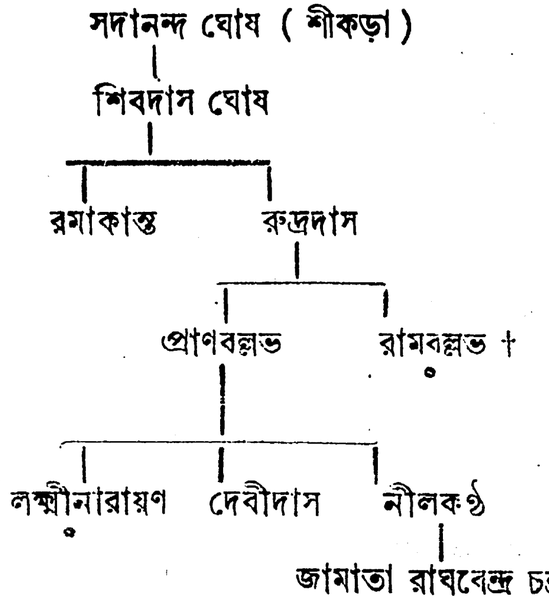

উপরিলিখিত রমাকান্ত ঘোষ এবং দেবিদাস ঘোষের বংশাবলী বর্ত্তমান শিকড়ার ঘোষবংশে রামবল্লভ ঘোষ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ নিঃসন্তান। নীলকণ্ঠ ঘোষের স্ত্রীর নাম মহেশ্বরী। তাঁহাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মাত্র দুই কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ ফরাসডাঙ্গায় এক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদারের ঘরে দিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট কন্যাটীর নাম ছিল শ্রীমুখী। উক্ত ঘোষ মহাশয় এবং তাহার স্ত্রী মহেশ্বরী তাঁহাদের এই ছোট কন্যাটীকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। এই সময়ে ইছামতীর তীরবর্ত্তী স্বরূপনগরের চন্দ্রবংশ ধনে মানে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালে স্বরূপনগরের রুক্মিণীমোহন চন্দ্র অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারী থাকিয়া বসিরহাট পরগণার ভিতর প্রবল জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এক সময়ে বারোয়ারী উপলক্ষে উক্ত রুক্মিণীমোহন চন্দ্রের মধ্যমপুত্র রাঘবেন্দ্র চন্দ্র অশ্বারোহণে শিকড়া গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে খুব সুপুরুষ ছিলেন। তখন নীলকণ্ঠ ঘোষ এবং তাঁহার স্ত্রী মহেশ্বরী যুবক রাঘবেন্দ্রকে দেখিয়া জামাতা করিতে ইচ্ছা করেন।

তদনুসারে সকলে মিলিত হইয়া পাত্রের পিতামাতার অজ্ঞাতসারে কন্যা শ্রীমুখীকে

† (০) নিঃসন্তানের চিহ্ন।

গোধূলী লগ্নে রাঘবেন্দ্র চন্দ্রের করে সম্প্রদান করেন। বৈবাহিক রুক্মিণীমোহনের বিনা অনুমতিতে এই বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া,নীলকণ্ঠ ঘোষ আপন জামাতা এবং কন্যাকে তৎকালীন "ঘোষ তালুকে"র অর্দ্ধেক লেখাপড়া করিয়া দিয়াছিলেন; উক্ত তালুকই পরে "চন্দ্র তালুক" নামে অভিহিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি জামাতাকে পৃথগ্‌ভাবে আর একখানি বাটী করিয়া দিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ ঘোষের একমাত্র কন্যা সমস্তদিন মায়ের কাছে থাকিতেন এবং সন্ধ্যাকালে পাল্কী করিয়া স্বামীর কাছে আসিতেন

যথাকালে শ্রীমুখীর তিন পুত্র হইয়াছিল; যথা ভবানী, মদন, কাশীনাথ। কাশীনাথচন্দ্রের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। এখন সবে দুই কন্যা মাত্র অবশিষ্ট আছে। মধ্যম পুত্র মদনকে চন্দননগরে তাঁহার মাসী পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সে বংশও লোপ হইয়া গিয়াছে। এবং ভবানী চন্দ্রের দুই পৌত্র গোপাল এবং অম্বিকাচরণের নামই উল্লেখ যোগ্য।

গোপালচন্দ্র খুব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং চতুর লোক ছিলেন। তিনি তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মেধ্যে শিকড়া গ্রামের ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুই কন্যাকে পরপর বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা স্থানাভাব বশতঃ স্বীয় পৈতৃক বাসস্থান ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিয়া শিকড়া হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোকনা নামক গ্রামে উঠিয়া গিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র গোকনা গ্রাম হইতে আসিয়া তালুক রক্ষা করা অসুবিধা বোধ করায় অন্যায় ভাবে শিকড়ার বিস্তির্ণ তালুক নষ্ট করিয়া ফেলেন, কারণ সে সময় শিকড়ার চন্দ্রগোষ্টির অধিকাংশ মৃত অথবা নাবালক ছিলেন।

অম্বিকাচরণের খুব শৈশবে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় জননী শ্রীমুখীর নিকট থাকিয়া অজস্র কষ্টের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আর দুই ভ্রাতা পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রতা বশতঃ বাল্যে লেখা পড়া শিক্ষার কোন সুযোগই পান নাই, তিনি অসাধারন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং অমায়িক লোক ছিলেন। এই গুণগুলির দ্বারাই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে অগাধ মান-সম্ভ্রম-বিষয় ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের মামাতভগ্নী ঈশানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অম্বিকাচরণ শেষ জীবনে নানা বিষয় জড়িত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন।

শিকড়ার চন্দ্রবংশীয়দিগের বংশ তালিকা।

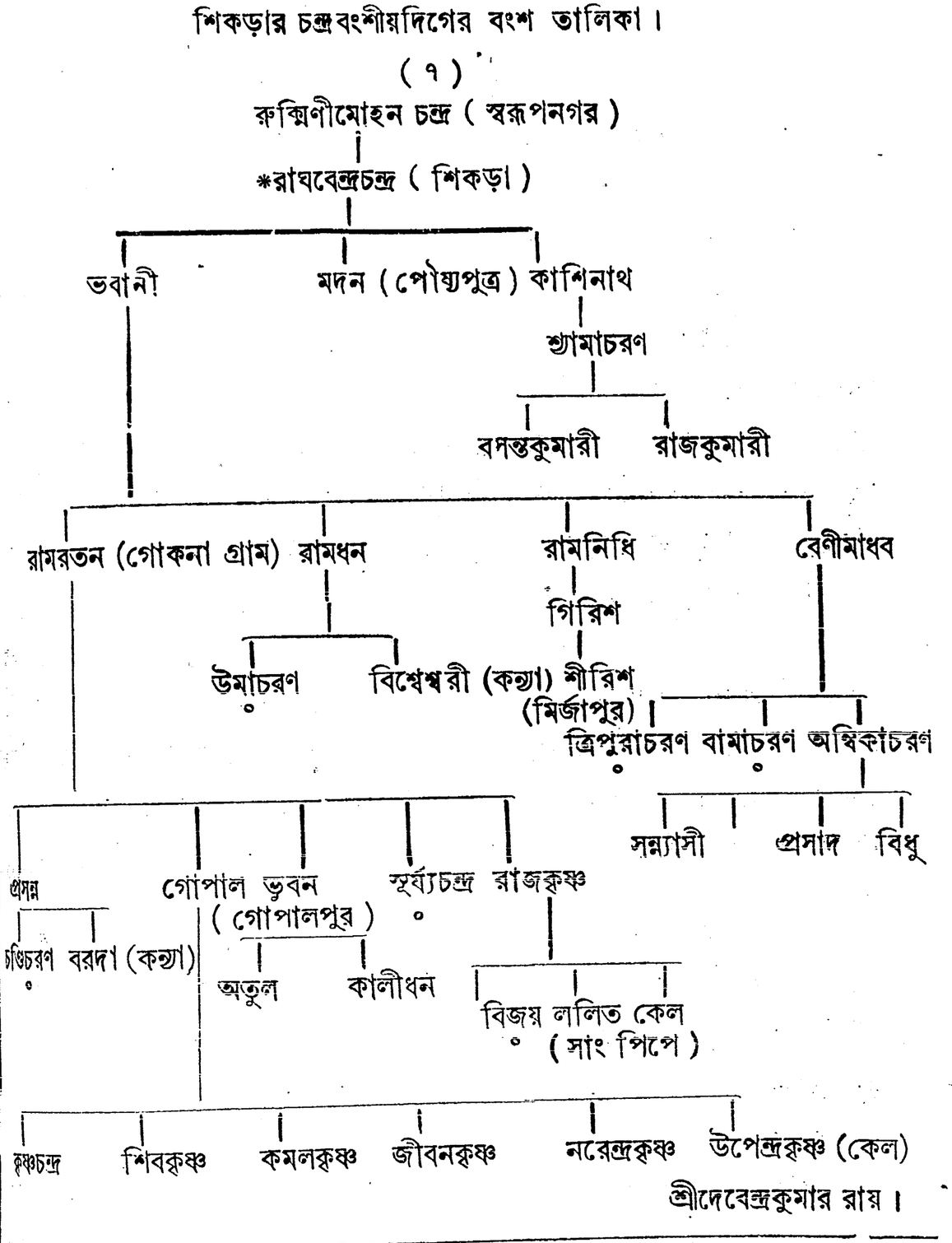

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়।

* রাঘবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বংশাবলীতে রাম রামচন্দ্র নামে পরিচিত

প্রচার পথে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৪৭৮ পৃঃ পর)

ব্রাহ্মণগণ। শূদ্র বেটারা পৈতা নেবে আবার লম্বা লম্বা কথা।

জনৈক মুসলমান। আমাদের গ্রামে এক কায়স্থ পৈতা লন দেখিয়া, অমৃত লাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারি রাগ করেন। সেই গ্রামে জুম্বন ফরাজী নামক আমার এক আত্মীয়েরও বাস; আমরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পড়িয়াছি, একদিন আমার ঐ আত্মীয় ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, এমন সময় ঐ পৈতাধারী কায়স্থ তথায় উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন এবং বলিলেন "তোদের গলায় পৈতা অপেক্ষা এই মুসলমানের গলায় পৈতা দেওয়া শ্রেয়ঃ।" এই বলিয়া গৃহ হইতে একগাছ পৈতা আনিয়া ঐ মুসলমানের গলায় পরাইয়া দেন। কিন্তু মুসলমান শিক্ষিত ও কিছু কিছু হিন্দুশাস্ত্র বোধ আছে। ব্রাহ্মণ যেমন তাহার গলায় পৈতা দিল, অমনি ব্রাহ্মণকে ১।০ আনা দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল, তারপর কি হইল কেহ জানিতে পারে নাই। গ্রামে প্রচার হইয়া গেল, অমুক ব্রাহ্মণ অমুক মুসলমানের গলায় পৈতা দিয়া শিষ্য করিয়াছেন। কায়স্থগণ এই ঘটনা লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত খুব মজা করিতেন, পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণগণ ঐ মুসলমানের পৈতা ত্যাগ করাইয়া দেন।

ব্রাহ্মণ—তা কায়েত যদি পৈতা লয়, মুসলমানের পৈতা হইলে ক্ষতি নাই।

আমি। ব্রাহ্মণেরও কোন ক্ষতি নাই, কারণ মুসলমানগণ কেবল গো ভোজন করিয়া থাকেন; কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ আজকাল কিছুই বাদ দেন না। তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ—দেখা যাবে কেমনে কায়েতের পৈতা হয়।

আমি—অনুমান প্রায় দেড় লক্ষ কায়স্থের পৈতা হয়েগেছে। বাঙ্গালাদেশে ১৩ লক্ষ কায়স্থ, তন্মধ্যে ৭ লক্ষ নারী এবং ২॥০ লক্ষ বালক ও অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ মোট ৯॥০ সাড়ে নয় লক্ষ। অবশিষ্ট ৩॥০ লক্ষ মধ্যে ১॥০ দেড় লক্ষ হয়েছে; আর কি কায়েতের পৈতা ঠেকান যায়? এইসকল কথা শুনিতে সমুদয় লোক একত্রিত হয়। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তৃপ্ত হইলেন।

ষ্টীমারে এক কায়স্থ যথেষ্ট সম্মান করিলেন। গোটাকতক সুমিষ্ট আম্র, ন্যাসপাতি, কমলালেবু ষ্টীমার হইতে কিনিয়া দিলেন, কোন আপত্তি শুনিলেন না।

ষ্টীমার রতনগঞ্জ আসিল, আমরা নদীতে স্নান করিলাম, পূতসলিলা চিত্রা বর্ষার প্লাবনে দু-কুল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে; নদীতে স্নান করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম; ভীষণ জলের টানে ও ঘুর্ণিপাকের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার ষ্টীমারও ছাড়িয়া দিবে যা'হউক আহ্নিক শেষে শ্রীসূর্য্য-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'হে! সবিতৃ দেব! এই রঙ্গ ভঙ্গময়ী কল্লোলিনীর তরঙ্গ ভঙ্গের সঙ্গে চিত্রা-বিধৌত যশোহরের কায়স্থ-সমাজ ব্রাত্যত্ব বিধৌত হইয়া উঠুক। সমস্ত বাধা বিঘ্ন প্রবল টানে ভাসিয়ে দিতে সক্ষম হউক। প্রত্যহ এই নদীতে স্নান করিয়া জগৎ প্রসবিতার বরণীয় তেজ চিন্তা করে ধন্য হউক এবং অঞ্জলী পূরিত জলাঞ্জলী দিয়া তোমার নিত্য অর্ঘ্য প্রদান করুক।' রতনগঞ্জ একটি বড় ষ্টেশন। এখানে অনেক যাত্রীই স্নানাহার সমাপন করেন; আমি যখন চিত্রা নদীতে বেদ মন্ত্রধ্বনি করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিতেছিলাম, ষ্টীমারের সেই ব্রাহ্মণগণ একদৃষ্টে আমার দিকে কটাক্ষ করিতেছিলেন। আমি স্নান করিয়া কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিলাম এবং সেই স্বজাতি প্রদত্ত আম্র, লেবু, ও ন্যাসপাতি আনন্দে ভোজন করিয়া, কিছু মিষ্টি খাইলাম; আমার সহযাত্রী ফণীন্দ্র তাহাই করিল। শরীর সুস্থ হইল অবসাদ দূর হইল, আমি কম্বল বিছাইয়া উচ্চকণ্ঠে বায়ু হিল্লোলে শব্দ মিশাইয়া গীতা আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলাম, ষ্টীমারও ভোঁ দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বেলা ১২॥০ টার সময় ষ্টীমার যখন ধোন্দা ও নলদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়াছে তখন নায়ের বাড়ীর দোয়ার নিকট ভাঁটার টানে এক নৌকা প্রবল বেগে অসামাল হইয়া ষ্টীমারের উপর পড়ে; ষ্টীমারের সারেং ও নৌকার মাঝী ঠোকা ঠুকি হইবার পূর্ব্বেই উভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, ইত্যবসরে এই বিপদ ঘটে; অমনি নিমিষের মধ্যে সেই বড় ছৈ দেওয়া নৌকা উল্টাইয়া যায়; নৌকা প্রায় ডুবিল—মাত্র ছাদ ভাসিতেছিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল, তখন বেলা ৪ টা। আমরা আশা করিতেছিলাম, আমাদের ভাগ্যে এই দিন ষ্টীমার রাত্রি ১০ টা ১১ টার সময় না পৌছিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের নামাইয়া দিবে, কিন্তু এই বিপদে আর তাহা হইল না। আমরা রাত্রি ১০॥০ টার সময় অবতরণ করিলাম। এ দিনত্র্যহস্পর্শ ছিল, ফল ও বেশ ফলিল। তৎপর দিবস ১৫ই আশ্বিন অবগত হইলাম আমার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগগ কায়স্থ স্ত্রীলোকদিগের নিকট পৈতা লওয়া পাপ, যাহা কখন ছিলনা তাহা লওয়া উচিত নহে, স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর কর কি হতে কি হবে! ইত্যাদি নানা প্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়া যাহাতে পৈতা না হয়, তজ্জন্য

কায়স্থ মহিলাগণকে নানা প্রকার কৌশলে উপনয়নের অন্তরায় করিয়া রাখিয়াছে। কাহারো কাহারো বাড়িতে বেলা দ্বিপ্রহের সময় অভুক্ত অবস্থায় যাইয়া কহিয়াছেন "সরলঘোষ" আসছে, তোমারা ত সব পৈতা লইবে, আজ পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ী শেষ আগমন যা সিদে দিতে হয় আজ দাও, কাল হইতে আর আসিব না; গৃহস্থ স্ত্রীলোকগণ দ্বিপ্রহরে আগত অভূক্ত ব্রাহ্মণগণকে আহার দিব কথা বলিলে, তাঁহারা বলিলেন "তোমাদের বাড়ীতে যখন পৈতা হইবে তখন আর ভোজন প্রয়োজন কি ?" ইত্যাদি মায়া কান্না কাঁদিয়া স্ত্রীলোকদিগের মন বিচলিত করিল। ফলে অনেক পৈতা দেওয়াতে অমত করেন। এইসব ব্যাপার শুনিয়া সে দিন আর ঐ বিষয় কিছু আলোচনা না করিয়া পরদিন গ্রামে গীতা পাঠ করিব প্রচার করিয়া দিলাম এবং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকল বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া দিতে বলিলাম; তাহাই হইল, সন্ধ্যার পর দলে দলে গ্রামের সকল বাড়ীর স্ত্রীলোক ও পুরুষ উপস্থিত হইলেন, আমি গীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলাম। পাঠ ও ব্যাখা করিতে করিতে কিরূপ ভাবে দেহ ত্যাগ ঘটিলে আর এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অন্তিমে পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সমস্ত শ্লোকগুলি সময় সময় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলাম "ওঁ" ভিন্ন জীবের মুক্তি হয় না। মৃত্যুকালে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করে আদিত্যবর্ণ ওঁঙ্কার চিন্তা করিতে করিতে যদি দেহ ত্যাগ ঘটে তাহাই জীবের উত্তরায়ণ গতি, এই গতিতে গমন করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ ঘটিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, কিন্তু এই ওঁঙ্কারে দ্বিজ ব্যতীত অপরের অধিকার নাই, দ্বিজ অর্থাৎ যাহাদের পৈতা হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভিন্ন যাহাদের পৈতা নাই তাহারা যথেচ্ছাচার করিয়া ওঁ চিন্তা বা জপ বা স্মরণ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ ভগবান গীতায় কহিয়াছেন, যে শাস্ত্রবিধি না মানিয়া, যাহারা কামাচারি হইয়া কোন কর্ম্মকরে তাহাদের ইহকাল নাই পরকাল নাই। এখন বুঝুন এই ওঁঙ্কার ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই। আবার এই ওঁ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অধিকার, পৈতা না হইলে দ্বিজ হওয়া যায়না, যাহাদের পৈতার অধিকার আছে, তাহাদের যদি পৈতা না হয়, তবে তাহারা কামাচারী বা ব্যভিচারী, তাহাদের ইহকাল নাই পরকালও নাই আর ওঁকার হীনতার কারণ মুক্তিও নাই, পরমাগতিত্ত নাই। বারবার এ জগতে জন্ম গ্রহণ করো আর গর্ভযন্ত্রনা ভোগ করো ইত্যাদি অতি বিশদভাবে ওঁকারে মাহাত্ম্য ওঁঙ্কারে অধিকার এবং গীতোক্ত মতে কিরূপ ভাবে দেহত্যাগ ঘটিলে ভগবৎ লাভ হয় তাহা এবং যজ্ঞসূত্র ও ওঁঙ্কারে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দিলে

সকলেই অতি সন্তুষ্ট চিত্তে পৈতা লওয়ার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং আর কাহারো পৈতা লইতে অমত থাকে না; স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত আর আপাত-মনোহর ব্রাহ্মণ বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পা'রলেন না; ব্রাহ্মণগণের চক্রান্ত আর কিছু করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত ব্যাথায় সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলাম যে, ব্রাহ্মণগণ নিজেদের জন্য ওঁঙ্কার রাখিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্রানীবৎ করিয়া রাখিয়াছেন। রঘুনন্দনী বচনে স্ত্রীজাতি শূদ্র বলিয়া ওঁঙ্কারে অধিকার নাই সুতরাং তাহারা মুক্তির বা ভগবদ্ প্রাপ্তি অধিকারিণী নহেন। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী ও শূদ্রানীর কোনও পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণী শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিলে শিলাকে পঞ্চগব্যে শুদ্ধ করিতে হয়, শূদ্রানী স্পর্শ করিলেও সেই ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণগণ যেমন কায়স্থ রমনীগণকে পৈতার বিরুদ্ধ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে সচেষ্ট ছিলেন, আমিও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীগণকে ব্রাহ্মণ-দিগের স্বার্থপরতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। পৈতা সম্বন্ধে আর বিশেষ কাহারো অমত রহিল না। কিন্তু পৈতা পূজার পর সভা করিয়া লওয়া স্থির হয়। অতঃপর আমি মণ্ডড়া, বোগিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানে প্রচার করিয়া, তথায় কয়েকজনকে পৈতা দেওয়াইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

ইহার পর পুনরায় ৺শারদীয়া মহানবমীতে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দেববিশ্বাস মহাশয়ের অনুরোধে আমি নড়াইল অঞ্চলে তাঁহার ভবনে গমন করি। বিজয়ার রাত্রে তথায় পৌঁছিলাম। তখন প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর দালানে অনেকে উপস্থিত, আমার উপস্থিতে অনেকেই আনন্দিত হইলেন। আমি সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া সেই চণ্ডীমণ্ডপে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহার ফলে ২।১ টা সভা করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সপ্তাহ মধ্যে খাসিয়াল উচ্চ ইংরাজী স্কুল এবং গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির কার্য্যে অগ্রণী বিশ্বাস মহাশয়দিগের ভবনে দুইটা সভা হয়, গ্রামস্থ সকল কায়স্থ এই সভায় যোগদান করেন। কায়স্থের জাতীয় ইতিহাস ও বিলুপ্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অনেকেই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন। দ্বিতীয় দিবসের সভায় আর এতৎসম্বন্ধে কাহারো অমত রহিল না, সকলেই স্ব স্ব সন্দেহ ভঞ্জনার্থ নানাবিধ তর্কযুক্তি করিয়া বুঝিতে পারেলেন, সধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়সন্তানগণের এই ভাবে শূদ্রবৎ জীবন অতিবাহিত করা বিশেষ গ্লানিজনক এবং যত সত্বর হয় এই বিসদৃশ অপবাদ স্খালন করা

একান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। এই সভায় বিগত ১২ ই কার্ত্তিক তারিখে উপনয়নের দিন স্থির করিয়া দিয়া তৎ পূর্ব্বদিবসে সকলকে সংযম করিয়া থাকিবার উপদেশ দেওয়া হয়।

এই দুই সভায় কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হয়, তাহাতে কায়স্থগণকে উপবীত ধারণে দৃঢ়চিত্ত বুঝিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী জয়নগর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ উন্মত্ত হইয়া নানাবিধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করেন। তপস্যার সিদ্ধির পথে নানা বাধা বিঘ্ন হইয়া থাকে, আমাদের কার্য্য ক্রমশই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং নানাবিধ বাধা বিঘ্ন যে এই কার্য্যের অন্তরায় হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

বাধা বিঘ্ন কখনও একাকী আগমন করেনা, পশ্চাতে অনেক সহ যাত্রী লইয়া আসে। খাসিয়ালের স্কুল লইয়া নানা আলোচনা আরম্ভ হইল। এতদঞ্চলের এই স্কুল উক্ত বিশ্বাস মহাশয়দিগের কীর্ত্তি, আজ তিন বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও আনুমানিক বিশ সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা এই কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন। এই স্কুল সম্বন্ধীয় নানাবিধ ব্যাপার লইয়া বিশ্বাস মহোদয়গণ বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের প্রদীপ্ত উত্তেজনার ভাব ম্লান হইতে লাগিল। স্কুলটীর সমুদয় শিক্ষক কায়স্থ, পণ্ডিত মহাশয় একজন তর্ক-সাংখ্য-কাব্য-ব্যকরণতীর্থ ও সরস্বতী উপাধিকারী কায়স্থ সন্তান। আমি দেখিলাম এসময়ে আমার কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইলে ইঁহাদের সঙ্গে এই স্কুলের আন্দোলনেই যোগদান করা কর্ত্তব্য। তাহাই করিলাম, স্কুল সম্বন্ধে এক সভা হইল, তাহাতেও বক্তৃতা করিলাম। এক সপ্তাহ মধ্যে এই স্কুল সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য শেষ হইয়া গেল ও আমি, পুনরায় আমার কার্য্য লইয়া পড়িলাম। ২০ শে কার্ত্তিক উপনয়নের এবং ১৯ শে তারিখে সংযমের দিন স্থির করিয়া দিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম।

নিশ্চিন্ত হইয়াও বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না। হরেন্দ্রবাবু স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইলেন। যিনি এই কার্য্যের অগ্রণী হইয়া সর্ব্বাগ্রে পথপ্রদর্শক হইলে তবে অপরে উপনয়ন লইবে—তাঁহার পীড়া। সব বুঝি পণ্ডশ্রম হয়। আশা ও নিরাশার মধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। আমার পত্রানুসারে কলিকাতা হইতে আচার্য্য সতীশ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ১৮ই তারিখে আসিলেন। সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এ সংবাদ দিয়া আসিলাম এবং আগামী কল্য সংযমের দিন তাহা বলিয়া সংযমের নিয়মাদি সকলকে বলিয়া দিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ দেখা দিল। দলে দলে কায়স্থ বালক যুবক বৃদ্ধগণ ১৯ তারিখে প্রাতঃকাল হইতে বিশ্বাস-

ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। সকলে একত্র হইতে বেলা ৯টা বাজিয়া গেল। তখন আবার আর এক বিপদ উপস্থিত। অগ্রে কেহ মস্তক মুণ্ডন করিতে চাহেন না। সকলেই অগ্রে অপরের উপর মুণ্ডনের ভার দিয়া অযথা গোলযোগ ও কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। দেখিলাম মহাবিপদ কেহ কাহারো কথা শুনে না, তখন সকলকে চুপ করাইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম "আমি অনুরোধ করি ঘোষ বংশীয় কোন কায়স্থ এই কার্য্যে অগ্রসর হউন, কুলীন কায়স্থ-গণ যেমন বহুকাল সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছেন, তখন এই জাতীয় কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তস্থল হওয়া উচিত; এবং কুলীন কায়স্থ মধ্যে ঘোষ বংশীয় কায়স্থের সর্ব্বাগ্রে মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুণ্য শ্লোক মকরন্দের বংশ গৌরব রক্ষা করা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি" এই কথা কহিলে সকলে উচ্চানন্দরব করিয়া উঠিলেন এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সর্ব্বাগ্রেই মস্তক মুণ্ডন করিলে খাসিয়ালের সর্ব্বাপেক্ষা বনিয়াদী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মুণ্ডিত মস্তক হইলেন, আর কোন কথা কহিতে হইল না, দেখিতে দেখিতে বিশ্বাসভবন মুণ্ডিত মস্তকে পূর্ণ হইয়া গেল। বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত এই মুণ্ডন কার্য্য চলিয়াছিল; বিশ্বাস ভবন পবিত্র তীর্থে পরিণত হইল। স্নানান্তে সকলে হবিষ্যাশী হইয়া সংযম করিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই বালক যুবকগণ দলে দলে স্নান করিয়া কেহ বংশ দণ্ড, কেহ বা বিল্ব দণ্ড, কেহ কেশগুচ্ছ, কেহ চাউল ফলাদি, কেহ যজ্ঞের সমিধ্ পুষ্প দূর্ব্বা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বাস বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কুল-পুরোহিত চরদৌলৎপুর নিবাসী সমাজদার ঠাকুরগণ আগমন করিলেন। স্থানীয় কেশবলাল ভট্টাচার্য্য ও কলিকাতার স্মৃতিরত্ন মহাশয় মণ্ডপে গমন করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইলেন। সকলের যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের পর স্মৃতিরত্ন মহাশয় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া বালকগণের চূড়াকরণ কর্ণবেধ সংস্কারান্তে উপনয়ন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পবিত্র ব্রহ্মচারিবেশে কায়স্থবৃন্দ যজ্ঞমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। উপনয়ন, চরুহোম, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন ক্রিয়া শেষ হইল। যজ্ঞকুণ্ডে বিল্বদণ্ড সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া বংশদণ্ড ও ঝুলি গ্রহণ করত গৈরিকবস্ত্রধারী মুণ্ডিত মস্তক কায়স্থবৃন্দ ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া ভিক্ষালব্ধদ্রব্য আচার্য্যচরণে প্রদান করিলেন। পীড়িত হরেন্দ্রবাবু অতি কষ্টে অন্তঃপুর হইতে যজ্ঞমণ্ডপে আগমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার ভাগ্যে এ আনন্দ উপভোগ হইল না" গ্রামের কয়েক জন নানা অসুবিধায় আপাততঃ উপবীতি হইতে সমর্থ ছিলেন না, তাঁহারাও আর

এ দৃশ্য দেখিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফুলবদিনার ডাঃ শশীভূষণ সরকার বর্ম্মা কায়স্থ চতুষ্টয় লইয়া উপস্থিত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপ তীর্থপীঠে পরিণত হইল--জয় শ্রীচিত্র গুপ্তের জয়! তাঁহার আহ্বানে খাসিয়াল গ্রামে আর অনুপবীতি কায়স্থ-গৃহ রহিল না। এক দিনে, এক যজ্ঞে, এক কেন্দ্রে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। কায়স্থের ধর্ম্ম পিতৃপুরুষের গৌরব—স্বজাতির কীর্ত্তি রক্ষা হইল।

খাসিয়ালের কার্য্য শেষ করিয়া আমি কোটাকোলে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। প্রায় ২০।২২ দিন এতদঞ্চলে কোনা-দিঘলিয়া কোটাকোল-রায়পাশা গ্রাম চতুষ্টয়ে কায়স্থের জাতীয় বিষয় প্রচার করিয়া কায়স্থগণকে জাতীয় ধর্ম্ম পালনে সম্বদ্ধ করিতে চেষ্টা করি। কায়স্থের জাতীয় উন্নতির জন্য, চারিশ্রেণীর কায়স্থ আবার সম্মিলিত হইবার জন্য, কায়স্থের জাতীয় অপবাদ শূদ্রাখ্যা মোচন জন্য, এবং আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণ জন্য বৈদিক সাবিত্রী দীক্ষার একান্ত প্রয়োজন তাহা বিশদ ভাবে বুঝিয়াইয়া দিই। খাসিয়ালে অবস্থান কালীন একদিন এতদঞ্চলে আসিয়া যাহাতে বিগত ২৫ শে কার্ত্তিক উপনয়ন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দিঘলিয়া স্কুলে সভা হইয়া গ্রাম চতুষ্টয়ের সকল কায়স্থ-ভবন হইতে কেহ কেহ উপবীত লইতে স্বীকার হন কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে পুনরায় বিগত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূণ্য দিবসে উপনয়নের দিন স্থির করিয়া আচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কলিকাতায় পত্র দিলাম। তৎপর দিবস ঘাঘা প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া এক সভা করেন, যে কোন প্রকারে উপবীতি কায়স্থগণকে নির্য্যাতন করিতেই হইবে এবং যাহাতে ৩০ শে তারিখে পৈতা না হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। উপবীতীগণের ক্রিয়া কর্ম্ম বন্ধ করিতে হইবে, তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে, ইত্যাদি মন্তব্য গৃহীত হয়।

উপনয়ন গ্রহণের ৩।৪ দিন পরেই খাসিয়ালের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসবর্ম্মা এম, আর, এ, এস্ মহাশয়ের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁহার জননীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিতে মনন করেন; এই সংবাদে বিরোধিগণের বিদ্বেষাগ্নিতে যেন ইন্ধন প্রদত্ত হইল এবং এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণ-সমাজ উপবীতি কায়স্থগণকে যে কোন প্রকারে অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে খাসিয়ালের শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় এবং কোটাকোল প্রভৃতি অঞ্চলে উপনয়ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিয়া নাবাবিধ কটূক্তি ও হইতে লাগিল। খাসিয়ালের শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয় এই সব গ্রামে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দেখা করিতে আসিলেন। আমার সহিত

দেখা করিয়া সকল বিষয় বলিলেন। আমি তখন পীড়িত, সে সময় খাসিয়াল, কোটাকোল, দিঘলিয়া, কোনা প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ মেলেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ চলিতেছে। সেই পীড়িত অবস্থায় কহিলাম এ শ্রাদ্ধ ১৩ দিনে করিতে হইবে তাহাতে যা হয় হউক। কালীবাবু বলিলেন—"গ্রামের কতক মত আছে, আর কতক বলেন---ব্রাহ্মণগণ যখন ৩০ দিনে শ্রাদ্ধ হইলে আসিতে চাহেন তখন ৩০ দিনে করাই ভালো, আমরাই ১৩ দিনেই করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

আমি উত্তরে বলিলাম, "প্রথমে যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, তাহাই রহিয়া যাইবে।" গোড়ায় পৈতা লইয়া ৩০ দিনে অশৌচ করিলে ভবিষ্যতে দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। আর যখন ব্রাহ্মণগণ পৈতা লওয়া সত্ত্বেও ৩০ দিন অশৌচের পক্ষপাতী, তখন ১২ দিন অশৌচ আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। ইংরাজিতে এক প্রবাদ আছে "now or never" এখন যদি ১২ দিনে অশৌচ পালন না করেন ভবিষ্যতে পারা সুদূর পরাহত।" কালীবাবু ১৩ দিনেই শ্রাদ্ধ হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন, আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

এ দিকে ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় রায়পাশা কোটাকোলে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল, পৈতা লইলে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আসিবেন না—কোন পূজা কর্ম্ম হইবে না। পুরোহিত ও গুরু যজমান ও শিষ্য ত্যাগ করিবেন,ইত্যাদি আশঙ্কায় অনেকে উপনয়ন গ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। আমি প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। কতকজনকে বিদ্বেষীগণের চক্রান্ত হইতে ফিরাইতে পারিলেও সকলকে পারিলাম না; ফলে কোটাকোলে পৈতার দলের লোক হ্রাস পাইল এবং তাঁহাদের ভবনে বিরোধী ব্রাহ্মণগণের এক কেন্দ্র হইল। তথা হইতে ৩০ শে তারিখের উপনয়ন যজ্ঞ পণ্ড করিতে চেষ্টা হইতে লাগিল। মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণের সহিত আমার তুমুল বিচার হইয়া গেল—ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে গালাগালি দিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এক নৈশসভা হয়, কোটাকোলে সকল কায়স্থই এই সভায় আসিয়াছিলেন। সকলকে অনুনয় বিনয় করিয়া জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। তাহা বুঝাইয়া দিলাম শেষে বলিলাম, আপনারা যদি একান্তই একযোগে কর্ম্ম না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন—আমি আগামী কল্য অভুক্ত অবস্থায় আপনাদের বাটীতে সূর্য্য-কিরণে পড়িয়া থাকিব—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি,আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে অমত করিতেছেন, তাঁহাদের ভবনে আমি কল্য প্রাতঃকাল হইতেই ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিব। কিছুতেই আপনারা আমাকে এ কার্য্য হইতে

নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। আপনারা স্ব স্ব ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া যান—জাতীয় স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করুন। ব্যক্তিগত মানাপমান দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসুন আমরা জাতীয় কার্য্যে মিলিত হই। আমার এই কথায় সকলেই আগামী কল্য প্রাতে এ সম্বন্ধে যাহাতে সকলে একমত হয় তাহা করিবেন বলিলে সভা ভঙ্গ হয়।

এ দিকে ৩০শে তারিখে অনিবার্য্যকারণে পুরোহিত সতীশচন্দ্র কলিকাতা হইতে যাইতে পারিবেন না পত্র দিলেন, ফলে অনেকটা উদ্যম হ্রাস হইল। ধোপাদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া উজিরপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আনা স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর বাবু তৎক্ষণাৎ উজিরপুর রওনা হইলেন এবং পর দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ উপয়নের দিন স্থির করিয়া, ৩রা অগ্রহায়ণ সংযমের দিন স্থির করিয়া দিলাম। দুইটী কেন্দ্র করা স্থির হইল; একটা দিঘলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের ভবনে, অপরটী তৎপরদিবস ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে। ৩রা তারিখে হবিষ্যাশী হইয়া কায়স্থগণ সংযম করিলেন এবং ৫০জন কায়স্থ মস্তক মুণ্ডন করিলেন। কোনা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি-এল্ মহাশয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন। দিঘলিয়ার স্বর্গীয় বিপিন বিহারী বসুবর্ম্মা মহাশয় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে উপবীতী হইয়া এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ দিঘলিয়াবাসী তাঁহার সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া মৃতাত্মার সম্মান রক্ষা করিলেন। উপনয়ন দিবসে পঞ্চাশজন মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী কায়স্থ যথারীতি উপবীতী হইলেন এবং যথা নিয়মে যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইল। কোনা দিঘলিয়ায় প্রায় প্রত্যেক কায়স্থ ভবন হইতে ২।১ জন করিয়া উপবীতী হইলেন।

তৎপর দিবস কোটাকোলের কেন্দ্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে হইল। এখানেও পূর্ব্ব দিবসে সকলকে সংযম করিতে বলিয়া ছিলাম। অনেকেই মস্তক মুণ্ডন করিলেন, কিন্তু ২।৩ ঘর তখনও বাকী রহিল দেখিয়া তাঁহাদের বাড়ী গমন করিলাম। দেখিলাম তাঁহাদের ভবনে ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন এবং আলোচনা হইতেছে। আমাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ একটু বিচলিত হইলেন। আমি কোন কথা না বলিয়া কহিলাম "আর পরামর্শের সময় নাই আপনাদের যদি পৈতা না লওয়া মত হয়, আমি আমার সে দিনকার প্রতিজ্ঞা পালন করি।" ব্রাহ্মণগণ সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছিলেন, ব্যাপার দেখিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা

করিলেন। কায়স্থগণ আমায় বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের অদ্যকার দিনমাত্র সময় দিন, অদ্য রাত্রেই আপনাকে সংবাদ দিব।"

আমি—"আপনাদিগকে পৈতা লইতেই হইবে, আমি কিছুতেই ছাড়িব না।"

সারাদিন ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের আলোচনা হইল—কিন্তু পুরোহিতগণ কিছুতেই তাঁহাদিগকে উপনয়ন গ্রহণে সম্মতি দিলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া কায়স্থভবনে রক্ষিত স্ব স্ব পুঁথি লইয়া "তোদের যা ইচ্ছা করগে যা, ঐ সরল ঘোষ তোদের যা বলে তাই কর" এই বলিয়া প্রস্থান করেন। তাঁহারা সারাদিন উপবাসী ছিলেন, বৈকালে মস্তক মুণ্ডন করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় আমাকে সংবাদ পাঠাইলেন "কাল আমরা উপবীতী হইব" আমি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া পৈতার গ্রন্থী দিতে আরম্ভ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালেই আচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হইলেন এবং যথারীতি উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সরকার ভবন মুণ্ডিত মস্তকে পূর্ণ হইয়া গেলো, এই গ্রামের একজন কায়স্থও অনুপবীতি রহিলেন না। যে ভাবে খাসিয়ালে উপনয়ন হইয়াছিল সেই ভাবে এখানেও উপনয়ন হইল। এই কেন্দ্র ৮৬ জনের উপনয়ন হয়। দ্বাদশবর্ষ বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই গ্রামের সকলেই উপবীতী হইলেন। উপনয়ন শেষে সকলে ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্য চরণে নিবেদন করেন।

খাসিয়াল দিঘলিয়া কোটাকোল এই কেন্দ্রে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া সমবেত উপবীতি কায়স্থবৃন্দ যখন দণ্ডায়মান হইলেন সে মনোহর দৃশ্য বর্ণনাতীত। চণ্ডীমণ্ডপ ব্রহ্মচারিবৃন্দে পরিপূর্ণ, যজ্ঞীয় ধুমাবৃত, বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুরভিচন্দন-গন্ধঘনায়ত যজ্ঞীয় ধূমে মিলিত হইয়া দিব্যভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করিল। সেই সময়ে উপবীতি কায়স্থগণকে আচার্য্যস্পর্শ করাইয়া নারায়ণ অগ্নি সম্মুখে বলিয়া উঠিলাম—"কায়স্থবৃন্দ! বহুকাল জানিনা কোন সূত্রে যজ্ঞসূত্র ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। ভগবদ্ কৃপায় আবার সেই জাতীয় জীবনের মূলসূত্রের সন্ধান পাইয়াছি—মাতৃহারা পুত্রের ন্যায় কতকাল মা মা, বলিয়া রোদন করিয়া আজ সেই সাবিত্রী মাতার কৃপা লাভ করিয়াছি, প্রতিজ্ঞা করো এই নারায়ণ, এই যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে—প্রতিজ্ঞা করো 'যতদিন এ দেহে জীবন থাকিবে কখনও মাতৃ অপমান করিব না, যজ্ঞসূত্রের পবিত্রতা—যজ্ঞোপবীতের মর্য্যাদা আমাদের দ্বারা নষ্ট হইবে না—যথারীতি সাধ্যমত দ্বিজোচিত কার্য্য করিব, মাতৃমন্ত্রে সকলে একত্রিত হইব—স্বজাতিগণকে মার নামে এক করিতে চেষ্টা করিব। মার উপযুক্ত পুত্র হইব।'

প্রতিজ্ঞা করো 'এ দেহে প্রাণ থাকিতে এ প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করিব না' যে গায়ত্রী সাবিত্রী মাতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে আজ বহুকাল মৃত কায়স্থজাতির জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে সেই সঞ্জীবনমন্ত্রে কায়স্থজাতি অমর হইবে।" সকলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, যজ্ঞের তিলক কপালে ধারণ করিয়া চরুর প্রসাদ পাইয়া সকলে জয় "শ্রীচিত্রগুপ্তের জয়" জয় রবে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। উপবীতি কায়স্থবৃন্দ মধুমতী ও নবগঙ্গা সলিলে দণ্ড বিসর্জ্জন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সেই স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনীকুলে সমবেত গৈরিকধারী মুণ্ডিত মস্তক কায়স্থবৃন্দকে সায়ং সন্ধ্যার প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলাম, সকলে সানন্দে সন্ধ্যাবাদনা করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা সকলকে সংক্ষেপ সন্ধ্যাপদ্ধতি লিখিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের কেন্দ্র সম্পন্ন হইলে তৎপর দিবসত্রয় ধরিয়া বালক ও যুবকগণকে নদীতীরে একত্রিত করিয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যাবাদনার প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিয়াছি। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে।

অদূরে কোটাকোলে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সরকার মহাশয় এক বিচার সভা আহ্বান করেন। যোগেন্দ্র বাবুর নিকট মল্লিকপুরের ব্রাহ্মণগণ নাকি বলেন—'আমরা বিচার করিয়া সরল বাবুকে পরাস্ত করিয়া দিব। আপনারা পৈতা লইয়া আশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াছেন, আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' আমি ৬ই তারিখে বগিয়া রওনা হইতেছিলাম, যোগেন্দ্র বাবুর অনুরোধে ঐ দিন যাওয়া স্থগিত রাখিলাম। ৭ই অগ্রহায়ণ তাঁহার বাটীতে বিচারের স্থান নির্ণয় হয়, বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বিচার হইবে। মল্লিকপুর নিবাসী পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আসিবেন স্থির থাকে; যোগেন্দ্র বাবু প্রাতঃকালেই দুইটী কায়স্থকে পান্‌সী দিয়া পাঠাইয়া দেন এবং পত্র লিখিয়া দেন "প্রচারক মহাশয়কে আপনাদের কথা মত অনেক কাজ ক্ষতি করিয়াও রাখা হইয়াছে, আপনারা আসিতে অন্যথা করিবেন না।" সন্ধ্যা হইয়া গেলো কেহ আসিলেন না। যাহারা আনিতে গিয়াছিল সারাদিন তাহারা সেখানে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কহিল তাঁহারা আসিলেন না। এ দিকে যোগেন্দ্র বাবুর ভবন বিচার শুনিবার জন্য লোকে লোকারণ্য,—হিন্দু মুসলমান গ্রামের আর কেহ বাকী ছিল না। সকলেই জানিতেন আজ খুব বিচার হইবে। সকলের আগ্রহে আমি এই সভায় আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়া রাত্রে বগিয়া রওনা হই।

বগিয়া আসিয়া সাংখ্যতীর্থ ও বেদান্ততীর্থ মহাশয়গণের সভার বিবরণ অবগত

হইয়া শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা সংবাদ পাঠাই যে, আমি বিচারে প্রস্তুত আছি। আপনি সংবাদ দিবেন আমি বিচার করিব। শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ রাহাবর্ম্মমহাশয় কহিলেন—আমি সমস্ত খরচ দিব। পরদিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া কহিলেন—পণ্ডিত মহাশয়রা কহিয়াছেন "আমরা কায়স্থ সম্বন্ধে কিছু জানি না, ভালো পণ্ডিত কলিকাতা হইতে আনা হউক, তাহার খরচা আমাদিগকে দিতে হইবে" ইত্যাদি। যাঁহারা নিজেরা কায়স্থ সম্বন্ধে কিছু জানেন না তাঁহারা আবার সভা সমিতি করিয়া কায়স্থের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করেন কি হিসাবে?

কোটাকোলে দিঘলিয়ার কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধার পর মাগুরা মহকুমার বারাসিয়া গ্রামে গমন জন্য প্রস্তুত হই। রাত্রি ৯ টার সময় কোটাকোল হইতে গদব্রজে দিঘলিয়া আসি, তথায় ষ্টিমার ষ্টেসন গৃহে রাত্রি যাপন করি। সারা রাত্রি বেশ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাসি হইল। নড়াল ষ্টিমার রাত্রি ২ টার সময় আসিবার কথা, আসিল ৬ টার সময় সকলে ষ্টিমারে উঠিল বেলা ১১ টার সময়। নলদি নামিয়া শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আহারাদি করিয়া, মাগুরা ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিলাম। এই ষ্টিমার ১২ টার সময় আসে, সে দিন বেলা ২৷৷০ টার সময় আসিল, ষ্টিমারে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, রাত্রি ৮ টার সময় বারাসিয়া পৌছিলাম। ৮।৯ তারিখে বগিয়াতে সভা হয়। বহু বাদানুবাদ ও তর্কাতর্কি করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণ দিনস্থির হইল। এই গ্রামে বহু উপনয়ন বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস, ইতি মধ্যে এখানে আলুকদিয়া, নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে খুব প্রবল ব্রাহ্মণ-সভা হইয়া গিয়াছে। গত আশ্বিন মাসে যখন আমি এখানে আসিয়া এই সব গ্রামের ৮।১০ জনকে উপবীতী করিতে সমর্থ হই, সেই সময় হইতেই খুব প্রবল বেগে বিরুদ্ধবাদীগণের ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। নারায়ণপুরে ব্রাহ্মণ-সভায় কোটালি-পাড়ার গোবিন্দচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এবং বাঢ়ইখালির প্রিয়নাথ সাঙ্খ্যতীর্থ প্রভৃতি এই সভার নেতা; 'কায়স্থরা পৈতা লইতে পারে না, তাহারা পতিত, এ দেশীয় কায়স্থের পৈতা নাই, যে ব্রাহ্মণ উপবীতি কায়স্থগণের সংস্রবে থাকিবেন, তাহারা প্রায়শ্চিত্তার্থ প্রভৃতি নানা মন্তব্য গৃহীত হয়।' সভার প্রারম্ভে বলা হয়—এই সভায় তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহার কেহ প্রতিবাদ করতে পারিবেন না। যাঁহাদের এই সভায় কার্য্যাবলী ভালো লাগিবে না তাঁহারা সভা ত্যাগ করিতে পারেন। যাযা ও জয়পুরের ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ বিরুদ্ধে যাহা কহিয়াছিলেন, এ সভাতেও সেই সেই কথার আলোচনা হয়, তবে এই সভার বক্তব্যগুলি সাধু ভাষায় প্রয়োগ হইয়াছিল, এই মাত্র বিশেষ।

বগিয়াতে ভগবানের কৃপায় বিরুদ্ধ কায়স্থবৃন্দ সপক্ষ হন। ১৫ই অগ্রহায়ণ উপনয়ণের দিন স্থির করিয়া আচার্য্য সতীশ স্মৃতিরত্নকে পত্র দিই। ইতি মধ্যে ঐ গ্রামের ৪।৫ টী কায়স্থ বাড়ীতে এক এক দিন এক এক বাটীতে ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়া গ্রামস্থ প্রত্যেক নরনারীর স্বধর্ম্ম পালন ও আর্য্য হিন্দু নরনারীর সনাতনধর্ম্মে অধিকার সম্বন্ধে ভগবদ্ উক্তিদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করি। গত আশ্বিন মাসে বারাসিয়াতে গীতাপাঠ করিয়া গিয়াছিলাম; এবার বগিয়াতে তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া যথার্থই আশাতীত ফল লাভ হইল। ১৪ই তারিখে সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিলেন। অনেকেই মুণ্ডনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও কেশের মায়া সকলকেই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সকলকের একত্র মুণ্ডন শেষ হইতে বেলা ৪ টার পর স্নানাহার করি।

পর দিবস শ্রীযুক্ত ভুবোন মোহন ঘোষ মহাশয়দিগের ভবনে এক যজ্ঞ হয়। বগিয়ার ও বারাসিয়ায় মুণ্ডিত মস্তক কায়স্থগণ গৈরিক বাসে যজ্ঞ ভূমিতে সমবেত হন। যথারীতি পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়মে সকলের উপনয়ণ হয়। বিল্ব দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সকলে বংশদণ্ড গ্রহণ করেন। পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ শেষ হয়। এই সময়ে প্রত্যেক উপনয়নকেন্দ্রে গৃহীত সেই প্রতিজ্ঞা সকলে গ্রহণ করেন। যজ্ঞের তিলক কপালে ধারণ করিয়া সকলে বহির্গত হন। গ্রামস্থ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ভিক্ষা শেষে এই মিছিল লইয়া গ্রাম্য কালী গাছ তলায় গমন করি, সেই বহুশাখ পল্লব বিস্তৃত প্রকাণ্ড কাণ্ডোপশোভিত সুবিশাল বটবৃক্ষ মূলে সমবেত হইলে কীর্ত্তন নীরব হয়, আমি যোড়হস্ত উত্তোলন করিয়া শত্রুগণের ভীতি সঞ্চারিনী শরনাগতের সর্ব্ব মঙ্গল বিধায়িনী চণ্ডীস্তুতি আবৃত্তি করিলাম। অমনি সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই কালীবৃক্ষ মূলে প্রণাম করিয়া আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে নবগঙ্গাতীরে সমবেত হইলাম, মাণবক সকলে দণ্ড ভঙ্গ করিয়া পূণ্যতোয়া স্রোতস্বিণীতে দণ্ড বিসর্জ্জন করিলেন। হরিনামের রোল, ভিক্ষাং দেহি রব, খোল খঞ্জনীর আওয়াজ কুলমহিলাগণের মঙ্গল শঙ্খ ও উলুধ্বনি ও মধ্যে মধ্যে "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। দণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা যজ্ঞ ভূমিতে প্রত্যাগত হই, তথায় সকলে প্রাণ ভরিয়া নৃত্য ও হরি হরি রবে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলেন। উপবীতী সকলের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়া এই কীর্ত্তন ভঙ্গ হয়।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা। শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি-এল্ (মুন্সেফ্) অনুবাদিত ও সঙ্কলিত। এই পুস্তক দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—মহাভারতোক্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ও দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। প্রথমভাগে ডিমাই ৮ পেজী, ৩৩ ফর্ম্মা, ২৬৩ পৃষ্ঠ, আইভরি ফিনিষ কাগজে মূল্য ২, এবং দ্বিতীয় ভাগেও এইরূপ কাগজ ৮ ফর্ম্মা ৬২ পৃষ্ঠ, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। উভয় পুস্তক কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং গ্রন্থকারের নিকট পোঃ বোদরা, জেলা ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বিহারীবাবু গভীর দার্শনিকতত্ত্বে সুপণ্ডিত, বহুদর্শী ব্যক্তি। তাঁহার সেই সুমার্জ্জিত পাণ্ডিত্য উভয় পুস্তকের সুবৃহৎ উপক্রমণিকায় সম্যক প্রকটিত হইয়াছে। বিহারীবাবু গীতা ঈশ্বর বাক্য ইহা প্রমাণ করিয়া প্রকৃতি, আত্মা, ব্রহ্ম ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক প্রমাণনিবহ উদ্ধার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত এবং পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীকৃত টীকার প্রকৃত অর্থ অবলম্বনে লিখিত। আজকাল বাজারে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার অধিকাংশস্থলেই মূলের সহিত সামঞ্জস্যবিধান দুষ্কর হইয়া পড়ে—এমন কি পরিশেষে মূলের উচ্ছেদ ব্যাপারেও ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় না। সরকার মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা সে শ্রেণীর পুস্তক নহে। ইনি এই পুস্তক মূলের অনুচ্ছেদে—স্বামীজীর টীকার তাৎপর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরল ভাষায় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার অনুবাদের এইটুকুই বিশেষত্ব যে, তিনি প্রত্যেক শ্লোকের প্রতিপাদ্য সারাংশটুকু পৃথক করিয়া সহজেই সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং কঠিন সংস্কৃত শব্দগুলির ভাবার্থ পৃথকভাবে সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। আবার অধিকাংশ অধ্যায়গুলিকে পরিচ্ছদেরূপে বিভক্ত করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের সহজতম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভগবান্ 'লোকশিক্ষার্থ দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানবের মুক্তির জন্য 'কর্ম্ম', 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই তিনটী বিষয় উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ঐ নিগূঢ় তাৎপর্য্যময় উপদেশবাক্য সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে ঐ সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্তই কষ্টকর হয়। এমন কি অনেক সময়ে বিকৃতভাবই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আজকাল আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই সেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ নহেন এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; অথচ শাস্ত্রজ্ঞানের স্পৃহা প্রত্যেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারী বাবু ভগবানের ঐ উপদেশত্রয়ের মধ্যে গীতার 'কর্ম্ম' এবং ভাগবতের ভক্তি-রস-প্রবাহপ্লুত রাসপঞ্চাধ্যায়ের সরল বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া দেশের একটি মহান্ অভাব দূর করায় সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষায় বিহারীবাবু যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার দুই একস্থলের কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়াও স্থানাভাব বশতঃ পুনরায় পরিত্যাগ করিতে হইল, এজন্য আমরা দুঃখিত রহিলাম। তবে এক কথা, এই শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষায় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইলেও মুদ্রাকর

প্রমাদবহুল হওয়াতে একটু সৌন্দর্য্যের হানিও হইয়াছে। এই দোষটুকু না থাকিলে পুস্তক দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত-কায়স্থ-মহাসম্মেলন ঃ—

গত ৫ই ডিসেম্বর পাটনা-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, "আগামী ২৪শে ডিসেম্বর—ভারত-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের পাটনার অধিবেশনের যে দিন অবধারিত হইয়াছিল, স্থানীয় কার্য্যকরি সমিতি গতবল্য পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন—আপাততঃ ঐ অধিবেশন এখানে স্থগিত করা হইল।"

সংস্কৃত পরীক্ষায় বৃত্তি ঃ—

কায়স্থছাত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বর্ম্মরায় কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট বেদান্ত পড়িতেছিলেন। তথা হইতে তিনি বেদান্তের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হওয়ায় মাসিক ৪৲ সরকারী বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুরেন্দ্র কুমার এই পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া জগৎপুর আশ্রমের অধ্যাপকতায় ব্রতী হন। তথায় তাঁহার ছাত্রগণ আদ্যপরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায়, মাসিক ৮৲ হিসাবে এক বৎসর সরকারী অধ্যাপক বৃত্তি পাইবেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত গুচিয়া গ্রামের "পঞ্চানন চতুষ্পাঠী" হইতে কায়স্থ শ্রীমান্ যতীন্দ্রলাল দেব কলাপ ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় সেও দুই বৎসর মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে সরকারী বৃত্তি পাইবে।

দান প্রাপ্তি ঃ—

গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রচারের সাহায্য কল্পে শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় ১০৲ টাকা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি করেন। গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তিনি ঐ টাকা সভায় প্রদান করায় সভা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিতেছেন।

জাতি বিষয়ে প্রশ্ন ঃ—

জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত কুসুমণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাশ নিম্নে এই প্রশ্নটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রশ্নের নিম্নেই আমাদের উত্তর লিখিত হইল ঃ—

"রামচরিত" কাব্যের লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী জাতিতে করণ ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের সাহিত্য-পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন কোন কায়স্থ প্রবন্ধ লেখক উক্ত সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ জাতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মতে করণ জাতিরই নামান্তর কায়স্থ। আমি কিন্তু তাঁহাদের এই আনন্দ প্রকাশের কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

(১) বৈশ্য পিতা ও শূদ্রা মাতায় উৎপন্ন পুত্র জাতিতে এক প্রকারের করণ। (বিষ্ণুসংহিতা ১৬।১)

(২) ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতায় উৎপন্ন পুত্র জাতিতে এক প্রকারের করণ। (যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর ১০।৬ শ্লোক কুল্লূক টীকায় ধৃত)

(৩) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতায় উৎপন্ন পুত্র জাতিতে এক প্রকার করণ (মনু ১০।১২)

যাঁহারা করণ জাতিরই নামান্তর কায়স্থ বলিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই শেষোক্ত প্রকারের করণকেই মনে করিতেছেন। কারণ এই শেষোক্ত প্রকারের করণ জাতি মিশ্র জাতি নহে, এবং কায়স্থ জাতিও মিশ্র জাতি নহে, কাজেই এই দুই জাতি এক জাতি হওয়া সম্ভবে। অপর দুই প্রকারের করণ মিশ্র জাতি, কাজেই এই করণ জাতি কায়স্থ জাতি নহে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, এম্-এ, বি-এল্, নামক এক ব্যক্তি ১৩২০ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র (একসঙ্গে প্রকাশিত) মাসের "মাহিষ্য-সমাজ" নামক মাসিক পত্রিকায় "সন্ধ্যাকর নন্দী কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজে যে করণ আছে সে বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত করণ। অপর করণ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত জাতি বিশেষ। চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত হিন্দু সমূহ মধ্যে তাহাদের কোন স্থান নাই, তাহারা তুরস্কাদি দেশীয় ম্লেচ্ছের ন্যায় মহাব্রাত্য হয়।"

বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত যে করণ সেই করণই কায়স্থ ইহাই যদি স্বীকার করা যায়, তবেই উক্ত বসন্ত বাবুর সিদ্ধান্ত মতে হিন্দু সমাজে কায়স্থ স্থান পাইতে পারে, অন্যথায় হিন্দু সমাজে করণ কায়স্থের স্থান নাই।

যদি হিন্দু সমাজে স্থানই না পাওয়া গেল, তবে বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত করণকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার না করিয়া অপর প্রকারের করণকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার কারণ কি, আমি তো তাহা বুঝিলাম না, বুঝিলামনা বলিয়াই আপনারা জাতির আন্দোলন করিতেছেন, আপনাদের নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে ইচ্ছা করি।

উত্তর :—

আলোচ্য বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলেই, তাহাতে আনন্দ হয়; কায়স্থ পত্রিকার লেখকের সম্ভবতঃ তজ্জন্যই; আনন্দ হইয়াছিল।

করণোৎপত্তিতে শাস্ত্রকারগণ শুধু তিন প্রকার প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াই নিরস্ত হন নাই। মহাভারত ১।১১।৪২-৪৩ এবং আশ্বলায়ণ স্মৃতি ২২অঃ ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যাপত্নীতে জাতকে করণ বলিয়াছেন। আবার বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য যে বৈশ্য পিতা ও শূদ্রা মাতা হইতে জাত পুত্রকে করণ বলিয়াছেন, ঋষি আশ্বলায়ণ সেইস্থলে বলিয়াছেন, বৈশ্য পিতা ও শূদ্রা মাতার পুত্র 'সমুদ্র' নামে অভিহিত হয়। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ উহাদিগকে 'তাম্বুলি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আশ্বলায়ণ যে সমুদ্রের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গৌড়ের পালরাজগণ কি এই সমুদ্র বংশধর বলিয়াই পরিচয় দেন নাই? ফলতঃ ঐ সকল বিভিন্ন গ্রন্থকারের বাক্যের ঐক্য নাই। যথায় এক বাক্যতায় অভাব তথায় সংকীর্ণগণ স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূল বচনেই আগ্রহ প্রকাশ করে। মনুর ১০।২২ বচনটী তলাইয়া বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মনু শুধু ইহা বলেন নাই যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় স্ত্রী সম্ভূত পুত্র একমাত্র করণ। তিনি বলিয়াছেন, ঐরূপ সংযোগে জাত পুত্রগণ ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামে অভিহিত। যদি এইরূপে শুধু করণই হইত তা'হইলে বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির উল্লেখ হইত না। এজন্য মহামতি কুল্লূক টীকায় "একস্য চৈতানি দেশভেদপ্রসিদ্ধানি নামানি; ঝল্ল ইতি। ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখস-দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি।" অর্থাৎ সবর্ণা সম্ভূত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান দেশভেদে ঝল্ল মল্ল প্রভৃতি নামে পরিচিত। করণ দেশবাসী ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই করণ নামে অভিহিত, সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী কায়স্থ হইয়া আপনাকে করণশ্রেষ্ঠ বলায় তাঁহার ক্ষত্রিয় জাতিত্বই স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাতেই আনন্দ।

মনু যে ভাবে দেশ বিশেষের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কে করণ বলিয়াছেন, চেতস্বান কোনব্যক্তিই তদ্বিপরিত বলিতে পারেন না। যেহেতু দুইটী সমান পদার্থের সংযোগ ভিন্ন অপর বস্তু করণ বলিয়াই কথিত হইতে পারে না। বেদাঙ্গের চক্ষুস্বরূপ ব্যাকরণে দৃষ্ট হয়—

"ক্রিয়াসিদ্ধৌ যৎ প্রকৃষ্টোপকারক মন্তরঙ্গং তৎকরণমিতি॥" পরন্তু "লোকেভিরূপো-য়োদকমানেয়মভিরূপায়কন্যাদেয়েতি। ন চানভিরূপে প্রবৃত্তিরস্তি। তত্রাভিরূপ-তমায়েতিগম্যতে। এবমিহাপি সাধকং করণমিতি উচ্যত।" ব্যাকরণের ত্রই করণকে জাতির করণ-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি বুঝিয়া লইলেই চিত্তের অবসাদ কাটিয়া যাইবে। এবং অসবর্ণ বিবাহ জাত সন্তান যে করণ-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না তাহাও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

কঠোর দণ্ড।

পটৈকোরার শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন (কালী নাজির নামে পরিচিত) তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নয়াপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনের মেয়ের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া এক হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর কালীপ্রসন্ন বাবুর মেয়ে বিবাহ করিতে অস্বীকার হন, পরন্তু টাকাগুলি ফেরত না দিয়া নানা গোলোযোগ করিতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ফৌজদারিতে কালীনাজিরের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রবঞ্চনার অভিযোগ উপস্থিত করেন। ডেঃ মেঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত ঐ অভিযোগের বিচার করিয়া কলী নাজিরের এক বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডের এবং কালী নাজিরের পুত্র হরিশঙ্করের ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। (জ্যোতিঃ)

স্বাগত :—

ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাট তদীয় অন্যতম সচিব শ্রীযুক্ত মণ্টেগু মহোদয়কে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি! সেদিন কায়স্থ-সভার অন্যতম আজীবন সভ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের ভবনে আমন্ত্রিত হইয়া মহামান্য শ্রীযুক্ত মণ্টেগু সাহেব মহোদয় সহচরগণ সহ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া জলযোগ করেন। অতঃপর মান্যবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভবনেও পদার্পণ করেন।

বিচার সমিতি :—

ভারতের বিপ্লবপবাদী নির্ব্বাসিতগণের বিচারার্থ বিলাতের কিংস্‌কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডাঃ রোলার্ট সভাপতি এবং বোম্বাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জনৈক দেশীয় জজ, বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রভাসবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং কায়স্থ-সভার প্রাচীন সভ্য। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবেন।

DOUBLE COLOUR

ব্যবস্থাপক সভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

ব্যবস্থাপক সভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন তেমন ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মিলিয়া মাননীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারী ও গবর্ণর্ জেনেরেলের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

এই অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নাকি তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বরের পুত্র মান্যবর শিবশেখরেশ্বর আন্দোলনে অবতীর্ণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু কি? না অধ্যাপক পণ্ডিতকে ব্যবস্থাপক সভায় বসাইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির মস্তক চর্ব্বণ করার অভিলাষ? রাজসভায় সাম্প্রদায়িক কেন? ওরূপ দাবীত ক্ষুদ্রের আদর্শ!

সত্যের প্রচারে সঙ্কীর্ণতা ঃ—

সেদিন ডাঃ স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার বিজ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একত্র বলিয়াছেন—"পশ্চিম দেশের কোন বৈজ্ঞানিক আমার আবিষ্কৃত সত্যকে তাহার নিজের নামে চালাইলেন।" কি অবমূষ্যকারিতা বৈজ্ঞানিকগণ আবহমান-কাল সত্যের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারাই ভ্রম, প্রমাদ, অপটুতা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া সত্যের সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন; এজন্য ইঁহারা প্রাচীনকালে "ঋষি" নামে অভিহিত হইতেন। সেইস্থলে সেই বৈজ্ঞানিক সমাজে এবম্প্রকার বিপ্রলিপ্সা! ইহা প্রতীচীতে শোভনীয় পরন্তু প্রাচীর পক্ষে ঘৃণ্য!

ন-গুণ সূত্র ঃ—

মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কতিপয় ব্রাহ্মণ বিধবা দ্বারা বিশুদ্ধ কার্পাস নির্ম্মিত নয়তার সম্বলিত যজুর্ব্বেদীগণের উপযোগী পৈতা প্রস্তুত করাইতে-ছেন। আমাদিগকে সূক্ষ্ম ও পৃথুল এই দুই প্রকারের পৈতা উপহার পাঠাইয়াছেন। পৈতা বেশ সুমার্জ্জিত ও সুশুভ্র। মূল্য এক একটা তিন পয়সা। উক্ত সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহবর্ম্মা, পোঃ চৌগাছা, জেলা যশোহর এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই তিনি মূল্য লইয়া প্রদান করেন।

হীরালাল বাবুর পত্র ঃ—

কায়স্থ গৌরব স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের স্মৃতি রক্ষার অভিপ্রায়ে, শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র মহাশয় গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় বঙ্গের উপবীতী কায়স্থ সাধারণের সমীপে যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া কতিপয় কায়স্থ-মহাত্মা সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। ফলতঃ আমাদের দেশের রীতির প্রতি অনেকেই সুদৃষ্টি রাখিয়াছেন অর্থাৎ উক্ত পত্রের

আবেদনের সহিত আরও কিছু (amendment) সংযোগ করিয়া, কেহ বা কিছু প্রতিশ্রুতি করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। শুধু যশোহর, ফুলবদিনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বর্ম্মসরকার ।০ আনা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া হীরালাল বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। আমরা শশী বাবুর এই মহানুভবতার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কাগজের দুর্মূল্যতা ঃ—

বাজারে কাগজ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য এখন আর অনেক মাসিক পত্রিকার সাক্ষাৎকার ঘটে না। সঞ্জিবনী ও বসুমতী ইতিমধ্যেই পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। পাটনা হইতে প্রকাশিত সহযোগী 'হিন্দি-বিহারী' সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে প্রথম স্থানীয়, তাহারও মূল্য সম্প্রতি বৃদ্ধি হইয়াছে। গত নভেম্বর মাস হইতে 'হিন্দি-বিহারী' ২৲ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা বার্ষিক মূল্য করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ-পত্রিকা এখনও পূর্ব্ব মূল্যই স্থির রাখিয়াছেন। পত্রিকা পাঠার্থীগণের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিলে সম্ভবতঃ আর মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে না।

উপনয়ন ঃ—

২৩শে আশ্বিন, ১৩২৪। যশোহর, বারাসিয়া রাহা মহাশয়দের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রাহা, অক্ষয়কুমার রাহা, ননীগোপাল রাহা, শিশিরকুমার রাহা, সুধীরকুমার রাহা, বিজয়গোপালসেন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৪। যশোহর খাসিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এম্-আর্-এ-এস্; কালিদাস বিশ্বাস বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ, বিধুভূষণ, অমূল্যরতন বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার বিশ্বাস; অক্ষয় সরকার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, কবিরাজ হৃদয়নাথ সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, জয়গোপাল সরকার, শুকলাল সরকার, প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণলাল সরকার, হারাধন সরকার; ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, সারদাচরণ ও রসিকলাল ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ, কবিরাজ রজনীকান্ত ভিষগ্রত্ন, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, অঘোরচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমলচন্দ্র ঘোষ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বারিকানাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অমরকান্তি ঘোষ, কেশবলাল ঘোষ, সতীশচন্দ্র ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, (সিঙ্গা), কবিরাজ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধারমন ঘোষ, (ফুলবদিনা) অন্নদাপ্রসাদ দাস,

DOUBLE COLOUR

সুরেন্দ্রদাথ দাস, নারায়ণচন্দ্র ধর ; অম্বিকাচরণ বসু, অমৃতলাল বসু, অবিনাশচন্দ্র বসু, অমরেন্দ্রনাথ বসু, বনোয়ারীলাল বসু, যাদবচন্দ্র বসু, যদুনাথ বসু, গোপালচন্দ্র বসু, শরচ্চন্দ্র বসু, হরিদাস বসু বি-এ, হেড্‌মাষ্টার, বিজয় গোপাল বসু, প্রভাতচন্দ্র বসু, মন্মথনাথ মিত্র, অমৃতলাল বসু, মনোরঞ্জন বসু, অমূল্যরতন বসু, দ্বারিকানাথ বসু, শিবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, হৃদয়নাথ বসু, বিজয়গোপাল বসু, দ্বারিকানাথ ঘোষ, রাইচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ দে, গোপাল-চন্দ্র সিকদার, কালিদাস সিকদার, যোগেশচন্দ্র সিকদার, পুলিনবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৩জন বালক আরও যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। যশোহর, দিঘলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে দক্ষিণরাঢ়ী কোণা সাকিনের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু, বি-এল্, রবীন্দ্রনাথ বসু এবং দিঘলিয়ার শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, অমূল্যচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রভূষণ, বিজয়বিহারী, শশাঙ্কভূষণ, কালিদাস, পূর্ণচন্দ্র বসু ; কোণার শ্রীযুক্ত ডাঃ রসিকলাল, হরিপদ, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র; দিঘলিয়ার শ্রীযুক্ত শুকলাল, অমৃতলাল, আশুতোষ, অতুলকৃষ্ণ, কালিদাস মিত্র; কোণার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সরকার, মণীন্দ্রলাল, সুশীলকুমার সরকার ; নারায়ণচন্দ্র দেব, দিঘলিয়ার শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র বিশ্বাস, অরুণচন্দ্র বিশ্বাস, বসন্তকুমার দত্ত, ডাঃ গোপাল-চন্দ্র বসু, কিরণচন্দ্র দাস, ইন্দুভূষণ সোম, চন্দ্রকান্ত নন্দী, ভূপেন্দ্রনাথ, চুণীলাল, দুলালকৃষ্ণ, পুলীনবিহারী, মণীন্দ্রনাথ নন্দী, পরেশনাথ দাস, অতুলচন্দ্র সরকার, গণেশচন্দ্র, গোবিন্দলাল সরকার, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমূল্যচন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, কোটীশ্বর ঘোষ ; কোণার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, হরিদাস বসু, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। যশোহর, কোটাকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। সরকার—শ্রীযুক্ত হীরালাল, যোগেন্দ্রনাথ, নিশিকান্ত, অতুলকৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ, গোঁসাইদাস, শচীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, বিমলকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র, প্রদ্যোৎকুমার, বিমলকৃষ্ণ, বিজনকৃষ্ণ, নকুলেশ্বর, সৌরেন্দ্র-নাথ, সতীশচন্দ্র, ননীগোপাল, শিবনাথ, নৃত্যগোপাল, নন্দলাল, উপেন্দ্রনাথ, শৈলেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নীরদকুমার, সুধীরকুমার, জিতেন্দ্রনাথ, চুণীলাল, কালীপদ, বেনয়ারী লাল, বামনদাস, অম্বিকাচরণ, বিনোদবিহারী, কৃষ্ণলাল, যতীন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, ইন্দুভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, গণেশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র নিতাই

দাস। ঘোষ—শ্রীযুক্ত দ্বিজবর, রসিকলাল, গণেশচন্দ্র, হৃদয়নাথ, অবিনাশ, ভুবনমোহন, রতিকান্ত। বসু—শ্রীযুক্ত উষাকান্ত, শশধর, পুলিনবিহারী, পঞ্চানন, মণীন্দ্রনাথ, ডাঃ নকুলেশ্বর, বিনয়কৃষ্ণ, নন্দলাল, কালীপদ। রায়—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ, যজ্ঞেশ্বর, অনন্তকুমার, কালিদাস, দৈবচরণ এবং যাদবচন্দ্র দত্ত, পূর্ণচন্দ্র ইন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ইন্দ্র, কেশবলাল বিশ্বাস। দে—শ্রীযুক্ত হরিনাথ, গোপালচন্দ্র। দাস—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ। আদিত্য—জিতেন্দ্রনাথ (রায়পাশা) মিত্র—রমেশচন্দ্র (রায়পাশা) রাইচরণ, হরিদাস, তারকচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, (কোণা) প্রিয়নাথ দাস, সাং দিঘলিয়া, নরেন্দ্রনাধ ঘোষ, নকুলেশ্বর ঘোষ, মন্মথনাথ বসু, সুধীরকুমার বসু, রামলাল বসু, জগবন্ধু কর, সাং বাটকীয়া, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাং আমাদা, অতুলচন্দ্র সরকার। ইঁহারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। যশোহর জেলা, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৮ জন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ তাঁহাদের নিজ নিজ কুল পুরোহিত দ্বারা যথা শাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন। শ্রীযুত মৃনালকান্তি ঘোষ, নীরোদকান্তি ঘোষ, হিরণ্ময় ঘোষ, ক্ষুদিরাম ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র, সতীশচন্দ্র চন্দ্র। জামদিয়া সাকিনের—শ্রীযুত অমৃতলাল দত্ত।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। যশোহর, বগিয়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত ডাঃ ভুবনমোহন ঘোষ, পঞ্চানন ঘোষ, নবদ্বীপকুমার ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ ঘোস, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিতাইচরণ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালিপদ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, তারিণীচরণ দত্ত, বিধুভূষণ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, জগবন্ধু দত্ত, অবিনাশচন্দ্র দত্ত (ক) অবিনাশচন্দ্র দত্ত (খ) সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, মন্মথনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বসু, অমরেশকুমার বসু, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, অশ্বিনীকুমার মিত্র, ডাক্তার, নৃত্যগোপাল মিত্র, ষষ্ঠীচরণ নাগ, খগেন্দ্রনাথ নাগ, (সর্ব্ব সাং বগীয়া, ললিতমোহন রাহা, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, মন্মথনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, কেশবলাল বসু, বিমলকুমার মজুমদার, হরেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং বারাসিয়া।

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। জেলা নদীয়া, বওবিল সাকিনের শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বওবিল সাকিনের দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেন, অশ্বিনীকুমার সেন, হীরালাল সেন, ব্যোমকেশ মিত্র, সুধীরকান্তি মিত্র, সুশীলকান্তি মিত্র। বাঁসবেড়িয়া সাকিনের—রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, আনন্দগোপাল দত্ত। মালিহুদ সাকিনের—মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিঘলিয়া সাকিনের—প্রফুল্লকুমার

বসু। নগরবাঁকা সাকিনের—তারাপদ সরকার। লক্ষ্মীপুর সাকিনের—ক্ষেত্রনাথ নন্দী, যামিনীমোহন নন্দী, বিভূতিভূষণ নন্দী, মোহিনীমোহন সরকার, বিরিঞ্চিভূষণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ সরকার। ইহারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতী হন।

এই ক্ষুদ্র পল্লী বগুবিল গ্রামে ১০।১২ ঘর কায়স্থের বাস। সকলেই অবস্থাপন্ন। ইঁহাদের মধ্যে ৩টি দল। প্রথম দলের নেতা অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামরত্ন সেন, দ্বিতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন এবং তৃতীয় দলের নেতা আমাদের কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন। এই তিনটী দলের সমবায় শক্তি কেন্দ্রীভূত করণ জন্য সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা, কুষ্টিয়া-শাখাসভার শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদার, প্রচারক শ্রীনারায়ণ সরকার বর্ম্মা এবং এতমামপুর সাকিনের শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহারা বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ বগুবিলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিবস প্রত্যেক নেতার বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, জাতীয় অভ্যুত্থান ক্ষেত্রে দলাদলির ভীষণ পরিণাম বুঝাইয়া দেন। অতঃপর সকলে একমত হইয়া উপনয়ন গ্রহণ স্থির সিদ্ধান্ত করিলে ১৬ই তারিখে দিন ধার্য্য করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ঐ তারিখে আশুবাবু উপস্থিত না হইলেও প্রতিনিধি পাঠান এবং কার্য্য সম্পন্ন হয়। ফলতঃ বিনোদ বাবুর স্বজাতি প্রীতি এবং শূদ্রাচারে ঘৃণা এবং পাতিত্য দোষ পরিত্যাগে একাগ্রতা না থাকিলে অদ্যকার যজ্ঞ পণ্ডশ্রম হইত। এজন্য আমরা কর্ম্মীদিগের সহিত বিনোদবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। মুর্শিদাবাদ, পাঁচথুপী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও জগদীশচন্দ্র ঘোষ যথাশাস্ত্র উপবীতী হন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য এবং দিনাজপুর রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং পাঁচথুপীর "শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠী"র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকান্ত তর্কতীর্থ; এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত আশ্বিন মাস হইতেই যশোহরে বিভিন্ন স্থানের উপবীতী, সমাজ হিতৈষী কায়স্থ মহাত্মাগণ নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া বৈদিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে অনুপবীতীগণের সংস্কার গ্রহণ করাইতেছেন। ইহার উপর আবার প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতা আছে, কিন্তু এত আন্দোলনেও কুলীন সমাজ নিদ্রামগ্ন কেন?

বিবাহ ঃ—

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। কলিকাতা। হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী ৺নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

বরপক্ষ জানিতেন যে কন্যাপক্ষের উপর।

শ্রাদ্ধঃ—

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। যশোহর জেলার খাসিয়াল গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে দিঘলিয়া, চন্দ্রদিঘলিয়া পাইকিরডাঙ্গা, ফুকরা, দৌলতপুর, বারান্‌কুলা, ঘুল্লিয়া, জয়নগর, উল্‌পুর, বন্দীপুর, প্রভৃতি গ্রামের বহুতর সামাজিক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ প্রায় ১০০ একশত যোগদান করেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হুগলী বন্দীপুর নিবাসী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, উলীরপুর নিবাসী কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন; উলপুর নিবাসী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং দৌলতপুর নিবাসী প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এতৎ-ব্যতীত সামাজিক উপবীতী ও অনুপবীতী প্রায় ৭০০।৮০০ শত কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ অঞ্চলে হরেন্দ্র বাবুই ত্রয়োদশাহে প্রথম শ্রাদ্ধ করিয়া আদর্শ হইলেন। আশা করি এ প্রদেশের কায়স্থগণ তাঁহার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। জেলা নদীয়া রুকুন্‌পুর নিবাসী ৺বন্ধুবিহারী গোস্বামীর আত্মকৃত তদীয় সুযোগ্য পুত্র ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ইঁহারা মহাত্মা হরিহোড়ের বংশধর। বংশানুক্রমে গুরুতা করিতেছেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪। যশোহর, বাঁশগ্রামে শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেঠাইমাতার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধেও বহুতর সামাজিক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যোগদান করিয়া হিন্দুর লুপ্ত বর্ণধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

২৬ শে অগ্রহায়ণ ১৩২৪। যশোহর খাসিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবুর খুড়ীমাতার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন ব্রাহ্মণ এবং ৩০০।৪০০ শত কায়স্থ যথাযোগ্য ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন।

প্রেরিত পত্র :—

একটী পরিবারের বংশাবলীর কাগজ নষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে অন্যান্য কাগজ পত্রাদিতে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের অধিক নাম পাওয়া যায়না। পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত বাচনিক উপদেশে জানা যায়—এই পরিবার বটগ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত বংশের ভাস্কর দত্তের বংশধর। পীরালীর সংশ্রবে পড়িয়া জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে, স্বস্থান ছাড়িয়া পূর্ব্বপুরুষের কোন কেহ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার বলদখল (বলদাখাল ওরফে বরদাখাত) পরগণার দক্ষিণ ভাগে "ভূষণা" নামে একটী গ্রাম এই পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ মৌরসী প্রাপ্ত হইয়া আবাদ ও বাসস্থান করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৭শ শতাব্দে পূর্ব্বে ঐ গ্রামে ইহারা আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। এই বংশের (দত্তদের) নামে পরিচিত একটী দীর্ঘিকা এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দের প্রথম ভাগেও ঐ ভূষণার এবং এই পরগণার বিভিন্ন গ্রামের আর ও ৪টী ধারা উত্তরাধিকারী হীন হইয়া লোপ পাইয়াছে।

উল্লিখিত ভূষণাগ্রামে পূর্ব্বপুরুষ কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থান হইতে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। রাজা সীতারাম রায়ের বাসস্থান ভূষণা। এই ধারার পূর্ব্বপুরুষ ঐ সীতারাম রায়ের ভূষণা হইতে এই ত্রিপুরা জেলায় আসিয়া এই ভূষণা নামে গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ হয়।

আবার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত প্রবাদে যে পীরালির ভয়ে স্থান ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল, সেই পীরালির জন্মস্থান ও বিস্তৃতি যশোহর জেলায় দেখা যায় ;—এক্ষণ সেই যশোহর জেলায় বা সীতারাম রায়ের ভূষণায় অথবা অন্য যে কোন স্থানে যদি ঐ বটগ্রামের কাশ্যপ দত্তবংশের কোন শাখা (বিশেষ ভাস্করের শাখা) থাকিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের কোন ধারার বংশাবলী হইতে ত্রিপুরা জেলাস্থিত এই পরিবারের লুপ্ত বংশাবলী পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে আশায় এই চেষ্টা করিতেছি। এ ভিন্ন সম্পাদক মহাশয় যদি ইহার অন্য কোন সদুপায় করিয়া দিতে পারেন তবেও এ পত্র লেখক চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

৮।৮।১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ।
আগড়তলা, রাজ্য ত্রিপুরা।

বিনীত
শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত,
ওভারসিয়ার।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

১৬শ বার্ষিক ৬ষ্ঠাধিবেশন।

২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪, অপরাহ্ণ ৫৷৷টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতির আসনে)
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা।
(দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা।
(উ) „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(দ) „ যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা } (সম্পাদক)।

সভারম্ভে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষোড়শ বার্ষিক পঞ্চমাধিবেশন ও ৺সারদাচরণ মিত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী এবং উক্ত বিশেষ অধিবেশনে অবধারিত স্মৃতি সভার তারিখ পরিবর্ত্তনার্থ অপর সম্পাদকদ্বয়ের বিজ্ঞপনপত্র পঠিত এবং ভাদ্রমাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার প্রাচীন সভ্য চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সোম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ কান্দি

নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সিংহবর্ম্মার মৃত্যু সংবাদ সভায় প্রকাশিত হইলে, উপস্থিত সদস্যবর্গ মৃতদ্বয়ের অতীত জীবনের প্রশংসিত কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। অতঃপর স্থির হইল—মৃত সভ্যদ্বয়ের শোকসন্তপ্ত পুত্রকে সভার সমবেদনা জানান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। অদ্যকার সভার সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন, "অদ্য আমাদের সভার দুইজন সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলাম; কিন্তু আরও এক সর্ব্বজন পরিচিত মহাত্মা, যিনি আজীবন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া ৺অক্ষয়-কুমার দত্ত, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গীয়সাহিত্য-রাজ্যের নিয়ন্তা ছিলেন, আমাদের এই কায়স্থ সভার সুযোগ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ যাঁহার পুণ্য জীবনকাহিনী লিখিয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার উদ্যোম করিতেছেন, সেই সাহিত্যিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মৃত্যুতে কায়স্থ-সমাজ বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন ইত্যাদি বিষয়ের সহিত তাঁহার অতীত জীবনের চরিতাবলীর উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—সভার এই সমবেদনা মৃত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার বি-এ মহাশয়কে লিখিয়া সান্ত্বনা প্রদান করা হউক এবং তাঁহাকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্তবর্ম্মা, সাং ভীমঘোষ লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।

(দ) " কালিদাস রায়চৌধুরী, বি-এল্, ৫৬নং পদ্মপুকুর্ রোড্, ভবানীপুর, (২৪ পরগণা)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(ব) ডাক্তার রমনীমোহন দেব, সাং সাহেবাবাদ, পোঃ বুড়িচঙ্গ, (ত্রিপুরা)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা।

(দ) শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়, ধিৎপুরের বাসা, ময়মনসিংহ।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (পত্রযোগে)।

(দ) " মনীন্দ্রমোহন মজুমদার, সাং ১১নং নন্দরাম সেন লেন্, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।

(দ) " জিতেন্দ্রনাথ পাল, সাং ২৬।৩ স্কটস্ লেন, কলিকাতা।

(দ) " হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং ৬২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(দ) " চন্দ্রকান্ত মিত্র, সাং দুর্গাপুর, পোঃ উলপুর, (ফরিদপুর)

(দ) " নকুলচন্দ্র বসু, সাং ৬৪নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শেষোক্ত ৪ জনের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

চতুর্থ প্রস্তাব। সভার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে গত ভাদ্রমাসের অধিবেশনে যে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, অদ্যকার সভায় সেই শাখা-সমিতির মন্তব্য সমূহ পঠিত হইলে, উক্ত মন্তব্যাবলী বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা হউক :—

(১) সভার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে কয়েকজন উপযুক্ত প্রবীণ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা।

(২) সভার কার্য্যালয় অপেক্ষাকৃত ভাল অথচ সদর রাস্তা কিন্তু ট্রাম লাইন হইতে বেশী দূরে না হয়, এমন স্থানে সম্বৎসর মধ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা।

(৩) পত্রিকার পরিচালনার্থ যে সম্পাদকীয় সমিতি আছে, তাহার পুনর্গঠন।

(৪) জাতিতত্ত্ব ও সভার উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইবার জন্য সরল ভাষায় এবং সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া একখানি এক কি দুই ফর্ম্মার ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করত তাহা সম্প্রতি দশহাজার খণ্ড ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা। আরও স্থির হইল যে, বগুড়ার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা, বি-এল্, মহাশয়ের প্রতি এই পুস্তিকা লেখার ভার অর্পণ করা হউক। এবং তাঁহাকে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে পুস্তিকা লিখিয়া সভায় পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক। উক্ত পুস্তিকা আগামী মাসিক অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের দ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক ছাপাইয়া ফেলা হউক। কারণ শীতকালে বিশেষতঃ বড়দিনের ছুটীতে প্রচার করা সুবিধা-জনক ও কার্য্যকর হইবে; তৎকালে প্রচারকের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিতরণ করা হইবে।

(৫) কলিকাতার কায়স্থবহুল পাড়ায় পাড়ায় মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করা এবং সকল সভায় সমাজের প্রবীন ব্যক্তিদের, প্রচারক এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপস্থিতির বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা হউক।

(৬) সমাজের মান্যগণ্য প্রবীন ব্যক্তিদের বাড়ীতে সভার মূল উদ্দেশ্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা হউক।

(৭) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের ধন বৃদ্ধি সাধনে চেষ্টা করা হউক।

(৮) সভাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করা হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব। আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা প্রস্তাব করিলেন যে, বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়' রাখা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। প্রচারক সম্বন্ধে। সময়াভাবে অদ্য এই প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত থাকিল।

সপ্তম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সাহায্য প্রার্থনা পত্র। জয়নগর স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ হরিসাধন ভঞ্জের আবেদন পত্র সভায় পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—এ বৎসর আর সভা কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিবেন না। ইহা আবেদনকারিকে জানান হউক।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীগিরিজানাথ রায়।
সভাপতি।
২৩।৮।২৪।

শ্রীজগৎগোপাল নন্দী। কোন্নগর। ১৭.১০.২৪

কায়স্থ পত্রিকা।

মাঘ, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি-তত্ত্ব।

রাজা ও দেশশাসকরূপে কায়স্থ। বঙ্গদেশে কায়স্থসংখ্যা কিঞ্চিদধিক এগার লক্ষ। সংখ্যায় অল্প হইলেও সমগ্র বঙ্গদেশে এই জাতির প্রভাব অতুলনীয়। ফলতঃ পাঠান-রাজত্বের পূর্ব্বতন বঙ্গদেশের ইতিহাস, একমাত্র কায়স্থ জাতির ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কবি কহ্লণ তৎকৃত রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়-দেশে জয়ন্ত নামক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজ জয়াদিত্যের বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি জামাতার সাহায্যে পঞ্চগৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। এই জয়ন্ত জনশ্রুতিপ্রসিদ্ধ আদিশূর কিনা সে বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু তিনি যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা তাঁহার কায়স্থ-সম্পর্ক হইতেই দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দিল্লীশ্বর আকবরের ব্যবস্থা-সচিব "আবুলফজল" কর্ত্তৃক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত "আইন-ই-আকবরী" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও রাজা জয়ন্তকে কায়স্থজাতীয় বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে সুবে

বাঙ্গালার শূর, পাল, সেন ও ভোজরাজগণও কায়স্থজাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রসিদ্ধ "রামচরিতম্" কাব্য ও বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন এবং পালরাজগণের তাম্রশাসনসমূহ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পালরাজগণ সূর্য্যবংশীয় [কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়] ছিলেন এবং ভারতের বহু ক্ষত্রিয়বংশের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত ঈশ্বরঘোষ করণ বা কায়স্থজাতীয় ছিলেন এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহ 'রাঢ়াধিপ' ছিলেন। বিজয়সেনের শিলালিপি ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় (১) ছিলেন। বিজয়সেনের তাম্রশাসনানুসারে [কায়স্থ] শূর বংশের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজবংশ জাতিতে যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক্ষণে কথা এই অদ্বিতীয় পণ্ডিত আবুল ফজল ঐ সকল বংশকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার উত্তর সহজ। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ বঙ্গীয় কায়স্থগণকে সবর্ণ বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহারা বিভিন্ন দেশ হইতে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক কায়স্থজাতির সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান দ্বারা কায়স্থ-সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতেন। অবশ্য তাম্রশাসনাদি সম্পাদনকালে তাঁহারা তাঁহাদের মূল ক্ষত্রিয়-শাখার উল্লেখ করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট তাঁহারা কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইতেন। তাই জনপ্রবাদে তাঁহারা কায়স্থ-জাতীয় বলিয়াই উল্লিখিত হইতেন এবং উক্ত জনপ্রবাদ আবুলফজলের সময় পর্য্যন্তও অব্যাহতভাবে প্রচলিত ছিল; আবুলফজল সেই জনপ্রবাদ অবলম্বনে উক্ত রাজবংশগণকে কায়স্থজাতীয় বলিয়াই স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পাঠান রাজত্বকালে হিন্দুগণের মধ্যে কেবলমাত্র "রাজা গণেশ" ও তৎপুত্র "রাজা মহেন্দ্রদেব ও রাজা দনুজমর্দ্দনদেব" কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বাধীন গৌড়াধিপতি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪০৮ শকে (১৪৮৬ খৃঃ) শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত "শ্রীমদ্ অদ্বৈতবাল্যলীলাসূত্র" নামক হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের ৪৬-৫০ শ্লোক পাঠে (২) অবগত হওয়া

(১) অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে বহু "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ের" বাস। তাঁহারা তথায় প্রভু কায়স্থগণের শাখা বলিয়াই পরিচিত।

(২) কায়স্থ-পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৬পৃঃ।

যায় যে, উক্ত রাজা গণেশ কায়স্থজাতীয় ছিলেন। দিনাজপুর-রাজবংশের আলোচনায় জানা যায় যে, ঐ রাজা গণেশ "দত্তোপাধিক" উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের মাতামহবংশীয় ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন দেব যে দেববংশীয় কায়স্থ ছিলেন তাহা অবিসংবাদিত।

বাদশাহ আকবরের সময় পর্য্যন্তও সুবে বাঙ্গালার জমিদারগণ কায়স্থজাতীয় ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে "সুবে বাঙ্গালার প্রায় সকল জমিদারই কায়স্থ, এবং তাঁহারা প্রয়োজন মত বাদশাহকে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০,১,১৫৮ জন পদাতিক, ১৭০০ গজসৈন্য, ৪২৬০টী কামান ও ৪৪০০ নৌকা দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন।"

ইতিহাসে পাঠান ও মোগল-আধিপত্যের কালে চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ বসু, যশোহরের প্রতাপাদিত্য গুহ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরাম রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যশূর, মহম্মদপুরের সীতারাম রায় নামক প্রসিদ্ধ ভৌমিকগণের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ও কায়স্থজাতীয় ছিলেন।

অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের মধ্যে দিনাজপুরের ঘোষবংশীয় মহারাজ ও রায়সাহেব বংশ, কান্দি ও পাইকপাড়ায় সিংহবংশ, যশোর-চাঁচড়ার রায়বংশ, বাঁশবাড়িয়া, শিবপুর, সেওড়াফুলী, রাজহাট ও ভাগলপুরের মহাশয়বংশ; দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজে ভট্টবাটী ও ডাহাপাড়ার মিত্র বঙ্গাধিকারীও শোভাবাজারের রাজবংশ, আন্দুলের রাজবংশ, হাটখোলার দত্তবংশ, সিমলার রামদুলাল সরকারের বংশ, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশ, নড়াইলের রায়বংশ, বাগ্‌বাজারের মিত্র ও বসু-রায়বংশ; রায়েরকাটী ও মঘিয়ার রায়বংশ এবং বারুইপুরের রায়চৌধুরীবংশ; বঙ্গজসমাজে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ, টাকীর রায়চৌধুরীবংশ, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে বর্দ্ধনকুটীর রাজবংশ, কাকিনার রাজবংশ, তাড়াসের রায়বংশ, সন্তোষের রাজবংশ, রাজখাড়া ও শ্রীনগরের বসুবংশ, গড়কাশীমপুরের গুহরায়চৌধুরীবংশ প্রভৃতি মহারাজা, রাজা ও সাধারণ শ্রেণীর বহুসংখ্যক কায়স্থ-জমিদার বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন।

রাজকর্ম্মচারীরূপে কায়স্থ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসনসমূহে দত্ত, চন্দ্র, দেব, মিত্র, সেন ঘোষ, কুণ্ডু, পালিত ও নাগ উপাধিধারী কায়স্থ-রাজকর্ম্মচারিগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে মহাসান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থ মল্লদত্তের ও মহাশিব-গুপ্তের তাম্রশাসনে মহাক্ষপটলিক শ্রী উদ্ধব নাগ

ও মহাসান্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্রীচারু দত্তের ও অপর সান্ধিবিগ্রহিক সিংহদত্ত ও কায়স্থ সূর্য্যসেনের উল্লেখ আছে। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেববংশীয় যোগদেব পালরাজমন্ত্রী ছিলেন। যোগদেবের পর তৎপুত্র বোধিদেব রামপালদের ও তৎপুত্র বৈদ্যদেব কুমারপাল-নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন। মহাকবি সন্ধ্যাকরনন্দী স্বরচিত 'রামচরিতম্' কাব্যে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী গৌড়াধিপের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ও তৎপুত্র ভানু দত্ত, এবং মহারাজ বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক কোপিবিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

কবিকর্ণপুর-রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে, বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-ভাগবত" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পাঠান গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর নাম কেশববসু। চৈতন্য-চরিতামৃতকার এই কেশববসুকে 'কেশব ছত্রি' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। রুদ্রবংশোদ্ভব পরাগলখাঁ হোসেনসাহ নৃপতির সেনাপতি ছিলেন। বারেন্দ্র দেবিদাস খাঁ, দক্ষিণরাঢ়ীয় পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), রাজা জানকীরাম ও দুর্লভরাম প্রভৃতি কায়স্থগণ মুসলমান আমলেও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কায়স্থ রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভগবান্, তৎপুত্র বঙ্গবিনোদ মিত্র ও তদ্বংশীয়গণ বহুকাল "বঙ্গাধিকারী" পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কায়স্থ কিঙ্করসেন, মোহনলাল, শ্যামসুন্দর দে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ও সেনাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে পাঠান-আমলে দক্ষিণরাঢ়ীয় সর্ব্বাধিকারী বসুবংশ, গৌড়ের নাএব-নাজিম রাজা জানকীরাম, রাজা দুর্লভরাম ও মহারাজ রাজবল্লভ সোম, উত্তররাঢ়ীয় রাজা নরপতি ঘোষ ও রাজা বিনায়ক সিংহ, দাতা দিগম্বর ঘোষ, সর্ব্বাধিকারী জগন্নাথ সিংহ, বারেন্দ্র-সমাজে পোতাজিয়ার রায়-রায়া ভবানীশঙ্কর রায়, কাকিনার প্রতিষ্ঠাতা রামনারায়ণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ-আমলেও অধিকাংশ উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর পদে কায়স্থগণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও আছেন। হাইকোর্টের জজ মহেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারকানাথ মিত্র, স্যর রমেশ-চন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, বসন্তকুমার বসুমল্লিক ও কমিশনার রমেশচন্দ্র দত্ত ও কিরণচন্দ্র দে; ভারত-সভার সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু; স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ; বিজ্ঞানবিদ্ প্রফেসর জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়; নানা ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে; প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ;

মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লেপ্‌টেনেণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্রাজিল দেশে সৈন্যাধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মগুরু ও দেশনায়করূপে কায়স্থ। অশোকের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে রাজুক বা কায়স্থগণ ধর্ম্মমহামাত্রপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধযুগে বহু বঙ্গীয় কায়স্থ তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভৃতি কায়স্থগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। অদ্যাপি বঙ্গের নানাস্থানে কায়স্থগণ গুরুগিরি ব্যবসা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের নাম কে না অবগত আছেন? বর্ত্তমান রাজনীতি ক্ষেত্রে আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থকাররূপে কায়স্থ। পালাধিকারকালে খৃষ্টীয় ৯ম হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যে মিত্র, ঘোষ, দত্ত, সিংহ, দাস প্রভৃতি উপাধিযুক্ত কতশত কায়স্থ 'মহাপণ্ডিত', 'উপাধ্যায়', মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিমণ্ডিত হইয়া সংস্কৃতভাষায় কত তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।* কায়স্থ পাণ্ডুদাস 'ন্যায়-কন্দলী' রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "রামচরিতম্" রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী 'কলিকালবাল্মীকি' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মুসলমান-শাসনকালে গুণরাজ খাঁ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি বহু কায়স্থ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে, কবি মধুসূদনদত্ত বাঙ্গালা কাব্য-জগতে যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়-কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, চন্দ্রনাথ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, জলধর সেন প্রভৃতি বহু যশস্বী কায়স্থ-গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় কায়স্থজাতির দ্বিজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্ববর্ণিত অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভার অধিকারী এই যে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি, ইহা কোন্ বর্ণের অন্তর্গত? প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় একস্থলে কায়স্থজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইংরাজী শিক্ষার স্পর্শমণিসংযোগে আমাদের পাল-সরকার-দাস

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২৫৪-২৫৫ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে রচনা-লালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।" প্রকৃত-প্রস্তাবে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি হঠাৎ "সুবর্ণত্ব" লাভ করেন নাই। উপরে আমরা যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় কায়স্থজাতির অতি প্রাচীন কাল হইতে উচ্চ পদমর্য্যাদা-সম্ভোগের—এমন কি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। কায়স্থ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়-রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত সূর্য্যবংশীয় 'পালরাজগণ' এবং চন্দ্রবংশীয় 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' সেনরাজগণ কখনই আইন-ই-আকবরীর ন্যায় সুপ্রাচীন ইতিহাসে কায়স্থজাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইতেন না। আইন-ই-আকবরীতে রাজা জয়ন্ত কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে রাজা জয়ন্তের কন্যার নাম "কল্যাণদেবী" বলিয়াই লিখিত হইয়াছে এবং এই কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীরের কায়স্থ রাজা জয়াদিত্যের বিবাহ হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার জয়াদিত্যের পিতামহ কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্মীররাজ ক্ষত্রিয়প্রবর বালাদিত্যের একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখার বিবাহ হইয়াছিল। কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত না হইলে কখনই ক্ষত্রিয়রাজ বালাদিত্যের কন্যার সহিত কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের বিবাহ সম্ভব হইত না এবং কায়স্থ জয়ন্তের কন্যার নামের শেষে "দেবী" উপাধি ব্যবহৃত হইতে পারিত না। বৈদ্যজাতীয় পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের সবর্ণ না হইলে 'কেশব বসুকে' কখনই 'কেশব ছত্রি' বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। ফলকথা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং পাল ও সেনরাজগণ যে কায়স্থের সবর্ণ তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ কি মতদ্বৈধ ছিল না। পরবর্ত্তীকালের কোন কোন কুলশাস্ত্রবর্ণিত কতকগুলি ভিত্তিহীন কাহিনী ও পৌরাণিক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অধুনা কায়স্থেতর জাতির হস্তে কায়স্থ জাতিকে নীচজাতি প্রতিপন্ন করিবার অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ঐ সমস্ত কুলশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন—"ইহার সহিত মনুসংহিতার মিল নাই। সে কালের কোষগ্রন্থে যাহা সুপরিচিত ছিল, তাহাও মিল নাই। ইহা এক পৃথক্ শাস্ত্র, বাঙ্গালা দেশেই ইহার জন্মস্থান, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধঃপতন যুগই ইহার জন্মকাল। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালীর পুরাতন সমাজের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; কুলশাস্ত্র-পন্থিগণের বাদানুবাদে তাহা বিলক্ষণ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। "(১) প্রকৃতপক্ষে

(১) 'সাহিত্য'—১৩১৯। চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ মনুসংহিতায় 'করণ' অর্থাৎ 'কায়স্থ জাতিকে' ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। (২) মনুর পরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানকেও 'করণ' বলা হইয়াছে, (৩) কিন্তু এই **যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বর্ণসঙ্কর করণ** যে **কায়স্থ** নহে প্রাচীন কোষগ্রন্থসমূহেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুপ্রাচীন কোষকার অজয়-পালের (১) "নানার্থসংগ্রহে" **করণ** শব্দের নানার্থ এইরূপ লিখিত আছে—

"করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুমাঞ্চ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ত্যতে॥"

অর্থাৎ 'করণ' শব্দে ক্লীবলিঙ্গে করণ, কায়, সাধন, ইন্দ্রিয়, কর্ম্মসমূহ, কায়স্থ, ব্রতবন্ধ, নাট্যগীত-ভেদসমূহ বুঝায়, এবং পুংলিঙ্গে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র ও বানরাদি বুঝায়।

মেদিনীকারের 'মেদিনীকোষে' **করণের** এইরূপ নানার্থ লিখিত আছে—"কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।" অর্থাৎ **করণ** শব্দে ক্লীবলিঙ্গে কায়স্থ ও সাধন, এবং পুংলিঙ্গে শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র বুঝায়। "শব্দরত্নাকরে" লিখিত আছে—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

অর্থাৎ **করণ** শব্দ ক্লীবলিঙ্গে সাধন ও গাত্র, পুংলিঙ্গে শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র, এবং অস্ত্রীলিঙ্গে (পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে) একশ্রেণীর কায়স্থ ও যুদ্ধ বুঝায়। অতএব **ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ** ও **বর্ণসঙ্কর করণ** স্মৃত্যুক্ত এই দুই শ্রেণীর **করণের** মধ্যে **কায়স্থ** যে **বর্ণসঙ্কর করণ**

(২) "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ **করণ** শ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥" (মনু ১০।২২)

(৩) "বৈশ্যাত্তু **করণঃ** শূদ্র্যাং বিন্নাম্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯২)

উত্তরবঙ্গে বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে "করণী" নামক একপ্রকার অনাচরণীয় জাতি দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহারাই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বর্ণসঙ্কর 'করণ' জাতি।

(১) প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ মদনপালদেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। সন্ধ্যাকর স্বরচিত 'রামচরিতম্' কাব্যের টীকায় "নানার্থ সংগ্রহ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নহে, উল্লিখিত কোষগ্রন্থসমূহের বচনই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। সুতরাং মনুক্ত **ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণই** যে "**কায়স্থজাতি**" তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। মনুসংহিতায় বর্ণসঙ্কর করণজাতির অথবা 'কায়স্থ' শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র ব্রাত্যক্ষত্রিয়'করণ' আছে। এ ছাড়া মনুসংহিতায় দুই জায়গায় 'লেখ্য' অর্থে করণ শব্দের প্রয়োগ পাই। মনুর পরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় করণ শব্দে বর্ণসঙ্কর জাতিমাত্রই জ্ঞাপক, ব্রাত্যক্ষত্রিয় 'করণ' জাতির আদৌ উল্লেখ নাই, স্পষ্ট 'কায়স্থ' শব্দের উল্লেখ আছে। এই 'কায়স্থ' শব্দের ব্যাখ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকারগণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন এ অবস্থায় মনুসংহিতার ব্রাত্যক্ষত্রিয় 'করণ'ই সংস্কৃত হইয়া পরবর্ত্তী স্মৃতিসমূহে 'কায়স্থ' আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে অজয়গড় দুর্গের নিকট পর্ব্বতোপরি একটি সুদীর্ঘ শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপিতে একটি শ্রীবাস্তব কায়স্থবংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সুদীর্ঘ শিলালিপির প্রথম পংক্তি চতুষ্টয়ে লিখিত আছে—(১)

"* * * **করণ**দিগের কর্ম্ম ও নিবাস দ্বারা পবিত্র পরম সমৃদ্ধিশালী ছত্রিশটি পুর ছিল। তন্মধ্যে পণ্ডিতজনসমাদৃত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত টঙ্করিকাপুরই শ্রেষ্ঠ। *** **বেদনিনাদে মুখরিত** সেই পুরীতে বাস্তব্যবংশীয় **করণ-গণ** বাস করেন, যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিদ্বারা হংসবৎ ধবলীকৃত সমস্ত ভুবন ও দিক্‌সমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আয়তনয়না রমণীগণ যেমন বিচ্ছেদজনিত অদ্বিতীয় দুঃখ বহন করিয়া পদ্মের ন্যায় মনোহর প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হন, সেইরূপ **চতুর্দ্দশ বিদ্যা** ও সকল কলা গর্ভবাস কালেই যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই ঠক্কুর ধর্ম্মযুক্ত জাজুক উক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রণদুর্জ্জয় গণ্ডনামক নরপতি কর্ত্তৃক রাজ্যের **সর্ব্বাধিকার** কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গদাধর সদৃশ নৃপকুলমণি সেই গণ্ডদেবের আরাধনা করিয়া **কায়স্থ**-বংশরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ [জাজুক] শীঘ্রই তাম্রশাসনসহ অচ্যুতাবাস দুগৌড় নামক শ্রেষ্ঠ গ্রাম লাভ করেন। * * * "

(১) সম্পূর্ণ লিপি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কৃত 'কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়' ৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই শিলালিপিতে 'জাজুকের' পৌত্র গঙ্গাধর [প্রথমে মন্ত্রী, পরে পরমর্দ্দিদেবের কঞ্চুকী] প্রপৌত্র আলহু [দুর্গাধিপ] প্র-প্রপৌত্র শোভন [রাজপণ্ডিত], তৎপুত্র বীদন [সর্ব্বাধিকারী], তৎপুত্র আনন্দ [দুর্গাধিপ], তৎপৌত্র সুভট [রাজা ভোজবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও ভাণ্ডারাগারপতি] প্রভৃতিরও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

এই শিলালিপি হইতে একটি বিশেষ কথা জানা যাইতেছে যে, **করণ ও কায়স্থ** একার্থবাচী এবং অন্ততঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত করণ বা কায়স্থ জাতির বেদাধিকার লইয়া কোনই তর্ক ছিল না। কারণ তাহা হইলে করণ (কায়স্থ) জাতীয় 'জাজুক' চতুর্দ্দশ বিদ্যায় (অর্থাৎ চতুর্ব্বেদ, ষড়্ বেদাঙ্গ, ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র) কৃতবিদ্য হইতে পারিতেন না।

ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে 'বেদ-স্মৃতিশাস্ত্রে চ প্রধানে ন চ তত্র শূদ্রস্যাধিকারঃ' (মেধাতিথি ৪।৮০) অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই। অতএব **কায়স্থবোধক করণের** বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকার থাকায় কায়স্থ বোধক **করণ** জাতি 'দ্বিজ' হইতেছেন। মিতাক্ষরাকার কায়স্থের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন "কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ।" ব্যাস গণকের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "শ্রুত্যাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ" (বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাস বচন)। ব্যবহারাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকোদ্বিজাতিঃ তৎসাহচর্য্যাৎ লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।" অর্থাৎ গণক শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্ন হইবে বলায় বুঝা যাইতেছে যে গণক দ্বিজাতির অন্তর্গত, এবং গণকের সহকারী 'লেখক' দ্বিজাতির অন্তর্গত।

মনুসংহিতার মতে করণ বা কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয়। শিলালিপির প্রমাণ ও প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধসমূহ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ দ্বিজাতির অন্তর্গত॥

'বাচস্পত্য' অভিধানে পণ্ডিতকুলপতি তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্কন্দপুরাণের রেণুকা-মাহাত্ম্য, ভবিষ্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণীয় পাতাল-খণ্ড হইতে বচন (১) উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থজাতির বর্ণসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এই—

(১) "এবং হত্বার্জ্জনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
অন্বধাবৎ স তান্ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমং যযৌ।
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্॥
তবাশ্রয়ে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে তাং প্রার্থিতাং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
স্ত্রিয়া গর্ভমমুং বালং তং মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামো ব্রবীদ্ দাল্‌ভ্য যদর্থমহমাগতঃ॥

" এবং চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং চন্দ্রসেনবংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বদুপনয়নবেদাধিকারে স্থিতে কালবশাৎ তদন্বয়জাতানাং উপনয়নাদিলোপাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্ ব্রাত্যানাঞ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাম্ উপনয়নাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বং। * * * * ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঞ্চ মিতাক্ষারায়ামাপস্তাম্বেনোক্তং যথা " যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।" * * * * বহুকালপতিতসাবিত্রিকস্যাপি প্রাগুক্ত আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে চ উপনয়নাদ্যধিকারিতাভবিতুমর্হত্যেব।"

ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥"

(ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট তদীয় কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে পূর্ব্বোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন)

অর্থাৎ পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া অপরাপর রাজগণকে বধ করিতে ধাবিত হইলেন। চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমে গেলেন। রাম দাল্‌ভ্যাশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ, ক্ষত্রিয়-রাজর্ষি চন্দ্রসেনের সগর্ভাপত্নী আপনার আশ্রমে আসিয়াছেন। সেই প্রার্থিতা রাজপত্নীকে প্রদান করুন। তাহাকে আমি বিনাশ করিব। দাল্‌ভ্য বলিলেন, আপনার বাঞ্ছিত বস্তু দিতেছি, কিন্তু রাজপত্নীর গর্ভস্থ শিশুটি আমাকে দান করিতে হইবে। রাম এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়ান্তকারী আমি যে জন্য আসিয়াছি, আপনিও তাহাই চাহিলেন। হে বিপ্র, আপনি কায়স্থ উত্তম গর্ভ প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব শিশুর শুভ 'কায়স্থ' আখ্যা হইবে। এই "কায়স্থ" ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন। সে রামাজ্ঞাহেতু ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধবৃত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম্ম তাহাকে প্রদান করা হইল।

* * * *

ব্রহ্মোবাচ। "মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মপালনীয়া যথাবিধি।
প্রজা সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভারসমন্বিতাঃ। (ভবিষ্যপুরাণম্)

অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিলেন "তুমি আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার 'কায়স্থ' সংজ্ঞা হইল। তুমি জগতে 'চিত্রগুপ্ত' নামে খ্যাত হইবে। হে বৎস, আমার নিশ্চলা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারার্থ ধর্ম্মরাজপুরে তোমার স্থিতি হউক। যথাবিধি ক্ষত্রোবর্ণোচিত ধর্ম্ম তোমার পালনীয়। তুমি পৃথিবীতে প্রভাবশালী প্রজা সৃষ্টি কর।"

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় [কায়স্থ] দিগের ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন ও বেদাধিকার ছিল। কালবশে তাঁহাদের সন্ততিগণের উপনয়নাদি লোপ হেতু এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়াছে। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে উপনয়নাদি লোপ হেতু তাহাদের শূদ্রবৎ ধর্ম্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের এইরূপ বিধান আছে—'যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপবীত, তাহার সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে, আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পন্ন করিলে পর উপনয়ন হইবে। বহুপুরুষ যাহাদের উপনয়ন লোপ হইয়াছে, তাহাদেরও পূর্ব্বোক্ত আপস্তম্ববচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণের অধিকার আছে।"

পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাপুদেব শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি-প্রমুখ কাশীস্থ ৯৫ জন পণ্ডিত ও ১৯৩০ সংবতে (বাঙ্গলা ১২৭৯ অব্দে) "ইত্থং চ মুখ্যকায়স্থপদব্যবহার্য্যাণাং চৈত্রগুপ্তানাং চান্দ্রসেনানাঞ্চ মূলপুরুষাঃ ক্ষত্রিয়া এবেতি সিদ্ধং" বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (নবদ্বীপ), শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (পূর্ব্বস্থলী), শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ভাটপাড়া), শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে।

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভর্গবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্রো জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎবিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ দত্তাবস্যতু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতি বিচক্ষণৌ।
কায়স্থ সংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বজৌ॥

* * * *

ব্রহ্মোবাচ। ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।"

অর্থাৎ সকল বস্তুর আশ্রয় বিচিত্র ভগবান্ জগতের হেতু। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বৈচিত্র ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র এই উভয়কে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন। তাঁহারা অসৎদিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিবিশারদ, 'কায়স্থ' নামে খ্যাত, এবং সকল কায়স্থের পূর্ব্বজ। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা উভয়ে ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ, দ্বিজ ও মহাশয়।

(কলিকাতা), শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী (সংস্কৃত কলেজ), শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণ এবং শ্রীপঞ্চাননতর্করত্ন প্রমুখ ১৭ জন বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিত "চিত্রগুপ্ত-বংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি" বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

১৯৫৯ সংবতে (১৩০৯ সনে) কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রমুখ ৬৬ জন পণ্ডিত "বহুপুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়ন-সংস্কার লোপ হইয়া থাকিলেও আপস্তম্বের মতানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করা যাইতে পারে" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। তৎপরে ১৩১১ সালে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রমুখ প্রায় শতসংখ্যক বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও বঙ্গদেশীয় ব্রাত্যত্ব-প্রাপ্ত (কায়স্থ) ক্ষত্রিয়গণের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় উপনয়নগ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর ১৩১২ সনের ৯ই পৌষতারিখে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থগণের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়নার্হত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। (১)

প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি ফিল্ড্ ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবদ্বয় উভয়পক্ষের তর্ক শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত শ্যামাচরণশর্ম্মসরকার মহাশয়ের "ব্যবস্থা-দর্পণে"র সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া নির্দ্দেশ করেন যে—'কায়স্থগণ যে মূলতঃ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ তাহারা (বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণ) তাহাদের জাতিগত উপাধি "বর্ম্মা" শব্দের পরিবর্ত্তে শূদ্রোচিত 'দাস' উপাধি ব্যবহার করায় এবং গায়ত্রীপূত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করায়, এক্ষণে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" (২)

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

(১) উক্ত ব্যবস্থা গুলি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩০৯-১১ সনের কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(2) I. L. R. 10 Cal. p. 88. ইহার পর বাঁকিপুরের সবজজ (দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ) রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এজ্‌লাসে ১৮৯৭ সালে ২৬নং মোকদ্দমায় (যাহাতে মসম্মৎ রাম রাওতী কোঁয়ার বাদী ও মসম্মৎ রুক্মিন্ কোঁয়ার প্রতিবাদী) বিচার উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমায় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত কতিপয় কায়স্থের সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং উভয় পক্ষের মতামত লইয়া বিচারপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং ক্ষত্রিয়-প্রথানুসারে তাঁহাদের দত্তকগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ। তৎপরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল্‌বেঞ্চে তুলসীরাম বনাম্ বেহারীলাল (I. L. R. 12 Allahabad, p. 328) যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি সকলে এক-বাক্যে সিদ্ধান্ত করেন যে ক্ষত্রিয় বর্ণ কায়স্থগণের বর্ত্তমান আচারব্যবহার দেখিয়া কখনই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে কলিকাতা হাইকোর্টের নজীর চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।"

শূদ্রাপবাদ মোচন।

(প্রতিবাদ)

[বিগত আশ্বিন মাসের ষষ্ঠ সংখক হিন্দু-পত্রিকায় "শূদ্রাপবাদ মোচন" শীর্ষক প্রবন্ধ (যাহা পূর্ব্বে কলিকাতার দেবালয়ে পঠিত হইয়াছিল) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, উহাতে কতকগুলি গুরুতর ভ্রমপ্রমাদ বিদ্যমান আছে; সে গুলি উপেক্ষনীয় ভাবিয়া, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র হিন্দু-পত্রিকার পাঠকদিগকে অবগত করার অভিপ্রায়ে পত্রিকার সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক ঐ অহিন্দু বিষয়ের প্রতিবাদ পাইয়াও প্রবন্ধটি ফেরৎ দেন, এজন্য কায়স্থ-পত্রিকার উদারবক্ষের আশ্রয় লইতে হইল।]

প্রবন্ধলেখক শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় স্বীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি, তাহা ঐ প্রবন্ধের একস্থলে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—"দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে দোকান করিয়া কিম্বা চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা যেন অধিকতর লজ্জার বিষয় হইয়াছে। দোকানী ও চাষীরা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব জাতির সম্মান বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কি উপায়ে তাহাদিগের সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে এবং কৃষি ও বাণিজ্যে অধিকতর উৎসাহ জন্মিতে পারে, তাহার আলোচনা করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।" বস্তুতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, প্রবন্ধ লেখকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার, প্রকাশ্য উদ্দেশ্য কেবল উপলক্ষ্য বা কথার কথা মাত্র।

১। প্রথমতঃ প্রবন্ধলেখক শ্রীনাথ বাবু 'দত্ত' উপাধিকারী। এই উপাধি বঙ্গীয় কায়স্থ, নবশাখ ও বৈদ্যজাতি মধ্যে ব্যবহৃত হয় সুতরাং তিনি যে কোন্ জাতির লোক তাহা পাঠকগণকে জানিতে দেন নাই। পরন্তু তিনি স্বীয় প্রবন্ধে বৈদ্যজাতির প্রতি যেরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, দেখা যায়, প্রবন্ধের চৌদ্দ স্থলে ব্রাহ্মণের সহিত বৈদ্যের যুগপৎ উল্লেখ আছে; যেন বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণের পরেই এবং সমাজের কায়স্থাদি অন্যান্য জাতির উপরে অধিষ্ঠিত। ইহা অবশ্য সত্য নহে আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ' এই যুগ্ম শব্দে একত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ শীর্ষ স্থানীয়, তাহার পরেই কায়স্থ জাতি। তথায় বিদ্যা, বুদ্ধি, সদাচার, মর্য্যাদা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্রাহ্মণের নিম্নেই যে কায়স্থের স্থান, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন না। অথচ প্রবন্ধলেখক কায়স্থ ও তৎসহ সৎগোপ, বারুজীবী প্রভৃতি নবশাখ আখ্যাত লোকদিগের উপরে বৈদ্যের সংস্থান—এরূপ অযথা কথা প্রচার করিতে সাহসী

হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামে কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা-পেক্ষা অনেক অধিক, এজন্য সেখানে কায়স্থের নাম অগ্রে উচ্চারিত হইয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারিত হয়। যেমন—'কায়স্থ ব্রাহ্মণ'। নতুবা অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। প্রবন্ধ লেখক স্বীয় প্রবন্ধে 'ব্রাহ্মণ বৈদ্য' এই যুগ্ম শব্দ বারম্বার নির্দ্দেশ করার অভিপ্রায় এইরূপ সূচিত হয়, যেন পাঠকেরা বুঝুন বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই বা ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বৈদ্যজাতির স্থান। এ দিকে বৈদ্যজাতীয় লোকের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির তুলনায় এত অল্প যে, বৈদ্যের নাম ব্রাহ্মণের সহিত একত্রে বা অব্যবহিত পরে উচ্চারিত হওয়া সঙ্গত হয় না। তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের বিদ্যাবুদ্ধি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, অধিকন্তু সমাজের উপরে উহার আধিপত্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সহিত বৈদ্যের নৈকট্য সম্বন্ধ এমন কিছুই নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণের সহিত বা তৎপরেই বৈদ্যের নাম উল্লেখ যোগ্য হইতে পারে। বিস্ময়ের বিষয় কোন কোন বৈদ্যসন্তান আপনাদিগকে "একতর" ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বোধ হয় প্রবন্ধলেখক যেন ইহাদিগের সাহায্যার্থ 'ব্রাহ্মণ বৈদ্য' কথাটা প্রবন্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যত্রও ব্রাহ্মণের সঙ্গী, এমনকি বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়াও বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। সঙ্গীর উদাহরণ এই,—"ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন অবধি শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন এবং তাহাদিগের" ইত্যাদি। পাঠকগণ! লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয়, লেখক বৈদ্যকেও যেন শ্রেষ্ঠবর্ণের অন্তর্ভূত লোক বুঝিতে বলিতেছেন। যদি এরূপ মনে করিয়া উহা লিখিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয়, বৈদ্যজাতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অন্তর্ভূত নহে, কেননা উহারা সংস্কর জাতি বিশেষ। আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই।* ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে সঙ্করবর্ণের বা জাতির উদ্ভব হইয়া থাকে। মনুসংহিতার (৯ম অঃ, ৯ শ্লো) টীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূক ভট্ট সমগ্র জাতি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"সঙ্করজাতীনামন্তরবন্মাতৃপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।"

ইহাতে জানা যাইতেছে, সঙ্কর জাতির কোন বর্ণই হইতে পারে না। অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং বৈশ্যা নারীর গর্ভে সম্ভূত বিধায় যখন তাহারই বর্ণ

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একাজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ। (মনু ১০।৪)

সিদ্ধ নহে, তখন বক্ষ্যমাণ প্রতিলোমজ বৈদ্যের বর্ণত্বের কা কথা? অতএব প্রবন্ধ লেখক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের সঙ্গী করিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র প্রমাণে বা সমাজ-ব্যবহারে নিতান্ত অসঙ্গত।

অপর, তিনি বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এস্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"বাঙ্গালা দেশের কোন কোন বৈদ্য বলেন, তাঁহাদের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আরও বলেন যে, শাস্ত্রাধ্যাপনা এবং যাজন পরিত্যাগ এবং ব্রাহ্মণদিগের নিষিদ্ধ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করাতে তাঁহারা অব্রাহ্মণ হইয়া পড়িয়াছেন।" হিন্দু-পত্রিকার পাঠকেরা কি অবগত নহেন যে, বৈদ্যজাতির আদি বা পূর্ব্বপুরুষ কোন কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এই জাতি বৈশ্যানারীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন।* যদি বৈদ্যকে তাহার কথা প্রমাণে অম্বষ্ঠ বলিয়াও ধর, তাহা হইলেও উহারা শাস্ত্র প্রমাণে ব্রাহ্মণ ঔরসে বিবাহিতা, এবং অবিবাহিতা বৈশ্যা কন্যার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন। ইহাতে যদি অম্বষ্ঠের আদি পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলিতে চাহ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত শূদ্রা পুত্রেরও আদি পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ এরূপ বলা সঙ্গত নহে। প্রবন্ধ লেখক বৈদ্যের আদি পুরুষকে কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে, তিনি আরও বলিয়াছেন, বৈদ্যের পূর্ব্বপুরুষেরা অধ্যাপনা ও যাজন ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন! ভাল, পাঠকগণেরা কি কেহ কখনও শুনিয়াছেন যে, কোন বৈদ্য কস্মিন্ কালেও বেদাধ্যাপনা করিয়াছিলেন? অথবা কেহ কি কখনও হিন্দু-সমাজের কোন ব্যক্তির পৌরহিত্য করিয়াছিলেন? কিম্বা কাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়াছেন? আর এক কথা, লেখক যে চিকিৎসাবৃত্তিকে ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ-বৃত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ ঠিক কথা নহে; কেন না শাস্ত্র উহা দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, সুতরাং শূদ্রবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একারণ চিকিৎসা কার্য্য দ্বিজাতিবহির্ভূত অম্বষ্ঠ জাতির বৃত্তিরূপে মন্বাদি ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঋতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। (মনু ১০ অ, ৪৭।) নতুবা অম্বষ্ঠ

* চণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব ৪৯ অঃ, ৯)

জাতি ইচ্ছাপূর্ব্বক চিকিৎসাবৃত্তি কোন সময়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রবন্ধ লেখক তবে কেন এরূপ অশাস্ত্রীয় এবং অসত্য কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ লেখক প্রবন্ধের অন্য এক স্থলে মনুর প্রমাণ স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুকূল হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহা উদ্ধৃত ও তাহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু ক্ষোভের বিষয়, তিনি স্বার্থান্ধ হইয়া মনু বচনের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন, অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই প্রকৃতার্থ সংগোপন করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাঁহার অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং মদীয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রমাণ সহ প্রদর্শিত হইল। উদ্ধৃত শ্লোক, যথা—

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তে তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

প্রবন্ধ লেখকের প্রদত্ত অনুবাদ,—

"শুদ্ধ জন্মান্তর নয় ইহ জন্মই, তপঃ প্রভাবে ও বীজ প্রভাবে (স্বজাতির এবং অনন্তরাজ) মনুষ্যেরা জাত্যুৎকর্ষ এবং জাত্যপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।" (এ অনুবাদ কাহার কৃত লেখক তাহা জানিতে দেন নাই ; সম্ভবতঃ উহা নিজকৃত, অথচ উদ্ধৃত চিহ্ন " মধ্যস্থ) ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন, "জাতির নাম পরিবর্ত্তন প্রার্থীরা এজন্য বলেন যে গুণ ও কর্ম্মানুসারে কায়স্থাদি জাতীয় লোককে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপরাপর হিন্দুদিগকে "শূদ্র" বলিয়া গণ্য করিয়া শূদ্রাচারে ও শূদ্র সংস্কারে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।"

পাঠকগণ! আমার বিবেচনায় প্রবন্ধ লেখক উপরি উদ্ধৃত মনু-শ্লোকের যেরূপ মনগড়া অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা বিষম ভ্রমাত্মক। পশ্চাৎ সে ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি যে "জাতির নাম পরিবর্ত্তন প্রার্থীরা" বলিয়া কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত কথার উপন্যাস করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ভিন্ন আর সমস্ত হিন্দু যে শূদ্র বলিয়া গণ্য, ইহা কে স্থির করিল? অথচ কাহা কর্ত্তৃক বা উহারা শূদ্রাচার ও শূদ্র সংস্কারে আবদ্ধ রহিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিম্বা সেরূপ থাকা উচিত নহে বলিয়া নিজেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কেহই জাতির নাম পরিবর্ত্তিত করিতে প্রার্থী হন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন এই, পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা যেই বর্ণের লোক তাঁহারা সেই সেই বর্ণের বলিয়া অধুনা পুনঃ পরিচিত হন। যেমন,—কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের, বণিক্‌ও সদ্‌গোপাদিগণ বৈশ্য বর্ণের ইত্যাদি, নতুবা কায়স্থ শ্যামাচরণ বসু শ্যামাচরণ ক্ষত্রিয় হইতে, কিম্বা বণিক্ শ্যামাচরণ দত্ত শ্যামাচরণ বৈশ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন না। প্রবন্ধ লেখক কিন্তু ইহাদিগকে 'জাতির নাম পরিবর্ত্তন প্রার্থী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তিনি নিজে যে কোন্ বর্ণের লোক তাহা গোপন করিয়া আপনাকে শূদ্র জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যদি বৈদ্যজাতি হন তবে তাঁহাকে কোন্ বর্ণের মধ্যে ধরা হইবে? যদি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং সদ্‌গোপাদি বৈশ্য বর্ণের বলিয়া অবধারিত হন, তবে বৈদ্যের শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভূত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়? কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই বৈদ্যগণ মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন, যেহেতু সমাজের ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ ও বণিকাদি জাতি যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের বলিয়া পরিচিত হন এবং তাঁহারা তত্তৎ বর্ণোচিত সংস্কার পথ অর্থাৎ দ্বিজাতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হন, তবে বৈদ্যগণ সহজেই শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে পড়িবেন। যদিও বৈদ্যজাতি চিরকাল শূদ্রজাতি বিশেষই আছেন, তথাপি বর্ত্তমান জাত্যুৎকর্ষ আন্দোলনের দিনে তাঁহারাই বা কেন তদস্থ রহিয়া যান, এই চিন্তায় আকুল হইয়া প্রবন্ধ লেখকের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বত্র নানাবিধ প্রণাপোক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে পূর্ব্বোদ্ধৃত মনু বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদের অনুসরণ করা যাউক,—

তপোবীজ প্রভাবৈস্তে তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ ১০।৪২

অত্র মেধাতিথির ভাষ্য—

তত্রতেঽনন্তরজাঃ তপঃ সামর্থেন বীজ সামর্থেন যুগে যুগে জন্মনি জন্মনি উৎকর্ষমপকর্ষং চ গচ্ছন্তি তদ্বক্ষ্যামঃ শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাত ইত্যত্র।

কুল্লূকের টীকা,—

সজাতিজানন্তরজাস্তপঃ প্রভাবেণ বিশ্বামিত্রবৎ বীজ প্রভাবেণ ঋষ্যশৃঙ্গাদিবৎ কৃতত্রেতাদৌ মনুষ্য মধ্যে জাত্যুৎকর্ষং গচ্ছন্তি অপকর্ষঞ্চ বক্ষ্যমান হেতুনা যান্তি।

রামচন্দ্রের টীকা—

যুগে যুগে জন্মনি জন্মনি তপোবীজ প্রভাবৈ রুৎকর্ষং গচ্ছন্তি, জন্মতঃ জাত্যা ইহ মনুষ্যেষু অপকর্ষং নীচত্বং গচ্ছন্তি।

টীকার বঙ্গানুবাদ,—

তাহারা (দ্বিজাতির সজাতিজ ও অনন্তরজগণ) তপঃ প্রভাবে ও বীজ প্রভাবে এই মনুষ্য লোকে জাতিতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে।

ব্যাক্ত বা তাৎপর্য্য—

ভগবান্ মনু ইতি পূর্ব্ব দ্বিজাতির সজাতিজাত ও অনুলোম জাত (অপসদ) পুত্রের কথা বলিয়া এক্ষণে তাহাদের কিরূপ জাত্যুৎকর্ষ বা জাত্যপকর্ষ লাভ হয় তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। তাহারা তপঃ প্রভাবে, যেমন বিশ্বামিত্র, এবং বীজ প্রভাবে, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গাদি সত্য ও ত্রেতাদি যুগে, জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মনুষ্য লোকে জন্ম দ্বারা ক্রমশঃ জাত্যুৎকর্ষ এবং কর্ম্ম দ্বারা জাত্যপকর্ষ লাভ করে।

মনু উপরিউক্ত শ্লোকের অর্থ বিশদ করিবার জন্য পশ্চাৎ এইরূপ বলিয়াছেন,—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাৎ যুগাৎ॥
শূদ্র ব্রহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥

মনু ১০ অ, ৬৪।৬৫

ইহার ভাষ্য ও টীকা সম্মত সংক্ষেপার্থ এইরূপ,—

শূদ্র কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অনুলোম বিবাহোৎপন্না যে পারশবী কন্যা জন্মে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন কন্যা পুনরায় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইলে যে কন্যা উৎপন্ন হইবে, সে পুনরায় ব্রাহ্মণের সহিত, বিবাহিত হইয়া কন্যা প্রসব করিলে, এইরূপ ব্রাহ্মণ সংস্রবে পারশবী কন্যা সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণ পুত্রের জননী হইতে পারিবে। এইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভজাত কন্যারা এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা ও শূদ্রাগর্ভজাত কন্যাগণ, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভজাত কন্যা (যাজ্ঞবল্ক্যর মাত্র) পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন্মে জাত্যুৎকর্ষ লাভের অধিকারিণী হয়। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রত্ব অর্থাৎ অপকর্ষত্ব লাভ কর্ম্মদোষে ঘটিয়া থাকে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থানে নিষ্প্রয়োজনীয়। পাঠকগণ এক্ষণে দেখুন, প্রবন্ধলেখক তদুদ্ধৃত মনু বচনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কতদূর বিকৃত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর, প্রবন্ধ লেখকের আর একটি ঘোরতর অপসিদ্ধান্তের কথা এস্থানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ্য স্থাপনের জন্য বাঙ্গলায় সেন রাজা কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের আগমন অবধি এই হাজার বৎসর বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন সকল জাতি শূদ্র। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের নিকট ইহারা Drawers of water and hewers of wood হইয়া আছেন।" এরূপ মিথ্যা কথা কেহ কখন কি শুনিয়াছেন? প্রথমতঃ ইহা প্রসিদ্ধই আছে গৌড়ের মহারাজ আদিশূর স্বীয় পুত্রেষ্টি

যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত তদীয় রাজ্যে উপযুক্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অভাব হেতু পাঁচজন মাত্র যাজ্ঞক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন। বাঙ্গলার কোন সেন রাজা (ঢাকার রাজা রাজ বল্লভ নাকি?) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য কখন যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণকে "আহ্বান" করিয়াছিলেন, তাহা কেহ জানেন না। প্রবন্ধ লেখককে কে বলিল হাজার বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতি ভিন্ন আর সকল জাতি শূদ্র ছিল? ভাল তাহাই না হয় স্বীকার করা গেল, তবে তখন বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণেতর কোন্ বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভূত গণ্য ছিল? প্রকৃত কথা এই বৈদ্যজাতি মহাভারত প্রচার কাল হইতে প্রতিলোমজ হীন শূদ্র মধ্যে গণ্য হইয়া আসিয়াছেন। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত স্বীয় স্মৃতিগ্রন্থে বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এদিকে যখন অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে তাহার মত জানা যাইতেছে, তখন তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর যে বৈদ্যজাতি তাহার কথা না জানিলেও হানি নাই। রঘুনন্দন বলিয়াছিলেন,—

"অম্বষ্ঠাদীনাম্ উপনয়নসংস্কারসত্বেঽপি ইদানীন্তনাম্ সংস্কারলোপেন শূদ্রত্বম্।"
(বাচস্পতিধৃত রঘু।)

যখন বঙ্গীয় অম্বষ্ঠ জাতিরই চারিশত বৎসরের কিছু পূর্ব্ব হইতে শূদ্রত্ব সিদ্ধ হইয়া আছে, তখন বৈদ্যগণ যদি অম্বষ্ঠ পরিচয়েও ভাল করেন তাহা হইলেও তাহারা শূদ্রত্ব হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন? অথচ প্রবন্ধ লেখক শ্রীনাথ বাবু অম্লান বদনে বলিতেছেন—বঙ্গে সহস্র বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত আর তাবৎ হিন্দু জাতি শূদ্র! কেবল তাহাই নহে, বৈদ্যদিগের নিকট উহারা যে ক্রীত দাসের বা মজুরের ন্যায় (Hewers of wood aud Drawers of water) নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাও বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা অপেক্ষা অপসিদ্ধান্ত বা অসত্যকথা আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে কিছুদিন হইতে বৈদ্যজাতি মধ্যে কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিতেছেন, তাহাতে কেহ কেহ হয়ত মান করিতে পারেন যে, ইহারা বুঝি শূদ্র অপেক্ষা উচ্চ জাতি হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। এতৎ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইতে পারে। যথা—

"দেখুন, রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন।"

(বিধবা-বিবাহ পুস্তকের উপসংহার দেখ।)

পাঠকগণ! এখন বুঝিলেন ত প্রবন্ধ লেখকের কথায় বৈদ্যগণ হাজার বৎসর হইতে কিরূপ অশূদ্র রূপে ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেখা যায়, শ্রীনাথ বাবু স্বীয় প্রবন্ধের নানা স্থানে নানা ভাবে বিচিত্র কৌশলে ও ভঙ্গীতে বৈদ্যজাতি যেন ব্রাহ্মণের তুল্য স্থানীয় ও তুল্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন, এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রূপ একটি স্তম্ভ এস্থলে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। সমালোচ্যমান প্রবন্ধের এক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, "যাঁহারা আজ সহস্র বৎসর হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় নাম ও বৈশ্য নাম গ্রহণে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আচার অবলম্বনে যদি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা কোন প্রকারে বাধা না দেন এবং বিঘ্ন না ঘটান, তাহা হইলেই যথেষ্ট।" ভাল, দত্তজ মহাশয়! আপনি কি সপ্রমাণ করিতে পারেন, বৈদ্যজাতি কবে ও কাহা কর্ত্তৃক বঙ্গের কায়স্থ ও নবশাখাদির নেতৃত্ব পদে বৃত হইয়াছিলেন? অথবা অন্য কথায় বৈদ্যগণ কিরূপে উঁহাদিগের আচার ধর্ম্মাদি নিয়োগের কর্ত্তা হইলেন যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাদৃশ কার্য্যে উঁহাদিগের বিঘ্ন বাধা দিতে সমর্থ হইতে পারেন? ইহা অতীব সত্য যে হিন্দু-সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোকের প্রত্যেক ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যকৃত্য ব্রাহ্মণদের সাহায্য সাপেক্ষ; পরন্তু বৈদ্যের সময়ে সময়ে কাহার কাহার নাড়ী টিপিয়া ও ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত সমাজ সাধারণের সহিত আর কি সম্বন্ধ আছে? বস্তুতঃ কায়স্থাদি সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু জাতির ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে যদি কেহ বিঘ্ন বাধা দিতে পারেন, তবে তিনি একমাত্র ব্রাহ্মণ। নতুবা বৈদ্য কোথাকার কে যে, তিনি তাদৃশ কার্য্যে ব্রাহ্মণের সঙ্গী সমর্থবান্ হইতে পারেন? আবার প্রবন্ধ লেখক নিজের গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হইতে নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া বহু বাক্যাড়ম্বর পূর্ব্বক প্রবন্ধের গৌরব সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা জানেন, উক্ত আদমসুমারীর কাগজ পত্র কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাঁহারা উহার বিবরণে অল্পই আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রবন্ধকার যাহাতে দোকানী ও চাষীদিগের সম্মান বজায় থাকিতে পারে তাহার উপায় অবধারণ করিতে যেন কত নিঃস্বার্থ ভাবে লেখনী ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; পরন্তু জানা গেল, তিনি উহা উপলক্ষ্য করিয়া নানা অবান্তর কথার উপন্যাস করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধিরই চেষ্টা করিয়াছেন। সকলে জানেন, কায়স্থ কোন কালে দোকানীও নয় এবং চাষীও নয়, কিন্তু তিনি ঐ মহাজাতিকে ঐ শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে গণ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এদিকে বৈদ্যজাতি যে চিরকাল ঔষধ ও তৈলের দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে তিনি দোকানীর মধ্যে গণনা করেন নাই; কেননা সেরূপ করিলে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক তিনি স্বীয় প্রবন্ধে বৈদ্যজাতিকে 'যেন তেন প্রকারেণ' ব্রাহ্মণের নীচেই প্রতিষ্ঠিত করিবার যেরূপ অতিচেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। তবে এস্থলে বলা উচিত যে, বৈদ্যজাতির আভিজাত্য বা জাত্যুৎকর্ষ প্রসঙ্গে বৈদ্যগণ বা তাঁহাদের জন্য আর কেহ যতই কেন লেখালেখি করুন না কেন, শাস্ত্র ও চির সমাজপ্রথা উহার পরিপান্থী থাকিবেই। লেখকের বিশ্বাস, বৈদ্যের জাতি সম্বন্ধে হিন্দু সামাজিকদিগের মনে যেরূপ দৃঢ় সংস্কার বহুদিন হইতে বিদ্যমান আছে, তাহা কখনও বিদূরিত হইবার নহে। তবে বলা যায় না "কালস্য কুটিলা গতি"দ্বারা যদি কিছু ঘটে। পাঠকগণ! আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কুর্জন মহোদয় এক সময়ে (১৯০০ খৃঃ অঃ) এঙ্গলোইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, সেই মহাবাক্য আমাদের বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ঠিক প্রযোজ্য হইতে পারে। তদ্যথা—

"The world judges men, not by what they call themselves but by what they are."

পরিশেষে প্রতিবাদ লেখক বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এতাদৃশ ব্যক্তি বা জাতি বিশেষেরা গূঢ় স্বার্থসাধক, অসত্যপূর্ণ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হিন্দু-পত্রিকায় কিরূপ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক আমাদিগকে তাহা জানাইবেন কি?

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

অর্থের সদ্ব্যবহার।

অর্থের প্রয়োজন ব্যয়ের জন্য। অভাব পূরণের জন্য ব্যয়ের প্রয়োজন। শরীর ও মন উভয়েরই আংশিক অভাব অর্থ বিনিময়ে পরিপূরণ হইয়া থাকে। তাই মানবমাত্রেই অর্থের নিমিত্ত ব্যাকুল। অর্থ নানা উপায়ে উপার্জ্জিত হইলেও তাহার প্রত্যেক উপায়ই যে অল্পাধিক শ্রমসাধ্য—তাহা শারীরিকই হউক বা মানসিকই হউক—অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হয়তঃ ভাগ্যবশে কেহ কেহ প্রভূত ধনের অধিকারী হইতে পারেন, অদৃষ্টগুণে শ্রমের অংশভাগী তাহারা হন না। কিন্তু ঐ প্রচুর অর্থ যাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা যে পরিশ্রমের

ফলে উহা লাভ করিয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফল কথা পরিশ্রমই অর্থের জনক। মানসিক বা শারীরিক ক্ষতির ফলে যে অর্থ অর্জ্জিত, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে যে বিশেষরূপ চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া সমীচীন, ইহা সহজ বোধ্য। বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালী জাতির জীবন সংগ্রাম যদ্রূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, তাহাতে অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে চিন্তাহীনতা ও যথেচ্ছাচারসূচক ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া বিবেচকের কর্ম্ম নহে। যে সময়ে যে বিষয়ে অর্থ-ব্যয় আবশ্যক হইবে, তখন সুন্দররূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে—এ বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের ফল কি? ইহা পরিবারের অথবা সমাজের কি পরিমাণ কল্যাণপ্রদ? ঐ কল্যাণই বা কতটা গভীরতা সম্পন্ন এবং সমাজের পক্ষে হইলে তাহা সমাজের কত স্থান স্পর্শ করিবে। অর্থব্যয় স্থায়ীরূপে পরিবারে বা সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে যত অধিক পরিমাণে সমর্থ হইবে, ততই সার্থকতা লাভ করিল বলিয়া মনে করা যাইবে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অস্থায়ী মান যশের খাতিরে যে অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে, তাহা অর্থের সদ্ব্যবহার নহে—অসদ্ব্যবহার মাত্র।

বাঙ্গালীর উপস্থিত "হা অন্ন যো অন্নে"র দিনে বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের অসদ্ব্যবহার রহিত করিবার চেষ্টা করা কি বিধেয় নহে? বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সহস্রে একজন ধনীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও নয়শত নিরনব্বই জনই যে কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ করে, ইহা অসত্য নহে। এইরূপ দরিদ্র জাতির পক্ষে ব্যয়ের প্রণালী নির্দ্ধারণ অতীব প্রয়োজন। ব্যয়ের যে সকল পুরাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সমাজের নিন্দার ভয়ে অশক্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকে সেই সকল প্রথার অবলম্বনে অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণার পথ প্রশস্ত করে—অথচ সমাজের বিশেষ কোন উপকার হয় না। পারিবারিক আর্থিক ক্ষতি ত নিশ্চিতই হয়। সে ক্ষতি পূরণ সহজে হয় না—কখন কখন একেবারেই হয় না। সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোক অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সত্য পরন্তু সমাজের পোনে-ষোল আনা অংশ পুরাতন পদ্ধতির মমতা পরিত্যাগ করিতে একান্তই অনিচ্ছুক। তাহারা অজস্র ভাবে অযথা অর্থব্যয় করিয়া অনতিবিলম্বে দরিদ্র সাজিবেন, তাহাও স্বীকার তবু অবস্থা-বিচার করিয়া ক্রিয়াকলাপ করিতে প্রস্তুত নহেন। সমাজের অস্থায়ী নিন্দার ভয়ে ও প্রশংসার লোভে তাহারা ভাবী দুর্গতিকে আহ্বান করিতেও অসঙ্কুচিত। সংস্কারের প্রভাব এত প্রবল। যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অভাবে মানবনামের যোগ্যতা লাভকরা যায় না এবং মানবোচিত অধিকার লাভের শক্তি জন্মে না, সেই সম্বন্ধে অর্থব্যয় করিবার আবশ্যকতা তাহারা অনেকেই বুঝেন না।

যাহারা অল্প পরিমাণে বুঝেন, তাহারাও চিরাচরিত ক্রিয়াসমূহ নির্ব্বাহ করিতে এত আগ্রহবান, যে ঐ সকল সম্পন্ন করিতেই আপনাদের আর্থিক শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অর্থাভাবে তাহাদের সংসর্গ লাভ করিতে পারে না।

দোল-দুর্গোৎসব-দেউল প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ করিতে বাঙ্গালী যেমন উৎসুক—অন্নপ্রাশন-বিবাহ-শ্রাদ্ধে আড়ম্বরপূর্ব্বক অর্থব্যয় করিতে তাহার যেরূপ আন্তরিক স্পৃহা, পুষ্টিকরখাদ্য, নির্ম্মলবাতাস ও বিমল পানীয়জল সংগ্রহপূর্ব্বক স্বাস্থ্যলাভে বলিষ্ঠ-দীর্ঘজীবন লাভের নিমিত্ত তেমন আকুলতা নাই—শিক্ষালাভের দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত তাহার তেমন ব্যগ্রতা নাই। আহারের ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয়, কোনরূপে উদরপূর্ণ করিতে পারিলেই হইল; তাহাতেই তাহারা দৈনিক পূর্ণতা লাভ করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন। ইহা যে অর্থাভাবে ঘটে এমন বলা যায় না; যেহেতু দরিদ্রের অর্থাভাবের হেতু অপকৃষ্ট খাদ্য উদরস্থ হইলে কোন কথা ছিল না—যাহারা সম্পন্ন বাঙ্গালী, তাহারাও শরীরের উপযোগী সারবান খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া প্রত্যহ ভোজন সমাপন করেন না। রসনার তৃপ্তিকর বহু জিনিস আহার করিলেও তাহা শরীরের কোন উপকারে আসে না। যদি খাদ্য মধ্যে শরীরের ক্ষয় পূরণ ও উন্নতিকর উপাদান না থাকে তাহা অখাদ্য মধ্যেই গণ্য। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের কি কি ভোজন যোগ্য, তাহা হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিলেও নানা কারণে আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি। কি ধনবান কি নির্ধন কাহারও উপযোগী খাদ্যের দিকে লক্ষ্য নাই। সর্ব্বাগ্রে আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের জন্য মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্য-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালীর পক্ষে যে সকল খাদ্য নির্ব্বাচিত করিবেন, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই তদনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত ক্ষুন্নিবৃত্তি করা প্রয়োজন। তবে ধনী ব্যক্তি পুষ্টিকর দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়াই স্বাস্থ্যোন্নতি সংসাধন করিবেন; দরিদ্রের পক্ষে অবশ্য তাহা ঘটিয়া উঠিবে না। ফল কথা স্বাস্থ্যলাভ না করিতে পারিলে সকল উদ্যমই বৃথা। কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া অথবা পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার করিয়া বিমল জল সংগ্রহের উপায় করা চাই; তাহার পর নির্ম্মল বাতাস পাইবার জন্য যত্ন করা ও প্রয়োজন। শুধু উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্যের সাহায্যে শরীরের উন্নতি হইতে পারে না—নির্ম্মল জল বাতাস তাহার সহায় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তবেই দেখা গেল—স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে—সুস্থ, সবল হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে, অর্থের প্রয়োজন; স্বাস্থ্য লাভই আমাদের সকল প্রকার উন্নতির মূল।

স্বাস্থ্যলাভ ও রক্ষার জন্য কি আমাদের উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়? আমরা স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দজনক ও যশোমানপ্রদ কর্ম্মে যে অর্জ্জিত অর্থের অধিক ভাগ ব্যয় করিতে যাই, তাহা কি অর্থের অপব্যয় নহে? স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে প্রকার শিক্ষা সম্পর্কেও আমরা সেইরূপ। অর্থাভাবে আমরা শিক্ষিত হইতে পারি না—শিক্ষার সুফল হইতে বঞ্চিত থাকি, অথচ বারমাসে তেরপার্ব্বণে সামাজিকগণের সন্তুষ্টি সম্পাদনার্থ—তাহাদের নিকট যশস্বী হইবার দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সাধ্যাতীত অর্থব্যয় করিয়া পথে দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করিনা। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা যে জাতির দ্বারা এইরূপে পদ দলিত হয়, সেই হতভাগ্য জাতির উন্নতির আশা কে পোষণ করিতে পারে? অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইয়া যাহারা অযথা ব্যয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উত্তরোত্তর জাতীয় জীবনী শক্তিকে ক্ষীণতর করিয়া তুলে, তাহাদের ন্যায় আত্মঘাতী জাতি জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেহ মনে করিবেন না, লেখক খৃষ্টান্ বা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত লোক। দেবদেবীর পূজা বা শাস্ত্রীয় দশবিধ সংস্কারের আমরা বিরোধী নহি। শাস্ত্রকার ঋষিগণ আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা কোথাও করেন নাই। আমরা সর্ব্ব দিক বিবেচনা পুরঃসর অবস্থানুসারে সামান্য ব্যয়েই দশবিধ সংস্কার-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে পারি। বারমাসে তেরপার্ব্বণ সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ বাধ্যতা মূলক বিধি শাস্ত্রকারগণ প্রণয়ন করেন নাই—তাহা ইচ্ছাধীন মাত্র; আমাদের মনোভাব এইরূপ।

সর্ব্বাগ্রে অবনত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক—উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ তদর্থেই ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তৎপর অর্থের সঙ্কুলন হয়—সমাজ ও দেশের মঙ্গলজনক কর্ম্মে তাহা নিয়োজিত হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ হয়ত বলিবেন—পূজাব্রত, অন্নাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা কি সমাজের হিতসাধন হয় না? দেশের লোকেরাই ব্যয়িত অর্থের কি সমুদায় অংশ গ্রহণ করে না? ব্রাহ্মণাদি সকলস্তরে ব্যয়িত অর্থ বণ্টন হইয়া যাইয়া কি তাহাদের দৈন্য নিবারণ করে না? ইহা অযথার্থ বলিতে পারা যায় না সত্য। তবে এইমাত্র বলা যায় যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যখন দেশ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল—দেশবাসীর উল্লাসে বুক ভরা ছিল—গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কাহাকে বলে কেহ জানিত না—প্রসন্নমনে বন-বিহারী মৃগের ন্যায় বিচরণ করিত—যখন স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মে প্রত্যেকেই নিয়োজিত থাকিত, তখন পূজাব্রত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ব্যয় বাহুল্যে যেরূপ উপযোগিতা ও অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমান সমাজে তাহার

শতাংশের একাংশও নাই। এখন জীবন-সংগ্রাম অতীব কঠোর হওয়ায় জীবিত থাকিবার অনুরোধে কোন জাতিই সমাজের একমাত্র ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদরান্নের জন্য স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেছে না—থাকিতে পারিতেছে না। কর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যের ফলে পুরাতন সমাজের উপযোগিতা অধুনাতন সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া-কলাপ করিয়া সমাজকে রক্ষা করিবার দায়ীত্ব বহুলাংশে লোপ পাইয়াছে। তৎ-পরিবর্ত্তে অন্যবিধ কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে এমন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপকৃত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।

মনে করুন—রামবাবু দুর্গোৎসব করিলেন; নৃত্যগীত হইল—বহু লোকজন খাইল, বহু অর্থব্যয় হইল। ইহাতে কি ফল হইল? সমাজের কতিপয় ব্যক্তি কিছু কিছু পাইল—ধরিয়া লইলাম কতগুলি লোক একবেলা আহারে তৃপ্তি বোধ করিল; ইহাতে হইল কি? ন্যূনপক্ষে হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। সমাজের কতটা স্থান ইহার দ্বারা অস্থায়ী উপকার বা লাভ করিল? বলা বাহুল্য রামবাবু প্রতি বৎসরই এইরূপ আড়ম্বরের সহিত দশভূজার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—রামবাবুর গ্রামে ভাল জলাশয় নাই। দূষিত জল পান করিয়া গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অকর্ম্মণ্য জীবন কাটাইতেছে। গ্রামে একটি বিদ্যালয় না থাকায় গ্রাম্য বালকগণের অজ্ঞানতা গাঢ়তর হইতেছে—কুসংস্কার দৃঢ়তর হইতেছে। রামবাবু যদি প্রতিবৎসর অনধিক তিনশত টাকা দুর্গোৎসবে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা সঞ্চয় করেন এবং দশ বৎসরের সঞ্চিত টাকা একত্র করিয়া গ্রামে ও গ্রামের নিকটস্থ পল্লীগুলিতে অন্ততঃ ৪।৫টি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন—স্বগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার অর্থের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না? গ্রামবাসী ও নিকট-পল্লীবাসীগণ বিমল পানীয় জল পান করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে—বালকগণ শিক্ষা লাভ করিয়া অজ্ঞান অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইবে; ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? রামবাবু পূজা করিলেন না বা পূজা করিয়া জাকজমক করিলেন না—লোক খাওয়াইলেন না, এজন্য গ্রামবাসী সাময়িক নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তাহারা যখন রামবাবুর পুষ্করিণী খননের উপকারিতা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুভফল ভোগ করিবে, তৎকালে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা-বাদ করিতে বিস্মৃত হইবে না। ইহাই কি অর্থের প্রকৃত ব্যবহার নয়?

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক—কৃষ্ণবাবুর পিতৃ-বিয়োগ হইল, তাহার কিছু অর্থ আছে। গ্রামের স্বজাতি বন্ধু-বান্ধবেরা আহুত বা অনাহুত রূপে কৃষ্ণবাবুর ভবনে উপনীত হইয়া তাহার পিতৃ-শ্রাদ্ধে 'দান-সাগর' করিবার ব্যবস্থা দিলেন। তদানুষঙ্গিক দশ হাজার লোক ভোজন করাইবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। তিনি যেরূপ সম্পন্ন ব্যক্তি—তাঁহার পিতার নাম কাম যে প্রকার দেশব্যাপী, তাহাতে কথিত রূপে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন না করিলে তাঁহার অপযশ হইবে, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে ও আত্মীয়বৃন্দ ভুলিবেন না। কৃষ্ণবাবু আত্মীয়গণের উত্তেজনায়—ও দেশ মধ্যে অতুল যশপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া পিতৃ-শ্রাদ্ধে দানসাগর করিলেন। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত দশ সহস্রাধিক লোক লুচি মোণ্ডায় উদর পূর্ণ করিল। বাহলা দ্রব্যের কেহ সুখ্যাতি করিল—কেহ নিন্দা করিল—কেহ কিছু করিল না। হাতী ঘোড়া, পাল্কী, নৌকার অল্পাধিক সমালোচনা যে না হইল তাহাও নহে, প্রশংসা নিন্দার মধ্য দিয়া একদিনে কৃষ্ণবাবুর অন্যূন্য বিশ হাজার টাকা উড়িয়া গেল—এই বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এমন কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন না যে, যখন ইচ্ছা তখনই তাহার সজীবমূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিবেন। দেশবাসীর কোন উপকার হইল না যে, তাহারও অতি মমতার টাকা জলের মত ফাঁকি দিয়া গেল আর সন্দর্শনের সম্ভাবনা রহিল না। কৃষ্ণবাবুও প্রবঞ্চিত হইলেন, দেশবাসীও যে আঁধারে সেই আঁধারেই রহিলেন। কৃষ্ণবাবুর গ্রামে ভাল চিকিৎসক নাই, চিকিৎসালয় নাই, চিকিৎসকের সাহায্য অভাবে প্রতিবৎসর বহুলোক নানারোগে কালের করালগ্রাসে কবলিত হয়। নদী হইতে কৃষ্ণবাবুর গ্রাম ৪ ক্রোশ ব্যবধান, খালও নাই রাস্তাও নাই; যাতায়াতে ও বাণিজ্যের কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরাই জানে। পিতৃ-শ্রাদ্ধে সামান্যরূপ ব্যয় করিয়া যদি তিনি নদী হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত পিতার নাম স্মরণার্থ একটি খাল কাটাইয়া দিতেন এবং পিতৃ নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করত তাহাতে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে দেশের কি প্রকৃত হিত সাধিত হইত না? দানসাগর শ্রাদ্ধের অস্থায়ী-গৌরব হইতে কি স্থায়ী যশ ও পুণ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন না?

কথিত রামবাবু ও কৃষ্ণবাবু দুর্গোৎসব ও শ্রাদ্ধেই শুধু অর্থের অপব্যয় করেন তাহা নহে। তাঁহারা এবং তাঁহাদের ন্যায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা নানা পূজাব্রত বিবাহাদি অনুষ্ঠানে অপরিমিত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া যশস্বী হইবার বৃথা প্রয়াস করিয়া

থাকেন। ইহাঁরা যদি জনহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, কীর্ত্তিমান হইবার পুরাতন সীমাবদ্ধ ধারনা মুছিয়া ফেলিয়া নবভাবে উদ্দীপ্ত হন, তবে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে অথবা জেলা ও লোকাল বোর্ডের নিকট আমাদের আবেদন নিবেদনের দরকারই হয় না। স্বল্পায়াসে দেশের নানা অভাব দূরীভূত হইয়া দেশ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। অন্নারম্ভে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দোল, দুর্গোৎসব, দেউল প্রভৃতি পূজায় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া তাদৃশ সম্পন্ন সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে নিজ পল্লীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার নানাবিধ অভাব দূর করিতে পারেন। সমষ্টিগতভাবে দেশের নানা প্রকার বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইতে পারেন। দুঃখেরবিষয় ইহাদের অধিকাংশের চিন্তাশক্তি বর্ত্তমানের উপযোগিতা অনুভব করিতে আজো অভ্যস্ত হয় নাই। ইহারা কর্ম্মকাণ্ডের যদ্রূপ পক্ষপাতী সাধারণ হিতকর কার্য্যের তদ্রূপ নহেন। তাঁহাদের ধারণা গ্রামবাসী বা দেশবাসীর জন্য আমরা পুষ্করিণী খনন করিয়া দিব, বিদ্যালয় করিয়া দিব, চিকিৎসালয় করিব, খাল, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিব কেন? আমাদের পুত্র পৌত্র দৌহিত্র আত্মীয়বৃন্দ সুখে স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভে আনন্দে যাপন করিতে পারিলেই হইল—অপরের জন্য চিন্তায় মাথা ঘামাইবার ও রক্তসম অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সমাজবদ্ধ জীব আত্মসুখে মগ্ন থাকিয়া সুখী হইতে পারে না; অপরের দুঃখের বোঝা যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিরে আসিয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াও তাহারা বুঝেন না। গ্রামে দরিদ্রের কলেরা হইলে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে গ্রামময় ঘরে ঘরে কলেরা আপন খাদ্য সংগ্রহে যখন ব্যস্ত হইবে, তখন ধনের ভয় করিয়া ধনবান ব্যক্তির গৃহে যাইতে সে ভীত হইবে না। দরিদ্রের ব্যাধির সংক্রামতা ধনীকেও গ্রাস করিয়া আনন্দ ভবন শ্মশানে পরিণত করিবে। গ্রামের সমস্ত লোক দারিদ্র্য হেতু অশিক্ষিত থাকিলে ধনীপুত্র শিক্ষিত হইয়া কখনই সুখী হইতে পারেন না; অশিক্ষিতের অশিক্ষা তাহার শিক্ষাকে যন্ত্রণাময় করিয়া তুলে; তুমি শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান নীতিমান হইলে কতকগুলি লোককে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নীতি কতকটা অংশ ভাল না করিলে সুখী হইতে আত্মবিকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং দেশের—গ্রামের হিতচিন্তা করিতে তোমার নিজের জন্যই তুমি বাধ্য এই সোজা সত্য কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমৃদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের দেশ-হিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই অর্থের সদব্যবহার হইবে।

দেশ সম্বন্ধে বিত্তবান্ ব্যক্তিবৃন্দের দায়ীত্ব যেরূপ গুরুতর, "অন্নভিক্ষা

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক—কৃষ্ণবাবুর পিতৃ-বিয়োগ হইল, তাহার কিছু অর্থ আছে। গ্রামের স্বজাতি বন্ধু-বান্ধবেরা আহুত বা অনাহুত রূপে কৃষ্ণবাবুর ভবনে উপনীত হইয়া তাহার পিতৃ-শ্রাদ্ধে 'দান-সাগর' করিবার ব্যবস্থা দিলেন। তদানুষঙ্গিক দশ হাজার লোক ভোজন করাইবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। তিনি যেরূপ সম্পন্ন ব্যক্তি—তাঁহার পিতার নাম কাম যে প্রকার দেশব্যাপী, তাহাতে কথিত রূপে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন না করিলে তাঁহার অপযশ হইবে, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে ও আত্মীয়বৃন্দ ভুলিবেন না। কৃষ্ণবাবু আত্মীয়গণের উত্তেজনায়—ও দেশ মধ্যে অতুল যশপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া পিতৃ-শ্রাদ্ধে দানসাগর করিলেন। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত দশ সহস্রাধিক লোক লুচি মোণ্ডায় উদর পূর্ণ করিল। বাহলা দ্রব্যের কেহ সুখ্যাতি করিল—কেহ নিন্দা করিল—কেহ কিছু করিল না। হাতী ঘোড়া, পাল্কী, নৌকার অল্পাধিক সমালোচনা যে না হইল তাহাও নহে, প্রশংসা নিন্দার মধ্য দিয়া একদিনে কৃষ্ণবাবুর অন্যূন বিশ হাজার টাকা উড়িয়া গেল—এই বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এমন কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন না যে, যখন ইচ্ছা তখনই তাহার সজীবমূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিবেন। দেশবাসীর কোন উপকার হইল না যে, তাহারও অতি মমতার টাকা জন্মের মত ফাঁকি দিয়া গেল আর সন্দর্শনের সম্ভাবনা রহিল না। কৃষ্ণবাবুও প্রবঞ্চিত হইলেন, দেশবাসীও যে আঁধারে সেই আঁধারেই রহিলেন। কৃষ্ণবাবুর গ্রামে ভাল চিকিৎসক নাই, চিকিৎসালয় নাই, চিকিৎসকের সাহায্য অভাবে প্রতিবৎসর বহুলোক নানারোগে কালের করালগ্রাসে কবলিত হয়। নদী হইতে কৃষ্ণবাবুর গ্রাম ৪ ক্রোশ ব্যবধান, খালও নাই রাস্তাও নাই; যাতায়াতে ও বাণিজ্যের কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরাই জানে। পিতৃ-শ্রাদ্ধে সামান্যরূপ ব্যয় করিয়া যদি তিনি নদী হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত পিতার নাম স্মরণার্থ একটি খাল কাটাইয়া দিতেন এবং পিতৃ নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করত তাহাতে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে দেশের কি প্রকৃত হিত সাধিত হইত না? দানসাগর শ্রাদ্ধের অস্থায়ী-গৌরব হইতে কি স্থায়ী যশ ও পুণ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন না?

কথিত রামবাবু ও কৃষ্ণবাবু দুর্গোৎসব ও শ্রাদ্ধেই শুধু অর্থের অপব্যয় করেন, তাহা নহে। তাঁহারা এবং তাঁহাদের ন্যায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা নানা পূজাব্রত বিবাহাদি অনুষ্ঠানে অপরিমিত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া যশস্বী হইবার বৃথা প্রয়াস করিয়া

থাকেন। ইহাঁরা যদি জনহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, কীর্ত্তিমান হইবার পুরাতন সীমাবদ্ধ ধারনা মুছিয়া ফেলিয়া নবভাবে উদ্দীপ্ত হন, তবে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে অথবা জেলা ও লোকাল বোর্ডের নিকট আমাদের আবেদন নিবেদনের দরকারই হয় না। স্বল্পায়াসে দেশের নানা অভাব দূরীভূত হইয়া দেশ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। অন্নারম্ভে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দোল, দুর্গোৎসব, দেউল প্রভৃতি পূজায় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া তাদৃশ সম্পন্ন সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে নিজ পল্লীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার নানাবিধ অভাব দূর করিতে পারেন। সমষ্টিগতভাবে দেশের নানা প্রকার বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইতে পারেন। দুঃখেরবিষয় ইহাদের অধিকাংশের চিন্তাশক্তি বর্ত্তমানের উপযোগিতা অনুভব করিতে আদৌ অভ্যস্ত হয় নাই। ইহারা কর্ম্মকাণ্ডের যদ্রূপ পক্ষপাতী সাধারণ হিতকর কার্য্যের তদ্রূপ নহেন। তাঁহাদের ধারণা গ্রামবাসী বা দেশবাসীর জন্য আমরা পুষ্করিণী খনন করিয়া দিব, বিদ্যালয় করিয়া দিব, চিকিৎসালয় করিব, খাল, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিব কেন? আমাদের পুত্র পৌত্র দৌহিত্র আত্মীয়বৃন্দ সুখে স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভে আনন্দে যাপন করিতে পারিলেই হইল—অপরের জন্য চিন্তায় মাথা ঘামাইবার ও রক্তসম অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সমাজবদ্ধ জীব আত্মসুখে মগ্ন থাকিয়া সুখী হইতে পারে না; অপরের দুঃখের বোঝা যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিরে আসিয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াও তাহারা বুঝেন না। গ্রামে দরিদ্রের কলেরা হইলে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে গ্রামময় ঘরে ঘরে কলেরা আপন খাদ্য সংগ্রহে যখন ব্যস্ত হইবে, তখন ধনের ভয় করিয়া ধনবান ব্যক্তির গৃহে যাইতে সে ভীত হইবে না। দরিদ্রের ব্যাধির সংক্রামতা ধনীকেও গ্রাস করিয়া আনন্দ ভবন শ্মশানে পরিণত করিবে। গ্রামের সমস্ত লোক দারিদ্র্য হেতু অশিক্ষিত থাকিলে ধনীপুত্র শিক্ষিত হইয়া কখনই সুখী হইতে পারেন না; অশিক্ষিতের অশিক্ষা তাহার শিক্ষাকে যন্ত্রণাময় করিয়া তুলে; তুমি শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান নীতিমান হইলে কতকগুলি লোককে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নীতি কতকটা অংশ ভাল না করিলে সুখী হইতে আত্মবিকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং দেশের—গ্রামের হিতচিন্তা করিতে তোমার নিজের জন্যই তুমি বাধ্য এই সোজা সত্য কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমৃদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের দেশ-হিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই অর্থের সদব্যবহার হইবে।

দেশ সম্বন্ধে বিত্তবান্ ব্যক্তিবৃন্দের দায়ীত্ব যেরূপ গুরুতর, "অন্নভিক্ষা

তনুরক্ষা" শ্রেণীর আমাদেরও দায়ীত্ব তদপেক্ষা সামান্য নহে। বরং অর্থব্যবহারে কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় আমাদেরই অধিক দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ে কপর্দ্দক ব্যয় করাও মহাপাপ। যে সকল ক্রিয়া কলাপ না করিলে হিন্দুত্ব, হিন্দুর বৈশিষ্ট বজায় থাকে না তাহাই যত সংক্ষেপে হইতে পারে করা উচিত। দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি রাজসিক ব্যাপারের নিকট দিয়াও যাওয়া বিধেয় নহে। আমাদের শ্রেণীতে এমন অনেকে আছেন, সংসার যৎসামান্য আয়ে কোনরূপে চলিয়া যায়—পৈতৃক দোল দুর্গোৎসব বার্ষিক টুকু রাখাই চাই। এতদর্থে নগদস্ত বদস্ত বুঝিয়া পাইয়া উত্তমর্ণকে তমঃসুক লিখিয়া দিতে কুণ্ঠা নাই—তবু মায়ের মূর্ত্তি গৃহে আনিতেই হইবে—ঢাকের বাদ্য বজায় রাখিতেই হইবে—তা না হইলে লোকে কি বলিবে?

দরিদ্র আমাদের কাহারও মাতৃপিতৃ বিয়োগ হইল—তিল কাঞ্চন করিলেই হয়। কিন্তু তাহাতে মন উঠে কই? একটু বৃষোৎসর্গ না করিলেই নয়! দলস্থ ব্রাহ্মণ স্বজাতির পাতে একমুঠা অন্ন না দিলে কি হইতে পারে? তাঁহারা ত আর ফিরিয়া আসিবেন না, এই শেষ কাজ। হাতে পয়সা নাই বটে, ঋণ করিয়াও এ কাজ নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

লোক নিন্দার ভয়ে ও নিজের সংস্কার বশতঃ অনেক বন্ধুই এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। ঋণদায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিকাইয়া যায়, তখন অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হয়। কৃতকর্ম্মের অবৈধতা বোধ হইয়াও কোন ফল হয় না। একটা পরিবারই মাটী হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে—চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়। মজ্জাগত পুরাতন ধারণার মূল আমাদিগকে উন্মূলিত করিয়া নূতন কর্ম্মের বীজ তৎস্থলে বপণ করিতে হইবে, নচেৎ রক্ষার কোন উপায় নাই। অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিলে আমাদের শ্রেণীও ধীরে ধীরে হাস্যমুখে আবার ধনীসমাজে মাথা উচু করিতে পারিবে। আমরাও বহুজন সম্মিলিত হইয়া পল্লীর ও দেশের হিতসাধনে আনুকূল্য করিতে পারিব। আমাদের শোণিত বিন্দুর বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহাও বিরাট জাতীয় যজ্ঞে আহুতি দিতে অধিকারী হইব। বহুদিকে অর্থের অপব্যয়ই আমাদিগকে দারিদ্র্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খল মুক্ত হইতে হইলে আমাদিগকে "বারহাত কাকুরের তেরহাত বীচির" ভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে। সংযমই যেন আমাদের জীবনের আশ্রয় হয়—অর্থ ব্যয়েও আমরা সংযমের পরিচয় দিতে পারিলেই বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারিব, ইহা যেন বিস্মৃত না হই। আমাদের সম্মুখে কর্ম্মের নবভাবের যে সমুজ্জ্বল

আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, আসুন নয়ন ভরিয়া তাহা দর্শন করি—সারবত্তা অনুভব করিবার জন্য যত্ন করি—অনুকরণে শক্ত্যনুসারে কর্ম্ম করিয়া দেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় দায়ীত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়া মানব নাম মহিমাময় করি।

ঐ চাহিয়া দেখুন, দেশবাসীর জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশে মহাত্মা তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৃষ্ট বিজ্ঞান কলেজ। দর্শন করুন,—জগৎ বরেণ্য মনীষা ও প্রতিভার কোহিনুর আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্দির। যিনি চিরজীবন অধ্যাপকতার কাজ করিয়া, মিতব্যয়িতার গুণে দেশবাসীর জ্ঞান-গরিমা-বর্দ্ধন-সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া স্বোপার্জ্জিত পাঁচলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাকেও দেখুন। জগদীশচন্দ্র যাহা করিলেন, তাহা কি সহজ সাধ্য? এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই, ইহা সত্য হইলেও তদপেক্ষা ন্যূনগুণে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা অগণ্য না হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে। কই নানা অভাবগ্রস্ত বঙ্গের অভাব মোচন কল্পে তাহাদের মুক্ত হস্তের পরিচয়ও দেখা যায় না। তাহারা যে অর্থ বাক্স বন্ধ করিয়াই রাখিতেছেন এমন নহে; পরন্তু দুষ্কারানুরূপ নানা পথ ধরিয়া অর্থ উড়িয়া যাইতেছে। অমিতব্যয়িতা তাহাদের কাহার কাহার উচ্চ সঙ্কল্পকে সাফল্যের রথে আরোহণ করিতে দিতেছেনা। জগদীশচন্দ্রের কর্ম্মে তাঁহার দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়াছেন—জগৎ চমকিত হইয়াছে। মহাত্মা পালিত ও ঘোষের অবদান অপূর্ব্ব, কিন্তু আয়ের তুলনা করিলে জগদীশের দান অমূল্য। আমাদের দেশে যাঁহারা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কবিরাজ রাখিয়া রোগীর অশেষ উপকারার্থ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, জলাশয় খনন করিয়া তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন, যাঁহাদের অর্থে রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইয়া দেশবাসীর যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিয়াছে, তাঁহারাই ধন্য! তাঁহারাই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহারাই দেশবাসীর পূজা পাইবার উপযুক্ত। বঙ্গদেশে এইরূপ জন হিতকারী মহাত্মার সংখ্যা অতি অল্প। বঙ্গের অভাব যে প্রকার অসংখ্য, তাহা পরিপূরণের জন্য অসংখ্য হৃদয়বান্ কর্ম্মীর প্রয়োজন। আর বাজে কাজে মাতিয়া থাকিবার বাঙ্গালীর অবসর নাই। সমস্ত জগতের সভ্য জাতির সহিত তাহার প্রতিযোগিতার সময় সমুপস্থিত। জ্ঞানও বিজ্ঞানে, মনীষা ও প্রতিভায়, শিক্ষা, বাণিজ্যে, ধর্ম্ম ও কর্ম্মে, বলবীর্য্য ও সভ্যতায় বাঙ্গালীকে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া জাতীয় শ্রেষ্ঠতা অব্যাহত রাখিতে হইবে। প্রত্যেককে মিতব্যয়ী হইয়া অর্থের সদ্ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তবেই আমরা জগতে

প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারিব। মনে রাখিতে হইবে—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যতীত প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে না—মনুষ্যত্ব যে কার্য্য-ফলে উপচীয়মান না হয়, তদর্থে অর্থব্যয়ই অর্থের অসদ্ব্যবহার। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের আনুকূল্যার্থ অর্থব্যয়ই অর্থের সদ্ব্যবহার। বাঙ্গালী কি অর্থের সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হইবে না?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

তোমারা ও আমারা।

তোমাদের ও আমাদের কেহই আদৌ বঙ্গদেশ বাসী নহি। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একই স্থান হইতে—একই রাজার আহ্বানে—একই রাজা কর্ত্তৃক সুদূর কান্যকুব্জ হইতে নৃপতি আদিশূরের কার্য্যসাধনার্থ বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে সময় দেশদেশান্তরে গমনাগমন জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় অতি দ্রুতগামী যানাদির একান্ত অভাব ছিল; সুতরাং কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিতে যে একটু দীর্ঘসময় লাগিয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া একদেশ হইতে আর একদেশে আসিতে হইবে, প্রেরকও এতৎপক্ষে একজন প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন; এরূপ স্থলে তিনি যে মাত্র দশজন লোককে, যাহারা অন্য একজন রাজার সভায় আসিয়া স্বদেশের ও প্রেরক নৃপতির গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম সুতরাং স্বদেশে বিশেষরূপে সম্মানিত, এরূপ দশজন লোককে অন্য অনুচর পরিবেষ্টিত না করিয়া, এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম জন্য প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহা একান্ত স্বীকার্য্য যে, ইহাদের সহিত আরও অনেক অনুচর প্রেরিত হইয়াছিল। ইতিহাসে বা কিংবদন্তীতে ইহার উল্লেখ না থাকিতে পারে—যেহেতু প্রধানের পরিচয়েই অন্যের পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। বিশেষতঃ তখন বঙ্গদেশযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশে আগমন নিবন্ধন যাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনের কালে স্বজাতি কর্ত্তৃক পূর্ণরূপে গৃহীত হন নাই, তাঁহাদের নামই ইতিহাসে উল্লিখিত বা কিংবদন্তীমূলে প্রচারিত হইয়াছে। এবিষয়ে আর একটী

কথাও উল্লেখ যোগ্য। কথিত আছে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আসিয়াছিলেন গো-যানে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আসিয়াছিলেন কেহ নর যানে, কেহ হস্তী পৃষ্ঠে, কেহ অশ্বে। কাজেই শকট চালনা এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির তত্ত্বাবধান জন্য যে তাঁহাদের সহিত আরও অনেক অনুচর প্রেরিত হইয়াছিল তৎপক্ষে কোনও সংশয় আসিতে পারে না। অসূয়াবসে বা অন্য কোন কারণে তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে কায়স্থ-বিদ্বেষ পূর্ণ প্রকটিত তাঁহারাও ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হস্তী পৃষ্ঠে বা নরযানাদিতে আসীন থাকিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শকট চালনা করিতেদিলেন।

বঙ্গে মহারাজ আদিশূরের সভায় সমাগত হইলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সসম্মানে রাজা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিলেন। পরে রাজার কার্য্য সাধনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া স্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া নিবন্ধন, আশ্রয় গ্রহণ জন্য যখন বঙ্গদেশেই পুনরাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, তখন রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদরপূর্ব্বক গ্রামাদি প্রদান দ্বারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ গ্রামাদি প্রদান দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পরস্পরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। একে অন্যের গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। মহতের সম্মানই এই, গুরুশিষ্যের ইহাই বিশেষত্ব। মনে করিয়া দেখ মহারাজ আদিশূরের সভায় সঙ্গী কায়স্থ পক্ষের পরিচয় প্রদান কাহিনী তোমাদেরই এক একজন পূর্ব্বপুরুষ সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া কিরূপ ওজস্বিনী ভাষাপ্রয়োগে আমাদেরই এক-একজন পূর্ব্বপুরুষের গৌরবচ্ছটা সভাসমক্ষে বিকীর্ণ করিয়া নিজেকে বর্দ্ধিতগৌরব মনে করিয়াছিলেন? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রীমুখোচ্চারিত সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেক চরণই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক। এই পবিত্র শ্লোকপঞ্চ যে বঙ্গে আগত ক্ষত্রিয়বর্গের কায়স্থাখ্য শাখার স্বরূপত্ব প্রতিপাদক উহা কেবল আমাদেরই জাতীয় ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকার যোগ্য তাহা নহে, পক্ষান্তরে ইহা তোমাদেরও পূর্ব্বপুরুষগণের অসূয়া শূন্যতা ও সত্যপ্রিয়তা ঘোষণা করিতেছে এবং সেইজন্য উহা তোমাদেরও জাতীয় ইতিহাসে সমভাবে স্থান পাইতে পারে।

তোমাদেরও মধ্যে যাহাদিগের হৃদয়ে আজকাল কায়স্থ-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল, অথচ যাঁহারা শাস্ত্রানুসন্ধানে একান্ত বিমুখ বা অসমর্থ কিংবদন্তীই যাঁহাদের একমাত্র

আশ্রয়, তাঁহারা এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকাশ্য রাজ-সভায় সঙ্গী ব্রাহ্মণগণের 'দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। শূদ্রেরাই 'দাস' সংজ্ঞায় সূচিত সুতরাং তোমরা শূদ্র ব্যতীত আর কি হইতে পার? "হা দুর্দ্দৈব! মহারাজ আদিশূরের সভায় সমাগত অমিততেজা পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়া, নিজেদের শূদ্রত্বের পরিচয় দিয়াছেন মনে করিয়া উহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া আমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী নাই ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী! বলি অযথা অভিমান এবং কায়স্থ-বিদ্বেষ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া, একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে কি? কি জন্য মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জের রাজার নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন? বঙ্গে কি তখন ব্রাহ্মণ ছিল না? এখনকার অনেকের ন্যায় তখনও গলধৃতোপবীত, বেদে একান্ত অপরিচিত, ক্রিয়া কাণ্ডজ্ঞান বিরহিত, অনুস্বর বিসর্গমাত্রপর্য্যবসিত অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ সক্ষম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের(?) অভাব এখনও যেমন নাই তখনও সেইরূপ ছিল না। সেইজন্য রাজা এরূপ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন; যাঁহাদিগের দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন। কান্যকুব্জের রাজাও সেইজন্য এরূপ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের সহিত তুলনা করিতে পার এরূপ একজন ও তোমাদের মধ্যে মিলিবে কি না, তোমরাই ভাবিয়া দেখ, আর সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিতে কুণ্ঠিত হইও না যে, এরূপ তেজস্বী, সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণাবতার ব্রাহ্মণগণের 'দাস'বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছিলেন কিনা? তাঁহাদিগের রক্তকণা তোমাদিগেরও ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়াই তৎসঙ্গী কায়স্থগণের বংশধর আমরাও অদ্যাবধি তোমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে নিজ নিজ নামের পূর্ব্বে 'সেবক' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণ কে? তাই কায়স্থ এই সেবক শব্দের ব্যবহারে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। ব্রাহ্মণ দিগের উদ্দেশে নিজেদের প্রতি এই শব্দের প্রয়োগ একমাত্র ক্ষত্রিয়েই—কায়স্থেরই বিশেষ; আর যে সকল স্থলে লিপিকাদিতে এইরূপ সেবক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাও তাহা কেবল আমাদেরই অনুকরণে; একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আর এক কথা, তোমাদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী ও জ্ঞানী তাঁহাদের সহিত যাঁহারা হীনবৃত্তি অবলম্বী বা একমাত্র পরিচারক এরূপ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশীয় তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের সহিত এমন কি পার্থক্য থাকা সম্ভব, যাহাতে রাজা বুঝিতে পারেন আগন্তুকগণ সেইরূপ ব্রাহ্মণ,—যেরূপ ব্রাহ্মণ তিনি চান। অন্য একজন

সে লোক 'ইহাঁরা মহাজ্ঞানী' প্রভৃতি বিশেষণে ইহাঁদিগকে বিশেষিত করিলেই রাজা তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন? সাধারণ বুদ্ধির সহিত রাজ বুদ্ধির পার্থক্য আছে ইহা স্বীকার কর না কি? তাহা হইলেই 'মৃত বৃক্ষের সজীবতা সম্পাদন ব্যাপার"(?) রাজা বুজরুকীর পরিচায়ক বলিয়া মনে না করিতে পারেন কেন? সাধারণ মেয়েলীগল্পে রাজা রাজ-রাজড়াকে যেরূপ বোকার অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, মহারাজ আদিশূর অবশ্য তদ্রূপ ছিলেন না, এ কথা বোধ হয় স্বীকার কর? স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন প্রয়সই ইহা রাজার অনুকূলে প্রমাণ দিতেছে। এরূপ স্থলে নবাগত ব্রাহ্মণ দিগের প্রতি রাজা যে ভক্তিমান হইবেন তাহার বিশিষ্ট যুক্তি কি দেখাইতে পার? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মহাবীর এ কথা মহাবীর ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন মুখোচ্চারিত হইলেই সকলের পক্ষে নেপোলিয়নের অসামান্য বীরত্বে সন্দিহান হইবার আর কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রেও ওইরূপ হওয়াই সম্ভবপর নয় কি? সেখানে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য রাজাকে উপলব্ধি করাইবার জন্য অশ্ব, গজাদিতে সমাগত কান্যকুব্জ রাজপ্রতিনিধি ক্ষত্রিয় কায়স্থপঞ্চের—"হে রাজন্, ভবদীয় সভায় সমাগত এই যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ দেখিতেছেন, আমরা ইঁহাদের 'দাস', আপনার যজ্ঞার্থে, আপনার আহ্বানে কান্যকুব্জ রাজ কর্ত্তৃক ইঁহারা অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।" এই কথা বলিলে, ক্ষত্রিয় পঞ্চের এই 'দাস' প্রয়োগের পর রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর কোন বিশেষণের প্রয়োজন হয় কি?

বলি অতঃপরও কি বলিতে চাও 'তোমরা যখন 'দাস' স্বীকার করিয়াছ, তখন তোমরা শূদ্র'? আমরা কোন দিনই বিস্মৃত হইতে পারি নাই তোমাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? ব্রাহ্মণের সম্মান সম্বর্দ্ধনা ক্ষত্রিয়েই বুঝে। ব্রাহ্মণের সম্মান সম্বর্দ্ধনা কায়স্থেই করিতে পারে, অন্যে বুঝে না, অন্যে পারে না। তবে যে দেখিতে পাও নবশায়ক প্রভৃতি তোমাকে দেখিয়া 'ঠাকুর মহাশয় প্রণাম' বলিয়া মস্তক অবনত করে সে আমাদেরই অনুকরণে। বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা আজ মনে করিতেছ, কায়স্থকে বাদ দিলে তোমাদের কোনও ক্ষতি নাই; তোমাদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্য নবশায়কাদি থাকিবে, কিন্তু উহা নিতান্ত কষ্ট কল্পনা। ভগবান না করুন যদি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন দিন কায়স্থ-হৃদয়ে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ পোষিত হয় তাহা হইলে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর সমাজে উহার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে অশুভ মুহূর্ত্ত আসিবে না, আসিতে পারে না, ক্ষত্রিয় কায়স্থ-হৃদয়ে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের একান্ত স্থানাভাব। ধর্ম্মজীবনে আমরা

চিরদিনই তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া আসিতেছি, আজ যে আমরা স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বর্ণোচিত আচার গ্রহণে প্রবৃত্ত, ইহাও তোমাদেরই সহায়ে, ইহাতেও তোমরাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। তোমাদিগকে সম্মুখে রাখিয়াই আমরা এই শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতেছ না, অকারণ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া অযথা আচরণ এবং তোমাদের স্ববর্ণের যাঁহারা গৌরব স্থানীয় তাঁহাদের ব্যবস্থা দিতে দোষারোপ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে 'ঘুষখোর' প্রভৃতি হীন আখ্যায় আখ্যাত করিয়া পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম দোষদুষ্ট হইতেছে। তোমাদিগকে আমরা সর্ব্বদাই মাথায় করিয়া রাখিতে ব্যাগ্র, তোমরা পাদবিক্ষেপে আমাদিগকে দূরীকরণে প্রয়াস পাইতেছ। ব্রাহ্মণ! অকারণ রোষ পরিহার করিয়া স্বরূপের, শান্তগুণের পরিচয় দাও। এস পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ে উভয়ের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া ক্রিয়াকলাপ বিহীন হিন্দু-সমাজের পুনরভ্যুত্থানে প্রয়াস পাই। অকারণ রোষ, অযথা অভিমান ত্যাগ কর।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষবর্ম্মা।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮৫ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়টি মোক্ষযোগ বা পরমার্থ নির্ণয় যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভগবান সমস্ত গীতায় বর্ণিত মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুনকে পরমার্থরূপ মুক্তি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই, এই অধ্যায়টি সমস্ত গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তৎসহ অঙ্কিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানিগণের মতের সহিত মীমাংসকগণের মতভেদ সম্বন্ধে যে পক্ষে যে অংশে ভ্রম আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া উভয় মতের সামঞ্জস্য ভাবে নিজের যে নিশ্চিত মত তাহা বিবৃত করিয়া পরমার্থের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভগবান কর্ম্মযোগ শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগিগণের নিষ্ঠা এবং সাংখ্যগণের এবং সাংখ্যগণের নিষ্ঠা এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া, চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলিয়া উভয়বিধ নিষ্ঠারই যে একই ফল—পরমার্থলাভ, তাহা প্রকাশ করিয়া ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন :—

"সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্ম সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫"

গীতা, ৫ম অঃ।

উভয়বিধ সাধনার ফল এক হইলেও কর্ম্মযোগের যে বিশেষত্ব আছে, তৎসম্বন্ধে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই মহাত্মা অর্জ্জুন সাংখ্যজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে প্রকৃত কর্ম্ম-সংন্যাসের এবং যোগিগণ সম্বন্ধে প্রকৃত ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ ভাবে জানিতে এবং যেটি শ্রেয়ঃ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছুক হইলে ভগবান বলিতেছেন :—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২"

গীতা, ১৮শ, অঃ

অর্থ :—পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং নিপুণ (তত্ত্ব বিষয়ে নিপুণ) ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়াছেন।

ফলসহ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগই সংন্যাস (সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম-ত্যাগ) এবং স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মই ত্যাগ না করিয়া সকল কর্ম্মের (নিত্য নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম্মের) ফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্মপ্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩"

গীতা, ১৮শ অঃ।

অর্থ :—এক (একপক্ষ) পণ্ডিত (সাংখ্যগণ) কর্ম্ম (কর্ম্ম-মাত্রই) দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য এবং অপর একপক্ষ পণ্ডিত (মীমাংসকগণ) যজ্ঞদান তপাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে বলিয়াছেন।

এই অধ্যায়ে যে "ত্যাগ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কি ভাবের ত্যাগ হইলে ঐ ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ হয় এবং কিরূপ ত্যাগ দৃষ্টতঃ ত্যাগ নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা ত্যাগ নহে, ইহা পরিস্কাররূপে না বুঝিলে কেবল কর্ম্মের অকরণে, কি করিবার অক্ষমতায় ? কিম্বা ফল লাভের অসামর্থ্য বা প্রতিকূল কারণ বশতঃ ফললাভ করিতে না পারিলে, অথবা লাভের আশা না থাকিলেই যে কর্ম্ম বা ফল ত্যাগ করা হয় না; ইহা অর্জ্জুন এবং জগতের লোক বুঝিতে পারিবে না তাই, ভগবান ত্রিবিধ

ত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া সাত্ত্বিক্ ত্যাগই যে প্রকৃত ত্যাগ, তাহা বলিয়াছেন। ৪র্থ শ্লোকে ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় বলিয়া সাত্ত্বিক্ ত্যাগই যে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সংন্যাস তাহা বলিতেছেন :—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫
এতান্যপিতু কর্ম্মাণি সাঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬"

গীতা, ১৮শ, অঃ।

অর্থ :—যজ্ঞদান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। তাহা বিবেকিদিগের চিত্তশুদ্ধিকর, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল কার্য্য ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিবে। ইহাই আমার নিশ্চিত মত।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞাদিকার্য্যে পশু হনন ও বৃক্ষের শাখাপত্র ছেদনাদিরূপ বৈধহিংসারূপ দোষ আছে, তাই, কামনা করিয়া ঐ সকল কর্ম্মও করিলে জীব সংসারে আবদ্ধ হইবে। ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত।

এই অধ্যায়ের প্রতি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া শ্লোকের অর্থানুযায়ী জীবের বন্ধ ও মোক্ষের স্থূল তত্ত্বালোচন করিয়া ভগবানের বর্ণিত এই শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য শ্লোকের পরমার্থ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্লোকের ও পরবর্ত্তী শ্লোকের মর্ম্ম এবং আমাদের কৃত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় সম্বন্ধীয় আলোচনার মর্ম্ম স্মরণ করিতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংস্কার বশতঃ ইন্দ্রিয়শক্তিময় সূক্ষ্ম (লিঙ্গ) দেহ সহ ভোগায়াতন স্থূল দেহগত জীব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত যুক্ত ও জড়িত হইয়া ক্রমেই সংসারে অধিকতর আবদ্ধ হইয়া থাকে। লিঙ্গদেহসহ স্থূলদেহ "অহং" ও দেহাতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থে "মমতা"ভিমানী এই অনুচৈতন্য—জীব এই অহং-মমতা-ভাবে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া যায়। এই প্রকৃতিভাবাপন্ন জীবকেই ভগবান গীতার সমস্ত অধ্যায়ে—জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগে অপরাপ্রকৃতিসহ এক শ্রেণীতে (অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে গণ্য করিয়া) পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ উৎকৃষ্টা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন :—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধি রেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মেঽভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা ॥৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।*
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫"

গীতা, ৭ম অঃ।

এই জীবচৈতন্য প্রকৃতির সহিত জড়িত হইয়া, প্রকৃতি ভাবাপন্ন ও অনু বা খণ্ডভাবাপন্ন হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হন। প্রকৃতির বিকার-ধর্ম্ম ইহাতে সংক্রামিত হয়। কিরূপে এই জীব প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত জড়িত হন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—এ জগৎ জ্ঞেয় পদার্থ। অর্থাৎ ইহা অন্য ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয় (ইহা অন্যের জানিবার বস্তু)। যাহার বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, তিনি ইহার জ্ঞাতা। অনুচৈতন্য জীবের বুদ্ধিতেও ইহা প্রকাশিত হয়, সুতরাং জীবও ইহার জ্ঞাতা। যে প্রকাশ ধর্ম্মশীল বস্তু ইহাকে প্রকাশিত করে তাহার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বিবিধি :—

(১) অখণ্ড বিভুজ্ঞান,
(২) ইন্দ্রিয় লব্ধ (বিষয়ের) জ্ঞান—

ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবিধ বিষয়ের খণ্ডাকারে উৎপন্ন জ্ঞান বা বোধ। প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে উৎপন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তু সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান (বিজ্ঞান) যাহাদের সহায়তায় প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে যাহাদের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহাদের নাম করণ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা প্রভৃতিকে করণ বলে। ইহার বাহিরের বিষয়ের সংবাদ দেয় বলিয়া ইহাদিগকে বাহ্যকরণ বলে এবং ইহারা বোধ বা জ্ঞান জন্মায় বলিয়া উহাদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূ-উপস্থ ইহারাও বাহ্যকরণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন কেবল ইহাদের দ্বারা জ্ঞান নিস্পন্ন হয় না, কিন্তু ইহারা কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাই, ইহাদের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাহ্যকরণ (জ্ঞানেন্দ্রিয়) সকল বুদ্ধির নিকট বিষয় সকলকে প্রকাশ করে। এই বুদ্ধি কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দেহান্তবর্ত্তী কর্ম্মসংস্কার বিশিষ্ট জীবাত্মার ও বাহ্যবিষয়ের—এই বহ্যাভ্যন্তরের মধ্যবর্ত্তীভাবে বসিয়া আছেন। সেই নির্ব্বিকার কূটস্থ বিভুচৈতন্যের * চিচ্ছক্তি ও এই বুদ্ধিতে প্রতিভাত

* বাহ্য বিষয় সকল ও অন্তঃকরণের ব্যাপার সকল বুদ্ধিভাস্য এবং এই বুদ্ধি চৈতন্যভাস্য অর্থাৎ ঘটপটাদি জাগতিক বস্তু ও জগৎ এবং অন্তঃকরণের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সকল বুদ্ধির নিকট প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হন, সেই বিভুচৈতন্যই (সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও) নির্ব্বিকার কূটস্থ অবস্থায় এবং কর্ম্ম সংস্কারবদ্ধ প্রকৃতি-ভাবাপন্ন জীবাবস্থায় জীবের দেহাভ্যন্তরে অস্থিত আছেন। বুদ্ধিতে এই কূটস্থ নির্ব্বিকার চৈতন্যের (পরমাত্মার) ও জীব

হইয়াছে। প্রকৃতি ভাবাপন্ন পরাপ্রকৃতিরূপ জীব চৈতন্যের প্রভাবও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপরাপ্রকৃতি বা খণ্ডাকারে প্রকাশিত বিষয়সকলও সর্ব্বদা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বেদান্তমতে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার * ইহা এক বুদ্ধিরই অবস্থা বিশেষ। ইহাদিগকে অন্তঃকরণ বলে। কারণ, এই বুদ্ধিতে দেহেরও দেহাতিরিক্ত বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান উপস্থিত হয় এবং তৎসম্বন্ধে এবং বুদ্ধির নিজের কার্য্য সম্বন্ধে বুদ্ধিরূপে ঐ অন্তরস্থ অন্তর্বাহ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, মনরূপে মনন ও সঙ্কল্প বিকল্প এবং অহঙ্কাররূপে "আমি" ও "আমার ভাব" ও বুদ্ধির সিদ্ধান্তানুযায়ী কর্ম্মপ্রিয়গণের যে পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা হইয়া থাকে ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদই এই অন্তঃকরণই জীবাত্মাকে দিয়া থাকে। অন্তঃকরণের ভাব ও ক্রিয়া এবং বাহ্যকরণের বিষয় সকলও অভ্যন্তরস্থ হইয়া জ্ঞানের সাধন করে বলিয়া ইহাদের নাম অন্তঃকরণ। প্রলয়কালে ব্রাহ্মশক্তিরূপে অবস্থিতা প্রকৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রলয়াবসানে স্পন্দনের জন্য উন্মুখী হন। সত্যসংকল্প ব্রহ্মের "আমি বহু হইব" এইরূপ প্রেরণা লাভ করিয়া ব্রহ্মের চিদাকাশেই প্রকৃতি স্পন্দিতা হইতে থাকেন। তখন সেই মায়াধীশ আপন প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মায়াকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ

চৈতন্যের এবং বিষয়ের প্রভাব অনুভবসিদ্ধ। সংসারে, জীবন ও অনন্তবস্তু লাভ যাহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বশতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এবং সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য মুক্তিলাভার্থ অথবা স্বর্গসুখ ভোগার্থ পুণ্যসঞ্চয় জন্য, যাঁহারা ভগবানের প্রীত্যর্থে তপস্যা বা তাঁহার নাম জপাদি করেন, ঐ তপস্যা বা নাম জপ করার সময় ও কথপোকথন তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রকৃতিভাবাপন্ন জীবাত্মা ও বিষয়ের প্রভাবে যেন অজ্ঞাত ভাবে তপস্যা বা নাম জপ ত্যাগ করিয়া চোরের মত বাহ্য বিষয়ে বিচরণ করে তখন সেই নির্ব্বিকার কূটস্থ চৈতন্য "তুমি অন্যায় করিতেছ" এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া (দ্রষ্টা হইলেই মন যেন লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া) পুনরায় নাম জপে মগ্ন হয় বা তপস্যাপরায়ণ হয়। ইহা জীবের অনুভব সিদ্ধ। কূটস্থ চৈতন্যের অভ্রান্ত ইঙ্গিতকে বিবেকবাণী বলে। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ প্রবল ও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই বিবেকবাণী অভ্রান্তভাবে পথ প্রদর্শক হয়। আর, যাহাদের অন্তঃকরণ রজতম গুণ প্রভাবে মলিন রহিয়াছে, তাহাদের নিকট এই বিবেকবাণী অভ্রান্তভাবে আসিতে পারে না। সূর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি মলিন দর্পণে মলিন হইয়া প্রকাশিত হয়, তাই, সকলের বিবেক সমান নহে এবং তৎপ্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না।

* বেদান্তদর্শনের মত এই যে বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ। সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। "অহং" "মমতা" বুদ্ধি যে অহঙ্কার ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান মনোবুদ্ধি অহঙ্কারকে অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন। প্রকৃতিজাত চিত্ত-স্পন্দনের ক্রম মাত্রা ও তাহার সংখ্যানুসারে বৃত্তিভেদে ক্রমে বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনরূপে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়াই সঙ্গত, কিন্তু উহারা যে বুদ্ধিরই বিভিন্ন অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বররূপ নির্লিপ্ত নিমিত্ত কারণ হন। তাহার ইঙ্গিতে প্রকৃতির তমোগুণ প্রধান তামসীমায়া বা অবিদ্যা জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের প্রেরণায় নানা ভাবে মিশ্রিত এবং সংস্কাররূপ নিহিত প্রকৃতিগত গুণত্রয়ের স্পন্দন হইতে জীব ও জড়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতির এই প্রাথমিক স্পন্দন মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে এবং ক্রমিক স্পন্দনে ইন্দ্রিয়াদি বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি হয়। কর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরস্থ স্থূলদেহগত জীবের (আভাস চৈতন্যের) মলিন সত্ত্ব কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত হয় এবং মায়া এই জীবাত্মাকে (অখণ্ডকে) খণ্ডের মত অহং ভাবাপন্ন করে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গণ দ্বারা গ্রাহ্য বাহ্যবিষয় সকলও এই বুদ্ধিতেই খণ্ডাকারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উদিত হয়—অভ্যন্তরে "অহং" ও বাহিরে বিষয়ের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার বশতই জীব নিজ অন্তঃকরণের অভ্যন্তরেই সেই অখণ্ড চৈতন্য—আত্মাকে "ছোট আমিতে"—অহং ভাবময় অনুচৈতন্যে পরিণত করে। বাহ্যবিষয় সকলের উপর যেন বাহিরে অবস্থিত ও খণ্ডভাব ও তাহাতে মমতা স্থাপন করে, কোন বিষয় সম্ভোগের ফল সুখকর এবং কোন বিষয় সম্ভোগের ফল দুঃখজনক। বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ সুখের অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার বশতই জীবের অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকায় উহা লাভের জন্য আসক্তি বা পরিহারের জন্য দ্বেষভাবের উদয় হয়। ঐ বিষয় লাভ বা বর্জ্জনের সংকল্প হইতে শক্তিপ্রয়োগের চেষ্টার উদয় হয়। এই শক্তিক্রিয়মানা হইলে তাহাকে ও তাহার ফলকে কর্ম্ম বলে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, জীবকে বন্ধনের জন্য কর্ম্মসূত্র স্থানীয় এবং অহঙ্কার কর্ত্তাস্থানীয় হইয়া এই কর্ম্ম-সূত্রের একপ্রান্ত অহং ভাবাপন্ন জীবাত্মার সহিত এবং ঐ সূত্রের অপর প্রান্ত আসক্তি (কামনা বা দ্বেষ) দ্বারা বিষয়ের সহিত সংযোগ করিয়া দেয়। তখন অহং ভাবাপন্ন কর্ত্তা তৎসহ সংযুক্ত কর্ম্ম-সূত্র দ্বারা বিষয়কে টানিয়া আনিয়া আটিয়া জীবাত্মার সহিত জড়িত করিয়া দেয় এবং স্বরূপতঃ আত্মা নির্লিপ্ত হইলেও তখন ক্রমে সংসারের বন্ধনে আটিয়া যায়।

তাই, ভগবান্ বলিতেছেন যে, তুমি যদি অহঙ্কার দ্বারা জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন কর্ম্ম-সূত্রের একপ্রান্তের ও আসক্তি দ্বারা বিষয়ের সহিত সংলগ্ন কর্ম্ম-সূত্রের অপর প্রান্তের যোগ ছিন্ন করিয়া দিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ম্ম দ্বারা তুমি সংসারে কেন বদ্ধ হইবে? কর্ম্ম ত করিতেই হইবে, কারণ কর্ম্ম ভিন্ন জীবের জীবনযাত্রাই চালতে পারে না। এই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য আহার বিহার গমনাগমন নানাভাবে অজস্র প্রাণী হিংসাও

হইতেছে। তাহারপর জীবজগতে ব্যক্তভাবে এবং জড়জগতে প্রচ্ছন্নভাবে চৈতন্য দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বৃক্ষের সামান্য পত্রটি তুলিতে গেলেও তোমার হিংসা করা অপরিহার্য্য। চৈতন্য যে জগন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, এ তত্ত্ব আর্য্য-ঋষিগণ এবং সমস্ত আর্য্যজাতি একদিন সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ইহাও জানিতেন যে, সেই পরমপুরুষেরই শক্তি প্রকৃতি, সেই পরমাত্মার অর্চ্চনার জন্য উন্মুখী; তাই ভগবানের শ্রীচরণের তুলসী পত্রটি ছিন্ন করিয়া, ফুলটি তুলিয়া বিল্বাদি বৃক্ষের শাখাটি ছেদন করিয়া অর্পণ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া এবং ভগবানের অর্চ্চনা ও প্রীতির জন্য যে উহাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইতেছে, তাহা উহাদিগকে বলিয়া পরে ভগবানের শ্রীচরণে ফুল পত্রাদি অর্পণ করা হয়। এইরূপ কর্ম্মের দোষ অপরিহার্য্য স্থলে, সংসার বন্ধনের হেতু দূর করিয়া—কর্ত্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি শূন্য হইয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি কার্য্যে বৈধ হিংসা করিলেও জীব কর্ম্ম দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হইবে না। অথচ ভগবানের প্রীত্যর্থে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকর হইবে। এই স্থলে যজ্ঞ-দানতাপাদিও যে কাম্যভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সংসার বন্ধনের হেতু হয়, ইহা বলাও ভগবানের অভিপ্রেত। যে কোন ভাবে যজ্ঞদান ও তপানুষ্ঠান করিলেই অর্থাৎ সকামভাবে করিলেও পরমার্থ লাভ হইবে, মীমাংসক দার্শনিকগণের এই ভ্রম ভগবান এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংসারের মধ্যে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞদানাদি সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে যে চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিষয় সংস্পর্শে নিষ্কাম হইতে না পারিলে কোন কর্ম্মের অকরণেই যে চিত্তনিহিত কামনা প্রবণতা দূর হয় না, সুযোগ পাইলেই বনবাসী ব্রহ্মচারীকেও যে হৃদয়ে এই রুদ্ধ কামনা অসৎপথে পরিচালিত করিতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইনি আজন্ম ভগবৎ সাধনায় সংসারের কোন কার্য্য না করিয়া আজীবন বনবাস করিতেন। মহারাজ দশরথ তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য প্রলোভিত করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনার জন্য তাঁহার সমীপে গণিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গণিকার সঙ্গলাভে এবং তাহার হাবভাবে উহাকেই সাক্ষাৎ স্বর্গসুখ মনে করিয়া উহার আদেশ মত উহাকে নিজ স্কন্ধে স্থাপন করত মহারাজ দশরথের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি মহারাজ দশরথ তাঁহাকে সৎ উদ্দেশ্যে নিজালয় না আনিতেন এবং শুভবিবাহে সংবদ্ধ না করিতেন তাহা হইলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য তিনি কিনা করিতে পারিতেন। এই জন্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু

এই কর্ম্ম যাহাতে জীবের বন্ধনের হেতু না হয় সেইরূপ সুকৌসলে করিতে হইবে।

কর্ম্ম না করিলেই যে নিষ্কর্ম্মযোগ হইবে সাংখ্য-পণ্ডিতগণের এ মতের ভ্রম ভগবান প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক স্থলেই বাক্‌পাণিপাদপায়ুউপস্থ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত না করিয়াও কেবল প্রবল আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত তীব্র প্রবৃত্তি-পরবশ অন্তঃকরণের ব্যাপার দ্বারাই জীব কর্ম্মফল লাভ করিয়া তদ্দ্বারা আবদ্ধ হয়। চিত্তের স্পন্দনই বন্ধনের হেতু। তীব্র প্রবৃত্তি দ্বারা সে স্পন্দন প্রবল ভাবেই হইয়া থাকে। ঐরূপ অবিশুদ্ধ ভাব লইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কেবল কর্ম্মের অকরণে নিষ্কর্ম্ম যোগ হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিমান আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিহিত * কর্ম্মাচরণ করিয়া

* অবিহিত বা পাপকার্য্য স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্তের চাঞ্চল্য প্রবল বেগে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। পরিণামে এই বিষম পাপকার্য্য আপাত মধুর। একবার লোক পাপ কার্য্যে ব্রতী হইলে এই চাঞ্চল্য সহজে নিবারণ করিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও শরীর রক্ষার জন্য স্বাভাবিক ও বিহিত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করার জন্য ভগবান সর্ব্বত্রই উপদেশ দিয়াছেন। অবিহিত কর্ম্ম করিতে সর্ব্বত্রই নিষেধ দিয়াছেন :—

"তস্মাদসক্তঃ সততং **কার্য্যং কর্ম্ম** সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯"

গীতা, ৩য় অঃ।

কেবল অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া করার জন্য ভগবান উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যে কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে বিমুক্ত থাকার উপযোগী বীরত্ব যদি কোন ব্যক্তির থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেরূপ কার্য্য করিয়াও পাপের দ্বারা তাহাকে সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। কিন্তু সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে সেরূপ একটি পাওয়াও দুর্লভ। তাই, কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম করিতে ভগবান সর্ব্বত্র উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মসূত্রের উভয় দিগের বন্ধন যদি কেহ ছিন্ন করিয়া দিতে পারে, তবে সে সংসারে কোন কার্য্য করিয়াই যে বদ্ধ হয় না তাহা এইস্থানে স্বীকার করিয়াছেন :—

"যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে ॥"১৭

গীতা ১৮শ, অঃ।

কিন্তু এরূপ বীরপুরুষ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একজনও হইতে পারে কিনা সন্দেহ বলিয়া সাধারণতঃ সকলকেই **কর্ত্তব্য কর্ম্মে** স্পৃহা ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু লইয়া অতিলিপ্তের মত ব্যবহার করিয়াও যে নির্লিপ্ত হইবে সাধারণতঃ এ ভাবের কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পঞ্চ মকার লইয়া তান্ত্রিকদিগের বীরাচারের

জীব সংসারে আবদ্ধ হয় না। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত নিষ্কর্ম্মযোগী। কর্ম্ম যখন অপরিহার্য্য—প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া জীবকে যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে—কর্ম্ম না করিলে জীবন যাত্রাও যখন চলিবেনা, তখন কর্ম্ম যাহাতে বন্ধনের হেতু না হয়, সেই ভাবেই কর্ম্ম করিতে হইবে। বহুস্থানেই ভগবান এই কথা বলিয়াছেন :—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে ॥৭"

গীতা ৩য় অঃ

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮
যস্ত সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥"২০

গীতা ৪র্থ অঃ

উপাসনার দোহাই দিয়া যে শত শত লোক্ বিপথগামী হইয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। তাই ভগবান মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়াও নিরহঙ্কারী ও নিষ্কাম হইয়া কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিতে বলিতেছেন :—

"**কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম** নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯"

গীতা, ১৮শ অঃ।

এইরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগকেই ভগবান্ মুক্তির পথ বলিয়াছেন। বিষধর সর্প লইয়া খেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেরূপ ওঝা হওয়া কঠিন। যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মই কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাশক্তি শূন্য হইয়া করিতে পার তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। তখন বিষধর সর্প দংশনের ভয় আর তোমার থাকিবে না—অতি বিষধর সর্পও তোমার নিকট যাইতে পারিবে না। ভূতভাবন মহাদেবের নিকট কাম খেলিতে যাইয়া ভস্মীভূত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। পূর্ণাবতার ভগবানের রাসলীলায় এই কামকে খেলিবার অবসর দিয়া সেই খেলায় তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া জগতের হিতার্থে তাহাকে জীবিত করিয়া ছিলেন। সে বীরত্ব সংসারের জীবের সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না।

এখানেও সেই তত্ত্বই পরিস্ফুট করিতেছেন :—

"নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥"১১

গীতা ১৭শ অঃ

"সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মহীন জ্ঞানী হইতে হইবে" সাংখ্যজ্ঞানিগণের এই মত দুই ভাবেই যে ভ্রমাত্মক (১) সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করা অসম্ভব। অন্ততঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্যও কতক কর্ম্ম করা অপরিহার্য্য; (২) কেবল কর্ম্মের অকরণেই কর্ম্মহীনাবস্থা হয় না—তাহা ভগবান বিষদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

কর্ম্ম বা ফলাকাঙ্ক্ষা যে কোন ভাবে ত্যাগ করিলেই যে ত্যাগের ফল লাভ হয় তাহাও নহে। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে কর্ম্মত্যাগও তিন ভাবে হইতে পারে। তন্মধ্যে একমাত্র সাত্ত্বিক ভাবের ত্যাগেই ত্যাগের ফল লাভ করা যায়।

নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। মোহ বশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলে।

দুঃখজনক বলিয়া দৈহিক ক্লেশের কর্ম্মত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে।

এই দুইভাবের ত্যাগ দ্বারা ত্যাগের ফল পাওয়া যায় না। কারণ, উহাতে বাসনারূপ আসক্তি ও অহং অভিমান আছে। কর্ত্তৃতাভিমান ও ফলাকঙ্ক্ষারূপ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে নিত্যকর্ম্ম করা যায়, এইরূপ অনেকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ এবং এইরূপ ত্যাগই জীবেব মোক্ষ সাধক। এখানে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মত্যাগ করা হয়।

এই অধ্যায়ের প্রত্যেক শ্লোকার্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে একটি স্বাভাবিক সত্য আমাদের মনে রাখিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে বিষদভাবে শ্লোকার্থ ও ভগবানের আদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য ও ফল বুঝিতে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। এক জাতীয় বস্তুই পরস্পর মিলিয়া যাইতে পারে। এক বস্তুই যদি অবস্থান্তরও প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেও পুনরায় একরূপাবস্থায় পরিণত না হইলে সম্পূর্ণরূপে মিশিতে পারে না। জল জলের সহিত মিশিতে পারে কিন্তু বরফ জলের অবস্থান্তর হইলেও পুনরায় গলিয়া জল না হওয়া পর্য্যন্ত জলের সহিত মিশিতে পারে না। চিনি বা লবণ জল না হইয়া জলে মিশিতে পারে না। হইাই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান ও খণ্ড-জ্ঞান। জীবের মুক্তির জন্য এই পার্থক্যটির বিশেষ

জ্ঞান (বা তাহার বিজ্ঞানের জ্ঞান) লাভের বিশেষ প্রয়োজন। পুরুষের নির্ব্বিকার স্বরূপ এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির তিনটি গুণের স্বরূপ বিশেষ ভাবে প্রাণে প্রাণে না বুঝিলে প্রকৃতির সঙ্গ হইতে অণুচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষকে মুক্ত করিয়া সেই বিভু-চৈতন্য পরমপুরুষের সহিত যুক্ত করা যায় না—গুণত্রয়ের বৈষম্য দূর করিয়া জীব চৈতন্যকে সেই নির্লিপ্ত পরমপুরুষের নির্লিপ্তাবস্থার ভাবে আনা যায় না। গুণত্রয়ের বৈষম্যভাব দূর না হইয়া উহাদের বিরোধ থাকা পর্য্যন্ত প্রকৃতি স্বয়ংই শক্তিরূপে সেই বিভুচৈতন্যের সহিত মিশিতে পারেন না—বরফের মত ভাসিয়া বেড়ান, তাঁহার সহিত এক হইতে পারেন না—রসাত্মিকা বরফের টুকরাবস্থায় থাকিয়াই সেই প্রেম-সিন্ধুর আনন্দনীরে ভাসিয়া ও খেলিয়া বিচরণ করেন—নীর না হইয়া সে অমৃতনীরে মিশিতে পারেন না। প্রলয়কালে প্রকৃতি সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হন, তৎপর তাঁহাতে লীন হন এবং প্রলয়াবসানে আবার স্ফুরিত হন; কিন্তু জীব আপনার কর্ম্মদ্বারা চিরতরে মুক্ত হইতে পারে। তাই, ভগবান গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক নামক সাংখ্যজ্ঞানিগণের জ্ঞান) যোগকে জ্ঞানযোগ বলেন নাই। পৃথক্ ভাবে পৃথক্ অধ্যায়ে (৪র্থ অধ্যায়ে) জ্ঞানযোগের বিষয় লিখিয়াছেন। এই জ্ঞান সকল পার্থক্য ভেদ করিয়া অখণ্ডভাবে অবস্থিত—জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত জ্ঞানময় করিয়া বিভুজ্ঞানরূপে অবস্থিত। এখন আমরা এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিয়া এই অধ্যায়ের বিষয় গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কারযুক্ত জীবকে গুণ দ্বারা বান্ধিয়া রাখিয়াছেন। এই গুণের শক্তি প্রকার এবং কোন্ কোন্ গুণের দ্বারা কি ভাবে জীবের বন্ধন হইয়া থাকে তাহা বুঝাইয়া এই গুণ ধরিয়াই যে গুণের পেচ খুলিতে হইবে—গুণ-ত্রয়কে সাম্যাবস্থায় আনিয়া যে ভাবে সেই বিভুজ্ঞানে স্থিতিলাভ করিতে হইবে ও সেই ভাবে কর্ম্মানুসরণ করাই যে মোক্ষ সাধনের উপায় গীতায় ভগবান তাহা বলিয়া আসিয়াছেন। বিভুজ্ঞানে জীবের এইরূপ স্থিতি লাভ হইলে সৃষ্টিকালেও তাহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং প্রলয়কালেও আর ব্যথিত হইতে হয় না। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গুণত্রয় বিভাগ নামক যোগের প্রারম্ভেই এই কথা বলিয়াছেন:—

"পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২"

গীতা, ১৪শ অঃ।

এই অধ্যায়েও সেই তত্ত্বই পরিস্কার করিয়া বলিতেছেন। এবং প্রত্যেক বিষয়ে সাত্ত্বিক রাজসিকাদি ভেদে গুণত্রয়ের কার্য্য দেখাইয়া সত্ত্বগুণযুক্ত প্রবৃত্তি ও বিষয় গ্রহণ করিয়া তামস, রাজস গুণযুক্ত প্রবৃত্তি ও বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্ম্মশীল। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলেই গুণত্রয়ের পেচ—(কি পরিমাণের কি কি গুণ জড়িত হইয়া ঐ মিলিত গুণত্রয় কার্য্য করিয়া থাকে তাহা) দৃষ্ট হয়। জীবের জ্ঞানে উহাদের স্বরূপ প্রকাশ পাইলেই জীব গুণত্রয়ের পেচ খুলিয়া উহাদিগকে এক সাম্যাবস্থায় আনিয়া স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় নির্লিপ্ত ভাবই ভগবৎ স্বরূপের সাধর্ম্ম্য। এইরূপ সমভাবাপন্ন না হইলে জীব তাহাতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত হইতে পারিলে কর্ম্মের দোষ থাকে না, সুতরাং কর্ম্মবন্ধনের হেতু হইতে পারে না। তাই ভগবান বলিতেছেন যে, সকাম ব্যক্তিদিগের ইষ্টানিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল হইয়া থাকে কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী (নিষ্কাম) ব্যক্তির তাহা হয় না। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় দর্শনেই কর্ম্মের কারণ পাঁচটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

(১) শরীর (অধিষ্ঠান)
(২) কর্ত্তা (অহং অভিমান)
(৩) পৃথক্‌বিধ করণ (বিবিধ করণ বা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল)
(৪) পৃথক্‌বিধ চেষ্টা (প্রাণাপানাদির ব্যাপার বা ক্রিয়া)
(৫) দৈব (চক্ষুকর্ণাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্যাদি বা সর্ব্বপ্রেরকান্তর্যামী)

শরীর মন ও বাক্য দ্বারা লোকে সদসৎ যত কর্ম্মই করে এই পাঁচটিই সেই সকল কর্ম্মের হেতু। কর্ম্মের এই পাঁচটি হেতু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আপনাকে কর্ম্মের হেতু বলিয়া বা কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তি এই দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত সংসারে আবদ্ধ হয়। কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া যাহার অভিমান নাই এবং কর্ম্মে ও তৎফলে যাহার আসক্তি নাই, তিনি কোন কর্ম্ম করিয়াও আবদ্ধ হন না। ইষ্টজনক বলিয়া জ্ঞান এবং জ্ঞেয় (অভীষ্ট কর্ম্ম) এবং এই উভয়কে যিনি জানেন অর্থাৎ সেই জ্ঞান ও সেই জ্ঞেয় পদার্থের **পরিজ্ঞাতা** এই তিনই কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ। ক্রিয়ার সাধন ইন্দ্রিয়াদি **করণ** এবং অভীষ্ট **কর্ম্ম** ও **কর্ত্তা** ইহারাই প্রধানতঃ ক্রিয়ার সম্পাদক। এই জ্ঞান, (জ্ঞেয়) কর্ম্ম, ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার, সাংখ্যশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"নানা প্রকারে বিভক্ত ভূত সকল এক নির্ব্বিকার পরমাত্মা দ্বারা অনুস্যূত এক অখণ্ড ভাবে স্থিত" যে জ্ঞান দ্বারা এইরূপ দৃষ্ট হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক্ জ্ঞান বলে।

এই সংসারে ভূত সকল বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ—ভিন্ন ভিন্ন শরীরে সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভাবের বহু প্রকারের জীব আছে, যে জ্ঞান দ্বারা এইরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে।

কর্ম্মে পূর্ণাসক্তি, দেহই আত্মা এবং কেবল মূর্ত্তিই ঈশ্বর, এইরূপ অবাস্তবিক ও তুচ্ছ বোধ যে জ্ঞান দ্বারা জন্মে সেই জ্ঞানকেই তামসিক জ্ঞান বলে।

ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক্ জ্ঞানই মুক্তির হেতু। এই সাত্ত্বিক্ জ্ঞান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া বুঝা আবশ্যক।

এক নির্ব্বিকার পরমাত্মারূপ অনন্ত জ্ঞান-সাগরের মধ্যে যে এই খণ্ডজ্ঞান বা বিজ্ঞান অবস্থিত, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিবিধ খণ্ড জ্ঞানের মধ্যেও তাহা অনুভূত হয়। জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি এই তিনটি অবস্থা আছে। এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এবং জ্ঞাতারূপ চৈতন্য পদার্থ অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

জাগ্রতাবস্থায় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়া মাত্রই বুদ্ধিতে ঐ সকল বিষয় বা বস্তুর বোধ বা প্রতীতি জন্মে। যখন যে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইতেছে, তখনই সেই সেই বস্তুর বোধ অজস্রভাবে উদয় হইতেছে। একই ইন্দ্রিয় সংযোগের বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যাইতেছে। এই ঘটের, এই পটের, ঐ আকাশের, এই অন্তঃকরণের ক্রিয়ার এইরূপ নানা ভাবের প্রতীতি সর্ব্বদাই হইতেছে এবং বিষয়-ইন্দ্রিয়ের পরস্পর বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল প্রতীতি চলিয়া যাইতেছে। এই প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাতারূপে আত্মবিষয়ের প্রতীতি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয় সকল একটির পর আর একটি এইরূপে অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, ইহার মধ্যে যে একটু বিচ্ছেদ আছে অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়-বিষয় ইন্দ্রিয়ের গোচর না হয় তখনও কিন্তু জ্ঞান বর্ত্তমানই থাকেন—শূন্যের কোন প্রতীতি হয় না। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণরূপ অথবা কেবল আত্মবিষয়েই প্রতীতি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত থাকিতে তৎসহ মিশিয়া এবং উপস্থিত না থাকিলে নিরপেক্ষভাবে আত্মবিষয়ে জ্ঞান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আত্মারূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞান পদার্থ অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—বিবিধ খণ্ডাকারে উদিত (বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় লব্ধ) প্রতীতি সেই জ্ঞানসমুদ্রের বক্ষে জাগিতেছে ও ডুবিতেছে। যখন যখন এই বোধ জাগিতেছে তখন তখনই যেন জ্ঞাতা আত্মার সহিত মিশিয়া একসঙ্গেই উভয়ের প্রতীতি হইতেছে এবং যখনই ডুবিয়া যাইতেছে তখন কেবল আত্মবিষয়ের জ্ঞানই বর্ত্তমান

থাকিতেছে। এইরূপে জীবের জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞান অবিচ্ছেদেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

স্বপ্নাবস্থায় তামসিক প্রকৃতি জীবের স্থূল দেহ এবং স্থূল বিষয়ের বোধ সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া দেন, তখন কেবল লিঙ্গশরীরে জীবাত্মা অবস্থান করেন। এই লিঙ্গ-দেহ ইন্দ্রিয়ময়। ইন্দ্রিয়গণ সংস্কাররূপে স্থূল বিষয়ের যে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করিয়াছে তাহা ভাবময় অস্তিত্ব লাভ করিয়া এই লিঙ্গদেহেই অবস্থিত আছে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সেই সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া অন্তঃকরণের ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহাকেই স্বপ্ন বলে। স্বপ্নকালে সর্ব্বদাই এই স্বপ্নের জ্ঞান এবং তৎসঙ্গেই আত্মবিষয়েও জীবের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায়ও জ্ঞান ও জ্ঞাতা অবিচ্ছেদেই বর্ত্তমান থাকেন।

জীবের সুসুপ্তি অবস্থায় সেই তমঃপ্রকৃতি তাহার স্থূল দেহ, স্থূল বিষয় এবং সূক্ষ্মবিষয় প্রভৃতির বোধ সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া দেন—জ্ঞান কেবল আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবিদ্যারূপ কারণ-দেহে অবস্থান করেন। আত্মা সুখময় সুতরাং 'আমি সুখে ঘুমাইতেছি এই আত্মবিষয়েও সুখের ও নিদ্রারূপ তামসিক আবরণের জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। তাই হইলেও আমি সুখে ঘুমাইয়াছি কেবল এইরূপ স্মৃতির উদয় হয়। কারণ, যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই তাহার স্মৃতিও হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুসুপ্তিকালেও জ্ঞাতারূপ আত্মবিষয়েরও সুখ ও তামসিক আবরণের জ্ঞান—এই জ্ঞাতা ও জ্ঞান অভেদভাবে বর্ত্তমান থাকেন।

সমাধিকালে সুসুপ্তির জ্ঞাতৃত্বরূপ জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু জ্ঞাতারূপ আত্মবিষয়ের ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান এই জ্ঞাতা ও জ্ঞান অভেদভাবে বর্ত্তমান থাকে।

একাধিক বস্তু সর্ব্বাবস্থায় একসঙ্গে অনুভূত হইলে ঐ বস্তু সকলকে পরস্পর অন্বিত বলা যায়। জ্ঞাতা ও জ্ঞান সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা এইরূপ অন্বিতভাবে বর্ত্তমান থাকেন কিন্তু নিদ্রাকালের স্বপ্নাবস্থায় স্থূল দেহ ও স্থূলবিষয়ের জ্ঞান এবং সুসুপ্তিকালে স্থূল-দেহ স্থূল বিষয় লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) দেহ ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান এবং সমাধিকালে সুসুপ্তির জ্ঞাতৃত্বরূপ জ্ঞানও লোপ হয়—জ্ঞানের বা জ্ঞাতার সহিত এই দেহাদি বিষয় সকল অন্বিত থাকে না। মিলিত অনুভূতির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাকে ব্যতিরেক বলে। ইহা কখন আছে, কখন নাই। এই অন্বয় ব্যতিরেকরূপ অনুভূতি ও বিচার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয় শূন্য হইলেও জ্ঞাতা ও জ্ঞান অদ্বৈতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। ইন্দ্রিয়লব্ধ অনন্ত বিষয়ের অনুভূতির মধ্যেও আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। যে জ্ঞানের দ্বারা এই ভাবের

এক অখণ্ড জ্ঞানময় আত্মার উপলব্ধি হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক্ জ্ঞান বলে। এই সাত্ত্বিক্ জ্ঞানই যে মুক্তির হেতু তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কর্ম্মও সাত্ত্বিক্, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার :—

নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, কর্ত্তৃত্বাভিমান, রাগ (অনুরাগ—আসক্তি) ও দ্বেষ শূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাহীন যে কর্ম্ম তাহাকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম বন্ধের হেতু নহে, মোক্ষরই হেতু ; মোক্ষার্থীগণ সাত্ত্বিক ভাবেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।

ফলাকাঙ্ক্ষায় অহঙ্কারযুক্ত হইয়া আয়াসসাধ্য যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই রাজস-কর্ম্ম।

কর্ম্ম দ্বারা পরে সংসার যুক্ত বা সংসারে বন্ধ হইবে এরূপ শুভাশুভ ফল, বিত্তনাশ, পরহিংসা এবং নিজের সামর্থ্য এই সকল বিবেচনা না করিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ যে কর্ম্মানুষ্ঠিত হয় সেই কর্ম্মকে তামস কর্ম্ম বলে।

কর্ত্তাও সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ :—

আসক্তি ও অহং অভিমানশূন্য ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার-শূন্য কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

বিষয়াসক্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি লাভালাভে আনন্দও বিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস নামে কীর্ত্তিত হয়।

অনবহিতচিত্ত (বিবেকশূন্য ইন্দ্রিয়াসক্ত) উদ্ধত (অনম্র) শঠ, পরাপমানকারী, দীর্ঘসূত্রী, বিষাদী (শোকশীল) কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়।

উক্তরূপ সাত্ত্বিক্ জ্ঞান লইয়া সাত্ত্বিক্ কর্ত্তা সাত্ত্বিক্ ভাবে সাত্ত্বিক কর্ম্মাচরণ করিলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ত্রিবিধ কর্ত্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়া কার্য্য-সম্পাদক যে করণ—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি বাহ্যও যে ত্রিবিধ ভগবান তাহা বলিতেছেন :—

প্রকৃতি ও নিবৃত্তি কার্য্যাকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ মোক্ষ যে বুদ্ধিদ্বারা (যথাবৎ) বুঝা যায় সেই বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) সাত্ত্বিকী।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যকার্য্য বিষয়ে সন্দেহের কারণ যে বুদ্ধি তাহাকে রাজসিক বুদ্ধি বলে।

যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া এবং সকল বিষয়েই বিপরীত জ্ঞান জন্মায় সেই বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি।

গুণভেদে ধৃতিও তিন প্রকার :—

চিত্তের একাগ্রতা বশতঃ যে মেধা (ধৃতি) বিষয়ান্তরকে ধারণ করা (অব্যাভিচারী ভাবে ধরিয়া রাখে) সেই মেধাই সাত্ত্বিকী।

যে মেধা (ধৃতি) ধর্ম্মার্থকামকেই প্রধানরূপ ধারণ করে অর্থাৎ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট বা মুক্ত হইতে পারে না এবং সেই ধর্ম্মকামার্থের সংসর্গ বশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী করে (ধর্ম্মার্থকাম হইতে উৎপন্ন ফল লাভ জন্য পুরুষকে আকাঙ্ক্ষী করে) সেই মেধা রাজসী।

অবিবেক বহুল পুরুষ যে মেধাপ্রযুক্ত নিদ্রা (স্বপ্ন) ভয় বিষণ্ণতা ও মত্ততা হইতে মুক্ত হইতে পারে না সেই মেধাই (ধৃতিই) তামসী।

গুণভেদে সুখও তিন প্রকার :—

অভ্যাস বশতঃ যে সুখে রতি হয় (অর্থাৎ বিষয় সুখের মত যাহা সহসা প্রীতিবন্ধক ও ক্ষণস্থায়ী নহে) যে সুখে রত হইলে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিনাশ হয় এবং যে সুখ প্রথমে (অবৈধ বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য দমন করিতে হয় বলিয়া) বিষবৎ (দুঃখের ন্যায়) বোধ হয় এবং পরিণামে (সংযতেন্দ্রিয় হইলে পর) অমৃত তুল্য আত্ম তৃপ্তিকর, সেই সুখই সাত্ত্বিক্।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ প্রযুক্ত (স্ত্রীলোকের সংসর্গাদিরূপ ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযোগে নানাবিধ আসক্তিপূর্ণ কার্য্যে) প্রথমে (ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকালে) অতি প্রীতিজনক (অমৃতোপম) কিন্তু পরে (অর্থাৎ বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির পর হইতেই ইহলোকে ও পরলোকে) বিষতুল্য (অত্যন্ত দুঃখ-প্রদ) সেই সুখে রাজস সুখ।

নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে জাত অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর সুখকে তামস কহে।

যে সাত্ত্বিক্ কর্ত্তা সাত্ত্বিক্ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতিতে অধিষ্ঠিত সাত্ত্বিক্ বুদ্ধির প্রেরণায় সাত্ত্বিক্‌ভাবে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক্ সুখের (ঈশ্বর প্রীতির) জন্য সাত্ত্বিক্ ও বিহিত কর্ম্ম করিবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে পরমানন্দ রূপ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইবে।

উক্তরূপ সমস্ত সত্ত্বগুণ প্রধান সম্পদ লইয়া জীবন পরিচালিত করিলে জীব যে পরমানন্দ লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুণের প্রাধান্যভেদে জীবের স্বভাব একরূপ নহে। বিভিন্ন ভাবের। এরূপাবস্থায় সেই স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপরও নহে—সেরূপ চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইয়া বিশেষ বিপদেরই সম্ভাবনা। স্বভাবের প্রবল গতি বলপূর্ব্বক রোধ করিলে নদীর প্রবল স্রোতে যেমন দুর্ব্বল বাঁধ ভাঙ্গিয়া উভয়কূল

প্লাবিত করিয়া প্রবলপ্রবাহ চলিয়া যায়, স্বভাবের গতি সম্পূর্ণভাবে রোধ করিলে তাহার ফলও সেইরূপ হয়। এই কথাই ভগবান বলিয়াছেন :—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"৩৫

গীতা, ৩য় অধ্যায়।

অর্থঃ—জ্ঞানবান ব্যক্তি ও (অজ্ঞের কথা আর কি?) স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন। প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর কি করিবে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে (অনুকূল হইলে) অনুরাগ ও (প্রতিকূল হইলে) দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। (তাই) উহাদের বশীভূত হইবে না, কারণ উহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ। (সংকল্পপ্রভব কাম দ্বারা উহাদের বশীভূত না হইয়া স্বাভাবিক ভাবে যাহাতে উহারা রক্ষণের হেতু না হয়, সেই উপায়ে উহাদিগকে পরিচালিত করিবে)।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন ধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ; (কারণ, তাহাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের উভয়ের সুফল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না—যেমন ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধাদি করিয়া নিধন হইলেও মুক্তিলাভ করিতে না পারিলেও স্বর্গাদি সুখ লাভ করিতে পারে।

ভগবান এখানে সেই আবশ্যকীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়া পরিস্ফুট করিতেছেন :—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥"৪০

গীতা ১৮শ অঃ।

অর্থ :—পৃথিবীতে প্রাণী সকল, কি স্বর্গে দেবতাগণ কেহই এই প্রকৃতি-সম্ভূত তিন গুণ হইতে মুক্ত নহেন। (সকলেই এই তিনগুণযুক্ত) ॥

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংস্কার অদৃষ্ট রূপে প্রতি জীবের প্রকৃতি-নিহিত থাকে। এই সংস্কার মধ্যে বৈষম্যময় তিনটি গুণই বর্ত্তমান থাকে, তন্মধ্যে যে বা মিশ্রিত ভাবে

জীবের অন্তঃকরণে যে যে গুণের প্রাবল্য থাকে সেই বা মিশ্রিত ভাবের সেই সেই গুণ তাহার স্বভাবের নিয়মের হয়। উহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পৃথিবীর সমস্ত লোকেই এইরূপ স্বাভাবিক গুণ বিশিষ্ট। সত্ত্বগুণ অন্যগুণকে পরাহত করিয়া যাহাদের স্বভাবের নিয়ামক হয় তাহারা ব্রাহ্মণ * এবং সত্ত্বগুণ মিশ্রিত রজোগুণের প্রাবল্য গুণান্তরকে পরাভূত করিয়া যাহাদের স্বভাবের নিয়ামক হয় তাহারা ক্ষত্রিয়। তমোগুণ মিশ্রিত রজোগুণাধিক্য অন্যগুণকে পরাভূত করিয়া যাহাদের স্বভাবের নিয়ামক হয় তাহারা বৈশ্য। রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণের আধিক্য অন্যগুণকে পরাভূত করিয়া যাহাদের স্বভাবের নিয়ামক হয়, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হন। স্বভাবানুসারেই জীবগণ এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এই কথাই ভগবান নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥"১৪

গীতা ৪র্থ অঃ।

অর্থ :—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি (সত্য কিন্তু) তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।

কর্ম্মফল আমাকে লিপ্ত (আসক্ত) করিতে পারে নাই, কর্ম্মফলেও আমার

* প্রত্যেক ধর্ম্মেই সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এবং অন্যান্য বিশেষ কারণে তৎধর্ম্ম সঙ্গত নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা প্রতিপালন করা এক কথা, আর জাতিরূপ সংস্কারের গতিতে আবদ্ধ থাকা এবং তজ্জনিত ভ্রান্তি বশতঃ অপ্রকৃত ভাবে শাস্ত্রের কদর্থ করা অন্য কথা। যাঁহারা গুণভেদে গুণকর্ম্মের বিভাগানুযায়ী কেবল ভারতবর্ষেই এবং শ্রেণী বিশেষ মধ্যেই ভগবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই আমরা মনে করি। গীতার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনিক। গীতার সর্ব্বযোগসমন্বিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ পরম ধর্ম্ম, বেদ, অন্য শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের বিরাট্‌রূপ, গুণানুযায়ী গুণগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, শ্রেণী বিভাগ যাঁহারা দেশকাল, জাতিরূপ ক্ষুদ্র পেটিকাতে ভরিয়া রাখিতে চান, তাহারা গীতার ও গীতা বর্ণিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা সেই পরমারাধ্য ভগবানের অবমাননা করেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সমাজের হিতের জন্য জাতীয় রীতিনীতি সামাজিক আচার ব্যবহারে মাত্র বর্ণ বিভাগ আবদ্ধ থাকিয়া যদি সংস্কার রূপে অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে তবে তাহা জীবের সংসারে বন্ধনের জন্য দৃঢ় প্রধান রজ্জু হয়।

স্পৃহা নাই। এই প্রকার যিনি আমাকে জানেন, তিনি (ও) কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হন না।

ভগবান পুনরায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহাই বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১

অর্থ :—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারজাত গুণ দ্বারা বিশেষ ভাবে বিভক্ত।

প্রকৃতির সৃষ্টির জন্য উন্মুখী হইলে কর্ম্মফল দাতা ভগবান জীবনকালের প্রকৃতি নিহিত গুণ কর্ম্মের স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী প্রত্যেকের সৃষ্টি করেন—নিজ স্বভাব বশতই তাহারা এইরূপ হয়। এই সৃষ্টি কার্য্যও তাঁহার "অহং" অভিমান বা আসক্তি নাই, সুতরাং তিনি কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা।

পৃথিবীর মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে শূদ্র তাহা তাহার অন্তঃকরণ ও কার্য্যের প্রবণতা দেখিয়া সেই লক্ষণানুযায়ী স্থির করিতে হইবে।*

সেই লক্ষণগুলি এই :—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রংকর্ম্ম স্বভাবজাম্ ॥৪৩
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥"৪৪

গীতা, ১৮শ অঃ

পরবর্ত্তী ৪৫ ও ৪৬ শ্লোকের ভাবর্থ এই যে, সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণ তাহার প্রেরণা হইতে যে কর্ম্মসম্পাদিত হয়, তাহা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, অন্যান্যগুণের প্রাধান্য বিশিষ্ট অন্তঃকরণও তাহার প্রেরণা হইতে যে কর্ম্মানুষ্ঠিত হয়, তাহা তদপেক্ষা অঙ্গহীন হইলেও সেই স্বাভাবিক কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। কারণ, স্বভাবের গতিরোধ করা সহজ সাধ্য নহে; বিশেষতঃ কৌশলে কার্য্যকরিলে কর্ম্মের দোষও নষ্ট হইয়া যায়। যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণীগণের প্রবৃত্তি ও

* ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নামে অভিহিত প্রত্যেক বর্ণ হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে তত্তৎ বর্ণোচিত লক্ষণ পরিদৃষ্ট না হইলে তাহাদিগকে যথাকালে তত্তৎ বর্ণের ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা থাকে না এবং শাস্ত্রবিধি প্রযোজ্য হয় না। সেরূপ প্রয়োগ কার্য্যকারীও হয় না।

প্রবৃত্তিরা চেষ্টা উৎপন্ন হইতেছে এবং যাঁহার একদেশে অনন্তবিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে, স্বর্গগত গুণসম্ভূত স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে—কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পন করিয়া নির্লিপ্ত হইলে, সেই তত্ত্ববস্তুকেই লাভ করা যায়। সুতরাং স্বর্গগত স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিলে পাপস্পর্শ করে না—পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান তাহাই বলিতেছেন :—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥"৪৮

গীতা ১৮ শ অঃ

অর্থ :—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম (যাহা নিজের স্বভাবের প্রতিকূল এবং অন্য ব্যক্তির স্বভাবের অনুকূল ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাহা) হইতে শ্রেষ্ঠ। কেবল, (স্বর্গগত গুণবিশিষ্ঠ স্বভাবানুযায়ী) স্বাভাবিক ভাবে (কৌশল পূর্ব্বক) কর্ম্ম করিলে পাপস্পর্শ করে না।

স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না, কারণ, অগ্নি যেমন (সহজাত) ধূম দ্বারা আবৃত সেইরূপ কর্ম্ম মাত্রই দোষাবৃত।

সুতরাং কর্ম্মের এই দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম করিলে দোষত স্পর্শই করিবে না, জীবকে মুক্তি পথেরই পথিক্ করিবে। কর্ম্মের যে সকল দোষ মুক্তির অন্তরায় বলিয়া জীবের পরম শত্রু তাহা ভগবান গীতার নানা স্থানেই বলিয়াছেন। আসক্তি বা কামনা, কর্ত্তৃত্বাভিমান, কর্ম্মফলেস্পৃহা ইহারাই পরমানন্দ প্রাপ্তির বিশেষ অনন্তরায়। কর্ম্মযোগে ভগবান এই কথা বলিতেছেন :—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭
ধূমানাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥"৩৯

গীতা ৩য় অঃ

অর্থ :—এই রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র কাম (প্রতিহত কামনা হইতে জাত) এই ক্রোধ, ইহাকে মোক্ষ মার্গের বৈরী জানিও।

ভারত-সঙ্গীত সমাজের সুযোগ্য গায়ক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস কর্ত্তৃক দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া গীত হইল।

কাঁদে আজি সারা বঙ্গ সারদারে হারাইয়া।
বিয়োগ-বেদনা-তাপ উঠে শ্বাসে উছসিয়া॥
আজীবন যার পূর্ণ প্রতিভায়
সৌরকরোজ্জ্বল গুণ গরিমায়।
ছিল দীপ্ত বঙ্গ, সে আজি কোথায়?
রাজে কতদূরে কি দীপ জ্বলিয়ে।
যেথায় সেথাক, ঢালিবে সেথায়
দীপ্তি প্রতিভার ময়ূখ মালায়,
আঁধারে এ বিশ্ব আজি ডুবে যায়
কেবা আছে আর দিতে তা মুছিয়ে—
সে যে গেছে চ'লে শুধু স্মৃতি রে'খে,
এস স্মৃতি ভাসে রাখি চিতে এঁকে
গুণ কটা তার সবশোক ঢেকে,—
দিবে কর্ম্ম সাক্ষ্য পথ দেখাইয়া॥

অনন্তর সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে সমস্ত ব্যক্তি প্রয়োজন বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের নামসমূহ পাঠ করিলেন। বর্দ্ধমান-কুঠীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দত্ত, কৃষ্ণনগরের রায় বিশ্বেশ্বর রায় বাহাদুর, উলিপুরের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুণ্ড বিদ্যাবিনোদ, হাটগ্রামের শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা, টাকীর শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, নড়ালের রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, পুঁঠিয়ার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ নাথক, নগরবাঁকার শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার, টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বি-এ, মাহাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র,নাটোরের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সরকার, বরিশাল কাশীপুরের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু,শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ, যশোহর-রামনগরের শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ-চৌধুরী, যশোহর ফুলবদিনার ডাঃ শ্রীশশিভূষণ সরকার, রংপুর ধাপের হাটের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থসভা, সমেশপুর-কায়স্থ-সম্মিলনী, কুষ্টিয়ার শাখাসভা, রংপুর-শাখাসভার সম্পাদকগণ এবং বিদেশীয় বাঙ্গালী কায়স্থগণের মধ্যে পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে (অবসর প্রাপ্ত সবজজ), মতিহারীর শ্রীযুক্ত

গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু এম্-বি, ফৈজাবাদের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায়, কানপুরের শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ এবং বিদেশীয় কায়স্থ-সমাজ হইতে—লক্ষ্ণৌএর কায়স্থ-সদর-সভার সম্পাদক এন-বি শ্রীবাস্তব, মধ্য ভারত হইতে যোধপুরের কায়স্থকুল-সেবক সম্পাদক, পাতিয়ালা রাজ্যের পুলিশ ইনেস্পেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ নিগম ও নিজাম হায়দরাবাদের, দবিরপুরের মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল এম্-এল্ ইঁহাদের সহানুভূতিপূর্ণ পত্র, এবং কোচবিহার হইতে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ ও বীরভূমের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থের প্রেরিত প্রবন্ধের উল্লেখ করিলেন। ইহার পর সভাপতি মহোদয় কাকিনার রাজা বাহাদুর-প্রেরিত সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পড়িয়া তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সমবেত কায়স্থ ভাতৃগণ! আমার যথাযোগ্য নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য ও নিবেদন এই—

বাঙ্গালীর বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, দেখিতে দেখিতে জন্মভূমির সুসন্তান কুলতিলকগণ একে একে তিরোহিত হইতেছেন। একটির শোক ভুলিতে না ভুলিতে আর একটি আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিতেছে। যেমনটি যাইতেছে, তেমনটি আর আসিতেছে না, বুঝি আসিবেও না। আজ যে মহাপুরুষের তিরোধান জন্য শোকপ্রকাশ ও স্মৃতিসম্মান প্রদর্শনার্থ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, সেই কায়স্থকুলগৌরব স্বদেশভক্ত দেশমান্য সারদাচরণ মিত্র মহাশয় গত ২৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার রজনীতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা যাহা হারাইলাম, তাহা ত আর পাইব না। পাণ্ডিত্যে, বিচারবুদ্ধিতে, স্বদেশসেবায়, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে, মেধায়, মনীষায় বাস্তবিক সারদাচরণ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে ধর্ম্মাধিকরণে, সমাজে এবং ধর্ম্ম-মহামণ্ডলে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উচ্চ নীচ সকলেরই হৃদয়-রাজ্যে সমান আসন বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। মানুষ কিরূপে বড় হইতে পারে, মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, জীবনের কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত, সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। অল্প বয়সে একবর্ষ মধ্যে বি-এ, ও এম-এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং সে সময়ের কায়স্থ-সমাজে বিরল-প্রচার সংস্কৃত পরীক্ষায় রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগের সকলকেই তিনি

চমৎকৃত করিয়াছিলেন। যে সময়ে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিতের নিকট অবজ্ঞার জিনিস ছিল, বঙ্গবাণীর প্রকৃত ভক্ত সারদাচরণ সেই সময়ে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিতের হৃদয়ে নবীনভাব জাগাইয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজ-রাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি মাতৃভাষার সেবায় কখন বিমুখ হন নাই অথবা জাতীয়তা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। যেখানে জাতীয়তা, সামাজিকতা বা ধর্ম্মমণ্ডলীর আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে, সেইখানেই আমরা সারদাচরণের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়াছি। যেখানে পল্লীকুটীরবাসীর আর্ত্তনাদ, অবজ্ঞাত জনমণ্ডলীর প্রতি সামাজিক নিগ্রহ সেইখানেই আমরা সারদাচরণের প্রাণের স্পন্দন দেখিয়াছি। কৃষকের পল্লীসন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রে, প্রজা সাধারণের উন্নতি-মূল বাণিজ্যক্ষেত্রে, জাতীয় ও সামাজিক উন্নতির মূল শিক্ষা-পরিষদে সর্ব্বত্রই আমরা সারদাচরণের একান্ত সংস্রব লক্ষ্য করিয়াছি। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সঙ্গে বাঙ্গালীর সর্ব্বজাতীয় উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ রক্ষণশীল হিন্দু হইলেও তাঁহার উচ্চ হৃদয় কখনও সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সকল জাতির,সকল সমাজের ও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে কখন বিচলিত হন নাই। তাহারই ফলে তাঁহারই যত্নে Convention of Religions বা ভারতীয় নিখিল-ধর্ম্ম-সম্মেলন এবং ভারতবর্ষীয় নিখিল-কায়স্থ সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহারই ফলে তিনি নিখিল ভারতে সকল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয়তা ও সামাজিকতার প্রসার বৃদ্ধির মানসেই তিনি দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ হইয়াও এবং নিজ সমাজের কুলমর্য্যাদার দিকে একান্ত নিষ্ঠা থাকিলেও বঙ্গজ সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেবল কায়স্থ সমাজ বলিয়া নহে, যাহাতে বঙ্গের কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয় একত্র সম্মিলিত হন, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এমন কি যাহাতে সমগ্র ভারতীয় বিশুদ্ধ কায়স্থ সমাজের মধ্যে সকলেই পরস্পর একতা বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন, এ সম্বন্ধে সারদাচরণের প্রাণের একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যে সকল আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে, সমাজ যাহাতে সেই সকল পঙ্কিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়, মহাত্মা সারদাচরণ সর্ব্বদাই তাহার কামনা করিতেন। তাই তিনি যেখানে বরপণের বিভীষিকা, কন্যাকর্ত্তার উপর অসঙ্গত অত্যাচার ও বিবাহে ব্যয় বাহুল্য দেখিতেন, তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন অথবা সেই সকল অন্যায় কর্ম্মাদিগের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে চাহিতেন। তিনি জানিতেন, জাতীয়তা রক্ষা করিতে না পারিলে কোন সমাজই উৎকর্ষ বা প্রাধান্য-লাভে সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাসেই তিনি কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যদি আর্য্যজাতির উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে চাও, কায়স্থ জাতিকে যদ্যপি প্রকৃত আর্য্য-সন্তান বলিয়া মানিতে চাও, তাহা হইলে আর্য্য বৈদিকধর্ম্মের মূলমন্ত্র সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। উপনয়ন ব্যতীত সাবিত্রী মন্ত্রে অধিকার নাই। তাই তিনি যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এমন কি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও একদিনের জন্যও স্বজাতির হিতচিন্তায় বিরত হন নাই। তিনি জানিতেন, সমগ্র কায়স্থ-সমাজের হিতের জন্য এই কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা। তাই কায়স্থ-সভার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বলিতে কি, যে সময়ে কায়স্থ সমাজের অনেক প্রাচীন নেতা সৎসাহসের অভাবে কায়স্থ-সভার সংস্রব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে যে কয়েকজন মহাত্মা কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মনীষী সারদাচরণ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সারদাচরণের স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় না পাইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা উপযুক্ত সম্মান লাভে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ।

তিনি কায়স্থ-সভাকে যেমন ভালবাসিতেন, সেইরূপ তাঁহার বহু চেষ্টার এবং বহু আদরের আর্য্য-বিদ্যালয়টিকেও কায়স্থ-সভার হস্তে অর্পণ করিয়া, নিজ মহত্ত্ব বিস্তারের সঙ্গে কায়স্থ-সভার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ কায়স্থ সভা তাঁহার উপযুক্ত অভিভাবক হারাইয়া এই মহাশোকের দিনে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিবার জন্য সমগ্র কায়স্থ-সমাজকে আহ্বান করিয়াছেন। কেবল আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বলিয়া নহে, বঙ্গের সর্ব্বোচ্চধর্ম্মাধিকরণ হইতে সকল সভা-সমিতি, এমন কি ভারতের সকল প্রদেশের উচ্চ শিক্ষিত মণ্ডলী পর্য্যন্ত সারদাচরণের তিরোধানে শোক প্রকাশ করিয়া মৃতমহাত্মার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও নানা বিষয়ক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া সকল দেশীয় সংবাদপত্রেই তদীয় গৌরব-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সেই অসাধারণ মহাপুরুষের পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আত্মপ্রসাদলাভের জন্য কএকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। পরিশেষে সর্ব্বসাধারণ ভ্রাতৃমণ্ডলীকে নিবেদন করিতেছি—

যে স্বর্গীয় মহাত্মার ঐকান্তিক যত্নে ও বিশেষ আনুকূল্যে এবং যাঁহার মন্দিরে

কায়স্থ-সভার জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় স্বনামধন্য রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের পবিত্র মন্দিরে আজ আমরা আবার সমবেত হইয়াছি, আমি যেন মানসপটে দেখিতে পাইতেছি, যেন সেই স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের পুণ্যাত্মা আমাদের যেন ইঙ্গিত করিতেছেন, ৺সারদাচরণের শোকস্মৃতি উপলক্ষে আবার মিলন-শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে—আবার সর্ব্বসমাজের সর্ব্বকায়স্থের মিলনেই সারদাচরণের শোকস্মৃতির উদ্বোধন হইবে। আমারও শেষ অনুরোধ—এই কায়স্থ-সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পুণ্যক্ষেত্রে আমরা যেন পরস্পর মতভেদ বা অনৈক্য ভুলিয়া গিয়া যেন স্বর্গগত সেই ঘোষজ ও মিত্রজ মহাত্মাদ্বয়ের সাধু উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগী হইতে পারি।

তৎপরে কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কায়স্থকুলচূড়ামণি, ভারতগৌরব, বঙ্গমাতার কৃতী-সন্তান, স্বদেশ-ভক্ত, স্বধর্ম্মানুরাগী ও স্বনামধন্য সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ভারতীয় নানা স্থানের কায়স্থ মহাশয়গণের সহিত সমবেত হইয়া গভীর মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন। এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

তিনি সবিশেষ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিলেন যে, সারদাচরণের ন্যায় কর্ম্মী ক একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজে যাহা বলিতেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন। তিনি শুধু তাঁহার পরিবারের সন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের কৃতীসন্তান ছিলেন। মিত্র মহাশয়ের অভাবে কেমন করিয়া কায়স্থ-সভা চলিবে তাহাই ভাবিবার কথা। কিন্তু আমার কথা এই যে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর কায়স্থ-সভা পরিচালন ব্যাপারে সহায়তা করিলে সারদাচরণের কীর্ত্তি তথা রমানাথের কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারিবেন।

তারপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, সারদাচরণ কেবল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন না, প্রত্যুত তিনি চারিশ্রেণীরই কায়স্থ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কেবল যে বাঙ্গালাকে এক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নয়, সমস্ত ভারতকে এক করিবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একলিপি বিস্তারকল্পে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ওকালতী, জজিয়তী প্রভৃতি তিনি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতেই সফলকাম হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, কারণ তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনবিহারী বসু মহাশয় এই প্রস্তাব ওজস্বিনী ইংরাজী ভাষায় অনুমোদন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় প্রস্তাবটিগৃহীত হইবার সময় উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি স্বীকার করিয়া লইলেন। আশুবাবু অনুমোদন কালে বলিলেন, সারদাচরণের মৃত্যুতে আমাদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত। রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহ আমাদের পীঠস্থান, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য যেমন ধর্ম্মবীর ছিলেন, রাম, অর্জ্জুন যেমন যুদ্ধবীর ছিলেন, আমাদের স্বর্গীয় সারদাচরণ সেইরূপ কর্ম্মবীর ছিলেন। আজকাল ম্যালেরিয়ার ভয়ে কেহ পল্লীগ্রামে বাস করিতে চাহে না; ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত পানশেহালায় তিনি ইচ্ছা করিয়াই বাড়ী করিয়া বাস করিয়াছিলেন। পানশেহালার ভীষণ শ্মশানের নিকটে পুণ্যপুতচেতা সারদাচরণ পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পল্লীভবন যাহাতে লোকে পরিত্যাগ না করে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি স্বদেশভক্ত ছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। বৈকুণ্ঠবাসী মাননীয় মিত্র মহাশয় তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতীয় সকল প্রদেশস্থ কায়স্থগণকে একতা বন্ধনে সংবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের নানাবিধ উন্নতি কল্পে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। মৃত মহাত্মার এই প্রকার স্বজাতির হিতসাধন জন্য সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ সকলে তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। অদ্যকার কায়স্থ-সভা স্বর্গীয় মহাত্মার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও বিবিধ অনুষ্ঠান স্মরণ করিয়া তাঁহার স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার আবশ্যকতা স্থির করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় এই ৩য় প্রস্তাব করিবার সময় বলিলেন যে,এই প্রস্তাবকে তিন ভাগে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। সারদাবাবু নানা বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত কর্ম্মী আমরা বড় একটা দেখিতে পাই না, কর্ম্ম করিয়া তিনি নিজের শরীরপাত করিয়াছিলেন—কর্ম্মকে তিনি যজ্ঞরূপে, সেবারূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমরা কখনও তাঁহাকে বাজে গল্পে বা বাজে কাজে সময় কাটাইতে দেখি নাই। একলিপিবিস্তার কল্পে তিনি কিনা চেষ্টা করিয়াছিলেন! এক ভাষা না হইলে ভাববিনিময়ের সুবিধা হয় না, ইহার প্রধান উপায় একলিপি বিস্তার—ইহারই জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মূলতঃ আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী, আমাদের সকলের ধর্ম্মের মূল বৈদিক ধর্ম্ম, আমরা একদেশবাসী এক ধর্ম্মাবলম্বী—আমাদের এক রাজার শাসনে বাস। যে সময় ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী লইয়া ব্যস্ত

ছিলেন, সেই সময় তিনি বাঙ্গালাভাষার জন্য, বঙ্গসাহিত্যের জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি পূজ্যপাদ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহিত "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের যত্নে কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় আজ ঠিক যেখানে দাঁড়াইয়া আমি আপনাদের সহিত কথা বলিতেছি, যখন কায়স্থ-সভার ১ম অধিবেশন হয়, তখন এইখানেই দাঁড়াইয়া আমি বলিয়াছিলাম—আমরা চারি ভ্রাতা বিভ্রান্ত হইয়া চারিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এখন আমরা চারিভাই একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। আজ কি সুখের দিন! স্বর্গীয় সারদাচরণ শুধু বঙ্গদেশীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থের সম্মিলন-বিধানে বদ্ধপরিকর হন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মেলন একমাত্র তাঁহারই উদ্যোগে কার্য্যে পরিণত হইবারমত হইয়াছিল। আমরা সারদাচরণের দেশের লোক, আমাদের তাঁহার দেশের লোকের উপযুক্ত হওয়া উচিত। তিনি বাস্তবিকই ম্যালেরিয়াবিজয়ী বীর ছিলেন। ভারতবর্ষে কায়স্থ নাম যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল থাকিবে। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহারই অনুসরণ করিলে তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা করা হইবে।

অনন্তর রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার মহাশয় সমস্ত সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বহু প্রমাণ ও উদাহরণ দিয়া সকলের নিকট নিসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন করিলেন যে, সারদাচরণ প্রকৃত প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, সারদাচরণের পাঁচটি পদার্থের উৎকর্ষ ছিল। তিনি নিত্য গীতাপাঠ করিতেন। অকপটতা ও আন্তরিকতা তাঁহার ভূষণ ছিল। ন্যায়পরতা তাঁহার চিরসহচর—বিচারাসনে বসিয়া তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রীতি ও পল্লীসেবা তাঁহার ব্রত ছিল। তাঁহার ন্যায় অকপট কর্ম্মী বড় একটা দেখা যায় না।

ইহার পর অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সুমধুর শ্লোক ও পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া সারদাচরণ-স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বলিলেন;—"সারদাচরণের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে আমি আপনাদিগের নিকটে একটি ভিক্ষা করিতেছি, বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের নিকট অর্থাৎ পশ্চিম বাঙ্গালাবাসী কায়স্থগণের নিকট;—যে সারদাচরণ, যে কায়স্থগণের শূদ্রত্ব দূর করিবার জন্য, যে উপনয়নাদির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গেলেন, তাঁহারই স্মৃতির জন্য ও তাঁহারই কার্য্যের সাহায্য জন্য আপনারা উপবল

কার্য্য করিতে সাহসী বা অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইলেও "দাস" শব্দ ব্যবহার করিবেন না, "বর্ম্মণ" কথাটীর ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আজ সারদাচরণের পুত্রগণকে ধন্যবাদ দিই যে, তাঁহারা উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানের কার্য্য করিয়াছেন। দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারদাচরণ কায়স্থজাতির হীনকর্ম্মতা দূর করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেই মত তাঁহাকে সাহায্য করুন নতুবা কায়স্থ জাতির কায়স্থত্ব থাকে না। সারদাচরণের বিশেষ গুণ ও প্রতিভার সম্বন্ধে অনেক সভাসমিতি হইয়াছে, অনেক স্থলে সংবাদ পত্রের লেখকেরা এবং বক্তারা উপনয়নের সৃষ্টিটী Carefully avoid করিয়াছেন। স্বর্গীয় রামনারায়ণ মিত্র, ৺গুরুচরণ মজুমদার, ৺বৃন্দাবন মিত্র ও ৺মোহনলাল মিত্র মহাশয়গণ উপনয়ন সম্বন্ধে আজীবন পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু সারদাচরণ অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও এমন পথ করিয়া গিয়াছেন যে, কায়স্থের শূদ্রত্ব একেবারে ভুল, কায়স্থ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। ধন্য মহাত্মা সারদাচরণ! তিনি বিশ্বামিত্রের গোত্রসম্ভূত, গোত্রানুরূপে প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর এক কথা—এই বাটী স্বর্গীয় খেলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের। এই স্থানে সনাতন ধর্ম্ম-সভা হইত। নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। এই সভায় লর্ড নর্থব্রুক আসিয়াছিলেন। সেই বংশের উজ্জ্বল রত্ন রমানাথ ঘোষ মহাশয়—তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। তাহার সহায়তায় আমরা বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচার্থ এখানে অনেক সভা করি। ৺পুরীতে বাঁদর মারা নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা হয় তাহাতে রমানাথের স্বাক্ষর অগ্রে গ্রহণ করা হয়; কারণ তিনি অতিশয় হিন্দু ছিলেন—আমি তিন দিনের পর তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করি। পূজাদি অন্তে ইষ্টদেবের নাম না লিখিয়া তিনি লেখনী ধরিতেন না। আশাকরি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাঁহার জীবনের শেষ সময়ে ধর্ম্ম বলিয়া যে অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে ছিলেন, ইনি সেই পথ অনুসরণ করিয়া, তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবেন। অতঃপর এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। মাননীয় মিত্র মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি "স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি" গঠিত হউক এবং প্রয়োজনানুসারে সমিতির সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া লইবার জন্য তাঁহাদের প্রতি ক্ষমতা অর্পন করা হউক।

এই চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন—মাননীয় মিত্র মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা

করিবার জন্য মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর K. C. I. E. কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীরায় সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, মাননীয় শ্রীনাথ রায়, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, রায় বিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। এই সকল মহোদয়গণকে লইয়া একটি স্মৃতিরক্ষা-সমিতি গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয়গণ এই সাধু প্রস্তাবের যথারীতি সমর্থন ও অনুমোদন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। রায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক হইবেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে, পূর্ব্বের চারিটি প্রস্তাবের এক প্রস্থ প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক্।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় বলিলেন, যে মহাত্মার গৃহে আমরা উপস্থিত হইয়াছি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছা যে মহাত্মার গৃহে কায়স্থ সভার জাতকর্ম্ম হইয়াছিল সেইখানেই এই সভার কার্য্য পরিচালিত হউক্।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে সুচারু রূপে সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাধাগোপাল নন্দী। কোন্নগর। ৯-১১-২৪সন

কায়স্থ পত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

জাতিভেদ-প্রথা।

এই চরাচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী আবহমান কাল হইতেই পদার্থ সমূহে পরিবৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল পদার্থ প্রকৃতি ভেদে নানাবিধ জাতি বা শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে। ইহা জগৎ স্রষ্টার এক অপূর্ব্ব কৌশল বা অত্যাশ্চর্য্য বিধান। কোন পদার্থ চেতন, কোন পদার্থ অচেতন, আবার কোন পদার্থ এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, চেতন ও নয় অচেতন ও নয়; উহাদের প্রাণ আছে, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ক্ষয়বৃদ্ধি সমস্তই আছে। অথচ জড়বৎ এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াতের শক্তি রহিত। ইহারা যথায় জন্মে তথায়ই অবস্থান করে, উর্দ্ধ ভেদ করিয়া জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিদ বলা হয়। পুনশ্চ পদার্থ বিশেষ অবস্থাভেদে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় নামেও অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ হইতেই এরূপ জাতিভেদের ও আকৃতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম নিরন্তরই চলিয়া আসিতেছে। ইহা একটী চিরন্তন প্রথা। এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। ইহা উঠাইয়া দিবার কোনও উপায় নাই। জাতিভেদ অপরিহার্য্য। আমরা এ স্থানে একমাত্র পদার্থ লইয়াই বিচার করিয়া দেখাইব, জাতিভেদ প্রথা বর্জ্জন করা যায় না।

চেতন পদার্থের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সরীসৃপ ইত্যাদি

বিভিন্ন জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অচেতন এবং উদ্ভিদ পদার্থেরও ইহাই রীতি। কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল পদার্থের মধ্যেই এই জাতিভেদ বা শ্রেণী ভেদ আছে। এই জাতি গুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে পরিণত হইয়া বহু সংখ্যক জাতির উৎপত্তি করিয়াছে। মনুষ্যে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণগত ভেদ রহিয়াছে। ইহারা প্রকৃতি ভেদে আর্য্য ও অনার্য্য হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্প্রদায় অনুসারে কত অসংখ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া জাতিভেদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে—সর্ব্বত্রই জাতিভেদের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। পশুগণে—মৃগ, শ্বাপদ ইত্যাদি ভেদ রহিয়াছে। পক্ষীতে মৎস্যাশী বা মাংসাশী, উদ্ভিজ্জ-ভোজী বা ফল-ভোজী। কীট পতঙ্গাদিতেও এইরূপ জাতিভেদ রহিয়াছে। অচেতন এবং উদ্ভিদ পদার্থও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিভেদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল পদার্থেরই এই একই কথা। এ সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিভেদের কথা আর বিশদরূপে না বলিলেও চলিবে। অচেতন ও কঠিন পদার্থ নানা রকম। উদ্ভিদ অনেক প্রকার, ইহা কে না জানে? স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু কে না দেখিয়াছে? আমগাছ, কাঁটাল গাছ, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদির গাছ সকলেরই দেখা আছে। এ সমস্তেরই জাতিভেদ আছে। ইহা স্বাভাবিক। এই জাতিভেদ কিছুতেই উঠান যায় না।

একই জাতীয় পদার্থের মধ্যেও গুণ বা প্রকৃতিগত অনেক প্রার্থক্য রহিয়াছে। তরল পদার্থ মধু ও ঘৃত এক গুণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট নয়। পশু উদ্ভিজ্জাশী গরু ও মাংসাশী ব্যাঘ্রের প্রকৃতি বিভিন্ন। ইহাদের প্রত্যেকেরই একটা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বা জাতিভেদ রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধরিলেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যাহার করা যায় না। দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থকে এক জাতি করিয়া লওয়া কঠিন হয়—ঐক্য সাধন করা চলে না। সুতরাং জাতিভেদ রহিত করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতেছে, অগ্নি ও জলের প্রকৃতি বা গুণ পরস্পর বিরোধী, এ উভয়ের মিলন হইতে পারে না। জলরাশিতে অগ্নি প্রদান করিলে নির্ব্বাপিত হয়। প্রচণ্ড অগ্নিতে জল বিন্দু নিক্ষেপ করিলে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। বাড়বানল বিশেষ কার্য্যকরি হয় না। কোনও পাত্রে জল উত্তপ্ত করিলেও যতক্ষণ উষ্ণ অনুভব করা যায়, মাত্র তৎকাল পর্য্যন্তই অগ্নির দাহিকা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, উষ্ণত্ব বিনাশ হইলে উহাতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। উষ্ণ জলেও জলের শীতলত্ব গুণের বিকাশ হয় না। জাতিভেদ থাকিয়াই যায়।

আরও দেখিতেছি, যে যে পদার্থের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তৎসমূহও এক

জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একই আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির দুইটী পদার্থ সম্পূর্ণ রূপে একই জাতিভুক্ত হইতে পারে না। মূষিক ও গন্ধমূষিক একই আকৃতির জন্তু এবং মূষিক জাতির অন্তর্গত। তথাপি তাহাদিগের জাতিকে পৃথক পৃথক মনে করিতে হয়। সর্পের মধ্যে সকল সর্পের আকারই প্রায় একরূপ বটে তথাপি তাহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। সকল সর্পকে এক জাতীয় স্বীকার করা যায় না। পশুর মধ্যে কুকুরের জাতিভেদ আছে। বিড়াল বন্য ও গ্রাম্য দুই প্রকার ইত্যাদি। পক্ষীর মধ্যে কাক নানা জাতীয়, চিলের—শঙ্খ ও গোচিল ইত্যাদি রূপ জাতিভেদ আছে। হংসপারাবাতেরও শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জাতির মধ্যেও স্বতন্ত্র শ্রেণী রহিয়াছে। একই আকারের তরল পদার্থ গুলিতেও বিভিন্ন শ্রেণী দেখা যায়। দুগ্ধ ও জল এক নয়, কূপ জলে ও নারিকেল জলে গুণে অনেক প্রভেদ। কঠিন পদার্থ গুলিও তদ্রূপ। সৈন্ধব লবণে ও করকচে গুণে এক নয়। প্রস্তর নানাবিধ, একই আকৃতি বিশিষ্ট ফল বা শস্যের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। আম, জাম, কলা, নারিকেল, বাঁশ, বেত, শিম, বেগুণ ইত্যাদির প্রত্যেকেরই জাতিভেদ রহিয়াছে। কলা নানা রকম, বাঁশ নানা রকম ইত্যাদি। জলজ প্রাণীতেও জাতিভেদ রহিয়াছে। মৎস্য নানা জাতীয়, সিঙ্গী ও মাগুরে, রোহিত ও মিরগেলে প্রভেদ রহিয়াছে, ইত্যাদি। উভচর মধ্যে কচ্ছপাদিরও জাতিভেদ আছে। বায়বীয় পদার্থেও জলীয় বাষ্প এবং ধূমের স্বতন্ত্র বিভাগ রহিয়াছে। এইরূপ সকল পদার্থের মধ্যেই জাতিভেদ দৃষ্ট হইতেছে। কেমন করিয়া উক্ত জাতিভেদ প্রথা রহিত হইবে?

আর একটি কারণেও জাতিভেদ-প্রথা সুদৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। সমস্ত চেতন পদার্থ বা জীবের মধ্যেই নরনারী অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্ত্রী-পুরুষ জাতি, দুইটী সৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে অনন্তকালের জন্য জাতিভেদ রক্ষার এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্ত্রীকে যেমন পুরুষ করিয়া লওয়া যায় না, এবং উভয়কে তুল্য অধিকার প্রদান করা যায় না। তেমন এক জাতিকেও অন্য জাতি করিয়া লওয়া যায় না—ও তদ্রূপ অধিকার প্রদানও করা যায় না। করিলে সর্ব্ব বিষয়েই বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হয়, ইহা নিয়তই দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদেরও পূর্ব্ব সংস্কারই মজ্জাগত থাকিয়া যায়। এদেশীয় যে সকল হিন্দু বহু পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, হিন্দুর চাল চলন এখনও তাহাদের মজ্জাগত অবস্থায় রহিয়াছে। স্ত্রী পুরুষে যেমন জাতিভেদ

আছে, তেমন সব জাতির মধ্যেই অল্প বিস্তর জাতিভেদ রহিয়াছে। ভদ্রে অভদ্রে, পাপী পুণ্যবানে, ধনী দরিদ্রে, মূর্খ ও পণ্ডিতে নিয়তই জাতিভেদ রহিয়াছে। এই জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দিলে দণ্ড পুরস্কারের আবশ্যক থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োজন রহিত হয়, শিষ্টাচার পলায়ন করে, সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি এককালে বিনাশ হয়, প্রকৃতি দেবী কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন, সংসারস্থ যাবতীয় পদার্থেরই একবারে সমূলে বিলয় প্রাপ্তি ঘটে।

অভদ্রকে ভদ্র শ্রেণীতে উন্নীত করিলে, অজ্ঞানকে জ্ঞানবানের দলে মিশাইলে, মূর্খকে পণ্ডিতের আসনে স্থান দান করিলে, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক সাজাইলে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়। এ সব কার্য্য জোর করিয়া করিলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী থাকিতে পারে না। জল উর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করিলেও অধোগামী হইয়া থাকে। পঙ্গু কখনও উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিতে পারে না। যদি কেহ নদী উত্তীর্ণ হইবার মানসে দুর্ব্বল ও অক্ষম ব্যক্তিকে স্কন্ধে বহন করিয়া নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সে চেষ্টা অধিক সময়ই বিফল হয়। কোনও কারণে স্কন্ধস্থিত ব্যক্তি স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া জলে নিমজ্জিত হইলে তাহার আর জীবন রক্ষার উপায় থাকে না। তাহাকে রক্ষা করার চেষ্টা করাই বৃথা হয়। তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে না পারিলে পরের পা দিয়া কেহই হাটিতে পারে না। যে ব্যক্তি বামন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সে কি আর দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হইতে পারে? যে পদার্থ স্বাভাবিক হ্রস্ব, তাহাকে টানিয়া কখন বৃদ্ধি করা যায় না। জোর করিয়া টানিলে উহা ছিড়িয়া যায়। অভদ্র যখন সুশিক্ষিত হয়, পাপী যখন পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, দরিদ্র যখন ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হয়, মূর্খ যখন বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে, তখন তাহারা স্বভাবতই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাহারই তাহাদিগকে টানিয়া লইতে হয় না। তাহারা নিজের বলেই উত্থিত হইতে পারে। আর যাহারা উচ্চাসন হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদিগকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভদ্র যখন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেন, ধার্ম্মিক যখন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, ধনীর যখন অর্থরাশি বিলুপ্ত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি যখন মূর্খের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান বিরহিত হন, তখন তাহাদিগকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? প্রাকৃতিক নিয়মে যাহারা অধোগামী বা উর্দ্ধগামী হইতেছে, তাহারা অধোগামী বা উর্দ্ধগামীই হইবে। তাহাদিগকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি পড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে উপদেশ দান করিলেও যেমন সে ব্যক্তি উপরে উঠিতে সাহস পাইতেছে না। তাহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। তাহার হাত পা কাঁপিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, যে ব্যক্তি অক্ষম, উত্থানশক্তি রহিত তাহাকে উঠিতে বলিলেও সে উঠিতে পারিবে না। যাহার উঠিবার শক্তি আছে, সেই উঠিবে। অন্যে উঠিবে না। পড়িয়া যাইয়া যদি কাহারও শক্তি সঞ্চয় হয়, সেও উঠিতে পারিবে। সর্ব্বাবস্থায় সকলেই উচ্চ সিঁড়ীতে আরোহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং জাতিভেদ থাকিয়াই যাইবে। সুখ দুঃখের যেমন সমন্বয় করা চলে না, সকল জাতিরও তেমন সমন্বয় করা চলে না। খাদ্যের গুণাগুণ না বিচারিয়া সব খাদ্যই উদরস্থ করিলে, যেমন স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে, গুণ কর্ম্ম বা প্রকৃতি বিচার না করিয়া সব জাতিকে এক করিলেও তেমন সমাজ রূপ শরীরেও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জলে দূষিত বা অপবিত্র জল মিশাইলে যেমন পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা পায় না, উচ্চ ও নিম্ন জাতির সমন্বয়েও তেমন উচ্চ জাতির বিশুদ্ধতা বা উচ্চত্ব রক্ষা পায় না। গড়ে হরিবোল বলিলেই একমাত্র কার্য্য সিদ্ধি হয় না।

যাহারা উচ্চ সিঁড়ী হইতে পদস্খলিত অবস্থায় ভূ পতিত হইয়াছে, যদি তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে, উপরে উঠিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে টানিয়া ধরা যাইতে পারে। যাহাদের উঠিবার শক্তি নাই কিংবা উঠিবার জন্য একবারও চেষ্টা পায় নাই, উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াও আশা যায় নাই, নিম্ন স্থানেই জন্মিয়াছে এবং নিম্ন স্থানেই রহিয়াছে, তাহাদিগকে টানিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে আমাদের আসিয়া যায় কি? কেন আমরা তাহাদিগকে লইয়া টানাটানি করিতে যাইতেছি। যদি হস্ত পদহীন কুষ্মাণ্ডাকার একটা মাংসপিণ্ড উচ্চৈঃস্বরে বলে, আমাকে তোমাদের সম জাতীয় করিয়া লও, আমাকে তোমাদের সঙ্গে উচ্চমঞ্চে একাসনে উঠাইয়া লও।' তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারিব কি? যদি পারি, তাহা হইলে উঠাইয়া লইলেই সে আমাদের আসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হইবে কি? যদি গড়াইয়া পড়িয়া যায়, পতনে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, বা প্রাণত্যাগ করে, তজ্জন্য কে দায়ী হইবে? তাহাকে আমাদের আসনে বসাইয়া রাখাই কি একটা সোজা কথা হইবে? তাহাকে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ পড়িয়া যাইবে। এ কার্য্যে আমাদের বহু ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। সমাহিত চিত্তে মনের একাগ্রতা রক্ষা করিতে হইবে। সমধিক যত্ন ও চেষ্টা সহকারে উহার রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হইতে হইবে। এত করিয়াও

উহাকে রক্ষা করা কঠিন হইবে। আমাদের এখন যে দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নিজ সামাজিক দেহ দিন দিনই নিতান্ত জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এসময়ে আমাদের সেই সমাজ-দেহ রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। হস্ত, পদ, মস্তক ও উরু সকলই রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। এসময়ে আমরা আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠন না করিয়া পারি না। এ অমূল্য সময় অন্য কার্য্যে ব্যয় করা চলে না। আমরা কিছুতেই এ সময়ে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতে পারিব না। আমাদের পূর্ব্ব এ সমাজ শরীরটা ধ্বংস করিয়া নির্দ্দিষ্ট অবয়বের লোপ সাধনে, হস্ত, পদ, মস্তক ও উরু একত্র পেষণ করত অনির্দ্দিষ্ট নূতন আকারের একটি নমাজ শরীর গঠন করিতে সম্মত হইতে পারি না।

সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে, হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগই জাতিভেদের মূল কারণ হইয়াছে। ইহা হইতেই তাহাদের অসংখ্য জাতি বা শ্রেণী ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ এই জাতিভেদ-প্রথাকে বড় দোষণীয় মনে করিতেছেন। এই প্রথাটি বর্ত্তমানে শিক্ষিত কি অশিক্ষিত যাহারা প্রাচীন হিন্দু সমাজের অপেক্ষা করে না অথচ আপনাদিগকেও একটা বর্ণ-ধর্ম্মের লোক বলিয়া গৌরব করে, তাহাদের মধ্যে আপাততঃ কাহারও কাহারও চক্ষুতে সুগঠিতরীতি দোষে বলিয়াই ঠেকিয়াছে। তাহাদের মনে নানা কথাই জাগিতেছে। স্নান করিতে যাহার আলস্য বোধ জন্মে, সে যেমন লোকের মনস্তুষ্টি বিধানার্থ নানারূপ অলীক কথা বলিয়া থাকে বা লোককে প্রতারণা করে—স্নানের আবার প্রয়োজন কি! যাহার মন পবিত্র তাহার আবার স্নান করিতে হইবে কেন? ইত্যাদি মৌখিক নানা কথাই বলিয়া থাকে। একথা গুলিও যেমন কিছু নহে অর্থাৎ এসব গুলির মূলেও যেমন আন্তরিকতা বা মৌলিকতা কিছুই নাই, উহাদের মনে যে সব কথা জাগিয়াছে, সে গুলিও তেমন কোন অর্থ নাই, এগুলি সুধী সমাজের নিকট আদরণীয় নহে। একথা গুলির সজীবতা নাই। এ গুলিতে ভ্রমেও সত্য অবস্থিতি করে না। এগুলি একবারেই অকিঞ্চিৎকর ও উপেক্ষার যোগ্য। তথাপি যখন একটা ভাব জাগিয়াছে, তাহার একটা নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য বোধে আজ এ বিষয়ে দু একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

তাহারা বলে এ প্রথা বর্ত্তমান থাকায় উচ্চ জাতীয় লোকেরা নীচ জাতীয়দিগকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেছেন। তাহাদের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। অনেককে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেছেন, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেও পাপজনক বা আপত্তিকর মনে করেন। উহাদের স্পর্শকরা জলটুকু পর্য্যন্তও গ্রহণ

করেন না। যাহাদের জলপান করেন, তাহাদেরও অনেকেরই পক্কান্ন (রাঁধাভাত) ভোজন করেন না। উহাদের মতে এ সমস্তই এক কুপ্রথা। আমরা এ সমস্ত প্রথার দোষ গুণ বিচার করিয়া পরে দেখাইব। এ সমুদয় প্রথা নিবারণ করে উদারচেতা মহাপুরুষগণের মধ্যেও নাকি কেহ কেহ মনোযোগী হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহারা নাকি নিম্ন জাতীয়দিগকে উচ্চ জাতীয়ের সঙ্গে সমন্বয় করিবেন। আমরা এইস্থানে এইটুকু বলিয়া রাখি, যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহারা যেন উদারতা প্রকাশের পূর্ব্বেই কাহার প্রতি উদারতা প্রকাশ করিবেন, পাত্রাপাত্র বুঝিয়া লন। এই উদারতার যেন অপব্যবহার না হয়। যাহাদের প্রতি তাহারা উদারতা প্রকাশ করিবেন, তাহারা কি প্রকৃতির লোক, তাহারা যোগ্য পাত্র কি না এবং কৃতজ্ঞ কি অকৃতজ্ঞ অথবা উদ্ধত স্বভাবের কি মৃদু প্রকৃতির তাহাও বুঝিয়া লন। শুনিতেছি "জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া যাইবে" মাত্র, এই আভাস পাইয়াই অনেক নিম্ন জাতি, উচ্চ জাতির অন্ন ভোজনে বিরত হইতেছে। উচ্চ জাতির উপরে নানারূপ দোষ চাপাইতেছে—কৃতঘ্নের ন্যায় নানারূপ অলীক উক্তি করিতেছে ইত্যাদি। এদিকে উচ্চ জাতীয় বা মধ্যশ্রেণীর অর্ব্বাচীন লোকে আত্মগৌরব নষ্ট করিয়া অধোগামী হইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই। তাহারা ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধারণতঃ নিম্ন জাতীয়েরা শৌচাশৌচের বড় একটা ধার ধারে না। বস্তুতঃ এ বোধই তাহাদের নাই। খাদ্যাখাদ্যের কথাও তাহারা জানে না। পবিত্রতার কথাই বা তাহারা কি বুঝিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধেই বা তাহাদের কি জ্ঞান আছে? এতদবস্থায় এই নিম্ন জাতীয়ের আদর্শ ধরিয়া উহারা তাহাদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী প্রকৃতি গঠন করিয়া লইতেছে। নিম্ন জাতীয়ের অনুকরণে আপনাদের মাথা ঢাকিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বাক্ সংযম ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছে। নিম্ন-জাতীয়ের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। নিজেদের পবিত্র জাতিত্ব হারাইয়া তাহাদের পঙ্কিল জাতীয় তরঙ্গে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে ও হাবু ডুবু খাইতেছে। যাহার হাতে কখনও খায় নাই, তাহার ভাত খাইতেছে। যে কার্য্য দোষবহ তাহা করিতেছে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছে, অপেয় পান করিতেছে। সন্ধ্যা, আহ্নিক ছাড়িয়াছে, কাম ক্রোধাদি রিপুর বশে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মল মূত্র ত্যাগে শৌচ করে না। ইত্যাদি রূপ উদারতা প্রদর্শনে মনোযোগী হইয়াছে। উদারতার নামে কত কু-প্রথা আসিয়া সমাজে ঢুকিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইহাই কি তোমাদের চরম উন্নতি? এই রীতি লইয়াই কি আমরা সমাজ গঠন

করিয়া উদারতা প্রদর্শন করিব ? তোমরা কোন আদর্শ গ্রহণ করিব ? উচ্চ না নিম্ন ? ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইও না। যদি পার সকলে উচ্চ সিঁড়িতে পদার্পণ কর, যাহারা নিচে পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে উঠাইতে শক্তি না থাকিলে শক্তি ব্যয় কর, না পারিলে ক্ষান্ত হও। নিজেদের শক্তি থাকিতেও নীচের সিঁড়ীতে সকলে নামিয়া যাইয়া নিম্নস্তরে নীচ জাতীয়দিগের সহিত আপনাদিগকে সমন্বয় করিবে, ইহা তোমাদের কিরূপ ব্যবস্থা ? নিম্ন জাতীয়েরা উঠিতে পারিবে না বলিয়া কি তোমরাও যতটুকু উঠিয়াছে, তথা হইতে নামিয়া যাইবে তাহাদের সহিত একই স্থানে জড়পিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিবে ? এরূপ উদারতা (প্রকৃত) উদারতায় নহে, ভ্রান্ত ধারণা। ভাই ! পথ ভুলিও না। সুপথে আসিতে চেষ্টা কর। পুনর্ব্বার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হও। আবার ভারতময় বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হও। ক্রমশই উচ্চ সিঁড়ীতে উঠিয়া পর। স্বত্ব গুণে অধিকারী হইতে চেষ্টা কর। সব জাতি পরম ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রাহ্মণ হইতে থাক। অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পারদর্শী হও। উচ্চ আদর্শ গ্রহণ কর। যদি তোমাদের একাচার পালন করিতে হয়, সকলে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া যাও।* সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হয়। যদি উন্নতি কামী হইয়া থাক, এ পন্থা অবলম্বন কর। দেখিও ভ্রমেও চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ বা জাতিভেদ উঠাইতে চেষ্টা করিও না। এই জাতিভেদ-প্রথা তোমাদের পক্ষে পরম মঙ্গল কর। এই জাতিভেদ প্রথা হইতে ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। গুণও কর্ম্ম দ্বারা শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ঘটে। যদি উন্নতি মার্গে আরোহণ করিয়া পদস্খলিত হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া পড়ে। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ বা জাতিভেদ প্রথাটা দোষের নহে। এ প্রথায় উত্থান পতন ও পুনরুত্থান পুনঃ পতন সবই আছে। এ প্রথাটা নিন্দনীয় নহে। যদি এ প্রথা বর্ত্তমান না থাকিত, এত দিনে হিন্দুর কিছুই অস্তিত্ব থাকিত না। কত রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়াছে, যদি এ প্রথা বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয়দের আক্রমণ হইতে এ জাতি আত্মরক্ষা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে পারিত কি ? মুসলমান রাজত্ব চলিয়া

* কিন্তু তাও কি হয় ? সকলই কি আর ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে ? ব্যক্তিগত ভাবে এক জনের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ঘটিতে পারে, সমষ্টি ভাবে কি আর তাহা হয় ? আর সকলে ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেই বা সমাজ ও দেশ রক্ষা এবং ধর্ম্ম রক্ষা কে করে ? কে সমাজের ভরণ করে ? কেই বা সমাজ শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয় ? এবং শিল্প ও কারুকার্য্য করে ? কেই বা তন্ত্রী-তন্ত্রা বহন করে ? নৌকাচালনা পাল্কী বহা ইত্যাদি কার্য্য করে ?

গিয়াছে, নানা প্রলোভনের হস্ত হইতে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার বলে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সাম্যবাদের প্রবল তরঙ্গ হইতেও এ যাবৎ আপনার প্রাণ বাঁচাইয়া আসিতেছে। কতবার বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে হিন্দু সমাজকে ভাসাইবার উপক্রম করিয়াছে, একমাত্র বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম ধর্ম্মের বলেই হিন্দু আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই জাতি ভেদের ও হিন্দু ধর্ম্মের বলেই একদা শঙ্করাচার্য্য এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের স্রোত একবারে বিলুপ্ত বা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মকেও হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত ও কুক্ষিগত করিয়া লইয়া ছিলেন। উদারচেতা মহাপুরুষগণ কি এই হিন্দুধর্ম্মকে জলে বিসর্জ্জন দিতে চাহেন ? তাহাদের উদার ভাব কি কুকার্য্যের মন্ত্র পোষণ করিবেন ? এই উদার ভাব কি সন্মার্গগামী হইবে না ? কেহ কেহ বলিতেছে, হিন্দুর এই জাতিভেদের বৈষম্য রহিত করিতে না পারিলে আর জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে না। ভাই ভাই সকলকে এক করিয়া লইতে হইবে। সকল পতিত জাতিকেই উঠাইয়া লইতে হইবে। সকলেরই জল চল করিয়া লইতে হইবে ! তাহা না করিলে একের অন্তঃকরণে অপরের প্রতি যে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব চিরপোষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কখনও সমূলে উৎপাটিত হইবে না। একার্য্যে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমশই পরস্পরের সহিত পরস্পর ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। তাহা হইলে কি রাজনৈতিক কি সমাজনৈতিক কি ধর্ম্মনৈতিক সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি হইবে।

এ শ্রেণীর লোকেরা দয়া প্রবণতা প্রযুক্ত কিংবা স্বেচ্ছাভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রাণের আবেগে বা মনগড়াভাবে যাহাই বলুন এ ক্ষেত্রে তাহা শোভা পাইবে না। মাথা নাই যার তাহার মাথা ব্যথা হইতে পারে না। লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিলেই উদারতা প্রকাশ করা হয় না। অগ্রে নিজেকে ঠিক কর, পরে বক্তৃতা দান করিও। নিজে আদর্শ দেখাও তবে তোমার কথায় সকলে বিশ্বাস করিবে। নিজের ভাইকে নিজে আগে কোলে লও, তারপর পরের জন্য কাঁদিও। যদি নিজে ধর্ম্মভাবে বিভোর হও, তাহা হইলে অপরকেও তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে। তুমি স্বার্থত্যাগ করিলে তোমার দেখাদেখি অন্যে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে। ঐক্য বন্ধন করা মুখের কথা নহে। বন্ধন করিতে রজ্জুর প্রয়োজন হয়। এ রজ্জু সামান্য পাট গাছের বা কলে প্রস্তুত হইবে না। বিদ্যারূপ পাঠের দ্বারা জ্ঞানরজ্জু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। রজ্জুটি আবার একটু শক্ত হওয়াও চাই। উহা ধর্ম্ম বলে শক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। নচেৎ টানাটানিতে ছিঁড়িয়া যাইবে।

সর্ব্বাগ্রে সকলের অন্তঃকরণে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে। তাহাদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। শুধু বি-এ, এম-এ, পড়িলেই চলিবে না। যে শিক্ষায় চরিত্র নির্ম্মল হয়, দয়া দাক্ষিণ্য জন্মে, নানারূপে সদগুণে ভূষিত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ ঘটে, দেহ ও মন পবিত্র থাকে। আপনা আপনি উদারতার ভাব চিত্তে আসিয়া উদিত হয়। সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী হওয়া যায়, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সর্ব্বাবস্থাতেই আত্মনির্ভরে সমর্থ শক্তি ধারণ করিতে পারে, এমন শিক্ষায় যখন সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিবে, তখন তোমাদের মুখে একথা শোভা পাইবে। তখন জাতি ভেদের উচ্ছেদেও ক্ষতির আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু দেশের সকলে ঐ রূপ শিক্ষিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং তৎপূর্ব্বে এরূপ চেষ্টা যতই না কর, সকলই অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইবে। হিন্দুর এই চির পোষিত জাতি ভেদ প্রথা কিছুতেই লোপ পাইবে না। লোপ পাওয়া উচিত নহে। তোমাদের চেষ্টায় উহার বন্ধন কথঞ্চিৎ শ্লথ হইতে পারে কিন্তু খসিয়া যাইবে না। যতদিন হিন্দু এই ধরাধামে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাহাদের এই জাতি ভেদ প্রথা এক আকারে না হয় অপর আকারে অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। কারণ জাতি ভেদ প্রথা উঠিয়া গেলেও গুণ কর্ম্ম ভেদে একটা শ্রেণী ভেদ না থাকিয়াই পারিবে না। এতদবস্থায় জাতি ভেদ প্রথা থাকিয়াই যাইবে। যেহেতু জাতিভেদ হিন্দুসমাজের মজ্জাগত; বস্তুতঃ জাতিভেদ উঠিতে পারে না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় জাতিভেদ সর্ব্বদেশে জাতিভেদ। এক এক জাতীয় পদার্থের এক একটি স্বধর্ম্ম বা স্বাভাবিক গুণ আছে, তাহাও না থাকিয়া পারে না। জলের শীতলতা, অগ্নির দাহিকাশক্তি, থাকিবেই থাকিবে। ব্যাঘ্রের হিংসা স্বভাব এবং গো জাতির অহিংসা প্রবৃত্তি অক্ষুন্নই থাকিবে। যাহারা প্রকৃত চণ্ডাল তাহারা চিরদিনই উগ্র প্রকৃত বা ক্রুদ্ধ স্বভাব থাকিবে, যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহারা অবশ্যই আজীবন সর্ব্বভূতে দয়াবান থাকিবেন। শুদ্ধ উচ্চ জাতি নিম্ন জাতির বা আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ এক জাতি অন্য জাতির ছোয়া জল পান করিলেই জাতিভেদ প্রথা লোপ পাইবে না। যদি উচ্চ জাতীয়েরা নীচ পতিত জাতির স্পর্শ করা জল পান করিলেই জাতিভেদ প্রথা রহিত হয় মনে করা যায়, তাহা হইলে এখনও এ পন্থা হইতে উৎকৃষ্টতর পন্থা সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিতে হইবে। অন্ন মহোৎসবে অধিকারী ও গোস্বামী নামধেয় ব্রাহ্মণেরা নিম্ন জাতীয়ের বাটীতেও উপস্থিত হয়। হাড়ী, মুচি, ডোম বা চণ্ডালালয়েও হরি-সভার গৃহ প্রস্তুত করা হইতেছে। ঐ সভায় যোগদান করিয়া উচ্চ জাতীয়েরা উদারতা ও অমায়িকতা

কি প্রকাশ করিতেছেন না? নিম্ন জাতীয়দিগের সহিত ঐক্যবন্ধন করা কি ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য নহে? অজ্ঞানিকে জ্ঞানদানের কি ইহা বিশিষ্ট কৌশল নয়? এই অমায়িকতার ভাবের সহিত কি নিম্নতর ও নিম্নতম জাতিকে ঘৃণা করার কোন ভাব পোষণ করা হয়? ঐরূপ কোনও সংস্রাও আছে? ধর্ম্ম কর্ম্মে নীচ জাতীয়ের অধিকার নাই কি? শ্রী শ্রী৺চৈতন্যদেব'ত পতিতপাবনের অবতারই হইয়াছিলেন। মধুর হরিনাম তিনি কাহাকে বিতরণ না করিয়া গিয়াছেন? হরিনাম বলিবার কাহার না অধিকার আছে? মহোৎসবে সর্ব্ববর্ণের একই পংক্তিতে ভোজন করা হয় না কি? এবং একই থালায় সকলকে পরিবেশন করা হয়না কি? পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণ ও সকল জাতিই সকলের অন্ন জল গ্রহণ করে। শ্রীক্ষেত্রের এই জল চল প্রবাদ কে না জানে? "চণ্ডালে ছুইলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়, এমন সুধন্য দেশে জাতি নাহি যায়," এতদপেক্ষা আর কি চাও?

এই ত গেল হিন্দুর উচ্চ জাতীয় ও নিম্ন জাতীয়ের ধর্ম্ম রাজ্যের কথা। আবার দেখ হিন্দু বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় লোক দিগকেও ধর্ম্মের চোকে ঘৃণা করে না। মুসলমান দরবেশ ফকীর বা ধার্ম্মিক লোকের পূজা করিতেও হিন্দু কুণ্ঠা বোধ করেন না। পীরের নামে সীর্ণি দেন। ঔষধ রূপে পড়া জল অনায়াসে পবিত্র জ্ঞানে পান করেন। বর্ত্তমান আনিবেসাণ্টকে হিন্দুরা কিরূপ সম্মান করেন, ভাল বাসেন ও পূজা দেন দেখিতেছ কি? ইহা হিন্দু-চরিত্রের পুরাতন আদর্শ। হিন্দু ভিন্ন আর কে বিজাতীয়কে এত ভাল বাসিতে পারিয়াছেন? হিন্দু রাজাকে দেবতা বলিয়া জানেন, তাই তাহারা বিজাতীয় মুসলমান সম্রাটদিগকে এবং বর্ত্তমান বৃটিশ জাতিকেও এত আপনার জন বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন। হিন্দুর সেই নির্ম্মল জাতীয় চরিত্রের উপর কি দোষারোপ করা সঙ্গত হয়? হিন্দুরা চিরদিনই উদার ও ধর্ম্মপ্রাণ, এখনও তাহাই আছেন। এ সব সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই ভুলিয়া যান নাই। পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনই আছেন। কেবল শিক্ষার অভাব ঘটিয়াছে মাত্র। তাঁহাদের প্রাণে বল আছে, মনে উৎসাহ আছে, তবে সিংহ শাবক বন্ধনে পড়িলে যেরূপ থাকে মাত্র এরূপ একটু দমিয়া রহিয়াছেন। কেবল বিজাতীয় শিক্ষায় বর্ত্তমানে বিজাতীয় ভাবের উদয় হইয়াছে। সুশিক্ষা পাইলে ইহাও চলিয়া যাইবে। আবার দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ দ্বারাই শান্তি লাভ ঘটিবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নীচ জাতীয়ের প্রতি উচ্চ জাতীয়েরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় আর কাহারই বুঝিবার বাকি নাই।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে উচ্চ জাতীয়েরা নিম্ন জাতীয়দিগকে

ছাড়িয়া দেন নাই, তৎসম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা যাইতেছে। রং তামসায়, যাত্রাগানে সকলেরই এক সঙ্গে উপবেশন করা হয়। হাটে বাজারে এবং সভা সমিতিতে সকলের সহিতই সকলের সংস্পর্শ ঘটে, এ সমস্ত ব্যবহারে কি উচ্চ জাতীয় হিন্দুর উদারতা নাই? শাস্ত্রেও কি এই সকল ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই? শাস্ত্রে আছে—বহুতৃণে, জনাকীর্ণে, যানারোহণে, হস্তী পৃষ্ঠে স্পর্শ দোষ ঘটে না। এতদবস্থায় নিম্ন জাতীয়দিগকে উচ্চ জাতীয়েরা বর্জ্জন করিয়াছেন, কে বলে? হিন্দু বর্ণ চতুষ্টয়ের একটি সমাজ-বন্ধন কেমন সুন্দর অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা একবার নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে কাহার না অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হয়? প্রথমতঃ হিন্দুর গুণ কর্ম্ম অনুসারে চারিটী বিভাগ হইয়াছে। একটী ব্রাহ্মণ, এই বিভাগের লোকগণ উপদেষ্টা, ইহারা ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া থাকেন। নিজে ধর্ম্মাচরণ করিয়া সকলকে উহার আদর্শ দেখাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়টী ক্ষত্রিয়, এই বিভাগের লোকগণ, রক্ষণ ও পালন করিয়া থাকেন, যাহাতে ধর্ম্মবিপ্লব না ঘটে, সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে না পারে, দস্যু তস্করের উপদ্রব না হয়, বিদেশীয় শত্রুরা দেশ আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার প্রতি বিধানেশস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন। কেহ লেখনি চালনা দ্বারা দেশের অন্তঃশত্রুর শাস্তি বিধান করেন তৃতীয় বৈশ্য—এই বিভাগের লোকেরা কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইহারা সমাজের ভরণ পোষণের ভার বহন করিয়া থাকেন। চতুর্থ শূদ্র—ইহারা পাল্কীবহন, নৌকাচালন, দ্বিজাতি নিন্দিত শিল্প এবং কৃষিকর্ম্ম ও মোট বহন ইত্যাদি কার্য্যরূপ সমাজ সেবা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শূদ্রের ন্যায়বর্ত্তী নামে আর একটা শ্রেণী আছে। ইহারা শিল্পও কারুকার্য্য এবং ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। চণ্ডালাদি সঙ্কীর্ণ জাতীয় শূদ্রগণও যথাসাধ্য স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় বা ধর্ম্মপালনে সমাজের উন্নতি সাধন করে। এখন দেখিলে ত এই জাতি চতুষ্টয়ের সহিত কিরূপ ভাবে সমাজ বন্ধন রহিয়াছে? যদি এ বন্ধন ও সুশৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সমাজ টিকিবে কি? এই বন্ধন রজ্জুটী কি সুদৃঢ় বন্ধনরজ্জু নহে? ব্রাহ্মণের সহিত কত ঘনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় দেশ ও সমাজ রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মণ নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে না। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ছাড়া রাজ্য ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন না। এখন দেখুন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সহিত কত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইরূপ ঐক্যের বাঁধ আর কোথায় আছে? কেমন সুন্দর ঐক্য বন্ধন এরূপ বন্ধনে, শরীর পুলকিত হয় না কি? আবার দেখ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যেরূপ সম্পর্ক, বৈশ্য শূদ্রের সহিতও

সম্পর্ক রহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাও বৈশ্য শূদ্র ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। বৈশ্য শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ছাড়িতে পারিতেছে না। সকলেই সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে সংবদ্ধ। বৈশ্য ভরণ পোষণের ও শূদ্র পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কেমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দান ও ধর্ম্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিবেন? বৈশ্য শূদ্রই বা কেমন করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত সমাজে থাকিতে পারে? জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়? ব্রাহ্মণ ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও দেশরক্ষা ও প্রজাপালন করেন বলিয়া তাহাদেরও উচ্চ সম্মান লাভ ঘটিয়াছে। তবে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিকের সম্মান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। বৈশ্যের সম্মান রাজপুরুষদের বা ক্ষত্রিয়দের সমান হইতে পারে কি? বৈশ্যের সম্মানই বা কম কি? ইহারা ক্ষত্রিয়ের পরেইত সম্মান পাইয়া থাকেন। ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রেরাও বৈশ্যের তুল্যই সম্মান পায়? শিল্পী ও কারুকার্য্যজীবীগণ শিল্প ও কারুকার্য্য না করিলে বৈশ্যের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় কি? শূদ্র নিম্নস্তরে বাস করে। ইহাদেরও কার্য্যানুসারে সম্মান আছে। এরূপ হলে এ প্রথাতে দোষ আছে কি? শূদ্র যখন তমোগুণের সীমা অতিক্রম করিয়া রজস্তমগুণ প্রাপ্ত হয়, তখন বৈশ্যত্ব লাভ করে। বৈশ্য রজতমগুণের সীমা উত্তীর্ণ হইলে রজোগুণ প্রাপ্তে ক্ষত্রিয় হইতে পারে। ক্ষত্রিয় রজোগুণ অতিক্রম করিয়া সত্ত্ব গুণ লাভ করিলে ব্রাহ্মণ হয়। এ নিয়মটী কি মন্দ?

বর্ত্তমানে গুণ কর্ম্মভেদে নূতন করিয়া উন্নতি অবনতি নাই এ কথা সত্য। থাকিবেই বা কিরূপে? তোমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছ, কাহারই কর্ত্তব্য কর্ম্মে কেহই মন দিতেছ না, এমতাবস্থায় কাহাকে দোষ দিবে? এ দোষ তোমাদের নিজের। আমাদের হিন্দু রাজা নাই এ কথা বলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিত এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তোমরা নিজ নিজ শক্তি ব্যয় কর না কেন? অবশ্যই সমাজে শান্তি লাভ ঘটিবে। এই যে হিন্দুর শৃঙ্খলার রাজ্য তাহা বিনাশ করিতেছ কেন? তন্তুবায়কে বস্ত্র বয়ন করিতে দাও। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করুক। যাহার যেই স্বধর্ম্ম সে পালন কর। তাহা হইলে দেখিবে এই হিন্দু সমাজ তোমাদের স্বর্গ রাজ্য হইবে। প্রাচীন জাতি গুলিকে জীবিত করিতে চেষ্টা কর না কেন? গুণ ও কর্ম্ম গত জাতি প্রাচীনকালে উৎপত্তি হইলেও এখন তাহাদের বংশধরেরা সেই জাতিই হইয়া গিয়াছে। কারণ বংশধরেরা পূর্ব্ব পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা গুণে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় তাহাদের বংশধরদেরও সেই গুণ লাভ ঘটে। ব্রাহ্মণের পুত্র যেমন অনায়াসে ব্রহ্মকে জানিবার

সুবিধা পান, ক্ষত্রিয়ের পুত্র যেমন যুদ্ধ বিদ্যায়পারদর্শী হইতে পারেন, বৈশ্য পুত্র যেমন কৃষি বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না। নূতন এক জাতি আসিয়া তাহাদের কর্ম্মে লিপ্ত হইলে তদনুরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারে না। তাঁতীর পুত্র যেমন কাপড় বুনিতে পারে, কামারের পুত্র যেমন দা গড়াইতে পারে, তেমন করিয়া কাপড় বা দা আর কেহই গড়াইতে পারে না। পারিলেও বহু শিক্ষার ও সময়ের প্রয়োজন। অতএব একটা সম্পূর্ণ নূতন জাতি গড়াইয়া লইলে কার্য্য চলে না। সমাজও রক্ষা পায় না। সমাজকে নূতন করিয়া না গড়িয়া পুরাতনেরই জীর্ণ সংস্কার করিয়া লও। নচেৎ তোমাদের জাতিগত কিছুই টিকিবে না। তোমরা একবারে গোল্লায় যাইবে। পান ভোজন নিয়া কিন্তু হিন্দুর একটা জাতিত্ব, যদি ইহা ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা পাও, তাহা হইলে তোমাদের হিন্দু জাতি আর দুনিয়ায় থাকিবে না। অনায়াসে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিলিয়া যাইবে। পানাহার সম্বন্ধে সমাজে একটা কড়াকড় না করিলে হঠাৎ একটা হট্টগোল উপস্থিত হইয়া পড়িবে। হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মের মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সকলেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একাসনে বসিয়া একই পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইবে। যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও, এই সমাজনৈতিকের মূলে কুঠারাঘাত করিও না।

তোমরা বলিতেছ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্ন জাতীয়ের অধিকার নাই। আমরা বলি কেন আছে। নিম্নজাতিও বিদ্বান হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভে বঞ্চিত হয় না। সভা সমিতিতে যে ব্যক্তি যে স্থানে বসিবার উপযুক্ত তাহাকে সেই স্থানে বসিতে দিলে দোষ কি? ইহাতে রাজনৈতিক আলোচনার কি বাধা হয়? তুমি বড় জাতি হইয়া ছোট জাতির অন্ন ও জল পান ভোজন না করিলে কি রাজনৈতিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না? যদি একান্তই ছোটর বাড়ীতে তোমার ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন প্রথানুসারে চিপিটক ভোজন করিলেই ত সব দিক রক্ষা হয়? না হয় তুমি তোমার হিন্দু জাতির সঙ্গে পান ভোজনের একটা ভেদাভেদ না রাখিলে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত তুমি কি ব্যবস্থা করিবে? যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর স্পর্শ করা অন্ন জল পান ভোজনই করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের হিন্দু জাতির নিম্নস্তরের বা পতিত জাতির অন্নজল উদরস্থ করিয়াই কি উদারতা প্রদর্শন করিবে? দ্বিজস্তরের ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র পর্য্যন্ত সকলের জলইত সকলে পান করে, শূদ্রস্তরের পতিত জাতি সকলের জল পান না করিলেই কি চলিবে না! না হয় পতিতব্রাত্য বা দ্বিজস্তর ভ্রষ্ট দিগের জলচল করিতে চেষ্টা কর, আচণ্ডাল সব

তিত জাতিরই জলচল করিতে চাও কেন? আর বিধর্ম্মীরই কি জলচল করিতে হইবে? তোমাদের হিন্দু সমাজে গোবধ মহাপাতক। গো হত্যাকারীর অন্ন ভোজন বা গোমাংস ভোজন বড়ই দোষাবহ, এখন গবাশনকারীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে? ঐক্য বন্ধন করিতে কি জাতীয়ত্বকেও জলাঞ্জলি দিতে হইবে? মন বদলাইয়া দাও। নিজের জাতিটী বাঁচাইতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। খাদ্য সম্বন্ধে মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীজি তাঁহার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধে মধ্বাচার্য্য কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ স্থলেও জাতিত্ব ছাড়িয়া দিতে বলেন নাই। মধ্বাচার্য্য খাদ্যদ্রব্যের তিনটী দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিদোষ, আশ্রয় দোষ, ও নিমিত্ত দোষ; এই তিনটী দোষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। জাতি দোষ—কোন্ দ্রব্যে কি দোষ, কোন্ দ্রব্য ভোজনে মনের কুপ্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটায়, যে সব দ্রব্য অখাদ্য তাহা হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তাই শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এইটী হিন্দু ছাড়া অন্য জাতির মধ্যেও কিছু কিছু দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যেও হারাম ও হালাল দ্রব্য আছে। খৃষ্টানদের মধ্যেই কেবল বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। নিমিত্ত দোষ—অপরিষ্কার বা দূষিত দ্রব্যাদি সকল জাতির মধ্যেই পান ভোজনে স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে নিষেধ দেখা যায়। আশ্রয় দোষ হিন্দু ছাড়া আর কোনও জাতীয়েরা ধরে না।* হিন্দুরা ধরে। ধরাও উচিত অধার্ম্মিকের অন্নজল পান ভোজনে অধর্ম্ম হয়, ইহা অতি সত্য কথা। খাদ্য দ্রব্যের এ সব দোষের বিচার উঠাইয়া দিয়া কেবল কদাহার ও কদাচার পালন করিলেই ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় হইবে না। জাতি ভেদের ভিতর দিয়াও ঐক্য বন্ধনের পথ অসংখ্য রহিয়াছে। মাত্র হিন্দু জাতির সঙ্গে আমাদের একতা আছে, শুধু এ কথাই বলি কেন? সব জাতির সহিতই আমাদের ঘনিষ্টতা আছে। মাত্র তাহাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহারের সহিত, আমাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহারের ঐক্য নাই।

সকলের ধর্ম্মেরই একই উদ্দেশ্য। পথ বিভিন্ন হইলেও মূল ধর্ম্মটী সকলেরই এক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা যে যে পথে চালিত হইতেছে, তাহা আমাদের হিন্দু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী। আমাদেরও ব্রহ্মোপাসনা রহিয়াছে। যিশু প্রেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আমাদের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও প্রেমাবতার ছিলেন। বর্ত্তমান খৃষ্ট-ধর্ম্মীর কথা বলি না। প্রাচীন খৃষ্টদের কথাই

* মুসলমানেরাও ধরে। নিম্ন জাতীয়ের বেদে পটে প্রভৃতি জাতির এবং অধার্ম্মিক বেনামাজি মোল্লার ইত্যাদির অন্নজল গ্রহণ করে না।

বলা হইতেছে। বর্ত্তমান খৃষ্টেরা আমাদের প্রাচীন শাক্তদের প্রায় সমধর্ম্মী। সকলেরই ধর্ম্ম আছে, ধরিবার পথও আছে, আর ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও এক রহিয়াছে কিন্তু যাহা অন্য সম্প্রদায়ের নাই, এরূপ একটি সম্পত্তি হিন্দুর আছে। হিন্দুর সব রত্নরাজি ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধেরা কেবল সেই সম্পত্তি বা রত্নটী লাভেরই চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা মোক্ষ বা মুক্তি। হিন্দুর ভাণ্ডারে এত সব ধনরত্ন থাকায়, হিন্দু সব জাতির নিকটই ধর্ম্ম গুরু। তাই তাহাদের সকলের সহিতই ঐক্য বন্ধনের পথ আছে। মুসলমানের সহিত নানা কারণে শত্রুতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন হইতে তাহাদের সঙ্গে আমাদের একই রাজ্যে বাস করিতে হইয়াছে, তখন হইতেই তাহাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন হইয়াছে। বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানে অনেক ধর্ম্ম সম্পর্ক চলিতেছে। এত আত্মীয়তার কারণ এই মুসলমান ও আমাদের এক হিসাবে স্বজাতি। এইরূপ খৃষ্টান আমাদের জাতীয় ভ্রাতা। ইহুদী আমাদের জ্ঞাতি সম্বন্ধীয়। এমন কি এই ভূমণ্ডলে যত মানব জাতি আছে, সকলেই আমাদের এক জাতি বা মানব জাতি। সকলেই আদিম মনুর ভবিষ্যৎ বংশধর। যদি আদিম শব্দ হইতে আদম শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে, আর মনু হইতে মানব বা ম্যান শব্দের সৃষ্টি ধরা যায়, তাহা হইলে আদমী মানব ও ম্যান সকলেই এক আদিম মনুর সন্তান বা একই মানব জাতি হইয়া পড়ে। আমাদের জাতিকে জীব বা প্রাণী জাতি ধরিলে, কেবল মনুষ্য নয়, চেতন পদার্থ মাত্রই আমাদের স্বজাতি হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুরা হিতকারী প্রাণী বলিয়া পশুরও সম্মান করে। গো জাতিকে পরম দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। আর কত বলিব, এইরূপ ঐক্য হইবার পথ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যতই না কেন বলি জাতিভেদ প্রথা নাই, তাহা একমাত্র জল্পনা ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সকল চিন্তাই আমাদের আকাশ কুসুমের ন্যায় বা মরীচিকা সদৃশ। এই বড় বড় জাতির মধ্যেও একটা না একটা জাতিভেদ আসিয়াই উপস্থিত হয়।

মুখে আমরা যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর লোকদিগকে, ভাই বলিলে কি হইবে, সমুদয় মানব আমরা একজাতি, ইহা চিন্তা করিলে আমাদের কি লাভ হইবে? আমরা প্রাণের সহিত সকলকে ভাই বলিতে ও ভাল বাসিতে পারিব কি? ইয়ুরোপীয়দের মধ্যেত সকলের সহিতই সকলের জলচল আছে, তাহাদের মধ্যে দলাদলী উপস্থিত হয় কেন? বলিতে পার কি, লর্ড বংশীয়েরা সাধারণ বংশীয় দিগকে কেন ঘৃণার চক্ষে দেখে? পাদ্রিদের প্ররোচনায় যে সব হিন্দু মুসলমান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিশিতে পারে না কেন? আমাদের মুসলমান

ভ্রাতৃগণই কি জাতিভেদ প্রথা না মানিয়া পারেন? পাতকীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন? তাহাদিগকে শাসন না করেন? বেনামাজি ও সুদ খোরের অন্নজল গ্রহণ করিতে তাঁহারা আপত্তি করিয়া থাকেন। বেদে হাজাম প্রভৃতি নীচ জাতীয় মুসলমানদিগকে তাহারা ঘৃণা করেন। এবং তাহাদের মধ্যেও সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান ইত্যাদি শ্রেণী ভাগ রহিয়াছে। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে জলচল থাকা সত্ত্বেও যখন জাতিভেদের এত বাড়াবাড়ী দেখা যাইতেছে, তখন আমাদেরই বা নিম্ন ও উচ্চ সকল জাতির সঙ্গে জলচল করিয়া কি ফল হইবে? সমাজ ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্ব প্রচলিত সামাজিক প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে। কেন জাতিভেদ প্রথা উঠাইতে যাইয়া লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছ? নীচ জাতীয়ের জলচল করিলেই একতাবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে একটা ঘোরতর জাতীয় বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবে। সমাজ সংস্কারের নামে সংহারই হইবে। সামাজিক শাসন ও শৃঙ্খল একেবারেই উঠিয়া যাইবে। লঘু গুরুর ভেদ থাকিবে না। নীচ জাতি উন্নত হইবে। উচ্চ নীচ হইয়া পড়িবে। যাঁহারা কুলমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের মান বাঁচান দায় হইবে। তখন কেবল বিদ্যা ও ধনেরই গৌরব থাকিবে। অভদ্র একটু শক্তিশালী হইলে ভদ্রকে নানারূপে নির্য্যাতন ও অপমান করিতে চেষ্টা পাইবে।

জল চলের ভাত খাইতে দোষ কি? এখনই সমাজে এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। কোন কোন উচ্চ জাতীয় অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এখনই জলচল জাতি মাত্রেরই ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ দিগকে একই জাতি বলিয়া মনে করিতেছে। নবশাখ জাতির মধ্যেও কেহ কেহ আপনাদিগকে কায়স্থ বৈদ্য বলিয়াও মনে করিতেছে। ইহার বেগ সামলাইয়া লওয়াই কঠিন হইয়াছে। এ অবস্থায় নীচ জাতির জলচল করিলে কি আর রক্ষা আছে? সুতরাং জল চলের ভাত খাইলে দোষ নাই, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই সকলের ভাতও খাইবে। বৈদিকাচার বা সদাচার পালনের উপায় থাকিবে না। সমাজ বন্ধন রজ্জু একটু মাত্রও ছুটিয়া গেলে আস্তে আস্তে সমাজের সমস্ত বাঁধই ছুটিয়া যাইবে। কলসীতে একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেও কলসী স্থিত সমুদয় জল যেমন পড়িয়া যায়, তেমন দশা উপস্থিত হইবে। আমরা বলি এই সর্ব্বনাশকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া কি চলে না? এতকাল পর নিম্নজাতীয়ের জলচল করার খেয়াল কেন তোমাদের মাথায় আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল? জলচল নাই বলিয়া কি নিম্ন জাতিকে বিষয় আশয়ে কাজ কর্ম্মে ঘৃণা করা হয়?

মনুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, কাহারও কোনও কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা করিতে নাই। কোনও নীচ জাতিকে বা দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি কিংবা পাপীকেও ঘৃণা করিতে নাই। নিম্ন জাতীয়কে যে ঘৃণা করার কথা হইতেছে, তাহা কি তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা করা হইতেছে? পাপীর বা পাপের সংস্রব হইতে দূরে থাকার উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইতেছে। পাপ কর্ম্মকেই ঘৃণা করা হইতেছে। ইহা ঘৃণা অর্থে ধরা হইলে জলচল অনেক লোককেও এরূপ ঘৃণা করা হয়, যাহারা সচ্চরিত্র বা ধার্ম্মিক তাহারা নীচ অনাচরণীয় লোক হইলেও সকলে তাহাকে সম্মান করে ও ভালবাসে। যাহারা অধার্ম্মিক মূর্খ বা অসচ্চরিত্র তাহারা ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সম্মান লাভে বঞ্চিত হয়। কত চরিত্রহীন ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরও সম্মান নাই দেখা যায়। পক্ষান্তরে ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান হইলে, হাড়ী, মুচি, ডোমেরও সম্মান লাভ ঘটে। এক সময় ত্রিপুরা জেলায়, চাঁদপুর মহকুমার অধীনে পাল্টিপাড়া গ্রামে অনার্য্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতীয় জনৈক লোক হরিভক্ত হইয়াছিল, তাহাকে অনেক উচ্চ জাতীয়েরাও মান্য করিতেন। তুকারামের কথা অনেকেই অবগত আছেন, নীচ জাতায় হইয়াও সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন। উচ্চ জাতি নীচ জাতির জলপান করিলেই নীচ জাতির উচ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে না। নীচের নীচ প্রকৃতি সর্ব্বাবস্থায় থাকিয়া যায়। সৎসংসর্গ গুণে প্রকৃতির কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিলেও সর্ব্বাংশে কোন রূপেই উচ্চ জাতিত্ব লাভ ঘটে না। তাহাদের সঙ্গদোষে বরং উচ্চ জাতীয়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। নীচ জাতির সংসর্গে তাহাদের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করার অপরাধে নীচ জাতীয়েরও পাতক রাশি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা স্নান করিয়া শুচি হয়, তাহারা অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে আপত্তি করে কেন, তাহা জান কি? স্নান করিয়া অপবিত্র বা অপরিষ্কৃত পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলে যেমন স্নানের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়, অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ তদ্রূপ ফল হয়। শুচি ব্যক্তি অশুচি হইয়া পড়ে। তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা মলমূত্র ত্যাগে রীতিমত জল ও মৃত্তিকা শৌচ করে না। তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার থাকে না। বাহ্যিক ও মানসিক (আভ্যন্তরিক) পবিত্রতা না জন্মিলে ধর্ম্মকর্ম্মে মনে সন্তোষ লাভ ঘটে না। এই পবিত্রতা রক্ষার জন্যই লোকে মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ পালন করিয়া থাকে। একের অশৌচ কালে অন্যে তাহাকে স্পর্শ করে না। তাহার অন্ন জল ভক্ষণ করে না। এজন্য কি অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করা হয়, বলা যাইতে পারে? যাহারা অশুচি তাহাদের অন্ন জল গ্রহণ না করা বা তাহাদিগকে স্পর্শ না করা রীতিও তদ্রূপ কারণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পতিত পাপী যাহাতে সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, পাপ প্রবৃত্তি যাহাতে দমন হয়, তাহার প্রতি বিধানার্থই সমাজে পতিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা প্রায়শ্চিত্তান্তে শুচি না হয়, বা হইতে না পারে, এইরূপ মহাপাতকী দিগকেই এই শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। মেথর নীচ জাতীয়, তাহার ব্যবসায় বা ধর্ম্ম, মলমূত্র পরিষ্কার করা। তাহার এই ব্যবসায় জন্য তাহাকে আমরা নিন্দা করি না। তাহার যে ব্যবসায় বা ধর্ম্ম নিন্দনীয় লইলেও তাহার তাহাই করণীয়। পর ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ হইলেও স্বধর্ম্মই পালন করা কর্ত্তব্য। আর তাহার সেই ব্যবসায় বা ধর্ম্মকে কাহারই নিন্দা বা ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি মেথর তাহার নিজ কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘৃণা করিব কেন? আমরা মেথর ছোয়া জলটুকু পান করিলেই তাহার উচ্চ জাতিত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে কি? মেথর তাহার বিষ্ঠা মূত্র যুক্ত অপরিষ্কৃত হস্তে জল প্রদান করিলে ঐ জল পবিত্র বা নির্দ্দোষ জ্ঞানে পান করিতে পারিব কি? ঐ জল পান করিতে ঘৃণা বোধ জন্মিবে কি? তজ্জন্য মেথরকে ঘৃণা করা হইতেছে, বলা যাইবে কি? মেথর যখন বিষ্ঠারাশি মস্তকে বহন করিয়া তোমার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন তুমি নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া পারিবে কি? বিষ্ঠার দুর্গন্ধের প্রতি কি তোমার ঘৃণা হইবে না? যদি তাহার মল মূত্র পরিপ্লুত হস্তের প্রদান করা জলপান করিতে না পার, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে তুমি তাহাকে ঘৃণা কর? যদি বল এরূপ শ্রেণীর লোকদিগের জল পান করিবে না, এতদপেক্ষা যাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে, তাহাদের জল পান করিবে। তাহা হইলে তোমাদের উদ্দেশ্য বজায় থাকিবে না। আর তোমাদের উদারতায়ও দোষ পড়িবে। মহাত্মা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাকি একদা দুষ্কর্ম্মান্বিত কোনও লোকের প্রদত্ত জল গলাধঃকরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "কথা মৃতে" এ কথার সভ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। সাধারণের চক্ষে ইহা দোষের বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী বা সাধক শ্রেণীর লোক এ কথা স্বীকার করিবেন না। তবে যাহারা সিদ্ধপুরুষ তাঁহাদিগকে কোন দোষেই স্পর্শ করিতে পারে না। সাধনার প্রথম অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষার একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রী৺চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষগণের পক্ষে শুচিত্ব অশুচিত্ব সম্বন্ধে ভেদাভেদ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সামাজিক লোক আমাদের পক্ষে কি আর তেমন কথা খাটে? আমরা যদি পবিত্রতা অপবিত্রতার জ্ঞান উঠাইয়া দিই তাহা হইলে আমাদের আর ধর্ম্মোন্নতি হইবে কি? সাধু বা ধার্ম্মিক লোকেরা বলিয়া আসিতেছেন, অনাচারে সাধনার বিঘ্ন হয়। ইহার কারণ

পরমাণু সমষ্টি দ্বারা পদার্থ সকল স্থূলাবয়ব ধারণ করে। দুষ্কর্ম্মা বা দুরাত্মা ব্যক্তির শরীরস্থ পরমাণু ও দুষ্কর্ম্ম জনিত দোষ যুক্ত। কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধ ও বিষ্ঠা মূত্রের দুর্গন্ধ হইতেই পরমাণুর উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির প্রমাণ পাইবে। এইরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তির শরীরস্থ পরমাণুও দূষিত। তাহার প্রদত্ত অন্ন জল ও ঐরূপ দোষাশ্রিত হয়। তজ্জন্যই সাধুরা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এবং উচ্চ জাতীয় লোকেরা নীচ জাতীয় এবং অধার্ম্মিক লোকেদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। তাহাদের অন্ন জল পান ভোজন করেন না।

দুষ্টাত্মাদিগের মানসিক প্রবৃত্তি গুলি এতই নীচ যে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলাও সাধু ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। কারণ কুলোকের সহিত কুকথার আলোচনায় সাধু ব্যক্তিরও সৎপ্রবৃত্তি সমূহ বিচলিত হইয়া থাকে। কুলোকের সংস্রবে কুফল উৎপন্ন হয়। দুষ্কর্ম্ম ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম্মে এতই ডুবিয়া যায় যে, তাহারা যে সব অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তাহা আদৌ অন্যায় বলিয়াই মনে করিতে পারে না। যাহারা নিয়ত মলমূত্রে অবস্থিতি করে, বা মলমূত্র পরিষ্কারের ব্যবসায় করে তাহারা কি আর ঐ মল মূত্রের দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে? নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও তদ্রূপ আপনাদের নীচ প্রবৃত্তির কথা বুঝিতে পারে না। এ জন্যই চিরপতিত জাতি দিগকে এরূপ ভাবে সমাজের নিম্নস্তরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে? তাই শাস্ত্রাদিতেও নিম্ন জাতীয় এই শূদ্র দিগকে অনাচরণীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং তাহাদের প্রতি কঠোর শাসনের ব্যবস্থা দান করা হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞান তাহাদিগকে উপদেশে তাহাদের ফল হয় না, চোর কখনও ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না। শাসন না করিলে চলে না। তাই দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদের জন্য কঠিন শাসন ব্যবস্থা রহিয়াছে। অসভ্যকে কড়া শাসনই করিতে হয়, বর্ত্তমানে নিম্নশ্রেণী অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণকরিয়াছে, তাই শাসন নীতিরও তত কঠোরতার প্রয়োজন হইতেছে না। এ সব কারণেই বলা যাইতেছে, জাতিভেদ প্রথা প্রাচীনকাল হইতে যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার উচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারে না। এ প্রথা উঠাইলে হিন্দুজাতি চিরদিনের জন্য উৎসন্ন যাইবে।

উপসংহারে বলিতেছি,—আমাদের যে জাতিভেদ প্রথা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা আর উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নিম্ন জাতির জলচল সম্বন্ধে কার্য্য বিশেষে সময়োচিত বলিয়া মনে করিলেও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রচলন না করাই উচিত। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে যদি ২।১টী কুপ্রথা আসিয়া ঢুকিয়া থাকে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কিন্তু যে প্রথা গুলিতে ধর্ম্ম সংস্রব

আছে, তাহা দৃষ্টতঃ কুপ্রথা বলিয়া বিবেচিত হইলেও উঠাইয়া দেওয়া অনুচিত। সমাজের যে যে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা সংযোজনার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। উচ্চ শ্রেণীর সকলেরই বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া উচিত। ব্রাত্যগণকে প্রায়শ্চিত্তান্তে দ্বিজাতি করা যায় কিনা তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণ বা বিদ্বান ব্রাত্যদিগকে লইয়া সমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী গঠন পূর্ব্বক উহাদিগকে একই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে কায়স্থ মাত্রেরই ক্ষত্রিয় সংস্কারে উপনীত হওয়া উচিত। আর যাহারা বৈশ্যত্বের দাবী করিতেছেন, তাহারাও প্রকৃত বৈশ্য হইলে অতি সত্বর দ্বিজাচারের প্রতি হওয়া উচিত। এরূপে প্রত্যেক জাতির উন্নতির চেষ্টা করিলে অচিরে সমগ্র হিন্দুজাতি এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে। জগতের অন্যান্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অলং বিস্তরেণ।

শ্রীকালীকৃষ্ণদেব মজুমদার।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

(৩)

(২) আদিশূর ছিলেন কি না?

দুই চারিখানি সংক্ষিপ্ত কুলশাস্ত্রে আদিশূরের নাম উদ্ধৃত হয় নাই। তন্মধ্যে মহেশের "নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা" এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী" হইতে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ বাবু নিজমত সমর্থনার্থ গৌড়রাজমালায় যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি।* তদ্ব্যতীত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর সমস্ত প্রাচীন কুলগ্রন্থে আদিশূরের নাম আছে এবং উভয় শ্রেণীর সমস্ত ব্রাহ্মণ আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশজাত বলিয়া একবাক্যে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আদিশূরের অস্তিত্ব পক্ষে এই প্রবল জনশ্রুতি যথেষ্ট বলিয়া গণ্য নহে। কারণ তৎ সমসাময়িক কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। সে সময়ের কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। কুলগ্রন্থগুলি আদিশূরের ৪।৫ শত বৎসর পরে রচিত। শিলালিপি, তাম্রশাসন সমসাময়িক গ্রন্থ, স্থায়ী চিহ্ন অথবা প্রত্যক্ষ

* কায়স্থ পত্রিকা, ১৩২৪। কার্ত্তিক, ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রমাণের অবিরোধ প্রবল জনশ্রুতি ঘটিত প্রমাণ ব্যতীত আদিশূরেরর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এরূপ কোন প্রমাণ না পাইয়া গৌড় রাজমালার লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আদিশূরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ প্রমাণ বন্দ্যঘটী ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন?

রমাপ্রসাদ বাবু ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে আদিশূরের উল্লেখ নাই দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"ভট্ট ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গের প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে—সাবর্ণ মুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ়া ও রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটী সমুন্নত বংশে (প্রথম) ভবদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ। অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিত বুধ। স্ফুরিত বুধের পুত্র আদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী, মহাপাত্র সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতার (সাঙ্গোকার) পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন, এবং পরে হরিবর্ম্মদেবের পুত্রেরও মন্ত্রী পদারূঢ় ছিলেন। এই দ্বিতীয় ভবদেব রাঢ়দেশে একটী জলাশয় খনন করিয়াছিলেন; এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মান করাইয়া, সেই মন্দিরে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই প্রশস্তি যে কেবল বর্ম্মরাজ বংশের এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাঢ়-বঙ্গের একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আলোক দান করে এমন নহে। ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসের আরও একটা গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করে। এই গুরুতর প্রশ্ন—আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? আদিশূর নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ করেন নাই, আদিশূর কখন কোন্ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই বহুদিন বাদানুবাদ চলিতেছে। কিন্তু ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বয়ের প্রশস্তি পাঠ করিলে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। গৌড়রাজমালায় আদিশূর স্থান পাইতে পারেন কিনা, এস্থলে এ কথার মীমাংসার যত্ন করা কর্ত্তব্য *।"

* গৌড় রাজমালা। ৫৬ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু বলেন, "এই (ভবদেবের প্রশস্তি) সূত্রে আদিশূরের কথা কেন আসিবে? আদিশূর নামক কোন রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও এ প্রসঙ্গে তাঁহার নাম কেন উত্থিত হইবে।*

ঐতিহাসিককে একথা বুঝান কঠীন নহে। মন্দির স্থাপয়িতা বালবলভীভুজঙ্গ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই প্রশস্তিই তাহার কারণ। এই প্রশস্তি দ্বারা তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায়। তিনি বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবের মহামন্ত্রী ছিলেন। ১৩১৯ সালে 'ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় আমি দেখাইয়াছি, রাজা হরিবর্ম্মদেব আনুমানিক ১০২৯—১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ভবদেব যে একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিলেন এবং সেই সময় ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভবদেবের পিতামহ বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী, মহাপাত্র এবং সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। এই বঙ্গরাজার নাম প্রশস্তিতে নাই। থাকিলে উভয়েরই সময় নির্ণয় পক্ষে সাহায্য পাওয়া যাইত। প্রথম ভবদেব যে গৌড় নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম না থাকায় আর একটি এতিহাসিক সত্য নির্ণয়পক্ষে বিশেষ বাধা পড়িয়াছে। ভবদেবের আদিপুরুষ কোন স্মরণাতীত কালে কাহার রাজত্ব সময়ে সিদ্ধল গ্রামে প্রথম বাস করিয়াছিলেন, প্রশস্তি সাহায্যে তাহাও নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কারণ কোন্ সময় কে তাঁহাদিগকে আনিয়াছিল, তাহা প্রশস্তিতে নাই। সুতরাং ঐতিহাসিকদিগের নিকট সাক্ষাৎভাবে বালবলভীভুজঙ্গের সময় নির্ণয় করা ব্যতীত এই প্রশস্তিখানি আর কোন কাজেই আইসে না। এখন দেখা যাউক পরোক্ষভাবে বিচার করিলে কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আভাস পাওয়া যায় কি না? এবং তাহাত আদিশূরের কথা আইসে কি না?

প্রশস্তিতে লিখিত আছে "সাবর্ণ মুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ়া বা রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য" কেন? রাঢ়দেশে এত গ্রাম থাকিতে সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য হইল কেন? প্রশস্তিকর্ত্তা ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষ ঐ সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেন, এই জন্য সর্ব্বাগ্রগণ্য কি? যদি পূর্ব্বপুরুষ বাস করিতেন, কেবল এই কারণেই কোন গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়, তবে প্রশস্তিকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম ভবদেবের বাসস্থান হস্তিনীভিট্ট গ্রামইত তাঁহার নিকট সর্ব্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি হস্তিনীভিট্টকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলেন নাই,

* মানসী, ১৩২০। আষাঢ়, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

বরং যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বাসস্থান ব্যতীত অন্য কোন রূপ বিশেষত্বই দেখা যায় না। আমরা কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই, সিদ্ধলগ্রামী এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনেও ইহার প্রমাণ আছে। লিখিত আছে—

"সাবর্ণ-সগোত্রায় ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্-ঔর্ব্ব-
জমদগ্নি-প্রবরায় বাজসনেয়-চরণায় যজুর্ব্বেদ-
কণ্বশাখাধ্যায়িনে মধ্যদেশ-বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায়াং
সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেবশর্ম্মণঃ" ইত্যাদি

অর্থাৎ "সাবর্ণ গোত্রোৎপন্ন ভৃগু চ্যবন, ঔর্ব, জমদগ্নি, প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত (ক্রিয়া কলাপের) অনুষ্ঠাতা, যজুর্ব্বেদের কণ্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধলগ্রামী পীতাম্বর দেবশর্ম্মা" * ইত্যাদি।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ বংশজাত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। সিদ্ধলগ্রামী তাঁহাদেরই মধ্যস্থিত। বঙ্গদেশে অন্য কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধলগ্রামী ব্রাহ্মণ নাই। আদিশূর মধ্যদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতেই ব্রাহ্মণ আনিয়া ছিলেন। অতএব এই পীতাম্বর ভবদেবভট্টের জ্ঞাতি, এবং আদিশূরানীত "সিদ্ধলগ্রামী" ব্রাহ্মণ সন্তান। ভোজবর্ম্মার সময় কে কোন "গ্রামী" তাহা নির্ণীত হইয়াছিল জানা যাইতেছে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ বংশ এখনও সিদ্ধলগ্রামী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ভবদেব হস্তিনীভিট্টবাসী হইলেও সিদ্ধলগ্রামী বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাই তাঁহার নিকট সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল।

সাবর্ণ মুনির বংশধর অর্থ সাবর্ণ গোত্রজ বুঝায়। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক এবং সাতশতী ব্রাহ্মণ বাস করেন, তন্মধ্যে সাতসতী ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীতেই সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সুতরাং ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ সাতসতী ছিলেন না নিশ্চয় জানা যাইতেছে। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সিদ্ধলগ্রামে বাস করিবার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার রাঢ়দেশে বাস এবং বন্দ্যঘটী বংশের কন্যার সহিত গোবর্দ্ধনের বিবাহ হওয়ায় জানা যাইতেছে। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে সাবর্ণগোত্রের ব্রাহ্মণ আছে, কিন্তু সিদ্ধলগ্রামী নাই। সুতরাং তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন, অতএব ভবদেব রাঢ়ী শ্রেণী, সাবর্ণ গোত্রজ, সিদ্ধলগ্রামী ছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে। সিদ্ধলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ পীতাম্বর সিদ্ধলগ্রামী ছিলেন এবং তিনি মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে যখন সিদ্ধলগ্রামী নাই,

* সাহিত্য পত্রিকা, ১৩১৯। ভাদ্র, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

তখন ভবদেব ও পীতাম্বর যে এক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহাদের উভয়েরই আদি পুরুষ যে মধ্যদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন এ কথাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন এবং রাঢ় ও বরেন্দ্রে তাঁহাদের বাস যে আদিশূরের একটি কীর্ত্তি তাহা এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই পুরুষানুক্রমে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "গৌড়দেশীয় আদিশূর ব্যতীত আর কোন রাজা কি কখনও ভূমিদান করেন নাই?"* করিয়াছেন বৈ কি? কিন্তু সমস্ত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যখন একবাক্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া থাকেন, উভয় শ্রেণীর সমস্ত কুল-পঞ্জিকাতেই (আদিশূরের সমসাময়িক না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে—অন্ততঃ ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে) আদিশূরের এই কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়া আসিতেছে, অন্য কোন রাজা ভূমি দান করিয়া থাকিলেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণানয়ন সম্বন্ধে সেরূপ কোন জনশ্রুতি নাই, তবে কেন অন্য রাজা কর্ত্তৃক ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্থাপন সম্বন্ধে বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী জনশ্রুতি ঘটিত প্রমাণ বলে ইহা আদিশূরের কীর্ত্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিব না?

রাখালবাবু লিখিয়াছেন—"সিদ্ধল যদি আদিশূর কর্ত্তৃক ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে প্রশস্তিকার পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও আদিশূরের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?"† রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন—"আদিশূরের আনা ঠিক হইলে বাচস্পতি, বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ পরিচয়ের উল্লেখ করিতেন।

২৫ পংক্তিতে ৩৩ শ্লোক বিশিষ্ট একখানি প্রশস্তিতে কুলশাস্ত্র বর্ণনা থাকিবার আশা করা যায় না। প্রশস্তির উদ্দেশ্যও তাহা নহে। ভবদেব কর্ত্তৃক বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন উপলক্ষে প্রশস্তিখানি রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন রূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিবে কেন? সাবর্ণগোত্র সিদ্ধলগ্রামী বলিলেই কি আদিশূরের কথা আইসে না? ভবদেবের প্রথমাগত পুরুষ হইতেই বা এই প্রশস্তিতে বংশ পরিচয়ের উল্লেখ থাকিবে কেন? কোন প্রশস্তিতেই এরূপ অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা দেখা যায় না। অনেক প্রশস্তিতে দুই পুরুষের উর্দ্ধ নাম

* মানসী পত্রিকা, ১৩২০, আষাঢ়, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।
† গৌড়রাজ মালা, ৫৯ পৃষ্ঠা।

থাকেই না। কেশব প্রশস্তিতে কেবল পিতার নাম আছে, বীরদেবের সুন্দর প্রশস্তিতেও কেবল পিতার নাম মাত্র আছে। ভট্ট গুরুবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপিতেও সাত পুরুষের উর্দ্ধ নাম নাই, * সুতরাং বলা যাইতে পারে দেব-মন্দিরাদিতে যে প্রশস্তি লিখিত হয়, তাহাতে সাত পুরুষের বেশী নাম উল্লেখ করা রীতি ছিল না। ভবদেবও রীতি বহির্ভূত কার্য্য করেন নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র প্রশস্তিতে ততস্থানও ছিল না।

সাতপুরুষ পর্য্যন্ত লিখিবার কারণ কি? শ্রাদ্ধ বিবাহ এবং অশৌচ প্রতি-পালনে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশেষ আবশ্যক হয়। শ্রাদ্ধেও অশৌচ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড ধরা হয়। বিবাহে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়। সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত নাম সচরাচর ঠিক রাখা আবশ্যক হইত। এইজন্যই কোন কোন প্রশস্তিতে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত নাম দেখা যায়। পূর্ব্বে প্রাচীনগণ সাতপুরুষ পর্য্যন্ত নাম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। আমরাও বাল্যকালে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি। কিন্তু এখন পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষু স্থির হয়।

ভবদেব যদি জানিতেন খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ক্ষুদ্র প্রশস্তিতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন বৃত্তান্ত এবং আদিশূরের নাম না পাইয়া সেই প্রমাণে আদিশূরকে উড়াইয়া দিবেন, তাহা হইলে কি করিতেন জানি না। সম্ভবতঃ প্রশস্তি খানি আরও বড় করিয়া লিখিতেন। অথবা অন্ততঃ আদিশূরের নামটা লিখিলেও লিখিতে পারিতেন। কিন্তু শুধু আদিশূরের নাম লিখিয়াই কি রক্ষা আছে? রমাপ্রসাদ বাবু আবার বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে ভবদেবের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম প্রশস্তিতে নাই বলিয়া দোষ ধরিয়াছেন। এখানি যে একখানি ক্ষুদ্র প্রশস্তি, এবং কোন একটি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে লিখিত, এই দুই ঐতিহাসিক তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতিও কম নহেন। তিনি এই দুই ঐতিহাসিককে নৈরাশ করিবার জন্যই বোধ হয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ বৃত্তান্ত, বেদগর্ভাদি এবং আদিশূরের নাম লেখেন নাই। এমন কি এক হরিবর্ম্মা ব্যতীত আর কোন রাজারই নাম তিনি লিখেন নাই। যেমন আদিশূরের নাম লিখেন নাই, তেমনি গৌড় নৃপের নাম লিখেন নাই। তেমনি আদিদেবের প্রভু বঙ্গরাজের নাম লিখেন নাই, এমন কি হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের নিমক খাইয়াও তাঁহার নাম না দিয়া নিমকহারামী

* গৌড়লেখমালা।

করিয়াছেন। সুতরাং বালবলভীভুজঙ্গের সময় নির্ণয় করিবার উপকরণ ব্যতীত ঐতিহাসিকের আর কোন আশা এই প্রশস্তিতে নাই। তবে তিনি প্রশস্তিতে যাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তাহা অস্বীকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে তাহাও লিখেন নাই, ইহা কিছু আশাপ্রদ বটে। এমন লোকের হাতেও ভবদেব প্রশস্তি রচনার ভার দিয়াছিলেন! ভোজবর্ম্মাও স্বীয় তাম্রশাসনে শাসনগৃহীতা ব্রাহ্মণের তিন পুরুষের উর্দ্ধ নাম লিখা আবশ্যক বোধ করেন নাই!! রমাপ্রসাদ বাবুর মতেও ভবদেব বা পীতাম্বরের প্রথমাগতঃ পুরুষ হইতে বংশাবলী লেখা রচয়িতাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল!!!

যাহা হউক বাচস্পতিই বা এরূপ করিলেন কেন? তাহাও ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য বিষয়। এক হরিবর্ম্মা ব্যতীত আর কাহারও নাম তিনি লিখিলেন কেন? তিনি এ জ্ঞানকৃত অপরাধে অপরাধী হইলেন কেন? বোধ হয় বর্ম্ম দেবের নাম রাহুগ্রস্থ না হয় এই জন্যই তিনি আদিশূর, গৌড়নৃপ, বঙ্গরাজ এমন কি হরিবর্ম্মের পুত্রের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রের নাম থাকিলে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিতেন, তাঁহার রাজত্ব কালেই এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ এবং মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। হয়ত এই কারণেই পুত্রের নাম দেওয়া হয় নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে হরিবর্ম্ম দেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহার সহায়তাতেই মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন শেষ হইয়া থাকিবে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রশস্তি উৎকীর্ণ করা হইয়া থাকিবে। হয় ত বা এসময় হরিবর্ম্ম দেবের পুত্র রাজ্যচ্যুতও হইয়াছিলেন, নতুবা বর্ত্তমান প্রভুর নাম না দেওয়া কম ধৃষ্টতার কথা নহে।

অতএব যে কারণে প্রশস্তিতে হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রের নাম নাই, হরিবর্ম্মের পূর্ব্বের বঙ্গরাজের নাম ও গৌড়নৃপের নাম নাই, হয়ত সেইরূপ কারণেই আদি-শূরের নামও নাই। সুতরাং এই প্রশস্তি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিলে তাহা করিতে কোন বাধা আছে, বোধ হয় না।

কাণধরিয়া টানিলেই মাথা আপনি আইসে, সুতরাং সাবর্ণ গোত্রজ সিদ্ধলগ্রামী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিলেই সেখানে প্রবল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী জনশ্রুতি রূপ আদিশূরের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। কিন্তু একটি প্রবল বাধা দেখা যাইতেছে। আদিশূর ঐ সময় ছিলেন কি না? কোথায় ছিলেন? যেখানে ছিলেন সেখানে সে সময় তাঁহার রাজা হইবার স্থান ছিল কি না? এই সমস্ত

বিষয় প্রথমে স্থির করিতে হইবে। সেই স্মরণাতীত কালে আদিশূর নামে কোন রাজা থাকিলে'ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবেন? আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায়।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(২)

অথ স্বস্থায় দেবায় নিত্যায় হতপাপ্মনে।
ত্যক্তক্রমবিভাগায় চৈতন্য জ্যোতিষে নমঃ॥

[গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা "কায়স্থ-পত্রিকা," পৃষ্ঠা ৪৭০ হইতে ক্রমাগত]

গত প্রস্তাব-শেষে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীর ১৯শ শ্লোকের লিখিত ৪৯৩ অব্দটি যে মালব অথবা বিক্রমসংবৎ তাহাতে আমাদের এক সন্দেহের কথা আমরা পাদটীকায় বলিয়াছি। ঐ সন্দেহের কারণ সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

উক্ত শ্লোকাবলীর মর্ম এই যে মালবরাজগণের স্থিতির ৪৯৩ অব্দ বিগত হইলে এই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু অনেক কাল গত হইলে, অন্যান্য রাজগণের সময়ে, ঐ মন্দিরে একাংশ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।* সুতরাং ৫২৯ অব্দে উহার পুনঃ সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইল। যদি উভয় অঙ্কই একটি বিশেষ অব্দের অঙ্ক হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উক্ত দেবমন্দির নির্মিত হইবার ৩৬ ছত্রিশ বৎসর (৫২৯-৪৯৩=৩৬) মধ্যেই উহার একাংশ এরূপ শীর্ণ হইয়াছিল যে উহাকে নূতন করিয়া সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ভূ-কম্পাদি কোন বিশেষ দৈব দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত না হইলে ছত্রিশ বৎসর মধ্যে ঐরূপ প্রাসাদের ভগ্নদশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই;—শ্লোকাবলীতে তাদৃশ দুর্বিপাকের কোন উল্লেখ ত মোটেই নাই, পরন্তু স্পষ্টভাষায় মন্দির নির্মাণের পর বহুকাল গত হইবার কথা লিখিত হইয়াছে। এই কারণেই আমাদের মনে

* বহুনাসমতীতেন কালেনান্যৈশ্চ পার্থিবৈঃ
ব্যশীর্যতৈকদেশোঽস্য ভবনস্য ততোঽধুনা॥ ২১

হয় যে ঐ দুইটি পৃথক্ অব্দের অঙ্ক। যদি শেষোক্ত ৫২৯ টি বিক্রমাব্দ হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্তটি মহাবীর নির্বাণের অব্দ। ৪৯৩ মহাবীরাব্দে (৪৯৩-৪৭০=২৩) ২৩ বিক্রমাব্দ হয়, সুতরাং তাহা হইলে মন্দির নির্মাণের ৫০৬ পাঁচশত ছয় বৎসর পরে (৫২৯-২৩=৫০৬) উহা পুনঃ সংস্কৃত এবং নবীভূত হইয়াছিল বলিতে হয় এবং তাহা সঙ্গতও হয়।

তবে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমেই যে "মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শত চতুষ্টয়ে—"—মালবদিগের গণ-স্থিতির পর ৪৯৩ অব্দ গত হইলে লেখা আছে,—তাহার কি অর্থ হইবে? "মালব ক্ষত্রিয়-গণের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর"—এই পদের অর্থ কি? এই ঘটনার সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-লাভ এবং তৎকর্ত্তৃক সংবৎ নামক অব্দের প্রতিষ্ঠার সহিত কি সম্বন্ধ? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, মহাভারত এবং পুরাণ প্রোক্ত যাদব-গণের ন্যায়, মালব ক্ষত্রিয়দিগের একটা গণমূলক রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। যাদবদিগের মত মালবদিগেরও প্রধান ব্যক্তি নায়ক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন এবং তাঁহাদের শাসন প্রণালীও "গণতন্ত্র" মূলক ছিল এবং উহার প্রতিষ্ঠা বিক্রমাব্দ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বে হইয়াছিল। এই উক্তি আমাদের কল্পনামূলক নহে। প্রাচীন মালব রাজ্যের উত্তরে বর্ত্তমান রাজপুতনার "কোটা" রাজ্যের রাজধানী "কোটা" নগরের প্রায় ৪৫ মাইল উত্তরে, "নগর" নামক স্থানে বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মিঃ কারলাইল প্রথমে ঐ সকল মুদ্রার কথা জন সমাজে প্রচার করেন।* ঐ সকল মুদ্রার কোন বিশেষ নরপতির নাম অথবা উপাধি (বিরুদ) ক্ষোদিত হয় নাই, কিন্তু তৎস্থলে "মালবানং জয়ঃ" মাত্র লিখিত হইয়াছে। জেনারেল কনিংহাম ঐ সকল মুদ্রার আকার প্রকার দেখিয়া উহাদিগকে ২৫০ খৃঃ পূঃ হইতে খৃষ্টীয় ২৫০ অব্দ পর্য্যন্ত এই পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে ফেলিয়াছেন।† এই প্রমাণ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের পূর্বে মালবদেশে প্রোক্ত যাদব-ক্ষত্রিয়দিগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান্ ছিল, এবং বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের প্রভাব দূর করিয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ও তজ্জন্যই তিনি পৃথক্ সংবৎ প্রচার করেন। বোধ হয় মালবদিগের প্রভাব খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫৬ পর্য্যন্ত বিদ্যমান্ ছিল। আর বীরনির্বাণাব্দ ৪৭০ সংবৎ পূর্বে অথবা ৫২৬ খৃষ্টপূর্ব

* Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. VI.
† Ibid. Vol. XIV and plate XXXI Nos. 19 to 25.

হইতে গণিত হয়, তাহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে বহু জৈনপুস্তকাদিতে এবং সাংসারিক ব্যাপারে বীরনির্বাণাব্দ ব্যবহৃত হইত। সেইজন্য ঐ শ্লোকাবলীর ৪৯৩ অঙ্ক বীরনির্বাণাব্দের পর গণিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। অথবা ঐ অঙ্ক ফর্গুসনের কথিত * "হর্ষাব্দ" (৫৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০০০ বৎসর পূর্বে কল্পিত ব্রাহ্মণদিগের জাল-সংবৎ) হইতে পারে। যেহেতু খৃঃ পূঃ ৫২৫ অথবা ৫২৬ অব্দে মহাবীর নির্বাণের অব্দ আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার ভূরি ব্যবহার প্রাচীন জৈন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; উহা মিঃ ফর্গুসনের কথিত ৫৪৪ খৃষ্টাব্দের কর্কর যুদ্ধের প্রায় ১০০০ এক সহস্র বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে, (প্রকৃত পক্ষে ১০৬৯—১০৭০ বৎসর পূর্বে) এবং সাহেব বাহাদুর ঐ প্রাচীনাব্দের প্রকৃত ইতিহাস অবগত ছিলেন না,—তিনি এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগকে যথেচ্ছ বলিলেও কেহ তাহার কোন প্রতিবাদ করিবেন না জানিতেন, তাই তিনি নির্ভয়ে প্রচার করিলেন যে ব্রাহ্মণেরা জালিয়াতী করিয়া কর্কর যুদ্ধের অব্দের ৫৪৪ অব্দে ১০০০ বৎসর পিছাইয়া দিয়া সংবৎ অপেক্ষা ও ৪০০ বৎসর প্রাচীন এক অব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা ৪৭০ পূর্ব বিক্রমাব্দ অথবা ৫২৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে প্রচারিত জৈন শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণাব্দ।†

যদি উক্ত শিলালিপির প্রথম ৪৯৩ অব্দ মহাবীরাব্দ না হইয়া সংবতাব্দ হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত ৫২৯ অব্দ সংবতাব্দ না হইয়া গুপ্তাব্দ হইবে। তাহা হইলে উক্ত মন্দির ৪৯৩ সংবৎ অথবা ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এবং ৫২৯ গুপ্তাব্দে অথবা (৫২৯+৩১৯=৮৪৮) ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল বলিতে হয়। ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইলে উহা ১১৮ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ কুমার গুপ্তের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও এক সংশয় থাকিতেছে যে মহারাজ কুমারগুপ্তের সময়ে মন্দির নির্মিত হইল কিন্তু সে সময়ে গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত না হইয়া বিক্রম সংবৎ অথবা মালব সংবৎ ব্যবহৃত হইল, অথচ মন্দির সংস্কারের সময়ে ৮৪৮-৪৩৭=৪১১) অর্থাৎ ৪১১ বৎসর পরে ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তরাজ্য ধ্বংসের বহু পরে ঐ গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইল। ইহা সন্দেহের বিষয় সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে ৪৯৩ মহাবীরাব্দে ২৩ সংবৎ হইতেছে; তখন ত প্রবল-প্রতাপান্বিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়। তখন সংবতাব্দ ব্যবহৃত না হইয়া

* "কায়স্থ পত্রিকা" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৬।

† খুব সম্ভব যে ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব ৫০০ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে মালবদিগের "গণস্থিতি"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

প্রাচীন বীরনির্বাণাব্দের অঙ্ক কেন ব্যবহৃত হইবে, তাহাও বলা দুষ্কর। ফলতঃ এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্বের পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধান ও অনুশীলন আবশ্যক, এবং আমরা তাঁহাদিগের মনোযোগ ভিক্ষা করিয়া ভবভূতির সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

ভবভূতি] অতীতকালবাহিনী কিংবদন্তী যেরূপ শতরূপে এবং শতমুখে কালিদাস সম্বন্ধে নানা কথা জনসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছে, ভবভূতি সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভবভূতি সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কিংবদন্তীর কথা পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে, আমরা ক্রমশঃ তাহা লিখিতেছি।

(১) ভবভূতি কালিদাসের সম-সাময়িক কবি। একদা কবি-কালিদাস তাঁহার কোন এক বন্ধুর সহিত সতরঞ্চ (চতুরঙ্গ) ক্রীড়ায় বিশেষ রূপে নিমগ্ন থাকার সময়ে কবি ভবভূতি স্বরচিত "উত্তর-রাম-চরিত নাটক" সম্বন্ধে কালিদাসের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু কবি খেলায় মত্ত থাকায় নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারেন নাই, এজন্য লেখককে তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন এবং তদনুসারে গ্রন্থকার সমগ্র নাটকখানি পড়িয়া যান। আদ্যোপান্ত শ্রবণের পর কালিদাস পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে নাটকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকের চতুর্থ চরণে "এবং" শব্দের অনুস্বারটি অধিক হইয়াছে;—যথা প্রথমাঙ্কে,—

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিত-গতযামা, রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ ॥"২৭॥

এই কথা শুনিয়া ভবভূতি অনুস্বারটি তুলিয়া দিয়া "রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ" করিয়া লইলেন।

(২) কবির পিতৃকৃত নাম শ্রীকণ্ঠ এবং তিনি—

"তপস্বী কাং গতোঽবস্থামিতি স্মেরাননাবিব।
গিরিজায়াঃ স্তনৌবন্দে ভবভূতি সিতাননৌ ॥"

এই শ্লোক রচনার পর "ভবভূতি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। এইরূপ আরও একটি কিংবদন্তী আছে, তাহার মতে —

"সাম্বা পুণাতু ভবভূতি পবিত্র মূর্ত্তিঃ।"

ইত্যাদি পদ্য রচনার জন্য তাঁহার "ভবভূতি" উপাধি হয়।

এই কিংবদন্তী গুলি হইতে কবির সময় নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায়ই নাই,—সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিংবদন্তীর অনুসরণ নিষ্ফল-প্রয়াস মাত্র।

ভবভূতি তৎকৃত "মহাবীর-চরিত" "উত্তররাম-চরিত" "মালতী-মাধব" রূপক গ্রন্থত্রয়ের প্রস্তাবনামুখে নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তি-পাবনাঃ পঞ্চাগ্নেয়ো-ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতি-বসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবে (পঞ্চমঃ) সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তে-নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্য-প্রমাণজ্ঞো ভব-ভূতির্নাম জতুকর্ণীপুত্রঃ,—

এবং

"শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণাং যথাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ। দক্ষিণাপথে বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নামক নগর আছে। তথায় যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রোদ্ভূত, মহোপাধ্যায়, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিসেবী, ধার্ম্মিক, সোমপায়ী, উদুম্বরকুলপ্রসূত, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের এক শ্রেণী বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বাজপেয়যজ্ঞকারী মহাকবি ভট্টগোপালের (পঞ্চম) পৌত্র, পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ উপাধিযুক্ত পদবাক্য প্রমাণজ্ঞ ভবভূতি নামক কবি,—তিনি জতুকর্ণী পুত্র এবং কবির গুরুর নাম জ্ঞাননিধি, পরমহংস মহর্ষিদিগের মধ্যে অঙ্গিরার ন্যায় তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং তাঁহার "জ্ঞান-নিধি" নাম সার্থক হইয়াছে।*

* বিদর্ভেষু,—মালতী মাধব প্রকরণে জগদ্ধরধৃত পাঠ। আধুনিক বেরার। "জতুকর্ণ" স্থলে "জাতুকর্ণি" পাঠভেদও পাওয়া যায়। "পঞ্চমঃ পৌত্র"—পৌত্রের পৌত্র—মহাবীরচরিত, বীররাঘবধৃতপাঠ। চরণানাং শাখাধ্যতৃণাং গুরবো মহোপাধ্যায়াঃ। পংক্তিপাবনাঃ, সর্ব্বেষাং প্রবচনজ্ঞাঃ শ্রোত্রিয়াম্বয়জাঃ। পঞ্চাগ্নয়ো—গার্হপত্য আহবনীয়ো দক্ষিণাগ্নিঃ সভ্য আবসথ্যশ্চেতি পঞ্চাগ্নয়ো যেষাং তে তথোক্তাঃ। সোমপীথিনঃ সোমপানবন্তঃ। উদুম্বরনামান অভিজননাদেয়াঃ। পদবাক্য প্রমাণজ্ঞো ব্যাকরণতর্কমীমাংসাভিজ্ঞঃ। মহাবীর চরিতের প্রস্তাবনা।

এই আত্ম-বিবরণ হইতে আমরা তাঁহার পিতা মাতার নাম এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের কাল সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার উপায় নাই। তিনি যে কোন রাজা মহারাজার আশ্রিত ছিলেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। এতদবস্থায় পণ্ডিতগণ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহা সুধীগণের বিবেচনার বিষয়। পণ্ডিতবর্গ যে যে প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, আমরা অগ্রে তাহার পরিচয় দিতেছি।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, কবি নিজে যখন তাঁহার সময় সম্বন্ধে নির্ব্বাক্, তখন অন্য পুস্তক হইতে এবং কবির রচিত নাটকত্রয়ের ভিতর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাল নির্ণয় করিতে হইবে। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত মহোপাধ্যায় ডাক্তার রামকৃষ্ণভাণ্ডারকর মহাশয় অতিশয় শ্রম ও অনুসন্ধিৎসা সহায়ে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, পণ্ডিত সমাজে তাহাই এখন গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছে। তাই প্রথমতঃ আমরা ভাণ্ডারকর মহোদয়ের মীমাংসা এবং তাহার আলোচনা করিতেছি।

তিনি বলিতেছেন "রাজতরঙ্গিণীর মতে কবি ভবভূতি কান্যকুব্জের নরপতি যশোবর্ম্মার আশ্রিত ছিলেন।* এই যশোবর্ম্মা কাশ্মীররাধিপতি ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ললিত্যাদিত্যের কাল নির্ণয় হইতে যশোবর্ম্মার সময় নির্দ্ধারিত হইতেছে। জেনারেল কনিংহামের মতে খৃষ্টীয় ৬৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল, সুতরাং যশোবর্ম্মা এবং তাঁহার আশ্রিত কবি ভবভূতিও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দের প্রথম পাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতির সহিত বাক্-পতিরাজ নামে আর একজন কবি উক্ত কনৌরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেন, উল্লিখিত আছে। এই বাক্‌পতিরাজের রচিত প্রাকৃত ভাষার মহাকাব্য "গউড়বহো" বা "গৌড়বধ" ডাক্তার বুহ্‌লার আবিষ্কৃত করিয়াছেন এবং তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক কোন এক গৌড়রাজের পরাজয় কাহিনী বর্ণনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে, এবং কবি বাক্‌পতিরাজ ঐ কাব্য লিখিয়াছেন, ঐ কাব্য বহু উৎকৃষ্ট স্থল এখনও শোভা পাইতেছে—উহারা যেন ভবভূতি রূপ

* কবি বাক্‌পতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদি সেবিতঃ।
জিতো যাবৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥১৪৫॥ ৪র্থ তরঙ্গ।

সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত অমৃত বিন্দুর ন্যায় ঝল্ মল্ করিতেতেছে।* এই উক্তি হইতে অনুমান হয় যে কবি বাক্‌পতিরাজ ভবভূতির ছাত্র ছিলেন অথবা তিনি ভবভূতির নিকটে অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রাকৃত কাব্য যদি যশোবর্ম্মার রাজ্যকালের শেষ ভাগে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভবভূতি নিশ্চই প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং বলিতে হইতেছে যে ভবভূতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষভাগে নিজ যশোবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর ভবভূতির সম্বন্ধে এই যে কাল নির্ধারিত হইল, তাহা অন্যান্য কবির সহিত তুলনায়ও সঙ্গত হয়।"

মহামহোপাধ্যায় ভাণ্ডারকর তাঁহার সম্পাদিত "মালতীমাধব" প্রকরণের ভূমিকায় এই মত প্রকাশ করিবামাত্র পণ্ডিতগণ উহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পণ্ডিতবর নিজে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পরিয়াছেন কিনা বলিতে পারা যায় না। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের সংস্কৃত পুস্তকানুসন্ধানের বিবরণী লিখিতে গিয়া তিনি পুনশ্চ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এখানে বলিতেছেন,—"রাজশেখরকৃত "প্রবন্ধকোশ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে "আমরাজ" যশোবর্ম্মার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন, এবং "বপ্পভট্টি" উক্ত আমরাজকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়ে আমরাজের পিতৃবৈরী "ধর্ম্ম" নামে এক নরপতি গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী রাজধানীতে রাজত্ব করিতে ছিলেন। এই "ধর্ম্ম" রাজের সভায় বাক্‌পতিরাজ নামে এক কবি ছিলেন এবং তাহার আশ্রয়দাতা "ধর্ম্ম" রাজ "যশোধর্ম্ম" নামক কোন এক প্রতিবেশী নৃপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। কবি বাক্‌পতিরাজ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত ভাষায় "গউড়বহো" অথবা "গৌড়বধ" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে বাক্‌পতিরাজ যশোবর্ম্মার অধস্তন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। আমি আমার নিজ সম্পাদিত মালতীমাধবের ভূমিকায় যুক্তির সহিত দেখাইয়াছি যে বাক্‌পতিরাজ ভবভূতিরও অধস্তন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। রাজতরঙ্গিণীতে দেখা যায়, দুইজন কবিই যশোবর্ম্মার সভা অলঙ্কৃত করিতেন; সুতরাং ইহা নিশ্চই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ভবভূতি যশোবর্ম্মার রাজত্বকালের প্রথমাংশ এবং বাক্‌পতিরাজ বিদ্যমান্ ছিলেন।"

* Certain excellences still shine in his works like drops of nectar churned from the ocean of Bhababhuti. Preface to Malti-Madhava, Edited by Dr. Bhandarkar.

পণ্ডিতবর ভাণ্ডারকর রাজতরঙ্গিণী এবং রাজশেখরের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকরণ করিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ একের পরে অন্যে ঐ মত প্রচার করিয়াছেন। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত রায়সাহেব অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী মহোদয় পর্য্যন্ত অনেকেই সানন্দে ও সাগ্রহে ঐ মত স্বীকার করিয়া দেশের ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে কবিবর ভবভূতির সময় নির্দ্ধারণ এখনও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় নাই এবং তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়গণের গবেষণা অনুশীলন আবশ্যক। আমরা ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, সুতরাং আমাদের মনে এতৎসম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পণ্ডিত-সমাজে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের কৃপা দৃষ্টি এবং মনোযোগ ভিক্ষা করিতেছি।

পণ্ডিতবর ভাণ্ডারকর "রাজতরঙ্গিণীর" একটিমাত্র শ্লোকের উপর নির্ভর করত প্রথমে মালতীমাধবের ভূমিকায় প্রচার করিলেন যে, ভবভূতি এবং বাক্‌পতিরাজ উভয়েই কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মার আশ্রিত এবং বাক্‌পতিরাজ যশোবর্ম্মার অবদান পরম্পরা স্বকৃত "গৌড়বধ" কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক যশোবর্ম্মা পরাভূত হইয়াছেন বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে। জেনারল কনিংহাম ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল ৬৯৩ হইতে ৭২৯ খৃষ্টাব্দে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সুতরাং যশোবর্ম্মা এবং তাঁহার রাজকবি ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজের সময়ও উক্ত সময়ের (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের অন্তিম-পাদ হইতে অষ্টম শতাব্দের আদ্যপাদের মধ্যে) সহিত নিরূপিত হইয়া যাইতেছে। অথচ রাজশেখর প্রবন্ধকোশে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে ভবভূতির কোন কথাই নাই এবং বাক্‌পতিরাজ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে তিনি কনৌজরাজ যশোবর্ম্মার নহে, পরন্তু তাঁহার পুত্র আমরাজের চিরশত্রু গৌড়রাজ "ধর্ম্মের" রাজকবি ছিলেন। "ধর্ম্ম" রাজ কনৌজেশ্বর যশোবর্ম্মা দ্বারা নিহত হন নাই, পরন্তু নিজের প্রতিবেশী "যশোবর্ম্মা" নামক নৃপতি তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন এবং "গৌড়বধ" কাব্য কবির আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক শত্রুবধের গৌরবময় জয়োচ্ছ্বাসমূলক আনন্দ উৎসবের স্মৃতি-গান নহে, পরন্তু উহা অন্নদাতা প্রতিপালকের বিনাশজনিত শোকোচ্ছ্বাস সমুত্থিত বিষাদ-গাথা মাত্র! এই বাক্‌পতিরাজ যে কোনকালে কনৌজদেশে আসিয়াছিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ "প্রবন্ধকোশে" নাই।

ভাণ্ডারকর নিজেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বাক্‌পতিরাজ যশোবর্ম্মার অধস্তন সময়ের (next generation) কবি ; এতদবস্থায় রাজতরঙ্গিণীর উক্তির সহিত "প্রবন্ধকোশের" বাক্যের যে সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"রাজতরঙ্গিণী" পুস্তককে অভ্রান্ত ইতিহাসরূপে গ্রহণ করায় এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তর অথবা বিষয়ান্তর দ্বারা উত্তমরূপে সমর্থিত না হইলে, "রাজতরঙ্গিণীর" কোন উক্তিই ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। ভবভূতি যে কিছুতেই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন না, তাহা রাজশেখরের সাক্ষ্য দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। বালরামায়ণ, প্রচণ্ডপাণ্ডব প্রভৃতির কবি রাজশেখর রামচরিতাবলম্বনে নাটক রচয়িতৃগণের মধ্যে আদি কবি বাল্মীকির পরে প্রথমেই ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃপুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতি রেখয়া,
স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥" প্রচণ্ড পাণ্ডবে।

প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য স্ব প্রণীত "শঙ্করদিগ্বিজয়ে" বালরামায়ণ প্রণেতা কবি রাজশেখরকে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক বলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কাল লইয়া পণ্ডিতসমাজে নানারূপ বিতণ্ডা বর্ত্তমান থাকিলেও কেহই তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না। রাজশেখর যেরূপ ভাবে ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কবি যে রাজশেখর অপেক্ষা বহু প্রাচীন তাহাই বোধ হয় ; অথচ সময় ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে গৌড়বধ রচয়িতা বাক্‌পতিরাজকে রাজশেখর সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রগামী বলিয়া বিশ্বাস প্রবৃত্তি জন্মে। রাজশেখর যদি সপ্তম শতাব্দের ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর কবি হইতে পারেন না। বাক্‌পতিরাজও ভবভূতির অনেক পরের কবি, তাহা তাঁহার শ্লোক হইতেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এখন তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রাগুক্ত কবি বাক্‌পতিরাজ স্বরচিত প্রাকৃত-ভাষার মহাকাব্য "গউড়বহো" অথবা "গৌড়বধ" গ্রন্থে লিখিয়াছে,—

"ভবভূইজলহিণিগ্‌গয়কব্বামযরসকণা ইব ফুরন্তি।
জস্‌স বিসেসা অজ্জবি বিয়ড়েষু কহাণিবেসেসু ॥ ৭৯৯।"

ইহাকে সংস্কৃতে পরিণত করিলে।

"ভবভুতিজলধিনির্গত কাব্যামৃতরসকণা ইব স্ফুরন্তি।
যস্য বিশেষা অদ্যাপি বিকটেষু কথা-নিবেশেষু ॥"
কথা-নিবন্ধেষ্বিতি ক্বচিৎপাঠঃ।

এই গাথাটির অনুবাদ করিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, "certain excellences still shine in his works like drops of nectar churned from the ocean of Bhavabhuti"—। এই অনুবাদ প্রকৃতার্থ সূচিত করিতেছে কিনা তাহার বিচার করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। আমরা এস্থলে কেবল "যস্য বিশেষা অদ্যাপি কথা নিবেশেষু (নিবন্ধেষু) স্ফুরন্তি"—still shine—এই বাক্যাংশের উপর বিবেচনা করিবার নিমিত্ত পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। যদি বাক্‌পতিরাজের সময়ে ভবভূতি জীবিত থাকিতেন, অথবা ভবভূতির পরলোকগমনের অল্প সময়ের মধ্যে এই "গৌড়বধ" কাব্য রচিত হইত, তাহা হইলে, "আজও ভবভূতির সুভাষিতামৃত-রসকণা স্ফুরিত হইতেছে" এরূপ কথা কবি বলিতেন কি ? বর্ত্তমান কালের লোকে অধুনা ব্যাস-বাল্মীকি প্রমুখ পুরাতন কবিদিগের প্রশংসা করিতে গেলে যেমন বলিয়া থাকেন, "আজও তাঁহাদের বাণী অমর হইয়া রহিয়াছে কিংবা আজও তাঁহাদের কবিতাবলী অমৃতবর্ষণ করিতেছে,"—কবি বাক্‌পতিরাজও ঠিক সেইরূপ ভাবে সসম্মান ভক্তির সহিত পুরাতন কবি ভবভূতির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। "গৌড়বধ" রচয়িতার উক্ত শ্লোক পাঠ করিলে কেহই মনে করিতে পারিবেন না যে শ্লোক রচয়িতা সমসাময়িক কবি বলিয়া ভবভূতির উল্লেখ করিতেছেন। আর ভবভূতি যদি বাক্‌পতিরাজের গুরু অথবা উপাধ্যায় হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি "গৌড়বধ কাব্যে" সমুচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে উক্ত এবং পরিচিত হইতেন। "রাজতরঙ্গিণীর" সেই "কবির্বাক্‌পতিরাজ-শ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ"—ইত্যাদি শ্লোকটিই "গৌড়বধ" কাব্যের প্রোক্ত শ্লোকের সহিত সংযুক্ত হইয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের

মনে ঐরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। কবি গোবর্ধনাচার্য তাঁহার "আর্যাসপ্তশতী" কাব্যেও ভবভূতির প্রশংসা সূচক একটি আর্যা লিখিয়াছেন, যথা—

"ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি।
এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা ॥"

মহাকবি বাণভট্টও তাঁহার রচিত "হর্ষচরিত" গ্রন্থের অবতরণিকায় ভাস-প্রবরসেন-কালিদাসাদি পূর্বগামী কবিগণের প্রশংসা নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল উল্লেখ হইতে উল্লিখিত কবিকে লেখক অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং "গৌড়বধ" কাব্যের একটি শ্লোকে ভবভূতির প্রশংসা দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত কাব্য রচয়িতার সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না।

খৃষ্টীয় ১৮৮৩-১৮৮৪ অব্দের সংস্কৃত পুস্তকানুসন্ধান বিবরণীর ভূমিকায় ডাক্তার ভাণ্ডারকর যে সংবাদ দিয়াছেন,—অর্থাৎ "গৌড়বধ" কাব্য রচয়িতা কবি বাক্‌পতিরাজ গৌড়দেশীয় লক্ষ্মণাবতী রাজধানীতে "ধর্ম" নামক নৃপতির আশ্রিত ছিলেন ইত্যাদি * তাহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিবেদন করিতেছি।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত "মালতীমাধব" প্রকরণের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে জেনারেল কনিংহামের মতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় ৬৯৩ হইতে ৭২৯ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পুনশ্চ ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের সংস্কৃত গ্রন্থানুসন্ধানের বিবরণে বলিতেছেন যে জেনারেল কনিংহাম রাজতরঙ্গিণীর উল্লিখিত রাজগণের রাজত্ব কালের সময় সম্বন্ধে নিজ মত পরিবর্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার সংশোধিত মতানুসারে উক্ত ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল ৭২৩-৭৬০

* We learn from Rajasekhar's প্রবন্ধকোশ that আমরাজ converted by বপ্পভট্টি was the son and successor of যশোবর্মন্, king of Kanouj. A king of the name of ধর্ম who was hereditary enemy of আম ruled over the গৌড় country at the time and লক্ষ্মণাবতী was his capital. He had বাক্‌পতিরাজ, a poet in his service, who composed a Prakrit poem entitled গৌড়বধ বা গউড়বহো, *after his patron had been killed by neighbouring prince of the name of* যশোধর্ম। Page 15, Dr. Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit Mss. during the year 1883-84. Compare, his preface to মালতীমাধব p. IX in which he says—*"In it (গৌড়বধ) exports of Yasodharman (King of Kanouj) and his defect of a gouda King are narrated and this poit "Vakpatiraj lived at the Court of Yasovarman."*

খৃষ্টাব্দ। রাজতরঙ্গিণীর কথিত সময় প্রকৃত পক্ষে অভ্রান্তরূপে নির্ধারিত হইয়াছে কি না তাহা নিতান্ত সংশয়ের বিষয়। আর উক্ত গ্রন্থের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যে অনেকাংশে নির্ভর যোগ্য নহে, তাহা পূর্বেই আমারা বলিয়াছি। যাহা হউক, বাক্‌পতিরাজ ও তাঁহার আশ্রয় দাতা "ধর্ম" নৃপতি এবং তাঁহার শত্রু আমরাজ সম্বন্ধে গ্রন্থান্তর হইতে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

গৌড়দেশাধিপতি প্রসিদ্ধ পালবংশের স্থাপয়িতা মহারাজ গোপালদেবের পুত্র মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনের দ্বাবিংশতম শ্লোকে লিখিত আছে,—

"ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ
র্ভূপৈর্য্যালোলমৌলিপ্রণতি পরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন ॥২২॥

অর্থাৎ ধর্মপালদেব ভোজমৎস্যমদ্রকুরুযবনাদি রাজগণের সাগ্রহ অনুরোধে কান্যকুব্জ রাজকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। পালবংশীয় অধস্তন নৃপতি নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে ধর্মপালদেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"জিত্বেন্দ্ররাল প্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্ত্বা পুনঃ সা বলিনার্থপিত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বাসনায় ॥৩॥"

ধর্মপালদেব ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিগণের নিকট হইতে জয়োপার্জিত রাজলক্ষ্মী চক্রায়ুধ নামক নৃপতিকে পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধ পিতা ছিলেন। (কাহার? ইন্দ্ররাজের?—)

রাজশেখরের "প্রবন্ধ কোশের" নাম করিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর বাক্‌পতিরাজ সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা দিয়াছেন, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। জৈন প্রভাচন্দ্রসূরি বিরচিত "প্রভাবক চরিতে" লিখিত আছে,—

"শতাষ্টকে চ বর্ষাণাং গতে বিক্রম কালতঃ।
সপ্তাধিকে রাধশুক্লতৃতীয়াদিবসেগুরৌ ॥
মোঢ়েরকে বিহৃত্যামুং দীক্ষিত্বা নাম পদধুঃ।"

(প্রভাবক চরিত ১১।৮-২৯ বিশ্বকোষধৃত)

এবং "বিশ্বকোষ" অভিধানে উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—*

"পাটলীপুত্রে শূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। এ সময় কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সহিত গৌড়পতি ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা ছিল। শূরপাল (বপ্পভট্টি) প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণাবতীনগরে আগমন করেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতিরাজ ধর্ম্মের প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে শূরপাল (বপ্পভট্টি) গৌড়রাজ সভায় মহাসম্মানের সহিত রাজগুরু রূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে আমরাজ কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি শূরপালকে আপন সভায় আনাইলেন। গৌড়রাজ ধর্ম তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি আমরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা চিরদিনই উভয়ের শত্রু। বৃথা আর শস্ত্র যুদ্ধ না করিয়া এস আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমার রাজ্যে বর্ধনকুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত আসিয়াছেন। আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত আসিয়া তাহার সহিত শাস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই সংগ্রামে যাঁহার পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনিই স্বরাজ্য বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিবেন। ধর্ম্মের আহ্বানে আমরাজের পক্ষ হইতে বপ্পভট্টি আসিয়া বিচার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বাক্‌পতির কৌশলে বপ্পভট্টিরই জয় হইল। ধর্ম স্বরাজ্য কনোজাধিপতির করে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমরাজ বপ্পভট্টির আদেশে ধর্মরাজকে গৌড়রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

এই পুস্তক "প্রভাবক চরিত" ১৩৩৫ সংবতে (১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) রচিত। রাজশেখরের প্রবন্ধকোশ আমরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতেছে,—

"শ্রীবিক্রমকালাদষ্টশতবর্ষেষু নবত্যধিকেষু ব্যতীতেষু ভাদ্রপদে শুক্লপঞ্চম্যাং পঞ্চপরমেষ্ঠিনঃ স্মরন্ রাজা শ্রীআমদিবমধ্যষ্ঠাৎ।" †

* "বিশ্বকোষ" পালরাজগণ প্রকরণ।

† রাজশেখর এখানে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে মাধবাচার্য যে তাঁহাকে শ্রীশঙ্করাচার্যের সমসাময়িক বলিয়াছেন, তাহার সত্যতায় সন্দেহ হয়।

অর্থাৎ আমরাজ ৮৯০ বিক্রমাব্দে (৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে,—

"শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাম্।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্॥"
(৬৬ সর্গ) বিশ্বকোষ ধৃত।

অর্থাৎ ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) উত্তরদেশে ইন্দ্রায়ুধ রাজত্ব করিতেন। "বিশ্বকোষে" আরও লিখিতেছেন, "বপ্পভট্টিসূরি-চরিত, প্রভাবক-চরিত ও প্রবন্ধকোশে আরও লিখিত আছে, আমরাজের পুত্র দন্দুক পাটলীপুত্র নগরে বিবাহ করেন, তিনি পিতৃদ্বেষী ও নিতান্ত অধার্মিক ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে তাঁহার শিশুপুত্র ভোজদেব পাটলীপুত্রে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পালরাজের (নারায়ণপালের ৩য় শ্লোক) তাম্রশাসনে লিখিত আছে ধর্মপাল পিতা চক্রায়ুধকে পুনরায় কান্যকুব্জ রাজ্যদান করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চালবাসিগণ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন।"

ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন "প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ যশোবর্মা প্রাণত্যাগ করেন।" * অথচ প্রবন্ধকোশ বলিতেছেন ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমরাজ স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ প্রায় ৮১ বৎসর হয়। আমরাজ কি প্রকৃতই এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে ডাক্তার ভাণ্ডারকর কিছুই বলেন নাই। জৈন হরিবংশ এবং নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে যে ইন্দ্র অথবা ইন্দ্রায়ুধের কথা আছে, তিনি ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরদেশে (কান্যকুব্জে) রাজত্ব করিতেছিলেন। এই ইন্দ্র কে? তিনি আমরাজ অথবা তাঁহার পুত্র পিতৃদ্বেষী দন্দুক? তিনি যিনিই হউন, তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু "প্রবন্ধকোশের" ধর্মরাজ যে আমাদের গৌড়-মগধের পরাক্রান্ত রাজা ধর্মপালদেব এবং বাক্‌পতিরাজ যে এই ধর্মপালদেবের সভা অলঙ্কৃত করিতেন এবং তাঁহার সহিত মহারাজ ধর্মের শত্রু আমরাজের পিতা যশোবর্মার সম্বন্ধ অল্পই ছিল, তাহা উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। বাক্‌পতিরাজ যে কখনও লক্ষ্মণাবতী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কনৌজে গিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। "রাজতরঙ্গিণীর" কবি কেবল বহুদিনের শ্রুত কোন এক কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কনৌজরাজ যশোবর্মার নামের সহিত বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতির নাম যোগ করিয়া গিয়াছেন।

† Dr. R. G. Bhandarkar's Report on Sanskrit Mss. 1883-84. P. 15.

"গৌড়বধ" কাব্য সম্বন্ধেও নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ভাগ্যে ঐ কাব্যের দর্শন লাভ ঘটে নাই, সুতরাং আমাদিগকে পরের মুখে ঝাল খাইয়া সন্তুষ্ট (?) হইতে হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সার ভাণ্ডারকর দুইবার দুই প্রকার বলিয়াছেন। প্রথমে তিনি বলিয়াছেন "কনৌজপতির আশ্রিত কবি বাক্‌পতিরাজ তাঁহার আশ্রয়দাতার শত্রু গৌড়রাজের পরাজয় এবং বধ বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিয়াছেন।"* এবং শেষবারে তিনি লিখিয়াছেন "কবি বাক্‌পতিরাজ যশোবর্ম্মার আশ্রিত ছিলেন না, কিন্তু গৌড়রাজ ধর্ম্মের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিপালক ধর্ম্মরাজ প্রতিবেশী যশোধর্ম্ম নামক একজন নৃপতি দ্বারা পরাজিত এবং নিহত হওয়ায় এই কাব্য রচিত হয়।†"—অর্থাৎ প্রথম মতে ইহা বিজয়ের গৌরব গাথা এবং দ্বিতীয় মতে ইহা শোকময়ী করুণা কাহিনী। আমরা উভয় মতের মধ্যে কোন্ মত গ্রহণ করিব? আবার এদিকে দেখা যায় যে গৌড়াধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মপালদেব ঐ বাক্‌পতিরাজ কবির প্রতিপালক, এবং পালরাজ বংশের ইতিহাসে কোথাও কোনও শত্রু দ্বারা তাঁহার পরাজয় কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় না,—কনৌজের যশোবর্ম্মা ত ধর্ম্মের অপেক্ষা একপুরুষ পূর্ব্বগামী। ভাণ্ডারকরও তাই অবশেষে কবি বাক্‌পতিরাজকে যশোবর্ম্মা অপেক্ষা এক পুরুষ পুরগামী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।† এ কথা আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। এতদবস্থায় "গউড়বহো" বা "গৌড়বধ" কাব্যে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কিনা তাহা বলা অসাধ্য। কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক যশোবর্ম্মার বিজয়ের কাহিনীও গল্প কিনা তাহাও বলা কঠিন। অন্ততঃ পালবংশের রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালেখাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে দেখা যাইতেছে যে গৌড়ীয় পালবংশই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দ ও নবম শতাব্দে আর্য্যাবর্ত্তে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সহকারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

* Dr. Bhandrakar's "Malati Madhaba"—Preface.

† Dr. Bhandarkar's Report on Sanskrit Mss for 1883-84. আমাদের মনে হয়, বাক্‌পতিরাজের কাব্য "গৌড়বধ" কবির সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নহে। কাব্যে যে "যশোধর্ম্ম" কর্ত্তৃক কোনও গৌড়নরপতির পরাজয়-কাহিনী বিবৃত আছে, ঐ "যশোধর্ম্ম" খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর (৫৪৪ খৃষ্টাব্দে করুর যুদ্ধজয়ী বলিয়া কথিত) উজ্জয়িণী-পতি বিক্রমাদিত্যোপর নাম যশোধর্ম্ম নহেন ত? আমরা ঐ কাব্য যখন দেখি নাই, তখন এই সংকেতমাত্র করিয়া আমাদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে হইতেছে। যাঁহারা উক্ত "গৌড়বধ" কাব্য পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হয়। বোম্বাই প্রদেশে ঐ কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ কবি ভবভূতির আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষাংশ হইতে অষ্টম শতাব্দের প্রথম ভাগ) যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ডাক্তার ভাণ্ডারকরের উল্লিখিত এবং আলোচিত "রাজতরঙ্গিণীর" শ্লোকটির ভিত্তি যে বিশেষ দৃঢ় নহে, তাহা দেখা গিয়াছে। আসামের স্বর্গীয় পণ্ডিত মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া রাজতরঙ্গিণীর এই মত গ্রাহ্য করেন নাই। ভবভূতি যে কোনও দিন কনৌজে গিয়াছিলেন, এমন কি কবি যে কনৌজ কোন্ দিকে তাহা জানিতেন, তাহারও কোন নিদর্শন অথবা প্রমাণ বড়ুয়া সাহেব পান নাই। তাঁহার সময়ে ডাক্তার তাউদাজী প্রমুখ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি (৫৪৪ খৃষ্টাব্দে করুরজয়কারী হর্ষবিক্রমাদিত্যের সভাসদ, আমাদের প্রথম প্রস্তাব, কায়স্থপত্রিকা, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ৪৬৪-৪৬৭ পৃষ্ঠা দেখুন) বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাই তিনি ভবভূতিকে কালিদাসের অগ্রগামী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পরের নহেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।*

মিঃ বড়ুয়ার এই যে মত,—অর্থাৎ কালিদাস অপেক্ষা ভবভূতি প্রাচীন,—আমাদের দেশে আদৌ গ্রাহ্য হয় নাই। তাহার কারণ এই যে তিনি জগদ্‌বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতের বিরুদ্ধবাদী। আমাদের দেশে, আর শুধু আমাদের দেশে কেন সর্বদেশেই,—নাম বড় দরে বিকায়। মিঃ বড়ুয়ার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার গৌরব বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে,—তাঁহার প্রত্নতত্ত্বের পাণ্ডিত্যও দেশ বিদেশে বিঘোষিত হয় নাই,—তিনি হয়ত কোনও এক সংস্কৃত শ্লোকাংশের অর্থ করিতে গিয়া কিছু ভুল করিয়াছেন,—ইত্যাকার কারণে তাঁহার মত অবজ্ঞাত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরাও আজ অনেক দিন পরে ভবভূতি কালিদাস অপেক্ষা প্রাচীন কিনা, সেই প্রশ্ন লইয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে উপস্থিত হইতেছি। অজ্ঞাত, অপরিচিত, অবিদ্বান,—এই লেখকের পক্ষে এবংবিধ চেষ্টা হয়ত অতি সাহস প্রসূত ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত এবং উপেক্ষিত হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে, এই

* রায় সাহেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ, মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত "উত্তর রাম চরিত" নাটকের ভূমিকায় মিঃ বড়ুয়ার মত উদ্ধৃত এবং নিরাকৃত করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহোদয়ের সম্পূর্ণ অনুগামী। তিনি স্বীয়মত পুষ্টির নিমিত্ত স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেবের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। Vide Gosvami's Wttar Rama Charita" Third Edition (1915).

দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার একটি বক্তৃতায় তৎকালে এই অমূলক অভিযোগের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—

"আমি-সমাজ-সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে—তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র ; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে ? ইহাতে আমার উত্তর এই—যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ—যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার **বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়** (১)। এই বাঙ্গালী

(১) চিত্রগুপ্ত যে "কায়স্থ" তাহা পুরাণ ব্যতীত সুপ্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও উল্লেখ আছে। কবি শ্রীহর্ষ উত্তর নৈষধ-চরিতে একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"দৃগ্‌গোচরোভূদথ চিত্রগুপ্ত কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
উর্দ্ধংতু পত্রস্য মসীদ একো মসের্দধচ্চোপরিপত্রমন্যঃ। (১৪ সর্গঃ)

অর্থাৎ অনন্তর [যমের সহকারী] **চিত্রগুপ্ত** দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইনি **কায়স্থ** এবং উচ্চ গুণযুক্ত। একজন (চিত্রগুপ্ত) উর্দ্ধে কপালপত্রে মসীদান করেন, অন্যজন (যম) মসীর উপর পত্র দিয়াছেন অর্থাৎ নিজের মসীবর্ণ দেহের উপর কৃত্রিম আবরণ ধারণ করিয়াছেন।

এস্থলেও ক্ষত্রিয়রাজকন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবক্ষত্রিয়গণের সহিত স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকায় কায়স্থ চিত্রগুপ্তেরও দেব-ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর সৃষ্টি করিয়া পরে তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন, পরে তাঁহা হইতে চিত্রগুপ্তসহ ধর্ম্মরাজ সৃষ্ট হইলেন।" (প্রেতকল্প ৭ অ:) সুতরাং পুরাণমতে চিত্রগুপ্তদেব ধর্ম্মরাজ যমের সহজন্মা অর্থাৎ একজাতীয়। এদিকে বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাইতেছি—"তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত যত্র যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।" (১।৪।১১) এই শ্রুতিপ্রমাণে যম দেবক্ষত্রিয় হইতেছেন। চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একতম, ইহা তর্পণমন্ত্রে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এরূপ স্থলে চিত্রগুপ্তও নিঃসন্দেহে দেবক্ষত্রিয় হইতেছেন। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকারের "ব্যবস্থাদর্পণে" (যাহা মহামান্য হাইকোর্টে প্রমাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত) এইরূপ কমলাকরধৃত বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥
ত্বদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেঽপি ত্বৎসমতাং গতাঃ।
তেষাং লেখ্যাদিবৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ারততৎপরাঃ॥
সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু।
তানি সর্ব্বানি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশ লক্ষিতাঃ॥

ব্রাহ্মণগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে ? কেবল বাঙ্গালাদেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার।" ("ভারতে বিবেকানন্দ" দ্রষ্টব্য)

স্বামীজির এই উক্তি হইতেই কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে সকল সংশয় ছিন্ন হওয়া উচিত।

বঙ্গীয় কায়স্থ।

বঙ্গীয় কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তসন্তান তাহার প্রমাণ কি ? ভারতের সর্ব্বত্র যে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও ব্রতকথা প্রচলিত আছে, সেই ভবিষ্যোত্তরীয় পুরাণে চিত্রগুপ্তব্রতকথা মধ্যে এইরূপ পরিচয় পাই—

উক্ত্বা প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
এবমুক্ত চিত্রগুপ্তঃ প্রসন্নো হৃদয়োঽভবৎ॥"

(৺শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণ ৩য় খণ্ড ৬৬৪ পৃঃ)

অর্থাৎ হে চিত্রগুপ্ত। সমস্থান অর্থাৎ কায় হইতে উদ্ভব হেতু তুমিও ক্ষত্রিয়বর্ণ। তুমি পৃথিবীতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় বলিয়া বিরাজ করিবে। তোমার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ তোমার সমান অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদিগের লেখ্যাদিবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত তাহাদিগের বিবাহ চলিবে। ক্ষত্রিয়জাতির যে যে সংস্কার, আমার আজ্ঞাক্রমে তাহাদিগেরও সেই সেই সংস্কার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। চিত্রগুপ্ত সেই কথায় প্রসন্নহৃদয় হইলেন।

চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের সমস্থানীয় বলিয়া শুক্রনীতির গ্রামশাসন-নির্ণয়ে এইরূপ বচন পাইতেছি—

"গ্রামপো ব্রহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যো হি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥" (২।৪২০)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রামপতি, কায়স্থ তাঁহার লেখক বা সেক্রেটারি, বৈশ্য শুল্ক-আদায়কারী এবং শূদ্র প্রতীহার বা দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

উক্ত বচনে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র বর্ণ নহে। আর্য্য-হিন্দুশাস্ত্রে চারিবর্ণ ব্যতীত যখন অন্য বর্ণ নাই, তখন কায়স্থ নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতেছে।

ক্ষুদ্র লেখকের লেখনী পুরাণ বিখ্যাত শুঙ্গবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া বঙ্গের প্রত্নতত্ত্বের ও প্রাচ্যবিদ্যার সহাসাগরে বিষম সংক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, আমরা নিজ ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি সাহায্যে এবং সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি এবং কবি ভবভূতির সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নিবেদন করিতেছি।

বিখ্যাত বঙ্গীয়কোষ "বিশ্বকোষ" সম্পাদক মহাশয় "ভবভূতি" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

(১) "ঐতিহাসিকগণ ভবভূতির আবির্ভাব কাল-নির্ণয়ে গভীর গবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভবভূতিকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক বলিয়া কল্পনা করা যায়।" "বিশ্বকোষ। ১৩শ ভাগ, "ভবভূতি" প্রবন্ধ, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

(২) "ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাঁহাকে বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতির সমযুগবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন।" ঐ প্রবন্ধ ২৯৭ পৃষ্ঠায়। ইহার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, "বাণভট্ট, ময়ূর প্রভৃতি সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।" *

(৩) "রাজতরঙ্গিণী" পাঠে জানা যায় যে, কবি ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।" ঐ প্রবন্ধ ২৯৭ পৃষ্ঠায়। ইহার পাদটীকায় রাজতরঙ্গিণীর আমাদের পূর্বোদ্ধৃত এবং আলোচিত "কবি র্বাক্‌পতিরাজ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ নোটে লিখিত হইয়াছে, "রাজা যশোবর্মা সংবৎ ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন † ভবভূতি যে তাঁহারই রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ আমরা কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ রচয়িতা বামন প্রণীত ধ্বন্যালোক-লোচন হইতে জানিতে পারি। বামন উক্ত গ্রন্থে

* বাণভট্ট মহারাজ হর্ষের সভাপণ্ডিত। হর্ষ এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী সমসাময়িক। পুলকেশী (২য়) খৃষ্টীয় ৬১০—৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। (Vide R. G. Vandarkar's early History of Dekkan, pp. 38, 39 and 46.) সুতরাং বাণভট্ট খৃষ্টীয় এবং সংবৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

† বিশ্বকোষের অন্যত্র "পালরাজ" প্রকরণে, এই যশোধর্মা খৃষ্টীয় ৭৫১ অব্দে (সংবৎ ৮০৭) অর্থাৎ সংবৎ নবম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, লিখিত আছে। ১১শ ভাগ, ৩১২ পৃষ্ঠ। এরূপ অবস্থায়, আমরা কোন মত গ্রহণ করিব? যশোবর্মার রাজত্বকাল এখানে লেখা হইল সংবৎ ষষ্ঠশতাব্দ আর "পালরাজ" প্রসঙ্গে লেখা হইল সংবৎ নবম শতাব্দ। তিনশত বৎসরে ব্যবধান সম্বন্ধে এখানে কোনও মীমাংসা নাই।

[illegible] চরিতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বামন [illegible] শতাব্দের শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।"—এবং [illegible] হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের হস্তলিপির অঙ্কশেষে 'ইতি কুমারিল শিষ্য [illegible]', 'ইতি কুমারিলস্বামী প্রসাদ প্রাপ্ত বাগ্‌বৈভব শ্রীমদুম্বেকাচার্য্য বিরচিতে', [illegible] 'ইতি ভবভূতি বিরচিতে', পাঠ লিখিত থাকায় কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে [illegible] কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক [illegible] বলিয়া মনে হয় না। কুমারিলের সাংখ্যকারিকা ভাষ্য ৫৫৭-৬৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে [illegible] ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবভূতি যে কুমারিলের মতানুসৃত হইয়াছিলেন, [illegible] তদ্বিরচিত নাটকের বৌদ্ধ-বিরোধ হইতে প্রতিপন্ন করা যায়।" পাদটীকা [illegible] পৃষ্ঠা।

(৪) "ভবভূতি যে শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া [illegible]। বর্তমান অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের [illegible] কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শঙ্করাচার্যের পরবর্তিত্ব [illegible] (পূর্ববর্তিত্ব ?) স্বীকার করা কোন মতে অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।" ঐ [illegible] ২৯৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

বিরাটকায় "বিশ্বকোষ" এই পর্যন্ত বলিয়া নিশ্চিত। ভবভূতির কাল সম্বন্ধে [illegible] কোন সিদ্ধান্ত নাই অথবা উল্লিখিত উক্তি গুলির সম্বন্ধে আদৌ কোন প্রমাণ দেওয়া [illegible] নাই। পাঠককে বাধ্য হইয়া "বিশ্বকোষের" কথার উপর বিশ্বাস করিতে [illegible] হয়ে। উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে "বিশ্বকোষ" সম্পাদক [illegible] মহাশয় ভবভূতির কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব (৪র্থ উক্তি) হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম [illegible] শতাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে ফেলিয়া পাঠকবর্গকে আরও সন্দিগ্ধ [illegible] করিয়াছেন।

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় বাণভট্টকে সংবৎ পঞ্চম শতাব্দের কবি এবং রাজা যশোবর্মাকে সংবৎ ষষ্ঠ শতাব্দের নৃপতি বলিতেছেন। আমরা ডাক্তার ভাণ্ডারকরের [illegible] গবেষণা হইতে পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাজা যশোবর্মা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের [illegible] সমসাময়িক। কনিংহাম ও ভাণ্ডারকরের মতে ললিতাদিত্যের কাল ৬৯৩-৭২৯ [illegible] বা ৭২৩-৭৬১ খৃষ্টাব্দ। এতদুভয় সময়ের মধ্যে যেটিই গ্রহণ করা হউক, যশোবর্মার কাল সংবৎ অষ্টম শতাব্দ হয়। যদি বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি মত 'ধ্বন্যালোক-লোচন' কর্তা 'বামন ৭ম শতাব্দের শেষভাগে অথবা ৮ম শতাব্দের [illegible] প্রারম্ভে জীবিত' থাকেন, (এই শতাব্দ সংবৎ, খৃষ্টীয় অথবা শকাব্দ, তাহা বলা হয়

নাই) তাহা হইলে ভবভূতি নিশ্চয়ই তাঁহার অনেক পূর্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের রাজা (গৌড়াধিপ ধর্মপালের সমসাময়িক আমরাজের পিতা) যশোবর্মার রাজত্বকালে বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। আর যদি ভবভূতি কুমারিল ভট্টের শিষ্য হন, এবং কুমারিলের সাংখ্যকারিকা প্রকৃতই ৫৫৭-৫৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকে, (কিন্তু প্রমাণ কোথায় ?) তাহা হইলে ভট্টকুমারিল এবং তাঁহার শিষ্য উক্ত অনুবাদ কাল অপেক্ষা অন্ততঃ যে এক শতাব্দ প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যদি শ্রীশঙ্করাচার্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের নিকটবর্তী হন (প্রমাণ কোথায় ?) এবং ভবভূতি তাঁহার পূর্বগামী হন, তাহা হইলেও তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের বা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতেছেন। কিন্তু আমাদের এই সব বাক্য কেবলই কল্পনার উপর (বিশ্বকোষের ১ম উক্তি) নির্ভর করা মাত্র। "বিশ্বকোষের" আলোচনায়ও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সুবিধা নাই, অগত্যা এতাবতা নিবৃত্ত হইতে হইল।

এই প্রস্তাবে আমরা "বিশ্বকোষ" সম্পাদক মহাশয়ের কোন গ্লানি করিতেছি না। সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী জনসমূহ এই বিরাট গ্রন্থের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তবে আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তদনুরূপ ফল পাই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি মাত্র। তাঁহার পুস্তকাগারে অসংখ্য দুর্লভাদপি দুর্লভ গ্রন্থ সমুদয় সংগৃহীত আছে, তাঁহার সহায় সম্পত্তিরও অভাব নাই; এতদবস্থায় ভারতবর্ষের মহাকবি ভবভূতি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত "বিশ্বকোষে" পাইবার আশা ছিল,—তাহা পাই নাই। তবে দরিদ্র আমরা, এখানে যাহা পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট ভাবিয়া অন্য স্থানে অগ্রসর হইতেছি।

গ্রন্থান্তর অবলম্বনে ভবভূতির কাল নির্ধারণের সেরূপ সুবিধা নাই। পরবর্তী সময়ের সংগ্রহকার এবং আলঙ্কারিকগণ ভবভূতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ অপেক্ষা প্রাচীন নহেন। ভবভূতির নামোল্লেখযুক্ত কোন পুরাতন শিলালিপিও এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। অতঃপর কবির নিজ গ্রন্থে কি কি উপাদান আছে, তাহা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বাণী আরাধনা।

নমি আমি বীণাপাণি, তব পদাম্বুজে,
সরোজিনী পদে শোভে, খেলিছে অদূরে,
মুগ্ধ মরাল ; দ্বিরেফ ভ্রমিছে সরোজে ;
মাগো ! ভক্ত-হৃদি-পদ্ম ফুটি' ফুল্লভরে।
বাসনা তাহার এই পাইবে শ্রীপদ,
হৃদয় আসনে আসি বস মা ভারতী,
তব পূত পদরজে কর আলোকিত ;
লহমা ভক্তের এই মঙ্গল আরতি।
বাজুক সপ্তম-সুরে সপ্ত তন্ত্রী বীণা,
বয়ে যাক্ হৃদয়েতে অমিয় নির্ঝর,
ধুয়ে যাক্ অন্তরের আদ্য কালীমা ;
কর দয়া কহি মাগো জুড়ি দু'টী কর,
ঠেলোনা মা অভাজনে অতি দীন হীন,
তা'বলে কি পূজিব না, চরণ নলিন ?

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি-তত্ত্ব।

অতএব বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি যে মূলতঃ ক্ষত্রিয় এবং বহুপুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবার অধিকারী, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

এস্থলে বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় জ্ঞানী কায়স্থকুলতিলক স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজি যখন মান্দ্রাজ নগরে উপনীত হইলেন, সেই সময় বঙ্গদেশের কোন কোন ব্রাহ্মণ-পরিচালিত সংবাদপত্র তাঁহাকে "শূদ্র ও সন্ন্যাসে অনধিকারী" বলিয়া গালি

"চিত্রগুপ্তান্বয়ো জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ফট্টকরণ সেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা সূর্য্যধ্বজাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ॥"

চিত্রগুপ্ত হইতে যে কয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—১ গৌড়, ২ মাথুর, ৩ ভট্ট বা ভটনাগর, ৪ করণ, ৫ সেন বা শকসেন, ৬ অহিষ্ঠান, ৭ শ্রীবাস্তব্য, ৮ সূর্য্যধ্বজ ও ৯ অম্বষ্ঠাদি। ইহা ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডীয়বচন (যাহা ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মোগল-দরবারে "কায়স্থবয়ান" নামক পারস্যগ্রন্থে অনুবাদিত হইয়াছে) তৎপাঠে এবং অহল্যাকামধেনু গ্রন্থোক্ত নবম বৎসধৃত ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিক শুক্ল-দ্বিতীয়া-ব্রতকথা সন্দর্ভে আমরা চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশটী পুত্রের পরিচয় পাই। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তদেবের ঔরসে সূর্য্যকন্যার গর্ভে চারিটী এবং অনন্তকন্যার গর্ভে চারিটী এই ৮টী পুত্রই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সন্তান পিতৃ-পরিচয়ে ১ গৌড়, ২ মাথুর, ৩ ভটনাগর, ৪ সেনক বা শকসেন, ৫ অম্বষ্ঠ, ৬ শ্রীবাস্তব, ৭ অহিষ্ঠান ও ৮ কর্ণ বা করণ নামে পরিচিত। পরে চিত্রগুপ্তদেবের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে ৯ সূর্য্যধ্বজ, ১০ নিগম, ১১ বাল্মীকি ও ১২ রাজধানী এই চারি বংশের বীরশ্রেষ্ঠ ও নানাস্থানবাসী বীজপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্তদেবের এই দ্বাদশ বংশ হইতেই দ্বাদশ শ্রেণীর কায়স্থের উৎপত্তি। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের মধ্যে অদ্যাপি এই দ্বাদশ শ্রেণী কায়স্থ বিদ্যমান। কাশী কায়স্থগণের কুলপঞ্জী (যাহা পূর্ব্বাপর কুলাচার্য্যগণ গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহা) হইতেও জানা যায় যে, সূর্য্যধ্বজ শাখা হইতে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশ, শকসেন হইতে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের দত্তবংশ, কর্ণ বা শ্রীকরণ হইতে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সিংহ ও মিত্রবংশ, গৌড় হইতে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র দাসবংশ, শ্রীবাস্তব হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বসু-বংশ এবং বারেন্দ্র চাকিবংশ, অম্বষ্ঠ ও মাথুর হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নন্দী ও সেনবংশ, অহিষ্ঠান হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নাগবংশ, রাজধানী হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ গুহবংশ, এতদ্ভিন্ন গৌড় ও করণ হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের আটঘর ও ৭২ ঘর মধ্যে অপরাপর মৌলিকগণ এবং বঙ্গজ সমাজের অপরাপর মহাপাত্র প্রভৃতি কায়স্থগণের উৎপত্তি হইয়াছে।* এ অবস্থায় বঙ্গের

* শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় ২য় সংস্করণে প্রাচীন প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কি কুলীন কি মৌলিক সকলেই চিত্রগুপ্তদেবেরই সন্তান হইতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কেহই এখানকার আদিম নিবাসী নহেন। কি কুলীন বা সিদ্ধঘর, কি মৌলিক বা সাধ্যঘর সকলেই পূর্ব্বকালে নানা সময়ে এদেশে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার; রীতিনীতি, রাজকুশলতা, বীর্য্যবত্তা সকলই ক্ষত্রিয়-বর্ণোচিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বাহির হইয়াছে।*

এখন কথা হইতেছে বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর, কায়স্থগণ যখন চিত্রগুপ্তসন্তান ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হইতেছেন, তখন তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বপুরুষের প্রধান কি "যজ্ঞোপবীত" ছাড়িলেন কেন? কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে হীনতাব্যঞ্জক "দাস" উপাধি প্রচলিত হইল কেন?

চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের বীজপুরুষগণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ বা দাক্ষিণাত্য যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় অদ্যাপি সেই বীজপুরুষগণের দায়াদ বা শ্রেণীর মধ্যে যজ্ঞোপবীত প্রচলিত আছে এবং তাঁহারাও যখন এদেশে শুভাগমন করেন, তৎকালে ও তাহার পরবর্ত্তীকালেও তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে দ্বিজাতির পরিচায়ক যজ্ঞসূত্র প্রচলিত ছিল, আমাদের চারিশ্রেণীর প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তবে কিরূপে সেই জাতীয়চিহ্ন লোপ হইল?

'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতকে কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী কায়স্থ-নৃপতি জয়াদিত্যের শ্বশুর পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও হিন্দু দেব-দেবীর পূজারই সমাদর ছিল। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রাচীন কুলগ্রন্থে ও আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে মহারাজ জয়ন্ত কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত এখানকার কায়স্থগণ "যজ্ঞসূত্রবর্জ্জিত" হন নাই। কারণ ঐ সময় যে সকল কায়স্থ বীজপুরুষ আগমন করেন তাঁহাদের সকলেরই দ্বিজাতির পরিচায়ক যজ্ঞসূত্র ছিল।* গৌড়াধিপ জয়ন্তর জীবনাবসানে মাৎস্য-ন্যায়ের সূচনা হইয়াছিল, তাহারই ফলে বৈদিকবিদ্বেষী বৌদ্ধপাল-রাজবংশের অভ্যুদয়। পালবংশের প্রভাবে ও উদ্যোগে গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার প্রসার হইয়াছিল। তান্ত্রিকেরা বৈদিকদীক্ষার কোন প্রকার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, কেবল বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া নহে আমাদের মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও

* শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থ-কাণ্ডের ১মাংশে ৬ পরিচয় ও বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দেখিতে পাই—"বেদসংহিতা বা স্মৃতির দ্বারা মানবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কলিকালে বৈদিকমন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে, সত্যাদি যুগে বেদমন্ত্র সকল হইত বটে, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ; জপ-যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত" ।*

বাস্তবিক তান্ত্রিকগণের প্রভাবে এ দেশ হইতে বৈদিকাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। বৈদিকীদীক্ষার মূল উপনয়ন। সুতরাং বৈদিকক্রিয়াদি পরিত্যাগের সহিত উপনয়নপ্রথাও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গেল। যাঁহারা যাজকতা করিতেন, সেই সকল ব্রাহ্মণগণ মাত্র স্ব স্ব বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য যাজকচিহ্ন যজ্ঞসূত্র রাখিলেন বটে, কিন্তু অপরে যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন বুঝিলেন না।

তবে এক দিনে কিছু "যজ্ঞসূত্র" উঠিয়া যায় নাই। পূর্ব্বে যেমন নিষ্ঠাবান্ বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই শিখা মালাধারণ করিতেন অল্পদিন মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাহা যেমন লোপ হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ তান্ত্রিকতার প্রভাবে যাজনিক ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে যজ্ঞসূত্র উঠিয়া গেল। এ সম্বন্ধে আমাদের কুলগ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়—

"ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থগণ অধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়া যজ্ঞসূত্র ও (বৈদিক) গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে তাঁহারা আগমোক্ত বিধানে দীক্ষিত হইলেন। যাহাতে পাপের ক্ষয় হইয়া দিব্য জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই তন্ত্রে মুনিগণকর্ত্তৃক দীক্ষানামে পরিচিত। আগমোক্ত-বিধানে পূত বা দীক্ষিত হইয়া কায়স্থগণ বিপ্রভক্ত ও বিপ্রার্চ্চক হইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা হেতু তাঁহারা তান্ত্রিক নামেও প্রসিদ্ধ।"†

* "ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥**
নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌতে মৃতকা ইব ॥
কলৌ তন্ত্রাদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

† গৃহত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ ॥
ততঃকালে গতেচাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং ॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণাম পি গারগাঃ ॥"
(ধ্রুবানন্দকৃত বঙ্গজকায়স্থকারিকা)

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "হাজার বর্ষের বৌদ্ধগান ও দোহা"র শেষে নামসূচী দ্রষ্টব্য।

† এই সমন্বয়ের বিস্তৃত ইতিহাস শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশে বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

‡ "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্ত্তিতা।"
(মনুটীকায় কুল্লূকভট্টধৃত)

§ "সাবিত্রীপতিতাঃ ব্রাত্যাঃ ভবন্ত্যার্য্যাবিগর্হিতাঃ।" (মনু)

আমরা গৌড়বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানিতে পারি যে, পালাধিপত্যকালে বহু কায়স্থসন্তান আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়া বৌদ্ধ-সমাজের জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত শত শত তান্ত্রিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।* সুতরাং কুলগ্রন্থের উক্তি সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। পালাধিকারের পর ব্রাহ্মণভক্ত সেনবংশের আধিপত্য গৌড়বঙ্গে প্রসারিত হয়। এ সময় পুনরায় বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। কিন্তু তৎকালে তান্ত্রিক-মত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা উৎপাটিত করা বৈদিকগণের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য হইয়াছিল। বহু সঙ্ঘর্ষের পর সেনবংশের মধ্যস্থতায় তান্ত্রিক ও বৈদিক-সমাজের সমন্বয় হইল।† এই সমন্বয়ের ফলে তান্ত্রিক-সমাজের কতকগুলি কদাচার পরিত্যক্ত এবং বৈদিক-সমাজের সহজ-সাধ্য অনুষ্ঠানগুলি গৃহীত হইল। সেই সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিকমত উভয়ই শ্রুতি-সম্মত বলিয়া প্রচারিত হইল।‡ সেনবংশের যত্নে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সঙ্গে আবার প্রাচীন শ্রুতি-স্মৃতির মত আদৃত হইতে চলিল। প্রাচীন স্মৃতির মতে "সাবিত্রী বা গায়ত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত না হইলে আর্য্যবিগর্হিত 'ব্রাত্য' হইতে হয়।"§ সেন-বংশের রাজত্বকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যে সাবিত্রীচ্যুত দ্বিজসন্তানমাত্রেই পতিত বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকেন, এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বৈদিকগণ ঘোষণা করিলেন যে, যাঁহারা 'শ্মশান সংস্তত' তাঁহাদের সহিত আহার-ব্যবহার সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। তাহার ফলে যাঁহারা আসিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণের আনুগত্য ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যপথ প্রদর্শিত তান্ত্রিক গায়ত্রীতে দীক্ষিত হইলেন, তাঁহারা পুনরায় বিশুদ্ধ ও সদাচারী বলিয়া গৃহীত এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বেশী গুরুভক্ত ও তান্ত্রিক কুলাচারে অনুরক্ত তাঁহারাই নূতন "কুলীন" বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইলেন।

† এই সমন্বয়ের বিস্তৃত ইতিহাস শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশে বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

‡ "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্ত্তিতা।"
(মনুটীকায় কুল্লূকভট্টধৃত)

§ "সাবিত্রীপতিতাঃ ব্রাত্যাঃ ভবন্ত্যার্য্যাবিগর্হিতাঃ।" (মনু)

সদাচারী ও যজ্ঞসূত্রবর্জ্জিত কায়স্থগণ দ্বিজোচিত বৈদিক-সংস্কারচ্যুত হওয়ায় স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের নিকট খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া পরিচিত হইলেন বটে, কিন্তু মূলশূদ্রের 'দাস' পদ্ধতিতে তখনও তাঁহারা কলঙ্কিত হন নাই। স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে "সচ্ছূদ্রাণান্তু নামকরণে বসু-ঘোষাদিরূপ পদ্ধতি-যুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং" অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কারের মন্ত্রোচ্চারণকালে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ কায়স্থগণ নামের শেষে কেবল 'বসু' 'ঘোষ' ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন, 'দাস' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। এই অধুনা 'সচ্ছূদ্রৌ গোপনাপিতৌ' ইত্যাদি—উক্তি দ্বারা সচ্ছূদ্র বলিয়া গোপ ও নাপিত বুঝাইয়া থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন গোপ, নাপিতকে সচ্ছূদ্র না বলিয়া জাতিশূদ্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। রঘুনন্দনের মতে 'জাতিশূদ্র' গণ নামের শেষে 'দাস" পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন। কিন্তু সচ্ছূদ্রগণ কেবল বসু-ঘোষাদি প্রয়োগ করিবেন।* ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রঘুনন্দনের সচ্ছূদ্র শব্দ প্রকৃত শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত নহে। শূদ্রাচার-গ্রহণ হেতু তিনি কায়স্থের প্রতি এই বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রঘুনন্দনের সময়েও বঙ্গীয় কায়স্থগণ খাঁটী শূদ্র বলিয়া গণ্য ছিলেন না। এমন কি তাঁহার 'সচ্ছূদ্র' শব্দও তৎকালে সকলে ব্যবহার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশব বসুর 'কেশব ছত্রি' উপাধি কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্বের পরিচায়ক, সে কথা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। তবে স্মার্ত্তগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন-সংস্কার না দেখিয়া "সচ্ছূদ্র" বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্মার্ত্ত-সমাজে কায়স্থপ্রধানগণ "সচ্ছূদ্র" বলিয়া অভিহিত হইতে থাকিলে কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণও কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া চিহ্নিত করিলেন, তাহারই ফলে আধুনিক কুলগ্রন্থসমূহে কায়স্থ শূদ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপে ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণের বুঝিবার দোষেই তাঁহারা এ দেশে শূদ্র হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে পূর্ব্বে যেখানে স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের সময়েও 'দাস' পদ্ধতি ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ফলে ক্ষত্রবর্ণোচিত অপরাপর সংস্কার লোপের সঙ্গে 'দাস' পদ্ধতি চলিয়া

* এখানে একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক, স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন সচ্ছূদ্রগণের স্ত্রীর নাম-করণ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন নাই। দ্বিজাতির স্ত্রী দেবী ও শূদ্রের স্ত্রী দাসী উল্লেখে নামকরণ করিতে হইবে। তিনি এইমাত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি যখন বসু, ঘোষাদি কায়স্থ-গণের "দাস" উপাধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন নাই, তখন কায়স্থ-রমণীগণেরও তাঁহার মতে 'দাসী" উপাধি হইতে পারে না।

গেল, কিন্তু উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মত 'দাস' উপাধি প্রচলিত হইতে পারে নাই। অল্পদিন হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সংস্রবে ও আদর্শে বঙ্গজ-সমাজে কোন কোন স্থানে 'দাস' উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজে দাস উপাধি একবারেই প্রচলিত নাই।

'দাস' উপাধি যে, কায়স্থগণের জাতীয়পদ্ধতি নহে, তাহা রঘুনন্দনই দেখাইয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় এই অশাস্ত্রীয় ও বিজাতীয় 'দাস' পদ্ধতি যে সকল কায়স্থ অদ্যাপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আর্য্য-সমাজের কলঙ্কস্বরূপ এই 'দাস' উপাধিই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণকে হীন করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের গুণ-গৌরবদ্যোতক আর্য্যপদ্ধতি ভুলাইয়া দিয়াছে।

কোন কোন কুলীন কায়স্থ মনে করেন যে 'দাস' বর্জ্জন করিলে বুঝি তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হইবে? এবং 'ব্রাত্য'ত্ব স্বীকার করিলে বুঝি তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর সমকক্ষ হইতে হইবে; কি ভ্রান্ত ধারণা! তাঁহার যদি বিশ্বাস থাকে যে, তিনি দেবক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের সন্তান, বিশুদ্ধ আর্য্যবংশধর, তাহা হইলে কখনই তিনি 'দাস' পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন না। মনে রাখিবেন, আমাদের উপনিষদ্ ঘোষণা করিতেছেন "আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ অনার্য্যঃ শূদ্রঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য্য এবং শূদ্র অনার্য্য। অনার্য্যেরাই 'দাস' বলিয়া পরিচিত। সুতরাং যখন বঙ্গীয়-কায়স্থ কেহই অনার্য্য নহেন, তখন কখনই 'দাস' পদ্ধতি ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপনয়ন বা সাবিত্রী পরিত্যাগের সহিত ব্রাত্য হইয়াছেন, বটে, কিন্তু কেহই বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যে সকল সন্তানের শনৈঃশনৈঃ ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহারাই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কায়স্থসমাজে কোন দিন এককালে ক্রিয়ালোপ বা ব্রাহ্মণের অদর্শন ঘটে নাই। কেবল সাবিত্রীলোপহেতু ব্রাত্যদোষ ঘটিয়াছে। ব্রাত্যশব্দের অর্থ সাবিত্রীপতিত হেতু পুনঃসংস্কার যোগ্য। প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার বিশ্বেশ্বর ভট্ট বা গাগাভট্ট তাঁহার "শূদ্রধর্ম্ম-নিরূপণ" নামক গ্রন্থে ব্রাত্যসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"চরিতৈর্দেশভাষাভির্গানং তজ্জীবিকা স্মৃতাঃ।
লোকাচারাৎ স্মৃতাস্তেষাং শূদ্রধর্ম্মা নহি ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ বিবিধ দেশভাষায় রাজা বা মহাপুরুষগণের চরিত-বর্ণন এবং সঙ্গীত

তাঁহাদের উপজীবিকা এবং পরন্তু লোকাচারে তাঁহারা হীন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কখনই তাহারা শূদ্রধর্ম্মা নহে।

বলা বাহুল্য, সাবিত্রী সংস্কার ব্যতীত অদ্যাপি কায়স্থসমাজে দ্বিজোচিত আর সকল সংস্কারই প্রচলিত আছে। উক্ত "শূদ্রধর্ম্ম-নিরূপণে" স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে,

"অতো ন শূদ্রস্য বৈদিকপৌরাণমন্ত্রপাঠঃ" "কাপিলপঞ্চরাত্রে ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ। মন্ত্রে আগমমন্ত্রে"

অর্থাৎ শূদ্রের বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রপাঠেও অধিকার নাই এমন কি কাপিল পঞ্চরাত্রের মতে আগম বা তান্ত্রিকমন্ত্রেও শূদ্রদিগের অধিকার নাই। কিন্তু সকলেই জানেন, কায়স্থ চিরদিন গুরুর নিকট পৌরাণিক ও তান্ত্রিকমন্ত্র পাইয়া আসিতেছেন। বৈদিক ব্রতচ্যুত বা ব্রাত্য বলিয়া তাঁহাদের বৈদিক মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই। তাই বঙ্গীয়-কায়স্থগণ বৈদিক-সমাজে এমন কি ভারতীয় অপরাপর কায়স্থ-সমাজে ব্রাত্য বা আর্য্য বিগর্হিত অবস্থার পতিত বলিয়া নিন্দিত। একদিন তান্ত্রিক গুরু আশ্রয় করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণ যেমন অনেক স্ব স্ব প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি রক্ষায় বলিষ্ঠ হইয়াছিলেন এখন সেই তান্ত্রিক-প্রাধান্যের যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন আবার সর্ব্বত্র বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং এ সময়ে প্রকৃত আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যাঁহারা এখনও উপনয়ন গ্রহণ না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন তাঁহাদিগকে জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য আদি পিতা চিত্রগুপ্তদেবের নাম বজায় রাখিবার এবং সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-সমাজের শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিবার, সেই সঙ্গে বলি ইহকালে আর্য্যধর্ম্ম এবং পরকালে প্রণবরূপ জপাধিকারে মোক্ষ মার্গ প্রশস্ত করিবার জন্য সকলেরই সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

আজ প্রায় ষোড়শ বর্ষ যাবৎ কলিকাতা মহানগরীতে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধানতঃ তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত সভা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমতঃ, **বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়াচার পুনঃ প্রবর্ত্তন**—বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের প্রায় অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। কেবলমাত্র বঙ্গীয় কায়স্থগণ বহু পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় বিচারালয় ও হিন্দুসমাজে শূদ্রাচারী বলিয়া নিন্দনীয় হইতেছেন। এমন কি, কেবল এই কারণেই বহু দিন

পর্য্যন্ত কায়স্থগণ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন (১)। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অদম্য চেষ্টায় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের এই গ্লানি কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও বহু কায়স্থের চৈতন্যোদয় হয় নাই। এমন কি, যাঁহারা কায়স্থ সমাজের নেতৃস্থানীয় এরূপ অনেক কায়স্থ ও এখন পর্য্যন্ত উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই। অথচ, কায়স্থ সভার পূর্ব্বোক্ত মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ঐ সমস্ত কায়স্থ মহোদয়গণের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে, বিবাহাদি সামাজিক প্রথার পুনঃ প্রচলন। বঙ্গদেশে, প্রধানতঃ উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ —এই চারি শ্রেণীর কায়স্থের বাস। এই শ্রেণী বিভাগের কারণ পূর্ব্বে যখন রেলগাড়ী ছিল না, কলের জাহাজ ছিল না, রাস্তাঘাটের সুবিধা ছিল না, যাতায়াতে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল, তৎকালে পরস্পরের নিকটস্থ পরিবারসমূহ একটী সমাজভুক্ত ও নিকটস্থ কতকগুলি সমাজ লইয়া এক একটী শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পর মধ্যেই আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি চলিত এবং ক্রমশঃ দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। দেশভেদে ও আকার ভেদে ক্রমশঃ বিভিন্ন হইয়া উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী নামে পরিচিত হন। এই চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ মূলতঃ একই সমাজভুক্ত থাকিলেও কালক্রমে নানা কারণে তাঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। 'সংহতি কার্য্যসাধিকা' এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা পুনরায় বঙ্গীয় চতুর্ধা বিভক্ত

(১) ১৮৫০ কি ৫১ সনে দুইটী কায়স্থ বালক সংস্কৃত কলেজে পড়িতে যায়। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ পরামর্শ করিলেন যে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইবে না। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে এইরূপ রিপোর্ট করেন—"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্রজাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাজা ৺রাধাকান্তদেবের জামাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পাইবে না কেন? কায়স্থ-ক্ষত্রিয়—আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাঙ্গালার শূদ্র জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।" (শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত (১৪ অঃ)।

বলা বাহুল্য তদবধি কায়স্থগণ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

কায়স্থ সমাজের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার পুনঃ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কোন কোন স্থলে সফলকামও হইয়াছেন। কায়স্থ-সমাজ উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ। জাতীয় জীবনের বলবৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা উদারতা অবলম্বন করিয়া কায়স্থ-সভার এই মহৎ উদ্দেশটি সফল করিয়া তুলুন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য—**কায়স্থ সমাজকে 'বরপণ' রূপ নিদারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করণ।**—সম্ভবতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে এই ব্যাধি দেখা দিয়াছে, এবং তাহা ক্রমশঃ নিদারুনভাবে সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। এই ব্যাধি সমাজদেহ হইতে নিরাকৃত করিতে না পারিলে সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এই ব্যাধি নিরাকরণের জন্য বৎসরের পর বৎসর আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। দুই একস্থলে যে এই আন্দোলনের ফল ফলে নাই তাহা বলা যায় না। কায়স্থগণ সমবেতভাবে ও সরল হৃদয়ে অন্দোলনে অবিলম্বে যোগদান করুন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে—যথা, কায়স্থ সমাজের দরিদ্র বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষাদি ও দরিদ্র কায়স্থ বিধবাগণের ভরণপোষণের কথঞ্চিৎ বন্দোবস্ত ইত্যাদি। কালক্রমে কায়স্থ সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ বিধানের উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা। কায়স্থ-সভা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে ও সভার একটি স্থায়ী ভবন নির্ম্মাণার্থ 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' নাম দিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক কায়স্থকে ভাণ্ডারে অন্ততঃ ।০চারি আনা করিয়া অর্থ দান করিলে তাহাতে আড়াই লক্ষ টাকা অচিরাৎ সংগ্রহ হইতে পারে। স্বজাতীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের নিকট নিবেদন, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির এই "জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান" যাহাতে প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে তজ্জন্য সকলে সচেষ্ট হউন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হউন। " উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যাবরান্ নিবেধিত।" কায়স্থ জাতির মূলমন্ত্র হউক। ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

ষোড়শ বার্ষিক সপ্তমাধিবেশন।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

"সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়", ৮৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(উ) মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, (সভাপতির আসনে)

(ব) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মকাব্যার্ণব।
(দ) " বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(দ) " বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম শাস্ত্রী।
(ব) " মহেন্দ্রকুমার গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(ব) " শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা } সম্পাদক।
(দ) " কিরণচন্দ্র দত্ত। }
(দ) " হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।
(দ) " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (প্রচারক)।

বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা এবং মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, বগুড়ার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল্, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, বর্দ্ধমান, মাহাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, যশোহর-রামনগরের শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ চৌধুরী ইঁহারা কেহ কেহ শারীরিক অসুস্থতা এবং কেহ কেহ অপরবিধ অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

অদ্য সভাপতি অথবা সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত আশ্বিন মাসের কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার হিতৈষী সভ্য নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী ডাঃ সুশীলচন্দ্রদেব রায় বর্ম্মার মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। (তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ঠিকানা না পাওয়ায় ও পুত্রাদি না থাকায় এই শোকে সভার সমবেদনা জানানের সুবিধা হইল না।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভার সভ্য মনোনীত হইলেন;—

(ব) শ্রীযুক্ত গিরিধর গুহনিউগী সাং বেড়াবুচিনা, ময়মনসিংহ।

(ব) ,, তারিণীচরণ দে সব্‌ইনেস্পেক্টর, পুলিশ আফিস, রংপুর।

(আ) ,, হিরণ্যকুমার বড়ুয়া, হেড্‌ক্লার্ক, চাবাগান, আট্টারী খাট, আসাম

এই তিন নামের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(ব) রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর, হাং সাং লোয়ার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মবাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।

তৃতীয় প্রস্তাব। ভারত-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক এ সম্বন্ধে পুনরায় যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ পত্র সভায় পঠিত হইলে, আলোচ্য বিষয় অদ্যকার মতে স্থগিত রহিল। উক্ত পত্রখানি এই—

"Kayastha Conference Office,
Kunja Villa, Patna,
The 5th December, 1917.

Dear Sir,

In accordance with the resolution of the Reception Committee passed on the 4th December, 1917, I beg to inform you that the present session of the Kayastha Conference has been adjourned.

Yours truly,
Illegible
Secretary."

চতুর্থ প্রস্তাব। প্রচারক সম্বন্ধে। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা গত ১৭ই ভাদ্র, ১৯শে আশ্বিন ও ৯ই ডিসেম্বর তারিখের সভ্য সংগ্রহের জন্য

ন্যূনকল্পে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন ও শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দ্বারা প্রস্তাবিত পারিতোষিক ১০৲ টাকা প্রাপ্তি বিষয়ক পত্রগুলি পঠিত হইলে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় প্রচারক মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালী বিষয় বিবৃত করিয়া বলায় বহু আলোচনার পর অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী স্থির হইল:—

(১) প্রচার স্থান নির্দ্দেশ জন্য শাখাসমিতি। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া শাখা-সমিতি গঠিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, যখন একাধিক স্থানে প্রচারককে পাঠাইবার প্রস্তাব হইবে তখনই সমিতি পরামর্শ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্যান্য সময় সম্পাদক শরৎবাবুর ব্যবস্থা মতই কার্য্য হইবে।

শাখা-সমিতি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
,, শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।

(২) পারিতোষিক। শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিশ্রুত ৪০৲ চল্লিশ টাকা কার্ত্তিক মাসে পাঠাইয়া তৎসহ পত্রে অনুরোধ করেন যে, একমাসের বেতনের অধিক যে ১০৲ টাকা দিতেছেন, তাহা পারিতোষিক দেওয়া হউক। ইহা অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী মঞ্জুর হইল।

(৩) কমিশন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী স্থির হইল যে, সভার সভ্য সংগ্রহ করার জন্য সংগৃহীত সদস্যের প্রবেশিকা যাহা আদায় হইবে, তাহা প্রচারক পাইবেন এবং পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ বা পুস্তকাদি বিক্রয়ের জন্য শতকরা ২০৲টাকা পাইবেন।

(৪) প্রচারকের স্থায়ী নিয়োগ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভার প্রচারক পদ স্থায়ী হইল।

(৫) পৌষ ও মাঘ মাসের প্রচার স্থান। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে পৌষ ও মাঘ মাসে যশোহর জেলায় প্রচারক পাঠান হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা এখন স্থগিত থাকুক; স্বর্গীয় মিত্রমহোদয়ের স্মৃতি সভানুষ্ঠানের পর উক্ত বিষয় এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা হইবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। সারদাচরণ স্মৃতিসভা। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল, যে, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া 'সারদাচরণ স্মৃতি-সমিতি' নামে এক সমিতি গঠিত হউক। উক্ত সমিতিকে সদস্য বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর, কে-সি, আই-ই-মহোদয় এই সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরুদ্ধ হউন। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউন। এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সদস্য নির্ব্বাচিত হউন।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি।
রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণদেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটী।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, টাকী।
রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র দত্ত, নড়াইল।
কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া রাজ বাটী।
কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর, তাড়াশ রাজ বাটী।
অনারেবল্ রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি।
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা।
ডাঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ।
মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত।
কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব, শোভাবাজার রাজবাটী।
রায় বিনোদবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা।
কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ } পাইকপাড়া রাজবাটী।
শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব।
,, বিজয়চন্দ্র সিংহ।
মান্যবর শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায়, নড়াইল।
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।
,, দয়ালচন্দ্র বসু।
,, বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা।

সপ্তম প্রস্তাব। (ক) শিক্ষার্থির সাহায্য প্রার্থনা। "সারদাচরণ আর্য্যবিদ্যালয়ের" ছাত্র শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল, "সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের" সম্বন্ধে অদ্য যে প্রস্তাব

উত্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় স্থির করিয়া সাহায্যার্থির বিষয় পরে বিবেচনা করা হইবে।

(খ) ঘটক নিয়োগ সম্বন্ধে। সময়াভাবে অদ্য এ বিষয় আলোচিত হইল না। পরবর্ত্তী সভায় আলোচনা করা হইবে স্থির হইল।

(গ) সভ্যের নাম পরিহার।

(ব)	শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, দিনাজপুর,	১৩২৩ বাকী
(উ)	,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল, সিউড়ী	১৩২২।২৩ সনের
(ব)	,, অভয়াচরণ ঘোষ সেরপুর	১৩২৩
(দ)	,, অমরেন্দ্রনাথ আদিত্য, লাহোর	১৩২৩ সনের বকেয়া
(দ)	,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ কবিরঞ্জন, যশোর, ফুলবদিয়া	১৩২৩
(ব)	,, উমেশচন্দ্র বসু, রেঙ্গুন	১৩২৩
(ব)	,, কালীমোহন বসু, কলিকাতা	১৩২৪
(ব)	,, কামদাপ্রসন্ন চৌধুরী, নওগাঁও, রাজসাহী	১৩২৪
(দ)	,, কাশীশ্বর বসু, ডাক্তার, গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর	১৩২৩
(বা)	,, কিশোরীলাল সরকার, উকীল, কলিকাতা	১৩২২।২৩
(বা)	,, কুঞ্জবিহারী সরকার, খোকসা, নদীয়া	১৩২৩
(দ)	,, কেদারনাথ দত্ত, মাকড়দহ, হাবড়া	১৩২৩
(বা)	,, কুমুদনাথ সরকার, উকিল, পাবনা	১৩২৩
(উ)	,, কৃষ্ণলাল ঘোষ, উকিল, সিউড়ী	১৩২২।২৩
(দ)	,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল, হাবড়া	১৩২৩
(দ)	,, খগেন্দ্রবিহারী মিত্র, বনগ্রাম, যশোহর	১৩২৩
(ব)	,, গুণেশ্বর সেন, বরিশাল	১৩২২।২৩
(দ)	,, চুণীলাল ঘোষ বর্ম্মা, কলিকাতা	১৩২২।২৩
(দ)	,, জিতেন্দ্রনাথ পালিত বর্ম্মা, কলিকাতা	১৩২৩।২৪
(ব)	,, জিতেন্দ্রমোহন সিংহ, ভাদ্রা, ময়মনসিংহ	১৩২২।২৩
(বা)	,, তারকানাথ রায়, পোতাজিয়া, পাবনা	১৩২৩
(বা)	,, তারিণীচরণ সরকার, আরা	১৩২২।২৩
(ব)	,, দেবেন্দ্রনাথ দেব, উকিল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা	১৩২২।২৩
(ব)	,, নগেন্দ্রকিশোর রায়, কিশোরগঞ্জ	১৩২৪ অংশ
(ব)	,, নিবারণচন্দ্র নাগ, খালিয়া, ফরিদপুর	১৩২৩
(ব)	,, প্রমথনাথ দত্ত, চারিপাড়া, ময়মনসিংহ	১৩২২।২৩

(ব)	,,	প্রাণনাথ গুহবর্ম্মা, দয়ালংক্ক, ফরিদপুর	১৩২২।২৩
(বা)	,,	প্রিয়নাথ চৌধুরী, জমিদার, রায়কালী, বগুড়া	১৩২৩
(দ)	,,	প্রিয়লাল ঘোষ, পুলিশইনেস্পেক্টর, কোচবিহার	১৩২৩
(দ)	,,	মহেন্দ্রনাথ বসু, কাশীপুর, কলিকাতা	১৩২৩
(বা)	,,	মোহিনীকান্ত দাস, ডুবাই, রাজসাহী	ঐ
(ব)	,,	মোহিনীমোহন দত্ত, মেকলিগঞ্জ	ঐ
(দ)	,,	যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ডেপুটীমেজিষ্ট্রেট, জলপাইগুড়ি	১৩২৪ কতক
(দ)	,,	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজবল্লভপাড়া, কলিকাতা	১৩২২।২৩
(বা)	,,	যতীন্দ্রমোহন নন্দী, ঘিডাঙ্গা, রংপুর	১৩২৩
(বা)	,,	যদুনাথ নন্দী, দিনাজপুর	ঐ
(উ)	,,	যামিনীকান্ত সিংহ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর	ঐ
(বা)	,,	রমণীমোহন সরকার, উকিল, নাটোর	ঐ
(বা)	,,	রমেশচন্দ্র রায়, অষ্টমনীষা, পাবনা	১৩২২।২৩
(বা)	,,	রমেশচন্দ্র সরকার, ডাক্তার, নাটোর	১৩২৩
(ব)	,,	রাজবিহারী দাস, লোনসিং, ফরিদপুর	১৩২২।২৩
(ব)	,,	রাজেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, ঢাকা	১৩২৩
(দ)	,,	রাসবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, গড়পাড়, কলিকাতা	১৩২৩।২৪ অংশ
(বা)	,,	রেবতীরঞ্জন নাগ, গোবরাছড়া, কোচবিহার	১৩২৩
(দ)	,,	বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, মাণিকতলা, কলিকাতা	১৩২৪ অংশ
(দ)	,,	বিষ্ণুচরণ বসু, খোড়প, হাবড়া	১৩২২।২৩
(উ)	,,	শরচ্চন্দ্র মিত্র, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ	ঐ
(ব)	,,	শশিকিশোর দত্ত মজুমদার মাইজহাটী, ময়মনসিংহ	ঐ
(ব)	,,	শশিকুমার ঘোষ, মেকলিগঞ্জ	ঐ
(ব)	,,	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস ঐ	ঐ
(দ)	,,	সত্যচরণ মিত্র, অরুদানগর, রংপুর	১৩২৩
(দ)	,,	হরিসত্যবিষ্ণু, কলিকাতা	ঐ
(ব)	,,	হরেন্দ্রকুমার ঘোষ (১নং) ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট,	১৩২২।২৩
(বা)	ডাঃ	হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার বর্ম্মা, দিনাজপুর	ঐ
(বা)	শ্রীযুক্ত	হীরালাল রায়, কাকিনা	১৩২৩

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীরাধাবল্লভ দত্ত।
সভাপতি
১৩।১০।২৫

শ্রীযতীন্দ্রমোহন নন্দী। কোচবিহার। ১২/১২/২৪

কায়স্থ পত্রিকা।

চৈত্র, ১৩২৪। } নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

কায়স্থজাতির অভিজনন।

অভিজনন বলিলে শাস্ত্রে পূর্ব্বনিবাস বুঝায়। কায়স্থজাতির অভিজনন নির্দ্দেশ করিতে অনুসন্ধিৎসু পুরাবিদ্‌গণ রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পাণিনি ব্যাকরণে 'কায়স্থ' শব্দ না পাইয়া ঐ জাতিকে কেহ তক্রমাকানমরু সন্নিহিত ভ্রমণশীল খউরণজাতিকে সম্রাট্ অশোকের পরবর্ত্তিকালের করণ, অধুনা কায়স্থ—আবার কেহ তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমের স্কাইথিক জাতিকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সমাগত কায়স্থাখ্য ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহারা সকলেই হিমালয়ের পরপারে কায়স্থগণের আদিম নিবাস সিদ্ধান্ত করিতে সমুৎসুক। তাদৃশ সিদ্ধান্তকারিগণের মুখ্যপ্রমাণ মিশরাজ টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণে নির্দ্দেশিত 'Khaurana' ও 'Skythia' দেশদ্বয় করণ ও কায়স্থ শব্দের কিঞ্চিৎ সদৃশ, তাই তাঁহারা স্কায়থিয় শব্দ হইতে ক্রমে স্কায়েথ বা কায়স্থ ও খউরণ হইতে করণ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, এরূপও মনে করেন।

বস্তুতঃ টলেমী বলিয়াছেন—স্কাইথিয়া ভূ-ভাগ হিমালয়ের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। Imaos এর উত্তরে ইহার পশ্চিম সীমানায় (Sakai) তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। উত্তরে অপ্রসিদ্ধ প্রদেশ। পূর্ব্বে Serike (Anniba)* সরল রেখায় ১৫০ ডিক্রি

* 'Serike' উত্তরচীনে বর্ত্তমানকালে 'Anniba' নামে পরিচিত।

৬৩ মিনিট এবং ১৬০ ডিক্রি ৩৫ মিনিটে অবস্থিত। দক্ষিণে ভারতবর্ষের অংশ বিশেষ গঙ্গোত্তরীতে পূর্ব্বোক্ত সরল রেখার দক্ষিণ সীমানা ও সমান্তরাল অক্ষাংশ অবচ্ছেদক স্থান পর্য্যন্ত পরিবিস্তৃত। তিনি আরও বলিয়াছেন—এই বিশাল ভূখণ্ডের সর্ব্বোত্তরে Obioi-Skythai প্রদেশ, তাহার দক্ষিণে পাশাপাশিভাবে Hippophagoi-Skythia ও Auzakitis প্রদেশ। আউজাকিটিস্ অতি বিস্তৃত জনপদ। তন্নিম্নে স্কায়থিকদেশ এবং ঐ দেশেরই সংলগ্ন Kasian পর্ব্বতের সান্নিধ্যে Khatai ও Akhusa ভূমি একেবারে হিমালয়ের পার্শ্বে Kharawnaoi-Skythia (খরণ) প্রদেশ অবস্থিত। গ্রন্থকার এই প্রকারে স্কায়থিয়ার বিভিন্ন বিভাগ গুলির নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিতেছেন ;—ঐ সকল প্রদেশের মধ্যে স্কায়থিয়ার 'Issedon' নামক নগর ও 'Oikohardes' নামক নদী সুপ্রসিদ্ধ। *

টলেমীর এই বিবরণীমালার সমালোচনা করিতে McCrindleসাহেব Smithএর Dictionary হইতে ওইখারদেশ নদী সম্বন্ধে জনৈক লেখকের মন্তব্যে খোটান্ ইয়ারকন্দ, কাশগর ও উষী নদীর সম্মিলিতাংশকে† এবং Sianmartinসাহেবের মতে বাল্‌তিস্থানের রাজধানী Skardo নগরের নিকট সিন্ধুনদের নাম Echardes পাইয়া ‡ এই উভয় সমস্যা সমাধানে McCrindleসাহেব হিমালয়, লাডাক্, তিব্বত, চীনতাতার ও মোঙ্গোলিয়া এই কয় প্রদেশ দ্বারা স্কাইথিয়া সীমাকৃত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ইসিডন্ নগরের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহার মত—'৬৭১খৃঃ পূর্ব্বে স্পার্টান কবি Alkman তাঁহার কাব্যে ইসিডন্ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং খৃঃ পূঃ ৬৯০ অব্দে Aristes তদীয় পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন—অতিপুরাকালে ইসিডনগণ তাহাদের আবাসক্ষেত্র হইতে Arimaspian গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। তাহারা আবার Skythian দিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। অনন্তর স্কাইথিয়ানগণ Kimarian গণকে § স্ব-আবাসভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করে।'

* McCrindle's Ancient India described by Ptolemy. P. 287.

† ঐ চারিটী নদী প্রবাহিত দেশ Chinese Tarkestan বা Taklamakan Desert অথবা Tarimbasin নামে ভৌগোলিকগণের নিকট পরিচিত।

‡ এই স্থান বর্ত্তমান পূর্ব্ব কাশ্মীরে Little Tibet নামে অভিহিত।

§ Harmsworth World's History ৫ম খণ্ডের ১৫৬৩ পৃষ্ঠার উপরিভাগে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর যে মানচিত্র আছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়—অক্সুর সায়জের উত্তরে কশ্যপসাগরের পশ্চিমে কিমারীগণ বাস করিতেছে ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে—আরিষ্টেস্ যে ঐ জাতির স্বস্থান ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সে ঘটনা খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল।

ভৌগোলিক টলেমীর উদ্ধৃত প্রমাণে আমরা এরূপ বুঝিতে পারিলাম না যাহা দ্বারা স্কাইথিয়া ও খউরণের অবস্থিতি শুধু হিমালয়ের পরপারেই বুঝায়—এপারে বুঝায় না এবং ঐ মোঙ্গল সংশ্লিষ্ট স্কাইথিক্ জাতির ভাষার ক্রম ভঙ্গাপরাধে স্কাইথিকগণ ভারতে আর্য্য-গৌরব-দীপ্ত কায়স্থজাতিতে কিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ফলতঃ আমরা তাদৃশ সরলভাবে বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা না করিয়া সমসাময়িক ভারতীয় আর্ষ গ্রন্থের প্রমাণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, পূর্ব্বতাতারের Skythian কি kharawna জাতিকে ভারতের কায়স্থ ও করণ বলা সঙ্গত কি না? যে লিখন ব্যাপারে ভারতবর্ষে কায়স্থ-সমাজ সমধিক বিখ্যাত, সেই লিখন-পত্র-হস্ত ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে ভারতের প্রাচীন ঋষি কোন্ স্থানে সন্ধান পাইয়াছিলেন? প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সংসাধন নিমিত্ত এ স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব,—লেখক কায়স্থজাতির গোত্রপুরুষ চিত্রগুপ্তের আশ্রম সম্বন্ধে অশ্বলপুত্র ঋগ্বেদীয় গৃহ্য পরিশিষ্টে বলিতেছেন,—

"ভগবন্‌কেতোকামরূপজৈমিনিগোত্রমধ্যদেশেশ্বর! * * দ্বিভুজ * * * ত্রিশক্তেনমস্তে। সন্নদ্ধকপোতবাহনেনমেরুংপ্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ ব্রহ্মচিত্রগুপ্তাভ্যাংসহ * * * পীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাহ্বয়ামি।" (২।৫)

ঋষি বলিতেছেন—ভগবন্! কেতো! অভিলাষানুরূপমূর্ত্তি পরিগ্রহ কারিন্! হে জৈমিনিগোত্র! দ্বিভুজ! মধ্যদেশাধিপতে! * চিত্রগুপ্তশক্তিতে শক্তিমন্! তোমাকে নমস্কার। হে সন্নদ্ধ! (বর্ম্মধারিন্) মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার চিত্রবাহনে বহনপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্তের সহিত আমার পূজাগ্রহণার্থ এই আসনোপরি আসিয়া উপবেশন কর। আমিও সেই "উদীচ্যবেশধরং সৌম্যদর্শনং লেখনপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতুপ্রত্যধিদেবং চিত্রগুপ্তমাবাহয়ামি। (ঋগ্বেদ গৃহ্যপরিঃ ২।৬)। মহর্ষি আশ্বলায়ন কর্ত্তৃক জৈমিনিগোত্র কেতুকে এই দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ ও চিত্রগুপ্তের পরিচায়ক বাক্যগুলি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, উত্তর দেশের বেশ-ভূষায় সজ্জিত এবং লিখন-পত্র-হস্ত চিত্রগুপ্ত মেরুসান্নিধ্যে ব্রহ্মার সহিত এক নিবাসে অবস্থান করিতেন। অতএব দেখা কর্ত্তব্য—মেরুর অবস্থিতি কোথায়? উহার অবস্থান নির্ণয় করিতে পারিলেই 'কায়স্থ জাতির অভিজনন' জানিবার উপায়

* ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আছে—"তস্মাদস্যাং ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠিতা যে কে চ কুরুপাঞ্চালানাং রাজানঃ সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তেঽভিষিঞ্চতে।" এই প্রমাণে বুঝা গেল কেতু, কুরুপঞ্চাল, বশাতি ও উশীনর এই চারিদেশের কোন এক স্থলে রাজত্ব করিতেন। কেননা ঐ চারিদেশ লইয়াই মধ্যদেশ।

অনেকাংশে সহজ হইয়া পড়িবে। এ নিমিত্ত এখন আমরা মেরুর অবস্থান বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিব। মহাভারতকার লিখিয়াছেন সভ্রাতৃক মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গগমন পথে দ্বারকানগরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে প্রথম দেখিতে পাইলেন ;—

"ততস্তে নিয়তাত্মান উদীচীং দিশমাস্থিতাঃ।
দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥১
তঞ্চাপ্যতিক্রামন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্ ॥"২

মহাপ্রাস্থানিকে, দ্বিতীয় অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—তাঁহারা (সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির) যোগযুক্ত হইয়া উত্তরদিকে হিমালয়ে গিয়া উঠিলেন। হিমালয় পার হইতে হইতে বালুকাসাগর অর্থাৎ মহামরু ও সর্ব্ব পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ মেরু নামক মহাগিরি দেখিতে পাইলেন।

আলোচনা—মহাভারতের এই প্রমাণে মেরু পর্ব্বতের "শিখরিণাং বরম্" যে বিশেষণ পাওয়া যাইতেছে, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বিশেষণ যদি উচ্চতামাত্র অংশে বুঝাইবার জন্যই মহর্ষির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা মেরুর পরিবর্ত্তে উনত্রিংশৎ সহস্র ফিট্ উচ্চ গৌরীশঙ্কর কিংবা ফ্রে সাহেব * কথিত Little Tibet স্থিত ত্রিংশৎ সহস্র ফিট্ উচ্চ Teram Kangri র উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু উচ্চতা দ্বারা মেরুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা মহাভারতকারের অভিপ্রায় ছিল, এমন মনে হয় না। কেন না তিনি অপরত্র বলিয়াছেন ;—

"হেমকূটাৎ পরঞ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥৮
প্রাগায়তো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতোগন্ধামাদনঃ ॥৯
পরিমণ্ডলস্তয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ ॥"১০

ভীষ্মপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"হেকূটনিষধয়োর্মধ্যে হরিবর্ষং, নিষধনীলয়োর্মধ্যে বর্ষবিভাগমাহ—দক্ষিণেনেতি। দক্ষিণেন দক্ষিণতঃ সমীপ ইত্যর্থঃ। এবমুত্তরেণেত্যাদৌ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮ ॥ নীলনিষধয়োর্মধ্যে মেরুস্তস্য প্রাক্-মাল্যবান্ পূর্ব-

* G. C. Frey, M. Sc. প্রণীত Geography of Asia. Chapt. XI P. 211.

মুদ্রাবধিঃ পশ্চিমসমুদ্রাবধি গন্ধমাদন ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ পরিমণ্ডলশব্দস্য পূর্ব্বোক্ত এবার্থঃ, অত্যাশ্চর্য্যময়ো মেরুঃ প্রতিক্ষণং নবোনব ইত্যর্থঃ। আদিত্যতরুণো বালাদিত্যঃ ॥"১০॥

উদ্ধৃত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে, নীল ও নিষধ নামক দুইটী পর্ব্বতের মধ্যে কনকময় মেরু পর্ব্বত কখনও নবোদিত সূর্য্যবৎ, কখনও বা ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। ইহাই মেরু পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠত্ব। মেরু দুই পর্ব্বতের মধ্যে, ইহা দ্বারাও তাহার উচ্চতার গৌরব খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। প্রতিক্ষণ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ নিশ্চল পর্ব্বতের অন্য কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না, মেরু পর্ব্বতে তাহা দৃষ্ট হইতেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এইজন্য সকল পর্ব্বত হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

এতাবতা সমালোচনা করিয়া হিমালয়ের পরপারে উত্তর দিকে মেরু পর্ব্বতের সন্নিবেশ জানিতে পারা যাইতেছে এবং ওই স্থান হইতেই যে ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্তকে লইয়া যাওয়ার জন্য কেতুর প্রতি ঋষি ভার দিয়াছেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু মহাপ্রাস্থানিকের সেই 'উদীচ্য' কথাটা কোন্ স্থান হইতে মহাভারতকার নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা না জানিতে পারিলে পশ্চিমোত্তরে, হিন্দুকুশ হইতে পূর্ব্বোত্তরে কারাকোরাম্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল বিস্তৃত দেশের অনির্দ্দিষ্ট উত্তরে মেরুর অবস্থান অবধারণ করিতে হয় ; কিন্তু মহাপ্রাস্থানিকে ১।৪৫ শ্লোকে আছে—ভ্রাতৃগণসহ রাজা যুধিষ্ঠির পশ্চিমে দ্বারকা হইতে উত্তর পথে গমন করেন ; সুতরাং দ্বারকা হইতে সরলভাবে উত্তর ধরিলে চিত্রল ও পামীরের পশ্চিম দিয়া যে রেখা উত্তরে বহুপর্ব্বত-বেষ্টিত চতুর্নদীপ্রসূ 'মরঘিলান' নামক পর্ব্বতময় দেশে উপস্থিত হয়, পৌরাণিকেরা ঐ চতুর্নদীর উৎপত্তি কেন্দ্রকেই মেরুপর্ব্বত মনে করেন। মহাভারতকার হিমালয়ের পর প্রথম বালুকার্ণব, তৎপর নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যে মেরু এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই 'মরঘিলান' পর্ব্বতও তদ্রূপই সংস্থিত। পৌরাণিক বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়—মেরুর উপরে ব্রহ্মপুরী, তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বাস। তথা হইতে গঙ্গা বহির্গত হইয়া ব্রহ্মার পুরীর চতুর্দ্দিকে সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা নামে বিভক্ত হইয়া সীতা পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্বে, অলকনন্দা দক্ষিণে ভারতবর্ষে, বঙ্ক্ষু পশ্চিমে, কেতু মাল্যবদ্বর্ষে ও ভদ্রা উত্তরে উত্তরকুরু পার হইয়া উত্তর সাগরে গিয়া পড়িল।* বর্ত্তমান কালের মানচিত্রেও দেখিতে

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৯—৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পাই—উত্তরে চুনদী, দক্ষিণে মুরঘাবনদী, পূর্ব্বে কাশগর নদী এবং পশ্চিমে অক্সাস্ নদী ঐ মরুবিলান হইতে বহির্গত হইয়া যথাক্রমে উত্তরে ওবি নাম ধারণ করিয়া ওবি উপসাগরে, দক্ষিণে মুরঘাবনদী প্রথমে কাবুল নদী পরে সিন্ধুনদ বাহিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কাশগর নদী নানা পর্ব্বত ভেদ করিয়া, পীত নদীতে মিলিত হইয়া চীন সাগরে পড়িয়াছে এবং পশ্চিমে বঙ্ক্ষু অক্সাস্ নদী বাহিয়া আরল্‌সাগরে পতিত হইয়াছে। ডাক্তার উইলফোর্ড সাহেবও এই চতুর্নদীর উৎপত্তির কেন্দ্র little Bokharaকে পৌরাণিক মেরুমণ্ডল বলিয়া মনে করেন। * সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই—লেখনী-পত্র-হস্ত ভগবান্ চিত্রগুপ্ত বা তদীয় দায়াদ কায়স্থগণ এই little Bokhara অর্থাৎ মেরু নামক ব্রহ্মপুরীর সন্নিকটবাসীই ছিলেন, পরন্তু পূর্ব্বতাতার বা তক্লমাকান নামক মরূপান্তে Kharawana বা তৎসন্নিহিত Skythia দেশে ছিলেন না। ইহা বক্তব্য যে, স্কাথথিয়া শব্দ স্কায়েথ তৎপর কায়স্থ এইরূপ কষ্ট-বিশ্লেষণ-সমুত্থ শব্দও নহে। এই শব্দ আসুরী ভাষার ক্ষায়থিয় শব্দ হইতে সমাগত হইয়াছে। অসুরমতাবলম্বিগণ অগ্নির উপাসক—অহুরমজদার সম্মান কারী। এই অগ্নি উপাসক—অহুরমজদার উপাসক পারস্য সম্রাট্ দরায়ুস খৃঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫ অব্দ শাসন ও পালন করেন। তিনি বহু সংখ্যক দেশ জয় করিয়া, সেই বিশাল রাজ্যের অনুশাসন নিমিত্ত এবং প্রকৃতিমণ্ডলের সুখ সমৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বিহিস্তন† ও নাক্ষ-ই-রুস্তম ‡ পর্ব্বতে যে দুইখানি অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমরা 'রাজা' শব্দের পরিবর্ত্তে এই 'ক্ষায়থিয়' শব্দের সন্নিবেশ দেখিতে পাই। মূললিপি কি অক্ষরে, গ্রন্থকার জর্জ্জ রলিন্‌সন্ তাহা প্রকাশ না করায় তদুদ্ধৃত ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশিত নাক্ষ-ই-রুস্তম্ অনুশাসন লিপি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

* Asiatic Researches. Vol. VIII. P. 309.

† প্রাচীন মদ্র বা মিডিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশে জাগ্রস্ পর্ব্বতের একাংশের নাম 'বিহিস্তন'। এই পর্ব্বতেয় উচ্চতা ১৭০০ ফিট্। H. Rawlinson বলিয়াছেন, সমতলক্ষেত্র হইতে ৩০০ ফিট্ উপরে সম্রাট্ দরায়ুসের এই সুবৃহৎ অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ। এই অনুশাসন খানি, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সাম্রাজ্য ও নীতি এই পাঁচ বিভাগে উপদেশপূর্ণ পাঁচটী অধ্যায়ে বিভক্ত।

History of Herodotus Vol. II. P. 594.

‡ পারস্যের প্রাচীন রাজধানী সুসানগরীর দক্ষিণে এবং পার্সিপোলিস্ নগরীর উত্তরে নাক্ষ-ই-রুস্তম্ নামক স্বল্প উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে দরায়ুসের রাজ্যের পঞ্চমবর্ষে খৃঃ পূঃ ৫১৬ অব্দে উৎকীর্ণ অনুশাসনালিপি। রলিন্‌সান বলেন—ইহার উভয় পার্শ্বে তিনি বাবিলোনীয় ও তুর্ক-সিথীয় ভাষায় উহার অনুবাদ আছে।

History of Heredotus by G. Rawlinson. Vol. IV. P. 250.

1. Baga vazarka Auramazda hya imam bumim ada, hya awam Asmanam ada, hya martiyam ada, hya shiyatim ada martriyahya, hya Daryavum Kshayathiyam, akunaush, aivam paruvanam Kshayathiyam, aivam paruvanam framataram.

2. Adam Daryavush, Kshayathiya vazarka, Kshayathiya Kshayathiyanam, Kshayathiya dahyaunam vispazananam, Kshayathiya ahyaya bumiya vazarkaya duriapiya, Vishtaspahya putra, Hakhamanishiya, Parsa, Parsahya Putra, Ariya, Ariya chitra.

3. Thatia Daryavush Kshayathia :—Vashna Auramazdaha ima dahyava tya adam agarbayam apataram hacha Parsa. Adamsham, patiyakhshaiya. Mana bajim abara...tyasham hachama athahya awa akunava. Datam tya mana awa...adari Mada uvaja, parthva, Hariva, Bakhtrish, sugda, uvarazmish, Zaraka, Harauvatish, Thatagush, Athura, gadara, Hidush,saka, Humavarga, saka Tigrakhuda, Babirash,Arabaya Mudraya, Armina, Katapatuka, Saparda, Yuna, Saka tyaiya, paradaraya, Skudra, Yuna-takbara, Putiya, Kushiya, Machaiya, Kraka.

4. Daryavush Kshayathiya adaraya patikarma didya ...i...hya gathum baratiya...a khshansa...sh paragamata. *

5. Auramazdamaiya upastam abara, yata kartam akunavam.

6. Martriya hya Aurmazdaha framana, hauvataiya gasta, ma thadaya. Pathim tyam rastam ma avarada ma stabava.

বঙ্গানুবাদ—

(১) অসুর মেধা মহতো মহান্, তিনি এই পৃথিবী (আমাকে) দান করিয়াছেন ; তিনিই স্বর্গের দাতা, মানবের উৎপাদয়িতা এবং প্রাণদান কর্ত্তা। তিনিই রাজা দরায়ুসকে প্রজামণ্ডলীর নিয়ন্তা ও বিধি সংস্থাপক করিয়াছেন।

(২) রাজা দরায়ুস্ বলিতেছেন ;—আমি রাজন্যচক্রে মহারাজ, আমি সমগ্র অধিকৃত দেশের রাজা, আমি মহতী পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এই প্রদেশ হইতে

* এই কলমে অনেকস্থলেই মূলগ্রন্থে সম্পূর্ণ পাঠ নাই

সুদূরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছি। আমি বিষ্টাস্পেসের পুত্র, পারস্যের সন্তান, আমি আর্য্য ও আর্য্যবংশ সম্ভূত।*

(৩) অনন্তর রাজা দরায়ুস বলিতেছেন—অহুরমজ্‌দার অনুগ্রহে আমি রাজা হইয়াছি এবং পারস্য অধিকার করিতে পারিয়াছি, এবং তদুপরি আমার অধিকার বিস্তার করিয়াছি। তিনিই আমাকে এই সকল রাজ্য দিয়াছেন। যে সকল রাজ্য দিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি ;—যথা—মদ্র, উবজ (সুসিয়ানা) পার্থ্বা, হরিবা বক্ত্রিয়া, সুগ্‌দা উভারাজমিশ (খোরাসান) ঝারাঙ্গিয়া, হরউব, খাতাগুস্, অসুর, গান্ধার, হিদুস্,(হিন্দু),শক,হুমভার্গ, তিগ্রখুডা, বাবিরুস, (বাবিলোনিয়া) আরব, মুদ্রয়, আর্মানিয়া, কতপাতুপা, (কালকেয় বা ক্যালেডিয়) সাপর্দ, যুনা, (গ্রীস) সত্যপিরি, পারদরাজ্য, শূদ্র, যুনাতকবর, পুটিয়া, কুশীয়, মাচয়, কর্ক।

(৪) দরায়ুস্ রাজা যখন প্রকৃষ্টরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, হে নিন্দিত কর্ম্মা শাসক! তখন তোমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল?

(৫) অহুরমেধা আমার রাজ্য গ্রহণ কার্য্য সহজে সম্পাদনের জন্য আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৬) হে প্রকৃতি মণ্ডলি! অহুরমজদার এই বিধি, এই সকল তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে (আমাকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে) ইহাতে কোন সংশয় নাই ও পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না, আমি তদ্বিধিই সম্পূর্ণভাবে পালন করিব।

উদ্ধৃত লিপির 'ক্ষায়থিয়' শব্দের অনুবাদে জর্জ্জ রলিন্‌সন্ 'King' অর্থাৎ 'রাজা' অর্থ করিয়াছেন। ঐ শব্দের সহিত সংস্কৃত 'ক্ষত্রিয়' শব্দের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে; বিশেষতঃ অর্থের একতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, "যোজনান্তে উচ্চারণ ভেদ নিবন্ধন 'ক্ষত্রিয়' শব্দই ক্ষায়থিয় কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে।" বস্তুতঃ তাহা নহে, সম্রাট্ দরায়ুস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ সুবৃহৎ বিহিস্তুন লিপির দ্বিতীয় অংশের পঞ্চম পংক্তিতে 'ক্ষত্রিয়' পদের অনুরূপ 'ক্ষথ্রিতা' পদ দৃষ্ট হয়। অবেস্তার টীকায় উহার অর্থ ভূমি সম্বন্ধীয়; অনুবাদক 'Xathrites of

* বিহিস্তুন লিপিতেও রাজা দরায়ুসের রাজসম্মানের এইরূপ—এবং বিস্তারিত বংশ পরিচয় এইভাবে আছে;—Adam Darayvush Kshayathiya vazarka Kshayathia kshaythiya-nam kshayathiya Parsiya Kshayathiya Dahyaunam Vihthspahya Putra Arshamahya napa Hakhamaninishiya.

2. Thatiya Darayavush Kshayathiya mana pita Vishtaspa; Vishtaspahya pita Arshama; Arshama pita Ariaramana; ariyaramanahya pita Chispaish pita Hakhamanish.

the race' এরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত ক্ষত্রিয় হইতে শিলালেখে উৎকীর্ণ রাজবাচী 'ক্ষায়থিয়' পদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া পারা যাইতেছে না। ফলতঃ আলোচ্য পদদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও দরায়ুস-লিপিদ্বয়ে আমরা এমন কতকগুলি শব্দ পাইয়াছি, যাহার সহিত সংস্কৃতের কিছুমাত্র ভেদ নাই। তবে অধিকাংশ শব্দের অর্থগত মিল নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কোন শব্দের অর্থগত, প্রত্যয়গত, লিঙ্গগত কিংবা বিভক্তিগত মিল পাওয়া যায়। যথাস্থানে আমরা তৎসমুদয় আলোচনা করিব। এখন বিচার্য্য এই যে, দরায়ুস্-লিপিতে কোন্ ভাষার ব্যবহার হইয়াছিল।

এদেশে একটা প্রচলিত রীতি আছে যে,কোন গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানে যে সকল উৎসর্গ-পত্র উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে দেবভাষার ব্যবহার করা হয়।* পারস্য সম্রাট্ দরায়ুস্ যে দুইখানি অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই 'অহুরমজদার' প্রতি নির্ভর রাখিয়া আদেশ গুলি প্রচার করিতেছেন। ইহাতে মনে হয়, তিনি তাঁহার অভীষ্টদেব অহুরমজদার ভাষাতেই শিলালেখদ্বয় উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার আরও কারণ এই-নাক্ষ-ই-রুস্তম-লিপির উভয় পার্শ্বে বাবিলোনীয় ও তুর্ক-সিথীয় ভাষায় খৃঃ পূঃ ৫১৬ শতাব্দে উহার অনুবাদ দৃষ্টিতে।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে, দরায়ুসের সময় তদীয় রাজ্য মধ্যে মূললিপির ভাষা লোকের ব্যাবহারিক ভাষা ছিল না; এই ভাষা বর্ত্তমান ভারতের সংস্কৃত-ভাষার ন্যায় মন্ত্র তন্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল। অগ্নি উপাসক পারসীক জাতির 'অবেস্তা' ভারতীয় আর্য্যগণের বেদস্বরূপ মান্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ; উহার যস্ন প্রকরণের ৯।২ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—"আঅৎ মে অএম্ পইতি অওখ্‌ত হওমো অষব দুরওযো-অজেম্ অহ্মি জরথুস্ত্র" ইত্যাদি। এই উদ্ধৃতাংশের সহিত আমাদের আলোচ্য শিলালিপির ভাষার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ইহাতেও যেমন সংস্কৃত ভাষার সহিত ক্রমবিপর্য্যয় রহিয়াছে, অনুশাসন লিপির ভাষারও সেই প্রকার সংস্কৃতের সহিত ক্রমবিপর্য্যয় আছে। যস্নে যে জরথুস্ত্রের উল্লেখ আছে, ৫১।১৫ যস্নে আছে ঐ

* খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

"সংস্কৃতং নাম দৈবীবাক্ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমদেশীত্যেকঃ প্রাকৃতঃ ক্রমঃ॥"

কাব্যাদর্শ।

এই বচনে বুঝা যাইতেছে, সংস্কৃতই দেবভাষা। প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে উৎকীর্ণ লিপির ভাষা প্রায়শঃ সংস্কৃত।

জরথুস্ত্রই অহুরমজ্‌দার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অগ্নি পূজার প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং উহা দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে—অহুরমজ্‌দাই দেবতা এবং জরথুস্ত্র প্রচারক। প্রাচীন পারসীকগণকে পূর্ব্বকালে ভারতীয়গণ অসুর নামে অভিহিত করিতেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। আবার পারস্যের অদূরেই যে অসুর অর্থাৎ অস্‌সুর বা অশুর নিবাস ছিল ইহা হার্মসওয়ার্থ নামক পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডে, ১৫৬২ পৃষ্ঠার উপরিভাগে খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দের যে মানচিত্রখানি আছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে অস্‌সুর দেশের উত্তরে মিটানী রাজ্য, পূর্ব্বে জাগ্রস্ ও কাসিস্‌তেস্ পর্ব্বত এবং পশ্চিমে মেসোপোটামিয়ার পূর্ব্বাংশ লইয়া তাইগ্রীস্ নদীর পূর্ব্ব পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অসুরদেশ অবস্থিত। শতপথ ব্রাহ্মণের ১।১।১।৬ টীকায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"মেরোরগ্রভাগে হি অমরাবতী নগরী, তস্যাং হি দেবাঃ; তথা মেরোরধস্তাদ্ভাগে চ যৎ ইড়ামুখং নাম নগরম্, তস্মিন্ হ্যসুরা নিবসন্তি।' গ্রীকগণ ঐ ইড়ানগরীকে অরক্ষেস্ নদীর কূলে নির্দ্দেশ করিতেন।* ফলতঃ অসুর বা অস্‌সুর নিবাস পরবর্ত্তিকালে যে স্থলেই হউক, উহারা যে দেবগণের সহোদর ভ্রাতা দানব একস্থলে বাস করিত তাহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত ঋগ্বেদমন্ত্রেই পাইতেছি,—

"প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমাজ্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে॥" ৮।৭২।৮

ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"হে সুদানব শোভনদানা আদিত্যাঃ অধ অথ অস্মৎ প্রত্যাগমনানন্তরং বয়ং সমাজ্যা সমাজ্যেন পূর্বং সর্বেষাং দেবানাং সংহত্যেন তাতো দ্বিতা দ্বিধা দ্বিপ্রকারেণ চ মাতুরদিতের্গর্ভে সংজাতং যৎ যুষ্মাকং ভ্রাতৃত্বং বিদ্যতে তৎ ইদানীং বয়ং প্রভরামহে প্রভরণম্ উচ্চারণং প্রকাশনং বা উচ্চারয়ামঃ প্রকাশয়ামো বা।"

এই যে সুদানশীল অদিতিনন্দনগণের দ্বিধা বিভাগের আভাস আছে, ইহা কেন হইয়াছিল তাহাও শতপথ ব্রাহ্মণ এই ভাবে বলিতেছেন—"দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাংস্তানসুরররক্ষসানি ররক্ষুর্ন যক্ষ্যধ্ব ইতি তদ্‌যদরক্ষংস্তস্মাদ্রক্ষাংসি।" (১।১।১।১৬) অর্থাৎ দেবগণ যাগের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাতে যাহারা নিষেধ করিল, তাহারা অসুর এবং যাহারা প্রতিপক্ষতাচরণ করিল তাহারা রাক্ষস নামে পরিচিত হইল। ইহাতেই উভয় পক্ষে বিরোধ হইল, প্রথমে অসুরগণ দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীভূত করিল, এবং দেবগণ পুনরায় অসুরগণকে স্বর্গ হইতে বিদূরিত করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন এবং ঘোষণা করিয়া

* Diodorus Siculus, Book II.

দিলেন—"বিরাজশ্চ বৈ স সর্বেষাং চ দেবানাং সর্বাসাং দেবতানাং প্রিয়ং ধাম্নো ভবতি।" (অথর্ব্ববেদ ১৫।১।৬।২৩) অর্থাৎ বিরাজ নগরই সকল দেবদেবীগণের প্রিয় নিবাস জানিবে।' ইহা অসুরেরা সহ্য করিতে পারিল না, পুনরায় স্বর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল—"দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাস্তসপত্না অসুরা যুযুধা চক্রুস্তে যুযুধুস্তে এব ন শেকুঃ ধুর্বিতুং তে পরাবভূবুস্তস্মাদ্ যজ্ঞোঽধ্বরো নাম।" (শতঃ ১।৩।৩।৪০) দেবগণ এবার অসুরগণকে বিতাড়িত করিয়া নিরস্ত হইলেন না। তাহাদের নিতান্ত প্রিয়চিকীর্ষু মানবদিগকেও একটা অছিলা করিয়া সরাইয়া দিলেন। তদ্বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে;—"উভয়ে হ বা ইদমগ্রে সহাসুদের্বাশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্তদ্ধ স্ম মনুষ্যাণাং ন ভবতি তদ্ধ স্ম দেবাস্যাচষ্ট ইদং বৈ নো নাস্তীদং নোঽস্ত্বিতি তে তস্যা এব যাচ্ঞায়ৈঃ দ্বেষেণ দেবাস্তীরভূতা।"(২।৩।২।৪) অর্থাৎ অগ্রে দেব ও মনুষ্য উভয়ই একত্র এক নিবাসে বাস করিতেন। মনুষ্যগণের অভাব পড়িলে, দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করিতেন, ইহা আমাদের নাই আমাদের হউক। দেবগণ সেই যাচ্ঞায় দ্বেষ হেতু তিরোধান করেন।

দেবগণ এই ভাবে শুধু যে মনুষ্য ও অসুর হইতে পৃথক্ হইয়া যান, তাহা নহে। অসুরগণ ত যজ্ঞ না করাতেই তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইল; যে যজ্ঞ করিয়া তাঁহারা অসুর বিজয়ী হইলেন, মানবগণও সেই যজ্ঞ করে; কিন্তু তাহারাও যাহাতে আর স্বর্গে আসিতে না পারে তাহা করিতে হইবে, এজন্য তাঁহারা করিলেন কি—শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ। ইমাং জিতিং জিগ্যুর্যৈষামিয়ং জিতিস্তে হোচুঃ কথন্ন ইদং মনুষ্যৈরনভ্যারোহং স্যাদিতি তে যজ্ঞস্য রূপং ধীত্বা যথামধু মধুকৃতো নির্ধয়েয়ুর্বিদুহ্য যজ্ঞং যূপেন যোপয়িত্বা তিরোঽভবন্।' (১।৫।১।১) অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ স্বর্গ জয় করিলেন। এই ভাবে স্বর্গ জয় করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—মানবগণও যাহাতে এখানে আসিতে না পারে তাহা করিতে হইবে। উপায় হইল—যজ্ঞের যে মধু তাহা মধুমক্ষিকার ন্যায় নিঃশেষে পান করিয়া যূপের দ্বারা যজ্ঞবেদী আচ্ছাদন করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

ইহাতে মনুষ্যগণ দেবগণকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে একেবারে যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবগণ মহাবিপদে পড়িলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের আহার, অসুরগণ তাহা পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছে, মানবগণও বন্ধ করিল; ইহার প্রতিকার কি? বৃহস্পতির ডাক পড়িল, দেবগণ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৃহস্পতিমাঙ্গিরসমশ্রদ্ধা বৈ মনুষ্যানাবিদত্তেভ্যোবিধেহি যজ্ঞমিতি।" শতপথ (১।২।৫।২৫)। অর্থাৎ দেবগণ অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে বলিলেন,—"মনুষ্যগণের যজ্ঞের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে,

তাহারা যেন আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারে, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া আসুন।" দেবগণ বৃহস্পতিকে এই ভাবে মনুষ্যগণের নিকট পাঠাইলেন বটে, কিন্তু এ সময় দেবগণের সহিত মনুষ্য ও অসুরগণের এত মনোমালিন্য হইয়াছে যে তখন মনুষ্য ও অসুরগণ আর দেবভাষাও ব্যবহার করেন না। ঋগ্বেদে আছে "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি * * * * তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥" (১।১৬৪।৪৫) অর্থাৎ চতুর্বিধ ভাষার মধ্যে মানবগণ শেষোক্ত ভাষাই ব্যবহার করিতেন। ঐ চতুর্থ ভাষা কি তাহা আচার্য্য দণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তদেব বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যাশ্চতুর্বিধম্॥"

কাব্যাদর্শ।

অর্থাৎ ঋষিগণ বলিয়াছেন—বাঙ্ময় ভাষা এই ভাবে চতুর্বিধভাগে বিভক্ত। যথা সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। এই মিশ্রভাষাই মানবগণ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং বৃহস্পতিকে মানবগণের নিকট পাঠাইয়া যজ্ঞে পুনঃ প্রবৃত্তি লওয়াইলেও দেবগণের সহিত ভাষার পার্থক্য রহিয়া গেল। মানবগণের কথা তাঁহারা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। মানবগণও তজ্জন্য বিশেষ কোন কষ্ট উপলব্ধি করিতেন না। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্র মানবদিগকে "দেবভাষা শিক্ষা দিবার জন্য" সরস্বতীকে মানবগণের নিকট পাঠাইলেন। সরস্বতী মানবগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—"অহমেব স্বয়মিদং জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।" (ঋক্ ১০।১২৫।৫) সরস্বতী বলিলেন—(দেখ মানবগণ!) আমি কাহাকেও দ্বেষ করি না—কি দেব কি মানুষ যে আমার সেবা করে আমি তাহাকেই উপদেশ দিই।' ইহাতে মানবগণ পুনরায় দেবভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া যাগ যজ্ঞাদি করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবগণের পুষ্টি সাধিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন মানবগণের সহায়তায় অব্রতী অসুরগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তাই আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই—

"ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষুস্বর্মীহেলন্ধাজিষু।
মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ॥" ১।১৩০।৮

আরও দেখিতে পাই, কুটিল মৃধ্র ভাষাভাষী পণি নামক অযজ্ঞকারী, অভ্যুদয়হীন, অপ্রত্যয়ী অসুরদিগকে অগ্নি ক্ষেপণ করিলেন এবং সেই সকল প্রবর্দ্ধমান অযজমান

ব্যক্তিকে মুখ্যভাবে পরাভূত করিলেন।* ইন্দ্র মহারোষ পূর্ব্বক বলিলেন "যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরুসহস্রাশিবা জঘান।" (ঋক্ ১০।২৩।৫) অর্থাৎ যে বাক্য পর্য্যায় ভঙ্গ দোষে দুষ্ট, অশেষ অনিষ্টকারী মৃধ্র নামক অসুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত, তাহা নষ্ট করিয়া ফেল। ইত্যাদি প্রকারে দেবগণের সহিত মানুষ ও অসুরগণের বিরোধ বহুকাল চলিয়াছিল; এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অসম্বদ্ধ ভাষাভাষী অসুর ও অযজ্ঞীয় রাগ্ ব্যবহারকারী মানবগণ সম্পূর্ণভাবে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ যে সংস্কৃতের বিপর্য্যায় ভার্ষা, যাহাকে ইন্দ্র অসুর মৃধ্রের ভাষা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, ঐ ভাষাকেই আমরা অহুরমজ্‌দার ভাষা—অগ্নি উপাসক জরথুস্ত্রের ভাষা বলিতে সমুৎসুক। আমাদের এরূপ বলিবার আরও একটি কারণ এই,—পুরাবিদেরা মনে করেন, প্রাচীন অসুর সাম্রাজ্যের পশ্চিমে এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর উত্তরে Phœnicia দেশের উপকণ্ঠে নিনেভে নগরের নিকটে অগ্নিদৈবত অহুরমজ্‌দা-ধর্ম্মপ্রচারক জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে আমরা যদি ৭।৬।৩ ঋষ্মন্ত্রটীর অর্থ আচার্য্যসায়ণের অপেক্ষা না করিয়া ঐতিহাসিক সত্য সমুদ্ধারের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অর্থ করিয়া লই, তাহা হইলেই উহাতে দেখিতে পাইব ব্রহ্মহীন, পণিনামক অসুরগণ, যাহারা মৃধ্রভাষায় কথা বলিত, দেবগণ যাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, দেবপুরোহিতগণ যাহাদিগের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অগ্নি মুখ্যভাবে তাহাদিগকেই স্বগর্ভে ধারণ পূর্ব্বক প্রবর্দ্ধমান ও কান্তিমান্ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন। সেই জন্যই বর্ত্তমান অসুর সমাজে সংস্কার-সূত্র গ্রহণ ও অগ্নি উপাসনা রহিয়াছে। ঐ মন্ত্রের 'বী' ধাতুর 'বিবায়' পদটি যে গণার্থে গর্ভগ্রহণ নির্দ্দেশ করিয়াছে, ঐ গর্ভগ্রহণ অথর্ববেদের "আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।" (অথর্ববেদ, ১১।৩।৫।৩) এই শ্রুত্যর্থের দ্যোতক। এই অর্থ পরিগ্রহ করিলে, অসুরমৃধ্র এবং অহুরমজ্‌দার পার্থক্য থাকিবে না এবং ফোইনি ও পণি যে অভিন্নজাতি তথা তাহাদের ব্যবহৃত ভাষাই যে সংস্কৃতের পর্য্যায় ভঙ্গ 'বিবাচা' পরন্তু ঐ ভাষাই যে এই দরায়ুস্ লিপিতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও আমরা এস্থলে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিব।

দরায়ুসের অনুশাসন লিপিতে দেখিতে পাইতেছি, "ইমাং ভূমিং" স্থলে 'বুমিং'; ভ্বাদিগণীয় 'দা' ধাতু পাঃ ৭।৪।৪৭ সূত্রানুসারে আত্তঃ (রাজ্যগ্রহণে) হয়,

* "ন্যক্রতূন্‌গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাং অবৃধাং অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্দস্যুঁরগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাং অযজ্যান্॥"

ঋক্ ৭।৬।৩

তৎস্থলে 'আদা'; মূললিপিতে এই ধাতুও রাজ্যগ্রহণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নপ্তৃ 'নাপা', হে কংস স্থলে হে 'অক্ষংস' অর্থ' হে শাসক'। 'উপাস্তম্' (উপ+অস্+ক্ত) শব্দের অর্থ ক্ষিপ্ত, কিন্তু আলোচ্য শিলালিপির অর্থ সহজরূপে, ক্ষত্রিয়তা স্থলে ক্ষথ্রিতা; ইহাতেও অর্থের ব্যতিক্রম আছে—ক্ষত্রিয়তা সংস্কৃতার্থ রক্ষকতা, ইহার অর্থ ভূমিসম্বন্ধী, ক্ষত্রম্ 'বলম্' ইহাতে সাম্রাজ্যম্, *'আসমানম্' প্রভৃতি দেশজও আছে, আবার শুধু সংস্কৃত প্রয়োগও আছে;—তাহার অর্থও সংস্কৃত; পিতা, পুত্র; 'নাম'কথাটা অব্যয়,সংস্কৃতে বিশেষ্য পদের পর ব্যবহৃত হয়,কিন্তু এই লিপিতে বিশেষ্যের পূর্ব্বে ব্যবহৃত আছে; এই ভাষায় পতিকর্ম্ম অধিকার করা, সংস্কৃত অর্থ কিন্তু পালন করা। সর্ব্বনামে 'ভূমি'র পূর্ব্বে ইয়াম্ থাকায় উহা সংস্কৃতানুরূপ হইয়াছে। 'ক্ষায়থিয়' সংস্কৃতের অনুরূপ দ্বিতীয়ার এক বচনে ক্ষায়থিয়ম্ এবং ষষ্ঠীর বহুবচনে ক্ষায়থিয়ানাম্ আছে; ঐ পদটি প্রাচীন যুগের আবেস্তিক বা ভারতীয় বৈদিক ব্যাকরণের কতকটা অনুস্যূত। ঐ শব্দটি অবেস্তায় আমরা এই ভাবে দেখিতে পাই "যো যিমো ক্ষয়থো" † (যস্ন ৯।৪) এই অংশের সংস্কৃত টীকাকার নেরিও সিংহ উহার অর্থ করিতে "যো যমো রাজা" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদক রলিন্‌সন্‌ও king অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি যে, পাঃ ৪।১।১৩৮ সূত্রে যেমন 'ক্ষত্র' শব্দের উত্তরে অপত্যে 'ঘ' প্রত্যয়ে ক্ষত্রিয় হয়, এস্থলেও সেই 'ক্ষায়থ' শব্দের প্রতিও তাদৃশ তদ্ধিত প্রত্যয়ে ক্ষায়থিয় হইয়াছে। সংস্কৃতে "ক্ষত্র" শব্দের এক অর্থ যেমন রাজা এবং অপত্যপ্রত্যয়ে ক্ষত্রিয় হইলেও রাজা অর্থ থাকে, পরন্তু রাজার জাতিরও দাবী রাখে 'ক্ষায়থ' শব্দও সেইরূপ তদ্ধিত প্রত্যয়ে রাজা ও রাজার জাতির আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াছে। তদ্ধিতের প্রয়োগ যে শুধু এই 'ক্ষায়থ' শব্দের প্রতিই উক্ত হইয়াছে তাহা নহে; 'পারস্' 'পারসীয়', 'বুমি' 'বুমিয়' প্রভৃতি শব্দেও তদ্ধিত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এখন এই ভাবে যখন 'ক্ষায়থ' শব্দের উত্তর তদ্ধিতে 'ক্ষায়থিয়' শব্দে রাজা ও জাতি সংস্কৃত নিয়ম ও মৃধ্রবচনিয়ম এই উভয় নিয়মানুসারেই পাইতেছি, তখন অবশ্য বুঝা যাইতেছে, সংস্কৃত কায়স্থ শব্দের সহিত উহার অনেকটা সন্নিকট সম্বন্ধ

* বিহিস্তুন লিপির প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দ্দশ পংক্তিতে Kshatram এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম পংক্তিতে Kshathrita আছে। History of Herodotus Vol. II. P. 608.

† ১৩২২ সনের প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 'অবেস্তা' প্রবন্ধে 'ক্ষায়থ' স্থলে 'ক্ষায়তো' এবং উহার অর্থ—'শাসন' লিখিয়া পুত্রস্থলে পুথ্ একরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য শিলালিপিতে পুত্র শব্দ অবিকৃতই আছে।

আছে। অতএব 'থ' স্থানে 'স্থ' হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু গোড়াই যে গোল! 'কায়স্থ' লিখিতে কোথায় ব্যঞ্জনবর্ণের আত্মক্ষরের প্রয়োজন আর সেই স্থলে বর্ণ বহির্ভূত 'ক্ষ' এর সমাবেশ! সুতরাং উহাকে রাখিলে 'কায়স্থ' শব্দ কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে? ফলতঃ এস্থলেও মৃধ্রভাষা অক্ষরের পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়াছে, 'ক' স্থলে 'ক্ষ' এর সন্নিবেশ করিয়াছে। ঐরূপ যে শুধু এক শব্দে করিয়াছে, তাহাও নহে। ঐ যে সংস্কৃতের 'কংসম্', একবার চাহিয়া দেখ অসুর মৃধ্র তাহার কি দশা করিয়াছে। একেবারে 'ক্ষংস'করিয়া রাখিয়াছে। অতএব 'ক্ষায়থের'যে 'ক' পুরোভাগে ছিল না এমন বলা যায় না। সুতরাং এই ভাবেই ঐ'ক্ষায়থ'কেই'কায়থ' বা 'কায়স্থ' মানিয়া লইতে সম্ভবতঃ কাহারও আপত্তি হইবে না। তাহা হইলেই কায়স্থজাতির অভিজনন মেরুপ্রান্তে অসুর নিবাসে ছিল সপ্রমাণ হইবে।* কায়স্থজাতির অভিজনন নির্দ্দেশ করা গেল; এখন উহার ভারতে আসিবার কারণ ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে সচেষ্ট হইব।

এই দুইটী বিষয়ই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ঐ কায়স্থজাতি কাহা কর্ত্তৃক এদেশে আগমন করিল? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, উত্তরে বলিতে হইবে, কায়স্থের অভিজনন যখন মেরু সন্নিকটস্থ অসুর নিবাসে, তখন অসুরাচার্য্য উশনার নিকট কথাটা অগ্রে জিজ্ঞাসা করা যাউক। তিনি বলিতেছেন;—

"ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতিস্তু সঃ।
গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থলেখকস্তথা ॥২০
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ।
সেনাধিপঃ ক্ষত্রিয়স্তু ব্রাহ্মণস্তদভাবতঃ ॥২১

শুক্রনীতি ২ অঃ, ৫ শতক।

উদ্ধৃত বচনে আমরা পাঁচটী জাতি পাইতেছি, অথচ মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভিন্ন আর পঞ্চম জাতি নাই। কায়স্থ এমত স্থলে জাতির মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিল? ইহার উত্তর সহজ। বৃহস্পতি দেবগণের এবং শুক্রাচার্য্য

* কায়স্থ শব্দ যে অসুর দেশাগত, ইহাতে যেন চিন্তাশীল কায়স্থভ্রাতৃগণ বিচলিত না হন, যেহেতু ভাষার সহিত জাতির সম্বন্ধ তত নিকট নহে। ইহা নাক্ষ-ই-রুস্তম্ লিপির দ্বিতীয় কলমে সম্রাট্ দরায়ুসের পরিচয়েই বুঝিতে পারিবেন। তিনি স্বপরিচয়ে আপনাকে পারস্য-সন্তান বলিয়া আবার বলিয়াছেন—আমি আর্য্য এবং আর্য্যবংশোদ্ভব। হার্মস্‌ওয়ার্থ নামক পৃথিবীর ইতিহাসে আছে—(৫ম খঃ ১৫৮২ পৃঃ) মিটানীগণের রাজ্যকালে (Bactriaর দক্ষিণে Gedrosiaর উত্তরে পার্থিয়া ও পারস্যের পূর্ব্বে সিন্ধুনদের উপত্যকাভূমি আর্য্যদেশ নির্দ্দেশিত হইত।

অসুরগণের জন্য সুবৃৎ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঔশনস-শাস্ত্র নাকি পূর্ণাঙ্গ ও শতলক্ষ শ্লোকাত্মক ছিল; সুতরাং আসুরীয় নীতিশাস্ত্রের ভাষা যে মৃধ্রভাষা ছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু সংস্কৃত শুক্রনীতি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। কেন সংক্ষিপ্ত, তাহাও উহাতে বর্ণিত আছে।

"স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ লোকহিতার্থং সংগ্রহেণ বৈ,
তৎসারং তু বশিষ্ঠাদ্যৈরস্মাভির্বৃদ্ধিহেতবে॥"

শুক্রনীতি ১।২।৩।

অর্থাৎ লোকহিতার্থ ভগবান্ স্বয়ম্ভু যে নীতিশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠাদি আমাদিগ কর্ত্তৃক প্রজাগণের বৃদ্ধি অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য তাহার সার সংগৃহীত হইল।

আবার মহাভারতে শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব বশিষ্ঠের নিকট বেদ, বেদাঙ্গ ও শুক্রনীতি অধ্যয়ন করেন, একথা গঙ্গা বলিতেছেন;—

"বেদানধিজগে সাঙ্গন্ বশিষ্ঠাদেষ বীর্য্যবান্।
কৃতাস্ত্রঃ পরমেষ্বাসো দেবরাজসমো যুধি॥ ৩৫।
সুরাণাং সম্মতো নিত্য মসুরাণাঞ্চ ভারত।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্র ময়ং তদ্‌বেদ সর্ব্বশঃ॥"৩৬

আদিপর্ব্ব, ১০০ তম অধ্যায়।

অর্থাৎ এই ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছে। এই মহাবল পরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা। হে ভারত। সুরাসুরগণে যে উশনস-নীতির সম্মাননা করেন, এই বালক তৎসমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়াছে।

মহাভারতে যেমন বশিষ্ঠের নিকট ভীষ্মের নীতি প্রভৃতি শিক্ষার কথা আছে, উক্ত নীতিশাস্ত্রেও সেইরূপ আছে—বশিষ্ঠ উহার প্রথম সার সঙ্কলন করেন। ইহাতে মনে হয় ঐ নীতি সংস্কৃতে অনুবাদের কাল—ভীষ্মের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময়ে, অসুররাজবংশীয় বিত্তভ্রষ্ট যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে রাজা শান্তনুর সভায়—উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভারতসম্রাট্ তাঁহাদিগকে লেখক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এজন্য ঋষি প্রথমে ক্ষত্রিয়, তৎপর ব্রাহ্মণ, তৎপর কায়স্থ, তৎপর বৈশ্য ও শূদ্রের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—বিত্তভ্রষ্ট অসুরদেশীয় ক্ষায়থিয় ও এদেশীয় ক্ষত্রিয় অভিন্ন বস্তু হইলেও, কায়স্থ ভারত-বহিঃস্থ ক্ষত্রিয়, ইহা নির্দ্দেশ করিতে গেলে, ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের পূর্ব্বে সমাবেশে একে

দ্বিতীয়, অপরে তৃতীয় হইবেই; সুতরাং তাদৃশ প্রয়োগ পরিহার করিয়া ভারতে ক্ষত্রিয় 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' সকলের উপরে এই নিয়মের বলে প্রথম ক্ষত্রিয় তৎপর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ক্রমিক সন্নিবেশ করিলেন। উভয়েরই সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিল। কেহই কথাটি বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষায়থিয়গণ তৎকালে এদেশে দুই একজন ব্যতীত আগমন করেন নাই। এইজন্য কৌশল্য আশ্বলায়ন, * শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণকার কৌশিক কহোল † উদ্দেশ্যে মেরুমণ্ডলে ছুটিতে ছিলেন। তবে অতি বিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে পৌরোহিত্য করিয়াছেন, ‡ তিনি এবং ধর্ম্ম-সূত্রকার বিষ্ণু ইঁহারা যে আলোচ্য শুক্রনীতি হইতে কায়স্থ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা উভয়ের লিখিত মানব জাতির উৎপত্তির মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ না থাকাতেই ধরা পড়িতেছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেই কায়স্থের ভারতাগমন ঘটিয়াছে। বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও বায়ু প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই পুরাণ চতুষ্টয়ের মতে ভীষ্মের সমসাময়িক মগধরাজ বৃহদ্রথের রাজ্যারম্ভ হইতে মহাপদ্মনদের সিংহাসনারোহণকাল কিঞ্চিদধিক ১৭০০ শত বৎসর হয়। ঐ ১৭০০ বৎসর অন্তে চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ প্রায় ৩৩৬ অব্দে মগধরাজ-সিংহাসন আরোহণ করেন। বর্ত্তমানে খৃষ্ট সংবৎসরের ১৯১৮ বৎসর চলিতেছে। এই তিন সংখ্যার একুনে ৩৯৫৪ বৎসর পূর্ব্বে ভীষ্মের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং ভীষ্মের অধ্যয়নার্থ যদি এই শুক্রনীতি প্রথম সংস্কৃতে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে খৃঃ পূর্ব্ব ২০৩৬ শতাব্দে এদেশে কায়স্থ আগমন করিয়াছে। অতএব যাঁহারা সম্রাট্ অশোকের পরবর্ত্তীকালে ও খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে কায়স্থ আগমন কল্পনা করেন, তাঁহাদের সে কল্পনা একেবারে শূন্যে বিলীন হইয়া যায়।

* প্রশ্নোপনিষদে আছে, কৌশল্য আশ্বালায়ন (১।১) বৃত্তিকার বলিয়াছেন "কোশলদেশে ভবঃ কৌশল্যঃ" "অশ্বলস্য পুত্র আশ্বালায়ন"। ইনি চিত্রগুপ্তকে মেরুপ্রদক্ষিণ করিয়া আনিবার জন্য কেতুকে বলেন।

† শাঙ্খ্যায়নে 'পথ্যা স্বস্তি রুদীচ্যাদিশং প্রজানাং, বাক্ বাপথ্যা স্বস্তিঃ।" এই শ্রুতি দ্বারা উত্তরে মেরুপ্রদেশে শিক্ষার কেন্দ্র নির্দ্দেশ করে। কায়স্থের গোত্রপতি চিত্রগুপ্তকেও লিপি প্রবর্ত্তক ও উত্তর দেশে পাইতেছি।

‡ "তদ্বাক্য সমকালঞ্চ কৃতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ। সহদেবোযুধাংশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে॥৩২॥ ততো দ্বৈপায়নোরাজন্ ত্বিজঃ সমুপানয়ৎ। বেদানিব মহাভাগন্ সাক্ষান্মুর্ত্তিমতো দ্বিজান্॥৩৩॥ স্বয়ং ব্রহ্মত্বমকরোৎ তস্য সত্যবতীসুতঃ। ধনঞ্জয়ানামৃষভঃ সুসামা সামগোঽভবৎ॥৩৪॥ যাজ্ঞবল্ক্যোবভূ-বাথ ব্রহ্মিষ্ঠোঽধ্বর্য্যুসত্তমঃ। পৈলোহোতাবসোঃ পুত্রো ধৌম্যেন সহিতোঽভবৎ॥৩৫॥ সভাপর্ব্ব ৩৩ অধ্যায়।

যাঁহারা পাণিনি ব্যাকরণে কায়স্থ শব্দ না পাইয়া উহার অপ্রাচীনতা ঘোষণা করেন, তাঁহাদিগকে বক্তব্য এই যে, পাণিনি "মহান্-ব্রীহ্-অপরাহ্ণ-গৃষ্টীষ্বাস্-জাবাল-ভার-ভারত-হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু" ৬।২।৩৮ সূত্র করিয়া মহাভারতের ঘোষণা করিয়াছেন, সেই মহাভারতেই শুক্রনীতির উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব পাঠক বুঝিয়া দেখুন, কায়স্থজাতি মহাভারতে বা পাণিনি ব্যাকরণে না থাকিলেও, [redacted] প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থগণের ভারতাগমনের কোন বিঘ্ন বা সংশয় উৎপন্ন হয় নাই।

প্রবন্ধের উপসংহারকালে একটি বিষয় অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। এই প্রবন্ধ দ্বারা যেমন প্রমাণ করা হইল, মেরুপ্রদেশ হইতেই অসুররাজবংশের সম্পদ্ বিহীনগণ এদেশে আগমন করিলে তাহারা কায়স্থ এবং প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ করা হইয়াছে, বঙ্গের বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত,চাকী, সেন প্রভৃতি বংশজ কায়স্থগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়সমাজ এবং অসুর উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে একালেও সাবিত্রী-সূত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ বঙ্গবাসি-কায়স্থ-সমাজে অল্পদিন পূর্ব্বে উপনয়ন সংস্কারের নিতান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছিল। অতএব যদি কায়স্থ-সমাজ ক্ষত্রিয়ই হয় বা তৎসহ অসুর উপাসক ক্ষায়থিয়গণ সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ত বঙ্গীয় কায়স্থগণের সাবিত্রী-সংস্কার থাকা উচিত ছিল; অথচ উহা নাই। ইহার প্রকৃষ্ট কারণ কি? কায়স্থ-সমাজে এই প্রকার উপবীত হীনতার একমাত্র কারণ করণদেশীয় ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণের সম্মেলন ও তাহাদের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ। ঋষিগণ বেদব্রতহীনকেই যে ব্রাত্য বলিতেন, ইহা সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই পরিজ্ঞাত আছেন। বেদব্রত কি তাহাও মহর্ষি গৌতম তদীয় ধর্ম্মসূত্রে লিখিয়াছেন;— "চত্বারি বেদব্রতানি", টীকাকার ঐ চারিটী ব্রত নির্দ্দেশ করিতে বলিতেছেন;— উপনয়ন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্য সমীপে সমিধ্ হস্তে উপস্থিত হওয়া, তৎপর সাবিত্রী গ্রহণ, গোদান ও সমাবর্ত্তন। অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সাবিত্রী হীনকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। মনুসংহিতাকার ক্ষত্রিয় ব্রাত্যগণের কথায় বলিতেছেন;—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥" (১০।২২)

অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে যে সকল পুত্র, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেশভেদে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় নামে পরিচিত

হইয়াছে।* উহার মধ্যে করণ নামে কোন দেশের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে Imperial Gazetteer নামক ইংরাজী বর্ণানুক্রমিক ভারত-ইতিহাসের পঞ্চাদশ খণ্ডে ২৪৭ পৃষ্ঠায় ২৬°—৫২´ ২৯°—১৩´ উত্তর এবং ৬৬°—৪´ পূর্ব্বে বর্ত্তমান বৃটিশ বেলুচিস্তানের দক্ষিণে 'খরণ' নামে এক জনপদ পাওয়া যায়। উহার বর্ত্তমান রাজধানীর নাম 'কেলাত'। ঐ দেশের ভূমির পরিমাণ ১৪২১০ বর্গমাইল, কিন্তু মরু ও পর্ব্বতসঙ্কুল। উহার পূর্ব্বোত্তরের উচ্চতা ২৫০০´ ফিট্ এবং পশ্চিমাংশের উচ্চতা ১৬০০´ ফিট্। ঐ দেশের উত্তরে রক্ষ পর্ব্বত (Raskah Hill), দক্ষিণে সিয়াতান, পূর্ব্বে গড়পাহার অবস্থিত। ঐ দেশের পশ্চিম সীমা পারস্য-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেশ মরুময় হইলেও 'বড়' ও 'মশখেল' নামে দুইটী নদী আছে। উভয় নদীর তীরভূমিই উর্ব্বরা। ঐ দেশ বহুকাল বহির্জ্জাতি কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে স্থানীয় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক 'খাঁ' উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি ঐ দেশ মুসলমানেরই রহিয়াছে।

আমরা ঋগ্বেদ পড়িলে জানিতে পারি "য ঋক্ষাৎ অংহসো মুচদ্যৎ যো বা আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু।" (৮।২৪।২৭) এবং শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাই "কিলাতাকুলীতি হাসুর ব্রহ্মা বাসুতঃ।"(১।১।৪।১৪) ইন্দ্র বিতাড়িত এই ঋক্ষ অর্থাৎ রাক্ষস হইতে রক্ষ পর্ব্বত এবং অসুর পুরোহিত কিলাত হইতে কেলাতনগরের নাম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেহেতু সুরগণের যাগযজ্ঞের বিরোধিগণই অসুর নামে অভিহিত। এই সব কারণে উহারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত। শত পথব্রাঃ (১।৪।১।৩) আছে, ইন্দ্রের বাহুবীর্য্য প্রভাবে অনেক অসুর দেবলোক হইতে দক্ষিণে বিতাড়িত হয়। এই খরণদেশ দেবনিবাস হইতে দক্ষিণে অবস্থিত। মহাভারতেও আমরা এই

* মহাভারত, বিভিন্ন স্মৃতি ও পুরাণে করণোৎপত্তির বিভিন্নপ্রকার মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সমস্ত অসমঞ্জস মতে যে দুই বর্ণের সংযোগে করণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে, তাহা আদৌ সমীচীন নহে। কেননা দুইটী সমান পদার্থের সংযোগ ভিন্ন অপর বস্তু করণ বলিয়াই কথিত হইতে পারে না। বেদাঙ্গের চক্ষুস্বরূপ ব্যাকরণে দৃষ্ট হয়—"ক্রিয়াসিদ্ধৌ যৎ প্রকৃষ্টোপকারকমন্তরঙ্গং তৎকরণমিতি॥" (কাতন্ত্র বৃত্তি) বিশেষতঃ ঋষি পতঞ্জলি বলিতেছেন, "লোকেভিরূপায়োদ-কমানেয়মভিরূপায় কন্যা দেয়েতি; ন চানভিরূপে প্রবৃত্তিরস্তি। তত্রাভিরূপতমায়েতি গম্যতে। এবমিহাপি সাধকং করণমিতি উচ্যতে।" (মহাভাষ্য) সামাজিক করণ যেরূপে হয় মহর্ষি তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন। কলাপ ব্যাকরণের এই করণকে জাতির করণ সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি বুঝিয়া লইলেও চিত্তের অবসাদ কাটিয়া যাইবে; এবং অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তান যে করণসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না তাহাও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

দেশবাসি ব্রাহ্মণদিগকে প্রজাপতির সময় হইতেই অপসদের ন্যায় যাগ যজ্ঞ বর্জ্জিত থাকার বিষয় জানিতে পারিতেছি।

"আরট্টা নাম তে দেশা বাহীকা নাম তে জনাঃ।
ব্রাহ্মণাপসদা যত্র তুল্যকালাঃ প্রজাপতেঃ ॥৪৪
বেদা ন তেষাং যজ্ঞশ্চ যজ্ঞঃ যজনমেব চ।
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানামন্নং দেবা ন ভুঞ্জতে ॥৪৫
প্রস্থলা মদ্রগান্ধারা আরট্টা নামতঃ খশাঃ।
বসাতিসিন্ধুসৌবীরা ইতি প্রায়োঽতিকুৎসিতাঃ ॥"৪৬

কর্ণ পর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ সেই আরট্টদেশ যাহার অধিবাসিগণকে বাহীক বলে, আর যে সকল অপসদতুল্য ব্রাহ্মণ পুরাকাল হইতে তথায় বাস করে, তাহারা বেদ কি তাহা জানে না, পরন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধেও তদ্রূপ। দসমদেশীয় ব্রাত্যদিগের অন্ন দেবগণ কখন ভোজন করেন না। প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিবাসিগণও এই প্রকার অতি কুৎসিৎ।

উদ্ধৃত প্রমাণে দেখা যাইতেছে—ঐ আরট্টদেশের অধিবাসিগণ ব্রাত্য এবং তাহাদের ব্রাহ্মণগণও যাগযজ্ঞবিমুখ। অথচ করণদেশের কোন নাম নাই। কিন্তু ৪৫ শ্লোকে আছে, 'দাসমীয়ানাং ব্রাত্যনামন্নং দেবা ন ভুঞ্জতে'। ঐ 'দাসমীয়ানাং'এর অর্থ নীলকণ্ঠ করিয়াছেন 'দশমদেশোদ্ভবানাং'।* আমাদের মনে হয়, যখন শল্যকে উৎক্ষেপণের জন্য কর্ণ তাঁহার দেশের আচার ব্যবহারের নিন্দা করিতেছেন, তখন শল্যের অধীনে দশটী রাজ্য ছিল, তাই একবাক্যে দশম দেশের তাবৎ ব্রাত্যকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য প্রস্থলাদি আটটী দেশের নামমাত্র উল্লেখ আছে, করণ ও অম্বষ্ঠ দেশের নাম অনুক্ত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও বৃহৎসংহিতায় সিন্ধু ও সৌবীর দেশের নিকটেই অম্বষ্ঠদেশ এবং অমরকোষের 'করণ ও অম্বষ্ঠ'শব্দের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাই। ফলতঃ এ সমস্ত প্রমাণ পরিহার করিলেও যখন ঐ আটটী দেশের সন্তানকে কৃষ্ণকায় ব্রাত্য বলিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ উল্লিখিত দেশের খসদিগের সহিত করণদেশবাসীকে মনু ব্রাত্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ঐ সিন্ধু

* ধাতুপাঠে 'দশ' ও 'দস' ধাত ই-ক অনুবন্ধে দংশে দীপ্তৌ এবং ই-ক-ঙ অনুবন্ধে, দৃশৌ দংশে অর্থ পাওয়া যায়। ঐ 'দশ' বা 'দস' ধাতুতে পূরণে ডট্ প্রত্যয় হয়, কিন্তু তদ্ধিতে নকারান্ত হেতু পাঃ ৫।২।৪৯ সূঃ 'মট্' হইয়া 'দশম' বা 'দসম' হয়। ঋষি এই ভাবেই 'দশম' স্থলে 'দসম' প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রভৃতি দেশের সান্নিধ্যেই করণদেশের স্থিতির অনুমান অযৌক্তিক হইবে না। সুতরাং ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের খরণদেশকেই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-নিবাস করণদেশ ধরিয়া লইয়া টলেমী নির্দ্দেশিত খউরণদেশকে খরণদেশ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি।

এখন দেখিব ব্রাত্যগণের এমন কি আদর্শ ছিল, যাহা অবলম্বন করিয়া উপবীতি কায়স্থ-সমাজ সাবিত্রী-সূত্র পরিহার করিলেন? সে আদর্শ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদের ১৫শ কাণ্ডের ভূমিকায় সায়ণাচার্য্য এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন;—

"অত্র কাণ্ডে ব্রাত্যমহিমা প্রপঞ্চ্যতে। ব্রাত্যো নাম উপনয়নাদি সংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। সোঽর্থাদ্ যজ্ঞাদিবেদবিহিতাঃ ক্রিয়াঃ কর্ত্তুং নাধিকারী ন স ব্যবহারযোগ্য ইত্যাদি জনমতং মনসিকৃত্য ব্রাত্যাধিকারী, ব্রাত্যোমহানুভবো, ব্রাত্যো দেবপ্রিয়ো ব্রাত্যো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্চ্চসো মূলং; কিং বহুনা ব্রাত্যো দেবাদিদেব এবেতি প্রতিপাদ্যতে। * * * যদা স গচ্ছতি রাজবদ্ গচ্ছতীতি।

ন পুনরেতৎ সর্ব্বব্রাত্যপরং প্রতিপাদনম্ অপিতু কংচিদ্বিদ্বত্তমং মহাধিকারং পুণ্যশীলং বিশ্বসংমান্যং কর্ম্মপথৈ র্ব্রাহ্মণৈর্বিদিষ্টং ব্রাত্যম্ অনুলক্ষ্য বচনমিতি।"

অর্থাৎ এই কাণ্ডে ব্রাত্যের মহিমা প্রকাশ করা যাইতেছে। যে ব্যক্তির উপনয়নাদি বৈদিক সংস্কার হয় নাই, তাহারই নাম ব্রাত্য।

ফলতঃ যে বেদবিহিত ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহে, সে কোনরূপ ব্যবহার যোগ্য নহে। এই জন মত মনে করিয়াই ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তেজের মূল। সে যথায় গমন করে রাজার ন্যায়ই গমন করে।

সায়ণ কথিত ঐ যে ব্রাত্যের মহাধিকারিত্ব, মহানুভবতা, দেবপ্রিয়তা, তাহাই কায়স্থ-সমাজের আদর্শ হইয়াছিল। কায়স্থও ধর্ম্মাধিকরণে আসন লইয়া মহাধিকারী, কায়স্থ দেশের সর্ব্বময় হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট দীনতাপ্রকাশ দ্বারা মহানুভব, দেব অর্থাৎ বিদ্বদ্‌গণের প্রিয়, পরন্তু দৈবকর্ম্মে তাঁহারা দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত, তাঁহাদের চাল চলন সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়বৎ।

ঐ যে সায়ণ বলিয়াছেন—এ কথা সকল ব্রাত্যকে লক্ষ করিয়া বলা চলে না; কোন এক বিশেষ বিদ্বান্, মহাধিকার, পুণ্যশীল, বিশ্বসংমান্য ব্রাত্যকে লক্ষ্য করিয়া যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াপরায়ণ কোন ব্রাহ্মণ উহার নিন্দা করিয়াছেন মাত্র।

সায়ণাচার্য্যের এই অভিমত কায়স্থ-সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। যে প্রাচীন গৌড়ীয় কায়স্থগণ মন্ত্রণায় সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতিও স্পর্দ্ধা রাখিতেন, যাহারা কশ্যপীয় ও অক্ষপাদীয় নীতিতে সুদক্ষ, প্রতিপক্ষ সংহননে কৃতসিদ্ধ ছিলেন,

যে জাতির কবি 'রামচরিত' রচনা করিয়া দ্বিতীয় বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত, অহাদের প্রতি ব্রাহ্মণের হিংসা স্বাভাবিক। একদিকে এই হিংসা, অপরদিকে অথর্ব্ববেদের নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি সমূহ (বিস্তাচর্চ্চা দ্বারাই) তাঁহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল।

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ।১ শ্রেয়াংস মেন-মাত্মনোমানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় নাবৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় নাবৃশ্চতে॥২। অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্র বিশাবেতি॥"৩

১৫শ কাণ্ড ২ অনুবাক ১০ সূক্ত।

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাত্য রাজার গৃহেও যদি অতিথি হন, তবে তিনি তাহাতে গৌরব মনে করিবেন। তাহাতে তাঁহার রাজপদ বা রাজ্যের অসম্মান হয় না। পরন্তু কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সকলেই সমাগত বিদ্বান্ ব্রাত্যকে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবেন। বৈশ্য কিংবা যাহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা গেল না তাহারাও এইরূপ সম্মান করিবে।

এতটা সম্মান যে ব্রাত্যসম্প্রদায়ের ছিল, তাহাদের আদর্শ গ্রহণের প্রলোভন যে সচরাচর কেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে লোকে প্রায়শই অতিমানুষ বলে। পরন্তু বিদ্বান্‌ব্রাত্য সংশ্রবে আসিলে যে অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্রুতি বলিতেছেন ;—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য উদ্ধৃতেষ্বগ্নিষ্বধিশ্রিতেগ্নিহোত্রেতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ॥১ স্বয়মেন মভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতিসৃজ হোষ্যামীতি॥২ স চাতিসৃজে জ্জুহুয়াৎ ন চাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ॥৩ স চ এবং বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি॥"৪

অথর্ববেদ ১৫।২।১২

অর্থাৎ বিদ্বান্‌ব্রাত্য অতিথি গৃহে আসিলে আহিতাগ্নিক অগ্নিহোত্র হইতে বিরত হইয়া স্বয়ং তাঁহার অভ্যুদ্‌যান পূর্ব্বক বলিবেন;—"হে ব্রাত্য! আমাকে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অনুমতি করুন। তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে, নতুবা তাহাতে বিরত হইবে। যে হেতু এই প্রকারের বিদ্বান্ ব্রাত্যদ্বারাই অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতীয় কায়স্থগণ মধ্যে কি চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, কি অগ্নি উপাসক ক্ষায়ধিয় সকলেই এই বিদ্বান্ ব্রাত্যকরণ সমাজের নিকট ঐ অমানুষিক সম্মান সন্দর্শন করিয়া, সেই সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণের আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং বৈদিক সাবিত্রী-সংস্কার পরিহার করেন। কায়স্থগণ যে করণগণের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাল-বাল্মীকি বারেন্দ্র-

কায়স্থ সন্ধ্যাকার নন্দী স্বরচিত 'রামচরিত' নামক সংস্কৃত কাব্যের "কবিপ্রশস্তিতে" (করণ্যানামগ্রণীঃ) এই প্রয়োগ এবং উত্তররাঢ়ী সমাজের কুলগৌরব মহাত্মা-ব্যাসসিংহের পরিচয়ে (করণগুরু) এই গৌরব সূচক বাক্য প্রয়োগ থাকাতেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু যে আধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে ব্রাত্যগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের নিকট অত্যুচ্চ সম্মান পাইয়াছেন,সেই আদর্শ আর এখন নাই। এখন কায়স্থ-সমাজকে এমন একটা কিছু করিতে হইবে,যাহাতে তাহার সেই পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে ; সে উপায় এখন একমাত্র বৈদিক সংস্কারের মধ্যেই আছে, ইহা বর্ত্তমানকালের ধর্ম্মাধিকরণেও সপ্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণে কোন কায়স্থ সন্তানেরই পশ্চাৎপদ হওয়া সমীচীন নহে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

(৪)

(৩) আদিশূর কোন সময় ছিলেন?

আদিশূরের সময় সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় বিবিধ মত দেখা যায়। যথা—

(১) বেদকলম্বষট্‌ক১ (বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা) ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ।

(২) বেদকলঙ্ক ষট্‌ক২ (পাঠান্তর) ৬৯৪ শক বা ৭৭২ খৃষ্টাব্দ।

(৩) বেদবাণাঙ্গ শাকে (বাচস্পতি মিশ্র) ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ।

(৪) বেদবাণাঙ্ক শাকে (পাঠান্তর) ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দ।

(৫) বেদবাণাহিমে শাকে (কুলার্ণব) ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ।

(৬) বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী) ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ।

(৭) বসুধর্ম্মাষ্টকে শাকে (কুলদোষ) ৮৯৮ শক বা ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ।

(১) কলম্ব অর্থ বাণ, বাণ শব্দে ৫ বুঝায়।

(২) কলঙ্ক অর্থ কেহ কেহ শূন্য করিয়াছেন। শূন্য ধরিলে ৬০৪ শক বা ৬৮২ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং সপ্তম খৃষ্ট শতাব্দীতে আদিশূরের কাল পিছাইয়া পড়ে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটী মতও দেখা যায় না। কলঙ্ক অর্থ অঙ্ক=অঙ্ক অর্থ ৯ এইরূপ ধরিলে ৬৯৪ শক বা ৭৭২ খৃষ্টাব্দ হয়। আমরা তাহাই ধরিয়া সময়ের বিচার করিব।

(৮) দত্তবংশ মালা মতে ৮০৪ শক বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

(৯) কায়স্থ কৌস্তুভ মতে ৮১৪ শক বা ৮৯২ খৃষ্টাব্দ।

(১০) সম্বন্ধ নির্ণয় মতে ৮৬৪ শক বা ৯৪২ খৃষ্টাব্দ।

(১১) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৮৮৬ শক বা ৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

(১২) গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারিতা মতে ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দ।

(১৩) কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে (ভট্টগ্রন্থ) ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দ।

(১৪) নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে (ক্ষিতিশ) ৯৯৯শক বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ।

(১৫) শাকেন্দু শূন্য খ বিধৌ শাকে (সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণব) ১০০১ শক বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দ।

এই পনরটী মতে ৬৫৪, ৬৬৮, ৬৯৪, ৮০৩, ৮১৪, ৮৬৪, ৮৮৬, ৮৯৮, ৯৫৪, ৯৯৪, ৯৯৯, ও ১০০১, শক অর্থাৎ ৭৩২, ৭৪৬, ৭৭২, ৮৮২, ৮৯২, ৯৪২, ৯৬৪, ৯৭৬, ১০৩২, ১০৭২, ১০৭৭, ও ১০৭৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সময় সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকার উপর কিছু মাত্র নির্ভর করা যায় না।

তবে কি এই অপরাধে কুলগ্রন্থগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে? না। যে গ্রন্থ যে কালে রচিত, সেই কালের সামাজিক ইতিহাস তাহাতে পাওয়া যাইবে। কুলগ্রন্থ ব্যতীত সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ হওয়া কঠিন, সুতরাং কুলগ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করা যায় না। অতএব আদিশূর ঠিক কোন সময়ে ছিলেন, তাহা বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে যতদূর নির্ণয় করা যায়, তাহা করিতে হইবে।

রমাপ্রসাদ বাবুর মতে "রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ * হইতে উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক বিরল"। আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। ধরিলাম রাঢ়ীয় সমাজে এখন গড়ে পঞ্চব্রাহ্মণ বংশের ৩৫ তম পুরুষই চলিতেছে। রমাপ্রসাদ বাবু প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়াছেন। তাহাতে ৩৫+২৫=৮৭৫ বৎসর পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯১৭—৮৭৫ বৎসর=১০৪২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর ছিলেন, অনুমান করিতে হয়। কিন্তু গড়ে উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের নিম্নতন দ্বাদশ পুরুষে বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছেন। অতএব সে সময় ১২ পুরুষ ধরিলে প্রতিপুরুষ ২৫ বৎসর হিসাবে ১২ পুরুষে ৩০০ বৎসর হয়। ১০৪২ সহ ৩০০ বৎসর যোগ দিলে ১৩৪২ বৎসর পাওয়া যায়। ইহাতে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক।

* গৌড় রাজমালা ৫৮ পৃষ্ঠা।

কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুর মতে ১১৫৯ * খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিলেও এস্থলে আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইতেছি। বল্লালসেন ও তদ্বংশীয় অন্যান্যের অনেক গুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; বল্লাল-রচিত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন খানিতেই বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের উল্লেখ নাই, এমন কি আভাস পর্য্যন্ত নাই।

রাখালবাবুর মতে, "বল্লালসেন ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।"† এই মতের কোন মূল্যই নাই, জন্য আলোচনা মধ্যে গ্রহণ করা হইল না।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন ব্যতীত আমরা আর এক বল্লালসেনের সন্ধান পাই। তিনি ১৩৭৮ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু গোপালভট্ট বল্লাল-চরিত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বল্লালসেন ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে ছিলেন। সুতরাং ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি ছিলেন, স্বীকার করিতে হইতেছে। ৩৫ পুরুষ মধ্যে ১২ পুরুষ গত হইলে ২৩ পুরুষ অবশিষ্ট থাকে। এই ২৩ পুরুষে শতকরা ৪ পুরুষ হিসাবে ৫৭৫ বৎসর হয়। ১৩৪২ সহ ৫৭৫ যোগ করিলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এই গণনা ঠিক ঠাক মিলিয়া যাওয়ায় আদিশূরের সময় ১০৪২ খৃষ্টাব্দ ঠিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে মিলিয়া যাইতেছে। যে কুল-পঞ্জিকা গুলিতে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দের বল্লালসেনের উল্লেখ নাই তাহাও ফেলিয়া দিতে হইতেছে। গোপালভট্ট বলিয়াছেন—ইনি বৈদ্য বল্লালসেন। অতএব স্থির করা উচিত ১৩৪২ খৃষ্টাব্দের অগ্র পশ্চাৎ কোন সময় বৈদ্য বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু এই গণনা গ্রহণ পক্ষে দুইটী অন্তরায় দেখা যাইতেছে। (১) কুলজী গ্রন্থে দেখিতে পাই—লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগের সমীকরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সময়ে, কে ছোট কে বড়, তাহা লইয়া কুলীনগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। মীমাংসার জন্য তাঁহারা লক্ষ্মণসেনের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—কুলীনগণ সকলেই সমান। ইহারই নাম সমীকরণ। এই লক্ষ্মণ সেন বল্লালসেনের পুত্র এবং বিজয়সেনের পৌত্র। দ্বিতীয় বল্লাল অর্থাৎ বৈদ্য বল্লালের লক্ষ্মণ নামে কোন পুত্র থাকিবার প্রমাণ নাই, পিতার নামও বিজয়সেন নহে। সুতরাং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই এই সমীকরণ বিজয়সেনের পৌত্র, বল্লালসেনের পুত্র

* গৌড় রাজমালা ৬৬ পৃষ্ঠা।

† বাঙ্গলার ইতিহাস ২৯৪ পৃষ্ঠা।

লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে কায়স্থ বল্লালসেনকেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপক স্বীকার করিতে হইতেছে।

(২) হরি-চরিত নামক গ্রন্থ প্রণেতা কবি চতুর্ভুজ, "শরবিধু মনুভিঃ শকে অর্থাৎ ১৪১৫ শকাব্দা বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছিলেন *।"

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শক বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হরিচরিত রচনা সময়ে তাঁহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সময় অদ্বৈতাচার্য্য প্রৌঢ় ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম নরসিংহ লাড়ুলী, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, নরসিংহ নাড়ুলী, মধুমৈত্র, ধেয়াই বাগছী, মঙ্গলওঝা, ময়ূরভট্ট, কুল্লূকভট্ট ইঁহারা কুলশাস্ত্র মতে সকলেই সমসাময়িক। ইঁহাদের বর্ণনা যে ভাবে কুলশাস্ত্রে আছে, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অদ্বৈতাচার্য্য হইতে নরসিংহ লাড়ুলী ৪ পুরুষ উর্দ্ধে। চারি পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে ১৪৮৫ মধ্যে ১০০ বাদ দিয়া ১৩৮৫খৃষ্টাব্দে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির কাল পাওয়া যাইতেছে।

১৩৮৫ মধ্যে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ বাদ দিলে ২১৬ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং উদয়নাচার্য্যের প্রায় ২১৬ বৎসর পূর্ব্বে বল্লালসেন ছিলেন। এখানে ৪ পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে ২১৬ বৎসরে ৯ পুরুষ হয়। স্বর্ণরেখ উদয়নাচার্য্য হইতে উর্দ্ধতন নবম পুরুষ। কিন্তু আমরা কুলশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় ক্রতুভাদুড়ী ও মধুমৈত্র কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ক্রতু ও মধু উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ৬ পুরুষ উর্দ্ধে। ক্রতুর ৩ পুরুষ উর্দ্ধে স্বর্ণরেখ। সুতরাং ক্রতু বল্লালসেনের সমসাময়িক, স্বর্ণরেখ তদপেক্ষা ৩ পুরুষ প্রাচীন হইতেছেন। এই জন্য শতকরা ৪ পুরুষ ধরিলে মিলিবে না।

এক্ষণে শতকরা ৩ পুরুষ ধরিয়া দেখা যাউক। অদ্বৈতাচার্য্য হইতে নরসিংহ লাড়ুলি পর্য্যন্ত ৪ পুরুষে (৪×৩৩) ১৩২ বৎসর হয়। ১৪৮৫ মধ্যে ১৩২ বাদ দিলে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ উদয়নাচার্য্যের কাল পাওয়া যায়। তাঁহার উর্দ্ধতন ৬ পুরুষ ক্রতুভাদুড়ী, মতুমৈত্র এবং বল্লালসেন ছিলেন। ৬ পুরুষে (৩৩×৬) ১৯৮ বৎসর হয়। ১৩৫৩ মধ্যে ১৯৮ বৎসর বাদ দিলে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রতু ও বল্লাল ছিলেন। স্বর্ণরেখ ক্রতুর উর্দ্ধতন ৩ পুরুষ তিনি (৩৩×৩) ৯৯ পূর্ব্বে অর্থাৎ (১১৫৫—৯৯) ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে ছিলেন। এই গণনা ঠিক মিলিয়া যায়।

* সাহিত্য পত্রিকা ১৩২০। আষাঢ় ২১৯ পৃষ্ঠা।

১৩৪২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বল্লাল উদয়নাচার্য্যর সমসাময়িক হইতেছেন। তখন বল্লালের নিকট মর্য্যাদা প্রাপ্ত ক্রতু ছয়পুরুষ গত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শতকরা ৩ পুরুষ ধরিয়া গণনা করিতে হইবে, নতুবা মিল হইবে না।

অদ্য পর্য্যন্ত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রথমানীত ব্রাহ্মণ হইতে ৩৫ পুরুষ ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে গড়ে বল্লাল পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ এবং অবশিষ্ট ২৩ পুরুষ বল্লালসেনের পরবর্ত্তী। শতকরা ৩ পুরুষ ধরিলে ১২ পুরুষে ৪০০ বৎসর এবং ২৩ পুরুষে ৭৫৯ বৎসর পাওয়া যায়। ইহাতে বল্লাল হইতে উর্দ্ধে (১১৬৯—৩৯৬) ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন কাল পাওয়া যাইতেছে। ১১৬৯ সহ ৭৫৯ বৎসর যোগ করিলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এই গণনা ঠিক মিল হইতেছে। অতএব কুলীনগণের প্রত্যেকের কাল গড়ে ৩৩ বৎসর না ধরিলে মিল হইবে না দেখা যাইতেছে।

ইতিহাসে দুই প্রকার গণনাই ধরিবার রীতি আছে। ক্ষত্রিয়দিগের কাল গণনায় শতকরা ৪ পুরুষ ধরা যাইতে পারে, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কালগণনায় শতকরা ৩ পুরুষ না ধরিলে মিলের সম্ভাবনা খুব কম। উপরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ ব্রাহ্মণ-দিগের যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, সুখের ক্রোড়ে পালিত না হওয়ায় তাহাদের পরমায়ু বরং কিছু বেশীই হয়।

এক্ষণে আর একটী প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে কাশ্যপগোত্রজ স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপাল রাজার নিকট করঞ্জ গ্রাম পাইয়া-ছিলেন। স্বর্ণরেখের অধস্তন পুরুষ চতুর্ভুজ ১৪১৫ শক বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হরিচরিতে এ কথা লিখিয়াছেন—

"গ্রামোত্তমোস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈক পুঞ্জঃ
শ্রীমান করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমোবরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদ প্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতি গুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে "পুরাকালে বরেন্দ্রীমণ্ডলে করঞ্জ নামক সুপরিচিত গ্রামে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-কাব্যনিপুণ বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বর্ণরেখ সেই গ্রামখানি ধর্ম্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে শাসন রূপে পাইয়াছিলেন।"*

বারেন্দ্রকুলপঞ্জি মতে রাজা ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণপুত্র আদিগাঞিওঝাকে গঙ্গাতীরে "ধামসাগর" নামক গ্রাম প্রদান করেন—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীর দেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তেদক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈবিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদাদৎ পুণ্যকামঃ॥"

(গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৯৬)

এই দুই ধর্ম্মপাল কোন্ ধর্ম্মপাল? পালরাজ গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল অথবা রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পরাজিত দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্ম্মপাল?

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"কুলজ্ঞগণের মতে, স্বর্ণরেখ সুষেণের অধস্তন নবম পুরুষের ব্যক্তি; এবং তাঁহারই পৌত্রগণ বল্লালসেনদেবের সভায় "কৌলীন্যমর্য্যাদা" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ বল্লালসেনের পিতামহের (হেমন্তসেনের) সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ব্বে, সপ্তদশ পাল নরপাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অতএব কুলজ্ঞগণের মতানুসারে গণনা করিলে, পালরাজগণের শাসনকালেই সুষেণমুনির গৌড়াগমন-কাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রগ্রন্থে পালরাজগণের শাসন কালের অবসানেই ব্রাহ্মণাগমনের আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। যথা—

"তত্রাদিশূর শূরবংশ সিংহো বিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥"

কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে স্বর্ণরেখের নাম আছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কাশ্যপ গোত্রের ব্যক্তিগণকে বল্লালসেন কর্ত্তৃক 'করঞ্জ' নামক গ্রাম প্রদত্ত হইবারও কথা আছে। চতুর্ভুজ লিখিয়াছেন—স্বর্ণরেখ সেই সমগ্র গ্রামখানি ধর্ম্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন" রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কুলশাস্ত্র আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন,

* সাহিত্য পত্রিকা ১৩২০। আষাঢ় ২২২ পৃষ্ঠা।

তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। না পারিলে, ইতিহাস চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণেই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে*।"

অক্ষয়বাবু এই ধর্ম্মপালকে পালনরপাল দ্বিতীয় পালরাজা ধর্ম্মপালই মনে করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপাল অনুমান ৭৮৫-৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। স্বর্ণরেখ আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণের নবম অধস্তন পুরুষ। প্রতিপুরুষের ৩৩ বৎসর ধরিলে ২৯৭ বৎসর হয়। ৮৩০ হইতে ২৯৭ বৎসর বাদ দিলে ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ প্রথমানীত ব্রাহ্মণের এবং আদিশূরের কাল ধরিতে হয়। কিন্তু আদিশূরের স্থান ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে হওয়া অসম্ভব। সুতরাং স্বর্ণরেখ দ্বিতীয় পালরাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক নহেন।

চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে—"তিনি ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দণ্ডভুক্তি "অধিকার করিয়াছিলেন।" ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্ণরেখ এই সময় ছিলেন না। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল এই সময় ছিলেন। স্বর্ণরেখের সময় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ এ সময় দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল ছিলেন না। বিশেষতঃ বরেন্দ্রদেশে তাঁহার রাজত্ব থাকিবার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দান করা অসম্ভব। অতএব এই দুই ধর্ম্মপালই স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রামদাতা নহেন। তবে এই ধর্ম্মপাল কে? সম্প্রতি গৌহাটী সহরের অনতিদূরে ধর্ম্মপালদেবের এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইনি কামরূপ পতি ছিলেন।

ঐ তাম্রশাসন খানিতে "শ্রীবারাহপরমেশ্বরপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীমদ্ধর্ম্মপালদেব" লিখিত আছে। পালবংশীয় ধর্ম্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—পরমেশ্বরপরমভট্টারবেণমহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান ধর্ম্মপালদেবঃ।" অতএব দেখা যাইতেছে—এই দুই ধর্ম্মপাল যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা নিশ্চয়।

এই ধর্ম্মপালের পিতার নাম হর্ষপাল এবং পিতামহের নাম গোপালদেব। রাজা ব্রহ্মপালের বংশে ইহার জন্ম।

বঙ্গদেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় (vol. LXVI) ডাক্তার হর্ণলি (Dr. Hoerule) সাহেব ইন্দ্রপালের গৌহাটী তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত

* সাহিত্য ১৩২০। আষাঢ় ২২২ পৃষ্ঠা।

তাম্রশাসন খোদিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন অনুসারে ইন্দ্রপালের পিতার নাম পুরন্দরপাল, তৎপিতা রত্নপাল, তৎপিতা ব্রহ্মপাল। এই ব্রহ্মপালের বংশেই ধর্ম্মপালের জন্ম হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মপাল ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। স্বর্ণরেখও ঐ সময় ছিলেন। ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে ইন্দ্রপাল তৃতীয় পুরুষ হইলে অন্ততঃ ৭৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া উচিত। হইবেও তাই। স্বর্ণরেখের সময় নির্ণয়ে আমরা যেরূপ অবলম্বন পাইয়াছি, হর্ণলি সাহেব, ইন্দ্রপালের সময় নির্ণয় করিবার জন্য সেরূপ কোন অবলম্বন পান নাই—কেবল অক্ষর বিচার করিয়া সময়নির্ণয় করিয়াছেন। অক্ষর বিচারে ৭৫ বা ১০০ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং (১০৫৬-৭৫) ৯৮১ খৃষ্টাব্দ ইন্দ্রপালের অস্তিত্ব ধরিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অতএব এই ধর্ম্মপালই স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দিয়া থাকিবেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তা নদীর যে প্রকাণ্ড বাঁক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কামরূপের রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্রের সহিত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনার বিবাহ হইয়াছিল। জামাতার সাহায্য জন্য হরিশ্চন্দ্র তিস্তানদীর তীরে ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি ঐ স্থানে দেখা যায় বলিয়া প্রকাশ; তাহাতেই বোধ হয়, এই যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপাল বগুড়ার মধ্য দিয়া সাভার পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন; বোধ হয় এই সময়েই স্বর্ণরেখকে তিনি করঞ্জ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শূরবংশীয় অনুশূর এই সময় দক্ষিণ বরেন্দ্রের রাজা ছিলেন। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ এই অনুশূরের মৃত্যু হয়, তৎপরে, বিজয়সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া থাকিবেন, তাই বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

"গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যত্তরসা জিগায়॥"

ধর্ম্মপাল বগুড়ার মধ্য দিয়া আসিবার সময় পাল-রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া থাকিবেন। জাতবর্ম্মা তাহাকে পরাভব করিয়া (পরিভবং স্বাং কামরূপ-

শ্রিয়ং) ঐ অংশ উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন বোধ হয়।* ইন্দ্রপাল দেবের তাম্রশাসন, কামরূপপতি ধর্ম্মপালের নূতন তাম্রশাসন, ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং বিজয়সেনের প্রস্তরলিপি ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের জনশ্রুতি অবলম্বনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। খুবসম্ভব এই ধর্ম্মপালই স্বর্ণরেখকে করঞ্জগ্রাম দিয়াছিলেন।

আদিগাঞি ওঝা প্রথমাগত ক্ষিতিশের পৌত্র। আদিশূরের পরে গোপাল রাজা হইয়াছেন। সুতরাং ক্ষিতিশ আদিশূর সমকালে হইলে আদিগাঞিওঝাও ধর্ম্মপাল সমকালে হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব এই দুই ধর্ম্মপাল একব্যক্তি নহেন। প্রায় ২০০ বৎসরের ছাড়াছাড়ি।

অতএব দেখা গেল ব্রাহ্মণদিগের কালনির্ণয় করিতে হইলে প্রতিপুরুষে আনুমাণিক ৩৩ বৎসর ধরিয়া গণনা করিতে হইবে নতুবা মিল হইবে না।

বল্লাল পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ ধরিয়া গণনায় প্রথমাগত ব্রাহ্মণের কাল (১১৬৯-৩৯৬) ৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে। আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিলে তিনি এই ৭৭৩ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হয়। আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিলে তিনি এই ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ইহাও বলিতে হয়।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি, আদিশূরের কাল সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় বিভিন্ন মত দেখা যায়। যথা—৭৩২, ৭৪৬, ৭৭২, ৮৮২, ৮৯২, ৯৪২, ৯৬৪, ৯৭৬, ১০৩২, ১০৭২, ১০৭৭ ও ১০৭৯ খৃষ্টাব্দ।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে—৭৩২, ৭৪৬ ৭৭২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছেন। কায়স্থ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ৮৮২ ও ৮৯২ খৃষ্টাব্দ। আবার আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ৯৪২, ৯৬৪, ৯৭৬, ১০৩২, ১০৭২, ও ১০৭৯ খৃষ্টাব্দ। আমরা এই তিনভাগ ধরিয়া বিচার করিব।

(১)	৭৩২ খৃষ্টাব্দ ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ ৭৭২ খৃষ্টাব্দ	রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।
(২)	৮৮২ খৃষ্টাব্দ ৮৯২ খৃষ্টাব্দ	কায়স্থ কুলপঞ্জিকা।

* ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন ৮ম শ্লোক।

(৩)	৯৪২ খৃষ্টাব্দ	রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক কুলপঞ্জিকা।
	৯৬৪ খৃষ্টাব্দ	
	৯৭৬ খৃষ্টাব্দ	
	১০৩২ খৃষ্টাব্দ	
	১০৭২ খৃষ্টাব্দ	
	১০৭৭ খৃষ্টাব্দ	
	১০৭৯ খৃষ্টাব্দ	

প্রথম কাল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা গণনায় ৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছি। ১১০০ বৎসর পূর্ব্বের গণনায় ৭৩২ ৭৪৬ ও ৭৭৩ খৃষ্টাব্দ বড় বেশী গরমিল নহে। "বেদ কলঙ্ক ষটক" শকের কলঙ্ক শব্দ শূন্য না ধরিয়া আমার পূর্ব্ব লিখিত মত কলঙ্ক অর্থ অঙ্ক ধরিয়া ৯ ধরিলে ৬৯৪ শক বা ৭৭২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। "বেদকলঙ্কষট্‌ক" না ধরিয়া, আমি ৭৭৩ খৃষ্টাব্দ স্বাধীন গণনায় পাইয়াছি।

৭৩২ খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধে ৩ খানি গ্রন্থ একমত যথা—(১) বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার "বেদকলঙ্কষট্‌ক", (২) বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলশাস্ত্রের "বেদবাণাঙ্ক", (৩) কুলার্ণব মতে "বেদবাণাহিমে", এই তিনখানি গ্রন্থের মত আমরা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিনা। অন্ততঃ ত্যাগ করিবার কোন হেতু দেখি না। অথচ ব্রাহ্মণ আনয়ন কাল অপেক্ষা ইহা অনেক পূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হয়। এজন্য আমরা এই ৭৩২ খৃষ্টাব্দকে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ধৃত—

"বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।"

প্রমাণ বলে আদিশূরের আনুমাণিক রাজ্য প্রাপ্তিকাল ধরিলাম। সম্ভবতঃ এই ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কুলপঞ্জিকাকারগণ তাহাই ভ্রম বশতঃ ব্রাহ্মণাগমনকাল ধরিয়া থাকিবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের স্থান হয় কিনা? এই সময় আদিশূর নামে কোন রাজার কথা আমরা কুলগ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও পাই না। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, আদিত্যশূর নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রকাশ।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, কাহারও নাম আদিত্য থাকিলে তাহাকে সংক্ষেপে সকলেই "আদি" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সে ভাবে এই আদিত্যশূরের সংক্ষিপ্ত নাম আদিশূর হওয়া অসম্ভব নহে।

কাশ্মীরের রাজ তরঙ্গিণীতে জানা যায়, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন জয়ন্ত নামে এক রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন, এই জয়ন্তই আদিশূর নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথায় কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই, তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, জয়ন্তের পরে পালবংশীয় রাজার পূর্ব্বে আদিশূর নামক এক রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ের আদিত্যশূরই সংক্ষেপে আদিশূর নামে কথিত হইয়া থাকিবেন। কুলগ্রন্থে সংক্ষিপ্ত নামের অভাব নাই।

রাঢ়ীয় কুলদোষ গ্রন্থ মতে আদিশূরের পুত্রের নাম ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, তৎপুত্র অনুশূর।

রণশূর নামে জনৈক শূররাজের নাম প্রসিদ্ধ চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোল ১০২০ খৃষ্টাব্দে রণশূরকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বদিক প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ় জয় করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি উত্তর রাঢ়ও জয় করিয়াছিলেন। তখন উত্তর রাঢ়ে পালবংশীয় রাজা মহীপালের অধিকার ছিল।

১০২০ খৃষ্টাব্দে রণশূর পরাজিত হইয়া থাকিলে এবং ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের রাজ্য প্রাপ্তি ধরিলে (১০২০-৭৩২) ২৮৮ বৎসর উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়। ২৮৮ বৎসরে শতকরা ৪ পুরুষ ধরিলে ১২ পুরুষ এবং শতকরা ৩ পুরুষ ধরিলে ৯ পুরুষ ছাড়াছাড়ি হয়। কুলদোষের লিখিত মত আদিশূর হইতে অনুশূর পর্য্যন্ত ৭ পুরুষ হয়। রণশূরের স্থান শূরবংশের কোন স্থানে?

কুলগ্রন্থ মধ্যে শূরবংশীয় আর দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়—(১) প্রদ্যুম্ন শূর, (২) বরেন্দ্র শূর *। রণশূরের নাম নাই। অথচ রণশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রণশূর যে আদিশূরের বংশজাত তৎসম্বন্ধে কোন বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ নাই, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে রণশূরকে তাহার অধস্তন কোন পুরুষ ধরা যাইতে পারে।

আদিত্যশূর আইন-ই-আকবরীতে আদৎশূর বা আদ্‌শূর নামে কথিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা আদিত্য শূরকেই আদিশূর ধরিলাম। কুলপঞ্জিকায় যে অনুশূর নাম পাওয়া যায় তাহাও সংক্ষিপ্ত নাম। প্রকৃত নাম অনিরুদ্ধশূর বলিয়া বোধ হয়।

আদিত্যশূর বা আদিশূর সম্ভবতঃ "বেদবাণাঙ্গ শাকে" অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২

* গৌড়ের ইতিহাস ৭০ পৃষ্ঠা।

খৃষ্টাব্দে উত্তর রাঢ়ে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং "বসুকর্ম্মাঙ্গকে † শাকে" অর্থাৎ ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে যজ্ঞার্থে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তিনি এই ব্রাহ্মণদিগকে রাঢ় দেশেই বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার জন্য বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘী নামে একটী সরোবর আছে। ঐ দীঘী খননকাল ৭১০ শক। রাজা মহীপাল ঐ দীঘী খনন করাইয়াছিলেন। ৭১০ শক বা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে যদি ঐ দীঘী মহীপাল কর্ত্তৃক খনিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সময় আদিত্যশূর বা আদিশূর ঐ প্রদেশের রাজা ছিলেন না। তিনি কোথায় গেলেন?

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে রাজা জয়াপীড় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া রাজা জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন। যদি ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীরে ফিরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎপরে সম্ভবতঃ আদিত্যশূর মহীপাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়া জয়ন্তকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করত তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন। এই অনুমান ঠিক হইলে জয়ন্তের পরে পালবংশের পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশে বা বরেন্দ্রে আদিত্যশূর বা আদিশূরের স্থান হইতেছে। আমরা শতকরা ৩ পুরুষ ধরিয়া যে গণনা করিয়াছি তৎসহ গরমিল হইতেছে না।

কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকায় লিখিত ৮৮২ বা ৮৯২ খৃষ্টাব্দ আদিশূরের কাল নহে। ৯৪২, ৯৫৪, ৯৬৪, ৯৯৪, ১০৩২, ১০৭২, ১০৭৭ বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দেও আদিশূর ছিলেননা বলা যাইতে পারে। আমরা ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকায় দেখাইয়াছি (১৩১৯।৩৭৫ পৃষ্ঠা) রাজা শ্যামল বর্ম্মা ১০৭২ হইতে ১১১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাই, তিনি পঞ্চ গোত্রের ৫ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসন এখন পাওয়া যায় না। তবে বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায় তাহার যে উদ্ধৃত অংশ পাওয়া যায়, তাহা অনেকে কৃত্রিম মনে করেন কিন্তু; গত কার্ত্তিক মাসের কায়স্থ পত্রিকায় ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ও প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠায়) যে ভাবে প্রমাণ দিয়াছি তাহা যিনি পাঠ করিবেন, তিনি

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা।

সম্ভবতঃ অবিশ্বাস করিবেন না। এইরূপ ভাবে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সত্যতা প্রমাণ করিবার পর বোধ হয় উক্ত তাম্রশাসন প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে কেহ আপত্তি করিবেন না। শ্যামল বর্ম্মা যে ছিলেন তাহা ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যে সত্য সত্যই ছিল, তাহার তাম্রশাসন অনন্তর কি?

শ্যামল বর্ম্মা উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা যশোধর বিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে শকুনপতন জনিত দোষ নিবারণার্থ যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ ভূমিদান করিয়াছিলেন। বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে অনুমান হয়, যশোধরশর্ম্মা পূর্ব্বেই একাকী এদেশে আগমন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। পরে ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে শকুল পতন জনিত দোষ নিবারক যজ্ঞে আবশ্যক বশতঃ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনায়াছিলেন। সুতরাং সম্ভবতঃ ৯৪২, ৯৫৪, ৯৬৪, ৯৯৪ ১০৩২ শক আনুমাণিক কল্পিত সাল। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতেই আসিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য বৈদিক নামে কথিত হইয়াছেন।

আমরা উপরে যে আলোচনা করিলাম, তৎসাহায্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়—

(১) আদিশূর ছিলেন। তিনি "বেদবাণাঙ্গ শাকে" অর্থাৎ ৬৫৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে আদিত্যশূর নামে উত্তররাঢ়ে রাজা হইয়াছেন। সুতরাং "বেদাবাণাঙ্ক" পাঠ ভুল। "বেদবাণাঙ্গ শাকে তু নৃপোভুচ্চাদিশূরকঃ" এই পাঠই সম্ভবতঃ ঠিক। তাহা হইলে "বেদকলম্বষট্‌ক" ও "বেদবাণাহিমে" পাঠও ঠিক। কুলদোষের "বসুধর্ম্মাকে শাকে" (৮৯৮) ভুল। আদিশূর উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিবার সময় "বসুকর্ম্মাঙ্গকে" অর্থাৎ ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়া থাকিবেন।

(২) ৮০৪ শক বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে বা ৮১৪ শকে বা ৮৯২ খৃঃ অব্দে কোন রাজা এ দেশে কোন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার প্রমাণ নাই।

(৩) পাশ্চাত্য-বৈদিককুল-পঞ্জিকা মতে শ্যামলবর্ম্মা তাঁহাদিগকে আনিয়াছিলেন, ইহা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে আর কেহ আনিয়াছেন এরূপ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ ভট্টগ্রন্থের "কন্যাগত তুলাঙ্ক মধ্যে গুরু পূর্ণ দিশে" অর্থাৎ ৯৯৪ বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে

রাজা হইয়াছিলেন এবং "শাকেন্দু-শূন্য-খ-বিধৌ" অর্থাৎ ১০০১ শক বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পঞ্চককে আনয়ন করিয়া থাকিবেন।

অতএব ৭৩২ খৃষ্টাব্দে হইতে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদিশূর ছিলেন এবং আদিশূর নামে তথায় রাজত্ব করিয়াছেন। এই মৎস্যে ন্যায়ের যুগে রাঢ়দেশে তাঁহার রাজত্ব লাভ করা অসম্ভব নহে, রাজ্যচ্যুত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। ইহাই ত মাৎস্য ন্যায়।

শ্রীবিনোদবিহারী দেবশর্ম্ম রায়।

গৌড়-কাহিনী।

অষ্টাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

পিশাচ পিশাচীর কাণ্ড।

সঙ্ঘারামে আগমন করিবার পর মল্লিকাদেবী সঙ্ঘারামের পশ্চিম দিকস্থ আম্রকাননে মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যাইতেন। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন ও মনোরম। বিশেষতঃ যখন রক্তিমচ্ছটা অপরাহ্নের মৃদু পবন-হিল্লোলের সহিত একত্র হইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে, পত্রে পত্রে লোহিত রঙের তরঙ্গ ভঙ্গীর সৃষ্টি করিত—যখন নানা বর্ণের নানাজাতীয় বিহগকুল মধুর কাকলী লহরীতে দিগন্ত মাতাইয়া কাননাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিত, তথাকার সেই দৃশ্য যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। তাই এই আম্রকাননটি তিনি বড়ই পছন্দ করিতেন। মাণ্ডবীদেবী তাঁহার প্রিয়-সহচরী ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি এই স্থানে প্রায়শই সান্ধ্যভ্রমণে আসিতেন।

অদ্য উভয়ে একসঙ্গে মেলায় মহোৎসব দর্শনে গিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাহ্নে যখন মল্লিকাদেবী সন্ন্যাসীকে কর-গণনা করাইতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় মাণ্ডবী-দেবীর সহিত তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পরে যখন কর-গণনা শেষ হইল তখন তিনি একাকী চিন্তাকুলিত চিত্তে ধীরে ধীরে অনির্দ্দিষ্টভাবে মেলার মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিতেছিল। সহসা সঙ্ঘারামবাসিনী শ্রমণী উগ্রতারার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উগ্রতারা

তাঁহাকে দেখিয়াই আম্রকাননের দিকে ভ্রমণে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। বোধ হয় মল্লিকাদেবীর মনটা কিছু চঞ্চল—কিছু বিষাদযুক্ত হইয়াছিল, বোধ হয় মেলার উৎসব আমোদ তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিলনা—তাই বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই উগ্রতারার সহিত বাগানের দিকে ভ্রমণে যাইতে সম্মত হইলেন।

তখন উভয়ে মেলা পরিত্যাগ করিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে মল্লিকা দেবী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। উগ্রতারা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কেন, বোন্ আমাদের সহিত কি একদিনও বেড়াইতে নাই। তুমি তো প্রত্যহই মাণ্ডবীর সহিত বেড়াইয়া থাক। আজ না হয় আমার সহিতই বেড়াইলে? মাণ্ডবীদেবী আজ বেড়াইতে যাইবেন না—সে এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে জাতক-পাঠ শ্রবণ করিতেছেন—ভগবানের জাতকমালা শ্রবণ করিতে পারিলে সে আর কিছুই চায় না—আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়।" অতঃপর মল্লিকা-দেবী আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না। অন্যমনস্ক চিত্তে উগ্রতারার সহিত আম্রকাননের অভিমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় কানন ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর প্লাবিত হইয়া গেল। মল্লিকা ও উগ্রতারা উভয়ে গল্প করিতে করিতে বাগানের দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া পশ্চিম দিক দিয়া বরাবর উত্তর মুখে যাইতেছিলেন। বিলক্ষণ শীত বোধ হইতেছিল—সুতরাং গায়ে মাথায় কাপড় বেশ জড়াইয়া দিয়াছিলেন। গল্পে গল্পে মল্লিকার মনটা বেশ অন্য মনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল—অন্য দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। সহসা একটা আম্রবৃক্ষের আড়াল হইতে দুইটি মানব মূর্ত্তি বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখ-ভাগে দণ্ডায়মান হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ইঙ্গিত-সূচক বংশীধ্বনি করিল। কি সর্ব্বনাশ! সেই বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে দেখিতে কাননাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া কয়েক জন বলিষ্ঠ লোক একখানি শিবিকাসহ তাড়াতাড়ি সেই বংশী-বাদনকারীগণের নিকট উপস্থিত হইল। তারপর সকলে মিলিয়া উগ্রতারাকে এক পার্শ্বে সরিয়া যাইবার সঙ্কেত করিয়া, নিমিষ মধ্যে মল্লিকা দেবীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে সহসা ধৃত করিয়া মুখ বস্ত্রাবৃত করত সবলে শিবিকাভ্যান্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, শিবিকার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিল। তারপর বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে লইয়া নীরবে উত্তর দিক পানে একটি বনপথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। অপর ব্যক্তিদ্বয় তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। উগ্রতারা স্মিতমুখে সঙ্ঘারামের দিকে ফিরিয়া গেল।

এইরূপে মল্লিকাদেবী অকস্মাৎ বন্দীনী হইলেন। কোনরূপ বাধা প্রদান কিম্বা চীৎকার দ্বারা তাঁহার অবস্থা জ্ঞাপন করিবার সামর্থ্যও তাঁহার রহিল না। এদিকে বাহকগণ দ্রুতবেগে তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। নিকটে জন-প্রাণী নাই। রাস্তার দুই পার্শ্ব নীরব নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ দুই একটি শৃগাল শব্দ করিয়া সে নীরবতা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাহকগণ ও তাঁহাদের সশস্ত্র সঙ্গীদ্বয় নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্য পথের অভিমুখে চলিতেছে। কিন্তু সহসা একি? কিয়দ্দূর গমন করিয়া পশ্চিম মুখে রাস্তার মোড় ফিরিবামাত্র সেই অগ্রবর্ত্তী শস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল কেন? কারণ, জ্যোৎস্নালোকে অদূরে একজন বর্ম্মাবৃত সশস্ত্র অশ্বারোহী তাঁহাদিগের দিকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখা যাইতেছিল। সহসা অতর্কিতভাবে সেই সশস্ত্র অশ্বারোহীকে সেই বিজন অরণ্য পথে আসিতে দেখিয়া সেই শস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তাহাদিগকে দাঁড়াইতে দেখিয়া শিবিকা-বাহকগণও মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান হইল। এদিকে সেই অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইল, এবং কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সেই শিবিকা-বাহীদ্বয়কে অসীম সাহস সহকারে আক্রমণ করত ভীষণ বজ্রাঘাতে উভয়কে নিমিষ মধ্যে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। তদৃষ্টে শিবিকাবাহকগণ তথায় আর অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে শিবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে ছুটিয়া পলাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল।

"ভগবানকে ধন্যবাদ" এই কথা বলিয়া তখন সেই অশ্বারোহী লম্ফদিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর সেই আহত শিবিকা-বাহীদ্বয়কে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা তাঁহার অব্যর্থ বজ্রাঘাতে গুরুতর রূপে আহত হইলেও তখনও জীবিত আছে। "পিশাচের শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে" এই বলিয়া তিনি তাহাদের উষ্ণীষ মোচন করত তদ্দ্বারা হস্তপদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন। তৎপর শিবিকার নিকটে আসিয়া টানিয়া শিবিকার দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে বস্ত্রাবৃতবদনা চৈতন্যশূন্যা মল্লিকাদেবীকে আস্তে আস্তে ধরিয়া বাহির করত তাঁহার সেই বস্ত্রাবরণ খুলিয়া দিলেন।

তখন মৃদু মৃদু শীতল বাতাস বহিতেছিল। মল্লিকাদেবী অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র সেই বনভূমি প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নারাশি ছড়াইতেছিল। সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে সেই বিজন বন পথের উপর দাঁড়াইয়া মল্লিকাদেবী ও তাহার উদ্ধার কর্ত্তা পরস্পর পরস্পরের দিকে একবার তাকাইলেন। উদ্ধার কর্ত্তা একবার তাকাইবার পর গম্ভীর ভাবে তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু মল্লিকা-

দেবী যেন সেই অশ্বারোহীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন সেই যোদ্ধাকে তিনি পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিয়াছেন। কিন্তু বহু-দূর-দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাঁহার মানস-নেত্রে সে স্মৃতি পষ্টীকৃত হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না—চিনি চিনি করিয়াও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহাকে সেইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া, তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সেই যোদ্ধা গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন "দেবী, আপনি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবেন না। যথাকালে যে আপনাকে দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। তজ্জন্য ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করা নিরাপদ নহে। কখন কি বিপদ উপস্থিত হয় তাহার ঠিক নাই। শীঘ্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছা আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে অশ্বারোহণে গমন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কারণ, নিরাপদস্থান এখান হইতে বহু দূরে। সম্মুখে একমাত্র অশ্ব সজ্জিত। দেবী সম্মতি দান করিলে এই অশ্বে উভয়ে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে গন্তব্য স্থানাভিমুখে অশ্ব চালনা করিতে পারি। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই।"

যোদ্ধা নীরব হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা—সবলতা—সমপ্রাণতা ছিল যে, মল্লিকাদেবী যোদ্ধার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই বনপথ ধরিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলেন। সেই যোদ্ধার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ আকৃতি, কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ কৃপাণ, অঙ্গে সুদৃঢ় বর্ম্ম, শীরে সমুজ্জ্বল উষ্ণিষ, সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে প্রতিফলিত হইয়া মল্লিকাদেবীর চক্ষে তাঁহাকে দেবদূত বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর একটি বীরাকৃতির কথা ধীরে ধীরে মনে পড়িতে লাগিল—সে কেদারেশ্বর! কেদারেশ্বরের শরীরও এমনই সুদীর্ঘ—এমনই বলিষ্ঠ—এমনই সুন্দর! তাহার প্রাণও এমনই পর দুঃখকাতর—এমনই স্নেহপূর্ণ; মল্লিকাদেবীর চক্ষু ফাটিয়া নীরবে জল বাহির হইতে লাগিল তিনি দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারাও সেই সঙ্কীর্ণ বনপথ ধরিয়া অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। কখনও নক্ষত্রবেগে—কখনও বা মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। রজনী নীরব নিথর নিস্তব্ধ। সমগ্র জীবজগৎ সুষুপ্ত। সর্ব্বপ্রকার কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। ধরণী হইতে শেষ শব্দটি পর্য্যন্ত মুছিয়া

গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে সেই বিজন পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে কথা মাত্র নাই। বুঝি উভয়েই গভীর চিন্তামগ্ন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সেই কানন পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। চন্দ্রালোকে সেই প্রান্তরের সম্মুখভাগ অপার সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই অসীমতার মধ্যে দূরে চক্রবাল রেখার নিকট হইতে ক্ষুদ্র ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই অশ্বারোহী যোদ্ধা তাহা দেখিবামাত্র নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "প্রায় আসিয়াছি! ঐ যে মন্দিরের আলোক দেখা যাইতেছে।" মল্লিকাদেবীও চাহিয়া দেখিলেন। বাস্তবিক সেই প্রান্তরের সুদূর সীমান্তরেখা হইতে একটি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রসৃত হইয়া আসিতেছে, যেন স্নেহময়ী আশা একখানি ক্ষীণহস্ত সম্প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

তখন উভয়ে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আলোকরশ্মি ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধপ্রহর অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা সেই আলোক-নির্গম-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটী একটি মহাযান বৌদ্ধগণের পুরাতন মন্দির। মন্দিরের পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ "মৃগস্থাপন স্তূপ জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া দণ্ডায়মান।

মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরবাসীগণ নিরুদ্বেগে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়াশ্রয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। অদূরে সবুজবর্ণ আশ্রম-পাদপগুলি শুভ্র বসনাবৃত, ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষগণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সম্মুখে সোপানশ্রেণী শোভিত সুবৃহৎ সরোবরের তরল রজত সদৃশ শুভ্র সলিলরাশির অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড পূর্ণ শশধর তারকারাজিসহ প্রতিফলিত হইয়া সমুজ্জ্বল মণিসমূহ পরিবৃত সুবৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

যোদ্ধা অবিলম্বে অগ্রগামী হইয়া ধীর পদাবিক্ষেপে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং সেই গভীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দ্বারের কপাটে সাজোরে ধাক্কা দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিলেন "ভিতরে কে আছেন—দ্বার খুলুন।" সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। প্রথম ধাক্কাতেই মন্দিরাভ্যন্তর হইতে এক ব্যক্তি সাড়া দিল, এবং অবিলম্বে মন্দির দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিল।

এত রাত্রে—অসময়ে সেই যোদ্ধা ও তাঁহার সঙ্গীয় রমণীকে দেখিয়া সেই মঠ-বাসী প্রথমতঃ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু সমস্ত ঘটনা শ্রবণান্তর তিনি ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং বলিলেন "বৎস, এখন আমার দ্বারা তোমার কি সাহায্য হইতে পারে?"

যোদ্ধা। প্রভু সম্প্রতি আপনি এই রমণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন।"

মঠ-বাসী। "আমি সন্ন্যাসী। আমাকে নানাস্থান পর্য্যটন করিতে হয়। সর্ব্বদা এখানে থাকি আমার পক্ষে সম্ভব নাই। এরূপ স্থলে, এখানে দেবীকে রাখা নিরাপদ নহে।"

যোদ্ধা। "তবে আপনি যেখানে রাখা নিরাপদ বিবেচনা করেন, তথায় রাখিবার ব্যবস্থা করুন। আমার ব্রত আপনি জানেন। আমাকে এই মুহূর্ত্তেই বিজয়-রাজ্যের শিবিরে রওনা হইতে হইবে। সেখানে শীঘ্রই ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি। তাহা যুদ্ধের সময় বিজয়রাজ্যের বিস্তর উপকারে আসিতে পারে।"

মঠ-বাসী। "গঙ্গার অপর পারে কয়ঙ্গলের সঙ্ঘারামে দেবীকে রাখাই আমি নিরাপদ বিবেচনা করি।"

যোদ্ধা। প্রভু, আপনি যাহা সঙ্গত বিবেচনা করেন, করিবেন। আপনার উপর এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। এক্ষণে বিদায় হইতে ইচ্ছা করি। বিলম্ব করিলে কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা।"

মঠ-বাসী। "তবে কি এখনই যাইতে চাও?"

যোদ্ধা। "আজ্ঞে, হাঁ প্রভু।"

মঠ-বাসী। কিন্তু রাত্রি আর অধিক নাই। তুমিও দেখিতেছি যথেষ্ট পরিশ্রান্ত। এই রাত্রিটুকু বিশ্রাম করাও কি তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।"

যোদ্ধা। "প্রভু, আপনি সমস্তই অবগত আছেন। এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে যদি অনিষ্ট হইতে পারে। আপনিই উপদেশ দিয়াছেন—"জীবন তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। আমার আর বিশ্রাম লইবার অবসর নাই। অনুমতি করুন, এই মুহূর্ত্তেই রওনা হইব।"

মঠ-বাসী। "বৎস, তোমার কথায় প্রীতি হইলাম। তোমার কর্ত্তব্য পালনে বিঘ্ন ঘটাইব না। তুমি স্বচ্ছন্দে রওনা হইতে পার। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

অতঃপর যোদ্ধা মঠ-বাসীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া, সেই নিশীথ কালে অশ্বারোহণে তথা হইতে গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মঠ-বাসীও মল্লিকাদেবীকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া, মঠের অভ্যন্তরে বিশ্রামার্থ লইয়া চলিলেন। মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রজ্বলিত আলোকে মল্লিকাদেবী সবিস্ময়ে দেখিলেন, মঠ-বাসী তাঁহারই পূর্ব্বপরিচিত মহাস্থবির শ্রীদশবলর্ভ লোকনাথ স্বামী। মঠ-বাসীও অপ্রত্যাশিত ভাবে মল্লিকাদেবীকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

চন্দ্রমাধব শোক-সভা।

বিগত ১৫ই ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ওভারটুন্ হলে কায়স্থ-কুল-গৌরব সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাস্থল বহু সংখ্যক প্রখ্যাতনামা কায়স্থ সন্তানগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত মহোদয়গণের মধ্যে ডাঃ সার রাসবিহারি ঘোষ, সি-আই-ই, সার বিনোদচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ বসু বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসুমল্লিক, রায় শ্রীযুক্ত রসময়মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এটর্ণি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, বিশ্বদূতের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, অমৃত-বাজার-পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বিহারী বসু, ইঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

অদ্যকার এই সভায় স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন স্থির ছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত

হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু বি-এ মহাশয়ের সমর্থনে, সকলের অনুমোদনে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয় সভাপতি মহোদয় এই সময় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় অদ্য কার এই সভায় কেন উপস্থিত পারিলেন না, এই বিষয়ে মতি বাবুর লিখিত পত্র সভার সমক্ষে পড়িয়া শুনাইলেন এবং স্বীয় বিনয়নম্রতাপূর্ণ সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তৎপর বাগেরহাট-কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত তার এবং বাঁশবেড়িয়ার কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, নড়ালের জমিদার রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের উকিল রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, যশড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, দিনাজপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার, ঢাকার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল, পুঠিয়ার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ নাথক ইঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিয়া এই সভার সহিত সহানুভূতি জানাইয়া, যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেই সকল পত্রের মর্ম্ম সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া, পুনরায় সভাপতি মহোদয় সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের মহত্বের কথা স্মরণ করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন "বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থ-সভার জন্য তিনি এক সময় যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কায়স্থ মাত্রেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও মহাত্মা সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা করিয়া সভার কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গবাসীগণের ইহা গৌরবের বিষয় যে তাঁহার ন্যায় পূত-চরিত্র, নির্ভিক, স্বাধীনচেতা সকলের হৃদয় আকর্ষণকারি ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপনার্থ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্ররায় চৌধুরী, বি-এল্, মহাশয়কে অনুমতি করত আসন গ্রহণ করিলে, শরৎ বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর কঠিন হস্ত তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে অপসারিত করিয়াছে। তিনি অতি বৃদ্ধাবস্থায় ৮০ বৎসর বয়সে শান্তির সহিত মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তিনি অমরধামে প্রয়াণ করেন, কিন্তু যখন তিনি শয়ন করিতে যান তখন যাহারা তাহার নিকটে ছিল তাহারা স্বপনেও ভাবেন নাই যে তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন। তিনি যেরূপ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, সেইরূপ মৃত্যুও তাঁহার হইয়াছে; তাঁহার মৃত্যুতে যে

অভাব উৎপন্ন হইল তাহা বোধ হয় আর কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবেনা। এরূপ একাধারে সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ অতি বিরল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসন যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি প্রখ্যাত এবং আমার বোধ হয় তিনি একজন আদর্শ বিচারপতি ছিলেন। এই দেশে প্রচলিত আইন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান, তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, তাঁহার বিনয় ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নির্ভীকতা, স্বাধীনতা তাঁহাকে আদর্শ স্থানে স্থাপিত করিয়াছে। যখন আমাকে প্রথম কোন কোন বিচারপতির সম্মুখীন হইতে হইত, (যদিও অতি অল্প এবং ভগবানকে ধন্যবাদ যে অল্প বার) তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা হৃদয়ে অদ্যাপি জাগরূক আছে, কিন্তু যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি বাস্তবিক তখন আনন্দ বোধ হইত। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা ভীত হইতাম না, কারণ তিনি আমাদের দোষ গুলি সংশোধন করিয়া লইতেন। তাঁহার সমাজের তিনি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তিনি কিরূপ মহৎ ও করুণ হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে তাঁহার দানশীলতা ও বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ দেশের উন্নতির জন্য তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি কায়স্থদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনও করিয়া গিয়াছেন। যে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কায়স্থদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছে, তিনি তাহার স্থাপনকর্ত্তা—উন্নতিকারক এবং এমন কি একমাত্র কর্ণধার ছিলেন। জীবনের শেষাবস্থায় যখন তিনি সমুদয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্য কামনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আমাদের সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হারাইয়াছি এবং বঙ্গদেশ তাহার একজন কৃতীসন্তান হারাইয়াছে। এই বলিয়া নিম্ন লিখিত ভাবে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।"

প্রথম প্রস্তাব। কায়স্থ-কুল-ভাস্কর, ভারতপ্রথিতযশা, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও স্বনামধন্য সার চন্দ্রমাধবঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বঙ্গদেশের নানা স্থানের কায়স্থ মহাশয়গণ সমবেত হইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় বলিলেন—

"সার চন্দ্রমাধবঘোষ মহাশয় ভারতে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিকও ছিলেন এবং সমাজসংস্কারকও ছিলেন, ইহা দ্বারাই কি তিনি সর্ব্বত্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন? না তাহা নহে, তিনি কর্ত্তব্যকার্য্যে অপরাঙ্মুখ ছিলেন—তাঁহার প্রকৃতি স্বাধীন ছিল। ইহা দ্বারাই তিনি বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ বিচারাশন অলঙ্কৃত করিয়া, সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব ছিল, তাহা তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব হইতেই পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ঘোলঘরের ঘোষবংশে একটিমাত্র পুত্র লইয়া এক বিধবা বাস করিতেছিলেন। যদি দরিদ্রের আত্মসম্মান বোধ থাকে, তবে তাঁহার সে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। তাই আত্মসম্মানে অভিভূতা দরিদ্রবিধবা অন্যের নিকট হইতে পুত্রের পড়ার সাহায্যার্থ কোনরূপ যাচ্ঞা না করিয়া চরকা কাটিয়া, পুত্রের তৎকালোচিত পারসি শিক্ষা দেন। পুত্রের নাম দুর্গাপ্রসাদ। তিনি প্রথম ঢাকার কালেক্টারীর মহুরী, পরে তথাকার কালেকটার ম্যাজিষ্টারের সেরেস্তাদার হন। তৎকালে সেরেস্তাদারের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এমন কি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পর্য্যন্ত সেরেস্তাদারের বিনানুপারিষে ম্যাজিষ্টের সাহেবের নিকট কোন কাজ করিতে পারিতেন না। ইহাতে অনেক সেরেস্তাদার অসদুপায় দ্বারা ধনী, জমিদার প্রভৃতি হইয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি বাল্যে জননীর নিকট আত্মনির্ভরতা এবং সততা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সততার বলে এখন তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। ডেপুটী দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রই এই চন্দ্রমাধব ঘোষ। চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনিও পিতৃবৎ সততা শিক্ষা করিয়া ছিলেন ও স্বাধীনচেতা এবং তেজস্বিতা তাঁহার ভূষণ স্বরূপ ছিল। তিনিও ইহার বলে লোকমান্য হইয়াছিলেন। উঠন্তি বৃক্ষের মূল পত্তনেই চেনা যায়। তিনি যে ন্যায়পরায়ণ ও স্বাধীনতা প্রয়াসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রথম জীবনেই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি যখন বর্দ্ধমানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন, সেই সময় তাঁহার উপরিতন রাজ কর্ম্মচারির সহিত কোন বিষয় মত ভেদ হয়। ইহাতে তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির সংকোচের আশঙ্কায় তিনি তৎকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এইভাবে পদত্যাগ করিয়া কিছু দিন তথায় ওকালতি করিয়া পরে হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতি করেন। এবং এই স্থলেই তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার বিকাশ হয়। সেই প্রতিভা ও ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা ক্রমে হাইকোর্টের সর্ব্ব প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। এমন যে রত্নলাভ

ইহা দৈব ও পুরুষকার এবং জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ব্যতীত কাহারও ঘরে উপস্থিত হয় না। বিক্রমপুরের সেই মহারত্ন এখন অন্তর্হিত হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা শোকে অভিভূত। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বিক্রমপুর-হিতসাধনী সভার সভায় সভাপতি ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুও বিক্রমপুর-সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে পিতৃকার্য্যের অনুগামী ছিলেন। এজন্য তাঁহার শোকে এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছি।"

প্রস্তাবটি অনুমোদন করিতে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় মৃত মহাত্মার গার্হস্থ্য জীবনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের গার্হস্থ্য জীবনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই তাঁহার প্রকৃতি জানিতে পারা যাইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব তিনি সমাজের কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি যেমন রাজকর্ম্মে সংলিপ্ত ছিলেন, সংসারের প্রতিও তিনি সেইরূপ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি কখনও পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রগণের প্রতি শিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাদিগকে যেরূপ উচ্চভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, কন্যাগণের, পৌত্রী, দৌহিত্রীদিগের শিক্ষার প্রতিও সেইরূপ যত্নপরায়ণ ছিলেন। এইরূপ শিক্ষার ফলেই তাঁহার সংসার সুখময় হইয়াছিল। তিনি দরিদ্র ধনী সকল কুটুম্বের সহিত তুল্য ব্যবহার করিতেন। তাহাদের সম্মানের জন্য তিনি সর্ব্বদা রাজোচিত ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যে শুধু স্বজন লইয়াই ব্যয় বাহুল্য করিতেন, তাহা নহে; প্রতিবেশী জন সাধারণ দরিদ্রের প্রতিও স্নেহপরায়ণ ছিলেন। দেখিয়াছি, দেওঘরে তাঁহার প্রতিবাসী অনেকেই এজন্য তাঁহাকে 'বাবা' এবং তৎপত্নীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার অভাবে বস্তুতই আমাদের দেশের মহান্ ক্ষতি হইয়াছে।

অতঃপর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় কায়স্থ-সভার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার নিমিত্ত সম্মান করিতে হইলে, পিত্তল অথবা প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন অপেক্ষা তাঁহারা প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কায়স্থ-সভার উন্নতি বিধানে যত্নবান হইলেই তাঁহার সম্মান রক্ষা করা হইবে।

অতঃপর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় মৃত মহাত্মার অভাবে দেশের, সমাজের যে মহাক্ষতি হইল, তাহার উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। স্বর্গগত মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় জীবৎকালে

উচ্চতম বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া ও নানাবিধ রাজকার্য্যে ও নানাপ্রকার সামাজিক হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশবাসী সকলেরই অনুসরণীয়। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, সৌজন্য ও মহানুভাবতা প্রভৃতি গুণে দেশমধ্যে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। অদ্যকার এই কায়স্থজাতির বিরাট-সভা স্বর্গীয় মহাত্মার বিবিধ সদ্‌গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র কায়স্থজাতির যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বিষয় শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্যার চন্দ্রমাধব শুধু রাজকার্য্য এবং সমাজ সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই এরূপ যদি কেহ বলেন, তবে তাহা ভুল বলা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের সহিত Lord Dufferinএর ভারতীয়দিগকে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহাতে তিনি নির্ভিকভাবে তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করেন। Sir Lawrence Jenkinsএর সহিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথাবার্ত্তা হয়, উল্লেখ করেন। অবশেষে শ্রীযুক্তা বেসাণ্টের মুক্তিতে কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতিত্ব করেন, ইহারও উল্লেখ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন। তৎপর রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর মহাশয়ও সমর্থনে কিছু বলিলে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইহার পর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। উপর্য্যুক্ত প্রস্তাবগুলির একপ্রস্থ খসড়া অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্তে স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হউক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক মহাশয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় কিরূপে বঙ্গের বিভিন্ন কায়স্থ-সমাজের মধ্যে আদান প্রদান প্রবর্ত্তন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শেষে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশকে ধন্যবাদ দিলে রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সমালোচনা।

কৃষ্ণাবতার-রহস্য। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, ২০নং রাধানাথ বসুর লেন হইতে শ্রীভবানীপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১০॥ ফর্ম্মা, ৮৩ পৃষ্ঠা, ভাল কাগজে, উত্তম ছাপা, মূল্য ।০ আনা মাত্র। এই পুস্তক মেদিনীপুর জর্জ লাইব্রেরী ও গ্রন্থকারের নিকট, এবং কলিকাতা বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেরী ও হিতবাদী পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণাবতার-রহস্য অর্থাৎ তদ্ বিষয়িণী শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক আলোচনা। এই পুস্তকে দুইটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে শাস্ত্রীয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক এই আলোচনা উপলক্ষে পুস্তকে যে প্রভূতঃ অভিজ্ঞতার ফল সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট বর্ত্তমান নিরঙ্কুশ বঙ্গীয় সমাজের অনেক উপকার হইবে। আবার বৈদিক ও স্মার্ত্তমত এবং সদাচার তথা সত্যানুসন্ধিৎসা দ্বারা হিন্দু সমাজের উৎশৃঙ্খলা, অনিষ্টকর পাপের স্রোত রুদ্ধ হইবে।

ন্যায়-দর্শন। টীকার সুবিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও উৎসাহে মূল গৌতম-সূত্র নূতন টীকা এবং বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমেত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী দ্বারা খণ্ডাকারে, বরাহনগর মুন্সী বাটী হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকের ৮ম খণ্ড পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের দ্বিতীয় সূত্রের কতকাংশ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৬৲ টাকা। ডিমাই ৮ পেজী, ৮০ ফর্ম্মা, ৬৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইলেও আরও প্রায় ২০ ফর্ম্মা হইবে। অতএব যাঁহারা গৌতমের ন্যায়-সূত্রের বঙ্গানুবাদের প্রতিক্ষায় এতকাল উৎকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা এবার এই পুস্তক পড়িয়া পরিতৃপ্ত এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন।

পল্লী-ছায়া। শ্রীরোহিণীকুমারগণ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা, ডিমাই ১৬ পেজী, ৩ ফর্ম্মা, ছাপা ও কাগজ ভাল। এই পুস্তকে লেখক পল্লীগ্রামের অবস্থা পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। রচনার ছন্দ ভঙ্গ দোষ থাকিলেও উদ্দেশ্য মহৎ।

বীজগণিতম্। শ্রীভাস্করাচার্য্যে বিরচিতম্, কলিকাতাস্থ রাজকীয়সংস্কৃতপাঠশালায়াং জ্যোতিষাদি শাস্ত্রাধ্যাপক, হোরাবল্লাভাদি গ্রন্থ বিরচক, লীলাবতী, কোষ্ঠীপ্রদীপাদি গ্রন্থানাং টীকা কারক, শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থকৃত বীজপ্রবোধিণী নামক টীকয়া নানাবিধ নূতন নিয়মোদাহরণোপপত্ত্যাদিভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্। দিনাজপুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, K. C. I. E. মহোদয়স্য সম্পূর্ণ ব্যয়েন, কলিকাতা, শ্যামবাজার বেদাঙ্গচতুষ্পাঠী গ্রন্থকারভবনাৎ শ্রীঅক্ষয়কুমার পাঠকেন প্রকাশিতম্। মূল্যম্ রৌপ্য মুদ্রাদ্বয়ম্।

পণ্ডিত জ্যোতিষ-তীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রথমেই দানশৌণ্ড দিনাজপুররাজবংশের পরিচয় এবং গুণ গরিমা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া ভূমিকায় বীজগণিত কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর বীজগণিতের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া, কেন এই নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রথমে শ্লোক, তৎপর শ্রীরাধাবল্লভ প্রণীত টীকা, তৎপর মূল গ্রন্থকারের উদাহরণ, টীকাকার কর্ত্তৃক উপপত্তি, শেষে উদাহরণ দ্বারা বিশদিকৃত

হইয়াছে। ফলতঃ এই পুস্তক দ্বারা প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যার অনেক উৎকর্ষ হইবে আমরা এরূপ আশা করি। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা ভাল, ৩৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বেদান্ত-দর্শনম্। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত এবং শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শারীরিক ভাষ্য, ভামতী, ও রত্নপ্রভা নাম্নী টীকা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায়নুদিত। অনিলবাবু পূর্ব্বে এই মহাগ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়া পুনরায় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড পাঠাইয়াছেন। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিতেছি। এতদিন গ্রন্থের ভূমিকার অনুবাদ চলিতেছিল, তৃতীয় খণ্ড হইতেই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা চলিতেছে, সুতরাং পাঠকবর্গ বুঝুন অনুবাদক ও সম্পাদক ও প্রকাশকের উৎসাহ, উদ্যম, একাগ্রতা কিরূপ প্রশংসনীয়।

শাস্ত্রসার সংগ্রহ। এই গ্রন্থেরও চতুর্থখণ্ড পাইয়াছি। ইহাতেও অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, সিদ্ধান্তলেশঃ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্, ও চিৎসুখী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় সম্পাদনে ব্রতী আছেন। ইঁহাদিগের মহদুদ্দেশ্য যখন দেশের সাধারণ বুঝিবেন, তখন ইহার সমুচিত আদর হইবে।

Preservation of Cows—by Sailendra Krishna Deb, attorney-at-law. To be had from the author, 25, Shampukur Street and 9, Old Post Office Street. Price one anna. pp. 12.

অনেকেই শুনিয়াছেন যে, কলিকাতার এক ট্যাংরা কসাইখানায় প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৪০০ শত গো হত্যা হইয়া থাকে। ইহা হইতেই আমাদের দেশের প্রাত্যহিক গো হত্যার সংখ্যা যে কত বিপুল তাহা অনুমান করা যায়। এই ইংরাজী পুস্তিকাকার এই ভীষণ হত্যা নিবারণের ও গোজাতির সংরক্ষণের বিষয়ে কয়েকটি কার্য্যকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ও সকল দেশের সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই পশুদিগকে যত্নে পালন করিবার কথা আছে, তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

কায়স্থ-কুল-সেবক। শ্রীচিরঞ্জীলাল মাথুর, বি-এল্,এল্‌টি ও শ্রীমিশ্রীলাল কিষণলাল মাথুর, সম্পাদিত এবং রাজপুতনা, যোধপুর, কায়স্থলিটরেরীক্লব্ হইতে হিন্দি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত। অক্‌টোভো ২০ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। গত জানুয়ারী হইতে প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় ঈশ-বিনয়, পরিচয়, আয়ো হব গলে মিলে, জাতীয়প্রেম, তব ঔর অব, মাতৃত্ব, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, প্রশ্নোত্তর, কায়স্থরত্নচরিত্র, প্রতাপস্কুল, এই কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই সরল ভাষায় সহজ বোধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষাভাষীও ইহার গ্রাহক হইলে অনেক নূতন কায়স্থ-তত্ত্ব পাইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন ঃ—

পুণ্যতীর্থ চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, সীতাকুণ্ড ও বাড়বানলকুণ্ড-নিলয় চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শবার্ষিক মহাধিবেশন, আগামী ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র (ইং ৩০শে ৩১শে মার্চ্চ) শনি ও রবিবার হইবে। এই উপলক্ষে সমাজ-হিতৈষী কায়স্থবৃন্দ এবার চট্টগ্রামে গমন করিলে একদিকে যেমন পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, অপরদিকে তেমন প্রকৃতির অনন্ত শোভার ভাণ্ডার পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য এবং মহোর্ম্মিমালী বঙ্গোপসাগরের বীরত্বব্যঞ্জক বাতবিহ্বলতা সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। ভরসা করি পুণ্যাত্মা স্বহৃদয় সমাজ-হিতৈষী কায়স্থ মহোদয়গণ এ শুভসুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না।

চট্টগ্রামে এই বার্ষিক অধিবেশনের উপলক্ষে তথায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—তত্রত্য প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, বি-এল্, এবং কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব দাস, এল্-এম্-এস্ এবং সমিতির সদস্যগণের মধ্যে জমিদার শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত, মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, বি-এল্, শ্রীযুক্ত রজনীলাল সেন, বি-এল্ এবং কণ্ট্রাক্টর্ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত হোড় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাখা কায়স্থ-সভা ঃ—

চট্টগ্রামের কায়স্থ সাধারণ সেদিন এক সভা আহবান করিয়া তথাকার পুরাতন সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সভায় সভাপতি—শ্রীযুক্ত তারাচরণ সেন, উকিল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্পাদক—জমিদার, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত ও মোক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন। কোষাধ্যক্ষ—মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহঃসম্পাদক—মোক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেন এবং শতাধিক সভ্যও হইয়াছেন।

সভাসমিতি ঃ—

গত বড়দিনের বন্ধে জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ মহকুমার জয়পাড়া

প্রভৃতি স্থলে সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্থানীয় প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশধর রায় শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন শূর, অশীতিপরবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নন্দকুমার গুহ এই দুই মহাত্মাকে সঙ্গে লইয়া কায়স্থগণের বৈদিক রীত্যনুসারে উপনয়ন গ্রহণ করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য প্রত্যেক কায়স্থ বাটীতে গমন করিয়া ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া-দিয়াছেন। ইহাতে সকলেই তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন।

কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য সুবক্তা শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার বর্ম্ম মহাশয় সভার উদ্দেশ্য প্রচার করার অভিপ্রায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার কতিপয় সুহৃদসহ গত ১৯শে পৌষ, জেলা নদিয়ার অন্তর্গত আন্দালপুরে গমন করেন। তথায় কোন সামাজিক ক্রিয়ার বহুসংখ্যক কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন। ইনি কেবল সমবেত ভদ্র-লোক লইয়া সভা করেন। সকলেই স্বজাতির উন্নতিকর উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করেন; শুধু শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ ব্রাহ্মণের উপদেশ ব্যতীত ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, প্রকাশ করেন। সংবাদদাতা এই সংবাদ লিখিয়া মেহেরপুর অঞ্চলে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেন। আমাদের মনে হয়—যে জাতিতে রমেশবাবু এবং শ্রীনারায়ণ বাবুর ন্যায় মহানুভব স্বজাতির নিত্য কল্যাণকামী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রচারকার্য্যে শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্লেশ উপেক্ষা করিতে পারেন, সে জাতির মধ্যে সভার উদ্দেশ্য প্রচার হইতে আদৌ সময়ের অপেক্ষা থাকিবে না। আমরা উভয় মহাত্মার এই স্বজাতি-হিতৈষণায় কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত ১৫ই পৌষ, পাবনা জিলার অন্তর্গত সরাইদহ নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে ও অর্থব্যয়ে এক বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় কোদ্‌লা নিবাসী স্বজাতীবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করেন। প্রায় ১০।১১ খানি গ্রামের কায়স্থ মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নেতৃস্থানীয়গণ মাঘ মাসের প্রথম ভাগে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তর যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিগত ৭ই মাঘ পাবনা সরাইদহের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র চাকীবর্ম্মবিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে দিনাজপুর-রাজ-চতুষ্পাটীর আধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। এই সভায় স্মৃতিরত্ন

মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার ও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্যান্তে উপনয়নাধিকার সর্ব্ব সাধরণকে বুঝাইয়া দেন।

পাবনা-তাড়াসের জমিদার, বৈষ্ণব চূড়ামণি, স্বর্গীয় বনমালী রায়বাহাদুর মহোদয়ের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে রাজসাহী "সাধারণ পুস্তকালয়ের" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য, বি-এল্, মহাশয়ের উদ্যোগে ও আহ্বানে গত ২৮ শে মাঘ উল্লিখিত পুস্তকালয় গৃহে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় গণ্য মান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মৈত্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায়, মুকুন্দনাথ ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন আচার্য্য প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ অনেকেই স্বর্গীয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ পাল মহাশয়ের রচিত একটি গান শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়। সকলে এক বাক্যে উক্ত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়কে তৈলচিত্র উপহার প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ইহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, দাতাগণের নিকট একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের তালিকা পাঠাইয়া মাজর্বি বাহাদুরের নাম পুস্তকালয়ে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঐ তালিকার গ্রন্থাবলী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

স্বাস্থ্য-মন্দির :—

গত ২২শে পৌষ, কলিকাতায় ৭৮নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় অনেক গণ্য মান্য মহাত্মা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া "স্বাস্থ্য-মন্দির" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। এই সভার স্থায়ী সভাপতি সুবিখ্যাত নাড়ীজ্ঞানী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মভাবাসাগর এবং স্থায়ী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মসাহিত্য সাগর। এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতি কামনা করি এবং এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপেক্ষা করা হইবে না আশা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের স্মৃতিসংরক্ষণ মানসে শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র মহাশয় ইতি পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায় যে পত্র প্রকাশ করেন, তদনুসারে এবার

জেলা ফরিদপুর, হাট-গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা ॥০ এবং রংপুর তহুরগুজারী কাছারী হইতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার ২৲ প্রেরণ করেন। আমরা ধন্যবাদের সহিত ঐ ২॥০ টাকা গ্রহণ করিলাম। সর্ব্বসমেত ৩৲ হইল।

যশোহরে উপনয়ন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্প্রতি আরও ৬৲ টাকা প্রদান করায় আমরা উহা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম।

সংস্কৃতকলেজের টোলে বেদান্ত বিদ্যার্থীর সাহার্য্যার্থ হুগলী, পানিশেহোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা গত ১২ই মাঘ এককালে ১২৲ টাকা, এবং প্রচারের সাহায্যার্থ টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্, গত বার্ষিক অধিবেশন ৩০৲ টাকা দানের যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, গত ৭ই ফাল্গুন ঐ ৩০৲ ত্রিশ টাকা সভায় প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই উভয় দাতার দানই ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি।

প্রেরিত :—

(ফরিদপুর কায়স্থ প্রচার সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ)

ভগবদিচ্ছায় প্রচার-সমিতি দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া গত ১লা ফাল্গুন ৩য় বর্ষে পদার্পন করিয়াছে। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করা সম্পাদকের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছায় জগৎ চলে, মানুষও তাঁহার ইচ্ছাধীন, কর্ম্মগৌরবে স্ফীত বা বিফলতায় অবসন্ন মানুষ মাত্রেই হইয়া থাকে, সে কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমানে; বস্তুতঃ স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যাহা উক্ত হয়, তাহা ভগবচ্ছক্তিতে নিয়ন্ত্রিত। "যার কর্ম্ম সেই করে, লোকে বলে করি আমি।" প্রায় লোকেরই এইরূপ মনের ভাব, আমরাও ঐ শ্রেণীভুক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সুতরাং আমাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মের সাফল্য যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা ঘোষণা করিতে বলবতী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। প্রচার-সমিতি গতবর্ষে তাহার অনুগ্রাহক পৃষ্ঠপোষক স্বজাতিবর্গের আন্তরিক যত্ন ও সহায়তায় উদ্দেশ্যপথে যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যায়। সমিতির হিতৈষীগণ অর্থ সাহায্য করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া—স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রচার করত, স্বজাতিবৃন্দকে সংস্কার গ্রহণে প্রবুদ্ধ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যশস্কর। গতবর্ষে প্রচার-সমিতির বেতন ভোগী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রচার করত যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমফলে ক্ষয়রোগে উক্ত প্রচারক

শয্যাশায়ী হইলে প্রচারকের অভাব অনুভূত হয়। সুখের বিষয়, স্বজাতি প্রাণ অক্লান্তকর্ম্মী ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা স্বেচ্ছা প্রচারক পদে ব্রতী হইয়া আশানুরূপ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বহু স্বজাতিকে গৃহীতোপবীত করিয়া কর্ম্মশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা উকিল ও কুলভাস্কর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, কায়স্থ হিতকামী ব্রাহ্মণ বংশধর শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়দ্বয়ও কায়স্থেগণের সংস্কারবিস্তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কেদারনাথ দুইটী কেন্দ্রের সমুদায় ব্যয় ভার বহন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সমাজসংস্কার উপলক্ষে জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন—তাঁহার জীবন কায়স্থের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। বিপিন বাবু ও ঘোষাল মহাশয়ের নীরব কার্য্য কু-সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল কায়স্থকেও সংস্কার গ্রহণে উৎসাহী করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদ ভাজন, সম্পাদক সাক্ষী গোপাল মাত্র, কর্ম্মের গৌরব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সফলতা লাভ করায় তিনি আনন্দ লাভ হইতে বঞ্চিত নহেন। গতবর্ষে ফরিদপুর জেলায় ২৬টী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া বিভিন্ন বহু গ্রামের ৫৮৮ জন কায়স্থ সন্তান উপবীতী হইয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পরিয়াছেন। যাঁহাদের উদ্যোগে যাঁহাদের ভবনে ও অর্থব্যয় ঐ সকল কেন্দ্রের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে—যথা সময় আমরা তাহা প্রকাশিত করিয়াছি।

তাঁহারা ধন্য এবং তাঁহাদের আদর্শ কর্ম্ম অন্যান্য কায়স্থের অনুকরণীয়, প্রচার-সমিতির নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাঁহারা সমিতিকে দুশ্ছেদ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন! তন্মধ্যে বেড়াদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসুবর্ম্মা, দোলকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজ-কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মতিলাল সোমবর্ম্মা, শৈলডুবি নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার বর্ম্মা ও দিগনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মোহন মিত্রবর্ম্মা মহাশয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত প্রচার-সমিতির প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হইত—ইঁহারাই প্রাণদাতা বন্ধু। ভগবান ইঁহাদের কল্যাণ করুন। গতবর্ষের সর্ব্ব প্রকারে আয় ১৪৩৸১০ টাকা মোট ব্যয় ৮৮৶১০ (প্রচারকের মাহিয়ানা ৭৫৲ মনিঃ কমিশন ৸৶০, পোষ্টেজ ৩৶১০, মুদ্রণ ব্যয় ৬৷৷০, চাঁদা আদায় খরচ ২৷৷৶০) বাকী তহবিল ৫৪৸৶০ টাকা মাত্র। পরিশেষে কায়স্থ-পত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ। তাঁহারা সমিতির জন্য মন্তব্যাদি প্রকাশ করিয়া প্রচুর উপকার করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের অন্যতম নেতা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় অশেষ উপকারে বাধিয়া রাখিয়াছেন। অনেক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কায়স্থ মহাত্মা সমিতিকে অর্থানুকূল্যে ও কর্ম্মশীলতায় যেরূপ উপকৃত করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয় উভয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। কায়স্থ মহাত্মাগণ সমীপে প্রার্থনা, তাঁহারা প্রচার সমিতির উপযোগিতা ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করুন জাতীয় কালিমা প্রক্ষালিত হইয়া যাউক—জাতি ধন্য হইবে।

বিনীত—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,
সম্পাদক।

উপনয়ন ঃ—

১লা কার্ত্তিক, ১৩২৪। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার চেষ্টায়, ঢাকা, রাজানগর নিবাসী বঙ্গজ শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু (ইনি দার্জ্জিলিংএ পৈতা লইয়াছেন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত জয়গোপাল শর্ম্মা)।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৪। জেলা ফরিদপুর, খালিয়ার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দাস বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে, ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির চেষ্টায় এক কেন্দ্র হইয়া নিজ গ্রামের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস, কামিনী কুমার দাস, রজনীকান্ত দত্ত, বিষ্ণুচরণ নাগ, যোগেশচন্দ্র নাগ, বিশেশ্বর দেব, চাঁদমোহন দাস, যাদবচন্দ্র নন্দী, এবং গঙ্গারামপুরের শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথরায়, অবিনাশচন্দ্র তপাদার, বগাইলের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, এই ১১ জন বঙ্গজ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন—সানেরপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, দুর্গাচরণ আচার্য্য, শ্রীধর চক্রবর্ত্তীও ব্রতী ছিলেন। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত মতিলাল বর্ম্ম মজুমদার এতদর্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ উকিল মহাশয়ের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। যশোহর খাশিয়াল কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র সরকার, নকুলচন্দ্র ঘোষ, তিনকড়ি ঘোষ, এই ছয় জন দক্ষিণরাঢ়ী যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

২রা মাঘ, ১৩২৪। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার চেষ্টায় মহেশ্বরদী পরগণার পাঁচকুথি গ্রামের শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল দত্ত, কিষণ লাল দত্ত, প্রশান্তি দত্ত, দেবেন্দ্র মোহন সিংহরায়চৌধুরী, কান্দাইল নিবাসী শ্রীযুত হেমাঙ্গশেখর ভৌমিক এবং বিক্রমপুর কাজিরপাগলা নিবাসী, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার্ শ্রীযুক্ত শ্যামা

প্রসন্ন বসু। এই সকল বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

৪ঠা মাঘ, ১৩২৪। ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার চেষ্টায় মালখানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, এবং পাঁচরুখি নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দত্ত। যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীতি হইয়াছেন। সকলেই বঙ্গজ।

১০ই মাঘ, ১৩২৪। ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির বিশেষ চেষ্টায় বোর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ৫নং কৃপানাথ লেনস্থ ভবনে তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দৌলৎপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, খিলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা ঘটমাঝির শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দেববর্ম্মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা ধন্যবাদার্হ।

বোর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব, বিজয়কুমার দেব, মণীন্দ্রনাথ দেব, হরেন্দ্রকুমার দেব; শিরাখাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র গুহ, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস; দত্তপাড়া নিবাসী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, মণীন্দ্রমোহন মহালানবীশ, হোসন পতিয়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, রাঘদী নিবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার, শ্রীনদীর—শ্রীযুক্ত লোকনাথ দেববাহারী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, সাং দিঘলিয়া কাশীমপুর; শ্রীযুক্ত তুলসীকুমার ঘোষ, সাং বগাইল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল পাল, সাং সরমঙ্গল; শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দাস, সাং খালিয়া, শ্রীযুক্ত মণিমোহন দাস, সাং আমগ্রাম। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেব, সাং ইশিবপুর। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুহ, সাং আবদুল্লাবাদ। শ্রীযুক্ত বনমালী দাস, সাং নিলখী।

১০ই মাঘ, ১৩২৪। পাবনা, সরাইদহের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ বর্ম্মমহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে, তাঁহার নিজ বাটীতে, জনৈক অদ্বৈতবংশীয় প্রভু সন্তানের পৌরোহিত্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত ৮ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিতান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

সরাইদহ নিবাসী—(উ) শ্রীমাখনলাল ঘোষ। কোদালা সাকিনের—(উ) শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, শিবচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, (বা) যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, খুদীরাম নন্দী, মণীন্দ্রমোহন গুহ; (বা) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নন্দী, সাং সরাই। (বা) শ্রীকৃষ্ণধন দত্ত, সাং দাঁথিয়া।

২২ই মাঘ, ১৩২৪। পাবনা জেলার অন্তর্গত সরাইদহ গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে তাঁহার নিজ বাটীর কেন্দ্রে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও জনৈক অদ্বৈত-বংশীয় প্রভু সন্তানের পৌরোহিত্য নিম্নলিখিত ১১ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্যান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

দাঁথিয়া নিবাসী—(বা) শ্রীদিগাম্বর দেব, অনাথবন্ধু দেব, কেদারনাথ বিশ্বাস, তরণীকান্ত দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সরাইদহ সাকিনের—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দেব, শরচ্চন্দ্র সরকার, বিধুভূষণনন্দী, মহেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীযুক্ত সীতানাথ শূর, সাং ভূঞাগাড়ী, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস, সাং চাঁন্দাইকোনা।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২৪। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রাহাবর্ম্ম মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাটীর কেন্দ্রে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত মৌশা গ্রাম নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন;—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব, উপেন্দ্রনাথ দেব, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২ রা ফাল্গুন ১৩২৪। শোভাবাজার রাজবাটী কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্ম মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান শীতলকৃষ্ণ দেব রীতিমত যজ্ঞাদি করিয়া বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। (দক্ষিণরাঢ়ী)।

৮ই ফাল্গুন ১৩২৪। কোন্নগর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মার পুত্র শ্রীমান শিবপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা যথারীতি সাবিত্রীগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিও দক্ষিণরাঢ়ী।

১০ই ফাল্গুন, ১৩২৪। সোমেশপুর-কায়স্থ-সম্মিলনীর প্রযত্নে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিলেন। জেলা ফরিদপুর যশাই গ্রামের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

যশাই সাকিনের—দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার, কিরণচন্দ্র সরকার, মোহিণীমোহন ঘোষ। মেঘনা সাকিনের—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নাগ, প্রিয়নাথ নাগ। বনগ্রামের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ক্ষুদিরাম মিত্র। নিবহা নিবাসী—শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস। মাঝাপাড়ার শ্রীযুক্ত বিজয়শঙ্কর পাল।

যশাই এবং মেঘনা এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য শক্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে ২।৪ জন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন কায়স্থের পৈতা গ্রহণের একাগ্রতায় মনে হয়, কায়স্থের শূদ্রাত্বপবাদ অচিরে পদদলিত হইয়া কায়স্থ-সমাজ হইতে শূদ্রত্ব বিদূরিত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যূহ পরিবেষ্টিত এই স্থানের কায়স্থ সন্তানগণ জাতীয় পঙ্কোদ্ধার করিতে যে প্রকার ক্ষত্রোচিত সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইঁহারা শূদ্রত্ব কালিমা

বিজড়িত কায়স্থদিগের নিশ্চয়ই দৃষ্টান্তস্থল হইবেন। নিকটবর্ত্তী সাতবাড়িয়া গ্রামের কায়স্থ নামধেয় সরকার বংশীয় কয়েকজন এই কেন্দ্রে উপবীতী হইবেন কথা ছিল, ব্রাহ্মণ ভয়ে তাহারা নাকি অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। এই কেন্দ্রের উদ্যোগী নিবহ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বিবাহ ঃ—

বিনাপণে :—

৪ঠা মাঘ, ১৩২৪। পটলডাঙ্গার জমিদার, সভার প্রাচীন সভ্য ৺চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীর সহিত চন্দননগরের সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ, এম্-বি, মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রসাদের। উভয়ে দক্ষিণরাঢ়ী।

২১ মাঘ, ১৩২৪। শিবপুর, হাওড়া। বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণের সহিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যার। উভয় দক্ষিণরাঢ়ীয়।

৭ই ফাল্গুন, ১৩২৪। কলিকাতা। বর্দ্ধমান কাইগ্রামের শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নলিনচন্দ্র দত্তের শুভ পরিণয়ে নিবারণ বাবু যৌতুক পর্য্যন্ত দিতে দেন নাই। উভয়ে দক্ষিণরাঢ়ীয়।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪। কলিকাতা। সভার সভ্য হাটখোলার দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার। উভয় দক্ষিণ রাঢ়ীয়।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪। মুঙ্গের। ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকীর নিকট পুড়োর দত্ত বংশীয় ৺প্রমথনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র, সভার সভ্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের (উত্তর পশ্চিমস্থ বেরীলিতে হেড্‌মাষ্টার) সহিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত শিবহাটীর পদ্মনাভ ঘোষ বংশীয় ৺ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতার। উভয়ে বঙ্গজ।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪। জেলা মুর্শিদাবাদের, কামনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সতীনাথের সহিত, বীরভূম-জগুটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়ের কন্যার। উভয় উত্তর রাঢ়ী।

আন্তর্গণিক :—

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪। ভবানীপুর, কলিকাতা। হাজারিবাগের জমিদার ও উকীল দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ৺বিহারীলাল ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিকাশচন্দ্রের সহিত ঢাকা নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গজ ৺প্রাণকুমার দাসের পৌত্রী শ্রীমতী সুধাময়ীর। এ বিবাহেও দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

ক্ষত্রিয়াচারে :—

৭ই ফাল্গুন, ১৩২৪। কলিকাতা রাজাবাগান ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান শৈলজাপ্রসাদ দত্তের সহিত ৭নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাধুরী ময়ীর।

দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় :—

৭ই ফাল্গুন, ১৩২৪। কুমারটুলী নিবাসী ৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কমলাবালার গ্রেষ্ট্রীট্ নিবাসী ৺সতীশচন্দ্র হালদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাধাকৃষ্ণের সহিত।

শ্রাদ্ধ ঃ—

১৪ই পৌষ, ১৩২৪। যশোহর ধোপাদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার মহাশয় তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন।

১৮ই পৌষ ১৩২৪। কলিকাতা সিকদার বাগান ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্রবর্ম্মা তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন। শ্রাদ্ধে স্বীয় কুলপুরোহিতই আমিশান্নের পিণ্ডদান করান। এই শ্রাদ্ধে হাতিবাগানের তাবত ব্রাহ্মণ ভোজন এবং অধ্যাপকগণ বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে হাতিবাগানের কোন অধ্যাপক বিদায় গ্রহণ করেন নাই, এবং ত্রয়োদশাহের শ্রাদ্ধেও জলস্পর্শ করেন নাই। এবার তাঁহাদের দয়ায় আমরা অনুগৃহীত।

চট্টগ্রাম গৈরালা গ্রামের ৺মহিমচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মার আদ্য শ্রাদ্ধ গত ৬ই মাঘ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। হাবিলাস্‌দ্বীপ নিবাসী শ্রীযুত নবকুমার তর্কপঞ্চানন, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, খিতাপচর নিবাসী—শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত কৃতিরত্ন; বাগ্‌দণ্ডি নিবাসী—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চান উপস্থিত থাকিয়া তিলকাঞ্চনাদি ও অন্ন জল ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করান এবং মধ্যাহ্নকৃত্য রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ যোগ দেন নাই।

চট্টগ্রাম গৈরালা গ্রামের ৺দিগম্বর বিশ্বাস বর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ গত ১১ই ফাল্গুন ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ ভিন্ন আরও পাটালিকোটা নিবাসী শ্রীযুত কালীকান্ত তর্ক পঞ্চানন, বরমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম ন্যায়রত্ন, শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ, সারোয়াতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিরত্ন, কাননগোয়পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর শিরোমণি এবং ইষ্ট দেবতা, কুলপুরোহিত ও বিভিন্ন গ্রামের ৫৬জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সকলে মধ্যাহ্নে আহার করিয়াছেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ঢাকা পাঁচরুখী গ্রামের শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম মহাশয় তদীয় স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ঢাকানগরীতে সম্পন্ন করিয়াছেন। সহরের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। যোগেশ বাবু সকলকেই ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। শ্রীযুত মদনমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৩ই মাঘ, ১৩২৪। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত বসন্ত কুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল সভ্রাতৃক তদীয় মাতৃ শ্রাদ্ধ তাঁহার স্বগ্রামে মালখালগরে অতি সমারোহের সঙ্গে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুত রামকিশোর বিদ্যারত্ন মদন মোহন বিদ্যানিধি, যশোদা কুমার বিদ্যালঙ্কার, প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। বসন্ত বাবুর জ্ঞাতিবর্গ সকলেই পরমোৎসাহে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ঢাকা হইতেও বহু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া মালখালগরে গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় চারি সহস্র দরিদ্র এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারে ভুরি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। বসন্ত বাবুর কুলপুরোহিতই এই কার্য্য করান।

১৫ই মাঘ, ১৩২৪। ঢাকা, বহর নিবাসী শ্রীযুত সুধন্য কুমার বর্ম্ম বসুরায় চৌধুরী তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে গঙ্গাতীরে সম্পন্ন করিয়াছেন।

৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪। ঢাকা ভরাকর নিবাসী শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, Excise Supdt. মহাশয় তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ তাঁহার কার্য্যস্থল কুমিল্লায় ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুত রামকিশোর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ৬ জন পণ্ডিত ও অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিতি হইয়াছিলেন। অশ্বিনীবাবুর কুল পুরোহিতই এই কার্য্য করিয়াছেন। কুমিল্লা প্রবাসী বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, ও ফতেয়বাদ নিবাসী সমুদয় কায়স্থ সন্তানগণই এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

১৬শ বার্ষিক অষ্টমাধিবেশন।

১৩ই মাঘ, ১৩২৪, অপরাহ্ণ ৫॥টা।

৭৬।২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত (সভাপতির আসনে)।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্ম কাব্যার্ণব।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) মাঃ বিনোদবিহারী বসু।
(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বর্ম্ম সরকার।
(দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।
(দ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(ব) „ মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মচৌধুরী (পূর্ব্ববঙ্গ শাখা সভার সহঃ সম্পাদক)
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদক।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত }

বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা অনিবার্য্যকারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার কার্য্যের সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

অদ্য সভাপতি বা সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণদত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভান্তে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গতসপ্তমাধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্রথমেই (ক) সার চন্দ্রমাধবঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ কর্ত্তব্য নির্ণয়ের আলোচনা হয়, এবং কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় :—

(১) আগামী দুই সপ্তাহ মধ্যে সার ঘোষ মহাশয়ের অভাবে শোক-প্রকাশ জন্য "ভারত সঙ্গীত-সমাজ ভবনে" কায়স্থ সাধারণকে সমাহ্বান পূর্ব্বক এক বিরাট সভা করা হউক এবং উক্ত মহাসভায় দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(২) এই শোক-সভার কার্য্য সংসাধন জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া কার্য্যকরি সমিতি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত।
" জ্ঞানচন্দ্র বসু মল্লিক।
" নিবারণচন্দ্র দত্ত।
" রায় বিনোদবিহারী বসু।
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
" দয়ালচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ।
" সুরেন্দ্রনাথ রায়।
" মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
" যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
" শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা
" কিরণচন্দ্র দত্ত। } সম্পাদক।

(৩) আপাততঃ এই সংবাদ সার ঘোষ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রেরণ করা হউক।

(খ) অপর সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের কথা উঠিলেই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ ও কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনবর্ম্মার মৃত্যুতে তাঁহাদের অতীত জীবনে কে কিরূপ কায়স্থ-সভার হিতসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক শোক-প্রকাশ করা হইল। অনন্তর উভয় মহাত্মার পুত্রকে সভার সমবেদনা জানাইয়া সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক স্থির হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের রাজ-সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের মধ্যম পুত্র কৌন্‌সলীপ্রবর শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্র, বি-এল্, মহোদয় ইংরাজী নববর্ষে ভারতসরকার কর্ত্তৃক তদীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় পিতৃবৎ স্যার (knight hood) উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় এই সভা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়— সভার এই আনন্দবার্ত্তা উক্ত মিত্রমহোদয়কে জানান হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন ;—

(উ) শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ, বি-এল্, সাং ৫নং গোপাল চাটুর্য্যের লেন্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
(দ) ,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, কাঁকুড়গাছী, বেলেঘাটা।
(দ) ,, গোবর্দ্ধনবিহারী বসু, জমিদার, পানিশেহালা, হুগলী জেলা।
(উ) ,, অন্নদাকুমার দত্ত, সেরেস্তাদার, সোনামুরা, আগরতলা, (ত্রিপুরা)
ইঁহাদের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
(বা) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দেব, সাং শিবগঞ্জ, বগুড়া জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নন্দীবর্ম্মা (পত্রযোগে)।
(দ) ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, বোগিয়া, যশোহর জেলা।
(দ) ,, বিষ্ণুপদ দে, বেলেঘাটা।
(দ) ,, মনোমোহন মিত্র, সাং বাণপুর, নদীয়া জেলা।
(দ) ,, বিপিনবিহারী বসু, সাং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
ইঁহাদের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (প্রচারক)।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) শ্রাদ্ধে মিত্র-ভোজনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মনুর ৩১।৩৬-৩৭ শ্লোকে পিতৃশ্রাদ্ধে সুহৃদ

নিমন্ত্রণের নিষেধ আছে। ঐ অনুশাসনটি বর্ত্তমান সময় কায়স্থ-সমাজে প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে কিনা ?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া মাত্র সভার সকল সভ্যই আলোচনার আপত্তি করিলেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—"মনুর ঐ অনুশাসন বর্ত্তমান কালে সমাজে চলিতে পারে কিনা সমিতি আলোচনা করিতে প্রস্তুত নয়, কারণ প্রচলিত নিয়ম অন্যরূপ, কিন্তু যদি কেহ মনুক্ত শ্রাদ্ধ যথাযথরূপে করিতে পারেন, করুণ, আপত্তি নাই।

(খ) অবৈতনিক ঘটক নিয়োগ। এই প্রস্তাবটী এ বৎসরের প্রথম হইতে সভার বিবেচনাধীন হইয়া আসিতেছিল। অদ্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল;—আপাততঃ পরীক্ষার্থ রংপুর-শাখা-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথঘোষ বর্ম্মা মহাশয়কে কায়স্থ-সভা অবৈতনিক ঘটক নিয়োগ করিলেন; তাঁহার কার্য্যে সাফল্য লাভ হইলে অন্যত্রও বিবেচনা করা হইবে।

(গ) প্রচারকের বেতন সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌষ মাসের কার্য্য সন্তোষ জনক নহে, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার ঐ মাসের বেতন এবং বর্ত্তমান মাসের যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন তৎকালের বেতন দেওয়া হইবে কিনা সভার মত জিজ্ঞাসা করায়, কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল,"প্রচারক মহাশয়কে পৌষ মাসের বেতন দেওয়া হউক, কিন্তু বর্ত্তমান মাসে যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন দেওয়া হইবে না।"

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু।
সভাপতি
১৯।১১।২৪

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন।

(প্রথম দিন)

সন ১৩২৪ সালের ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র, শনি ও রবিবার, চট্টগ্রামে "কিরণচন্দ্র-নাট্য-মন্দিরে" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হয়। বিভাগীয় কমিশনার মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি-আই-ই মহোদয়ের আগ্রহে, তত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান্, প্রখ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, বি-এল্ মহাশয়ের প্রযত্নে, সুবিখ্যাত মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত এবং গৈড়ালনিবাসী শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের স্বজাতি বাৎসল্যে ও ঐকান্তিকতায়, নাজির শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত, মোক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী এবং Oriental Accademyর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, মহাশয়গণের সহযোগিতায়, বিশেষতঃ সহরবাসী গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয়গণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচর্য্যায় এই মহাধিবেশন সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

অভ্যাগতগণের মধ্যে মাননীয় সভাপতি রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালের প্রতিনিধিবর্গের সহিত চট্টল-কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় কমলাকান্ত সেন মহাশয়ের ভবনে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের ভবনে, রায় বিনোদবিহারী বসু (জমিদার) ও রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গীয় অন্নদাচরণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে এবং অপরাপর অভ্যাগতবৃন্দ ৺রাজচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থান করেন।

এবার অভ্যর্থনা-সমিতি দূরদেশের পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন নাই। এজন্য কায়স্থ-সভার নিত্য আশীর্ব্বাদক, কলিকাতার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার পণ্ডিত, ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি এবং কায়স্থ-সভার কেন্দ্রাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়, মাত্র এই তিন জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন, শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ, রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ, হরশঙ্কর স্মৃতিরত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, কালীকুমার

বিদ্যারত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি, এতদ্ভিন্ন মোক্তার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সুধীবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কায়স্থ-সভার সভ্য এবং যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যতটা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল।

মতিহারী হইতে—

(উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।

হাবড়া হইতে—

(ব) শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

(দ) ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, এম-এ, অধ্যাপক।

কলিকাতা—

(দ) রায় ,, বিনোদবিহারী বসু, বি-এ।

(দ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্।

(ব) ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ব্যারিষ্টার।

(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী।

(দ) ,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

(ব) ,, কৈলাসচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

(ব) ,, প্রসন্নকুমার বসু।

২৪ পরগণা—

(দ) মান্যবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি-আই-ই, বিভাগীয় কমিশনার, সাং ঘুঘুডাঙ্গা।

(দ) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে, আই-সি-এস, জিলা জজ নোয়াখালি, সাং ঐ

(ব) ,, বসন্তকুমার রায়, এম্-এ, অধ্যাপক।

নদীয়া—

(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা (জমিদার, সাং চাকদহ)।

(দ) ,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মাচৌধুরী।

(দ) ডাক্তার বসন্তকুমার বিশ্বাস বর্ম্মা।

রাজসাহী—

(ব) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা।

রংপুর—

(ব) শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।

(বা) ,, রাধিকানাথ রায় বর্ম্মা।

দিনাজপুর—

(ঝ) ,, মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, উকিল।

(বা) ,, যোগেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা, উকিল।

(বা) ,, অনাদিলাল বিশ্বাস, মোক্তার।

চাকা—

(র) মান্যবর রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা, বি-এল্, সাং শেখর নগর।

(ব) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্, একসাইস্ সুপারিটেডেণ্ট, সাং ভরাকর।

(ব) ,, শ্রীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল এবং সম্পাদক ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভা, সাং বজ্রযোগিনী।

(ব) ,, প্রিয়লাল বসু, সাং শ্রীনগর।

(ব) ,, অভিলাষচন্দ্র ঘোষ, বি-এল, উকিল, সাং পাকুন্দিয়া।

(ব) ,, নলিনীকান্ত বসু বর্ম্মা, সাং কাজির পাগলা।

(ব) ,, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং ভরাকর।

(ব) ,, জগদীশচন্দ্র মিত্র, জমিদার, রাজাবাড়ী।

(ব) ,, কালীমোহন রায়, সাং শেখরনগর।

(ব) ,, যামিনীমোহন সেন, বি-এ, সাং শেখরনগর।

(ব) ,, জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এল্, সাং মালখানগর, সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভা।

(ব) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বর্ম্মা, সাং আটি, পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার সহঃ সম্পাদক।

(ব) ,, হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, সাং ব্রাহ্মণকিত্তা।

(ব) ,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রায়, সাং ঐ।

(ব) ,, নন্দকুমার বসু রায়, সাং বহর।

(ব) ,, শ্রীশচন্দ্র সোম, বি-এল্, মুন্সেফ্, সাং বজ্রযোগিনী।

(ব) শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা, সাং বোয়ালি।
(ব) ,, শ্রীমন্তচন্দ্র হোড়, সাং উথলি।
(ব) ,, নিবারণচন্দ্র মৌলিক বর্ম্মা, সাং তেওটিয়া।
(ব) ডাক্তার সতীশচন্দ্র ঘোষ, বিক্রমপুর।
(ব) ,, জ্ঞানচন্দ্র গুহ, সাং পাইকপাড়া।
(ব) ,, রমেশচন্দ্র ঘোষ, সাং বসুরবরুণা।
(ব) ,, মহেন্দ্রকুমার নাগ বর্ম্মা, সাং তেওর।
(ব) ,, রাইমোহন মিত্র, সাং পাইকপাড়া।
(ব) ,, কুমুদবন্ধু বসু সাং বজ্রযোগিনী।
(ব) ,, আশুতোষ বসু, সাং ঐ

ময়মনসিংহ—

(ব) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, বি-এ, সম্পাদক, 'চারুমিহির'।
(ব) ,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ফরিদপুর—

(ব) ,, চন্দ্রকান্ত রায়, সাং দাসেরজঙ্গল।
(ব) ,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক, ফরিদপুর প্রচার-সমিতি।
(দ) ,, লালবিহারী ঘোষ, সাং বাউসথালি।

বরিশাল—

(ব) ,, সারদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, গভর্ণমেণ্ট উকিল, ময়মনসিংহ, সাং কাশীপুর।
(ব) ,, রসিকচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, সাং বানরীপাড়া।
(ব) ,, রসিকচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, সাং গাভা।
(ব) ,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, সাং চাঁদসী।

কুমিল্লা—

(ব) ,, মহেন্দ্রচন্দ্র দত্তরায়, সাং ভেলানগর।
(ব) ,, কামিনীকুমার দাস, সাং কুঠী।
(ব) ,, জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, সাং সাহেবাবাদ।
(ব) ,, দুর্গাপ্রসাদ দত্ত, সাং চাঁদপুর।
(ব) ,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা, উকিল, চাঁদপুর।
(ব) ,, অসিতচন্দ্র দত্ত, ঐ

(ব) শ্রীযুক্ত কমলমোহন রায়, ঐ
(ব) ,, বিপিনবিহারী গুহ, উকিল ঐ

যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া তারযোগে সভার কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ঠিকানা লিখা যাইতেছে ;—

(উ) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম্-এ, দিনাজপুর।
(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, টাকী।
(দ) শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন, বি-এল্ কলিকাতা।
(ব) ,, শুভময় দত্ত, বি-এল্, উকিল, নোয়াখালি।

যাহারা পত্রযোগে অনুপস্থিতির কারণ জানাইয়া সভার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ;—

(বা) কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর, জমিদার, তড়াশ, পাবনা।
(দ) রাজা ,, প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
(ব) রায় ,, রাজকুমার দত্ত বাহাদুর, সাং হরিনারায়ণপুর, নোয়াখালী।
(দ) রায় ,, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, জমিদার, নড়াইল, যশোহর।
(উ) কুমার ,, মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাঁশবেড়ে, হুগলী।
(ব) ,, কালীপ্রসন্ন সরকার বি-এ, সম্পাদক, 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' ফরিদপুর।
(দ) ,, কিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, কলিকাতা।
(ব) ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সম্পাদক, ফরিদপুর প্রচারক-সমিতি। ইশিবপুর, ফরিদপুর।
(ব) ,, শ্রীনাথ নাথক, পুঠিয়া, রাজসাহী।
(বা) ,, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্-এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
(দ) ,, গোবর্দ্ধনবিহারী বসু, জমিদার, পাণিশেহোলা, হুগলী।
(উ) ,, রাখালরাজ সিংহ ঠাকুর বর্ম্মা, কামনগর, মুর্শিদাবাদ।

চট্টগ্রামের বাহির হইতে যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও ফেণী হইতে অনেক কায়স্থ মহাত্মা সভায় উপস্থিত হইয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপবিভাগ হইতেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কায়স্থ, এমন কি রাঙ্গামাটী হইতেও অনেকে আগ্রহের সহিত সভায় যোগদান করেন।

স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে প্রবীণ উকিল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত

ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, স্বীয় পুত্রদ্বয়ের সহিত, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক, চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্, মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত (নাজির,) কায়স্থোন্নতি বিষয়ে অদম্যোৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্র চন্দ্র ধর, জমিদার, শ্রীযুক্ত কমলকুমার ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, বি-এল্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রক্ষিত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত হোড়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল দাস, উকিল,) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, শিক্ষক, শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র দেব চৌধুরী, বি-এল্, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বল্, শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ, (উকিল,) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নন্দী, (উকিল,) শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন বি-এল্, প্রভৃতি প্রায় আট শতাধিক কায়স্থ এই মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ ও সভ্যবৃন্দে সভাগৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রায় একটার সময় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত হইলে "ডবল্‌মুরিং বান্ধব-সমিতি" সভার কল্যাণ অভিলাষে ঐক্যতান বাদন দ্বারা সকলকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর সুকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত বিরচিত "আজি স্বাগত সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ" এই আবাহন গীতিটি উক্ত বান্ধব সমিতি তানলয় সহকারে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া গান করিলেন। গানটি এই ;—

আবাহন গীতি।

আজি স্বাগত সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ ভুবন-জন-(মন)-মোহন-ক্ষেত্রে।
যেথা স্বয়ম্ভু-শেখর চুম্বিত সাগর বহে নির্ঝর শত অন্তর-নেত্রে॥
যেথা পুষ্পিত-কানন পিক-কুহরণ অলি-গুঞ্জন-মধু-মুখর নিত্য।
যেথা শঙ্খ-ইছামতী-কাঞ্চী স্রোতস্বতী তুষিছে নিতি কত তৃষিত-চিত্ত॥
যেথা বাড়ব-অনল জ্বলিছে উজ্জ্বল করি নির্ম্মল ধরণীতল পুণ্যে।
যেথা ধর্ম্ম চতুষ্টয় প্রীতি-বদ্ধ-রয় ঘোষি অক্ষয়-মিলন-জয় শূন্যে॥

সেই ভুবন-জন (মন) মোহন-ক্ষেত্রে
আজি হে সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ লহ বন্দন প্রেম-করুণ-নেত্রে॥
আজি উঠুক্ জাগিয়া মূর্চ্ছাতুর হিয়া দীক্ষা লইয়া দীপ্ত অনল-মন্ত্রে।
আজি নব কর্ম্ম-বল সাধনা অটল তুলুক হিল্লোল সুপ্ত-মরম-তন্ত্রে॥
আজি বিঘ্ন-ব্যবধান হোক্ অবসান নবীন প্রাণ চেতায়ে সারা বঙ্গে।
মোরা বেছে লব স্থান গৌরব-অম্লান সত্য মহান্ মুক্তি জগত কক্ষে॥
আজি তুচ্ছ নহি মোরা ক্ষুদ্র নহি মোরা নহি নহি মোরা-ঘৃণিত কিবা নিঃস্ব।
আজি নব জাগরণ-জীবন-স্পন্দন করে বর্ষণ মোদেরে (ওই) বিশ্ব॥
এই ভুবন-জন (মন) মোহন-ক্ষেত্রে
স্বাগত সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ আশা-অঞ্জন প্রেম-পীযুষ-নেত্রে॥

আশীর্ব্বচন।

তৎপরে কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক দ্বারা মাননীয় সভাপতি এবং সভা আবাহনকারী-গণের উৎসাহ দাতা মাননীয় কমিশনর মহোদয়কে আশীর্ব্বাদ করেন—

ন্যায়েবৈশেষিকেচপ্রখরতরধিয়োযাবদুক্তোপপন্নং,
বেদান্তে নামধাম প্রভৃতি রহিতং ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপং।
মীমাংসায়ামুপাস্যং যমিহসুধিয়ো মন্ত্ররূপং বদন্তি
যোগেঽনুগ্রাহকং যং কপিলমুনিমতেচাদিবিদ্বাংসমাহুঃ॥
সোঽয়ং কলাবমলচট্টলদেশবাসী
শ্রীচন্দ্রশেখর সমাহ্বয় দেবদেবঃ।
কায়স্থধর্ম্ম পরিরক্ষণসংসদোঽস্যা
বিঘ্নং নিহত্যকৃপয়াকুশলং দদাতু॥

অর্থাৎ ন্যায় বা বৈশেষিকদর্শনে সূক্ষ্মদর্শীগণ যাঁহাকে যাবদুক্তোপপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নাম ধাম প্রভৃতি রহিত বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম বলেন, মীমাংসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতগণ যাঁহাকে মন্ত্ররূপ উপাস্য বলেন, আর পাতঞ্জলদর্শনে যাঁহাকে অনুগ্রাহক, সাংখ্যদর্শনে আদি বিদ্বান্ বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন, কলিযুগের সেই চন্দ্রশেখর নামক, নির্ম্মল চট্টগ্রামবাসী মহাদেব, এই কায়স্থ ধর্ম্ম রক্ষক সভার বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক মঙ্গল বিধান করুন।

চট্টগ্রাম প্রদেশেনিরতিশয় কৃপা বাস্তদেবস্ত তস্ত
শান্তিঃ সর্ব্বত্র যন্নীলমণিকিরণতো রাজতে নাস্ত্যশান্তিঃ।
দস্যুভ্যস্তস্করেভ্যো নহি ভবতি ভয়ং ত্যক্তবৃত্তা যতস্তে
সৌখ্যং শান্তপ্রজানাং স জয়তিকিরণোদেববংশাবতংসঃ॥

চট্টগ্রাম প্রদেশে উক্ত চন্দ্রনাথদেবের অতিশয় দয়া আছে, তিনিই এই দেশের বাস্তদেব (সুতরাং রক্ষাকর্ত্তা) যেহেতু নীলমণির (রত্ন বিশেষের) কিরণ হইতে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে, (তস্কর ও দস্যু বর্গের অন্ধকার স্থলই স্বকার্য্য সাধনের উপযোগী হয়, নীলমণির কিরণে অন্ধকার বিদূরিত হওয়ায়) চট্টগ্রামে দস্যু তস্করের ভয় আর ইদানীং নাই, কাজে কাজেই দস্যু তস্করেরা তাহাদের বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। ঐ নীলমণি-কিরণও যে-সে নহে, তিনি দেববংশাবতংস, অর্থাৎ প্রভাব সম্পন্ন (রত্ন জাতির) প্রধান, অথবা দেববংশের—অমরকুলের শিরোভূষণ।

অন্যপক্ষে—নীলমণি-কিরণ-ইব কিরণো যস্ত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ নীলমণিরপ্রভাবে (তাঁহার অনুগ্রহে) দস্যু তস্করগণ নিজ নিজ অসদ্বৃত্তি ত্যাগ করায় চট্টগ্রামে কোনও ভয় নাই ;—ঐ নীলমণি (শ্রীকৃষ্ণ) দেববংশাবতংস, দেব কুলের শিরোভূষণ (শ্রেষ্ঠ)।

প্রকৃতপক্ষে নীলমণি শব্দে শ্রীযুক্ত নীলমণি দেববর্ম্মা, তাঁহার (পুত্র) কিরণ (কমিশনার মহোদয়) চট্টগ্রামের কর্ত্তা থাকাতে এ দেশে দস্যু তস্করাদির ভয় তিরোহিত হইয়াছে। এই কিরণচন্দ্রও দেব (উপাধি) বংশের শিরোভূষণ, ইনি কমিশনার থাকায় দেশে কোনরূপ উৎপাত নাই—শান্ত লোকদিগের বিশেষ সুখ হইয়াছে ;—ঐ কিরণের জয় হউক।

শ্রীনাথোঽস্তসভাপতিঃ শ্রুতিগতঃ শ্রীনাথএবাপরঃ
রাজন্তেবহুমান্যগণ্য কৃতিনোযস্যাং সভায়াং জনাঃ।
তে নাস্যপ্রকটীকৃতং গুণযশঃ খ্যাতিপ্রতিষ্ঠাদিকং
শ্রীশ্রীনাথ সুরেশ্বরঃ করুণয়াপায়াদপায়াদমুং॥

যিনি অদ্যকার সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীনাথ বলিয়া শুনিতেছি, এই সভাতে বহুতর মান্যগণ্যকৃতিজন বিরাজ করিতেছেন। এই সভার সভাপতি হওয়ায় তিনি যে শ্রীনাথ অর্থাৎ সরস্বতী সহায় মহাপণ্ডিত, অথবা শ্রীনাথ, বিশেষ সম্পৎশালী তাহা অনুমানেই বুঝা যায় (বক্তার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই বলিয়া এইরূপ বলা হইল ; লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধাত্রী, ত্রিবর্গ, সম্পৎ প্রভৃতি "শ্রী"শব্দের নানারূপই অর্থ আছে। অতএব অনেক রূপ অর্থ হইতে পারে) এবং এই সভা-

পতিরই উক্ত শ্রীনাথের গুণ, যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বিশেষ আছে বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীনাথ, কৃপাপূর্ব্বক ইঁহাকে (শ্রীনাথ রায়কে) নির্ব্বিঘ্ন করুন।

অর্থান্তর—অদ্যকার সভাপতি শ্রীনাথ বলিয়া শুনিয়াছি (আলাপ না থাকায় সম্যক্ জানা নাই) তিনি দ্বিতীয় শ্রীনাথ, (শ্রীঃ সরস্বতী নাথঃ অবলম্বনং যস্ত,) অর্থাৎ সরস্বতী সহায় অতি বিদ্বান্ অথবা (শ্রীঃসম্পৎ তস্যা নাথঃ অধিপতিঃ) অর্থাৎ সম্পৎশালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধাত্রী, ত্রিবর্গ, সম্পৎ, বিভূতি, শোভা ইত্যাদি শ্রীশব্দের নানারূপ অর্থই অভিধানে আছে। ভগবান ইঁহাকে নির্ব্বিঘ্ন করুন।

অতঃপর স্থানীয় সুবিখ্যাত কবি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় চট্টলের উপস্থিত অধ্যাপকবৃন্দের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা স্বস্তিবাচন করেন।

(১)

স্বস্তি স্বস্তি ব ইন্দ্রসোম মরুতো বৈশ্বানরঃ স্বস্তি বঃ
স্বস্ত্যাদিত্য ধনেশ গীষ্পতিরসৌ বারাং পতিঃ স্বস্তি বঃ।
স্বস্তি স্বস্তি চ সিদ্ধ সাধ্য বসবো বৈবস্বতঃ স্বস্তি বঃ
আরম্ভোহি মহানয়ং শুভকরো ভূয়াদলং শ্রেয়সে॥

(২)

বেতালাঃ পিশিতাশনা সুরগণা ভূতাস্তভব্যানিচ
যে নামাশুভ শংসিনশ্চ সুতরাং সর্পন্তিতো দূরতঃ।
হেরম্বাভিধ যুগাঙ্ঘ্রি রেণব ইহাপায়াদলং পান্তবঃ
বিঘ্ন ধ্বংসকরা ভবন্তু সুচিরং ভো ক্ষত্রকুলোদ্ভবাঃ॥

(৩)

রাজ্যং যস্ত প্রথিত মতুলং শশ্বদাদিত্য দীপ্তং
বীর্য্যজ্বালা দহতি চ রিপূন্ কীর্ত্তিচন্দ্রো বিভাতি।
নীচৈকচ্চৈঃ সম মবিকলং শাসনং যৎ প্রসাদা-
দস্মৎ সম্রাট্ চির মবতু তং পঞ্চমং জর্জ্জমীশঃ॥

ইহার পর পুনরায় "ডবল্ মুরিং বান্ধব সমিতি" কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এফ্-সি-পি-এস, সরস্বতী মহাশয় বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত গানটি তাললয় যোগে গীত হয়।

(বিভাস মিশ্র—যৎ)

সাগর-কুন্তলা, শ্যামলাম্বসনা, শৈল-কিরীটিনী—
ফেণী, শঙ্খ, কর্ণফুলী, উরস ভূষিনী—
(এই) 'সহরে সবুজ' তার মধ্যমণি।
(অই) পুণ্য অঙ্গে, দিব্য-রঙ্গে, বহে মন্দাকিনী,
চন্দ্রশেখর শোভিনী—
চট্টলা জননী ॥
(এথা) ভ্রাতৃসন্ধান পেয়ে, (অই) এসেছে সবাই ধেয়ে
স্নেহাঞ্চল পেতে দিয়ে, লও মা তা'দেরে ডাকিয়ে
স্বাগত সজ্জনবৃন্দ, দিলে বিপুলানন্দ
(এবে) শুনাও অতীত বাণী।
অমিয়ক্ষরিণী ॥
সুবিশ্রুত শৌর্য্য-বীর্য্য, ছিল যে কায়স্থ আর্য্য,
কোথা সে দৃপ্ত ঐশ্বর্য্য, কহ তা' পৌর্ব্বাপর্য্য,
মোরা নহি ত মুষ্টিমেয়, কেন বা হইব হেয় ?
ক্ষত্রিয় রুধিরে এ ধমনী—
(আজও) বহিছে জীবনী ॥
(আজি) গাও সে তীব্রগান, আসুক শকতি 'বান'
জাগুক অবশ প্রাণ, হ'ক সুপ্তির অবসান ;
তুলিয়া ভীম তরঙ্গ, মিলাও কায়স্থ সঙ্ঘ
ব্যবধান ফেল টানি—
হ'ক মা-গরবিনী ॥

অনন্তর সুবক্তা, ওরিএণ্ট্যাল্ একাডেমীর (Oriental Academy) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, মহাশয় স্বরচিত পদ্যাবলী দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন—

(১)

কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ ! হও জাগরিত,
চেয়ে দেখ আঁখি মেলি',
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি',
নববেশে নব রবি আজি সমুদিত।
কায়স্থ সন্তান ! তুমি আজিও নিদ্রিত ?

(২)

শোননি কি ভেরী-নাদ নিশীথ স্বপনে ?
বিদারি' আকাশ তল,
উছলি' জলধি-জল,
সে ধ্বনি পশেনি কিগো তোদের শ্রবণে ?
এখনো রয়েছ তাই অলস-শয়নে ?

(৩)

অই শোন, অই শোন, বাজিছে আবার,
উন্নতির মহাভেরী,
দিগ্বিদিকে ঘুরি ফিরি',
শূন্যে উঠি, চুম্বি' ধরা, গর্জ্জি' অনিবার !
রে নিদ্রিত ! শুনিছ না সে ভেরী-ঝঙ্কার ?

(৪)

একবার উঠ জাগি', হে আত্ম-বিস্মৃত !
ভেবে দেখ কেবা তুমি,
কোথায় উদ্ভব-ভূমি,
কি মহোচ্চ শৃঙ্গ হতে কি নিম্নে পতিত !
যথা জাহ্নবীর ধারা হিমাদ্রি-বিচ্যুত।

(৫)

তুমি না সে মহীপূজ্য ক্ষত্রিয়-কুমার,
যাহাদের হুহুঙ্কারে,
ব্যোম-পৃথ্বী-পারাবারে,
উঠিত প্রলয় রোল, শিঞ্জিনী ঝঙ্কার
সহস্র অরাতি-হিয়া করিত বিদার ?

(৬)

ভুলেছ কি ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম মহাপ্রাণ ?
সূর্য্যকুল-অবতংশ,
রাজপুত বীর-বংশ
জ্বলদগ্নি সমবীর্য্য গিহ্লোট্-চৌহান,
হামির প্রতাপ-পৃথ্বী সমর-সংগ্রাম ?

(৭)

ভুলেছ রাজর্ষি রাম জনক সন্ন্যাসী ?
সে তপস্বী বিশ্বামিত্র,
ব্রহ্মর্ষি বসুধা-মিত্র,
রাজেন্দ্র হরিশচন্দ্র কীর্ত্তি অবিনাশী,
সত্যব্রতে সর্ব্বরিক্ত শ্মশান-নিবাসী ?

(৮)

বীরত্বে ধীরত্বে, ভোগে ত্যাগে, সর্ব্বগুণে,
ক্ষত্রিয় মানব-সার,
অবনীর অলঙ্কার,
সমাজের হিতব্রতে লইলা চরমে,
কেহ অসি, কেহ মসী, অকুণ্ঠিত মনে।

(৯)

চিত্রগুপ্ত মহারাজ, কায়স্থ-ক্ষত্রিয়,
বংশের নিদানভূত,
সুতীব্র তপস্যাপূত,
জ্ঞান-ধর্ম্মে, তপৈশ্বর্য্যে, ভবে অদ্বিতীয়,
নরকুল পূজাস্পদ দেবকুল-প্রিয়।

(১০)

হে কায়স্থ ! রাঢ়ী আর বারেন্দ্র-বঙ্গজ,
তোমরা তাঁহারি পুত্র,
কিবা অরি, কিবা মিত্র,
যতই বিচিত্র চিত্র, দেশজ-কর্ম্মজ,
সবে এক মূলোদ্ভব, অনুজ-অগ্রজ।

(১১)

আসি এই বঙ্গভূমে কাল আবর্ত্তনে,
আচার আকৃতি ভিন্ন,
সমাজে শতধা ছিন্ন,
কুরীত কুপ্রথা-পাশে, বিষম বন্ধনে,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, গুমরি' মরমে।

(১২)

আজি উন্নতির ভেরী সারা বিশ্বময়,
বাজিছে প্রলয়রবে,
কে আর ঘুমায়ে রবে ?
ছুটেছে তাণ্ডব নৃত্যে মানব-নিচয়,
সম্মিলিত, ব্যূহবদ্ধ, নির্ভীক হৃদয়।

(১৩)

জাগ জাগ, হে কায়স্থ ক্ষত্রিয়নন্দন !
স্মর পূর্ব্ব বীর-গাথা,
প্রতাপআদিত্য-কথা,
আরো কত সংখ্যাতীত বীরেন্দ্র কেমন,
শৌর্য্যে বীর্য্যে উদ্ভাসিল ভারত-ভুবন !

(১৪)

স্মর বঙ্গমহাকবি শ্রীমধুসূদন,
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ,
জ্ঞানী জগদীশচন্দ্র,
ধীমান চন্দ্রমাধব রমেশ-রতন,
উজলিল পুণ্যতেজে ধর্ম্মাধিকরণ।

(১৫)

সমগ্র ভারতব্যাপী কায়স্থ-কেতন
উড়িছে সুনীলাম্বরে,
জলদ-গম্ভীর স্বরে,
ঘোষিছে সমরক্ষেত্র কায়স্থ-বিক্রম,
মেসোপটেমিয়া আর ফরাশি-প্রাঙ্গণ।

(১৬)

এ মহাবিপ্লব-দিনে, কায়স্থ-সমাজ !
নহ তুমি হীনপ্রাণ,
আজো বেগে বহমান,
ক্ষত্রিয়-রুধির-ধারা ধমনীর মাঝ,
জাতীয় উন্নতি-তরে কি হেতু এ ব্যাজ ?

(১৭)

আজি মহাসম্মিলন সুদূর চট্টলে,
বঙ্গোপসাগর তীরে,
শ্রীচন্দ্রশেখর শিরে,
প্রণমি শ্রীচন্দ্রনাথে, মন-কুতুহলে,
ভাসাও জাতীয়-তরী কালসিন্ধু জলে।

(১৮)

ভেঙ্গে ফেল সমাজের পাষাণ-প্রাচীর,
দূর কর ব্যবধান,
বাঁধ ঐক্যে প্রাণে প্রাণ,
জাগিবে সে মহাশক্তি, উজলি তিমির
শোভিবে কায়স্থ, মেঘ-বিমুক্ত মিহির।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাসমিতি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস নিম্নলিখিত আবাহন-সম্ভাষণ করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির সম্ভাষণ ঃ—

পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলি! সমবেত প্রতিনিধি মহোদয় এবং বন্ধুগণ!!

আমি আপনাদিগকে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। অভ্যর্থনা-সমিতি আমাকে তাঁহাদের সভাপতি নিযুক্ত করিয়া অযোগ্যপাত্রে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার অযোগ্যতার বিষয় আমা হইতে অধিক কেহ জ্ঞাত নহে। যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ভার ন্যস্ত হইলে কার্য্য সুচারুরূপে চলিত, তথাপিও বন্ধুগণ যখন আমাকে নিযুক্ত করিলেন, তখন তাঁহাদের আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিতে হইল। প্রতিনিধি মহোদয়গণ, আপনারা বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া এই চট্টগ্রামে আসিয়াছেন। আমরা দরিদ্র, আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমাদের নাই, তবুও আমাদের অক্ষমতার বিষয় জানিয়া শুনিয়াও যখন আপনারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের ত্রুটী অনেক হইবে তাহা আমরা জানি, আপনারা যে সুখ সাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্থ আছেন, সেই সুখ সচ্ছন্দতা আমরা দিতে পারিব না তাহাও জানি, তথাপিও আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানিয়া আমাদের ত্রুটী ভুলিয়া যাইবেন।

আজ এই সভাস্থলে দুইজন মহাপুরুষের অভাব আমরা বিশেষ রূপে অনুভব

করিতেছি। যাঁহারা অসামান্য প্রতিভা ও লোকোত্তরচরিত্রমাহাত্ম্যে বাঙ্গালী-সমাজ সর্ব্বোচ্চ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যাঁহারা স্বজাতি হিতপ্রণোদিত হইয়া এই কায়স্থ-সভার কার্য্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের জীবনে ও পরিবার মধ্যে কায়স্থ-সভার নির্দ্ধারণ সমূহ অনুষ্ঠান করিয়া আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিলেন, সেই ৺চন্দ্রমাধব ও ৺সারদাচরণকে স্মরণ করিয়া আমরা অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইতেছি। গত বৎসর তাঁহারা অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আজ চন্দ্রমাধব ইহলোকে থাকিলে তাঁহার শৈশবস্মৃতি বিজড়িত জন্মস্থান চন্দ্রনাথ-ধামের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বয়ং একবার আমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হইয়া নূতন আশার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াও যুক্তকরে তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার নিকট শুভ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

এই চট্টগ্রাম এক পুরাতন নগরী। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী এই নগরীর সৌন্দর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইহা একটি বড় এবং সুবিধাজনক বন্দর বিধায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজার লোভ আকর্ষণ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে সুদূর আরব, মিসর ও চীন প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা অতি প্রাচীন হিন্দুপ্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া অনুমিত হয়। রামায়ণ-যুগে চক্রশালানাম্নী নগরী বলিয়া পরিচিত ছিল। বৌদ্ধযুগে ইহা রম্যভূমি বলিয়া সুপরিচিত এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম যখন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতেছিল, তখন হইতে ইহা সাধারণের নিকট 'চট্টলা' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহা হইতেই বর্ত্তমান চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। পর্টুগিজেরা ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া ইহাকে Protogrando বলিত। মুসলমানেরা ইহাকে পরীর দেশ বলিয়া ঘোষণা করিত। এবং পরবর্ত্তিকালে পীর বদর চাঁটি জ্বালাইয়া ঐ চাঁটির আলোকে যতদূর আলোকিত হইয়াছিল ঐ স্থানটুকু চাঁটিগাঁও নামে অভিহিত করেন। যাহা হউক আমি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আপনাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। সেই ভার আমি নব্য ঐতিহাসিকগণের উপর অর্পণ করিলাম! কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যাহা ইতিহাস হইতে পাই, তদ্দ্বারা জানিতে পারি যে চট্টগ্রাম নগরীকে এক সময়ে ভারতের রাজধানী করার প্রস্তাব হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের প্রধান তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ এই জিলায় অবস্থিত বলিয়া ইহা হিন্দুদের বিশেষ গৌরবস্থল। এইখানে হিন্দুদের অন্যান্য তীর্থস্থানও আছে। শিখদিগের মন্দিরও এস্থানে দেখা যায়।

আজ এই সভাস্থলে রাঢ়-বঙ্গ-বারেন্দ্র ভূমির কায়স্থ মনিষি বৃন্দকে সমবেত দেখিয়া অতীতের নানা কাহিনী আমার স্মরণ হইতেছে। কবে কোন সুদূর প্রভাতে ক্ষাত্রবীর্য্যদৃপ্ত ভরত রুদ্র আপন জন্মভূমি দক্ষিণ রাঢ়ের স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া বিঘোষিত করত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আরাকান রাজকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করেন, আজ সেই কাহিনী আমার মনে পড়িতেছে।

রুদ্র-মঠের ভগ্নাবশেষ, রুদ্র-প্রসাদের ইষ্টক স্তূপ, বহু সুবৃহৎ সরোবর ইত্যাদি নির্ব্বানোন্মুখ আলোক রেখার ন্যায় সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। ভরতরুদ্রের পরবর্ত্তী পরাগল খাঁন্ মোগল সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ রূপে স্বীয় বংশের ক্ষত্রিয় প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অন্যদিকে তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে মহাভারত রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়া আপনার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। পরাগলী মহাভারতে তাঁহার এরূপ পরিচয় আছে।

"রুদ্র বংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম শুধাকর
লস্কর পরাগল খাঁন্।
পয়ার প্রবন্ধ সারে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে
বিরচিত ভারত বাখান॥"

"দাতাকর্ণ গুণান্বিত কৃতিমতি সংগীতি বিদ্যাপতি
নানা বাক্য বিলসতি সিদ্ধান্ত বাচস্পতি।
নিত্যং ধর্ম্মে সুমতি জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বকর্ম্মে শুভগতি
খাঁন্ শ্রী পরাগল সজীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতি॥"

এই ক্ষত্রিয় সেনাপতির স্বজাতীয় হইয়াও আজ আমরা শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া সংস্কার ভ্রষ্ট হইয়াছি। এই চট্টগ্রাম সহরের পশ্চিমভাগে উত্তরাভিমুখে যে শৈলশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণাংশের কায়স্থগণ অধিকাংশ দক্ষিণ রাঢ়ীয়। তাহাদের কেহ কেহ আরাকান রাজ সরকারে কেহ বা মোগল সম্রাটের অধীনে নানা সম্মানিত পদ গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। "বিশ্বাংগ্রী" "কাস্তগ্রী" প্রভৃতি রাজপদবী এবং "কানুনগো" "ভায়া" "মজুমজার" প্রভৃতি নবাব দত্ত উপাধী তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাঢ়ভঙ্গের সময়ে যবনের অত্যাচার ও মহামারীর ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর রম্যস্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাহারা গুরুপুরোহিত, গোলাম, চাকর, ধোপা, নাপিত,

তাঁতি, তেলি প্রভৃতি নবশাখ সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। বহু পূর্ব্বে Sir Henry Cotton লিখিয়াছেন—'The original immigrants arriving for safety's sake in companies the leader of each company came to possess as many patches of land as he had followers or more and thus the patches that were cultivated by the followers of one leader were grouped together etc.

ইহাদের সঙ্গীয় লোকগণ 'নরসেনা' বলিয়া কথিত হইত। এবং এই 'নরসেনার' সাহায্যে তাঁহারা সীমান্তবর্ত্তী স্থানসমূহে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন। Sir Henry Cotton ও তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'They are descendants of early settlers who had to perform frontier duties of a feudal nature and were rewarded for there services by grants of land. ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে রাঢ়ভূমির কায়স্থগণ এই দূরদেশে আসিয়াও ক্ষত্রোচিত জাতীয় মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। বরং বিদ্যাচর্চ্চা, ও শাস্ত্রচালনা প্রভৃতির দ্বারা স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে আজ তাঁহাদের বংশধরগণ হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত, আত্মদ্রোহে হীনবল, আত্মসম্মান রক্ষায় শিথিলপ্রযত্ন হইয়া দীনহীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণ সকল দেশেই কৌলীন্য মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এতদ্দেশে তাঁহারা অন্যান্য কায়স্থগণের পরবর্ত্তী ও সংখ্যায় অল্প বলিয়া গুহ, সেন, দত্ত, দাস বংশীয় কায়স্থগণ কুলীন না হইয়াও বংশ মর্য্যাদায় তাঁহাদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শৈলশ্রেণীর পশ্চিমাংশের কায়স্থগণ অধিকাংশ বঙ্গজ। তন্মধ্যে গুহ, দাস, কর, কুণ্ড প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। কেহ কেহ বা ২০০ শত বৎসরের মধ্যে নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি কায়স্থেরা কি করিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তৎসম্বন্ধে আর এক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে কিছু বলিব। চট্টগ্রামের প্রাচীন হিন্দুপরিবারের মধ্যে প্রায়ই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, গৌড় ও উত্তর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কোনও না কোনও দুর্নিবার কারণ বশতঃ আসিয়া এই চট্টলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। প্রকাশ-উত্তরকালে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের এই স্থানে বসতি স্থাপনের একমাত্র সহায়

সেই ইতিহাস বিশ্রুত মুকুটরায়। তিনি খৃষ্টীয় সতর শত শতাব্দীর প্রথম ভাগে তদানিন্তন মঘশাসনাধীন চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজকর্তৃক এই চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। এবং তাঁহার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক হিন্দু পরিবার আসিয়া চট্টলের শীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গগৌরব কবিশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার Biographyতে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত মুকুটরায়ের সময়ে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এই ইতিহাসবিশ্রুত মুকুটরায় কায়স্থবংশোদ্ভব ছিলেন। আপনাদের অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে বিগত ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীনূতনচন্দ্র দাস নামক কোনও একব্যক্তি মুকুটের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বংশধরগণের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা আপনাদিগের উপলব্ধি হইবে এই চট্টগ্রাম উত্তর-কালে কায়স্থ প্রধান ছিল। কারণ তৎকালে উক্ত মুকুটরায়ের সহায়তায় অনেকানেক হিন্দু পরিবার চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বঙ্গের কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় সেই সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যাঁহারা সন্দেহ করিতে পারেন করুন, আমার সাধ্য নাই যে সেই সন্দেহ দূর করি। আমি সেই তর্ক করিতে যাইব না। তবে কায়স্থগণ নানা কারণে ক্রমশঃ পতিত হইয়াছেন এবং এই অবস্থা হইতে সমাজকে কি করিয়া তোলা যায় সেই কথা সকলের বিবেচ্য। কি করিয়া মৃত সমাজকে পুনর্জীবিত করা যায় তাহা আপনারা ঠিক করিবেন। যেই জাতি হইতে বিচার বিভাগে সার রমেশচন্দ্র মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং সারদাচরণ মিত্রের মত জজ হইয়াছেন, বিজ্ঞানের দিকে সার জগদীশচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক রসায়নশাস্ত্রবিৎ প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষ হইয়াছেন, নাট্যে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল হইয়াছেন, রাজনৈতিকে রমেশদত্ত, লালমোহন, আনন্দমোহন, সৈনিক বিভাগের পূর্ব্বের কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমানে সুরেশের মত লোক হইয়াছেন, ব্যবহার জীবীর মধ্যে সার রাসবিহারী, তারকনাথ, বিনোদচন্দ্রের মত লোক হইয়াছেন, যেই জাতি হইতে রাজা মুকুন্দরাম রায়, কেদার রায়, লক্ষ্মণ-প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি এককালে জন্মিয়াছেন। যেই জাতি হইতে বিবেকানন্দ জন্মিয়াছেন, যেই জাতিতে মতিলালের মত সংবাদ পত্র প্রচালক আছেন এবং নগেন্দ্রনাথের মত বিশ্বকোষের প্রণয়ণকর্ত্তা আছেন সেই জাতিকে যদি কেহ শূদ্র বলিতে চায়, তাহার স্পর্দ্ধার প্রসংশা করিতে পারি মাত্র, ঝগড়া করিতে প্রস্তুত নহি। কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বাদ দিলে বঙ্গদেশের সমাজে কিছু থাকে কিনা

জানিনা। তবে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কায়স্থ-সমাজ পতিত অবস্থায় আছে, ইহাতে অনেক ভেজাল আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাকে খাঁটি রাখিতে হইবে। এইখানে সামান্য মতভেদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমি তাহার কিছুই বুঝি না। আমি আমার সমাজের উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিব তাহাতে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনও কারণ হইতে পারে না। আমরা কোন জাতিকে নিন্দা করিতেছি না, তবে যাঁহারা একেবারে জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চান তাঁহাদের সঙ্গে আমি তর্ক করিতে অসমর্থ। কারণ তাঁহাদের মত ও আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বিবাহে বরপণ ক্রমশঃ কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই দিকে যদিও পূর্ব্বে পণ সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না তথাপি ক্রমশঃ ঢেউ আসিয়া পড়িতেছে, ইহা কি করিয়া বন্ধ করা যায় সকলেরই চিন্তার বিষয়। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে চলিতে হইবে। আমরা বিদেশী রাজার শাসনে বাস করিতেছি, রাজা সমাজ সংস্কার করিতে পারেন না এবং সেই ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। আমা-দিগকে আমাদের সংস্কার করিতে হইবে। সমাজের বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহা সহ্য করিব না। আমাদিগের নিজকে সেই কাজ করিতে হইলে সময় লাগিতে পারে সত্য কিন্তু তাহার উপায় নাই।

আপনাদের চেষ্টায় সমগ্র ভারতের কায়স্থগণের একতা স্থাপনের যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আমি সম্পূর্ণ আশা করি তাহার ফলে বিভিন্ন কায়স্থ সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও অনৈক্য অচিরাৎ দূরীভূত হইবে।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার মুখ্য উদ্দেশ্য কায়স্থগণের ব্রাত্যত্ব পরিহার ও উপনয়ন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ, কায়স্থ জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন। তাহাদের উন্নতি কল্পে বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ ও শিক্ষা বিস্তার এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের মধ্যে একতা স্থাপন। বস্তুতঃ আমরা সংস্কার ভ্রষ্ট হইয়াছি মাত্র, কিন্তু আমরা মূলে ক্ষত্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বর্ত্তমানে যেই পথে চলিতেছি তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, আমরা স্রোতবেগে ধ্বংসাভিমুখে দ্রুত ভাসিয়া যাইতেছি। সেই দিন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শূদ্রের বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান তুল্যাংশেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। তবুও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না! আর দ্বিধা সংকোচ করিবার সময় নাই। আমাদিগকে এই স্রোতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমাদিগকে স্বীয় পূর্ব্বস্থানের

দিকে প্রাণপণ শক্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার উদ্যোক্তাগণ আপনারা এই সাধু উদ্দেশ্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্ষত্রিয় জাতি গঠন করার আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট অলীক স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না।

জীবনের সায়াহ্নে এই শুভ সূচনা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। আমি প্রাণের মধ্যে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা লইয়া আপনাদিগকে এই সম্পদহীন চট্টলভূমিতে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন এইখানে সম্পন্ন করুন। প্রকৃতির লীলানিকেতন শৈল-কিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা, সরিৎশালিনী চট্টলাভূমির মিলনের পুণ্যক্ষেত্র এই দেশে মহাত্মা নানক ও মহাবোধিস্বত্ব বুদ্ধদেব হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এই দেশে যুগ-যুগান্তর হইতে ধর্ম্মকর্ম্মে ও জ্ঞানের পুণ্য প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে।

হে বরেণ্য কায়স্থ মনিষীবৃন্দ! আপনারা এই স্থানেই সম্মিলিত হউন। হে ঋত্বিক্‌গণ! অদূরে বাড়বানল হেমোগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আপনাদের জন্য প্রতিক্ষা করিয়া আছে, সহস্রধারায় সবিতৃদেবের পুণ্যগীতি মুখরিত হইতেছে, আপনারা এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আপনাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

এই যজ্ঞে কায়স্থ জাতির ক্ষুদ্রতা ও শূদ্রতা, কদাচার ও ভেদবুদ্ধির বলিদান হউক। আলস্য ও ঔদাস্য আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হউক। আমাদের আত্ম-সম্মান-জাগ্রত হউক। আমরা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত না হই। এই জাতীয় যজ্ঞে আমাদের আত্মদ্রোহ ও হিংসাদ্বেষ যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমাদের সমাজের হিতকামী মনীষাসম্পন্ন মহানুভব ভদ্রোমহোদয়গণ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া স্বজাতির কল্যাণ কামনায় এখানে সমবেত হইয়াছেন। চট্টলবাসী কায়স্থগণ আসুন আমরা আমাদের বীজপুরুষ সর্ব্বজাতীর তর্পনীয় চিত্রগুপ্তদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি। শ্রী শ্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ।

এই স্থলে অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য শেষ হইলে, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

সভাপতির অভিভাষণ :—

সমুপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, মান্যবর কমিশনার মহোদয়প্রমুখ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এবং অপর সজ্জন ও বন্ধুদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন :—

অদ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে আমার স্বজাতীয়গণ ভারতের পশ্চিম-প্রান্ত কাশ্মীর ও পঞ্চনদ হইতে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রচুর সংখ্যা ও প্রতিপত্তিতে বসতি করিতেছেন এবং আমরা সুদূর লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূমিতে বর্ষে বর্ষে মিলিত হইয়া স্বজাতির উন্নতি ও ঐক্যসাধনের জন্য আন্দোলন ও আলোচনা করিতে সমর্থ হইতেছি।

সভার প্রারম্ভে আমি সর্ব্বকল্যাণবিধাতা পরমেশ্বরকে এবং কায়স্থবীজপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবকে স্মরণ করি। তৎপর গত এক বৎসরের আনন্দ উৎসাহের ও শোক দুঃখের বার্ত্তা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

গত এক বৎসরের দুইটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য—ভারতসচিব মহামনা মণ্টেগু মহোদয়ের ভারতে আগমন, আর বাঙ্গালী সৈন্যদল গঠন। ভারতসচিব মহোদয় ভারতবাসীকে তাহার ন্যায্য অধিকার প্রদান করার অভিপ্রায়ে ভারতবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা জানিতে ও বুঝিতে এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে ভারতে আগমনপূর্ব্বক সকল প্রসিদ্ধপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে এবং প্রায় সমগ্র জগতে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুর্ব্বল জাতি সমূহকে রণশক্তিপ্রমত্ত জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করার জন্য, জগতের সভ্যতা রক্ষার জন্য যে মহাসমর চলিতেছে এবং নিত্য নূতন সমরায়োজন চলিতেছে, তাহাতে যথাশক্তি সহায়তা করার জন্য আমাদের বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি হইতে সৈন্যবল সংগৃহীত হইতেছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে দেড়শতাব্দীর অবহেলা ও অনভ্যাসের পর আজ আবার বাঙ্গালী সৈন্যদল গঠিত হইতেছে। আমরা বাঙ্গালী সেনাদলকে সাদর সম্ভাষণ এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের বিজয় কামনা করি। আমরা পুঞ্জীকৃত পশুবলের সহিত ন্যায় ও নীতির এই ঘোর সংগ্রামে ব্রিটিশরাজশক্তি ও তাহার মিত্রবর্গের সম্পূর্ণ জয় কামনা করি।

গত বার্ষিক অধিবেশনের পর এই এক বৎসর মধ্যে অনেক কৃতী কায়স্থ সন্তান বিশেষ রাজ-সম্মান লাভ করিয়াছেন। মাননীয় সার এস্. পি, সিংহ মহোদয়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরাট সন্ধিবিগ্রহ-মন্ত্রণাসভায় বিকানীরের মহারাজ ও যুক্তপ্রদেশের ছোট লাট সার জন্ মেষ্টন মহোদয়ের সহিত ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া প্রভূত সম্মান ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্রিটিশসাম্রাজ্য স্থাপনাবধি কোন ভারতবাসী এমন গৌরব আর কখনও লাভ করে নাই। তাঁহার এই গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতসচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ সম্মানে, সার বি, সি, মিত্র মহাশয়ের নাইট্ উপাধি প্রাপ্তিতে এবং ডাক্তার এস্, কে মল্লিক মহাশয়ের ও, বি, ই, উপাধি প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিশ্বকোষপ্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম-সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের 'রায় সাহেব' উপাধি-প্রাপ্তিও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গভীর গবেষণা কায়স্থ জাতির পূর্ব্বমান ও গৌরবের যে উজ্জ্বল ঐতিহাসিক চিত্র প্রকটন করিয়াছে, তজ্জন্য কায়স্থ জাতি চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। আমরা আশা করি তিনি উত্তরোত্তর আরও সম্মান লাভ করিবেন। গত এক বৎসরে আরও অনেক কায়স্থ উপাধি লাভ করিয়াছেন; তজ্জন্যও আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু বিগত বর্ষে আনন্দ অপেক্ষা দুঃখ ও শোকের মাত্রাই আমাদের অধিক হইয়াছে। বস্তুতঃ এক দুঃসহ শোক হৃদয়ে লইয়াই আমরা অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়াছি। কায়স্থ-সভার প্রাণস্বরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা সারদাচরণ আর ইহজগতে নাই। যাঁহার চেষ্টায় All India Kayastha Conference (ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সভা) স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার চেষ্টায় উত্তর পশ্চিম ভারতের কায়স্থগণ একাধিকবার বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত একত্র পান ভোজন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছেন, যিনি ভারতের সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর কায়স্থবর্গকে এক সমাজভুক্ত করিয়া এক বিরাট শক্তিশালী সমাজ গঠনের সূত্রপাত করিয়াছেন, সেই মহামনস্বী সারদাচরণ আরব্ধ কার্য্য শেষ না করিতেই ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। আজ তাঁহার স্থান কে পূরণ করিবে, তাঁহার আরব্ধব্রত কে উদ্‌যাপন করিবে?—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে আমরা অক্ষম। কিয়দ্দিন হইল কায়স্থ-সভার অন্যতর নেতা সার চন্দ্রমাধবও আমাদের মমতা কাটাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। যে সকল মনস্বিগণের উদ্যম ও উৎসাহে পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সার চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন, আর তিনিই আন্তর্গণিক

বিবাহবন্ধন দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির একতাসাধনের সুচারু পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতেও আমরা শোকগ্রস্ত হইয়াছি। এই তিন মহাত্মা ব্যতীত চুঁচুড়ার শিবচন্দ্র সোম, মেকলীগঞ্জের গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, কান্দির কান্তিচন্দ্র সিংহ, কুষ্টিয়ার বিহারীলাল সেন প্রভৃতি কায়স্থ-সভার সভ্যদিগের মৃত্যুতেও আমরা সন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

গত বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য আমাকে এই মহতী সভার সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। এই এক বৎসর মধ্যে আমি প্রতি পদেই আমার অযোগ্যতা ও অসামর্থ্য অনুভব করিয়াছি। আমি নানা কার্য্যব্যপদেশে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনেক অধিবেশনেই উপস্থিত হইতে পারি নাই, সভার উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সাধনেও উপযুক্তরূপ শ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণ আশা করি যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে আমরা আগামী বর্ষের কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে পারিব।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনারা অবগত আছেন যে কায়স্থ জাতির মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা, কায়স্থসমাজকে স্ববর্ণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার প্রবর্ত্তন করা, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত করিয়া চারি সমাজকে এক বৃহৎ সমাজে পরিণত করা, পণগ্রহণরূপ কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করা, কায়স্থ বালক বালিকাগণের সর্ব্বোত্তম শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা,—প্রধানতঃ এই সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত পঞ্চদশ বৎসরে সভা এই সমুদয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহাও আপনারা অল্পাধিক অবগত আছেন। বাঙ্গালার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছে, বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে ১০।১২টী আদান প্রদান হইয়াছে, কায়স্থ-সভার চেষ্টার ফলে অনেক কায়স্থ পুত্রের বিবাহে প্রচুর অর্থলোভ ত্যাগ করিয়াছেন। পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে কলঙ্ককর এবং সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহা কায়স্থগণ ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। এই পনর বৎসরে আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের আরও অধিক আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, আরও অধিক সজাতিপ্রীতি, সজাতির কল্যাণার্থে আরও ত্যাগস্বীকার আবশ্যক, নতুবা লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে বহু বিলম্ব হইবে।

বঙ্গদেশের উপর দিয়া বহু ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কায়স্থ জাতির মত এমন গভীর আত্মবিস্মৃত আর কোনও জাতির ঘটে নাই। আমি আপনাদিগকে অভিনিবেশ সহকারে কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিতে বলি। যিনি তাহা করিবেন; তাঁহারই আত্মমর্য্যাদা-বোধ জাগ্রত হইবে এবং স্বজাতির সংস্কার সাধনের প্রবল ইচ্ছা হইবে। দেখিতেছি অদ্যাপি অনেক কায়স্থের মন হইতে তাহারা ক্ষত্রিয় কি না এবং তাহাদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না এ সংশয় দূরীভূত হয় নাই।

কায়স্থ জাতি লেখনীজীবী, লেখকতাই তাহাদের চিরন্তনবৃত্তি, একথা শত্রুগণও অস্বীকার করিবে না। শূদ্র লেখা পড়া করিবে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে বা পুরাণে কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহা বৈশ্যের কৃষিকার্য্য ও পশুপালনাদি হইতে শ্রেষ্ঠবৃত্তি, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে—কায়স্থেরাই গণক ও লেখক। (১) পুরাণ, কাব্য, ইতিহাসাদিতেও তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই লেখক কায়স্থগণ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত? কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—কায়স্থ কোন জাতির নাম নহে, উহা কর্ম্মোপাধি মাত্র। তাঁহারা বলেন পূর্ব্বকালে যাঁহারা লেখা পড়া করিত তাঁহারাই কায়স্থনামে অভিহিত হইত। এই উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে মুদ্রাকরান্বিত করিবেন, অর্থাৎ সহিমোহর প্রয়োগের অধিকার প্রদান করিবেন, আর লেখ্যরচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। (২) নীতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে, রাজা গ্রামপতি (headman of the village) ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন, কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। (৩) এই সকল শাস্ত্রবাক্যের ব্রাহ্মণ শব্দ যদি জাতিবাচক হয় তবে কায়স্থ শব্দও জাতিবাচক, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই নীতিশাস্ত্রের বচন হইতে আরও জানা যাইতেছে যে কায়স্থ ব্রাহ্মণও নহে,

(১) কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ।

মিতাক্ষরা, ব্যবহারাধ্যায়।

(২) শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রাণ্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥

বৃহৎ পরাশরসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

(৩) গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা,
শুল্কগ্রাহীতুবৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

শুক্রনীতিসার, ২ অধ্যায়।

বৈশ্য ও নহে, শূদ্র ও নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ ব্যতীত পঞ্চম কোনও বর্ণ নাই। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে নীতিশাস্ত্রের এই বাক্য মিথ্যা হয়। পুরাণে ও নিবন্ধাদিতে কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ ও ক্ষত্রিয়ত্বের বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতকুলপতি স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি তদীয় জগদ্বিখ্যাত 'বাচস্পত্য' অভিধানে বিভিন্ন পুরাণের বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ। পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তদীয় 'ব্যবস্থা-দর্পণ' নামক আইন গ্রন্থে বহু শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। (১) এস্থলে ঐ সকল প্রমাণের পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

আপনারা অবগত আছেন যে চিত্রগুপ্ত দেবই কায়স্থের আদিপুরুষ। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হইলে তাঁহার সর্ব্বকায় হইতে লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজন হস্তে ধারণ করিয়া এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হন। তিনি কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের ধর্ম্ম পালন করিতে আদিষ্ট হন। আর তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থে ধর্ম্মরাজপুরে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মরাজের সহায়তা করিতে আদিষ্ট হন। (২) এই পুরাণ বাক্যকে অলঙ্কারমুক্ত করিয়া দেখিলেই একটী সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। চিত্রগুপ্ত লেখনী ও মসীভাজনসহ

(১) Hindu Law called Vyavastha Darpan by Shyama Charan Sarkar Vidyabhushan, late interpreter of High Court.

Third Edition, Vol. I, PP. 662-670.

(২) পুলস্ত্য উবাচ :—

তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীছেদনীহস্তো মসীভাজন সংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্ত জন্মনঃ॥

ব্রহ্মোবাচঃ—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভুতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবিভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতি র্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্ম পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবিভারসমন্বিতাঃ॥

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, লেখনী ও মসীসংযোগে লিখন-পদ্ধতি তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই inventor of the art of writing, পুরাকালে বিদ্যা গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিত, তখন কিছু লিখিত হইত না। আর্য্যগণ প্রয়োজনবোধে নিজ সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত করার পরে ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাজ্যের আয় ব্যয়, রাজস্ব প্রভৃতি এবং প্রজাসাধারণের সদসৎ কর্ম্মনির্ণয়ার্থে বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। তখন যে প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় লিপিপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। ক্রমে অসি-জীবী ক্ষত্রিয় হইতে চিত্রগুপ্তবংশীয় মসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ পৃথক্ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কায়স্থ নাম ও ব্রহ্মার কায়ে তাঁহাদের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণধর্ম্ম অব্যাহত রহিয়াছে।

ভগবান্ চিত্রগুপ্ত লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া আর্য্য সভ্যতায় নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, দেবসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজের সহকারিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ যম মধ্যে অন্যতর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, পরন্তু আর্য্য সমাজে তর্পণ ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজও ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ "যমায় ***চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" বলিয়া তাঁহার তর্পণ করিয়া থাকেন। (১) আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই,—সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলিদান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। (২) আর মহাভারতে দেখিতে পাই,—বশিষ্ঠাশ্রমে সমবেত দেবগণ ও পিতৃগণ চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেছেন। (৩) এ সকল চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশধর কায়স্থদিগের শ্রেষ্ঠতার নিঃসংশয় প্রমাণ।

কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদে লেখক অর্থে মুহুরী এবং গণক অর্থে পোদ্দার লিখিয়াছেন। ইঁহারা অজ্ঞ নহেন, কিন্তু কায়স্থ-বিদ্বেষই যথার্থ

(১) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥
যমতর্পণ।

(২) চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্যচ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ ॥
উশনঃ সংহিতা—৩ অধ্যায়।

(৩) অনুশাসন পর্ব্বে চিত্রগুপ্তরহস্য নামক ১৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদের অন্তরায় হইয়াছে। বিবিধ শাস্ত্রে গণক ও লেখকের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে আপনা দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বকালে এই লেখকগণই রাজার সামরিক মন্ত্রীর কার্য্য এবং যাবতীয় দলিল ও শাসনপত্রাদি রচনার কার্য্য করিতেন, এবং গণকেরাই তৎকালে অর্থসচিবের কার্য্য করিতেন।

নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত, গণনা কুশল, শুচি ও নানালিপিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে গণক ও লেখক নিযুক্ত করিবেন। (১) এবং পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতি ও তদুপযোগী বাক্য-প্রয়োগে যিনি দক্ষ, অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন এবং যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এমন ব্যক্তিকে রাজা লেখক নিযুক্ত করিবেন। (২) স্মৃতি নিবন্ধেও প্রমাণ দৃষ্ট হয় যে, রাজা মীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন গণক নিযুক্ত করিবেন। (৩) এই সকল শাস্ত্রবচন অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, যাঁহারা রাজার লেখক ও গণকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা সামান্য মুহুরি বা পোদ্দার ছিলেন না। আমরা মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাই,—নারদ যুধিষ্ঠিরকে কুশলজিজ্ঞাসা কালে বলিতেছেন—"আয়ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক-গণ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে আপনার আয়ব্যয় পর্য্যালোচনা করেন ত?" (৪) আজ-কালকার accountant-general ও finance minister এর যে কাজ, যুধিষ্ঠিরের গণক ও লেখকগণ সেই কাজই করিতেন না কি?

(১) শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞো গণনাকুশলো শুচী।
নানা লিপিজ্ঞো কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা গণকলেখকৌ ॥
শুক্রনীতিসার—৪ অধ্যায়।

(২) উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম ॥
মৎস্যপুরাণ—১১৫ অঃ এবং গরুড়পুরাণ ১১২ অধ্যায়েও এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়।

(৩) শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ।
বীরমিত্রোদয়-ধৃত ব্যাসবচন।

(৪) কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্ণে নিত্যমায়ব্যয়ং তব ॥
সভাপর্ব্বে—৪র্থ অঃ।

স্মৃতিনিবন্ধে উক্ত আছে—রাজার সন্ধিবিগ্রহকারী যে লেখক তিনি স্বয়ং রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন। (১) মেধাতিথি মনুসংহিতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—রাজার ব্রহ্মোত্তরভূম্যাদির শাসন একমাত্র কায়স্থহস্তলিখিত হইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। (২) বিষ্ণু সংহিতাতেও দেখিতে পাই—পূর্ব্বকালে রাজার ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষের সহিমোহরযুক্ত এবং রাজ-নিযুক্ত কায়স্থের হস্তলিখিত যে লেখ্য বা দলিল তাহাই রাজসাক্ষিক বা পাকা দলিল বলিয়া গণ্য হইত। (৩)

হিন্দু রাজত্বকালে রাজগণ ব্রাহ্মণাদিকে ভূমিদান করিতে হইলে ঐ দান চিরস্থায়ী করিবার জন্য তামার পাতে লিখিয়া দিতেন। ইহারই নাম তাম্রশাসন। এইরূপ তাম্রশাসন লিখিবার অধিকার কেবল কায়স্থদিগেরই ছিল। বস্তুতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অনুসন্ধানে যে সকল তাম্রশাসন সংগৃহীত হইয়াছে সে সমুদয়ই প্রায় কায়স্থদিগের রচিত। এইরূপ শাসনলিপিতে দানের কালও দত্তবস্তুর বিবরণ, দাতা ও গ্রহীতার পরিচয় এবং রচনাকারী কায়স্থের পরিচয় লিখিত হইত। এই পরিচয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে তৎকালে কায়স্থগণ কেবল শাসনপত্রাদি লিখিতেন এমন নহে, রাজগণের শাসনসচিব, পররাষ্ট্রসচিব ও সমরসচিবের কার্য্যও তাঁহারাই করিতেন। Indian Antiquary (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব) নামক গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ডে সম্পাদক লিখিয়াছেন—It is a noticeable fact that the *sandhivigrahr* or minister of war and peace and that the secretary were always Kayasthas, or men of the writer caste. This not only occurs in

(১) সন্ধিবিগ্রহকারীতু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্॥
মিতাক্ষরা—আচার অধ্যায়।
রাজ্ঞাতু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটেবাপি প্রলিখেৎ রাজাসনন্॥
অপরার্কধৃত ব্যাসবচন।

(২) রাজাগ্রহারশাসনান্যেককারস্থহস্ত লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।
(মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ভাষ্য।)

(৩) অথ লেখং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক মসাক্ষিক। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।
বিষ্ণুসংহিতা—৭ অঃ।

the Kataka plates, but in grants or inscription found in Ceylon and Central India" এ বিষয়ে আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। তাম্রফলকাদিতে রচনাকারী কায়স্থদের পাণ্ডিত্য ও দেবচর্চ্চার যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেহ নিখিল আগমশাস্ত্রপারদর্শী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, কেহ সকল নীতি ও তর্কশাস্ত্রবেত্তা এবং বিপক্ষবাদী পণ্ডিতদিগের সিংহস্বরূপ অভিহিত হইয়াছেন, কেহ বা দণ্ডনীতিজ্ঞানে ভার্গবসদৃশ এবং তর্কসাগরের পারগামী বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। (১)

হারীত সংহিতায় ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে উক্ত হইয়াছে—

নীতিশাস্ত্রার্থসন্ধিকুশলঃ বিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চঃ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন তৎকালের কায়স্থগণ ঠিক এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন কিনা। পুরাণে লেখকের যেরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে, এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক লিপিতে কায়স্থদিগের সেইরূপ পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে।

অজয়গড়দুর্গের নিকটে দ্বাদশশতাব্দীর এক প্রস্তরলিপিতেএকটি বাস্তব্য কায়স্থবংশে কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, টঙ্কারিকা নামক পল্লী সতত বেদনিনাদে মুখরিত হইত, এবং জাজূক নামক এক কায়স্থকুমার শৈশবেই বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (১৭) কায়স্থ জাতি যে এককালে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই পাণ্ডিত্যলাভ করিতেন তদ্বিষয়ে এই প্রাচীন লিপিমালা অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ।

তাম্রফলকে অনেক কায়স্থ 'রাণক' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়রাজগণের জ্ঞাতিকুটুম্বগণই 'রাণক' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং কায়স্থদের 'রাণক' সংজ্ঞা হইতেও জানা যাইতেছে যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং রাজকুলের আত্মীয় ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার কতকগুলি শাসনপত্রের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালার অনেক কায়স্থই এ দেশের পূর্ব্বতন হিন্দু নৃপতিগণের জ্ঞাতিকুলসম্ভূত। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ও বারেন্দ্রকায়স্থ কবিকুলবাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত'কাব্য এবং রাঢ়ের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাস-

(১) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-কৃত
"কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" দেখুন।

নের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"এ সকল বিবরণ বাঙ্গালার কায়স্থগণের সেকালের সামাজিক পদমর্য্যাদা সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ, মগ্ন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ।" (১) ইহা নিশ্চিত যে পূর্ব্ব অবস্থার যত অনুসন্ধান হইবে ততই আপনারা আপনাদের গৌরবময় অতীতের নিত্য নূতন পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

কায়স্থ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তাঁহারা অনেক সময় মসী ত্যাগ করিয়া অসি ধারণ করিয়াছেন এবং রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছেন, পরন্তু অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণের সহিত আদান প্রদানও করিয়াছেন। আমরা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে অবগত হই যে রূপবান্ কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন ক্ষত্রিয় রাজা বলাদিত্যের একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখার পাণিগ্রহণ করেন এবং প্রজ্ঞাদিত্য উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদ্বংশীয় ষোল জন নৃপতি কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের আদান প্রদান অপ্রচলিত ছিল না। গৌড়ের পালরাজগণের বহুতাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে তাঁহারা ভারতে তদানীন্তন প্রায় সমুদয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফজল প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রথমে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে রাজত্ব করিত। তৎপরে কায়স্থ ভোজবংশ, কায়স্থ শূরবংশ, কায়স্থ পালবংশ ও কায়স্থ সেনবংশ যথাক্রমে বাঙ্গলাদেশ শাসন করিয়াছেন। সেনরাজগণের জাতি লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। তাঁহাদের যে সকল প্রশস্তি ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে বাস করিতেন এবং ঋষিশাপে তাঁহারা রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া কায়স্থের লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ কায়স্থেরই শ্রেণীবিশেষ। অতএব আবুলফজল যে সেনরাজগণকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হয় নাই। মুসলমানগণ সেনরাজগণের হস্ত হইতেই বাঙ্গলাদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতি

(১) "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়"—দেখুন।

সম্বন্ধে যে মুসলমান ঐতিহাসিক ভুল করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে, বরং ইহাই সহজবোধ্য যে সাড়েতিনশত বৎসর পূর্ব্বে যখন 'আইন-ই-আকবরী' লিখিত হয় তখন সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধি ছিল, আবুলফজল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিমালয়ের পাদভূমিতে মুন্দী ও সুকেত নামে দুইটী ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্য আছে। তথাকার রাজগণ বাঙ্গলার কায়স্থ সেনরাজবংশধর ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া অদ্যাপি পরিচয় দিয়া থাকেন। দিনাজপুরের মহারাজা স্যার গিরিজানাথ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে গমন করিলে তথায় মুন্দীর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন মুন্দীর মহারাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে তাঁহারা বাঙ্গলার কায়স্থ, বাসুকী গোত্রীয় সেনবংশ। তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস এই যে রূপসেন মুসলমান আক্রমণে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে গমন করেন। তথায় কতিপয় পুরুষ অবস্থানের পর তদ্বংশীয় বাবুসেন পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুন্দীনগর স্থাপন করেন। এই বংশের এক শাখা অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্ঠেবারের অধিপতি। মুন্দীর রাজবংশই মুন্দী ও সুকেত এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে বাসুকীগোত্রীয় কায়স্থ সেনবংশ অদ্যাদি বর্ত্তমান আছে। আমরা আচার্য্যচূড়ামণির কারিকায় দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে রাঢ়দেশে কঙ্কগ্রামে বাসুকী গোত্রীয় সেনবংশ বাস করিত।

আমি আশা করি অতঃপর আপনারা সেনরাজবংশের কায়স্থজাতিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করিবেন না। আপনারা স্বদেশের পূর্ব্ব-ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিবেন যে বঙ্গদেশ কায়স্থেরই দেশ, এককালে কায়স্থেরাই এদেশের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধাতা ছিল, তাঁহারাই কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং বিদ্যা ও বীরত্ব সম্পন্ন কায়স্থদিগকে আনয়ন করিয়া এখানে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।

আমি বিশ্বাস করি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কোন সংশয় নাই। যদি তাহাই হয় তবে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার গ্রহণের বিলম্ব করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। আপনাদের ন্যায্য অধিকার লাভে যত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হউক না কেন আপনারা ক্ষত্রিয়োচিত মানসিক বলে তাহা অতিক্রম করুন। দীর্ঘকাল অনুপনীত থাকিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যায় কিনা—অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীয় ও বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয়

যুক্তি প্রমাণ সহকারে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, সুচিরকাল অনুপনীত থাকিলেও কায়স্থ-জাতীয়গণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। পরলোকগত তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও তদীয় বিখ্যাত অভিধানে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা আপস্তম্ব বচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আপনারা দেখিতেছেন যে, বৈদ্যসমাজে অনেকে বহুপুরুষ পরে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাহাতে ব্রাহ্মণগণ আপত্তি না করেন, তবে কায়স্থদের সম্বন্ধেও আপত্তি করিতে পারেন না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির বাস এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতির উপনয়ন প্রচলিত আছে। কায়স্থগণও ঐ সকল প্রদেশ হইতেই বঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদের উপনয়ন সম্বন্ধে কোন ন্যায়-সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে না।

যদি উপনয়ন ছিল তবে তাহা কেন গেল এই প্রশ্ন আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন :—

(১) "কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ক্রিয়াহীন হইয়া ক্রমে তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় অনেক কাল গত হইলে তাহারা আগমে (তান্ত্রিকধর্ম্মে) দীক্ষিত হন, তথাপি উপনয়নাদি পরিত্যাগহেতু তাঁহারা শ্রুতির অনুশাসনে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়াই খ্যাত।"

ধ্রুবানন্দের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য। ধ্রুবানন্দ যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মমত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব সিল। আপনারা জানেন পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এবং খড়্গবংশের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এক সময়ে চন্দ্রদ্বীপেরও বিক্রমপুতে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব ছিল। আপনারা জানেন পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এবং খড়্গবংশের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমরা

(১) গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানদাঃ।
ততত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথাপুনঃ।
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাৎ গতাঃ।
ততঃকালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্॥
ততান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্ত্রাণামপিপারগাঃ।
তথাতু শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাননাৎ॥—ধ্রুবানন্দ।

জানিতে পারি যে, এক সময়ে চন্দ্রদ্বীপে ও বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। আর বর্ম্মবংশের তাম্রশাসন ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এদেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক মত অবলম্বন করিলে রাজা শ্যামল বর্ম্মা বেদোক্ত যাগযজ্ঞ এদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম ভারত হইতে কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমনের পরেই রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজে ক্রমে বেদাচার পুনঃ প্রচলিত হয়। তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। আমি এস্থলে কেবল ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থের একটি প্রমাণ উল্লেখ করিব। "রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দোষকারিকা" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে কোন কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া জাতি ত্যাগ করেন এবং পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে আবার বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে পাঁতি লইয়া পৈতা গ্রহণ করেন। (১) রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজেরই যখন এই অবস্থা হইয়াছিল, তখন কায়স্থদে'ত হইতেই পারে। বস্তুতঃ এ দেশের কায়স্থগণ এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন, এবং দেশে দেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিব্বতের কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়াছে। চট্টগ্রামের উজ্জ্বল নক্ষত্র রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর অদ্য বর্ত্তমান থাকিলে এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে তিরোহিত হইলে যাজনিক কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করা ও রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থদিগের জীবিকার জন্য যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন ছিল না, তাঁহারা পরিত্যক্ত যজ্ঞোপবীত পুনরায় গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাহারা ফলে এই হইয়াছে যে কিছুকাল পরে স্মার্ত্তরঘুনন্দন—কলিকালে কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র হইয়া গিয়াছে, এইমত ঘোষণা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কায়স্থ ও বৈশ্যগণ শূদ্রত্বই মানিয়া লইয়াছে। রঘুনন্দনের মত অশাস্ত্রীয় হইলেও তৎকালে তাহার প্রতিবাদ কেহ করে নাই।

এইরূপে বাঙ্গলায় কায়স্থ জাতি সংস্কারভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। আজ আপনারা তাহার প্রতিবাদ করুন। যজ্ঞোপবীত, প্রণব ও গায়ত্রী পুনরায় গ্রহণ করুন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমতে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হউন।

(১) এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি॥
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

বারেন্দ্র, উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন-সংস্কার অচিরেই প্রসার লাভ করিবে আমরা এমন আশা করিতে পারি। কিন্তু বঙ্গজ-সমাজে উপনয়নসংস্কার অতি ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার এক বিশেষ কারণ এই যে আমরা আপন ঘরে কে কাহার চাইতে কত বড় অদ্যাপি সেই ভাবনা, সেই গর্ব্বই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা দেশের চক্ষে, পৃথিবীর চক্ষে যে দিন দিন হেয় হইয়া পড়িতেছি, আমাদের পূর্ব্বমান ও গৌরবের কি ভয়াবহ অপচয় ঘটিয়াছে, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। আমরা আত্মবিস্মৃত। আমরা কেহ ভাবিতেছি সকল কায়স্থই যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিল, তবেত সকলেই সমান হইয়া গেল, তবে আর কুলীনের সম্মান থাকিল কৈ? আবার কেহ ভাবিতেছি কুলীনেরা উপবীত গ্রহণ না করিলে কি আমাদের তাহা করা উচিত? আপনারা এই প্রকার কুসংস্কার ও অসার বিতর্ক ত্যাগ করিয়া যাহাতে সমগ্র কায়স্থজাতি বেদবিহিত আচার অবলম্বন করিয়া সমুজ্জ্বল হইতে পারেন, তজ্জন্য বদ্ধ পরিকর হউন। যেমন কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সকলেরই উপনয়নে সমান অধিকার, তেমন কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদেরও উপনয়ন সংস্কারে একই অধিকার। সংস্কার ও আচারে একবর্ণ মধ্যে সকলেরই সমান অধিকার। দেখিতেছেন সকল ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞোপবীত আছে, কিন্তু তাহাতে কুলীন, শ্রোত্রিয়, আচার্য্য, অগ্রদানী সকলে সমান হইয়া যায় নাই।

আমি আমার বঙ্গজ সমাজের কুলীনদিগকে বলিতেছি, আপনারা মৌলিকদিগকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবেন না। আপনারা সমগ্র জাতির উন্নতি সাধনে তৎপর হউন, তাহাতে আপনাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। আর মৌলিকদিগকেও বলি, আপনারা নিজেদের বর্ণগত অধিকার লাভে কাহারও মুখাপেক্ষী হইবেন না। রাঢ়ের শূরনরপতিবংশ, বিক্রমপুরের সেনরাজবংশ, চন্দ্রদ্বীপের দেবনৃপতিবংশ—যাঁহারা এদেশে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজপুষ্টির জন্য কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও সজাতীয় কায়স্থদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা দান করিয়াছেন, এবং যাঁহারা সমাজপতিত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মৌলিকের বংশনাম ধারণ করিতেন। গৌড়ের পালরাজবংশকেও মৌলিকেরাই সশ্রেণী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন। বিক্রমপুরের চাঁদকেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ও ভুলুয়ার লক্ষ্মণ-মাণিক্য মৌলিকদিগেরই গৌরবস্থল।

আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আমাদের বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যেমন বসুঘোষাদি বংশ কুলীন, উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে তদ্রূপ সিংহ ও ঘোষ বংশ

এবং বারেন্দ্র সমাজে দাস, নন্দী ও চাকী বংশ কুলীন। তাঁহাদের কুলগ্রন্থেও উক্ত আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জাদি প্রদেশ হইতেই আনীত হইয়াছেন। আমরা বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রন্থেও দেখিতে পাই আদিশূরের রাজত্ব-কালে কান্যকুব্জ হইতে দশরথাদি পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, চক্রধর পালিত প্রমুখ ২২ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন এবং রাজা আদিশূর এই ২৭ জনকেই ২৭ খানা গ্রাম দান করেন। (১) আপনারা যদি কুলগ্রন্থ মানেন তবে অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, তৎকালে বসুঘোষাদি কায়স্থ হইতে এই নাগ দাস সেনাদি কায়স্থগণ মর্য্যাদায় খাট ছিলেন না। প্রাচীন আচার্য্যচূড়ামণির গ্রন্থ হইতে বঙ্গজ ঘটককারিকায় প্রাথমিক কায়স্থ-সমাজের যে পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা হইতে জানা যায়, কায়স্থগণ প্রথমে রাঢ় দেশে বাস করিতেন, এবং ক্রমে রাঢ় ভূমিতে তাহাদের—হরিপুর, বটগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ, বর্দ্ধমান, গোণগ্রাম, কঙ্কগ্রাম, মধুগ্রাম ও মঙ্গলকোট—এই আটটী কুলস্থান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আচার্য্যচূড়ামণি এই অষ্টকুলস্থানের কায়স্থদের সগোত্র বংশনাম যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে তৎকালে অন্য কায়স্থ হইতে বসুঘোষাদি বংশের কোন বিশেষত্ব ছিল না। (২)

---

(১) স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানিচ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ ॥
দ্বিজবাচস্পতির কায়িকা।

(২) পুরা তে পশ্চিমরাঢ়ে মৎস্যত্যাগিমহাকুলাঃ।
ততোবল্লালসেনমুখ্যা বঙ্গে নিবাসিতাঃ ॥
হরির্গোণো বটঃ কোটো বর্দ্ধমানো মধুস্তথা।
ককর্ণো চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকং ॥
আচার্য্যচূড়ামণি।

হরিপুরে—বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ, কাশ্যপ দাস, শাণ্ডিল্য ঘোষ, ভরদ্বাজ পালিত, শাণ্ডিল্য বিষ্ণু, সৌপায়ন নাগ পরাশর নাথ ও মৌদ্গা দায়ু (দাম)

গোণগ্রামে—শাণ্ডিল্য আঢ্য, মদ্‌গুল্য দাস, মদ্‌গুল্য নন্দী, মদ্‌গুল্য দেব, আলম্বায়ন সেন, মদ্‌-সেন, মদ্‌গুল্য কর, কাশ্যপ চন্দ্র ও বৈয়াঘ্রপদ্য বিষ্ণু।

বটেগ্রামে—বিশ্বামিত্র মিত্র, মদ্‌গুল্য রক্ষিত, কাশ্যপ দায়ু, কাশ্যপদত্ত, সৌকালীন ঘোষ, অরণ্য ঋষি শূর, যামদগ্ন্য ধর ও শাণ্ডিল্যদেব।

মঙ্গলকোটে—শাণ্ডিল্য দায়ু, গৌতমদেব, শাণ্ডিল্য দত্ত, ভরদ্বাজ কর, কাশ্যপ চন্দ্র, ভরদ্বাজ পালিত, বাৎস্য ভদ্র, গৌতম বসু।

বর্দ্ধমানে—কাশ্যপ দত্ত, কাশ্যপ দেব, গৌতম দাস, কাশ্যপ চন্দ্র, শাণ্ডিল্য ভদ্র, আলম্বায়ন কর, আলম্বায়ন পাল, লোহিত্য সোম।

পরে বল্লালের রাজত্বকালে কতিপয় গুণবান্ কায়স্থ রাজসম্মান লাভ করেন ; তদবধি তাঁহারা কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং অপর কায়স্থগণ মৌলিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই কুলীন ও মৌলিকের মধ্যে একটা আকাশ পাতাল ব্যবধান আসিতে পারে না। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে বল্লালের সভায় ২৭ জন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যলাভ করেন, অপর ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণত্বের হিসাবে খাট হন নাই। তদ্রূপ মৌলিক কায়স্থগণও কায়স্থের বর্ণগৌরবে হীন হন নাই।

ভারতগবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা' বা ভারতীয় লিপিমালা নামক গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ডে পাটনা, শোনপুর ও যব্বলপুর হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি শাসনলিপির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ত্রি-কলিঙ্গাধিপতি জন্মেজয়, যযাতি প্রভৃতি রাজগণের অধীনে নাগ, দত্ত, ঘোষ, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বাঙ্গালী কায়স্থগণ সন্ধিবিগ্রহিক মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলা হইতে কতকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, আদিত্য, কুণ্ড প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সমুদয় শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান মৌলিক কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশিষ্ট সামাজিক মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিতেন, এই সকল তাম্রশাসন তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। আমি প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গলার মৌলিক কায়স্থের অতীত গৌরবের উল্লেখ করিলাম। স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব ও বিভবের ইতিহাস পাঠ করিলে কুলীন মৌলিক সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে কেহ কাহারও অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। বর্ণগত অধিকার লাভে সকলেরই সমান দাবী এবং সকলেরই সমান আগ্রহ আবশ্যক।

মধুগ্রামে—কাশ্যপ গুহ, কাশ্যপ নন্দন, শাণ্ডিল্য সিংহ, বাৎস্য দায়ু, সৌকালীন দত্ত, আত্রেয় দাস, অগ্নিবাৎস্য দত্ত ও গৌতম রুদ্র।

কঙ্কগ্রামে—সৌকালীন সেন, বাসুকী সেন, ভরদ্বাজ সিংহ, মদ্‌গুল্য দত্ত, গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র ও কাশ্যপ গুহ।

কর্ণস্বর্ণে—শাণ্ডিল্য দেব, বাৎস্য ঘোষ, আলম্বায়ন সেন, তদ্ব্যতীত সিংহ, ভদ্র, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, রাহা ও গুহ।

আচার্য্য চূড়ামণি।

অতি প্রাচীনকালে যজ্ঞসূত্র দ্বারা আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে প্রভেদ রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সেই প্রভেদ আজও অনেকাংশে বর্ত্তমান আছে। বিদেশীয় লোকেরা যে সকল ভারতবাসীর যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহাদিগকে আর্য্য, আর যাহাদের যজ্ঞপবীত নাই, তাহাদিগকে অনার্য্য মনে করেন। আপনারা অবগত আছেন সুপ্রসিদ্ধ রিজলি সাহেব বাঙ্গালী কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টও কায়স্থদের শূদ্রবৎ সংস্কার দর্শনে, তাহাদিগকে শূদ্রই অবধারণ করিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ তদীয় 'ব্যবস্থা-দর্পণ' নামক আইন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি তৎপ্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, were Kshatriyas, but since several centuries past, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to *sudradom* not only by using after their proper names, the surname '*dasa*' peculiar to the Sudras and giving up their own which is Varma, but principally by omitting to perform the regenerating ceremony upanayana hallowed by the Gayatri."

সরকার মহাশয়ের মতে বাঙ্গালার কায়স্থগণ নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয় হইলেও নামান্তে নিজেদের 'বর্ম্ম' উপাধি ব্যবহার না করিয়া শূদ্রোচিত 'দাস' উপনাম ব্যবহার হেতু এবং গায়ত্রী সংযুক্ত উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগ হেতু কতিপয় শতাব্দ যাবৎ তাহারা শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছে। বিচারপতি ফিল্ড্ ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড সমীপে এক মোকদ্দমায় কায়স্থের বর্ণ-সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সরকার মহাশয়ের উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইয়া কায়স্থকে শূদ্রধর্ম্মী নির্দ্দেশ করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তদবধি আরও কোন কোন মোকদ্দমায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১)

এই কলঙ্ক ক্ষালন করিতে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক, আমাদের

---

(১) ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কলিকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

অবিলম্বে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার অবলম্বন করা আবশ্যক। পরন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থের সহিত মিলিত হইয়া একজাতি গঠনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলেও আমাদের অগ্রে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সহিত আমাদের সমধর্ম্মী ও সম-আচারবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

দেখুন অধঃপতন কতদূর হইয়াছে। মাতৃদেবতাকে 'দাসী' বলিয়া, পিতৃপিতামহকে 'দাস' বলিয়া মন্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের ক্রিয়া শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণদের নিকট আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। অনার্য্যতা এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে! আমরা ক্ষত্রিয়াচারভ্রষ্ট হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি স্বামী বিবেকানন্দের জননী, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের জননী যদি 'দাসী' হন তবে দেবী কে? ইঁহারা যদি শূদ্র হন, তবে ব্রাহ্মণত্বের দাবি কে করিতে পারে?

আপনারা অবগত আছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া স্বদেশেপ্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশের কোন সংবাদপত্র তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া, বেদে ও সন্ন্যাসে অনধিকারী বলিয়া নিন্দা করিতেছিল। স্বামিজি এই অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাও অনেকে পাঠ করিয়াছেন। তথাপি সেই মহামনীষীর অভ্রান্ত উত্তর আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তরএই, যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাসকর তবে জানিও আমি সেই-মহাপুরুষের বংশধর—যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালি-সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালাদেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল

—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনবর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার।"

ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে এই প্রজ্ঞাবান্ মহাপুরুষ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বী বাক্য আজ আমাদিগকে সঞ্জীবিত করুক; আমাদের সকল ঔদাস্য ও জড়তা অপনীত হউক, আমাদের সকল সংশয় ছিন্ন হউক।

আপনারা শুনিয়াছেন, কায়স্থ বালকদিগকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিতেও একবার আপত্তি হইয়াছিল। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কায়স্থদের ক্ষত্রিয়বর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন—"বৈদ্যগণ সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইলে কায়স্থগণ সে অধিকার কেন না পাইবে?" তাঁহার নিরপেক্ষ অভিমত তখন কায়স্থদের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার না থাকার দরুণ আমরা পদে পদে কত প্রকারে অপদস্থ হইতেছি তাহাই আপনারা চিন্তা করুন।

ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিলে পাছে প্রত্যবায় হয়, পাছে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পণ্ড হয়, এরূপ সংশয় কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের সহিত ক্ষত্রিয়বৎ অশৌচপালনের অধিকার স্বতই লব্ধ হয়। সুতরাং এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। ধর্ম্মশাস্ত্রেও অশৌচ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে রাজার অশৌচ নাই, আর রাজা যাহার অশৌচ না থাকা ইচ্ছা করিবেন, তাহারই অশৌচ থাকিবে না, এদ্ব্যতীত চিকিৎসক, শিল্পী, দাস, দাসী ও নাপিতের সদ্যঃশৌচ হইবে। কেহ বলিয়াছেন জন্ম ও মরণে ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হইবে; কাহারও মতে ক্ষত্রিয়ের ১১ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ২০ দিন অশৌচ হইবে, আবার কাহারও মতে ক্ষত্রিয়ের ১৫দিনে ও বৈশ্যের ২০ দিনে শুদ্ধি হইবে। আবার এই মতও দৃষ্ট হয় যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৩ দিন, স্বকর্ম্মরত ক্ষত্রিয় ১০ দিন, তদ্রূপ বৈশ্য ১২ দিন ও তদ্রূপ শূদ্র ১৫ দিন অশৌচ পালন করিবে। আর একটি বিশিষ্ট মত এই যে সর্ব্ববর্ণই ১০ দিনে শুদ্ধি লাভ করিবে। বস্তুতঃ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনেক স্থলেই এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। তদ্দেশে শ্রাদ্ধকালে গরুড়পুরাণের প্রেতকল্প পাঠ করিবার রীতি আছে। তাহাতে উক্ত আছে যে চারিবর্ণই দশদিনে শুদ্ধ হইবে এবং দ্বাদশদিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে,

বিশেষতঃ কলিকালে সর্ব্ববর্ণেরই বারদিনেই সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য—এইরূপ অনুশাসন রহিয়াছে। (১)

কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, আমাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পণ্ড হয়? বস্তুতঃ অশৌচকালের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে শ্রাদ্ধ বিফল হয় না। আমরা প্রেতের উদ্দেশে দশ-দিনে দশটী পূরক পিণ্ড দিয়া থাকি। ইহা যদি মাতাপিতার আত্মা গ্রহণ করেন তবে ত্রয়োদশ দিনে প্রদত্ত জলপিণ্ড কেন না গ্রহণ করিবেন? অশৌচকালের বিচার আমাদের লৌকিক আচার মাত্র, প্রেতাত্মা সে বিচার করে না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে, যতি ব্রহ্মচারীকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে ও ভোজন করাইলে প্রেতাত্মা তৃপ্তিলাভ করেন, ইহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে পাত্রবিচারই বিশেষ আবশ্যক, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু দেখিতেছি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পাত্রাপাত্র বিচার—যাহা শ্রাদ্ধের সফলতার জন্য অপরিহার্য্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অশৌচের কাল লইয়াই তর্ক করিয়া থাকেন।

আমি আশা করি আপনারা উপনয়ন সংস্কারের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত বাদশাহ অশৌচপালন করিতে এবং বেদমন্ত্রে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হইবেন না। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে অনিবার্য্য কারণে অনেকের বিলম্ব ঘটিতে পারে, কিন্তু নামান্তে বর্ম্ম ও দেবী শব্দ ব্যবহার সকলেরই কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কায়স্থ জাতি কেন এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারা জাতিভেদ প্রথাকে দৃঢ় করিতেছেন। এ বিষয়ে আমার উত্তর এই যে আমি বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা দেশের কল্যাণকর বলিয়া মনে করিও না। আমরা আমেরিকায় দেখিতে পাই চর্ম্মকারের সন্তানও কর্ম্ম ও

---

(১) সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকেঽপিবা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরিত্যেষ কলৌ শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেঽপিবা।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ময়া তু প্রোচ্যতে তাক্ষ্যশাস্ত্রধর্ম্মানুসারতঃ।
চতুর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিণ্ডনম্॥
অনিত্যাৎ কলিধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
অস্থিরত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্যতে॥
গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে, মুম্বই সংস্করণম্।

পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত "কায়স্থসমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে অশৌচ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা দেখুন।

প্রতিভাবলে সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ লাভ করিতে পারেন, ইংলণ্ডে দেখিতে পাই একজন শ্রমজীবীর সন্তানও স্বীয় প্রতিভায় লর্ড হইতে পারেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারেন। জগতের এই উদার নীতির প্রতি ভারতের হিন্দুদিগের চিত্তও ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে। এখন কেহই সমাজে জাতিদোষে হেয় ও ঘৃণ্য হইয়া থাকিতে চাহে না। হিন্দু সমাজেও যদি এমন নিয়ম প্রবর্ত্তন সম্ভব হয় যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কর্ম্ম ও জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত হইতে পারে, আর বিভিন্নবর্ণের একত্র পান ভোজনে বাধা না থাকে, তবেই এই বর্ণভেদ জনিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে। বর্ণভেদ মনুষ্যকৃত, ইহা ভগবৎকৃত, নহে। আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই, প্রথমে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল, তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগকে লইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ গঠিত হয়, এবং তাহাতেও সুবিধা না হওয়ায় বৈশ্যবর্ণ এবং সর্ব্বশেষ শূদ্রবর্ণ গঠিত হয়। মহাভারতেও প্রমাণ দৃষ্ট হয় যে এক ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেই গুণকর্ম্ম ফলে চারি বর্ণ গঠিত হইয়াছে। আর বৈদিক সাহিত্যে ইহাও দেখা যায় যে একই ব্যক্তির পুত্রগণ বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাচীনকালে শূদ্রগণই ত্রৈবর্ণিকের পাচকতা করিতেন, এইরূপ প্রমাণও দৃষ্ট হয়। কিন্তু আজ সেই নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তন কে করিবে? তথাপি আমরা ইচ্ছা করিলেই জাতিভেদ সহজেই উঠিয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা সমাজের মস্তকে আছেন, তাঁহারা দেশের জন্য নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে আজও প্রস্তুত হন নাই। এ অবস্থায় বরং প্রত্যেক জাতিরই আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা সঙ্গত। যদি দেশে কেবল ব্রাহ্মণ থাকে, এবং আর সকল জাতি রঘুনন্দনের অভিপ্রায় মতে শূদ্র হইয়া থাকে, তবেই কি জাতিভেদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবে? বরং জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর ব্যবধান যত কমিবে ততই মিলনের পথ সুগম হইবে। এই কারণে আমি সকল জাতিরই সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক মনে করি।

আপাততঃ বাঙ্গলার কায়স্থগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদের সহিত মিলিত হইয়া এক বৃহৎ সমাজ গঠন করুক, বৈশ্যোচিত ব্যবসায়েলিপ্ত জাতি সকল মিলিত হইয়া এক বৃহৎ বৈশ্যজাতি গঠন করুক, যতদিন জাতিভেদ থাকিবে ততদিন সকল জাতিই আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করুক, কেহ পড়িয়া না থাকে। তাহা হইলে এমন দিন আসিবে যখন গুণকর্ম্মবিচারে বর্ণ নির্ণীত হইবে, অথবা সময়োপযোগী অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

আমাদের দেশে কতিপয় সম্পৎশালী ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা সকল জাতির সংস্কার ও উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করার জন্য এবং বিদেশা-

গত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমাজের দ্বার রুদ্ধ করার জন্য বর্ষে বর্ষে বিস্তর অর্থব্যয়ে এক ব্রাহ্মণসভা সংঘঠন করেন। আমি ১৩২০ সনে এলাহাবাদে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহা-সম্মেলনে যাহা বলিয়াছি, এবার এখানে তাহা বলিতেছি—তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে না, দেশের লোক তাঁহাদের এই সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষবুদ্ধির সমর্থন করিবে না। বরং তাঁহারা যদি বাঙ্গলার রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে মিলিত করিয়া ভারতের অন্য সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণদের সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন, আমরা তাহাতে আহ্লাদিত হইতাম।

আজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আমাদের বালকগণের সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা করিয়া বিদেশ গমন করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে সাদরে সমাজে গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণসভা আজও বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণসভা বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক সভা বিদেশগমনের প্রতিকূলতা দ্বারা সৈন্যবল সংগ্রহের অন্তরায় হইবেন না।

যাহা হউক আমাদের কায়স্থবালকগণ যাহাতে বিদেশে যাইয়া বিবিধজ্ঞান আহরণ করিয়া আত্মোন্নতি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। গত পনর বৎসর মধ্যে আমরা কায়স্থ বালকবালিকাগণের উপযুক্ত শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। কায়স্থসভার এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমের পরলোকগত মহাত্মা কালীপ্রসাদ এই জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থেই এলাহাবাদ কায়স্থ-পাঠশালা নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলার কোন সম্পৎশালী কায়স্থ সজাতির হিতার্থ এইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইবেন, এমন আশা আমরা আজও করিতে পারি না। কিন্তু আমরা দরিদ্র বালকবালিকাগণের শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রতিভাবান্ বালকদিগকে বিদেশে প্রেরণের জন্য বৎসরে ২৫ হাজার টাকাও ব্যয় করিতে পারি না কি? এ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে তাহা আপনারা চিন্তা করুন।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দু জাতিরই সাম্প্রদায়িকভাবে নিজ জাতির সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, সাহা প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, ইয়োরোপের ইংরেজ, জর্ম্মাণ ফরাসি প্রভৃতি জাতির মধ্যেও তত ব্যবধান নাই। ইংরেজ বণিক তাহার কন্যাকে জর্ম্মণীর কাউণ্টের নিকট বিবাহ দিতেছেন, ইংলণ্ডের অভিজাত যুবক মার্কিন ধন-কুবেরের কন্যা বিবাহ করিতেছেন, মার্কিনের ক্রোড়পতি ফরাসী দেশের সুশিক্ষিতা

রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে এক দেশের নরনারী অন্য দেশের ধন সম্পদের অংশভাজন হইতেছেন। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি একগ্রামে বাস করিলেও একে অন্যের সম্পদে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারি না, কেহ কাহারও দায়াদ হইতে পারি না। আপনারা কায়স্থ, কায়স্থ-সমাজেই আপনাদের পুত্রের বিবাহ করাইতে হইবে, কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইবে। কায়স্থ জাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনসম্পদে উন্নত হইলেই আপনারা সহজে সুপাত্র ও সুপাত্রী সংগ্রহের এবং অন্য শত প্রকার সুখশান্তির আশা করিতে পারেন। প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধেই এই কথা।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রায় সকল জাতিরই জাতিগত ব্যবসায় অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু কায়স্থের জাতিগত ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে, আব্রাহ্মণ সকল জাতিই এখন কায়স্থের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমাদের বালকবালিকাগণের সর্ব্বোত্তম শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের বালকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, কেবল চাকুরী বা ওকালতীর জন্য লেখা পড়া শিখিলেই চলিবে না কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা ও তদ্দ্বারা অর্থাগমের উপায় করা এখন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কি প্রণালীতে কি করিলে আমরা এ বিষয়ে সফল হইব তাহা আপনারা চিন্তা করুন।

আমাদের সমাজশরীরে পণপ্রথারূপ যে কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করার জন্যও আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে আপনারা সংবাদপত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা দেখিয়াছেন, কত মর্ম্মস্পর্শী কবিতা পাঠ করিয়াছেন। ইহা অন্যায় কার্য্য আমরা সকলেই বলি, অথচ কার্য্যকালে অর্থলোভ সংবরণ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনেক কৃতবিদ্য যুবক অর্থও অলঙ্কারাদির দাবী দস্তুর ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন—কেহ কেহ ভাবী শ্বশুর হইতে মাতাপিতা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ফেরৎ দেওয়াইয়া বিবাহ করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের যুবক ও বালকগণ কৃতসংকল্প হইলে এই পাপ প্রথা অচিরেই উঠিয়া যাইবে। আমি যুবক ও বালকগণকে বলি, আপনারাই আমাদের ভবিষ্যৎ আশা স্থল, আপনারা শপথ করুন, পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। আপনারা স্মরণ রাখিবেন আজ যে পণ লইয়া পরের কন্যা বিবাহ করিতেছেন, তিনি তদ্দ্বারা নিজের ভাবী কন্যাগণেরই দুর্দ্দশা বাড়াইতেছেন।

কায়স্থ যুবক ও বালকগণকে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। আপনারা জানেন আপনারা ক্ষত্রিয়। আজ সেই ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্য প্রদর্শনের এক

এহা সুযোগ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। আজ গভর্ণমেণ্ট ও দেশনায়কগণ আপনাদিগকে বাঙ্গালীসৈন্যদলে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা এই সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। ইহা আনন্দের বিষয় যে দুইজন কায়স্থনেতার অসীম উদ্যম ও চেষ্টার ফলেই বেঙ্গল আম্বুল্যান্স কোর ও বেঙ্গলীরেজিমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এ জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ যাবৎ যাঁহারা সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এক তৃতীয়াংশ কায়স্থ। ইহা বাঙ্গালার বিভিন্নজাতির সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট হইলেও, অতীত পরাক্রমগর্ব্বিত কায়স্থজাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমি এজন্য আমার সজাতীয় যুবকগণকে বলিতেছি, আপনারা আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগদান করিয়া এবং রণক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষা করুন। লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশচন্দ্র, সেনাপতি মোহনলাল, মহাবীর সীতারাম, রণশার্দ্দুল প্রতাপাদিত্য, আর্য্যাবর্ত্তবিজয়ী পালরাজগণপ্রমুখ সজাতীয় শূরগণের অনশ্বর বীরযশ, আজ আপনাদিগকে বীরব্রতে উৎসাহিত করুক!

সর্ব্বশেষে আমি বঙ্গীয় কায়স্থের চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিটী সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলন করা আপনাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। এ যাবৎ এ বিষয়ে আপনারা অতি অল্পই সফলতা লাভ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে বাঙ্গালার চারি সমাজের কায়স্থই মূলে এক, সকলেই এক পূর্ব্বপুরুষগণের সন্ততি, কেবল দেশভেদে সমাজভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন চারিসমাজের বিভিন্ন কুলপ্রথাই ঐক্যসাধনের প্রধান অন্তরায়। এই ধারণা ভিত্তিহীন না হইতে পারে। কিন্তু আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না যে সমাজের সংস্কারসাধনের জন্যই আপনারা কায়স্থসভা স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কারসাধন করিতে হইলেই প্রচুর মানসিক বল ও নৈতিক বলের প্রয়োজন। আপনারা সজাতির কল্যাণের জন্য, ভাবী বংশধরগণের কল্যানের জন্য যদি এই মিলন আবশ্যক বুঝিয়া থাকেন তবে সকল অন্তরায় দলন করিয়া বীরের ন্যায় অগ্রসর হউন। আমরা আপন ঘরে যদি এই ক্ষুদ্র মিলন সংসাধন করিতে না পারি তবে ভারতীয় কায়স্থের বিরাট মিলন কিরূপে আশা করিব?

আজ উপনয়ন সংস্কারের সহিত আমাদের সকল কুসংস্কার দূরীভূত হউক; যাহা সত্য, যাহা শুভ, তাহাকে গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত হউক;

হৃদয়ের সকল দৈন্য, সকল দ্বেষ অপসারিত হউক; সমাজে ও দেশে জ্ঞান ও একতা বিস্তার হয়, ইহা উদার কায়স্থ জাতির মূলমন্ত্র হউক; অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞাপালন যাহা পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তাহাই আমাদের চরিত্রের অলঙ্কার হউক। একতা হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একতা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই। একতা ও সমতায় যে শক্তি, যে প্রীতি, যে আনন্দ তাহাই আজ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হউক। আজ আপনারা পূর্ব্ব পিতৃগণের সেই সুধা-সঙ্গীত স্মরণ করিয়া আবার প্রবুদ্ধ হউন—

সমানী ব আকূতিঃ সমানী হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি॥

অতঃপর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল্ মহাশয় ষোড়শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

কার্য্য-বিবরণী।

ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে সভা গত শ্রাবণ মাসে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য সভা অন্যান্য সভা-সমিতির ন্যায় আজ তিন বৎসর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, পূর্ব্ব দুই বৎসর অপেক্ষা সভার আলোচ্য বর্ষের অবস্থা অনেক আশাপ্রদ।

সভ্য-সংখ্যা। এই বৎসর ৮৮ জন নূতন সভ্য ও ২১ জন পত্রিকার নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। একটী নূতন শাখাসভা বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৮০ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ৭৮ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। পত্রিকার গ্রাহক পূর্ব্ব বৎসর ১৫ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ২৫জন বাড়িয়াছিল। শাখা সভা গত বৎসর ১টী ও তৎপূর্ব্ব বৎসর ২টী বাড়িয়াছিল। এদিকে আমরা ৮৫ জন সদস্যকে হারাইয়াছি, তন্মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই সকল লোকান্তরিত মহাত্মাদের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। ১৯ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। অপর কয়জনের চাঁদা কিছুতেই আদায় করিতে না পারায় বাধ্য হইয়া তাঁহাদের নাম সভ্যের তালিকা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে নিকষ আয় ৩৫৯১৷৵৩ পাই। এদ্ব্যতীত গত বর্ষের ৪৮৯৸৵০ টাকা তহবীলে মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ৪০৯০৵৩ পাই টাকা তহবীলে হয়। এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকারে ৩৬১৬৸৵৩ পাই খরচ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪৭৩৵০ মাত্র এ বৎসর মজুত আছে। এবার প্রচারার্থ ২৪০৲ আদায়—কিন্তু প্রচারার্থ ৩৩৪৵৬ পাই ব্যয় হইয়াছে। এবং উপনয়ণার্থ ৪২৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ৪১৷৵৬ খরচ হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় ভাণ্ডার ও দেবরাণী গুহরায় ভাণ্ডারের সুদ আদায়ের সময় এখনও হয় নাই এবং জমা হইল না।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি। সমিতির এবার বারটী অধিবেশন হইয়াছে' তন্মধ্যে ৺সারদাচরণ মিত্রের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ বিরাট সভা

আহ্বানের আয়োজন কল্পে দু'টী বিশেষ অধিবেশন। এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির চেষ্টায় সভার মুখ্য উদ্দেশ্যাদির প্রচার, শিক্ষার্থ দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদের ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্য যথারীতি সম্ভবমত দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সভার উন্নতি বিধানকল্পে বিশেষ আলোচনা এবং সরল ভাষায় ও অতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্যাদি বিষয়ক পুস্তিকা সঙ্কলন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী বিবাহাদি সম্পন্ন হওয়ার জন্য সভার নিযুক্ত ঘটক আবশ্যক। এজন্য একজন অবৈতনিক ঘটক নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে সর্ব্বত্র বিবাহাদির আয়োজন বা পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যাহাকে তাহাকেও সভায় ঘটক করা যায় না। সম্প্রতি কেবল মাত্র রংপুরে বিশ্বস্ত ও উৎসাহী লোক পাওয়ায় সেইখানেই একজন ঘটক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন। মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র ও স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে কলিকাতা মহানগরীতে দুইটী কায়স্থ-জাতীয় বিরাট-সভা আহূত হইয়াছিল। নগরীর বহু গণ্যমান্য কায়স্থ সন্তান উপস্থিত থাকিয়া মহাত্মাদের উদ্দেশ্যে আপনাপন বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন; —সারদা বাবুর উদ্দেশ্যে সভা কায়স্থ-কুল গৌরব স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে দিনাজপুরের স্বনামধন্য মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে হয় এবং স্যার চন্দ্রমাধবের উদ্দেশ্যে কলিকাতার ওভারটুন হলে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার। ইহা এবার দুই প্রকারে আরব্ধ হইয়াছে। একদিকে যেমন স্মার্ত্ত সম্মত সংস্কার বিস্তার করা হইয়াছে, অন্যদিকে সদাশয় ভারত-রাজ প্রতিনিধি বহু সংখ্যক কায়স্থ যুবককে ভারতরক্ষী সৈন্যদলে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন উচ্চ পদেও উন্নতি হইয়াছেন।

ভারতীয় কায়স্থ মহা সম্মেলন এবার হয় নাই। শুনা যাইতেছে শীঘ্রই নাকি লক্ষ্ণৌএ হইবে।

আন্তর্গণিক বিবাহ। এবার একটি হইয়াছে। তন্মধ্যে একজনও সভার সভ্য নহেন। তত্রাচ ইঁহারা সভার উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়াছেন।

বিবাহে দাবী দাওয়া। এই দুরূহ কার্য্যে যথাপূর্ব্ব বিফলতা স্বীকার করিতেই হইতেছে। অদ্যূন ২।৪টী বিবাহে দাবী দাওয়া হয় নাই। আমরা সর্ব্বসমেত ১১টী বিবাহের সংবাদ লইতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে ক্ষাএরীত্যনুসারে ২টী এবং ৩টী বিবাহে কোন প্রকার দেনা পাওনার কথা হয় নাই। সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তাকে দানসামগ্রী পর্য্যন্ত দিতে দেন নাই।

বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ। এ বিষয়ে সভা অনেকটা কৃতকার্য্য, আজকাল অনেক বিবাহেই শোভাযাত্রার আড়ম্বর ইত্যাদি অনেক হ্রাস হইয়াছে। লৌকিকতা আদান প্রদান উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এ বিষয়ে অন্য জাতি এবং সভার সভ্য যাঁহারা নহেন, তাঁহারাও আমাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছেন।

সভা-গৃহ। এই বিষয় কিছুই করিতে পারা যায় নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে কিছু আশাও করা যায় না।

শিক্ষা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শিক্ষার্থ তিনটী ছাত্রকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যবিদ্যালয়ে ২১জন কায়স্থ ও ৩৮জন সভার স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণ ছাত্র বিনা ও অল্প বেতনে পড়িতেছে। আর্য্যবিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ৪০৮ ছাত্র। সর্ব্বসমেত ৬২জন বিনা ও অল্প বেতনে এ বৎসর পড়িতেছে।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। এ বৎসরও আবশ্যক মত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। তথাপি এবার তিনটী ছাত্রকে ৫০৲ টাকা সাহায্য করা গিয়াছে। এবং পূর্ব্ববৎসর যে সকল বিধবাদের সাহায্য করা হইতেছিল তাহা চলিতেছে।

এই ভাণ্ডারে সন ১৩২৩ সালের শেষে ২১৯৭।৩ পাই মজুত ছিল, ১৩২৪ সালে ১৪১৸৵৯ পাই মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোং কাগজের সুদ ১৮৵৯ পাওয়া গিয়াছে, অতএব একুনে এই ভাণ্ডারের ২৩২১।০ হয়, ইহার মধ্যে ২১০৪/৪ পাই টাকার কোম্পানীর কাগজ বাদ ২১৭৵৮ পাই থাকে ঐ টাকা হইতে ১৩২৲ টাকা খরচ হইয়া ৮৫৵৮ পাই মজুত আছে। কয়েকজন ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের টাকা না লইয়া যাওয়াতে ৫৫৲ টাকা অধিক মজুত আছে।

প্রচার। সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার বর্ম্মা, ফরিদপুর প্রচার সমিতির স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও মাখনলাল ধরবর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সভা করিয়া, লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া, উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন, এবং নানা স্থানে সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা ঐ সকল কর্ম্মীরনিকট আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শাখা-সমিতি। এবার শাখা-সমূহের মধ্যে প্রথমেই পূর্ব্ববঙ্গ শাখা-সভার সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় দ্বয়ের এবং তৎপর 'সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মেলনী'র প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের কার্য্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা প্রচার-সমিতি গঠন করিয়া নানা স্থানে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। অপরাপর শাখা-সভার কার্য্যের কোন সংবাদ নাই।

কায়স্থ-পত্রিকা। এবারও কায়স্থ-পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুইটী দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় এবং কাগজের অভাবে দুই মাসের পত্রিকা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়াছে।

এবার ৪৮ খানা পত্রের বিনিময় ছিল। কিন্তু কয়েকখানি পত্রিকা যথাযথ প্রকাশিত না হওয়ায় উহার বিনিময় পাওয়া যায় নাই। অমৃত-বাজার-পত্রিকা, বেঙ্গলী, বিশ্বদূত, মেদিনীপুর-হিতৈষী, বাঙ্গালী, বঙ্গবাসী ও কাশীপুর-নিবাসী এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণ সভার সংবাদ বিনামূল্যে প্রকাশ করায় আমরা ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৩২৪ সালের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

জমা—	
প্রবেশিকা	৮২৲
চাঁদা আদায়	২৪৬৪৷৷০
গ্রাহক মূল্য	২০৯৲
পত্রিকা বিক্রয়	৭৯৸ ০
বিজ্ঞাপন মূল্য	৩৪৯৸৵০
ডাক মাশুল আদায়	৫৯৵০
আমানত	১৬৭৷৷৵৩
পুস্তকাগার ভাণ্ডারে	১৲
সভার উন্নতিতে	৭০৲
কার্য্যবিবরণ বিক্রয়ে	৵০
প্রচার ভাণ্ডারে	২৪০৲
উপনয়ন ভাণ্ডারে	৪২৲
কাগজ বিক্রয়ে	৯৷৶০
কমিশন আদায়	৯৸৩
সুদ আদায়	২৷৷৶৩
বাজে জমা	৪৷৵৯
	৩৫৯১৷৵৩
কৈঃ বর্ত্তমান সনে জমা	৩৫৯১৷৵৩
গত সনের মজুত	৪২৮৸৵০
	৪০২০৵৩
মিনাহ খরচ	৩৬১৬৸৶৩
	৪৭৩৶০
মজুত	৪৭৩৶০
জিঃ থ্যাকরস্পিঙ্ক কোং ব্যাঙ্ক	৮৯৵৬
	৩৮৪৲৬
জিঃ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১৫৲
	৩৬৯৲৬
জিঃ ইঃ কর্পোরেশন	২৫৲
	৩৪৪৲৬
বাদ হাওলাত	২৫৯৲৩
	৮৫৲৩

খরচ—	
সরঞ্জাম খাতে	৭৷৵০
আবশ্যক দ্রব্য	১২৷৷৬
বাটীভাড়া খাতে	১৮০৲
বেতন খাতে	৮৮৯৷৵০
কাগজ খরিদ	৩৬০৸৵৬
মুদ্রণ খাতে	৬৬২৷০
দপ্তরী খাতে	৯৭৷৶৩
ডাক ও টেলিগ্রাম	২০১৸৯
আলো খাতে	৫৩৶৩
পত্রিকার ব্লক	৩৲
পুস্তক খরিদ	৪৵০
প্রচার	৩৩৪৵৬
ট্রামাদির পাথেয়	২০৶৩
উপনয়ন	৪১৷৷৵৩
আমানত শোধ	৫৮৩৸০
ফেরৎ	২৲
পুরস্কার*	১৫০৲
পার্ব্বণী	৫৷০
কমিশন	১৪৷৶০
বাজে খাতে	৯৷৵০
	৩৬১৬৸৶৩

হাওলাত	
১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে	১১৩৷৷০
মোকদ্দমা খাতে	৫৵০
চন্দ্রমাধব শোক-সভা	৪৭৲
১৬শ বার্ষিক	৯৩৷৶৩
	২৫৯৲৩

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।
শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
সম্পাদকগণ।

এই হিসাব নির্ভুল।
হিসাব পরীক্ষক :—
শ্রীবসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
৮ই চৈত্র, ১৩২৪।

* কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আষাঢ়ের অধিবেশনে কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে

ষোড়শ বার্ষিক সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণী পঠিত হইল।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ীয়)।
সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা (বঙ্গজ)।
(২) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা (বারেন্দ্র)।
(৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।
কার্য্যবিবরণী সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বঙ্গের কায়স্থ-যুবকগণকে ভারতরক্ষি-সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

উভয় প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ, অশৌচাদি ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থ-মণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবটি রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি (দক্ষিণরাঢ়ীয়) উত্থাপন করিয়া বলেন, কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা আমাদের মাননীয় সভাপতি মহোদয়ই বিষদভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কিন্তু আমরা যখন ক্ষত্রিয় তখন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য উপনয়ন সংস্কার সকলেই গ্রহণ করা আবশ্যক। আমাদের শ্রদ্ধেয়, দেশের বরেণ্য, স্বর্গগত ৺সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এজন্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে সভা সমিতি করিয়া সকলকেই এক আচারী করিবার জন্য স্বয়ং উপনয়ন গ্রহণ করেন এবং স্বজন মধ্যেও তাহার বিস্তার করেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের প্রতিই তাহার কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন—তাই আমরা আমাদের অনুপনীত স্বজাতিবৃন্দকে অবিলম্বেই সাবিত্রী সূত্রগ্রহণ করার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় (বজজ) বলেন—কায়স্থ-জাতির তান্ত্রিক যুগেই পৈতা গিয়াছে, আমরা বৈদিক আচার না লইয়া যখন অন্য নয়টী বৈদিক কর্ম্ম করিতাম তখন উপনয়ন সংস্কার সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সরলানন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) বহু যুক্তি দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কি কারণে ক্রমে সমাজ হইতে উহার তিরোধান হইয়াছে এবং এখন কি কর্ত্তব্য তদবিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করেন।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে চট্টগ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন এবং আরও কতিপয় অধ্যাপক বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-শাখা-সভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বিবিধ শাস্ত্র বচন ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থ ও শূদ্রের পাথক্য নির্দ্দেশ করিতে থাকেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হইলেও অপরাহ্ন ৫৷৷০টায় অদ্যকার সভাভঙ্গ করা হয়। কিন্তু ইহার ফলে পরদিন অনেকে উপনীত হন।

দ্বিতীয় দিন।

অদ্য ১৭ই চৈত্র, রবিবার, প্রায় ১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভের পূর্ব্বেই মাননীয় কমিশনার মহোদয় সভায় উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, মহাশয়-রচিত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি তাল-লয়-যোগে গীত হয়:—

কি মোহে মজিয়ে, রহিলে ভুলিয়ে, ভুলেও কি কভু ভাবনা,
কে তুমি কাহার, কেবা আপনার, কেন ভোগ এত যাতনা ?
সবে এক আদি পিতার সন্তান,
চিত্রগুপ্ত দেব-কায়স্থ-নিদান,
মোহবশে ভাই হারাইলে জ্ঞান, কেবা আত্মপর জাননা।
রাঢ় কি বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রবীণ,
সিদ্ধ কিংবা সাধ্য, মৌলিক কুলীন,
এক মহাজাতি-শরীরে বিলীন, কোথা বা বিভেদ সীমানা ?
(আজ) প্রেমে গলে সবে বল ভাই ভাই,
মোরা সবে এক, কোন ভেদ নাই,

হয়ে ভাই ভাই, রব ঠাঁই ঠাঁই, কেন এ আত্ম-বঞ্চনা ?
চিত্রগুপ্ত-সুত কায়স্থ-ক্ষত্রিয়,
জ্ঞান ধর্ম্মবলে ভবে অদ্বিতীয়,
বীরত্বে, ধীরত্বে, এই আর্য্যাবর্ত্তে, কে দিবে তাদের তুলনা ?
(আজি) স্মর সেই পূর্ব্ব গৌরব-কাহিনী,
হের ওই সেনা সমর রঙ্গিনী,
(প্রতাপ) আদিত্য বাহিনী, দিগ্-বিজয়িনী করে ক্ষাত্রবীর্য্য ঘোষণা।
অঙ্গে কিংবা বঙ্গে, সৌরাষ্ট্র কাশ্মীরে,
অযোধ্যা, বোম্বাই, অথবা দ্রাবিড়ে,
(হের) পঞ্চনদতীরে, কায়স্থ-মিহিরে, তিমিরে করিছে লাঞ্ছনা।
কায়স্থ গরিমা এ ভারতময়,
(ঘোষে) বিন্ধ্য-হিমাচল কায়স্থের জয়,
সিন্ধু-সলিলে, কিরণে উছলে, কায়স্থ-গৌরব চন্দ্রমা।
জাগো মহাপ্রাণ, কায়স্থ-সন্তান
ধর ক্ষাত্রতেজ, হও বীর্য্যবান,
দলি, সমাজের দুর্নীতি-পাষাণ উন্নতি-পথে চলনা।
জয় চিত্রগুপ্ত রাজ-অধিরাজ,
জয়োহস্তু ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-সমাজ,
জয় শ্রীশঙ্কর সর্ব্ববিঘ্নহর, বিঘ্ন নাশিনী শিব-রমা।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, তাড়াশের কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় ইঁহাদিগের প্রেরিত টেলিগ্রাম ও পত্র সভায় পড়িয়া শুনান।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় গত কল্যকার আলোচিত প্রথম প্রস্তাব সমর্থনার্থ যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহে তিনি পুনরায় সভাপতি মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে মনু ও পরাশস্মৃতি হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শূদ্রের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন। আরও বলেন কায়স্থ জাতির সকলেই অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের অশূদ্রত্ব অনুভব করেন, অথচ অসঙ্কোচে আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন, ইহা তাঁহাদের আত্ম বিস্মৃতির পরিণাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তই রীতিমত বৈদিক সাবিত্র সূত্র ধারণ

নতুবা গত্যন্তর নাই। এই বক্তৃতার পর প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ইহার এই বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী উপনয়ন গ্রহণের জন্য নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

একটু গোলযোগ উপস্থিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ-শাখা-কায়স্থ-সভার অন্যতম সুযোগ্য সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর বর্ম্ম রক্ষিত রায় নিম্নলিখিত গানটী হার্‌মোনিয়ম্ যোগে সুললিত কণ্ঠে গান করিলে সকলে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন :—

রাগিনী মূলতান—তাল ঝাপ।

পিতৃ পূজা মহাযজ্ঞে জাগুক সবার প্রাণ,
প্রাণে প্রাণে সবে মিলি' কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
পুণ্যক্ষেত্র বঙ্গভূমে এ যজ্ঞের মহাধুমে
জাগুক জাতীয় ধর্ম্ম, স্বজাতি কল্যাণ, মান,
স্বজাতি কল্যাণ তরে, যাচ সবে যুক্ত করে,
হউক আবার বঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান
দেববৃত্তি, দেবকীর্ত্তি, দেবধর্ম্ম, দেবমূর্ত্তি
লভিতে চাহিলে পুনঃ ক্ষত্রিয় সন্তান,
জীবনে পবিত্র হও, যজ্ঞসূত্রে মন্ত্র লও,
যজ্ঞের দক্ষিণা দাও স্বার্থ, অভিমান।

সঙ্গীতটির নিবৃত্তি হইলে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য করায় জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন :—

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

(ব) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, আবগারী সুপাঃ, সাং কুমিল্লা।
(দ) ,, কামিনীকুমার দাস, উকিল, সাং চট্টগ্রাম।
(ব) ,, কামিনীকুমার দাস, বণিক, সাং ঐ
(ব) ,, তেজেন্দ্রচন্দ্র ধর, জমিদার, সাং ঐ
(উ) ,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, সাং দিনাজপুর।
(দ) ,, নরেন্দ্রকুমার রক্ষিত, সাং চট্টগ্রাম।
(দ) ,, নরেন্দ্রলাল দাস, সাং ঐ
(দ) ,, নিশিচন্দ্র মজুমদার, উকিল, সাং চট্টগ্রাম।

(দ) ডাঃ বেণীমোহন দাস, সাং চট্টগ্রাম
(দ) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, সাং ঐ
(দ) ,, মহিমচন্দ্র দাস, বি-এল্, উকিল, সাং ঐ
(দ) ডাঃ রজনীকান্ত চৌধুরী, সাং ঐ
(দ) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত হোড়, বি-এ, সাং ঐ
(দ) ,, রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, সাং ঐ
(দ) ,, রামতারণ নন্দী, সাং ঐ
(ব) ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ, সাং চট্টগ্রাম।
(দ) শ্রীযুক্ত সঞ্জীবকুমার দেব চৌধুরী, এম্-এ, সাং চট্টগ্রাম।
(দ) ,, হরিশচন্দ্র চৌধুরী, সাং ঐ
(ব) ,, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, উকিল, সাং ঐ

চতুর্থ প্রস্তাব। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার যে প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, এই সভা নিঃসঙ্কোচে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র, দক্ষিণ রাঢ়ী, শ্রেণী মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি (দক্ষিণরাঢ়ীয়) এই উভয় প্রস্তাব একত্রে উপস্থিত করিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ (বঙ্গজ), অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু (বঙ্গজ)।

ষষ্ঠ প্রস্তাবক। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ

সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই, বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে, স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, উকিল, (বঙ্গজ)।

অনুমোদক—অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার, এম্-এ (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

সমর্থক—রায় বিনোদবিহারী বসু ও রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

সপ্তম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থবালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয়-গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান, অফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতায় কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্-ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি ২৲টী টাকা প্রদান করেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (বঙ্গজ)।

শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্য হইতে অনেকে টাকা দিতে থাকেন। তৎপরিমাণ ৩০৷৷০ টাকা। ইহা ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাইমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কবিরাজ জগবন্ধু কানগো ইহাঁরা প্রত্যেকে বার্ষিক ২৪৲ এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত বার্ষিক ১২৲

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, (উকিল) এককালে ১০৲ এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ পাল (মোক্তার) বার্ষিক ৩৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

এই সময় আবার গোল হওয়ায় কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত রচিত নিম্নের গানটি গীত হয় :—

বহে না বহে না শীতল শোণিত
অবশ ধমনী মাঝারে।
নহে নহে আর জীবন শায়িত
অকূল মরণ-পাথারে॥
নিশার নিবিড় তিমির কাটিয়া,
হাসে বালরবি দিক্ আলোকিয়া,—
টুটিয়া সুপ্তি গভীর মন্ত্রে
বাজে ভেরী (ওই) দুয়ারে
পতিত দলিত মথিত জাতির,
কে ঘুচাবে এস নয়নের নীর,—
পাতিয়া বক্ষ ধরিতে অশনি
আহ্বানি আজি সবারে॥
মোদের প্রতাপ, মোদের বিজয়,
মোদের শিবাজী স্বপন যে নয়,—
তাঁদের রুধির বহিছে হৃদয়ে
দাও পরিচয় ধরারে।
মুছে গেছে গ্লানি, নাহি অবসাদ,
আসিছে নামিয়া দেব আশীর্ব্বাদ,—
ক্ষত্রে শকতি জানে না ভুবনে
পরাজয় কহে কাহারে।

অষ্টম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থমাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বহুল প্রচার হয়, হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস, বি-এল্, (দক্ষিণ রাঢ়ী)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল (বঙ্গজ)।

নবম প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, (বঙ্গজ)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, (দক্ষিণরাঢ়ীয়) নিম্নোক্ত বক্তৃতা দ্বারা সমর্থন করেন। তিনি বলেন ;—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, পরম শ্রদ্ধেয় কমিসনার বাহাদুর ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী! আপনারা মান্ধাতার নাম শুনেছেন, তিনি সসাগর-ধরাধামের অধিপতি ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হইত না, আজ যেমন ইংলণ্ডেশ্বরের বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না—মান্ধাতার সাম্রাজ্যেও সেরূপ ছিল। ইহাতে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে হিন্দুরাজা সমুদ্র পার হয়ে দেশ বিদেশে আপন বিজয় পতাকা উড্ডীনক'রে ছিলেন? কিন্তু তাহাতে তাঁরা'ত পতিত হন নি। সমুদ্রযাত্রাতে তখন ত' কাহাকেও জাতি ভ্রষ্ট হ'তে হ'ত না। কিন্তু এখন এই বর্ত্তমান শতাব্দির মধ্যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপি জাগরণের দিনে—আমরা কিরূপে সমুদ্র পার হ'লে জাতিচ্যুত হওয়ার প্রথা সমর্থন ক'রে আস্‌ছি—ইহা কি বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? এই কুপ্রথা শুধু কায়স্থ সমাজ নয়, সমস্ত হিন্দুসমাজ থেকে উঠে যাওয়া কি উচিত নয়?

আজ পৃথিবীব্যাপী যে নবভাব ধারা জেগেছে, যে ভাবধারার তরঙ্গ ভারতবর্ষের সিংহদুয়ারে এসে ঘাত প্রতিঘাত ক'চ্ছে—নবযুগের সেই সাধনার—সেই উন্নতির ধারার সঙ্গে—সেই উন্নতির স্রোতের সঙ্গে আপনাদের সমাজকেও চল্‌তে হবে। যে উন্নতির, যে সাধনার রথযাত্রায় সমস্ত মানব সমাজ ছুটে চ'লেছে আমরা যদি তার সঙ্গে অগ্রসর হতে না পারি, তবে আমাদের সমাজ বিশ্ব মানবের উন্নতির রথচক্রের তলে নিপেষিত হয়ে যাবে, হয় চল অগ্রসর হও, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য। এই যুগব্যাপী উন্নতির দিনে আমাদের দেশে ও বিদেশে জ্ঞানানুশরণের জন্য চলে যে'তে হ'বে। মণ্ডূক বৃত্তি ত্যাগ ক'রে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিল্‌তে হ'বে, সমাজে হৃদয় মনকে প্রসারিত করে তুলতে হবে, বিশ্বসমাজে আমাদেরও স্থান আছে, তাহা বুঝে নিতে হ'বে।

আপনারা অনেকেই জানেন বিলাতে (ইংলণ্ডে) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন কিংবা পরীক্ষা সমাপ্তিতেই শিক্ষার সমাপ্তি হয় না। সেখানে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমাপ্তির পরেই পূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য continental tour বা ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে আস্‌তে হয়। আমাদের শুধু ভ্রমণের জন্য বিলাত গমন নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ও ইউরোপেও আমেরিকাতে যাওয়া প্রয়োজন হচ্চে এবং হবে। কায়স্থ সমাজের বহুমুখী প্রতিভা সমস্ত জগত হ'তে জ্ঞান আহরণ ক'রে সমাজকে আরও উন্নত করে তুল্‌তে হবে। আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন—বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করা অতটা আবশ্যকীয় কেন?

আমাদের উচ্চ শিক্ষালাভ ক'ত্তে হ'লে, বিদেশে যেখানে মহাপুরুষেরা তাঁ'দের দেশের এবং সর্ব্ব মানব সমাজের ইতিহাসকে গড়ে তু'লছেন, তাঁদের স্মৃতি-চিহ্ন ইতিহাসের রঙ্গভূমি তুল্য যে সমস্ত স্থান মহাপুরুষগণের জীবন নাট্যের দৃশ্যাবলী স্বরূপ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করে সেই পুণ্যতীর্থসমূহ আমাদের দর্শন করা আবশ্যক এবং ত'ারচেয়ে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। নতুবা পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদের প্রাণ ও বিদ্যায় আমাদের প্রাণহীন শুষ্ক হয়ে উঠ্‌বে বিচিত্র কি? এবং আমাদের শিক্ষাও সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাদির পত্র নিবদ্ধ হয়ে থাক্‌বে। এরূপ বিদ্যাতে আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্যা সামাজিক জীবনকে সফল ক'রে তুল্‌তে পাচ্ছে না। বর্ত্তমান যুগকে যাঁরা গড়ে তুল্‌ছেন, সেই মহাপুরুষদের সঙ্গে ক্ষণিক আলাপেও তাঁদের দর্শনে আমাদের জীবনে নূতন রশ্মিপাত হবে। তাঁদের সান্নিধ্যে আমাদের মনের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তুল্‌বে, আমাদের মনের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে রূপকথার "সোনার কাঠির" মত জাগিয়ে বলে দেবে—"জাগো জাগো, তুমিও আমার মতন মানুষ, তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হৌক্, তোমারও সুপ্তিভঙ্গ হোক—দেখ মহত্ত্বের সৌন্দর্য্যে তুমি কত মহীয়ান্"।

তৎপরে আমাদের আরো ভেবে দেখ্‌তে হবে ভারতবর্ষ আমাদের কি দিচ্ছে। আমরা আত্মজ্ঞান লাভ কর্ব্বার জন্য, আত্মা'কে মুক্ত করবার জন্য, সাধনার জন্য ভারতের বাহিরে যাওয়ার আবশ্যক নেই, একথা হয়ত অনেকে বল্‌তে পারেন। তা'হা কোন, কোন মহাপুরুষের পক্ষে সত্য বটে, কিন্তু আমাদের কথা হচ্চে সমস্ত সমাজকে নিয়ে আমাদের সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—সমাজের উন্নতির জন্য যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান দরকার, তেমনি যাকে বলে বিজ্ঞান—তারও দরকার, পাশ্চাত্য দেশে যে সকল জাতি বিজ্ঞানের গরিমায় সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত ক'রে তুলেছে, সেই জ্ঞান আমাদের আহরণ ক'ত্তে হবে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তত্রত্য বিজ্ঞানাগারে

গিয়ে আমাদের দেখে শিখে আস্‌তে হবে। এই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য দেশীয় মনিষীগণের চরণতলে গিয়ে ভক্তিভরে শিক্ষালাভ ক'ত্তে হবে। নতুবা আমরা শুধু "আত্মজ্ঞান" নিয়ে এক চক্ষু হরিণের মত মারাই যাব। অমৃতের সন্ধান পাব না। জড় পদার্থের জ্ঞানও আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক। আত্মিবস্তু ও জড় বস্তুর আভ্যন্তরীন একত্ব আমরা শুধু theoryতে বা কল্পনায় অনুভব না ক'রে বাস্তবপক্ষে ধারণা ক'ত্তে হবে।

পশ্চিমের বিজ্ঞান যেমন তেমনি সৌন্দর্য্যের দেবতা ইউরোপের জান্‌লা দিয়ে যে ভাবে দেখা দিয়েছেন, সেইরূপকে দর্শন ক'রে জীবনকে ধন্য ক'ত্তে হবে। ইউরোপিয় ললিতকলা, স্থপতিভাস্কর্য্য, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি আমাদের শিক্ষা ক'রে নিয়ে আন্‌তে হবে। নিসর্গীয় গ্রীক রোমক দেশ সর্বযুগের ও খ্রীষ্টিয় শিক্ষা প্রভৃতির যে সমর স্মৃতিচিহ্ন সমূহ ইউরোপে বর্ত্তমান রয়েছে সেই সব আমাদের দর্শন ক'রে জীবনকে ধন্য ক'ত্তে হবে।

সর্ব্বোপরি বিশ্বমানবের সঙ্গে যে আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ আছে, তাহা ধারণা ক'ত্তে হলে বিশ্বমানবের সঙ্গে যে আমাদের দেনা পাওনা আছে—তাহা বুঝতে হ'লে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন আবশ্যক। নতুবা যে প্রাণধারা যে ভাবধারা সমস্ত মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌ছে, তাহা আমরা ধারণা ক'ত্তে পার্ব্বনা, আমাদের কল্পনায় মাত্র দেখা পাই বলিতে হবে।

আমাদের একটা বস্তুর জ্ঞান লাভ ক'ত্তে হ'লে তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ সমূহের তুলনা ক'রে নিলেই আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। আমাদের মধ্যস্থিত মহত্ত্বকেও আমাদের নিজকে বুঝতে হইলে সেই ভাবে তুলনাতেও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বুঝ্‌তে হবে। আজ আমাদের স্বামীবিবেকানন্দ, সার জগদীশ, লেপ্টন্যাণ্ট সুরেশ প্রভৃতি যাঁরা বিশ্ব সভায় নাম ক'রেছেন, তাঁরা বিদেশে গিয়েই আত্মোপলব্ধি ক'রেছিলেন; তাঁরা জেনেছিলেন যে, পাশ্চাত্যকেও প্রাচ্যের দেওয়ায় যত জিনিষ আছে, Americaতে কোনও Universityতে এরোপ্লেন testতে আমাদের কায়স্থ সমাজেরই এক যুবক কৃতিত্ব দেখাইয়া আমেরিকাবাসীদেরও মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এরূপ তুলনায় আমাদের সমাজ-হৃদয়ের সুপ্ত-শক্তি জাগ্রত হয়; বিশ্বসভায় যে আমাদের দাঁড়াবার অধিকার আছে, সেই টুকুতেই আমাদের আত্মানুভূতি জন্মে। ইহাও কি বিদেশে শিক্ষার ফল নহে?

যেই শিক্ষার স্রোত—যে ভাবধারা সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে কাজ করে, সেই স্রোতের গতিরোধ কর্ব্বার সাধ্য কার আছে? ইহাকি ভগীরথের ভাগিরথী প্রবাহ

নহে? এই বিপুল স্রোতের সাম্‌নে যেই বাধন আস্‌বে, তাহা মত্তহস্তী সমান হইলেও তৃণের মত ভেসে যাবে। আমাদের প্রণম্য ব্রাহ্মণ সমাজ এই স্রোত গতিকে বাধা দিয়ে সমাজের ও দেশের উন্নতির অন্তরায় হ'বেন না আশাকরি। নতুবা যাঁরা অগ্রসর হ'বার, তাঁরা অগ্রসর হয়ে যাবেন, তারা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে দলাদলি ক'রে পণ্ডশ্রম-করা অপেক্ষা অন্য সমাজ গঠন করা শ্রেয় মনে ক'র্ব্বে এবং কচ্চে। আর আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ পঙ্কিল ম্যালেরিয়া পূর্ণ গণ্ডগ্রামকূপের মতন প্রাচীন সমাজের খোলস নিয়ে ঝগড়া ও দলাদলি ক'ত্তে যাবেন মাত্র, কিন্তু সমাজের উন্নতির স্রোত বন্ধ ক'ত্তে পার্ব্বেন না। এমত অবস্থায় তাঁরা সময়ের ও যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ-দেহের মধ্যে নূতন জীবনের প্রেরণা দিতে থাকুন, তাঁরা বলতে থাকুন, কায়স্থবৃন্দ অগ্রসর হও, আমরা তোমাদের সমাজের পরিচালক হয়ে—অগ্রগামী হয়ে উন্নতির পথ দেখিয়ে চলেছি, আমরা তোমাদের এখনও কাণ্ডারী—আমরা সমাজ খর্ব্ব না দেখে পূর্ণ দেখ্‌তে চাই, পাশ্চাত্য জাতিরা যেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রেছে তোমরা প্রাচ্য ভোগের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বরণ কর, দেশে ক্ষাত্রশক্তি জাগ্রত কর, বিজ্ঞানশক্তি জাগ্রত কর, তাঁহাদের এই আশীর্ব্বাদ সফল হয়ে উঠ্‌বে, আর তাঁহারাও তাঁদের আপন পদ মর্য্যাদা সগৌরবে রক্ষা ক'র্ব্বেন।

আর ব্রাহ্মণ সমাজ যদি তাহা না করেন, তবে ভেবে দেখুন, আজ পশ্চিমে যে বেজে উঠেছে তার ডাকে ভারতবর্ষীয় কায়স্থসমাজ এমন কি সমস্ত হিন্দু সমাজকে সারা দিতে হচ্চে ও হবে, এই ভেরী নিনাদে সকলকে জাগ্রত হতে হবে—রণরঙ্গভূমে সমুদ্র পার হয়ে যাত্রা ক'ত্তে হবে, সাম্রাজ্যের ও ভারতের গৌরব রক্ষা কর্ব্বার জন্য অগ্রসর হতে হবে। ব্রাহ্মণ সমাজ ভেবে দেখুন, যখন আমাদের বিজয়শেষে বিজয়-মাল্য পরিধান ক'রে হিন্দু যুবকেরা যখন সমুদ্রের অপর পার হতে তাহা দিতে আস্‌বে, তখন সেই দেশ-গৌরব-সাম্রাজ্যের গৌরবস্থল যুবকবৃন্দদের সমাজচ্যুত করিয়া রাখাই তারা উচিত মনে ক'রবেন কি? যদি তাই হয়, তবে ইহা হইতে অনুতাপের কারণ আর কি হইতে পারে?

অতএব হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, আপনরা এই সমাজভয়ে ভীত হবেন না। অগ্রসর হ'তে থাকুন। সমুদ্রের অপর পার হতে জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশরণ ক'রে দেশকে গৌরবান্বিত করুন, সমাজকে উন্নত করুন, সমাজভয় আজকের দিনে বাস্তব হ'লেও তাহা ক্রমে সর্পের মত বিলীন হ'য়ে যাবে, শুধু সমস্ত বঙ্গের—এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের কায়স্থসমাজ আপনাদের অন্তরে একপ্রাণতা অনুভব করুন; একই

আদর্শে চলিতে থাকুন। দেখিবেন, কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, নব অরুণোদয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে নব জ্ঞানের নব আশার সঞ্চার হয়েছে, বিশ্ব সভায় আমরা পৃথিবীর মনিষীগণাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে ধন্য হয়েছি।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এল্ (বঙ্গজ) একটি বক্তৃতা দ্বারা সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দশম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচারসমিতির কার্য্যে সর্ব্ব-বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, বি-এল্। কামিনীবাবু বলিলেন ;—

মাননীয় সভাপতি ও সমবেত কায়স্থ প্রধানগণ। যে প্রস্তাব আপনাদের নিকট এই মহতী সভায় উপস্থিত করার জন্য আমার উপর ভার দিয়া আমায় গৌরবান্বিত করা হইল তাহা এই :—

"কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থপ্রধানস্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে এই উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহা এই—(ক) কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও উপনয়ন গ্রহণ (খ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন (গ) কায়স্থমাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার এবং (ঘ) শিক্ষার্থ সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা।

এই কয়টী বিষয় যে বিশেষ অবশ্যকীয় তাহা বুঝাইতে হয় না। ইহা স্বভাব-সিদ্ধ সত্যের ন্যায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, উচ্চারণে মনে লয় সুতরাং বিবৃত অনাবশ্যক বোধ হয়।

সমুদ্র যাত্রা কখনও নিষেধ ছিল না, নিষেধ হওয়ার কোন কারণও দৃষ্ট হয় না। বরং তাহার যে বিধিবিহিত ছিল, ইহা আমাদের শাস্ত্রভিন্ন প্রচলিত কথায়ও দৃষ্ট হয়। লোকে বলে :—

"দীর্ঘকাষ্ঠে শীলাপৃষ্ঠে নৌকায়াং জাহ্নবীতটে।
সভায়াং ছত্রপালায়াং স্পর্শদোষ ন বিদ্যতে॥"

নৌকায় যখন স্পর্শ দোষ হয় না, তখন ষ্টিমারে হইতেই পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবেন। আমাদের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, আমরা যুদ্ধার্থ ও বাণিজ্য উদ্দেশ্য নান দেশে গিয়াছি, সামান্য ধনের জন্য যাহা করিয়াছি, বিদ্যারূপ মহাধনের জন্য তাহা করিতে যে কোন প্রকার বাধা নাই, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্ত্রী-শিক্ষা অতীব আবশ্যকীয় হইয়াছে। হইয়াছে বলিলে ঠিক হয় না বরাবর ছিল। শুধু আমাদের খনা-গার্গী বিদুষী ছিলেন, এমন নয়; তৎপরবর্ত্তীদের মধ্যেও শ্রীশ্রী স্বরস্বতী মাতার উপাসিকার অভাব ছিল না। আমাদের জানা উচিত মাতা উচ্চ হৃদয়া না হইলে সন্তানের ভাবি উন্নতি হয় না, লোক-চরিত্রবিদ্ মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন—"The future good or bad conduct of children depends entirely upon their mothers. France needs nothing so much to promote her regeneration as good mothers." উচ্চ হৃদয় হইতে হইলে উচ্চ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব যাহাতে আমাদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার সমুচিত উপায় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথোচিত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা কায়স্থ, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের বংশধর, লিখাপড়া আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, লেখনী ও মসি আমাদের চিরসহচর, অতএব উচ্চ শিক্ষায় আমাদেরই অধিকার, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে শক্তি হইতে বুদ্ধির সম্মান বেশী। জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের আদর। উচ্চ শিক্ষা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে আমাদের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখা কোন প্রকারে সম্ভব নয়; অতএব সেই স্থান বজায় রাখিতে হইলে যাহাতে কায়স্থমাত্রই উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে দরিদ্র প্রতিভাবান কায়স্থ-সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে পারে, তজ্জন্য কায়স্থ মাত্রেরই বদ্ধপরিকর হওয়া এবং তদুদ্দেশ্যে স্থাপিত "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের স্থায়িত্ব কামনায় যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করা সকল কায়স্থ সন্তানের উচিত।

এ সভার অন্যতর আলোচ্য বিষয় বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ এবং পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন। যে দিন কাল প'ড়েছে, তাহাতে খাওয়া পরার ব্যয় সঙ্কোচ করিতেও আমরা বাধ্য হইয়াছি। অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ের ব্যয়সঙ্কোচ কালে যে অপর বিষয়ের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে, তাহা বলা নিরর্থক। কিন্তু সমাজ বড়

সুখের, সমাজ বড় দুঃখের। যে সমাজ আমাদিগকে নানা পাপকার্য্য হইতে কঠোর শাসন বলে দূরে রাখিতেছেন, আবার সেই সমাজই তাহার পূর্ব্ব প্রথা বজায় রাখিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়া নানা কষ্ট দিতেছেন। অর্থের সচ্ছলতা এবং জিনিষের প্রাচুর্য্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সামাজিক ক্রিয়ায় মনের সাধে যাহা খরচ করিতেন, এই দুর্দ্দিনে দুর্মূল্যে অপরিহার্য্য জিনিষ খরিদ করিয়া এবং বহু ব্যয়ে সন্তানাদির শিক্ষা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয় সম্পাদন পূর্ব্বক সামাজিক ক্রিয়ার যে পরিমাণ খর্চা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আবশ্যকও বোধ হইতেছে না। যাহা সহজে পারি না তাহা করিতে যাইয়া অনর্থক কষ্টেপরা-নিজকে ঋণ জালাদি নানারূপে, বিপন্ন করিয়া ভাবী দুঃখের সূচনা করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই অকর্ত্তব্য।

তারপর পণ-প্রথা—এই ঘৃণাজনক—গ্লানিকর প্রথাটী সমাজে কখন কি ভাবে প্রবেশ করিল তাহা জানি না; এই সর্ব্বনাশকর প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কত সুখের পরিবার ছারখার হইয়াছে, কত পিতা সমাজকে গালি ও ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, তাহা কাহারো অবিদিত নয়। এই পণ-প্রথায় আনন্দদায়িনী স্নেহের পুতুলী কন্যার জন্ম মাত্রই মাতার মুখ ম্লান ও পিতার হৃদয় গম্ভীর হয়। অতএব লোকমাত্রই—কায়স্থ প্রধানগণ সকলেই সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া যাহাতে এই অনিষ্টকর ব্যয় কমান যায় এবং সর্ব্বনাশকর পণ প্রথার উচ্ছেদ হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

ইহার পর উপনয়ন গ্রহণ—এই একটি বিষয়ে অদ্যকার পূর্ব্বে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। ইহার উপকারিতা বা আবশ্যকতা কি তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই। না দেখিবার কারণও আছে। আজ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদেরও পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতায় এবং তাঁহার জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশের পর আমার সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই সমস্তের পর আমার প্রাণের কথায় উপস্থিত হইলাম। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা। আমরা উকীল, নানা শ্রেণীর প্রমাণে আমরা অভ্যস্থ। তন্মধ্যে একটী অবস্থা ঘটিত প্রমাণ এই—ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বিত ভার্গব পরশুরাম কর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থির করিয়াছিলেন। আপনারা অবগত আছেন, একদা কঠোরকর্ম্মা পরশুরাম নিদ্রাতুর হইয়া তাহার প্রিয় শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইতে থাকেন, এমন সময় এক বজ্রকীট মহাবীর কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, পাছে গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় বীরবর অকাতরে

এক অবস্থায় স্থির ভাবে রহিলেন, কীট তাঁহার উরু ভেদ করিল, কর্ণ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তখন পরশুরাম নিদ্রা ভঙ্গের পর ব্যাপার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন কর্ণ কখনও সূতজ অধিরথে পুত্র নয়—ক্ষত্রিয় ভিন্ন এই কেহ রূপসহ্য করিতে পারে না। অবশ্য কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ প্রতাপাদিত্যাদি বঙ্গবীরগণ, তাহার প্রমাণ কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—আর তাহার প্রমাণ শৈলেনবসু, কিন্তু এ প্রমাণ যথেষ্ট নয়—কায়স্থ যুবকগণ এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। সময় উপস্থিত—শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, পরমদয়ালু পরমেশ্বর দিন দিয়াছেন, বহু বৎসরাবধি নানা নিবেদন আবেদন সভা-সমিতি করিয়া যাহা পাইতে পারি নাই, আমাদের প্রজারঞ্জন সম্রাট আমাদিগকে সেই অধিকার দিয়াছেন। আমরা রাজাধিরাজের সৈন্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার, ইংরেজ প্রজার পাশে দাড়াইয়া সমভাবে যুদ্ধ করিবার, আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করার অবসর পাইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! এস দলে দলে সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন কর, মাতার মুখ উজ্জ্বল কর। আমাদের মান রক্ষা কর এবং তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। এই আমার প্রস্তাব, এই আমার নিবেদন এই আমার প্রার্থনা।

তবে এই সমস্ত উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে এই সভায় সহরের উপর শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বক্তৃতা দিলে চলিবে না। সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা প্রতি-পাদন করিতে বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট অথবা জজ, সবজজ, বারিষ্টার উকীল মহাশয়দের নিকট উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা করিতে হইবে না। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বেগ পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বুঝাইতে হইবে, তাঁহাদিগকে, যাঁহারা না বুঝিলে আমরা কাজ করিতে পারিব না। আমাদের বুঝাইতে হইবে আমাদের দেশের মঙ্গলময় বৃদ্ধ সমাজপতি বৃদ্ধা মাতা সকলকে। যাঁহারা আমাদিগকে নানা কষ্টে মানুষ করিয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষুর জলকণায় (মহাবীর আলেক-জেণ্ডারের কথায় সুর মিলাইয়া আমরা বলিতে পারি) বহু বহু রাজ্য ভাসিয়া যাইতে পারে। সেই মাতা পিতাগণ যদি এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া ইহাতে আমাদের সাহায্য না করেন, তবে আমাদের পুনরুত্থান সুদূর পরাহত। অতএব তাঁহাদিগকে বুঝান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য সাধন উদ্দেশ্যে কায়স্থ প্রাধান স্থানে শাখা সমিতি গঠন ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমার আর বিশেষ বলিবার নাই। এই কয়টী বিষয় নিবেদন করিয়া আমি আমার প্রস্তাব আপনাদের গ্রহণের জন্য, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

অতঃপর প্রস্তাবটী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

একাদশ প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার নিয়মাবলীর কতকাংশ সংশোধন।

এই প্রস্তাবটি রায় সাহেব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সিদ্ধান্ত-বারিধি উত্থাপন করেন।

"১। (ক) বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে এই সভার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এবং সেই কার্য্যালয়ই প্রধান বলিয়া গণ্য হইবে।" বাড়ান হউক।

[২য় পৃষ্ঠা—(উ)—প্রথম লাইন— "ভিন্ন ভিন্ন স্থানে" না হইয়া "ভিন্ন ভিন্ন জিলার সদর ষ্টেশনে" এরূপ হইলে ভাল হয়।]

২য় পৃষ্ঠা—৪। (অ)—ধারার ৭ম লাইন—"পাইবেন না" স্থলে "বিনা মূল্যে পাইবেন না।" হউক।

[২য় পৃষ্ঠা—৪। (আ)—ধারার পরে প্রযোজ্য—"কোন সভ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করিলে প্রবেশ ফিস্ না দিয়াও শুধু বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিয়াই সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।"]

[(২) প্রবেশ ফির টাকা বৎসরান্তে হিসাব করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে জমা করা হইবে।" বাড়ান হউক।]

[৩য় পৃষ্ঠা। ৫ ধারার পরে প্রযোজ্য :—"উপবীতী সভ্যগণের মধ্য হইতেই উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।"]

[৪র্থ পৃষ্ঠা। ৭ম (অ)—

"সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ বাঙ্গালার প্রতি জিলার সদর ষ্টেশনে স্থানীয় কায়স্থ দিগকে লইয়া এক একটী শাখা সভা গঠন করিতে পারিবেন। ঐ সকল শাখা সভার অধীনে সবডিভিসনে এবং সম্ভব হইলে পল্লীগ্রামেও সভা গঠন করিতে পারিবেন ; ঐ সকল সভা পল্লী সভা নামে অভিহিত হইবে। কায়স্থ সভার ... ... কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। মূল সভার সভ্য ব্যতীত কেহ শাখা-সভার সম্পাদক ও সভাপতি হইতে পারিবেন না।" এইরূপ হউক।]

[৪র্থ পৃষ্ঠা—ই। ... ... "প্রত্যেক শাখা সভা অন্যূন তিনখণ্ড (কায়স্থ-পত্রিকা) বিনামূল্যে পাইবেন।" হউক।]

৫ম পৃষ্ঠা—১৩। 'ই' ধারার পর সংযোজ্য—"মূল সভার বা শাখা সভার সভ্য ব্যতীত কেহই মহাসভায় ভোট দিতে পারিবেন না।"

[৪ (অ) দফার শেষ ভাগে যেখানে "সাদরে গ্রহণ করিবেন" আছে তাহার পরে এইরূপ লেখা হওয়া উচিত :—"এবং যিনি বার্ষিক ১০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ চাঁদা দিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সভ্য গণ্য করা হইবে।"]

৪ (ই) দফার পরে এইরূপ লেখা হওয়া উচিত যথা :—"(ঈ) আজীবন সভ্যের চাঁদা যাহা আদায় হইবে তাহা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিবে উহা ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না এবং তাহার সুদ কায়স্থ-সভার হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।"

[৫ (অ) দফার শেষ ভাগে এইরূপ লেখা উচিত :—"কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলে সাধারণ সভা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন।"]

"৬ (ই) সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি প্রস্তাবযোগ্য বিষয়াদি ও কর্ম্মচারি-নিয়োগাদির খসড়া প্রস্তুত করিয়া বার্ষিক সভায় উপস্থিত করিবেন" বাড়িবে।

"৭ (ঈ) মূল সভার সভ্য ব্যতীত কেহ শাখা সভার সম্পাদক এবং সভাপতি হইতে পারিবেন না।" বাড়িবে।

১৭ নিয়মের প্রথম লাইনে "কর্ম্মচারিগণের" পূর্ব্বে "আগামী বর্ষের" এবং "কার্য্য-নির্ব্বাচক-সমিতির" পূর্ব্বে "পত্রিকা-সম্পাদক ও সম্পাদকীয়-সমিতি" বাড়িবে।

[২৬ দফা এইরূপ হওয়া উচিত :—"কোন সভ্যের দেয় চাঁদা ২ বৎসর মধ্যে প্রদত্ত না হইলে তাঁহার নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতিক্রমে সভ্যের তালিকা হইতে তৎপরবর্ষে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন সভ্যের চাঁদা ১ বৎসর মধ্যে প্রদত্ত না হইলে পর বৎসরে আর তাঁহাকে কায়স্থ পত্রিকা বা সভার কার্য্য বিবরণী পাঠান হইবে না।"]

২৮ (অ) নিয়মের "নির্ব্বাচিত হইবেন" এর পর "নির্ব্বাচন-কালে মফঃস্বল হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে" বাড়িবে।

[৮ম পৃষ্ঠা। (ই)—বাদ পড়িবে। তৎস্থলে নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

"কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির জন্য কলিকাতার প্রবাসী বা অধিবাসী ভিন্ন মফঃস্বল হইতে অন্যূনতঃ ৯ জন করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।"]

"২৮ (ঈ) কোন সভ্যের চাঁদা হাল সনের অনাদায় থাকিলে পরবর্ত্তী সনের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জন্য তিনি মনোনীত হইতে পারিবেন না এবং কর্ম্মচারীও হইতে পারিবেন না।" বাড়িবে।

২৮ দফায় আর একটি যোগ করা উচিত :—"(উ) সভার কোন বেতন ভোগী কর্ম্মচারী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।"

"২৮ (উ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য সভা হইতে কোন প্রকার আর্থিক লাভ করিতে পারিবেন না" বাড়িবে।

৩২ দফা যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ হওয়া উচিত :—"সভার বেতন ভোগী কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিবার ও তাহাদিগের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবারার এবং আবশ্যক হইলে তাহাদিগের স্থলে অপর ব্যক্তি নিযুক্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির থাকিবে।"

(পত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদকীয় সমিতি সম্বন্ধে এ দফায় যাহা লেখা আছে তাহার সহিত ৪৯ দফার সামঞ্জস্য নাই।)

৪২ দফা নিম্নলিখিত রূপে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক :—"সম্পাদক সভার মাসিক আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তিন মাস অন্তর আয় ব্যয় পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পরবর্ত্তী চতুর্থ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।"

৪৭ নিয়মের দ্বিতীয় লাইনে "৫১" স্থলে "৫২" হইবে এবং শেষের "এবং অন্যান্য অর্থও ধনরক্ষকের হস্তে দিবেন" বাদ পড়িবে।

[৪৭ দফার শেষ ভাগে এইরূপ লেখা উচিত :—"ভি পি বা মানিঅর্ডারে যে টাকা আসিবে তজ্জন্য আর পৃথক্ রসিদ দিতে হইবে না।"]

৪৮ নিয়মের নম্বর ৪৯ হইবে।

৪৯ নিয়মের নম্বর ৫০ হইবে এবং প্রথম লাইনে "নির্ব্বাচিত" কথার পর "একজন" বাড়িবে, "কিম্বা" স্থলে "ও" হইবে। শেষে "সম্পাদকীয় সমিতির তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই উক্ত সমিতির অধিবেশনের কার্য্য (quorum) হইবে" বাড়িবে।

৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নম্বর নিয়মগুলির নম্বর ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ হইবে।

[৫৩ দফাটী একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।]

[৫৪ দফার পরে "(ঝ) ধনরক্ষকের কার্য্য" বলিয়া হেডিং আছে, তাহা ও স্থানে না হইয়া ৫৩ দফার উপরে বসিবে।

৫৫ দফাটী এইরূপ ভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত :—"উপরিলিখিত ৪৭ সংখ্যক নিয়মানুসারে স্থায়ী ভাণ্ডার ব্যতিত সভার প্রাপ্য অর্থ ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সভার

তহবিলে জমা থাকিবে ; তদতিরিক্ত সমস্ত টাকা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্কে সভার নামে সম্পাদক জমা রাখিবেন [এবং আবশ্যক মত সেই ব্যাঙ্ক হইতে চেক্ সহি করিয়া টাকা লইতে পারিবেন।"] এবং উক্ত নিয়মের নম্বর ৪৮ হইবে।

[৫৬ ধারা রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই।]

৫৮ ধারার প্রথমে এইরূপ যোগ করা হইবে :—"আয় ব্যয় পরীক্ষক অন্ততঃ তিনমাস অন্তর সভার আয় ব্যয়ের হিসাব চেক্ করিয়া দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিবেন এবং"।

["সভার নিয়মাবলী এবং চারি শ্রেণীর সভ্যগণের নামের তালিকা বার্ষিক কার্য্য বিবরণীর শেষ ভাগে মুদ্রিত হইবে। এবং সেই কার্য্য বিবরণী (নিয়মাবলী ও তালিকাসহ) সভ্যগণকে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।" বাড়িবে।]

অনুমোদক—রায় বিনোদবিহারী বসু (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী) সি-আই-ই, আই-সি-এস্, কমিশনার [ ] চিহ্নিত অংশগুলিতে আপত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় (বারেন্দ্র) মাননীয় কমিশনার বাহাদুরকে সমর্থন করিলে

প্রস্তাবক [ ] চিহ্নিত অংশগুলি উঠাইলে লইলেন এবং বাকী অংশ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বাদশ প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সপ্তদশ বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী) আই-সি-এস্, সি-আই-ই।

সভাপতি :—

(বা) কুমার রাধিকাভূষণ রায়, হাং ১৫৪ বকুলবাগান রোড়, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সহঃ সভাপতি :—

(উ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ, রাইপুর বীরভূম জেলা।

(দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, হাং ৩২ নং কাঁশারীপাড়া রোড়, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(বা) " ভবানীনাথ রায় বর্ম্মা, চিথলিয়া, নদীয়া জেলা।

কোষাধ্যক্ষ ঃ—

(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, হাং কুঠিবাটী, বরাহনগর, ২৪ পরগণা।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক ঃ—

(দ) রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর, ৪২ নং বিডন্ রো, কলিকাতা।

(ব) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রঘোষ, ১৯৩ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সম্পাদক ঃ—

(দ) রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ৯ নং বিশ্বকোষ লেন্, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্, ৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদক ঃ—

(উ) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ, বি-এল্, হাং ১১৮এ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(দ) „ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ব্যারিষ্টার্, ২৫ নং হরিশমুখার্জি রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(বা) লেফেট্‌ন্যাণ্ট্ নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ, "টেপা লজ্," রংপুর।

"পত্রিকা-সম্পাদন-সমিতি"ঃ—

(উ) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম্-এ, হাং ১২ নং চোরবাগান লেন্, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, ১৮২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, হাং বরাহনগর, ২৪ পরগণা।

(বা) „ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, সাং কুসুম্বী, রাজসাহী জেলা।

সম্পাদকদ্বয়।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ ঃ—

(উত্তররাঢ়ী)

১। মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, দিনাজপুর।

২। মাননীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল্, হাং বাঁকিপুর।

৩। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, চম্পানগর, ভাগলপুর, বিহার।

৪। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম্-এ, দিনাজপুর।

৫। „ সতীশকণ্ঠ রায় বর্ম্মা, চাঁচড়া, যশোহর।

৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এল্, হাং ১ নং করিজ্‌ার্চ্ লেন্, কলিকাতা।

৭। „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, হাং বাঁকিপুর, বিহার।

৮। „ প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা।

৯। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, হাং মতিহারী, বিহার।

১০। „ চারুচন্দ্র সিংহ, বি-এল্, হাং ৮।২ নং শাখারীপাড়া রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১১। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্, উকিল, সাং মালদহ।

১২। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বি-এল্, উকিল, হাং গয়া, বিহার।

১৩ „ জগদীশ্বর সিংহ, বাগডাঙ্গা, কান্দী মুর্শিদাবাদ জেলা।

১৪। „ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মহাতা, বর্দ্ধমান, জেলা।

১৫। „ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষমৌলিক, বি-এস্-সি, সাং ১৫৪ নং লোয়ার সার্কুলার-রোড্, কলিকাতা।

(দক্ষিণরাঢ়ী)—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা, সি-এস্, সি-আই-ই, কমিশনার, হাং চট্টগ্রাম।

২। রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, সাং নেবুবাগান, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, হাং ৬১ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৪। „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, ৪ নং আমার্হষ্ট রো, কলিকাতা।

৫। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ নং লক্ষ্মীদত্তর লেন্, কলিকাতা।

৬। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৭। „ ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, হাং ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৮। কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, ৮ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৯। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্-এ, হাং ৪নং গোকুল মিত্রের লেন্, কলিকাতা।

১০। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্, হাং ৩৪।১ এল্‌গিন্ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১১। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৬ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১২। „ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী, হাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

১৩। „ দয়ালচন্দ্র বসু, ৫০ নং মির্জাপুরষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ৩নং কাসুন্দিয়া রোড্, হাওড়া।
১৫। „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৬। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যা লেন্, কলিকাতা।
১৭। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, ১ নং আউট্রামষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেন্, কলিকাতা।
১৯। „ প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা, বি-এ, কাঠাল দশানি, খুলনা জেলা।
২০। „ উমেশচন্দ্র দত্ত, ফিরিঙ্গি বাজার রোড্, চট্টগ্রাম।
২১। „ চারুচন্দ্র বসু, বি-এল্, কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।
২২। „ রাজচন্দ্র দত্ত, নাজির, ব্যাণ্ডেল্ রোড্, চট্টগ্রাম।
২৩। „ কেদারনাথ মিত্র, ৩২ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৪। „ রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, ফিরিঙ্গিবাজার লেন্, চট্টগ্রাম।

(বঙ্গজ)

১। মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, হাং ময়মনসিংহ।
২। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, উকিল, হাং ময়মনসিংহ।
৩। „ শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা অবসর প্রাপ্ত সবজজ, ঢাকা।
৪। „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মারায়, হাং ৭৬ ২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৫। „ কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ধাপ, রংপুর।
৬। „ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম ভাবসাগর, ৭৮ নং রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৭। „ চন্দ্রকুমার ঘোষ রায়, রবিশাল।
৮। „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ভেলানগর, ভেলাচঙ্গ, ত্রিপুরা।
৯। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০। „ জগচ্চন্দ্রপাল বর্ম্মা, ৭৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১১। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, ৭৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১২। „ অবনীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, কাশিমপুর, ঢাকা।
১৩। „ কেদারনাথ দেববর্ম্মা, ৬ নং মাণিক বসুরঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৪। „ ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, উকিল, চট্টগ্রাম।
১৫। „ দুর্গাদাস রায়, বি-এল্, ময়মনসিংহ।

(বারেন্দ্র)

১। রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, এম্-বি-ই, কাকিনা, রংপুর।
২। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

৩। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, জমীদার, হরিপুর, রংপুর।
৪। „ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী, জমীদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
৫। „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, কুসুম্বী, রাজসাহী।
৬। „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্-এ, ইন্স্পেক্টর্ অব্ স্কুলস্, হাং চুঁচুড়া।
৭। „ যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা, বি-এ, ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।
৮। „ প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, বগুড়া।
৯। „ রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১০। „ বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা, পয়দা, পাবনা।
১১। কবিরাজ „ রাধাকান্ত কবিরত্ন বর্ম্মা, সাং জয়পুর, বগুড়া।
১২। শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা, পাবনা।
১৩। „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমীদার, মাদলা, বগুড়া।
১৪। „ মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, উকীল, দিনাজপুর।
১৫। „ ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী বর্ম্মা, মোক্তার, নাটোর রাজসাহী জেলা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা বি-এল্ (বঙ্গজ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)।

„ „ কৃষ্ণচরণ বর্ম্ম মজুমদার (বারেন্দ্র)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত মহোদয়গণ কর্ম্মচারি ও সমিতির সদস্য মনোনীত হইলেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। ধন্যবাদ প্রদান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু (বঙ্গজ)।

কৈলাসবাবু ধন্যবাদ মুখে অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণের কার্য্যের সুসুঙ্খল বন্দোবস্তের এবং পরিতোষরূপে আহারের ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী) অনুমোদন করিতে যাইয়া কিছু প্রশংসাসূচক বক্তৃতা করেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)

সভার পক্ষের ধন্যবাদ শেষ হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির-সম্পাদক, কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার দাস, বি-এল্, মহাশয় বলেন,—"আমরা সভা আহ্বান করিয়াছিলাম বটে কিন্তু এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, তিনি

আমাকে উৎসাহপূর্ণ পত্র না লিখিলে কিছুতেই আমি একার্য্যে—আমার স্বীয় জা
সেবা কার্য্যে, আত্মনিয়োগ করিতাম না। আবার শুধু আমাদের চেষ্টায় যে শুধু
কার্য্য সম্পন্ন হইত ইহাও মনে করি না—কারণ এই স্বজাতি পূজায় অনেক
বিঘ্ন উপস্থিত ছিল, সেই সময় যদি আমাদের বিভাগীয় কমিশনার, মাননীয় শ্রী
কিরণ চন্দ্র দেব মহোদয় অভয় প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে এই স্বজা
সেবায় সিদ্ধিলাভ হইত না। মাননীয় সভাপতি এবং ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা বি
স্থানীয় দরিদ্র, আপনারা নারায়ণ স্বরূপ পূজনীয়। আপনারা যে আমাদের ক্ষুদের
তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা আপনাদের স্বজাতি সৌহার্দেই হইয়াছে, আমাদেরকৃত কর্ম্মে
নাই, এজন্য প্রার্থনা, আমাদের যদি কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, আপনারা ত
"নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।"

মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কামিনী বাবুকে সমর্থন করিলে সভা
হয়।

বিদায়-সঙ্গীত।

এই সময় ডব্‌লমুরিং সঙ্গীত সমাজ হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমা
দত্ত মহাশয়ের নিম্নধৃত গানটি তাল লয় সংযোগে গীত হয়:—

তৃষিত মিলিত চিত তৃপ্ত অতুলন,
বহিয়ে পুলকে আজি সকল সমাপন।
নীরব মুখর শুভ্র বাঁশী
পূজিয়া দীপ্ত শৌর্য্য-রাশি,
সিক্ত অমৃত-ধারে নিখিল প্রাণ-মন।
আজিকে সকলি মধুর সুন্দর
উঠিছে উথলি প্রেম-নির্ঝর,
মন্দিরে জাগে কোটি অন্তর
বন্দনা কার গাহি।
কোলাকুলি আজি অমৃত প্রাণে,
আর্দ্র-নয়ন কেন কে জানে—
"বিজয়া" নির্ম্মালা একি নিম্নান সনাতন।

ফটোগ্রাফ গ্রহণ।

তৎপর সভামণ্ডপের বহিঃপ্রাঙ্গণে সকলের ফটো গৃহীত হয়।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR